

# ଦେବୀ ପୁରାଣ

ସଂସି ବେଦବ୍ୟାସ-ବିରଚିତ ।

ମୂଳ ଓ ବଙ୍ଗାନ୍ତବାଦ । )

ଭଟ୍ଟପଲ୍ଲୀ-ନିବାସି-  
ପାଣ୍ଡିତସ୍ତବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ଡ଼ାକ୍ତର  
ସମ୍ପାଦିତ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ।

କଲିକତା,

୬ ନଂ ଶ୍ରୀବାନୀ ନିକେଟ, “ବଙ୍ଗବାସୀ-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଫୋନ୍”-ସଞ୍ଜେ

ଆନନ୍ଦ ନୁ ଚଉପଞ୍ଚାଶି ଦ୍ଵାରା

ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ସନ ୧୩୭୫ ମାସ

୩୩

ମୂଲ୍ୟ ୧, ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ।

## ভূমিকা ।

দেবীপুরাণ প্রাচীন ও প্রামাণিক পুরাণ । এমন সময়ও ছিল যখন দেবীপুরাণই ভাগবত নামে আদৃত হইত । ভাগবত নামের চহু হেমাঙ্গিতে আছে “ভাগবতী পুরাণ” এই নামেই সেই চিহ্ন । দেবীপুরাণ নামও আছে । দেবীপুরাণ যে ভাগবত নামে আদৃত ও প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ “তথৈ ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্” এই বচন । শ্রীমদ ভাগবতের ভাগবত-সংস্থাপন ও দেবীপুরাণের ভাগবত-প্রতিষেধ এই বচন দ্বারা হইয়াছে । ভাগবত-প্রসিদ্ধি ও প্রসক্ত হইলে, তাহার প্রতিষেধ হয় না । দেবীপুরাণে ভাগবত-লক্ষণের প্রধানংশ গায়ত্রী অধিকারে স্মৃতিশাস্ত্র, গায়ত্রী ত্রিপদা—দেবীপুরাণও ত্রিপদ (১) তৈলোক্যাস্ত্রায়, (২) বিজয়, (৩) তত্ত্বনিবৃত্তমক্ষম । গায়ত্রী-প্রথম-পাদের অর্থ, পরমতত্ত্ব পূরণের প্রথম পাদে ধর্মিত, সেই তত্ত্বেরই গীতা ধোঁরানুর বধ প্রভৃতি । তাহার সাধন-বিবরণ দ্বিতীয় পাদে, তাহা গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদের অর্থ । তৃতীয় পাদ এক্ষণে লুপ্তপ্রায় ; রহস্য—প্রবেশশক্তি, এই পাদে আছে,—তাহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পাদের অর্থ । গায়ত্রীতে এই দেবীপুরাণ বেদমাতা, অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের মূল এই পুরাণে আছে । হেমাঙ্গি হইতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত সকল স্মৃতিশাস্ত্রগ্রন্থ গ্রন্থে দেবীপুরাণ-বচনাবলী প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত, সংক্রান্তিপ্রকরণ, বাহ্যসম্ভাব্য ও দেবীপূজা প্রভৃতি বহু বিষয়ই এই সমস্ত বচন-প্রসিদ্ধ । দেবীপুরাণ-প্রমাণ-ব্যতীত বহু ধর্মকর্মই ব্যবহারহীন হয় । অতএব স্মৃতিশাস্ত্রায়িত বহু বেদ—বেদীপুরাণায়িত বেদমূলক, এই জন্ত দেবীপুরাণও এক প্রকার বেদমাতা । এই দেবীপুরাণের মতাবলম্বনে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও তৎপূর্ববর্ত্তী ঋষিকল্প মহাশয়গণ হুগীপূজা-পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন । বিবিধ উপাখ্যান ও সাধন-রহস্য এই পুরাণে উপদিষ্ট—এই পুরাণের অনুবাস, বহু বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল । সাহসবাদ পুরাণ-পাঠে যদি কোন ব্যক্তির ধর্মপ্রবৃত্তি বর্ধিত হয়, তাহা হইলে পরমানন্দ লাভ করিব । ইতি ।

শ্রীপঞ্চানন-ভট্টকর ।



## প্রকাশকের নিবেদন

• বঙ্গদেবী-মহা-দেবীপুরাণের প্রথম সংস্করণ ১৩১১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহার পর এতদিন এই পুরাণ ধানি প্রকাশের সুযোগ সুবিধা হইয়া উঠে নাই। এষার দেবীর কৃপায় এই দেবীপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দেবীর শুভাগনের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হউক। ইতি—৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল।

বঙ্গদেবী-কাণ্ডিক  
কলিকাতা।

}

প্রকাশক।

# সূচীপত্র ।

অধ্যায়	পত্রাঙ্ক	অধ্যায়	পত্রাঙ্ক
১ম অঃ । মঙ্গলাচরণ, ঋষিগণের বশিষ্ঠ-সমীপে প্রস্থ, বশিষ্ঠ-বর্ণিত- পুরাণোপক্রমণিকা, নৃপবাহনঃ প্রস্থ; শুক্র-চিচ্ছাদিতের উপদেশে নৃপবাহনের অগস্ত্য-সমীপে গমন	১	১২শ অঃ । ইন্দ্রধ্বজ-লক্ষণ	৬৩
২য় অঃ । অগস্ত্য-সমীপে নৃপবাহনের পদমালা বিদ্যা-বিষয়ক প্রস্থ, অগস্ত্য কর্তৃক পদমালা বিদ্যার প্রভাব-বর্ণন, ভৃগুপ্রসঙ্গে ষোড়শর বৃতাঙ্গ কথন, ষোড়শর বজ্রদণ্ডের উৎপত্তি; বজ্রদণ্ডের দিগ্বিজয়	৬	১৩শ অঃ । ষোড়শরের বধ-বিষয়ক প্রস্থ	৬৮
৩য় অঃ । ষোড়শর বজ্রদণ্ড ও কাল কর্তৃক পাতাল বিজয়	১৪	১৪শ অঃ । কল্কাসুর-বধ	৭৫
৪র্থ অঃ । শুক্র কর্তৃক ইন্দ্রাদি দেবগণ জয়ের উপায়-কথন, অশুরগণ কর্তৃক সুর্যের অবরোধ, দেবাসুর- যুদ্ধ, সুরাসুর মায়া-বিস্তার, বিষ্ণুর মধ্যস্থতায় সমর-বিরাম প্রসঙ্গতঃ ষোড়শরের প্রভাব-বর্ণন	১৬	১৫শ অঃ । বজ্রধ্বজ-বধ	৭৭
৫ম অঃ । দেবীর অবতার-প্রসঙ্গে বিষ্ণু ও ব্রহ্মপতির ব্রহ্মার নিকট গমন	২৩	১৬শ অঃ । নারদের দেবী-দর্শন	৮০
৬ষ্ঠ অঃ । ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দেবী- স্তব	২৫	১৭শ অঃ । ষোড়শর-যুদ্ধে শিবকৃত দেবী-স্তব	৮৪
৭ম অঃ । বিষ্ণু পর্বতে দেবীর অবতার	২৯	১৮শ অঃ । সুর্যের-বধ	৯০
৮ম অঃ । বিষ্ণুর ইচ্ছিতে নারদ কর্তৃক ষোড়শরের প্রসোভন	৩৭	১৯শ অঃ । দেবী কর্তৃক অশুরগণের মায়া-দৈত্য বধ	৯১
৯ম অঃ । পদমাসিনী মন্ত্রবিদ্যা	৪৩	২০শ অঃ । দেবী-বধ	৯২
১০ম অঃ । যোগ-প্রকরণ	৪০	২১শ অঃ । দেবীর নবমী-কল্মসূচনা	৯৫
১১শ অঃ । পৃথিবীতে পদমাসিনী বিদ্যার প্রকাশপরম্পরা	৫১	২২শ অঃ । নবমী-ব্রহ্ম	৯৫
		২৩শ অঃ । দেবী-স্তবের বিবরণ	৯৮
		২৪শ অঃ । সংক্রান্তি-বিধি	১০০
		২৫শ অঃ । তোরণ-বিধি	১০২
		২৬শ অঃ । বসুধারা-বিস্তার-বর্ণন	১০৪
		২৭শ অঃ । বসুধারা দাম-বিধি	১০৭
		২৮শ অঃ । দেবীর স্তব-মাহাত্ম্য	১১০
		২৯শ অঃ । দেবীর বার্ষিকবাদ	১১১
		৩০শ অঃ । দেবীর গুজাজবা মাহাত্ম্য-কথন	১১৩
		৩১শ অঃ । রথযাত্রা-বিধি	১১৪
		৩২শ অঃ । দেবী-প্রতিষ্ঠাদি-কর্মযোগ	১১৭
		৩৩শ অঃ । সূর্য-স্তব	১২০
		৩৪শ অঃ । দেবীধ্বজ-মাহাত্ম্য	১৩১
		৩৫শ অঃ । ধ্বজদান-বিধি	১৩২
		৩৬শ অঃ । শুক্র-সমীপে শিব-বর্ণিত দেবী-স্তব	১৩৫

অধ্যায়	পত্রিক	অধ্যায়	পত্রিক
৩৭শ অঃ। দেবীর নামনিরূপিত	১৩৫	৬৬শ অঃ। কলশের উৎপত্তি ও স্থাপন	২৩৮
৩৮শ অঃ। বিদ্যাাদি স্থাপন	১৩৬	৬৭শ অঃ। পূৰ্ব্য্যভিষেক	২৪১
দেবীর নাম-কল		৬৮শ অঃ। কামদানের স্থান-নিরূপণ	২৪৫
৩৯শ অঃ। বিদ্যামন্ত্রপ্রলাব ও দেবীর		৬৯শ অঃ। বিনায়ক-মণ্ডল, পূজা ও	
কর্মসম্বন্ধী মূর্তির প্রার্থনাব	১৪৭	স্থানবিধি	২৪৭
৪০শ অঃ। উৎসর্গের বধ	১৬০	৭০শ অঃ। রক্ষা-বিধান	২৪৮
৪১শ অঃ। কৃষ্ণধর্মাসুর বধ	১৬২	৭১শ অঃ। সূর্য্যভিষেক	২৪৯
৪২শ অঃ। অশুরবধে দ্বিষ্ট দেবগণের		৭২শ অঃ। গোপূর-দ্বার-নিরূপণ	২৫০
দেবীস্তুত	১৬৩	৭৩শ অঃ। পুর ও দুর্গ-পরিপাটী	২৬০
৪৩শ অঃ। অমরাসুর বধ	১৬৪	৭৪শ অঃ। গ্রন্থ, নদী ও অরণ্যাদির	
৪৪শ অঃ। পরশুরাম-কর্তৃক নানা-		প্রশংসা	২৬৪
স্থানে দেবীর নানা মূর্তি-স্থাপন	১৬৯	৭৫শ অঃ। ধারাদান-প্রশংসা	২৬৬
৪৫শ অঃ। অশ্বিন-নক্ষত্রাদিযোগে		৭৬শ অঃ। কুণ্ডে পতিত কপোত্তের	
যাগ-মাহাত্ম্য	১৭০	পূণ্যপ্রশংসা	২৬৭
৪৬শ অঃ। কাল-ব্যবস্থা	১৭২	৭৭শ অঃ। দেবীর বিশেষ বিশেষ	
৪৭শ অঃ। গ্রহগণের গতি	১৭২	পূজা-কল	২৭১
৪৮শ অঃ। সূর্যের কয়-বৃদ্ধি-নিরূপণ	১৮১	৭৮শ অঃ। কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত	২৭৩
৪৯শ অঃ। গ্রহণ-কথা	১৮৩	৭৯শ অঃ। ছাদসীতে দেবী-পূজার	
৫০শ অঃ। সংবৎসর দেবতা, দেবী-		কল, উষা-হেথরব্রত, বিষ্ণুশঙ্কর	
মণ্ডল ও বলি-বিবরণ	১৮৫	ব্রত ও লক্ষ্মীব্রত-বিবরণ	২৭৪
৫১শ অঃ। পাত্রনির্ধা	২০৮	৮০শ অঃ। কাল-ভাবব্যবস্থা	২৭৮
৫২শ অঃ। আদিত্যযোগ	২১০	৮১শ অঃ। কালাগ্নি-কর্মমাহাত্ম্য	২৮১
৫৩শ অঃ। গ্রহমাতৃকা-বিধি	২১১	৮২শ অঃ। হাটকেশ্বরপূর-বর্ণন	২৮২
৫৪শ অঃ। অক্ষ-হোমবিধিনির্ণয়	২১১	৮৩শ অঃ। রুদ্রদৈত্যের বধাভিলাষী	
৫৫শ অঃ। সর্গবিধ উৎপাত-শাস্তি	২১৩	দেবগণ কর্তৃক দেবীর ভক্তি	২৮৮
৫৬শ অঃ। মন্ত্রোক্তি	২১৬	৮৪শ অঃ। কুরুবধ ও ব্রহ্মাণীর উৎপত্তি	২৯৫
৫৭শ অঃ। দেবীপূজা-মাহাত্ম্য	২১৯	৮৫শ অঃ। কুরুবধে গ্রহোৎপত্তি	২৯৭
৫৮শ অঃ। ভাগ্য-বাদনী	২২১	৮৬শ অঃ। কুরুবধে চণ্ডেশ্বরের অভ্যু-	
৫৯শ অঃ। দাসবিশেষে দেবীপূজার		দম	৩০৩
কল	২২৩	৮৭শ অঃ। কুরু-বধানন্তর দেবগণ	
৬০শ অঃ। পূজা-বিধি	২২৫	কর্তৃক দেবীর স্তুত	৩০৬
৬১শ অঃ। বিশেষ মঙ্গললাভজনক		৮৮শ অঃ। কুরুবধ-ব্রহ্মপার-সমাপ্তি	৩০৯
পূজা	২২৭	৮৯শ অঃ। অষ্টমী ও নবমীব্রত	৩১০
৬২শ অঃ। প্রতিমা-পূজা	২২৭	৯০শ অঃ। দেবী-প্রতিষ্ঠা	৩১১
৬৩শ অঃ। মহাদেবের অষ্টমী নাম	২২৯	৯১শ অঃ। বিদ্যাদানের সৌভাগ্যকল	৩১৩
৬৪শ অঃ। গোরব্রত	২৩৫	৯২শ অঃ। দেবীমাহাত্ম্য	৩১৯
৬৫শ অঃ। পূর্ণাভিষেক টিকা	২৩২	৯৩শ অঃ। নন্দাতীর্থমাহাত্ম্য	৩২০

ଅଧ୍ୟାୟ	ପୃଷ୍ଠା	ଅଧ୍ୟାୟ	ପୃଷ୍ଠା
୧୫ମ ଅଃ । ମୁନନ୍ଦା ପ୍ରବେଶ-ବିଧି	୭୫୦	୧୧୨ମ ଅଃ । ଗଣେଶୋତ୍ପତ୍ତି	୭୮୭
୧୬ମ ଅଃ । ମୁନନ୍ଦାମୁନିର ମତାମୁକାନ୍ତା	୭୫୪	୧୧୩ମ ଅଃ । ଗଣେଶ-ସ୍ତବ	୭୮୮
୧୭ମ ଅଃ । ଅନନ୍ତାୟ-ବର୍ଣ୍ଣନା	୭୫୮	୧୧୪ମ ଅଃ । ଗଣେଶର ଅଭିଷେକ	୭୮୯
୧୮ମ ଅଃ । ଆହାର-ବୌଦ୍ଧତା	୭୬୦	୧୧୫ମ ଅଃ । ବିଷ୍ଣୁର ବଧ	୭୯୦
୧୯ମ ଅଃ । ପବିତ୍ରାରୋପଣ	୭୬୨	୧୧୬ମ ଅଃ । ଶିବରାତ୍ରି, ବିଷ୍ଣୁରାତ୍ରି, ଓ	
୨୦ମ ଅଃ । ନନ୍ଦାବ୍ରତ	୭୬୪	ହରିଚନ୍ଦ୍ର-ରକ୍ଷାବିଧି	୭୯୧
୨୦୦ମ ଅଃ । ମିତ୍ରାବ୍ରତ	୭୬୬	୧୧୭ମ ଅଃ । ଦେବୀପୂଜା	୭୯୨
୨୦୧ମ ଅଃ । ନନ୍ଦାବ୍ରତ	୭୬୮	୧୧୮ମ ଅଃ । ଦେବମୂର୍ତ୍ତିର ଜୀର୍ଣ୍ଣସଂସ୍କାର	୭୯୩
୨୦୨ମ ଅଃ । ପଦାବ୍ରତ	୭୭୦	୧୧୯ମ ଅଃ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର-ବିଧି	୭୯୪
୨୦୩ମ ଅଃ । ହୋମ-ଗୋବ୍ରତ	୭୭୨	୧୨୦ମ ଅଃ । ଯଜ୍ଞ, ନିୟମ, ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା-ବିଧି	୮୦୨
୨୦୪ମ ଅଃ । ତିଳଧେନୁ	୭୭୪	୧୨୧ମ ଅଃ । ଅଗ୍ନିର ତ୍ରୈବିଧି-ବର୍ଣ୍ଣନା	୮୦୪
୨୦୫ମ ଅଃ । ସ୍ବତଧେନୁ	୭୭୬	୧୨୨ମ ଅଃ । ଅଗ୍ନିର ଅନ୍ତରାତ୍ରି ବିଭିନ୍ନତା	୮୦୬
୨୦୬ମ ଅଃ । ଜଳଧେନୁ	୭୭୮	୧୨୩ମ ଅଃ । ଶୁକ୍ଳ-ବିଧି	୮୦୮
୨୦୭ମ ଅଃ । ବେଦେର ସଂଖ୍ୟା-ନିରୂପଣ	୭୮୦	୧୨୪ମ ଅଃ । ପୂଜା-ବିଧି	୮୧୦
୨୦୮ମ ଅଃ । ଆୟୁର୍ବେଦ	୭୮୨	୧୨୫ମ ଅଃ । ଶୁକ୍ଳପୂଜା-ବିଧି	୮୧୧
୨୦୯ମ ଅଃ । ଆୟୁର୍ବେଦ-ବିସ୍ତାର-ପ୍ରସଙ୍ଗ		୧୨୬ମ ଅଃ । ହୋମବିଧି	୮୧୨
ଆଗ୍ନିଶିଖା ଓ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାନାମ	୭୮୪	୧୨୭ମ ଅଃ । ଦେବୀସ୍ତବ	୮୧୩
୨୧୦ମ ଅଃ । ଆୟୁର୍ବେଦର ବିବିଧ କଥା	୭୮୬	୧୨୮ମ ଅଃ । ଦେବୀପୁରାଣ ପାଠର	
୨୧୧ମ ଅଃ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୋତ୍ପତ୍ତି	୭୮୮	କ୍ରମାଦି	୮୨୨

ସୂଚିପତ୍ର ସମାପ୍ତ ।

# দেবী পুরাণম্।

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নমস্কৃত্য শিবাং দেবীং সৰ্বভাগবতাং শুভাম্ ।  
পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ১  
ঋষয় উচুঃ ।

ভগবৎস্বঃ সমস্তস্ত দৃষ্টোদৃষ্টস্ত তত্ত্ববিৎ ।  
পুরাণার্থং বয়ং সৰ্বৈ আগতা ভুবি ভাবিতাঃ ॥ ২  
কথ্যতাং যত্র ঘোরাদ্যা ভূতাঃ সাম্প্রতদানবাঃ ।  
ভবিষ্যাৎচ বিনাশিষ্যো দেবী দেবনমস্কৃতা ॥ ৩  
ইন্দ্রস্ত চ দিবঃ প্রাপ্তির্হুতরাজ্যস্ত দানবৈঃ ।  
যথা শক্রেচ্ছ্রুয়ং চক্রে দেবদেবনমস্কৃতঃ ॥ ৪

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী (দুর্গা),  
সরস্বতী এবং বেদব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া  
জয় কীৰ্ত্তন অর্থাৎ পুরাণাদি পাঠ করিবে ।

ভগবান্ শঙ্করের পত্নী দেবী শিবাকে  
নমস্কার করিয়া ব্রহ্মকথিত পুরাণ যুগ্মযথ কীৰ্ত্তন  
করিব । ১ । ঋষিগণ বলিলেন,—হে ভগবান্  
পূজনীয় মহর্ষি বসিষ্ঠ ! আপনি প্রত্যক্ষ  
পর্যায় সকল বিষয়ের তত্ত্ববেত্তা ; আমরা  
সকলে পুরাণব্রহ্মণের অভিপ্রায়ে আসিয়াছি ।  
২ । দেবগণনমস্কৃত্য দেবী দুর্গার হস্তে,  
ঘোর প্রভৃতি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান  
দানবগণের বিনাশ-কৃতান্ত যে পুরাণে আছে ;  
—দেবদেব ইন্দ্রের ব্রতচরণের কথা, দানবগণ

অবতারা যুনিশ্রেষ্ঠ ষষ্টিভেদগতা যথা ।  
পূজয়েৎ স পৃথু রাজা দেবীং সৰ্বার্থসাধনীয়ম্ ॥ ৫  
যথা মাতৃসমুৎপত্তৌ করোন্নীশো মণ্ডুজানঃ ।  
চামুণ্ডা যেন বা দেবী যেন বা সৰ্বমঙ্গলা ॥ ৬  
নিকুন্তানি চ ন্যামানি বহৌ সন্তর্পণং যথা ।  
বসুধাবিবিধিং তাত দেবতাস্থাপনাদিকম্ ॥ ৭  
যত্র মায়ে মহামায়ে নিহতো রামসায়কৈঃ ।  
যত্র সংস্থাপিতা দেবী বহুধা বসুধাতলে ॥ ৮  
স্তোত্রানি চ বিচিত্রানি শিবান্যৈঃ শুভহুতুভিঃ  
কৃতানি বহুভেদানি তথা মাহাত্ম্যবর্ণনা ॥ ৯

কর্তৃক অপহৃত তদীয় স্বর্গরাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি-  
কৃতান্ত, ষষ্টিপ্রকার বিষ্ণু-অবতারের কথা,  
রাজার অকুণ্ঠিত সৰ্বার্থসাধিকা অম্বিকার  
পূজাবিবরণ, ব্রাহ্মীপ্রভৃতি অথবা গৌরী-  
প্রভৃতি মাহাত্ম্যের উৎপত্তিবাক্য, মহাত্মা  
কুরু বিনাশ-বিবরণ, চামুণ্ডা এবং সৰ্বমঙ্গলার  
আবির্ভাব-কারণ নির্দেশ, নামনিকৃতি ও  
অগ্নিতে হোমের কথা যাহাতে আছে ;—  
বসুধাবিবিধি, দেবতা-স্থাপনাদি-বিধি, মহামায়া  
সম্পন্ন মায়ার অনুরের রাম-শরে, নিধন, পৃথিবী-  
তলে নানাপ্রকারে দুর্গা দেবীর স্থাপন, মঙ্গল-  
নিদান শঙ্করপ্রভৃতি দেবগণের কৃত নানাবিধ



শিবস্ত চ তথা স্তোত্রং যামলং বিষ্ণুত্রকণোঃ ।  
 কৃতং লোকোপকারায় তত্রৈব চ মহাস্তবম্ ॥ ১০  
 রথযাত্রাদয়ঃ পুণ্যাঃ কথাঃ পাপপ্রণাশনোঃ ।  
 খটাবধঃ মহাঘোরঃ ন্যায়কোৎপত্তিকৌর্ভনম্ ॥ ১১  
 কৌর্ভনং বিঘ্ননাশস্ত যাগাদিভিঃ সমর্চনম্ ।  
 মহাশান্তিবিধানঞ্চ পুষ্যাঈদ্যরভিষেচনম্ ॥ ১২  
 বৌদ্ধা শক্রস্ত যক্ষক্রে \* শুককামপ্রসাদনম্ ।  
 নানাসদানি † তুর্গানি শিল্পানি বিবিধানি চ ।  
 যত্র সংকৌর্ভয়েদ্ ব্রহ্মা মধ্যদীনাং প্রপূজ্যতাম্ ।  
 বর্ণাশ্রমস্থিতির্যত্র আচারস্ত চ কৌর্ভনম্ ॥ ১৪  
 কৌর্ভনং যত্র দেবানাং সাংখ্যমাহাত্ম্যাবর্ণনম্ ।  
 যত্র মৃত্যুগ্রহাদিত্যা গ্রাসা আবাস্তরে নৃপাঃ ॥ ১৫  
 অর্চ্যাস সর্বেশ্বরী পূর্বঃ শক্রাদিভির্যত্র ভূতা ।  
 বৃজাঘশমনী তাত ভূমিশুদ্ধিকরী পরা ॥ ১৬

বিচিত্র স্তব এবং দেবীর মাহাত্ম্য, এ সকলের বর্ণনা যাহাতে আছে—লোকোপকারের জন্ত ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু শিবের যে যামল-স্তব করেন জুহা, শক্রকৃত মহাস্তব, পাপবিনাশক পবিত্র রথযাত্রাদিকথা, মহাঘোর খটাবধ-বৃত্তান্ত, গণেশোৎপত্তি-কাহিনী, যাগাদি দ্বারা গণেশপূজাপদ্ধতি-প্রসঙ্গ, মহাশান্তিবিধান, পুষ্পাদি দ্বারা অভিষেক করার প্রণালী, বৃহস্পতি অভীষ্টসাধক এই সব কার্য ইন্দের জন্ত যে করিয়াছিলেন, এ কথা,—নানাপ্রকার সত্তা, তুর্গ এবং বিবিধ শিল্পের কথা,—মহু প্রভৃতি, ক্রিষ্টাসা করিলে ব্রহ্মা, তত্বতবে যাহা যাহা বলেন, সেই সব কথা যাহাতে আছে ;—বর্ণাশ্রমধর্ম, আচারপদ্ধতি, দেবগণ-নির্দেশ, সাংখ্যমাহাত্ম্য, স্বায়ম্ভুব ঋষির কতিপয় রাজা, মৃত্যু-গ্রহাদি গ্রাস হইতে যেক্রমে উদ্ধার প্রাপ্ত হন, সেই প্রসঙ্গ এবং বৃজপাপ-বিনাশিনী শ্রীধবীপাবনী পরমপূজনীয় সর্বেশ্বরী তুর্গাকে ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্বক যেক্রমে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাও যাহাতে বিবৃত

হরিচন্দ্রাদয়ঃ স্বহা ভূতা দেবীপ্রসাদতঃ ।  
 মাণ্ডব্যো মুনিশার্দ্দুলো যত্র পূজয়তে শিবাম্ ॥  
 যত্রায়ুর্বেদসংসিদ্ধিং ধনস্তরিরবাণুয়াৎ ॥ ১৭  
 প্রাহৃত্যবস্ত্রা বিবেকব্রতানিচ নিয়মাদয়ঃ ।  
 বেদব্রতানি যজ্ঞানাং কথনং সাধনং তথা ॥ ১৮  
 গ্রহগণঞ্চ গতিশোচকং চক্রচ রাক্ষকৌর্ভনাম্ ।  
 সংস্থানং সংস্থিতির্যত্র নাগানাং তলবাসনম্ ॥ ১৯  
 কালসংখ্যাপ্রমাণস্ত যুগভেদপ্রকৌর্ভনম্ ।  
 লোকেষু শব্দসংখ্যানং \* শুভাশুভবিবেচনম্ ॥  
 পদমালাবিধিং পুণ্য সঙ্কল্পং যোগকৌর্ভনম্ ।  
 প্রত্যক্ষানি চ লক্ষ্যানি যোগিনাং সুখসিদ্ধয়ে ॥ ২০  
 ধ্বজদানপ্রসঙ্গো পুষ্পানি বিবিধানি চ ।  
 দানভেদা মহাপুণ্যা বিদ্যাদানং তথোত্তমম্ ॥ ২১  
 ব্রতানি চোপবাসাশ্চ যমাশ্চ নিয়মাস্তথা ।  
 জলেন স্থাপনং দেব্যাঃ প্রসাদেন নদাদিষু † ॥  
 গৃহভেদগতা পূজা শাস্তোপ্রবিধিনা যথা ॥

আছে ;—দেবীর প্রসাদে হরিচন্দ্রাদি রাজ-গণের মঙ্গল-প্রাপ্তি, মুনিবর মাণ্ডব্যের তুর্গ-পূজা, ধনস্তরির আয়ুর্বেদে সিদ্ধিলাভ, বিষ্ণুর আবির্ভাব, ব্রতনিয়মাদি, বেদব্রত, যজ্ঞ, যজ্ঞ-সাধন, উর্দ্ধ তত্ত্ব, গ্রহগণের গতি এবং চক্র-চার যে পুরাণে কৌর্ভিত আছে ;—ভূতলবাসী নাগগণের সংস্থান-স্থিতি, কাল-সংখ্যাপরিমাণ, যুগভেদ, জগতে শুভাশুভ-সূচক শব্দের তত্ত্ব-নির্দেশ, পবিত্র পদমালা, বিদ্যা, সঙ্কল্পনির্দেশ, যোগপ্রসঙ্গ, যোগি-গণের সুখ-সিদ্ধিসূচক বিবিধ প্রত্যক্ষের কথা যাহাতে বিবৃত আছে ;—ধ্বজদানপ্রসঙ্গ, বিবিধ পুষ্পের কথা, বিবিধ পুষ্পের দান-বিশেষে উৎকৃষ্ট ফলবিশেষ, উত্তম বিদ্যাদান, ব্রত, উপবাস, যম, নিয়ম, প্রাসাদমণ্ডলাদিতে তুর্গার প্রবেশ ও স্থাপন এবং শাস্ত ও উগ্রবিধি অনুসারে বিভিন্ন দেবীপূজা,

\* যাক্রে শক্রস্ত যক্ষক্রে ইতি পাঠান্তরম্ ।

† নানাসদানি ইতি পাঠান্তরম্ ।

\* লোকে শেষেত্যসংখ্যানমিতি পাঠান্তরম্ ।

† প্রসাদবলদাদিষু ইতি

সাধতে সৰ্বকৰ্মাণি তথা নো বকুয়হসি । ২৪  
সমস্তব্যস্তভেদেন ক্রমাচারানুসৃতঃ ।  
যথা বুদ্ধিস্থা তত্ত্বং যুগকালানুসৃতঃ । ২৫  
যথা প্রসাদতে দেবী আশ্রিতাবানুরূপতঃ ।  
কৰ্মযজ্ঞবিধানেন তথা কথয় সুব্রত । ২৬  
এবং পৃষ্টে তৈঃ স্তৈর্কৈর্বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।  
যথাস্থায়বিধানৈঃ শ্রয়তামিদমব্রবীৎ । ২৭  
আদ্যাধায়েন সংক্ষেপাৎ পুরাণং সমুদাহৃতম্ ।  
পাদে ত্রৈলোক্যাভিজয়ে সৰ্বকামপ্রসাধনম্ । ২৮  
বসিষ্ঠ উবাচ ॥

শ্রয়তাং সংবিধান্মামি সৰ্বকামপ্রসাধকম্ ।  
দেব্যাঃ সৎপূজনং যত্র মহাতাগ্যং পদে পদে । ২৯  
চতুৰ্দশবিভাগেন যথায়ুগক্রমাগতা ।  
দেবী সৰ্বসুখাবাপ্তিঃ প্রযচ্ছতি প্রপূজিতা । ৩০  
কথাং পুণ্যাবরুদ্ধার্থঃ পৌরাণীং যানিসত্তমৈঃ ।

আর দেবীপূজার সৰ্বকৰ্মসাধকতা যাহাতে  
আছে;—সেই পুরাণ আমাদিগের নিকট,  
শব্দ ও অর্থক্রম উল্লঙ্ঘন না করিয়া  
কাল এবং বুদ্ধি অনুসারে সামান্যতঃ এবং  
বিশেষরূপে যথাযথ বলিতে হইবে । ৩—২৫ ।  
হে সুব্রত ! আশ্রিতাবানুসারী কৰ্মযজ্ঞবিধান  
দ্বারা দেবী ক্ষেপে সন্তুষ্ট হন, তাহাও বলুন ।  
বিধিবেত্তা মুনিসত্তমগণ, এইরূপে স্তায়ানুসারে  
মহর্ষি বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলে; বসিষ্ঠ  
বলিলেন, ‘শ্রবণ করুন’ । ব্রহ্ম সংক্ষেপে এই  
পুরাণ কৌতুহল করেন ; ত্রৈলোক্যাভিজয় নামক  
প্রথম পাদ সৰ্ব-অভ্যুপার্জনিক হেতু । বসিষ্ঠ  
বলিলেন,—ঋষিগণ । শ্রবণ করুন ; পদে পদে  
সৌভাগ্য-সম্পাদক সন্মাতীষ্ট-সাধক দেবী-  
পূজাপ্রসঙ্গ যাহাতে আছে, সেই পুরাণ কহি-  
তেছি । যুগক্রমানুসারে এই গ্রন্থের চারি  
অংশ বর্ণিতা দেবীকে পূজা করিলে, তিনি  
সৰ্বসুখ প্রদান করেন । হে মুনিসত্তমগণ !  
আপনারা এই যে পুণ্যাবরুদ্ধ পুরাণকথা  
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভবিষ্যতে অগস্ত্য

ভবদ্বর্ষদহং পৃষ্টস্তদগন্ত্যঃ কথিষ্যতি \* । ৩১  
শিবাদিবিদ্যাদিভিঃ প্রাপ্তা † ব্রহ্মণো মাতৃবিশ্বনা  
তপ্তা মমত্রিভুত্তিরম্মাকমবতারিতা ।  
অগস্ত্য গীত্ব নৃপতৈর্ল'কে শ্রুতিং গমিষ্যতি  
যে চ তত্ত্বা যথাস্থায়ং ক্রমাচ্ছ্রীমন্তি মানবাঃ ।  
ন তেষাং হৃদভঃ কিঞ্চিদ'ভবিষ্যতি মনাগপি ।  
সমস্তং যদি বার্কং বা পাদং পাদার্কমেব বা ।  
নিয়মাদর্শসংপ্রাপ্তিস্তাবদ্ ভাব্যং সুখার্থিভিঃ ॥ ৩৪  
অবিচ্ছেদেন সংসিদ্ধিং প্রযচ্ছতি যথোপিতাম্ ।  
বিচ্ছেদাদিকলং যাতি ইহলোকে সুখাবহম্ ॥ ৩৫  
উৎপত্তিকৌতুহলং সৃষ্টেঃ প্রথমং সমুদাহৃতম্ ।  
বিজয়ে দেবপাদে'তু ঋষীণাং পরিপূচ্ছতাম্ ।  
শক্রাখ্যানং মহাপুণ্যং ঘোরোৎপত্তিবিনাশনম্ ।  
হৃদভেদনিধনং যত্র ঘোরঃ সংবদ্ধিতো মনুজ ॥ ৩৭

ইহা কৌতুহল করিবেন । শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, এবং  
বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, আর মনু, অত্রি, ও ভৃগু  
প্রভৃতি ঋষিগণ এই পুরাণ কথা প্রাপ্ত হন ;  
আমরা তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত হই । অগস্ত্য-  
কথিত এই পুরাণ-বার্তাই রাজপুরুষগণ  
জগতে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে । যে সকল ভক্ত  
মানব, যথাবিধি যথাক্রমে এই পুরাণ সমস্ত,  
অর্ক, এক পদ অথবা পাদার্কও শ্রবণ করিবে,  
তাদিগের অল্পমাত্র পাপও থাকিবে না ।  
নিয়ম সহকারে ইহা শ্রবণ করিলে অর্থপ্রাপ্তি  
হয় ; অতএব স্তম্ভাখ্য ঋষিগণ সন্মত, শ্রবণ-  
কাল নিয়মাবলম্বী হইয়া থাকিবে । অবিচ্ছেদে  
ইহা শ্রবণ করিলে ইচ্ছানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয় ।  
নিচ্ছেদ হইলে, ইহলোক-সুখকর ফল নষ্ট  
হয় । ২৬—৩৫ । দেবকল্প-বহুল বিজয়নামক  
প্রথম পাদে সৃষ্টির আরম্ভ কৌতুহল, ঋষিদিগের  
জিজ্ঞাসানুসারে মহাপুত্র ইন্দ্র উপাখ্যান-  
কথন, ঘোরানুরের উৎপত্তি ও বিনাশপ্রসঙ্গ

\* পদ্যার্কমিদং কেয়ুচির দৃষ্টতে ।

† শিববিদ্যাাদিভিঃ প্রাপ্তা ব্রহ্মণা ।

ইতি চ পাঠঃ ।

তপস্তপ্তা বরং লেভে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 মহাদ্যাঃ সাধিতা যত্র \* নৃপা নারগারসতলে ।  
 যত্র নারদং সুতস্তস্ত শক্রাং প্রাপ্তো গতৌ দিবম্  
 বিজিতা যত্র সমায়াং ছদ্মিতো গুরুণা পুনঃ ।  
 দেবৌ যত্র গতৌ বিজ্ঞাং ব্রহ্মবিষ্ণুসুপূজিতা ।  
 পদমালাং মহাবিন্দ্যাং নারদো জপতে যথা ॥ ৪০  
 ঘোরপ্রলোভনার্থায় মহিষাসুরকাজ্ঞয়া ।  
 তথা খটাক্ষিমায়ানাং বধো যত্র কৃতঃ সুরৈঃ ॥ ৪১  
 দেবং ক্রুদ্রং সমারাধ্য বহুভেদার্থতা শিবা ।  
 ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ং নাম দ্বিতীয়ং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।  
 নিমন্তস্তমগ্ননং তৃতীয়ং পাদমুক্তমম্ ॥ ৪২

এবং ছন্দুভি অশুরের নিধন-বিবরণ বর্ণিত  
 আছে । ঘোরাসুরের মহতী বুদ্ধি, তপস্তা  
 করিয়া প্রভু বিষ্ণুর নিকট তাহা বরলাভ, মজ্জ-  
 সাধনবলে, পৃথিবীর রাজগণ, পাতালের নাগ-  
 গণ সকলেরই ঘোরাসুরের বশতা, এ সকল  
 কথা এ পুর্বে লিখিত আছে । ইন্দ্রের নিকট  
 ওজস্র-উপদেশ পাইয়া ঘোরপুত্রের স্বর্গলাভ,  
 ঘোরের মায়াজয়, ঘোরাসুরকে বৃহস্পতির  
 ছলনা, ব্রহ্ম-বিষ্ণুপূজিতা দেবী দুর্গার বিজ্যা-  
 পূর্বতে গমন, ভগবতীর সহিত মাহিষাসুর-  
 নায়া ঘোরাসুরের যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করিয়া  
 জাহ্নবী প্রলোভনের নিমিত্ত নারদের পদমালা  
 বিজ্ঞাঙ্কন, দেবী কর্তৃক বিবিধ মায়াবধ, খটাদি-  
 দানববধ, রাক্ষস, দেবীসুত, ক্রুদ্রকৃত দেবী-  
 স্তব এবং সৈন্যে ঘোরাসুরের বা মাহিষাসুরের  
 বধ ইত্যাদি বিষয়, এষ্ট প্রথম পাদে আছে ।  
 দ্বিতীয় পাদের নাম ত্রৈলোক্যাভ্যুদয় । উত্তম  
 তৃতীয় পাদের নাম নিমন্ত-স্তমগ্নন । †

\*. মহাদ্যাঃ সাধিতা ইতি, সদাঃ সমাধিতা  
 ইতি চ পাঠান্তরে ।

† চতুর্থ পাদের পরিকৃত নামাদি উল্লেখ  
 ইহাতে পাওয়া গেল না । 'দেবাসুর' নামটি  
 চতুর্থ পাদেরও হইতে পারে । ঐ সম্বন্ধে  
 কল্যাণ পুরে বলিব ।

অক্ষকন্ত মহাযুদ্ধং দেবদানবসঙ্গরম্ ।  
 দেবদেবং হরং ভূজিহ্মাপ্রুয়াৎ পুনঃ ॥ ৪৩  
 যুদ্ধঃ দেবাসুরং নাম তারকন্ত গুহ্যস্ত চ ।  
 অবতারং কুমারিস্ত কামদেবো শরীরশমম্ ॥ ৪৪  
 আরাধনঞ্চ ক্রুদ্রস্ত শক্রার্থং কৃতবান্ হরিঃ ।  
 অবতারস্ত দেবস্ত সৈন্যপত্যং গুহ্যস্ত চ ॥ ৪৫  
 উমা-কৌলীসমুৎপত্তিদেবতারাদিনং যথা ।  
 কুহা দেবৌ পতিং লেভে শক্রং সূর্যশঙ্করম্ ॥ ৪৬  
 উদাহং কল্পয়েদ্ যত্র হিমবানলোত্তমঃ ।  
 হোতা যত্র সমুৎপত্তির্বাণিখিল্যাদয়ো মহান্  
 ঋষয়ঃ সর্বদেবানামাদিত্যরথসারুগাঃ ॥ ৪৭  
 গতয়ন্ত যথা চিত্রাঃ কশ্মণঃ সুবিপাকজাঃ ।  
 মহাশ্বেতাসমুৎপত্তৌ রবিরক্ষানিযোজিতা ॥ ৪৮  
 যত্র জম্বাদয়ো দেবা গ্রহরূপা ব্যবস্থিতাঃ ।  
 হিতায় পূজিতা যত্র শিবদূতীতনুর্গতা \* ॥ ৪৯  
 গ্রহযাগঃ কৃতো যত্র ব্রহ্মণামিতভেজসা ॥ ৫০  
 হিতায় সর্বভূতানাং মাতরো লোকমাতরঃ ।

অক্ষক অশুরের মহাসমর, দেব দানব-যুদ্ধ, দেব-  
 দেব মহাদেবকে হুব করিয়া অক্ষক অশুরের  
 ভূজিহ্মপ্রাপ্তি (ভূঙ্গী শিবের পারিষদ বিশেষ) ।  
 কার্তিকেয় ও তারকাসুরের 'দেবাসুর' নামক  
 যুদ্ধ কুমারের অবতার, কামদেবের শরীরনাশন,  
 ইন্দ্রের জন্ত হরির শিব-আরাধনা, কার্তিকেয়ের  
 দেবতার সেমাপতিত্ব, উম-কৌলীর উৎ-  
 পত্তি, দেবতারাদিন কারিয়া উদাহর সর্বমঙ্গল-  
 কব শঙ্করকে পোতরূপে প্রাপ্তি, গিরিরাজ  
 হিমালয়ের কল্প-বিবাহ-প্রদান, বাণিখিল্যাদি  
 ঋষিগণের উৎপত্তি, আদিত্যরথস্বরূপ দেবতা  
 ও ঋষিদিগের কথা, কশ্মাবিপাক-জনিত নানা-  
 বিধ কলের কথা, মহাশ্বেতা-সমুৎপত্তি, রবি-  
 রক্ষার নিযোজিত জম্বাদি রাক্ষসগণের কথা,  
 গ্রহরূপী দেবগণের কথা, দুর্গা-তনু-সমুৎপত্ত শিব-  
 দূতীর হিতকর-পূজন, সর্বভূত হিতকর লোক-  
 মাতা মাতৃগণের (গোরী প্রভৃতি) বাণগণের



স্থিতা লোকবিভেদেন বালানাং হিতকাময়া ॥১২।  
এবং সংক্ষেপ্ততোক্ত্য পুরাণং ব্রহ্মভাষিতম্ ।  
পবিত্রং সর্বলোকানাং উপকাংগায় কীর্তিতম্ ॥১৩।  
এবঞ্চানুক্রমান্ যন্তু স্তমন্তং ব্যক্তমেব বা ।  
অর্কং পাদার্কং পাদং বা আদ্যাধ্যায়ত্রয়কং বা ।  
যথাবিদ্যাবিধানেন কীর্তয়েৎ শৃণুয়াচ্চ বা ।  
বেদার্থতত্ত্বসহিতং সর্বকামপ্রদায়কম্ ॥১৪।  
শিবব্রহ্মহরিকীর্তি-কারকং শুভকারকম্ ।  
সর্বকামানবাপ্নোতি প্রেহিতান্ মনসা নরঃ ॥১৫।  
সুখং কীর্তিঃ ধনং পুত্রান্ কল্যাণং জনসংসদি ।  
অবগাদাপ্নুয়াচ্ছেদং পুরাণং শিবভাষিতম্ ॥১৬।  
পাঠস্থানানি গোষ্ঠকং দেবী-দেবগৃহাণি চ ।  
বিচিত্রাণি চ পুণ্যানি সৌধানি সুশুভানি চ ॥১৭।  
নদীতীরক্রমোদ্যান-বিবিক্তজনসংসদি ।  
কীর্তয়েচ্চোপলিপ্তেষু ধূপগন্ধশ্রগাদিভিঃ ॥১৮।  
একচিন্তসমাধানস্তদগতেনাস্তুরাশ্রনা ।  
ভাবয়ংশ্চাথ সন্তাবং বিশুদ্ধেনাস্তুরাশ্রনা ॥ ১৯।

হিতাভিলাষে স্থানভেদে অবস্থিতি, এই সব  
যাহাতে বর্ণিত আছে, সেই ব্রহ্মভাষিত পবিত্র  
পুরাণ সংক্ষেপে উদ্ধার করিয়া লোকোপ-  
কারের জন্য কীর্তিত হইতেছে। ১২—১৩।  
বেদার্থতত্ত্বপূর্ণ সর্বকামপ্রদায়ক, ব্রহ্ম-বিষ্ণু  
মহেশ্বর-কীর্তিকথাপূর্ণ শুভকারক সমস্ত পুরাণ,  
যে ব্যক্তি এইরূপ অনুক্রমে যথাবিধানে পাঠ  
বা শ্রবণ করে, কিম্বা, পুরাণের কিয়দংশ, অর্ক  
পাদ, অথবা প্রথম তিন অধ্যায়, যে ব্যক্তি  
পাঠ বা শ্রবণ করে; মনের একান্তবাহিত  
সর্বফললাভ তাহার হইয়া থাকে। এই  
শিবভাষিত পুরাণ শ্রবণ করিলে জনসমাজে  
সুখ, কীর্তি, ধন, পুত্র এবং আরোগ্য প্রাপ্ত  
হয়। পাঠস্থান, গোষ্ঠ, দেবীগৃহ, দেবগৃহ,  
বিচিত্র পবিত্র শুভ সৌধ, নদীতীর, বৃক্ষ-  
শোভিত উদ্যান, পবিত্র জনপূর্ণ সভা; এই  
সকল স্থান ধূপগন্ধমোদিত, মালালঙ্কৃত এবং  
উপলিপ্ত করিয়া তথায় তদগত একাগ্র ও  
বিশুদ্ধচিত্তে, ভগবচ্চিন্তা করত—এই পুরাণ-

শৃণুয়াৎ শঠো নীচঃ খলভাবঃ সদাক্ষমী  
অভক্তো ন চ দৈবানাং ন দ্বৈতী ন চ মৎসরী ॥  
দেবাং দেবাহুবিবাদীন্ যঃ সূর্য্যব্রহ্মহরীং তথা ।  
গুরুবিপ্রহিতো ভক্তঃ স লভেত হিতং কলম্ ॥  
নৃপবাহন উবাচ ।  
সর্বকামপ্রদা দেবী ত্বয়া চেষ্টয়া পুরা যথা ।  
অতা বিদ্যা মহাভাগ তথা মো বক্তুমহসি ॥ ৬৩  
অনুগ্রহার্থং সর্বেষাং খড়্গমালাঞ্জনাদিকা ।  
যা বিদ্যা গুটিকাদ্যানাং \* বহুভেদা প্রকীর্তিতা  
তাং হিতায় মহাভাগ ক্রিয়াকর্মগতং বহু ॥ ৬৪  
চিত্রাঙ্গদ উবাচ ।  
যদিচ্ছতি ভবান্ শ্রোতুং বিদ্যাং বিদ্যাবিশারদ  
কৃতবিদ্যোহসি ত্বং বৎসমগস্ত্যং পূর্বপৃচ্ছতম্ ॥ ৬৫  
স চ জানাত ধর্ম্মাত্মা সর্বাবিদ্যাবিধানমাম্ ।  
অবান্তরগতাং ভূতাং বর্তমানাং ভবান্বিতকাম্ ॥ ৬৬

পাঠ কর্তব্য। শঠ, নীচ, খলব্রহ্মভাব, অক্ষমী,  
দেবদেবীগণের অভক্ত, বিদেষ্টা এবং মৎসরী  
এই পুরাণ শ্রবণ করিবে না। দেবী, শিব,  
সূর্য্য, ব্রহ্মা এবং হরি প্রভৃতি দেবগণের প্রতি  
ভক্ত, গুরু এবং ব্রাহ্মণগণের হিতকারীই  
শ্রবণ কীর্তনে হিতফল প্রাপ্ত হয়। নৃপবাহন  
বলিলেন,—হে মহাভাগ! অর্পণ, ইন্দ্ৰের  
নিকট যেমন সর্বকামপ্রদ খড়্গ মালা অঞ্জন  
এবং গুটিকাদি সমস্ত বহুবিধ বিদ্যা শ্রবণ  
করিয়াছেন, সেইরূপ আমার নিকটেও  
সর্বলোকেব প্রতি অনুগ্রহপূর্বক তাহা কীর্তন  
করুন। হে মহাভাগ! অন্তর্ধান-পদ্ধতির  
সাহিত্য সেই বিদ্যা লৌকিকহিতার্থ আমার নিকটে  
প্রকাশ করুন। ৬৪—৬৫। চিত্রাঙ্গদ বলিলেন,  
—বিদ্যাবিশারদ! তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ;  
এক্ষণে তুমি যদি সে বিদ্যা শ্রবণে অভিলাষী  
হইয়া থাক ত অগস্ত্যর নিকটে গিয়া  
জিজ্ঞাসা কর। ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য এই সকল  
বিদ্যাবিধান অবগত আছেন। ভূতভবিষ্যৎ

## দেবীপুরাণ ।

এবমুক্তঃ স গুরুণা সৰ্ববিদ্যার্থপারগঃ ।  
গতো যথাশ্রমে শ্রেষ্ঠেহগস্ত্য। ব্রহ্মবিশারদঃ ॥  
আচরন্মতিমাধায় কুহা চার্থং প্রসাধনে ।  
বিদ্যানাং দিব্যসিদ্ধিানাং নৃপযানো মহামতিঃ ॥৬৯  
একচিত্তঃ শিবে ভক্তঃ সৰ্বকামপ্রসিদ্ধয়ে ।  
মুনিমাশ্রম্যাসাদ্য দৃশ্যে শুভবুদ্ধয়ে ॥৭০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণেহগস্ত্য।শ্রমগমনং  
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

### দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

কামিকাঃ সাধয়িত্বা তু বিদ্যাং সৰ্বার্থসাধনৌম ।  
নৃপবাহনমহাজ্ঞা অগস্ত্যাস্থাশ্রমং গতঃ ॥১  
যত্র বেদধ্বনিঃ শব্দঃ শ্রীয়েতে পুণ্যকৰ্মণাম্ ।  
বেদান্ত্যাপিকৃত্য যত্র ঋষয়ো ধৰ্মচারিণঃ ॥২  
বিদ্যাবেদকবেত্তারো যত্র সিদ্ধা হনেকশঃ ।  
বিমুক্তা হস্তাজৈর্দামৈর্যত্র তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ ॥ ৩

বৰ্ত্তমান নির্মিল সময়ের এবং "বিস্তরভেদ-  
সম্বলিত এই বিদ্যা অগস্ত্য জানেন। গুরু  
চিত্তাঙ্গদ এই কথা বলিলে, একাগ্রচিত্ত  
শিবভক্ত মহামতি নৃপবাহন সৰ্বকামসিদ্ধির  
জন্তু দিব্যসিদ্ধিবিদ্যা-সাধনে অনন্তমনে কুহ-  
নিশ্চয় হইয়া, "যে শ্রেষ্ঠ আশ্রমে ব্রহ্মবিশারদ  
অগস্ত্য, অবস্থিত, তথায় গিয়া শুভবুদ্ধির  
উদ্দেশে "মুনিবর" অগস্ত্যকে দর্শন  
করিলেন ॥৬৬-৭০

প্রথম অধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

### দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

মহাজ্ঞা নৃপবাহন, সৰ্বার্থ-সিদ্ধিদায়িনী  
কামিকা-বিদ্যা-সাধনে উপযুক্ত হইয়া অগস্ত্য-  
শ্রমে গমন করিলেন। পুণ্যকৰ্ম্মা দ্বিজগণের  
বেদধ্বনি সেই আশ্রমে প্রতিগোচর হইল।  
বেদান্ত্যাসপরাধণ ধৰ্মচারী অনেক ঋষি এবং  
বেদজ্ঞ, বিদ্বান ও আত্মবিৎ অনেক সিদ্ধ

যত্র রোগভয়ং নাস্তি যত্র প্রীতিরম্বন্তমা ।  
যত্র মাতঙ্গসি'হানামেকত্রৈবাভবন্ গৃহম্ ॥ ৪  
অশ্বাশ্চ মহিষৈর্যত্র ক্রৌড়ন্তে সহিতাঃ সদা ।  
বিক্রান্তাপি সন্তানি রমন্তে একতঃ সদা ॥৫  
যং সম্প্রাপ্য গতাঃ সৰ্ব্বৈ পাপিষ্ঠা অপ সৎক্রিয়াম্  
ঋষয়ো হপবর্গায় তপন্তেপুৰুষমুখ্যঃ ॥ ৬  
সনকঃ সনৎকুমারশ্চ নারদাজৈর্গৌতমাঃ ।  
পুলস্ত্যঃ পুলহো ভানুঃ শঙ্খজাবালিকৌ মুনৌ \* ॥  
ভৃগ্বাঙ্গরসবাসিষ্ঠমাণ্ডব্য ঋষিসন্তমাঃ ।  
শাণ্ডিল্যো মহর্ষির্বাহু† রত্নেহপি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৮  
শৌর্য্যধৈর্য্যবলোপেতা জ্ঞা-নির্দীক্ষাকাম্বযাঃ ।  
একভক্তা হন্তোভ্যারে নক্তোপাসনতৎপরঃ ॥  
একান্তরোপবাসাশ্চ ত্রিরাত্রিপকরাভ্যাদাঃ ।  
দশরাত্রভূজশান্তে পঞ্চমাসভূজোহপরে ॥ ১০

তথায় অবস্থিত। হস্তাজ দোষ, ক্রোধ,  
লোভ সেই স্থানের প্রাণিগণের নাই। তথায়  
রোগভয় নাই; পরস্পরে অতি উত্তম প্রীতি।  
তথায় হস্তী এবং সিংহের একত্র বাস;  
অশ্বগণ মহিষের সহিত সৰ্বদা ক্রীড়া করি-  
তেছে। পরস্পর-বৈরী প্রাণিগণ তথায় সতত  
একত্র বাস করিতেছে; পাপী ব্যক্তিগণও,  
সেই আশ্রমে গিয়া সৎকার্যের অনুষ্ঠান  
করিতেছে। মুমুক্ ঋষিগণ, তথায় মুক্তির  
উদ্দেশে তপস্যা করিতেছেন। ১-৬।  
সনক, সনৎকুমার, নারদ, 'আত্রেয়', গৌতম,  
পুলস্ত্য, পুলহ, ভানু, শঙ্খ, জাবালি, বিশ্বামিত্র  
ভৃগু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, মাণ্ডব্য, শাণ্ডিল্যও বাহু  
এই সকল মুনি এবং অন্যান্য মুনিপুঙ্গব  
তথায় অবস্থিত। ইহারা সকলেই সত্যবীর,  
যোগবুল-সম্পন্ন; জ্ঞানার্হি দ্বারা ইহাদের  
পাপভণ দক্ষ হইয়া গিয়াছে। অনেক ঋষি  
একাহারী, অনাচারী, নক্তভোজী এবং  
একান্তরোপবাসী; অনেকের ত্রিরাত্রান্তে  
ভোজন, অনেকের পঞ্চমাত্রান্তে ভোজন এবং

\* শঙ্খ জাবালি-পানিনী ইতি চ পাঠঃ ।

† বাহুঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ক্ষীরপাঃ কলমূলাদ্যাঃ কন্দপত্রাশনাঃ পরে ।  
 সংবৎসরান্তরৈকাদা ধাত্রীবিষাদিতোজনাঃ ॥১১  
 শাকযাবকগোমূত্রগোময়াহারকাঃ পরে ।  
 স্নানপূজাজপাসক্তাহোমাসক্তা বিমুক্তয়ে ॥১২  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবকন্দ-ঈমার্গাপ্রপূজনে ।  
 নিরতা যত্র তিষ্ঠন্তি সর্বসিদ্ধিকলপ্রদে ॥১৩  
 তত্রাশ্রমপদে রম্যে অগস্ত্যাস্তিষ্ঠন্তে মুনিঃ ।  
 যেন বাক্য শব্দেন বিজ্ঞাদিঃ সূনিয়ামিতঃ ॥১৪  
 রিমার্গবিচারার্থঃ যঃ সংবদ্ধিতমদ্যতঃ ।  
 যস্তোদয়ে ভবেৎ তোয়ং শুক্লং স্বচ্ছং সুনির্মলম্  
 প্রচ্ছৎ বিষভৌজ-মেঘনিশ্বন্দদৃষিতম্ ।  
 তস্তাশ্রমং সমাসাদ্য প্রণাম কৃত্বান নৃপঃ ॥ ১৬  
 মুনীনাং প্রতিপজাস্তু আসনার্থাফলাশুভিঃ ।  
 যথা ঋষিগুণকৈশ্চ নৃপ আচার্যাবাক্ষবাঃ ॥১৭

অনেকের দশরাত্রান্তে ভোজন ; অনেকে পক্ষান্ত ভোজী, মাসান্তভোজী এবং ক্ষীরপায়ী, অনেকে কল-মূলমাত্র-ভোজী এবং মূল-পত্র-মাত্র-ভোজী ; অনেকে সংবৎসরের পর এক-বার মাত্র ভোজন করেন ; অনেকে হরীতকী, বিষ্ণু প্রভৃতি ফল মাত্র ভোজন করিয়া থাকেন, অনেকে আবার শাক, সিদ্ধ যবমণ্ড ও গোমূত্র বা গোময় আহার করিয়া থাকেন । স্নান পূজা জপে আসক্ত, হোমপরায়ণ এবং মুক্তি উদ্দেশে, সর্বসিদ্ধি-কলদায়ী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কার্ত্তিকের তুর্গা কালৌর পূজায় তৎপর হইয়া কত ঋষি তথায় বাস করিতেছেন । ৭—১৩। সেই রমণীয় আশ্রমগুলো, মহাশি অগস্ত্য আসীন । সূর্যের পথরোধ করিবার জন্য উদ্যত বর্দ্ধনশীল ব্রহ্মা পর্বতকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া এই অগস্ত্যই নিয়মিত করিয়াছেন । বর্ষার, বৃষ্ণাদি বিষ ও সর্পবিষে দূষিত, মেঘনিষান্দে, কলুষীকৃত নদীজল এই অগস্ত্যেরই উদরে স্বচ্ছ, শুদ্ধ এবং সর্বদোষ রহিত হয় । সেই অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়া রাজা নৃপবাহন, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । অগস্ত্য তাঁহাকে প্রতিপূজাও করিলেন ; আসন, অর্ঘ্য, কল এবং জল দ্বারাই মুনিগণ

তপস্বী পূজনীয়ান্ অগ্ৰহমাগতাশ্রমাঃ ।  
 ততো নৃপো যুদা যুক্তঃ পৃচ্ছতে বেদজং বিধিম্ ॥  
 নৃপবাহন উবাচ ।  
 ভ্রাবন্ কৰ্ম্মণা কেন বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ ।  
 ভূতবানচলে তস্মিন্নেতদাখ্যাক্ষিমে প্রভো ॥১৯  
 অগস্ত্য উবাচ ।  
 শিবেন যা পূরা বিদ্যা বিবেকোদিতা বিষ্ণুনা ।  
 পিতামহস্ত তেনাপি শক্রস্ত প্রতিপাদিতা ॥২০  
 যথা বৎস বিধানেন সর্বকামার্থসাধিকা ।  
 ধর্মদা মোক্ষদা দেবী তথা মে গদতঃ শৃণু ॥২১  
 কুত্বা ক্রতুশলং বিধিবাদিবং প্রাপ্তৌ যদা ঋষিঃ ।  
 ব্রহ্মা ঋষিবরৈর্যুক্তো গত্যাস্তদর্শনায় বৈ ॥২২  
 শক্রেণ চ সমায়াস্ত দৃষ্টা দেবঃ পিতামহম্ ।  
 ত্যক্তা সিংহাসনং ত্বং দণ্ডবৎ প্রণতিতো ভূবি ॥

প্রতিপূজা করেন । এই হইল নিয়ম যে, যে কোন ব্যক্তি, রাজা, আচার্য, বান্ধব কিংবা তপস্বী, স্বেচ্ছাক্রমে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেই নিজ সম্পত্তি অনুসারে তাঁহাদিগের পূজা করা সকলেরই কর্তব্য । তারপর রাজা নৃপবাহন আনন্দযুক্ত হইয়া পদ্মমালা-বিদ্যা প্রভৃতির কথা অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —প্রভো ! ভূতাদির উপসর্গ গ্রাহ্য হইতে দূর হয় এবং আকর্ষণ, বশীকরণ, ইচ্ছামত গমন ও ত্রিকালদর্শন প্রভৃতি সিদ্ধি গ্রাহ্য হইতে হয়, সেই বিদ্যা আমাকে বলুন ১৪—১৯। অগস্ত্য কহিলেন,—তুমি যে বিদ্যার কথা আমাকে বলিলে, পূর্বকালে শিব, বিষ্ণুকে এই বিদ্যা প্রদান করেন । বিষ্ণু, ব্রহ্মাকে দেন ; তারপর ব্রহ্মা যেরূপে বিধক্রমে এই সর্বকামার্থসাধিকা ধর্মপ্রদায়িনী মুক্তিদাত্রী বিদ্যা ইন্দ্রকে প্রদান করেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর । যখন ইন্দ্র, বিধিবিধানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ-রাজ্য প্রাপ্ত হন, তখন ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যাইলেন । তখন ইন্দ্র, দেবদেব পিতামহকে আসিতে

চাগৌ পূজয়িত্বা স তুতোষ কমলাসনম্ ।  
 স্তোত্রোণানেন নৃপতে প্রজ্ঞশং বিশ্বভাবনম্ ॥২৪  
 ইন্দ্র উবাচ ।  
 নমস্তে বেদভায় উৎপত্তিস্থিত্তিত্তেতবে ।  
 সংহারহেতবে দেব ত্রিগুণায় ত্রিমূর্তয়ে ॥২৫  
 নিরুণায় শ্ৰেণালীক শিবায পরমাশ্রমে ।  
 অনাদিরাদিমধ্যাক্ষু বিশ্বমূর্তে ভবায় চ ।  
 অদ্য মে সফলং জন্ম ক্রতবঃ কলদা মগ ॥ ২৬  
 ত্বদর্পণেন দেবেশ বিপাপাহমসংশয়ম্ ।  
 সর্বকামপ্রদং দেব অর্মেঘঃ তব দর্শনম্ ॥ ২৭  
 তথ্যপি হি সুরশ্রেষ্ঠ তব পাদেহচলা মতিঃ ।  
 চাবনং ন চ স্বর্গাশ্চ তথা হং বরদো ভব ॥ ২৮  
 এবমুক্তঃ ইন্দ্রেণ ব্রহ্মা বিশ্বমাগতঃ ।  
 অনেকানি সহস্র নি মম ভক্তিরতানি চ ॥ ২৯

দেখিয়া সর্বর সিংহাসন হইতে উঠিয়া ভূতলে  
 দণ্ডবৎ পতিত হইলেন । ইন্দ্র, “প্রজাপতি  
 বিশ্বভাবন ব্রহ্মার চরণযুগল পূজা করিয়া,  
 বক্ষ্যমাণ” স্তব দ্বারা তাঁহার সন্তোষ সাধন  
 করিয়াছিলেন । ২০—২৪ । ইন্দ্র বলিলেন,—  
 হে বেদগর্ভ ! হে উৎপত্তি-স্থিত-সংহার-  
 কারিন্ ! আপনি ত্রিগুণময় ; ত্রিমূর্তিধারী ;  
 হে দেব ! আপনাকে নমস্কার । হে কার্য-  
 কারণরূপিন্ ! হে গুণাতীত ! আপনি  
 পরমাশ্রম শিবস্বরূপী ; হে বিশ্বমূর্তে ! আপনি  
 জগতেব আদি, মধ্য এবং অন্তস্বরূপ, অথচ  
 স্বয়ং অনাদি ; হে ভব ! আপনাকে নমস্কার  
 করি । হে দেবেশ ! আজ আমার জন্ম  
 সফল হইল, যজ্ঞ সফল হইল, আপনার দর্শন  
 মাঝেই নিশ্চয় আমার একল পাপ নষ্ট  
 হইয়াছে । হে দেব ! আপনার শাক্ষাৎকার-  
 লাভ যদিও অসম্ভব, যদিও সর্বকামনাপূরক,  
 তথাপি ঔৎসুক্যবশতঃ প্রার্থনা করিতেছি,  
 হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনার করণে যেন আমার  
 অচলা বুদ্ধি থাকে, আর যেন আমি কখন  
 মার্গভ্রষ্ট না হই ; এই বর আমাকে দিন ।  
 ইন্দ্র এই কথা বলিলে, ব্রহ্মা বিশ্বমাপন্ন হইয়া  
 চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমার ভক্ত ও

বরদানপ্রহষ্ঠানি বাধয়ন্তি দিবোকসঃ ।  
 তদা চ মাং কদা বিন্দ্যাদয়মেব \* সুরাধিপঃ ॥৩০  
 বিস্মতে বরপুষ্ঠাঙ্গঃ কিংবা ভক্তিরতোহথবা ।  
 দ্বিজবংশসমুৎপন্নঃ সুরাণাং পূজনে রতঃ ॥ ৩১  
 ধর্ম্মাত্মা বেদসম্ভাবভাবকো ন তু বিস্মতে ।  
 এবং মত্বা ততস্তস্মৈ বরদানং হি চিন্ততে ॥ ৩২  
 অস্মাকুং শিবাবকোশ্চ শক্তিদ্ভাদ্যাং পরাপরায়  
 বিশ্বরূপাং মহাদেবীং হং যজস্ব অখাবহাম্ ॥ ৩৩  
 ইন্দ্র উবাচ ।  
 পরা বা অপরা বাথ তথাচৈব পরাপরা ।  
 কেন বিজ্ঞায়তে দেবী কিংবা মা চ তথোক্তমা ॥  
 হং পরশ্চাপরো দেব তথা চৈব পরাপরঃ ।  
 পূজ্যো ধ্যেয়শ্চ বন্দ্যশ্চ নাত্যং কেদ্য দ্বিজোত্তম  
 ব্রহ্মোবাচ ।

সত্যমেতৎ সুরশ্রেষ্ঠ তথাপি কথয়ামি তে ।  
 আশীদ ঘোরো মহাদৈত্যঃ সর্বদে বিমর্দকঃ ॥৩৬

বরদানে হৃষ্ট, বহুসংখ্য ব্যক্তি, দেবগণের  
 স্তুতিপাঠ করিয়া থাকে ; কিন্তু তখন আমার  
 শরণাপন্ন কে তাহারা ত থাকে না ; ইনি  
 ইন্দ্র হইয়াও আমার শরণাপন্ন হইলেন !  
 অথবা ইহাই উচিত ; কেননা ভক্ত হইলেও  
 বরপ্রাপ্তির পর, অপরে বিস্ম করে বটে, কিন্তু  
 দ্বিজবংশসমুৎত, দেবপূজাপরায়ণ, বেদ-সদর্থ-  
 ভাবনারত ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কাহারও বিস্ম  
 করেন না ।” এইরূপ বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মা  
 ইন্দ্রকে বর দিবার জন্ত চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন,—  
 আমাদিগের শিব এবং বিষ্ণুর আদিভূতা  
 পরাপর-মিশ্ররূপা মহাদেবী শক্তিকে তুমি  
 সুখের জন্ত পূজা কর । ইন্দ্র বলিলেন—  
 হে ব্রহ্মন ! আমি পরা, অপরা বা পরাপরা  
 কিছুই জানি না ; আপনাকে ব্যতীত পূজনীয়,  
 এবং ধ্যেয় আর যে কেহ আছেন, তাহাও  
 জানি না । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ !

\* তথা চ মা কদাচিৎ স্তাদয়মেব ইতি  
 পাঠান্তরম্ ।



বিদ্যাবাংস্তপবাংশ্চৈব বলবান্ বুদ্ধিশাস্ত্রবান্ \*  
মহাপদাতিসম্পন্নঃ কোট্যযুতগজাশ্বিতঃ । ৩৭  
তস্মাজ্জীবন্তিনঃ সৰ্বৈঃ স চ সৰ্বৈষু ভাবিতঃ ।  
তেন আরাধিতঃ পূৰ্ব্বং নৃপ দেবেষা জনাদ্দিনঃ । ৩৮  
প্রভূতেনৈব কালেন তুষ্টস্তস্মৈ গগাসনঃ ।  
প্রযচ্ছতি বরং তুষ্টঃ পৃথিব্যামেকরাড্ ভব ॥ ৩৯  
ন তং গৃহ্নাতি দৈত্যো ন্ত্রো ভূয়ো ভূয়োহপ্যুতাবতি  
পরমষ্টাদ্ভদেবস্তু ভক্তিমেকান্ত যচ্চতে ॥ ৪০  
তথাপি রূপয়াবিষ্টঃ পীতবাসাঃ সুরাধিপঃ ।  
প্রদদৌ তস্মৈ দৈত্যস্তু যথেষ্টতবরং নৃপ ॥ ৪১  
অজ্ঞেয়ো দেবসমুদ্রস্য মম তুল্যপরাক্রমঃ † ।  
স্বর্গভূদপ্তপাতালান ভুঞ্জ স্বর্গং তপসোৎকটঃ ॥ ৪২

ইহা সত্য বটে ; কিন্তু আমি তাহা তোমাকে  
বলিতেছি । ঘোর নামে এক সর্বদেবাবমর্দন  
মহাদৈত্য ছিল । \* বিদ্যা, তপস্যা, বলবীৰ্য্য  
এবং বুদ্ধি তাহার যথেষ্ট ছিল । ঘোর মহা-  
পদে অধিষ্ঠিত, অতি সম্পন্ন এবং অযুত কোটি  
হস্তীর অধিকারী ছিল । সকলেই সেই অমু-  
রের আশ্রয়কারী ছিল, সকলের হৃদয়েই  
তাহার মূর্তি অঙ্কিত ছিল । রাজন্ । ঘোর  
দৈত্য পূর্বকালে দেবদেব জনাদ্দিনের আরাধনা  
করিয়াছিল । ২৫—৩৮ । বহুকালের পর,  
গরুড়াসন বিষ্ণু তুষ্ট হন । তুষ্ট হইয়া  
তাহাকে বর দেন, তুমি পৃথিবীমধ্যে একচ্ছত্র  
অধীশ্বর হইও । দৈত্যরাজ, 'সে বর গ্রহণ  
করে না, অথচ তাহার একান্ত ভক্তি ভূয়োভূয়  
ভগবান্নের তুষ্টি উৎপাদন করিতে লাগিল ।  
তাহার প্রার্থনায় বর—দেবগণের অজ্ঞেয়  
হওয়া । দেবরাজ ! ক্রমে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্  
পীতাবর, দয়াপরবশ হইয়া সেই দৈত্যকে  
তাহার অভিলষিত বরই প্রদান করিলেন ।  
তিনি বলিলেন,—তুমি তপস্যা প্রবল, তুমি  
অমরনিচয়ের অজ্ঞেয় মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া  
স্বর্গ, মর্ত্য এবং সপ্তপাতাল ভোগ কর ।

\* সৰ্ববান্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† মহাবলপরাক্রমঃ ইতি চ পাঠঃ ।

ততঃ প্রণম্য ভক্ত্যাসৌ লক । চ বরমুত্তমম্ ।  
স্তবেন স্তবতি বিষ্ণুং কৃতার্থো বরপালনে ॥ ৪৩  
ঘোর উবাচ ।  
নমস্তু পীতবাসায় অজিতায় পরায় চ ।  
শঙ্খচক্রগদাধারি-বনমালাধরায় চ ॥ ৪৪  
ঈশ্মিনঃ প্রদানায় সর্বদেবভূতায় চ ।  
বেদবেদাঙ্গভাবায় বেদগর্ভায় বৈ নমঃ ॥ ৪৫  
শ্রীশ্রীনিবাস দেবেশ ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ \* ।  
অনেকানেকরূপায় বহুরূপরতায় চ ॥ ৪৬  
বিশ্বরূপস্বরূপায় অহুতায় হুতায় চ ।  
হেজোবাম মহাতেজঃ সর্বদেবোত্তমায় চ ॥ ৪৭  
অব্যাক্তবাক্তমদ্ভা-ভাবাভাববতায় চ ।  
সর্বান ন বেদা দেবেশ ভূতীংস্তে মধুসূদন ॥ ৪৮  
আর্তস্ম মে সুদীনস্ম দয়া স্বর্গকুরু কেশব ।  
এবমুক্তো হরিস্ত্রো ভুঞ্জ স্বর্গং যথেষ্টম্ ॥ ৪৯

৩৯—৪২ । অনন্তর, ঘোর দৈত্য, উত্তম-  
বরলাভে কৃতার্থ হইয়া বিষ্ণুকে স্তব করিতে  
লাগিলেন,—আপনি পীতাবর, অজিত, সর্ব-  
শ্রেষ্ঠ ; আপনি শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারী এবং  
বনমালী ; আপনাকে নমস্কার । আপনি  
অভীষ্টপ্রদাতা, সর্বদেববন্দিত, বেদ-বেদাঙ্গের  
প্রতিপাদ্য এবং আপনিই বেদগর্ভ, আপনাকে  
নমস্কার । হে শ্রীনিবাস ! হে দেবদেব !  
আমাকে ভবসমুদ্র হইতে নিস্তার করুন ।  
আপনি অনেকানেকরূপী, আপনি নানা  
পদার্থেই বর্তমান, আপনি বিশ্বরূপ, আপনি  
সুকৃত এবং সত্যস্বরূপ । আপনি তেজের  
আধার, মহাতেজাঃ ; আপনি সর্বদেবশ্রেষ্ঠ,  
ব্যাক্ত, অব্যাক্ত, ভাব, অভাব, সর্বত্রই আপনার  
সত্তা ; আপনাকে নমস্কার । হে দেবদেব  
মধুসূদন ! আপনার গুণাবলী আমি সত্যই  
অবগত হইতে অসমর্থ । হে কেশব ! আমি  
দীনহীন, কাতর ; এই বলিয়া আমার প্রতি  
দয়া করুন । বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিলে,  
সন্তুষ্ট হইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—তুমি

\* ভবনাশন ইতি পাঠান্তরম্ ।

অবলম্ব্য শিবে দেব্যাংস্তেষামজয়ঃ সদা ।  
 এবং দত্তা বরং তন্তু বিষ্ণুস্তরধীয়ত, ॥ ৫০ ॥  
 স চাপ্যশ্রুশাস্ত্রীনাং \* গতৌ দ্বীপং কুশাস্রয়ম্ ।  
 যত্র সা বর্ততে তন্তু নায়া চন্দ্রবতী প্রয়া ॥ ৫১ ॥  
 তমায়াস্তত্র শ্রদ্ধা লক্শ্য লাতং মহাধনম্ ।  
 মহোৎসবস্ত তে চক্রহস্তঃ পুরনিবাসিনঃ ॥ ৫২ ॥  
 অকালকৌমুদী চৈব পুরদ্বারানি শোভিতৈঃ ।  
 বিচিত্রচিত্রবস্ত্রৈশ্চ স্বনজৈর্ব্যাজনৈস্তথা ॥ ৫৩ ॥  
 রচিতাশ্চক্রদৌলাশ্চ ধারায়গ্নগৃহানি চ ।  
 পুষ্করিণ্যঃ ক্রতা হৈমা রাজতাস্ত্রাজাঃ পরাঃ ॥ ৫৪ ॥  
 কপূরোদকপূর্ণাস্তাঃ কুঙ্কুমেণ সুরাজিতাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 ক্রৌড়ন্তে প্রমদান্তত্র প্রহৃষ্টা যৌবনোৎকটাঃ ।  
 বিবল্লিশোভয়াচ্চাস্ত তদীয়ং সুপুরোত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥  
 তৎপুরং চন্দ্রশোভন্তু বিরাজাত সুরাধিপ ॥ ৫৭ ॥

যথেষ্টাক্রমে স্বর্গ ভোগ কর। কেবল, দেবী  
 শিবীর নিকটে তুমি তুঙ্গল থাকবে (কেমন  
 তাহাতে আমার প্রভুই নাই); অন্য সকলের  
 অজ্ঞেয় হইবে। বিষ্ণু তাহাকে এই বর দিয়া  
 অস্তিত্বিত হইলেন। ৪৩—৫০। সেই দৈত্য-  
 শ্রেষ্ঠও কুশদ্বীপে গমন করিল। কুশদ্বীপেই  
 তাহার পত্নী চন্দ্রবতী অবস্থান করিতেছিল।  
 চন্দ্রবতী, “উৎকৃষ্ট-প্রাপ্ত মহাবল স্বামীর  
 আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া সমুদায় অস্তঃপুর-  
 বাসীদিগের সহিত মহোৎসব আরম্ভ করিলেন।  
 কৌমুদীগন্ধসমৃদ্ধ আলোকমালা চতুর্দিকে  
 প্রদীপিত হইল। কোশেধ প্রভৃতি চিত্র  
 বিচিত্র বসনে এবং আলোকমালায় পুরদ্বার  
 সকল শোভা পাইতে লাগিল। নানাবিধ  
 চক্র দৌলা এবং ধারাবাহিক, স্থানে স্থানে  
 প্রস্তুত হইল। সর্গময়, রজুতময় এবং তাম্র-  
 ময় পুষ্করিণী সকল নির্মিত হইল। সেই  
 সমস্ত পুষ্করিণীর জল কপূরবাসিত এবং কুঙ্কম-  
 রাজিত; পুর্ণযাবনমত্তা প্রমদাগণ সহস্রে তথায়

এবং বিবেহত্রজড্রাজা দানবেন্দ্রঃ পুরন্দর ।  
 যন্তে চ দ্বিজসজ্জাশ্চ বেদোদগীরিত-আননাঃ ।  
 স্ত্রীজমঃ সুমনোহরঃ দধিদুর্ভাগতা-বিতম্ ॥ ৫৮ ॥  
 শঙ্খদর্পণহস্তক-বেশ্যাস্তমভ্যন্তকম্ ।  
 শীতলঃ সুমনোবায়ুর্বেশাঃ পূর্বাদেশোহমুগাঃ ।  
 পাত্রিণঃ সুসুপারাবাঃ সতেজাশ্চ সদা গ্রহাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ফলপুষ্পলতারু-গতরেণুবর্মাননাঃ ।  
 তোয়পূর্ণাপগাঃ সর্বাঃ কৃষ্ণাঃ স্বাত্ত্বজলোদকাঃ ॥ ৬০ ॥  
 দীঘিকাশ্চ অসংখ্যাতাঃ স্বভাবপ্রকৃতিস্থিতাঃ ।  
 পথি পশ্যন্তি তন্তোষ্টা জয়ধ্বজং বদন্তি চ ॥ ৬১ ॥  
 লয়বন্দরবোদ্ধুঃ পটুভেদ্রানিাদিতম্ ।  
 শঙ্খবেণুগুদজৈশ্চ পট্টহৈশ্চ রবাকুলম্ ॥ ৬২ ॥  
 বংসকংসালশব্দৈশ্চ মুরজৈঃ কাহলৈস্তথা ।  
 অনেকবাদ্যবিজ্ঞানৈঃ স্বভূপাতালপুরকৈঃ ॥ ৬৩ ॥

জলক্রীড়া করিতে লাগিল। হে সুরাধিপ!  
 ঘোর দৈত্যের সুন্দর নগরের অধিকতর  
 শোভা বৃদ্ধি হইল; চন্দ্রের আয় শোভাসম্পন্ন  
 হইয়া তাহা দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে  
 পুরন্দর! দানবাধিপতি রাজা ঘোর এই  
 প্রকার উৎসবময় নগরে প্রবেশ করিলেন।  
 তৎকালে তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণবৃন্দ বেদো-  
 চ্চারণ করিতেছে। তিনি দেখিলেন, সুলক্ষণা  
 হস্তচিত্রা নির্মলা সধবা স্ত্রীজাতির হস্তে শঙ্খ,  
 দর্পণ এবং দধিদুর্ভাগ। কুসুমগন্ধাশী শীতল  
 বায়ু বাহিতে লাগিল। পূর্বাদেশ-সঞ্চারী মেঘ  
 সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। পুষ্কগণ  
 মধুর ধ্বনি করিতে লাগিল। গ্রহগণ তখন  
 উত্তম উত্তম স্থানে ছিলেন। বৃক্ষলতা সকল  
 ফল এবং পুষ্পভারে নম্র হইল, দৃষ্টিগোচরে  
 ধূলিক লেশ মাত্র দেখা যায় নাই। ঘোর  
 দেখিলেন, নদী সকল জলপূর্ণ, জল সুস্বাদু।  
 দীঘিকা-মুগ, নিখর, ধীর, স্থির। পথে  
 দৈত্যরাজ দেখিলেন, নানাগণ জয়ধ্বনি  
 করিতেছে; বন্দী প্রভৃতির আনন্দধ্বনি  
 করিতেছে; ভেদ্রা, শঙ্খ, গুদজ, পট্ট, কাংস্ত,  
 কাহল, মুরজ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইতেছে;

\* স চাপি দক্ষশাস্ত্রীনাং ইতি চ পাঠঃ ।

† অস্তজৈরোষ্ট্রৈস্তথৈতি পাঠান্তরম্ ।

এবং বিধপূরে রাজা স্মৃতিথিকরণাধিতে ১°  
পূজয়ন্ সৌরসজ্যাংচ্চ দ্বিজাংচ্চ বিবিধৈর্ধনৈঃ ॥  
বুদ্ধানুসম্মতো ভূহা স বিবেশাশ্রমদিবম্ ।  
তত্র বন্ধুজ্ঞানৈঃ সর্বৈরানীতিরিভিনুদতঃ ॥ ৬৫ ॥  
তেনাপি তেষু সৎকারৈর্যথাবচ্চ ক্রমাগতৈঃ ।  
পূজিতা গৃহপালাশ্চ পূবপালাস্তথৈব চ ॥ ৬৬ ॥  
দেবতারাধনৈ সঙ্কুঃ স তথৈব পূর্নাস্থিতঃ ।  
কুহা নারায়ণীমর্চ্য মণিমৌক্তিকভূষিতাম্ ॥ ৬৭ ॥  
বিচিত্রচিত্রবিন্যাসামলোপমাং মনোরমাম্ ।  
হাস্তভাবগতাং শক্ৰি স পূজয়তি দানবঃ ॥ ৬৮ ॥  
দিনং বিভজ্য চাষ্টাংগং ক্ষপঞ্চ ঘৃটিকাভিঃ ।  
অতস্মিতমনাঃ শক্ৰ ধর্মাদীনি ন হাপয়েৎ ॥ ৬৯ ॥  
ব্রাহ্মে মূহূর্তে তুথায় অবশ্যং বিনিবর্ততে ।  
ততো বৈ দন্তকাষ্ঠস্ত শুভং কণ্টকবৃক্ষজম্ ॥ ৭০ ॥

অনেক বাদ্য একত্র বাদিত হওয়াতে স্বর্গ,  
মর্ত্য, পাতাল বাদ্যরবে, পরিপূর্ণ হইতে-  
ছিল। রাজা ঘোর এই প্রকার উৎসবপূর্ণ  
নগরে, শুভ তিথিতে, শুভ করণে, বিবিধ ধন  
দ্বারা পৌবন্দ এবং দ্বিজগণকে পূজা করিয়া  
বুদ্ধগণের অনুমতি ক্রমে স্বীয় ভবনে প্রবেশ  
করিল; তথায় বুদ্ধগণ সকলেই আশীর্বাদ  
দ্বারা তাহাকে অভিনন্দন করিলেন ॥৫১—৬৫॥  
দানবরাজ ঘোরও পূর্ব প্রথামত গৃহপাল,  
দ্বারপাল প্রভৃতিকে সৎকারে সম্মানিত  
করিল। ঘোর, ইষ্টদেবতার আরাধনায়  
তৎপর হইয়াই রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইল।  
হে ইন্দ্র! সেই দানব, ঈশান কোণের এক  
মন্দিরে, মণি মূক্য-ভূষিত, বিচিত্র আলংকার্য  
মনোরম, অতুলনীয় নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া  
পূজা করিতে লাগিল। ঘোর, দিবসকে অষ্ট  
ভাগে বিভক্ত এবং ঘটিকাদি দ্বারা রাষ্ট্রিকে  
বিভাগ করিয়া বিভাগান্তরে সতর্কচিত্তে  
সোদামে ধর্ম অর্থাদির অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ  
করিল। ব্রাহ্ম মূহূর্তে গাত্রোথান করিয়া  
আবশ্যক কর্ম (শোচাদি) সমাপন করিত।  
তারপর কণ্টকবৃক্ষাখাসমুত্ত শুভ দন্তকাষ্ঠ  
দ্বারা বানস্পত্য মন্ত্র পাঠপূর্বক দন্তধাবন

আগমোদ্ভিষ্টবিধিনা ভুক্তাচম্য যথাবিধি \* ।  
স্বতে বা দর্পণে বাপি মুখং পশ্চোদদৌ চ গাম্ ॥  
ততঃ সভাং সমাস্রায় পশ্চোৎ কার্যানি কাষাণাম্  
সর্মমত্রারিসম্ভাব অদ্বৈতৌক্যতর্কসাধীঃ ॥ ৭২ ॥  
তত্র আয়ব্যয়ৌজ্জ্বলা ধর্মকার্যক সাধুভিঃ ।  
স্নানাহা দেহান পিতৃ তর্পণা হুহা ভুক্তাপ্রজ্ঞাভ্য স্না  
সভামগুপমান্রায় পশ্চোৎ স্নানি বলানি চ ॥ ৭৩ ॥  
সন্ধ্যাং প্রাপ্য তথা লোকান বিমুক্ত্য মজ্জিতিঃ সহ  
মজ্জমিত্তা অথান্নায়ং মিত্রোদাসৌমশাশ্রয়ান ॥ ৭৪ ॥  
বুদ্ধ্যা মণ্ডলযোক্তাদিমষ্টধা দুর্গসঞ্চয়ম্ ।  
কোষরন্ধিঃ প্রজারক্ষা কণ্টকানাঞ্চ শোধনম্ ॥ ৭৫ ॥  
প্রকৃতিনাং বিভাগক তেষাঞ্চৈব বিচেষ্টিতম্ ।  
মুক্তো হৃষ্টাদশদোষৈঃ কুর্যদ্রাজ্যং মহাসুরঃ । ৫  
তস্মা কালোৎ সমুৎপন্নো বজ্রদণ্ডো মহাসূতঃ ॥ ৭৬ ॥

করিয়া আচমন করিত। অনন্তর স্বত অথবা  
দর্পণে, মুখ দেখিয়া গোদান করিত। তারপর  
সভায় আসিয়া কার্যার্থাদিগের কার্য দর্শন  
করিত। কার্যদর্শনসময়ে শক্রমিত্রে সম্ভাব  
দেখাইত; দৈব করিত না। কার্যনির্ণয়ে  
নিপুণ হইত। অনন্তর আয়-ব্যয়ের হিসাব  
লইয়া সাধুগণের সহিত ধর্মকার্য অনুষ্ঠান-  
পূর্বক স্নান, দেব-পিতৃ-তর্পণ, হোম, ভোজন  
এবং ক্রৌড়া যথাক্রমে সম্পাদন করিত।  
অনন্তর সভায় পুনরায় আসিয়া স্বীয় সৈন্যাদি  
পর্যবেক্ষণপূর্বক সন্ধ্যা হইলে, লোক সকল  
বিদায় দিয়া মজ্জগণের সহিত ন্যায়ানুসারে  
মজ্জনা করিত। অনন্তর কে শক্র, কে মিত্র,  
কে উদাসীন, এই সব এবং মণ্ডলরাজদিগের  
বিষয় অবগত হইত। অষ্টবিধ দুর্গসঞ্চয়,  
ধনরন্ধি, প্রজারক্ষা, কণ্টকদূরীকরণ, প্রকৃতি-  
বিভাগ, তাহাদিগের কার্যোপপ্রীতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি,  
এ সকলই দানবরাজ উত্তমরূপে করিত।  
মহাসূত্র, অষ্টাদশদোষী বিবৃজিত হইয়া রাজ্য-

\* বানস্পত্যেন বিধিনা ভুক্তাচম্য যথাক্রমম্  
ইতি চ পাঠঃ ।

† চিকিৎসব ইতি পাঠান্তরম্ ।

ততঃ সৰ্বাং যথাক্ৰমং গৰ্ভাধানাদিকং ক্রিয়াম  
নিৰ্কৰ্ত্তা যোগাতাং প্রাপ্তুঃসৌহৃদিভাৱেন দৃষ্টবান  
বজ্রদণ্ড উবাচ ।

বিজ্ঞাপয়াম্যহং তাত নাপরাধো মমোপরি ।  
কৰ্ত্তব্যো মম বাক্যেষু গ্রাহমস্মৎসভাষিতম্ ॥ ৭৬  
নূপৈর্দণ্ডবলোপৈর্ভৈরন্তরাজ্যাজগীৰ্ভিঃ ।  
ভবিতব্যং দনুশ্রেষ্ঠ নৈবেং ভবতা যথা ॥ ৭৭  
তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা সূতস্ত কৃতবেদিনঃ ।  
প্রোবাচ দিহসন্ ঘোরো বাক্যেন স্তুমহাস্ব নঃ ॥ ৮  
ঘোর উবাচ ।

অচ্যুতস্ত প্রসাদেন ময়া রাজ্যং মহামতে ।  
প্রাপ্তং ঘোৱেন তপসা নিৰ্জিত্তা দেহজান রিপূন  
অহমদ্যপি তং দেবং সৰ্বদেবৈৰ্নস্কৃতম্ ।  
পূজয়ামি মহাবাহো সৰ্বশত্রু নবহৰ্ষম্ ॥ ৮২  
স মে দদ্যতি সৌখ্যানি রাজ্যং পুত্রাংসুয়া সমনি  
পত্নীঞ্চ চন্দ্রলেখাং বৈ স পালয়তি মে বিভূঃ ॥ ৮৩

পালন করিলে লাগিল। যথাকালে ঘোর  
দানবের বজ্রদণ্ড নামে মহাবলশালী পুত্র  
উৎপন্ন হইল। ৬৬—৭৬। যথাকালে তাহার  
গৰ্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছিল। তারপর  
বজ্রদণ্ড যোগাতা প্রাপ্ত হইয়া একাদিন  
পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—পিতঃ। আমি  
একটা কথা, নিবেদন করিতেছি, আমার  
কথায় আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন  
না; যদি ভাল বলিয়া বোধ হয় ত গ্রহণ  
করিবেন। হে দৈত্যপুত্র! দণ্ডবলসম্পন্ন  
রাজগণের অন্তরাজ্যে অভিঃষী হওয়া  
উচিত: আপনার ঋণ থাকা উচিত নহে।  
কার্য্যজ্ঞ পুত্রের এই কথা শুনিয়া ঘোর  
উচ্ছ্বাস করিয়া তাহাকে বলিল,—হে  
মহামতে। আমি, শত্রীকে দ্বিপুসমুদায় পবাজ  
করিয়া, নারায়ণের প্রসাদে এই রাজ্য প্রাপ্ত  
হইয়াছি। হে মহাবাহো। আমি, অদ্যাপি  
সেই সপ্তদ্বন্দ্ববনমস্কৃত সৰ্বশত্রু বনাসী দেব-  
দেবকে পূজা করিয়া থাকি। তিনি আমাকে  
রাজ্য দিয়াছেন, তোমার ঋণ পুত্র সকল  
দিয়াছেন, পত্নী চন্দ্রলেখাও তাঁহার প্রদত্ত।

ন হি পৃচ্ছাম্যহং কাস্তং কুশদ্বীপস্ত চোত্তমম্ ।  
এতদ্রাজ্যঞ্চ স্বৰ্গঞ্চ যত্র পূজামি কেশবম্ ॥ ৮৪  
এবং সছোধয়েৎ পুত্রং রাজ্যকামং সুর ধিপ ॥ ৮৫  
অথামাত্যো গুতস্তস্ত সুষেণো নাম দানবঃ ।  
সুতস্ত চিত্তসম্ভাবং কথয়াম্যসুরাধিপ ।  
সু তং প্রাহ যথা মম্বী সৰ্বাবজ্ঞার্থপারগঃ ॥ ৮৬  
সুষেণ উবাচ ।

স্বচক্রেণৈব নিৰ্জিত্তা সন্তুষ্টঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
সমৃদ্ধধনরাষ্ট্রস্ত কিপ্রং নাশমুপৈতি হি ॥ ৮৭  
তস্মান্নপেণ যোগেন সম্পত্তেৰ্নয়বেদিনা ।  
পররাষ্ট্রসমাকাজ্জক, কৰ্ত্তব্য। শ্রীমচ্ছত্র ॥ ৮৮  
বন্ধনাদানির্মচ্ছস্তমুনয়ো বনমাস্রিতাঃ ।  
ন হি সামগ্র্যমুক্তাস্ত নৃপ যে বসুধাধিপাঃ ॥ ৮৯  
পালয়ন্তি বিনা দণ্ডৈৰ্বহীঃ শত্রুবলাদপি ॥ ৯০

সেই প্রভুই আমার পালক, আমি অত্র রাজ্য  
জানিতেও চাহি না। বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে  
আমার এই কুশদ্বীপস্থ উত্তম রাজ্য স্বর্গেরই  
তুল্য। হে সুররাজ! ঘোর এইরূপে রাজ্য-  
কামী পুত্রকে বারণ করিতে লাগিল। এই  
অবসরে মম্বী সুষেণ নামে দানব, রাজসকাশে  
উপস্থিত হইল। সৰ্বাবদ্যাবিশারদ মম্বী  
তাঁহাকে বলিল,—হে অসুররাজ! রাজপুত্রের  
মনোভাব অতি মহান, আমি তাহা নিবেদন  
করিতেছি। নিষ্কণ্টক স্বরাজ্যমাত্রে সন্তুষ্ট  
রাজা, ধনরাজ্যে সমৃদ্ধ হইলেও শীঘ্র বিনাশ  
প্রাপ্ত হন। ৭৭—৮৭। এবং রাজনীর্তবেত্তা,  
সম্পত্তি, অভিলষী যোগ্য রাজা পররাজ্য-  
বিজয়ে অভিলষী হইবেন। রাজন্। বনবাসী  
মুনীরাও, অত্র বন্ধন আহরণে ইচ্ছুক থাকেন,  
আর রাজারা—যাঁহাদের যে সামগ্রী নাই,  
সেই রাজারা—সে সামগ্রীতে অভিলষী  
হইবেন না? \* বিনা যুদ্ধে রাজার রাজ্যপালন

\* বনবাসী মুনীরাই বন্ধন না থাকিলে বন্ধন  
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রাজাদের  
সে নিয়ম নহে। ইহা এক প্রকার অর্থ।



কিন্তু সত্যাত্তো দেবঃ কেশবাবধনে রতঃ ।  
 তন্ত প্রসাদসম্পন্নো লকাদেশো রিপুন্ জর্হি ॥ ১১  
 মস্ত্রিবাক্যানলোথেন উদ্যোতিতবসুং প্রতি ।  
 মতির্দানবনাথস্ত ব্রত্বারাধনমাযযৌ ॥ ১২  
 পুষ্যকে স্বাদশী পুণ্যা সর্বপাপক্ষিৎবর্জনা ।  
 কৃত্বা বা তেন সা শক্র যুতপাত্রপ্রদাধিনা ॥ ১৩  
 তদা প্রত্যক্ষতন্তু দেবদেবো জনার্দনঃ ।  
 দদর্শ স্বাং তমুঃ শুভ্রাং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৪  
 তং দৃষ্ট্বা স মহাঘোরঃ স্তবেন স্তবতে হরিম্ ॥ ১৫  
 ঘোর উবাচ ।

নমস্তে পীতবাসায় শঙ্খচক্রধরায় চ ।  
 গদাশাল্যসিধারায় সর্বদেবভূতায় চ ॥ ১৬  
 বামনায় অঘোরায় ত্রিবিক্রমধরায় চ ।  
 মধুসূদন দৈত্যারে স্বন্দায় ত্রীধরায় চ ॥ ১৭  
 তব তেজঃপ্রসাদেন সর্বান শক্রান যথা বিভো ।  
 বিজয়ামি যথা স্বর্গে তথা কুরু সুরেশ্বর ॥ ১৮  
 তন্ত কাকুগ্যতো জ্ঞাত্বা তমেবং প্রতিপাদিতম্ ।

আর ঐশ্বরিক নিয়মে রাজ্যরক্ষা হওয়া, একই কথা । কিন্তু মহারাজ ব্রত অবলম্বন করিয়াই আছেন । বিষ্ণু-আরাধনা করিয়া আপনি তাঁহার প্রসাদপাত্র বিষ্ণুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শক্রজয় আপনার করা উচিত । দানবরাজ মন্ত্রীর বাক্যানলে সঙ্কুচিত হইয়া বিষ্ণুব্রত আচরণে কৃতনিশ্চয় হইলেন । হে ইন্দ্র ! ঘোর, বিষ্ণুকে যুতপাত্র প্রদান করত, পৌষীশুক্লাদ্বাদশীব্রত পালন করিলেন । তখন অনুররাজ শুক্রবর্ণ, পীতাবর-পরিধান, চতুর্ভুজমূর্ত্তিধারী, দেবদেব জনার্দনকে প্রত্যক্ষতঃ অবলোকন করিবামাত্র তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—আপনি পীতাবর, শঙ্খচক্রধারী, গদাশাল্যসম্পন্ন এবং সর্বদেবভূত ; আপনাকে নমস্কার । হে বামন অমোঘ ত্রিবিক্রম ত্রীধর ! আপনাকে নমস্কার ; হে মধুসূদন ! তুমিই দৈত্যারি, তুমিই কার্ত্তিকেয় । হে প্রভো ! আপনার তেজঃপ্রভাবে স্বর্গে সকল শক্র যাহাতে জয় করিতে পারি, হে সুরেশ্বর । তাহা আপনাকে করিতে

হুষ্টানাং দণ্ডনং ধর্ম্যঃ পূজিতস্ত চ পূজনম্ ॥ ১৯  
 জ্ঞানেন কোষয়ংহুর্দ্ধিমিত্ররক্ষা অরৈর্বধঃ ।  
 এবং তন্ত বরং নবা কুয়োহপি গতবান্ হরিঃ ॥  
 সোহপি লকবরোদামো মহাদর্পো বলাধিতঃ ।  
 সর্বমঙ্গিসমাজস্ত জ্ঞাত্বা পত্নীমপৃচ্ছত ॥ ১০১  
 পূর্বেণৈব বহুক্ষেপং দত্ত্বা শক্রং বশং নয়েৎ ।  
 অতিবলং নাম রাজানং সাধয়ামাস দাক্ষিণঃ ॥  
 সৌবলস্ত্রুণামানমাগ্নেয়ীং দক্ষিণাং দিশম্ ।  
 নৈঋতীং পশ্চিমাং কালবাকুগ্যাখ্যং মহাবলম্ ॥  
 সাধয়ামাস বালস্ত বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতাম্ ।  
 অনুহাদমহাহাদো চোত্তরামীশদিগুগতাম্ ॥  
 নির্জিত্য সর্বনৃপতীংস্তথা দীপেষু চোদ্যমিমুঃ\* ॥  
 ইতি ত্রীদেবীপুরাণে ব্রহ্মেন্দ্রোপদেশো  
 নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইবে । বিষ্ণু, ঘোরের কার্য্য অবগুণ্ঠ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া করিয়া, হুষ্টের দণ্ড, ধার্ম্মিকের পূজা, জ্ঞানপথে ধনবৃদ্ধি, মিত্র-রক্ষা এবং শত্রু-বধ এই সব বর তাহাকে পুনরায় দিয়া অন্ত-হিত হইলেন । মহাবলসম্পন্ন ঘোর, পুনরায় বরলাভ করিয়া মহাদর্পে সমগ্র মস্ত্রিবৃন্দকে এবং পত্নীকে কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন । হে শক্র ! তাঁহাদিগের পরামর্শমত হৃদ্বর্ষ ঘোর, পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া অতিবল নামক রাজাকে জয় করিয়া পূর্বদিক অধিবস করিলেন । সৌবল রাজা এবং উগ্র রাজাকে জয় করিয়া অগ্নিকোণ এবং দক্ষিণদিক\* অধিকার করিলেন । কালবর্ষণ নামক মহাবল রাজাকে জয় করিয়া নৈঋত কোণ এবং পশ্চিম-দিক আয়ত্ত করিলেন । ঘোরের বালক পুত্র, বায়ুকোণস্থিত রাজগণকে, অনুহাদ মহাহাদ প্রভৃতিকে আর উত্তরদিক ও ঈশান কোণ জয় করিল । এইরূপে, সর্বদিশস্থিত রাজগণকে জয় করিয়াও ঘোর দৈত্যের অন্তস্থানজয়ে উদ্যম রহিল । ৮৮—১০৯ ।

\* দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

\* চোত্তরম্ ইতি চ পাঠঃ ।

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

দেবরাজ উবাচ ।

ভগবন ! সর্বদেবেশ সর্বশাস্ত্রার্থপারগ ।  
স্তবস্তব কৃতে দেব বরার্থেন কথাং প্রতি । ১  
স্বক সুরবরাধাক্ষঃ কথাং পূৰ্ব্বাং প্রকথাসে ।  
অহং স্বর্গার্থিনো ভ্রুক্ণ প্রাপ্তং তব জনার্দনাং ॥  
স্বমেব সর্বদেবানাং বন্দ্যঃ পূজ্যঃ সুদ্রোক্তম ।  
তথাহং শরণং ভক্ত্য তব অষ্টকুপাগতঃ । ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

সত্যেবং দেবরাজেন্দ্র ভক্ত্যাহং পুত্রিতত্ত্বয়া ।  
তদর্থং কথয়াম্যেব শৃণু গদতো মম । ৪  
কুশদ্বীপঃ পুরা তেন সবলেনৈব অজিতম্ ।  
জম্বুং শাক্রং তথা ক্রৌঞ্চং শাল্মলীমথ পুষ্করম্ ।  
সপ্ত দ্বীপান্ততন্তেন দেবরাজ বশীকৃতঃ । ৫  
কৌরোদকৈব কৌবোদং দধি সপৌ (রিকু)রসং তথ,  
মদিরোদকং স্বাদুদং সপ্তোদধিবিস্করাম্ ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

ইন্দ্র বলিলেন—হে সর্বশাস্ত্রার্থপারগ সর্ব-  
দেবেশ ব্রহ্মন ! আমি বর-লাভের জন্য আপ-  
নার ভূতি করিলে বিষ্ণুর নিকট বরপ্রাপ্ত স্বর্গ-  
জিগীষু অমুররাজের যে পূর্বকথা আপনি  
আমাকে বলিতেছিলেন, তাহা আমার নিকটে  
প্রকাশ করুন, আমি আপনার নিকটে শুশ্রূষ্য ।  
হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনিই সকল দেবগণের বন্দ-  
নীয় এবং সর্বদেবপ্রধান । হে বিধাতা ! আমি  
ভক্তিসহকারে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ।  
ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবরাজ ইন্দ্র ইহা সত্য  
বটে যে, তুমি আমার নিকটে বর প্রার্থনার  
অভিলাষী হওয়াতেই এই কথা বর্ণিতে আরম্ভ  
করিয়াছি ; এক্ষণে আমি ইহা বলিতেছি,  
শ্রবণ কর । মোর দৈত্য, কুশদ্বীপকে ত নিজ  
বাহুবলে পূর্বেই অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল ।  
একদা, জম্বুদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ এবং  
পুষ্করদ্বীপ—হে দেবরাজ ! ঘোর এই সপ্ত-  
দ্বীপকেই তখন বশবত্তী করিল । লবণসমুদ্র,

সুরাসমুদ্র, স্তবসমুদ্র, দধিসমুদ্র,

নির্জিত্য বরদানেন স্বকীয়াজ্ঞা তু লাহিতা । ৭

কুহা বশে ভুবং শক্র ততঃ পাতালবিগ্রহম্ ।

প্রারকঃ ধ্বজদণ্ডেন কালতন্ত্রাধিপেন চ । ৮

আভাষন্তে গতাঃ শক্র পাতালং প্রথমং মহৎ ।

যত্র তিষ্ঠাত নাগেন্দ্রো অনন্তঃ কুলিকঃ স্বয়ম্ ॥ ৯

এলাপত্রো মহানাগো দৃষ্টিবিষা মদাবলাঃ ।

নিকটঃ শূকরাস্ত্যশ্চ লোহিতাক্ষোহথ রাক্ষসঃ ।

নন্দনো নন্দনো ভৃঙ্গ এতে চৈব মহাসুরাঃ ।

তান্ দৃষ্ট্বা মর্ত্যজান্ যোধান্ নাগরাক্ষসদানবাঃ

সংনহু সবলেনৈব মহাসংগ্রামে চাক্ষুরে ।

কৈর্বজ্রদণ্ডসৈন্তেন তথা কালস্ত বাহিনী ॥ ১২

নাগৈর্দানবসৈন্তৈশ্চ পলাশৈর্বিম্বিপাতিতা ।

এবং তাং বাহিনীং ভয়াং দৃষ্ট্বা কালো মহাবলঃ

চকার গাকুড়ীং মায়াং বজ্রদণ্ডাচ্ছ বৈভবীম্ ॥

তে নাগাঃ সহস্রা প্রেক্ষ্য দানবা রাক্ষসাস্তথা ।

ভীতাঃ কৃতপ্রণামাস্ত শরণং বশঃ গতাঃ ॥ ১৪

কৌরসমুদ্র এবং স্বাঙ্গুলসমুদ্র এই সপ্ত সাগরা  
বশুমতীকে, ঘোর দৈত্য বিষ্ণু বরে জয়  
করিলে,—সর্বত্রই তাহার আজ্ঞা অঙ্কিত  
হইল । হে ইন্দ্র ! পৃথিবী জয় করিয়া ঘোর-  
পুত্র বজ্রদণ্ড এবং কাল দৈত্য, পাতালে  
যুদ্ধ আৰম্ভ করিল । যথায় স্বয়ং নাগরাজ অনন্ত,  
কুলিক, মহানাগ এলাপত্র, বিষবলসম্পন্ন হস্তী,  
এই সব নাগ ; বিকট, শূকরাস্ত্র এবং লোহি-  
তাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষস এবং নন্দন, নন্দন, ভৃঙ্গ  
প্রভৃতি মহাসুরগণ অবস্থিত । ১—১১ হে  
ইন্দ্র ! ঘোর দৈত্য সৈন্যে সেই পাতালপুরে  
প্রথমেই প্রবিষ্ট হইল । নাগ রাক্ষস এবং  
অমুররাক্ষ, মর্ত্যভূমিসমুত্ত যোদ্ধবর্গ অবলোকন-  
পূর্বক, সৈন্যে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগের  
সহিত, মহাসমরে প্রবৃত্ত হইল । সেই নাগ  
রাক্ষস-দানবসৈন্য বজ্রদণ্ড এবং কালের সৈন্য-  
মণ্ডলীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল । নিজ নিজ  
সৈন্যমণ্ডলীকে রণে ভয় দেখিয়া মহাবল কাল,  
গাকুড়ী মায়া এবং বজ্রদণ্ড ভৈরবী মায়া

মহাসংগ্রামমিতি পাঠাস্তম্ ।

জিহা পাতালরাজেন্দ্রা নাভাষে ভবনানি চ ।  
রসাতলং গতঃ শক্র কালো বজ্রাহরয়োহনুরঃ ॥  
হিলিহিলো ভূদ্রনামা চ ঘোররূপোহথ দানবঃ ।  
শঙ্খপালো ধৃতরাষ্ট্রো বিহুয়ালী মহোরগঃ ॥ ১৬ ॥  
বিহাজ্জিহেবা হিরণ্যাখ্য অঙ্ককারশ্চ রাক্ষসাঃ ।  
নাগরাক্ষসদৈত্যেস্তান্ দৃষ্ট্বা কুভিতো মহান ॥ ১৭ ॥  
অঙ্করা সঙ্করং তৈশ্চ ভীতান্তেষাং নতিং যুগুঃ ।  
তেনাপস্থাপয়িত্বা \* তু পাতালানাং গতাঃ পুনঃ ॥  
তারাক্ষঃ শৈলপালশ্চ অমরো যত্র দানবাঃ ।  
কহলস্তককঃ পদ্মো নাগা যত্র মহাবলাঃ ।  
যমদণ্ডোগ্রদণ্ডশ্চ বিশালাক্ষঃ পলশ্বিনঃ ॥ ১৯ ॥  
এবংবিধমহাঘোরা দৈত্যরাক্ষসপন্নগাঃ ।  
তান্ দৃষ্ট্বা সহসং যোধাবাগতো ভূমিজো তদা ॥  
অসিপাশাক্ষুর্দৈতৈঃ † মহাসংগ্রাম চাক্ররে

করিল। তাহা দেখিয়া নাগ, দানব ও রাক্ষস-  
বৃন্দ, ভীত হইয়া প্রণামপূর্বক তাহাদের শরণা-  
গত এবং বশতাপন্ন হইল। হে শক্র। বজ্রদণ্ড  
এবং কাল দৈত্য পাতালের রাজেন্দ্রগণকে  
এবং হস্তিপ্রমুখ তদীয় তেজস্বিনী বাহিনীকে  
পরাজিত করিয়া রসাতলে গমন করিল।  
হিলিহিল, ভূদ্রনামা এবং ঘোরদর্পপ্রমুখ দানব;  
শঙ্খপাল, ধার্তরাষ্ট্র এবং বিহুয়ালিপ্রমুখ মহা-  
সর্প; আর বিহাজ্জিহেবা, হিরণ্যাক্ষ এবং অঙ্ক-  
কার প্রমুখ রাক্ষসগণ সেই দৃষ্ট মর্ত্য অসুর-  
গণকে দেখিয়া, ভয়ে যুদ্ধ না করিয়াই তাহা-  
দিগের নিকটে নত হইল। কালসমভিব্যাহারী  
বজ্রদণ্ড তথায় জয়লাভী স্থাপনা করিয়া পুনরায়  
পাতালের এক অংশে আগত হইল। তথায়  
তারাক্ষ, শৈলপাল এবং অমর নামে অসুর  
কহল, তক্কক এবং পদ্ম নামে মহাবল নাগ;  
আর যমদণ্ড, উগ্রদণ্ড, এবং বিশালাক্ষ নামে  
রাক্ষস--ইহারা প্রধান। ইত্যাদি অসুর-নাগ-  
রাক্ষসবৃন্দ, মর্ত্যাসক্ত বীরদ্বয়কে সহসা আর্শিতে  
দেখিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১২-২০। কাল

\* তে বশে স্থাপয়িত্বা তু ইতি পাঠান্তরম্।

† কুস্তৈরিত্তি বা পাঠঃ।

নিজ্জিত্য নাগরাক্ষসদৈত্যেনান্যে বাহিনীম্ ।  
প্রনিপাতঃ গতঃ সর্কো কালবজ্রস্ত হতবে ।  
শক্ররাতলসংক্রীতঃ গতৌ ভৌ ঘোরজৌ বলৌ ॥  
মহিষো যমকালার্থো দৈত্যরাজো মহাবলঃ ।  
উরগাঃ পদ্মকর্কোটশঙ্কুকর্ণান্তথাবশঃ ॥ ২৩ ॥  
মহোদরমহাকায়মহাভূজাঃ কপীচরাঃ ।  
শক্রে তে হিতা জিহাগতস্তাখ্যঃ ততো গতাঃ  
অসুরাঃ শুভতারাক্ষদহুজাঃ সন্দর্শিতাঃ ।  
ভোগাঃ কুলিঃ সৌবর্ণস্তথা চ। ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৫ ॥  
উগ্ররূপোহঙ্কিতদ্রুশ্চ বিরূপাক্ষো নিশাচরঃ ।  
জিতান্তে দর্শনাদেব গতান্তে চ রসতিনম্ ॥ ২৬ ॥  
কালনেমিহিরণ্যাক্ষো নিশ্চেষ্টো যত্র তিষ্ঠতি ।  
পৌণ্ডরীকঃ হৃস্প্রেকাঃ শ্বেতভদ্রঃ তথোরগাঃ ॥  
মঘনাদা মহানাদৌ বিশালাক্ষশ্চ বীচরাঃ ।  
এবং তে সান্বৃতা হৃষ্টা মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ২৮ ॥

বজ্র, অসি, প্রাস, অঙ্কুশ, কুণ্ড, মুষল এবং  
লঙ্ঘনের প্রহারে, সেই নাগ-রাক্ষস দানব-  
রাজ-বাহিনীকে পরাজিত করিলে, তাহারা  
বজ্রদণ্ডের নিকটে নত হইয়া পড়িল। তারপর,  
ঘোর দৈত্যের দ্বিধাবিহীন সৈন্তমণ্ডল  
পাতালের অন্ত অংশ শক্ররাতলে গমন করিল।  
তথায় দৈত্যগণের রাজা মহাবল মহিষ যম  
এবং কালাক্ষ, সর্পরাজ পদ্ম, কর্কোটক এবং  
শঙ্কুকর্ণ আর রাক্ষসরাজ মহোদর মহাকায়  
এবং মহাতেজা--ইহারা প্রথমে বৃত্ত হইয়া  
নাই, পরে ইহাদিগকে জয় করিয়া ঘোরসৈন্ত  
পতঙ্গীনাথী পাতালনগরীতে গমন করিল।  
তথাপি শুভ, তারাক্ষ প্রভৃতি বলদর্পিত  
অসুর; কুলিক, সৌবর্ণ এবং ধনঞ্জয় প্রভৃতি  
সর্প; উগ্ররূপ, অঙ্কিতদ্রু এবং বিরূপপ্রমুখ  
রাক্ষসগণকে দর্শনমাত্রে তাহারা জয় করিয়া  
রসাতলের সেই অংশে গমন করিল,—যথায়  
কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ এবং নিশ্চেষ্টপ্রমুখ দানব  
পৌণ্ডরীক, শ্বেতভদ্র এবং হৃস্প্রেকা প্রভৃতি  
সর্প; মেঘাদ,  
প্রভৃতি রাক্ষসগণ অবস্থিত। তজ্জন্ম মহাবল

সহস্রা শ্রেষ্ঠিতো যোধো মর্ত্যজো বলদর্পিতো ।  
 মোহং গতঃ সমস্তান্তে দৈত্যরাক্ষসমহোরগাঃ ।  
 তদাক্রাবর্তিনো ভূহা শুক্রবাং কুর্ধতে তদা ।  
 তং জিহ্বা চৈব পাতালং গতাবন্তঃ রসাতলম্ ।  
 জরাসিন্ধুমহাসিন্ধুবিরোচনমহাসুরাঃ ।  
 ঐরাবতঃ পিতৃ উরগা রাক্ষসস্তথা ॥ ৩১  
 মাল্যমারীচকুন্তাখ্য এবং যত্র মহাবলঃ ।  
 তত্র প্রাপ্য মহাবাহু বজ্রকালান্যশাসনো ।  
 ঘোরজো বলসম্পন্নো সর্ষশাস্ত্রবিশারদো ॥ ৩২  
 ঔশনোদিতৈবিধিনা জিহ্বা পাতালজানু নৃপান্ ।  
 স্ববশে স্থাপয়িত্ব তু আগতা ভূতলং পুনঃ \* ।  
 জম্বুদ্বীপে তথা স্থিত্বা মধ্যদেশে উড়ুহরে ।  
 পুরে যত্র মহাবাহো ভার্গবঃ স্থিষ্ঠতে সদা ॥ ৩৪

\* ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ব্রহ্মেন্দ্রোপদেশে  
 পাতালাদিজয়ো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পরাক্রান্ত রাক্ষস-সর্প দানবেরা মর্ত্যলোক  
 সমুত্ত বর্নদর্পিত দৈত্যবৌদ্ধিককে সহস্র দেখিয়া  
 মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তখন আক্রাবর্তী হইয়া  
 সেই বীরস্বয়ের শুক্রবা করিতে লাগিল।  
 সেই প্রদেশ জয় করিয়া তাহার, রসাতলের  
 অপরাংশে গমন করিল। জরাসিন্ধু মহাসিন্ধু  
 এবং বিরোচননন্দনপ্রমুখ অসুর; ঐরাবত  
 অশ্বতর এবং আপিজ প্রভৃতি সর্প; মাল্য;  
 মারীচ এবং কুন্ত প্রভৃতি রাক্ষস; এই সকল  
 মহাবলসম্পন্ন ব্যক্তি তথায় অবস্থিত। সর্ষ-  
 শাস্ত্রবিশারদ, মহাবলশালী, মহাবাহু ঘোরপত্র  
 বজ্রদণ্ড এবং কাল তথায় গিয়া তাহাদিগকে  
 জয় করিল। শুক্রকথিত বিধি অনুসারে,  
 পাতালের সকল রাজ্যকেই জয় করিয়া ঘোর-  
 পুত্রস্বয়, যে নগরে মহাবাহু শুক্র অবস্থিত,  
 তথায় গমন করিল ॥ ২১—৩৪ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

### চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তথা তো বলসম্পন্নো বজ্রকালো মহাবলো ।  
 পৃষ্টবান্ গ্রহরাজেন্দ্রঃ ভার্গবঃ ভৃগুনন্দনম্ ॥ ১  
 ভগবন্নমস্তাতেন প্রেষিতা বিজয়ং প্রতি ।  
 দিশো গতাস্তথা দেশাঃ স দ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ২  
 নির্জিক্লাঃ সপ্তপাতালা বশেঙ্করা চ তৎপ্রজাঃ  
 নৃপান্ আসনে স্থাপ্য তব পার্শ্বমহাগতাঃ ।  
 কেনোপায়েন ইন্দ্রাদীন জিহ্বা স্বর্গং জয়ামহে ॥ ৪  
 এতদেব মমচ্চক্ষু সর্ববিদ্যাকৃতাত্মমঃ ॥ ৫

শুক উবাচ ।

জম্বুদ্বীপং সমস্তম্ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ।  
 পাতালাঃ সুখসাধ্যাস্ত দিবং ত্বংথেন সাধ্যতি ॥ ৬  
 যস্মিন্ স্থিষ্ঠতি দেবেশঃ সর্বদেবমতো \* হরঃ ।  
 বিষ্ণুঃ সর্বাংকো দেবো ব্রহ্মা বেদবিশারদঃ ॥ ৭

### চতুর্থ অধ্যায় ।

মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্ত-সম্পত্তিশালী বজ্র  
 এবং কাল গ্রহশ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন শুক্রকে  
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আমাদিগের  
 পিতা আমাদিগকে দিগ্বিজয়ের জন্য প্রেরণ  
 করেন, আমরা নানাদিগ্দেশে গমন করিয়া  
 সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরী এবং সপ্ত পাতাল জয়  
 করিয়াছি, তথাকার প্রজামণ্ডলীকে বশ করিয়া  
 এবং তথাকার রাজগণকে স্ব স্ব সিংহাসনে  
 পুনঃ স্থাপিত করিয়া আপনার পার্শ্বে এই  
 স্থানে আমরা আসিয়াছি এক্ষণে আমরা কি  
 উপায়ে ইন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গ  
 অধিকার করি? হে সর্ববিদ্যাপারদর্শিন!  
 তাহাই আমাদিগকে বলুন ॥ ১—৫ ॥ শুক্র  
 বলিলেন,—সমস্ত জম্বুদ্বীপ, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী  
 এবং পাতাল এ সমস্তই অনায়াসে জয় করা  
 যায়, কিন্তু স্বর্গ জয় করা দুঃসাধ্য। কেননা  
 সর্বদেবপূজিত দেবদেব শিব, সর্বস্বরূপী দেব-



বৃহস্পতির্মহাপ্রাজ্ঞো অর্থশাস্ত্রকৃত্তমঃ । •  
ইন্দ্রো মহাবলশ্চৈব ধনদো বহুনির্ধাতী ॥ ৮  
মরুতায়ুর্ঘমৌ যত্র যত্র চন্দ্রাদিবাকরৌ ।  
বিশ্বেদেবা বসুরুদ্রা গ্রহনক্ষত্রতারাধাঃ ॥ ৯ •  
ন জেতুং শক্যতে কালং দিবং ধর্ম্যেণ রাক্ষসতম ।  
রাজধর্ম্যোপদেশেন ভূপাতালানি ভুঞ্জথ ॥ ১০ •  
অন্তথা ধর্ম্যতঃ প্রাপ্তং রাজ্যং নাশয়ৈতি হি ।  
মার্জ্জারমূষিকং যদ্বদ্যুদ্ধং ধ্বাজ্জালুকং যথা ॥ ১১  
মহিষাশ্বং যথা যুদ্ধং যথা দন্তিমৃগাধিপম্ ।  
এবং যুগ্মং সুরৈঃ সার্কিঃ যুদ্ধমেবাস্মমুচ্যতে \* । •  
যুদ্ধোঘোগং তথা কালং দেশকৈব ন জানতা †  
অস্মাদিপুত্রলাগক্তিং যে যুধ্যন্তি নরাধিপাঃ ।  
আত্মনাশং ব্রজন্ত্যেতে নৃপা নরপণ্ডিতাঃ ॥ ১৩  
নযো হি বলবান্ যুদ্ধে নৈবসম্পৎসমধিতম্ ।  
তথা পুরুষকারস্ত বুদ্ধা যুধ্যন্তি যে নৃপাঃ ॥ ১৪

শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, বেদ-বিশারদ ব্রহ্মা, অর্থশাস্ত্রে  
সুবিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি, মহাবলশালী ইন্দ্র,  
কুবের, বাহু, নির্ধতি, বায়ু, বক্রণ, চন্দ্র, সূর্য্য,  
বিশ্বেদেব, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র  
এবং তারামণ্ডল তথায় অবস্থিত । হে কাল !  
ধর্ম্য-রক্ষিত স্বর্গকে জয় করা অশক্য । রাজধর্ম্যের  
উপদেশ অনুসারে, পৃথিবী এবং পাতাল  
ভোগ কর । নতুবা ধর্ম্যতঃ প্রাপ্ত রাজ্যও নাশ-  
প্রাপ্ত হইবে । যেমন, মার্জ্জারে মূষিকে, কাকে  
পেচকে, অশ্বে মহিষে, সিংহে হস্তীতে মহাযুদ্ধ  
বাধিয়া যায়, তোমাদিগের এবং দেবতাদিগের  
যুদ্ধও এই প্রকার বলিয়াই কথিত । আপনার  
এবং শত্রুর সমৃদ্ধি, দেশ, কাল এবং আপনার  
ও নিজশত্রুর সৈন্তাদি-শক্তি বিশেষ প্রকারে  
না জানিয়া যে রাজগণ যুদ্ধ করে, সেই নীতি-  
বিমুখ রাজগণ আপনারাই বিনষ্ট হয় ॥ ৬-১৩  
যুদ্ধকার্য্যে নীতি বিশেষ ফলোপযোগী, আর  
দৈবসম্পত্তি-সমধিত পুরুষকারও বলবান্ ইহা

• \* যুদ্ধমকং সমুচ্যতে ইতি পাঠান্তরম্ ।

† সমৃদ্ধিগং তথা কালং দেশকৈবমজানতা-  
মিতি পাঠান্তরম্ ।

তে জয়ং শক্রনাশস্ত লভন্তে অবিচারণাং ।  
পৃথ্বী পূর্ববৈর্য্যুক্তা সশৈলবনকাননা ॥ ১৫  
যাবজ্জীবং স্থিরা তেষাং যেষাং নীতি ক্রমাগতা  
ধর্ম্যেণ প্রাপাতে রাজ্যং ধর্ম্যাদেব জয়ো ভবেৎ ॥  
দেবাশ্চ রুদ্রাশ্চৈল্লকেশবা রাবচন্দ্রমাঃ ।  
তেষাং যো যোধামচ্ছেত স কথং জায়তে সুখী ॥  
ন যুদ্ধেন বিনা দেবাঃ স ধ্যাপ্তি হি কচিৎ ক্রিয়াঃ  
যুদ্ধে ঘাতং ভবেদ্ বৎস বন্ধুবর্গপরিক্ষয়ঃ ॥ ১৮  
ক্ষয়ং যতি ধনং যুদ্ধে অশ্বদন্তিমহাবলাঃ ।  
সমেহপি পুনবিষমে যত্র শকরকেশবো ॥ ১৯  
কাল উবাচ । • • •  
দৃষ্টিবিষা মহাঘোরা অনন্তাদ্যা মহোরগাঃ ।  
নি জ্জতা অসুনাশ্কাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ২০  
নাহি মে \* শক্যতে জেতুং শক্রেণ মহাত্মনা ।

বুঝিয়া যে রাজগণ যুদ্ধ করেন, তাহারা জয়  
লাভ এবং শক্রনাশ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ  
হন, এ বিষয়ে সংশয় নাই । এই নগববরশৈল-  
কাননশালিনী মেদিনী তাহাদিগের যাবজ্জীবন  
স্থির—যাহারা পুরুষানুক্রমে নীতিপথ পরি-  
ভোগ না করে । ধর্ম্যবলেই রাজ্যলাভ ও ধর্ম্য-  
বলেই যুদ্ধজয় হয় • কিন্তু রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণকে যাহারা  
বধ করিতে ইচ্ছুক, সে সুখী হইবে কিরূপে ?  
বৎস ! যুদ্ধ ব্যতীত দেবলোকে তোমাদের  
কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইবে না । যুদ্ধের ফলও  
কেবল প্রাণবধ, আর বন্ধুবর্গের • বিনাশ ।  
যুদ্ধে ধনক্ষয় এবং অশ্ব হস্তী ও প্রধান প্রধান  
সৈন্ত সামন্ত বিনষ্ট হইবে । সকল যুদ্ধেই  
এইরূপ ক্ষয় হয় ? বিশেষতঃ যথায় হরি-হর  
যত্নমান, সে বিষম যুদ্ধে বেইহাই হইবে, তাহা  
আর কি বালিতে হইবে ? রুদ্র ব্রহ্মণ দেব-  
রাজের কথা কি, মহাত্মা শকরীও যাহাদিগকে  
জয় করিতে পারেন না । কাল বালিল,—  
পাতালতলবাসী সেই অনন্ত প্রভৃতি মহামহা  
দৃষ্টিবিষ বিষধর, দৈত্য এবং রাক্ষসদিগকে

\* যে ইতি পাঠান্তরম্ ।

কিং পুনর্দেবরাজেন ব্রাহ্মণেন বরাহকিণা ॥ ২১  
 বজ্রদণ্ডসহায়স্ত মম খড়্গকরস্ত চ ।  
 সঙ্গরে কো ভবেচ্ছত্রঃ কালপাশেন কথিতঃ ॥ ২২  
 ব্রহ্মা বা যদি বা ক্রজঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ।  
 অস্মাবং নির্জিতা পৃথ্বী তথা পাতালগোচরাঃ  
 স্বামিনো দর্শনং দেবী দিবং প্রাপ্তং ততো যদা ।  
 জয়ন্তদা ভবেৎ কার্ত্তিঃ পরাজয়ঃ পরা গতিঃ ॥ ২৪  
 প্রাপ্তিতা গ্রহশাদীন অমুক্তাঃ দাতুমহীম ।  
 এবং শুক্রঃ সমাপৃচ্ছা নতো মঘেতু চোত্তরাম্ ॥  
 দিশঞ্চোত্তরঞ্চৈ চ দ্বিতীয়ায়াং ততো গতো ।  
 নন্দনং তো বনং গঙ্গা সঙ্গসৈন্তেন তিষ্ঠতঃ ॥ ২৬  
 যমাস্তকঃ পূর্বাংশি মেরৌ ঘোরস্ত চোত্তরে ।  
 পশ্চিমে বজ্রদণ্ডস্ত বালো দক্ষিণতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭

আমরা পরাজিত করিয়াছি । বজ্রদণ্ড আমার  
 সহায় থাকিলে আর আমার হস্তে খড়্গ  
 থাকিলে, যুদ্ধে আমার শত্রু হইবে কে ? যিনি  
 শত্রু হইবেন, তিনি ব্রহ্মাই হউন, অথবা  
 সর্বদেবনমস্কৃত ক্রজই হউন,—তিনিই কাল-  
 পাশে আকৃষ্ট । আমরা পৃথিবীজয় করিয়াছি,  
 পাতালে সর্পকুলকে পরাভূত করিয়াছি, এক্ষণে  
 যখন প্রভুর দর্শন করিয়া স্বর্গজয় করিতে যাই-  
 তেছি, তখন নিশ্চয়ই জয় হইবে, কীর্ত্তি হইবে,  
 পরাজয় পরিত্যক্ত থাকিবে । হে গ্রহশ্রেষ্ঠ !  
 আমরা প্রস্থান করি, আপনি অমুক্তা করুন ।  
 তাহারাই এইরূপে শুক্রের সহিত সস্তাযণ করিয়া  
 শ্রাবণ মাসে উত্তরা নক্ষত্রে \* দ্বিতীয়া তিথিতে  
 উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করিল । বজ্রদণ্ড  
 এবং কাল সর্বসৈন্ত সমভিব্যাহারে নন্দন-  
 কাননে উপস্থিত হইল । ২০—২৬। সুমেরু-  
 পর্বতের পূর্বভাগে গ্রহিল যমাস্তক দৈত্য,  
 উত্তরে থাকিল মেরু দৈত্য পশ্চিমে বজ্রদণ্ড

\* উত্তরকল্যাণী, উত্তরকল্যাণী । উত্তরভাজ-  
 পদনক্ষত্র ।

† পুত্রদ্বয় সহ ঘোর দৈত্য নিজেও যুদ্ধে  
 আসিয়াছিল, তবে সকল স্থলে তাহাকে যুদ্ধ  
 করিতে হইত না, পুত্রেরাই যুদ্ধ করিত ।

এবং ত্রৈলোক্যে তু কোটিকোটিকণেন তু ।  
 আকরোহ পুরীং যাম্যাং মেরোরুর্জমিষ্ঠিতাম্ ॥  
 অনেকপরিখোপেতাং বৈবস্বতীং মহোজ্জলাম্ ।  
 তত্র তে কৃষ্ণঘোরাস্তা দণ্ডপাণিমহাবলাঃ ।  
 যমশূরহ মহিষং কালপাশকরোদ্যতঃ ॥ ২৯  
 ততঃ স দানবী সেনা যুধ্যমানা মহাহবে ।  
 দারিতা যমরাজেন স্ববলেন মুহূর্ত্তানা ॥ ৩০  
 তাং ভয়াং সহসা দৃষ্ট্বা ক্রোধেন তু স্তদৌপিতঃ ।  
 উত্থন্ হলাহলঃ শত্রু মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩১  
 পশ্যন্না তু সতেজেন সূর্য্যায়ুতপ্রভেণ চ ।  
 জিঘাংসন্ যমজ্ঞাং সেনাং পান্ধিনীমিব দন্তিনঃ ।  
 যুগাস্তকস্তথা চক্রে মেহামায়াঅকং বলী ॥ ৩২  
 মহিষং যমভঙ্গায় মহিষস্ত মহাবলম্ ॥  
 কালে চৈব কৃতান্তে চ দাণ্ডনা বিনিপাতিতে ।  
 একধা দশধা চাপি শতধা চ সহস্রধা ॥ ৩৩  
 অযুতং লক্ষকোটীনি মায়াবৌ বৈ বিনির্ম্মমে ।

এবং দক্ষিণে থাকিল স্বয়ং কাল । এইরূপে  
 কোটি কোটি সৈন্তে সুমেরুকে বেষ্টিত করিয়া  
 সুমেরুর উর্দ্ধভাগে অধিষ্ঠিতা বহু-পরিখা-  
 সমন্বিতা মহোজ্জলা বৈবস্বতী পুরীর নিকট-  
 বর্ত্তী হইল । তথায় কৃষ্ণবর্ণ করালান্ত সৈন্ত-  
 মণ্ডলীসহ মহাবল দণ্ডপাণি পাশহস্ত কাল  
 এবং মহিষারোহণে যম আসিয়া উপস্থিত  
 হইলেন । তখন সেই দানব-সৈন্ত, মহাসমরে  
 যুদ্ধ করিতে করিতে মহাভা যমরাজ কর্ত্তক  
 ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল । হে ইন্দ্র ! প্রধান  
 দানবেরা সহসা নিজ বাহিনীকে রণে ভঙ্গ  
 দিতে দেখিয়া অতি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া  
 উঠিল । তখন অতি প্রবল হলহলা শব্দ হইয়া  
 উঠিল । "হস্তীরা যেমন পান্থিনী দলন করে  
 তদ্রূপ যমাস্তক, অযুতসূর্য্যসমপ্রভ তেজে যম-  
 সেনা বিনষ্ট কারবার জন্ত, মহিষ ও যমকে রণে  
 ভঙ্গ দেওয়াইবার উদ্দেশে, মায়াপ্রভাবে এক  
 মহাবল মহিষ সৃষ্টি করিল, আর কাল এবং  
 কৃতান্ত যেন হস্তী কর্ত্তক নিপাতিত হইয়াছেন,  
 আর বীরেরা তাঁহাদিগকে একধা দশধা,

তৈদৃষ্টা ধর্মরাজস্ত আত্মানং শতধা বৃত্তম্ ॥৩৪  
বাহনাত্মানি সন্ত্যজ্য গতবান্ পাবকীং পুরীম্ ।  
হুনিরীক্ষ্যাং ত্রিপুর্ণোত্তমস্ত দৃষ্ট্বা তু বাহিনীম্ ॥৩৫  
অজাকটং সমস্তান্তে বহুনা সহ সঙ্গরম্ ।  
তং বহিং জালালক্ষেণ কালানলমিবোখিতম্ ॥  
দদাহ সহসা শত্রু বজ্রদণ্ডস্ত বাহিনীম্ ।  
পুরী তেজস্বতী তস্ত তাম্রপ্রাকারতোরণা ॥৩৬  
অবহস্তাস্তথা বিপ্রা উখিতা বহুলক্ষধা ।  
ধ্যানেন তেহদহন সর্বাং বাহিনীং বিভূষোরজাম  
এবং দৃষ্ট্বা তথা কালো দণ্ডিনা সর্বগেণ চ ।  
মায়ামেঘসমুত্থেন ব্যারিণা তুপশাময়েৎ ॥৩৭  
চেতসামৃতদাবাত্তৈঃ \* সর্বানকুরানি প্ররোহয়েৎ  
এবং তচ্ছমিতং তেজো বহিক্রোধসমুদ্ভবম্ ॥ ৪০

শতধা, সহস্রধা, অযুত, লক্ষ এবং কোটি ভাগে  
ছিन्न-ভিন্ন করিতেছে । এইরূপ মায়াও তাহার  
দেখাইল । ধর্মরাজ যম মায়াবীরগণের হস্তে  
আপনাকে শত ভাগে খণ্ডিত দেখিয়া বাহন  
এবং অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিয়া অগ্নিলোকে গমন  
করিলেন । দানবরাজ ঘোর দেখিল, কৃশানুর  
সৈন্যমণ্ডলী সকলেই দুঃস্প্রেক্ষা এবং অজাকট ।  
তার পরেই ঘোর, অগ্নির সহিত বিষম সুমরা-  
নল প্রজ্জ্বলিত করিল; ইন্দ্র! তখন বহি  
উদযুক্ত হইয়া সহসা লক্ষ লক্ষ শিখায়  
ঘোরপুত্র বজ্রদণ্ডের দৈত্যমণ্ডলী দগ্ধ করিতে  
লাগিলেন । অগ্নি-নগরী বড়ই তেজস্বতী,  
নগরীর প্রাকার এবং তোরণ তাম্রময় বা  
তাম্রবর্ণ; তথা হইতে বহু লক্ষ লক্ষ অবধারী  
ব্রাহ্মণ উখিত হইলেন, তাহার দৈত্যরাজ  
ঘোরের সৈন্য-সমূহকে ধ্যান-প্রভাবে দগ্ধ  
করিতে লাগিলেন । কালদৈত্য ইহা অব-  
লোকন করিয়া দণ্ডী ( বজ্রদণ্ড অথবা অন্য  
কোন দৈত্য ) এবং সর্বগ নামক অশুরের  
সমভিব্যাহারে মায়ামেঘ সৃষ্টি করিয়া, তাহার  
জলে, সেই অগ্নি নির্বাপন করিল । মায়াময়  
জলধারা দ্বারা সেই কুরপ্রকৃতিসম্পন্ন সৈন্য-

ববর্ষ পক্ষশৈবালকদলৌন্দীবরাণি চ ।  
এবং তৎ পাবকীং দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং দণ্ডিনির্জিতম্ ।  
তাক্রা তেজোহভিমানস্ত গত ইন্দ্রামরাবতীম্ ।  
ইন্দ্রেণ তৌ সমায়াতো দৃষ্ট্বা যমহতাশনৌ ॥ ৪২  
মহাক্রোভং সম স্নায় গজবাজং রুরোহ সঃ ।  
উদয়াচলসঙ্কাশং সিন্দুরাকর্ণবিভাহম্ ॥৪৩  
ঘণ্টাকিঙ্কণীশদাত্যং চামরৈরুপশোভিতম্ ।  
চতুর্দন্তং মহানাগং সুরশক্রভয়াবহম্ ॥ ৪৪  
আরোহ সুরাধাক্ষো বজ্রপাণির্মহাবলঃ ।  
মাতলিক পুরস্কৃত্য বিশ্বেদেবাস্থথাপরে ॥ ৪৫  
বৈষ্ণবা \* বাকৃণাঃ সৌম্যা ঐন্দ্রাশ্চাক্ষাস্তথৈব চ  
কুবেরো ধনদশ্চন্দ্রো বায়ুবক্রণ এব চ ।  
ঋত্বা দেবেন্দ্রসংগ্রামং সর্কো তত্র যুযুৎসতঃ ॥ ৪

মণ্ডলী যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল । কৃশানুর  
ক্রোধ-সমুত 'অপ্সরমেঘ তেজোরার্শি' কেবল  
পক্ষ, শৈবাল, কদলী এবং ইন্দীবর-বর্ষণের  
কারণ হইল; অর্থাৎ অগ্নি ক্রুদ্ধ হওয়াতে  
কেবল মায়াময় এই সকল পদার্থ বৃষ্টি হইল,  
অগ্নি দৈত্যজয় করিতে পারিলেন না । বৈষ্ণবের  
আপনার সৈন্যগণকে, দণ্ডী প্রভৃতি অশুরের  
নিকট পরাজিত হইতে দেখিয়া নিজ তেজের  
অভিমান পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রের অমরাবতী  
অভিমুখে ধাবিত হইলেন; বলা বাহুল্য, যমও  
সেই সঙ্গে গেলেন । ইন্দ্র, যম ও অগ্নিকে  
আসিতে দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া মহা-  
ক্রোধে ঐরাবতে আরোহণ করিলেন । তখন  
মহাবল অমরাধিপুত্র, মাতলিকে অগ্রে করিয়া  
সিন্দুরধোণিত-দেহ, ঘণ্টা-কিঙ্কণী-শব্দশব্দিত,  
চামরোপশোভিত, চতুর্দন্ত-সম্পন্ন, অশুরভাতি-  
সম্পাদক \* পূর্বতপ্রতিম, মাতঙ্গে, বজ্রহস্তে  
আরোহণ করিলে, বিশ্বদেব, বক্রণের সৈন্য  
চন্দ্রের সৈন্য, ইন্দ্রের সৈন্য, বিষ্ণু-সৈন্য  
দলে দলে এবং স্বয়ং ধনীধাক্ষ কুবের,  
চন্দ্র, বায়ু, বক্রণ প্রভৃতি সকলেই ইন্দ্রের  
সমুদ্ভূত সমরবৃত্তান্ত অবগত হইয়া যুদ্ধা-

আগতাঃ ক্ষণমাত্রেন স্বায়ুধোত্তপাণয়ঃ ।  
 এবং তে ত্রিদেশাঃ শক্র সশক্রাঃ সঙ্গরোঃসুকাঃ  
 শ্রদ্ধা দেবঃ স্বয়ং তত্র আগতো গরুড়ধ্বজঃ ॥৪৮  
 ইন্দ্রঃ পরমঃ দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।  
 দৃষ্ট্বা পপাত চরণে ভক্ত্যা স্তোত্রেণ পূজয়েৎ ॥৪৯  
 ইন্দ্র উবাচ ।

নমস্তে দেবদেবেশ সর্বদেবময় প্রভো ।  
 শঙ্খচক্রগদাহস্ত বনমালাবিভূষণ ॥ ৫০  
 শ্রীবৎসাস্কন্ধমহাকায় কোমলভোরমমণ্ডিত ।  
 দেবারিণাশ দেবেশ বেদগর্ভ নমোহস্ত তে ॥৫১  
 দেবমূর্তিরমূর্তিষ্ঠ বেদযজ্ঞফলপ্রদ ।  
 ত্রিমূর্তিস্থিগতিদেব ভক্তানাং ভয়নাশন ।  
 সমমিত্রাণ্যাদাসীনরিপুণাং \* কুলনাশনঃ ।  
 জাহি মাং দেবদেবেশ পীতবাসো জগৎপতে ।

ভিলাবে 'স্ব স্ব অসু হস্ত' উদ্যত করিয়া  
 ক্ষণমাত্রে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 ইন্দ্র । ইন্দ্রপুত্র সেই সব দেবতা যুদ্ধেব জন্ম  
 উৎসুক হইয়াছেন জানিয়া স্বয়ং গরুড়ধ্বজ-  
 বিষ্ণু তথায় আসিলেন । ইন্দ্র পরম দেবতা  
 শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-ধারী হরিকে দেখিয়াই ভক্তি-  
 সহকারে তাঁহার চরণে পুত্ৰিত হইলেন এবং  
 স্তব করিতে লাগিলেন । ২৭--৪৯ । ইন্দ্র  
 কহিলেন,—হে সর্বদেবেশ্বর ! সর্বদেবময়-  
 প্রভো ! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-  
 বিভূষিত ! আপনাকে নমস্কার, হে শ্রীবৎস-  
 চিহ্নিত-মহাকায় ! হে কোমলভোষিতবক্ষঃ-  
 স্থল ! হে দৈত্যহৃদন ! হে বেদগর্ভ ! হে  
 দেবেশ ! আপনাকে নমস্কার । হে দেব !  
 বেদ আপনার মূর্তি, আপনি নিরাকার,  
 বেদোক্ত যজ্ঞাদির ফল দান আপনিই করিয়া  
 থাকেন । আপনি ত্রিমূর্তিস্বরূপ ; হে ভক্তভয়-  
 নাশন ! সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তমসিক  
 এই গতিত্রয়ও আপনি । হে শক্রমিত্র-  
 উদাসিনে ! সমদর্শিন ! অসুরকুলবিনাশক !  
 হে দেবদেবেশ ! হে পীতাবর ! হে জগদীশ্বর !

\* সমমিত্রাণিমধ্যাহ্নদেবারি ইতি বা পাঠঃ ।

দানবৈবাধিতা দেবাস্থামেব শরণং গতাঃ ।  
 নির্জিতো যমযজ্ঞোহসৌবহ্নিদৌপ্তিসমম্বিতঃ ॥ ৫৪  
 এবং হ্যং ভগবন্ প্রাপ্তঃ কিং কলোমি তদাশিশ  
 তথা শ্রদ্ধা বচো বিষ্ণুঃ কৃপয়া শক্রভাষিতম্ ।  
 প্রোবাচ বিহসন্ দেবো মা ভৈন্তে মম সন্নিধৌ  
 যদ্যপি দেবদেবেশ উমাদেহাঙ্গিহারিণঃ  
 আগতস্তব দেবেন্দু তথাপি পরিহণাতাম্ ॥৫৬  
 কিন্তু কারণসত্ত্বাৎ কথ্যামি শৃণু তৎ ॥ ৫৭  
 বিষ্ণুরুবাচ ।

আসীদ্ হৃন্দুভিনামাসাবসুরাণাং প্রভৃতমঃ ।  
 তেন জিতাঃ সুরাঃ সর্বে ব্রহ্মবরপ্রভাবতঃ ॥৫৮  
 অজেয়ো ব্রহ্ম-সূর্যাণাং যমস্তাস্মাকমেব চ ।  
 তদা নির্জিত্য দেবাঃ স্বর্গাচ্চ্যাবয়তে কিল ॥৫৯  
 তাবৎ তন্ত মহাবাহো ঈশঃ শৈলঙ্গমোহভবৎ ।  
 তদা পশুতি দেবেশীং \* শঙ্করস্ত তদুচ্ছিতাম্ ।  
 বামভাগে মহারূপাং সর্বদেবনমস্কৃতাম্ ॥ ৬০

আমাকে রক্ষা করুন । দানবতাড়িত দেবগণ  
 আপনারই শরণাপন্ন হইয়াছে । দানবেরা  
 যুদ্ধে যমকে এবং দৌপ্তিশালী বাহুকে জয়  
 করিয়াছে । এক্ষণে আপনি আসিয়াছেন ;  
 কি করি, আদেশ করুন । বিষ্ণু, ইন্দের কথা  
 শুনিয়া কৃপা করিয়া সহাস্তে বলিলেন,—  
 আমার নিকটে তোমাদের কোন ভয় নাই ।  
 কিন্তু হে দেবেন্দু ! যদিও উমা-দেহাঙ্গিধারী  
 দেবদেব ঈশ্বর, তোমার সন্ধে আসিয়াছেন,  
 তথাপি এ যুদ্ধ তোমার পরিহার করা কর্তব্য ।  
 কেননা এ বিষয়ে বিশেষ কারণ আছে, তাহা  
 শুন । পূর্বে হৃন্দুভি নামে অসুরদিগের এক  
 মহারাজ ছিল, ব্রহ্মার বরপ্রভাবে হৃন্দুভি,  
 সূর্য্য, অগ্নি, যম এবং আমাদের অজেয়  
 হইয়াছিল, সকল দেবতাকেই সে পরাজিত  
 করিল । দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট  
 করিল । হে মহাবাহো ! এই সময়ে শিব  
 পরমর্তাবহার করিতোছিলেন, তখন হৃন্দুভি  
 শঙ্করশরীরের বামভাগে অবস্থিত। সর্বদেব-

\* দেবস্ত ইতি বা পাঠঃ ।



তাং দৃষ্ট্বা কোভ্যাপন্নঃ কামবিস্মলচেতনঃ ।  
 দেবীং সমুদ্যতো বক্তুং দেবেন চ স ঈক্ষিতঃ ॥ ৬১  
 ততঃ স সহসা দগ্ধো নেত্রজেনানিলেন তু ।  
 দেবদেবস্ত কোপেন দানবো ভস্মতাং গতঃ ॥ ৬২  
 সাযুধঃ সরথঃ ক্রুরঃ সপদাতিঃ সর্বাধনঃ ।  
 সহসা ভস্মীভূতঃ তং দৃষ্ট্বা দেবদ্বিলোচনঃ ॥ ৬৩  
 রক্তপীতাসিতশ্রাম্য ভস্মাকুরি তমেব চ ।  
 গৃহীত্বা সিতভস্মেন দেবীকোপ্যাবধূনয়ৎ ॥ ৬৪  
 তস্মা হস্তকরাফালা...নাবসানতঃ ।  
 উদ্ধৃতা মহতী বর্জিঃ সস্রবর্ণকভূষিতা ॥ ৬৫  
 তাং তপস্তীং সমাঃলাক্য উমাং দেবনমস্কৃতাম্ ।  
 তস্মিন্ সমুদ্রবচ্ছায়া সর্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৬৬  
 দ্বিতীয়ং দেবভাগন্ত যাচমানা মহাবলা ।  
 তদা উমা দদৌ শাপং স্মৃতা ঘোরং মহাসুরম্ ॥  
 গচ্ছ পাপ হুরাচার ভূতলং হং মহাবল ।

নমস্কৃত্য মহারূপবতী উমাকে অবলোকন  
 করিয়া ইন্দ্রবিহার প্রাপ্ত হইয়া বিস্মলচিত্তে  
 সেই দেবীকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত  
 হইবামাত্র, মহাদেব তাহার প্রতি রোষদৃষ্টি  
 নিক্ষেপ করেন । অনন্তর, ক্রুরপ্রকৃতি হৃদুভি  
 দানব, শিবের রোষদৃষ্টিদ্বারা অনলে, অশ্ব-শস্ত্র  
 রথ পদাতি এবং বাহন সমাভব্যাহারে  
 তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইল ।  
 ত্রিলোচন • দেব, হৃদুভি দানবকে সহসা  
 ভস্মীভূত অবলোকন করিয়া তাহার  
 রক্ত, পীত, সিত, শ্রাম্য ভস্ম হইতে  
 সহস্র শত্ৰু ভস্ম গ্রহণ করিয়া দেবীকে তাহা  
 মাখাইতে লাগিলেন । ভস্ম মাখান শেষ  
 হইলে, শিবের করঘর্ষণে একটা ভস্মের বড়  
 বর্জি (বার্তা) উদ্ভূত হইল । তাহা নানা-  
 বর্ণে সুশোভিত হইল । সেই বর্জিতে সর্ব  
 লক্ষণ-লক্ষিত দানবমূর্তি প্রাক্তভূত হইল ।  
 মহাবলশালিনী সে মূর্তিও শিবের বামভাগের  
 অর্থাৎ উমার জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে  
 অগ্রসর হইতে লাগিল । দেব-নমস্কৃত্য উমা  
 তাহা দেখিয়া সেই ঘোর মহাসুরকে স্মরণ

তথাক্রমে ভবেদেবারো নীলমেঘসমপ্রভঃ ॥ ৬৮  
 মহারূপো ভয়ং দৃষ্ট্বা সসুরাসুররক্ষসাম্ ।  
 দেবেন তং ভদ্রা দৃষ্ট্বা কিমেতদ্ ভবতীকৃতম্ ।  
 স এব নির্জিতঃ শত্রুরস্মাকং বধমুদ্যতঃ ॥ ৬৯  
 ন যুক্তং শত্রুপক্ষস্ত বুদ্ধিং দাতুং কদাচন ।  
 যশ্চ কারণদ্রব্যানাং সবিধেষংকৃতং যুদ্য ।  
 মোচতে রূপীয়া মূঢ়ঃ স এব নিধনং ব্রজেৎ ॥ ৭০  
 নিপাত্য সাধিলং সর্বং মূলং যন্ত ন যন্ততে ।  
 স এব স্মৃদং বলী ভূয়ো বদরৌ ইব শ্লোভতে ॥ ৭১  
 তথা হমপি হৃদ্বুদ্ধে মমাগং বিনিপাতিতঃ ।  
 দেবানাং বিঘ্নকর্তা চ ঋষি-ব্রাহ্মণত্রাসকঃ ॥ ৭২  
 ন যুক্তং বিজ্ঞদেবীনাং শত্রুবার্গস্ত বর্জনম্ ।  
 মন্দবুদ্ধে সদা বাস্তে স্ত্রীভস্মাবেন বর্জসেণ ॥ ৭৩  
 ইত্যুক্তা শত্ৰুনা দেবী ক্রুদ্ধা তমুদলোকা স্ম ।

করিয়া দাক্ষণ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—  
 রে মহাবলী ! পাপিষ্ঠ হুরাচার ! তুই মর্ত্য-  
 লোকে পতিত হ । নীলমেঘসদৃশ প্রভা-  
 সম্পন্ন ঘোর দৈত্য তরুণেই পৃথিবীতে উৎপন্ন  
 হয় । তাহার রূপ দেখিয়া দেব, দানব, কি  
 রাক্ষস—সকলেরই ভয় হইয়াছিল । শিব  
 তাহা দেখিয়া বলিলেন, তুমি এ কি করিলে !  
 সেই শত্রুকে একেবারে ধ্বংস করিলেই  
 হইত । সেই পরাজিত শত্রুই এখন আমাদের  
 বধের জন্য উদ্যত হইয়াছে । শত্রুপক্ষের  
 বুদ্ধি হইতে দেওয়া উচিত নহে । যে ব্যক্তি  
 কৃপাবশত শত্রুর শেষ পরিত্যাগ করে, সেই  
 মূঢ় নিশ্চয় নিধন প্রাপ্ত হয় । সমুদয় বিনষ্ট  
 হইলেও তাহার মূলোৎপাটন করা না হয়,  
 শাদল ভূমিতে মূর্গমাত্রাবশিষ্ট বদরীকুলের  
 স্তায়, কালক্রমে তাহা ক্ষয়বুদ্ধ হইয়া উঠে ।  
 তুমিও হৃদ্বুদ্ধিবশতঃ এই • দেববিঘ্নকর্তা,  
 ঋষিব্রাহ্মণত্রাসকারী অসুরের বধের ভার  
 আমার উপরেই নিক্ষেপ করিলে । দেব-  
 বিজ্ঞানের শত্রুপক্ষ বাড়ান কদাচিত্ উচিত  
 নহে । হে মন্দবুদ্ধে ! বালৈ ! স্ত্রীলোকের  
 স্বভাব তোমাতে সম্পূর্ণ বর্তমান । ৫০—৭৩ ।  
 শিব এই কথা বলিলে ভগবতী বড়ই ক্রুদ্ধা

## দেবানুগমন

মন্ত্ৰজিপরমো ভূত্বা সৰ্বদেবান জয়িষ্যতি ॥ ৭৪  
 বিষ্ণুভাবঃ পরো হ্যেব অবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি ।  
 কুশদ্বীপপুরাবাসী চন্দ্রশোভাং ভবিষ্যতি ॥ ৭৫  
 সপ্ত দ্বীপাঃ সপাতালাঃ সপ্ত লোকাঃ সবাসবাঃ  
 এতদাজ্ঞাকরা ভূতা অজ্ঞেয়োহয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৭৬  
 নিশম্য নৃচনং দেব্যা উন্ন্যাসগতিভাষিতম্ ।  
 শশাপ রোষমাবিশ্ণু হৃদ্য মর্ত্যং গমিষ্যসি ।  
 তত্র চৈষ হুতাচারঃ পতিত্বং যাচয়িষ্যতি ॥ ৭৭  
 তথা ক্রোধানলাদীপ্তা সা শপেতাসুরাধিপম্ ।  
 নীলমেঘনিভাকারং যম্মাহিষ্যমিবাপরম্ ।  
 ক্রৌঞ্চানামানিষ্যামি পঞ্চাননব্যবহিতা ॥ ৭৮  
 উবাচ কৃপিতা দেবী দেবোহুঃ চ তথৈব তাম্  
 এবং পূৰ্ব্বং সুরাধক্ষ শঙ্কুণা বৃজনির্মিতঃ ॥ ৭৯  
 হৃদুভেদেহহো ভূত্বা মম ভক্তিপরায়ণঃ ।  
 চন্দ্রশোভাপুরবাসী মদীয়ার্চাসদোজাতঃ ॥ ৮০

হইলেন, অনন্তর তিনি সেই অশুরের দিকে  
 দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—এই অশুর, বিষ্ণু-  
 ভক্তিবলে, সকল দেবগণকে জয় করিবে এবং  
 অবধ্য হইবে। কুশদ্বীপের চন্দ্রশোভাপুরে  
 ইহার বাসস্থান হইবে। সপ্তদ্বীপা বসুমতী,  
 সপ্তপাতাল এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের  
 সহিত সপ্তলোক ইহার আজ্ঞাকর হইবে।  
 এই অশুর অজ্ঞেয় হইবে। শিব, ক্রোধপর-  
 তজ্জা দেবীর এই অসুরোন্নতিকর অনুচিত  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে দেবীকে অভিশাপ  
 দিলেন, তুমিও মর্ত্যবাসিনী হইবে, তখন  
 এই হুতাচার বৈদ্য তোমাকে পতি হইতে  
 উদ্যত হইবে। তখন দেবী, ক্রোধে প্রজ-  
 লিতা ও আরক্তমুখী হইয়া, সেই অশুরের  
 শাপ দিলেন,—এমনি হইলে অর্ধমংসিহারক  
 হইয়া ত্রীড়া করিতে করিতে, অপর যমের ন্যায়,  
 নীল-মেঘসদৃশ এই দৈত্যকে বিধি করিব।  
 এইরূপে, শিব-কোপিতা দেবী অশুরকে  
 অভিশাপ দিলেন, শিবও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে  
 অভিশাপ দিলেন। হে সুরেন্দ্র! শিববর্জক  
 ভয়দ্বারা নির্মিত এবং হৃদুভির দেহ-সমুত,  
 চন্দ্রশোভাপুরবাসী এই অশুর আমার ভক্ত

ভক্তদঃ শাসনং প্রাপ্তং ত্র্যক্ষৈরপি সূহঃসহম্ ।  
 কিং পুনঃ সৰ্ব্বঘত্নেন সবলো যদি দানবঃ ॥ ৮১  
 আগতো ঘোরনামাসৌ ক্রুদাদীনগ্নি সংহরেৎ  
 তচ্ছূদ্য তু হরেবাক্যং কিং করোমি প্রভো বদ  
 ইয়া দত্তং মম স্বর্গং যজ্ঞাঃ সর্বাশ্চ রক্ষিতাঃ ।  
 ইন্দ্রাণাং ত্বং প্রভুঃ স্বামী দেবানাং ত্বঞ্চ পালকঃ  
 ইত্যাক্তে বদতে বিষ্ণুঃ শৃণু শত্রু সমাহিতঃ ।  
 তত্রাগতো মহাবুদ্ধির্বাচম্পতির্বৃহস্পতিঃ ॥ ৮৪ ॥  
 বৃহস্পতিরুবাচ ।

যস্য শাসনমাত্রেণ সর্বে দেবাঃ সভাক্ষবাঃ ।  
 শমিতা বসুমুক্তাশ্চ \* বারিণঃ ইব পাবকঃ ॥ ৮৫  
 তস্য কঃ শক্যতে যুদ্ধে সবলস্য নিপাতিতম্ ।  
 ব্রহ্মা বা যদি বা ক্রুদঃ সামনয়বিবর্জিতঃ ।  
 অজ্ঞেয়ঃ সৰ্বদেবানামেতদত্তং ত্বয়া প্রভো ।  
 উময়া তচ্চ পূৰ্ব্বে চ সৰ্বদেবারিকণ্টকঃ ॥ ৮৬

এবং আমার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। তাহার  
 আদেশ ব্রাহ্মণদিগেরও পালনীয়। এখন  
 ত সেই ঘোর দৈত্য, সৈন্তসামন্ত সমভিবাাহারে  
 সর্বপ্রকার যত্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।  
 এখন সে ক্রুদাদিকেও সংহার করিতে পারে।  
 বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র কহিলেন,—  
 প্রভো! আমি কি করিব বলুন। আপনি  
 আমাকে স্বর্গরাজ্য দিয়াছেন, আপনিই যজ্ঞ-  
 রূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আপনি  
 ইন্দ্রগণের প্রভু, দেবগণের স্বামী এবং পালক।  
 ইন্দ্র এই কথা বলিলে, বিষ্ণু বলিলেন,—  
 ইন্দ্র! একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর—ইত্যবসরে  
 মহাবুদ্ধি বাচম্পতি বৃহস্পতি, উপস্থিত হইয়াই  
 বলিতে লাগিলেন,—যাহার শাসনমাত্রে সূর্য্য  
 অথবা যম প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ, জ-ধারায়  
 অগ্নি ও জ্বালায় সসৈন্তে নিক্ষেপিত হইয়াছেন,  
 সৈন্ত-সম্বিত সেই অশুরকে যুদ্ধে নিপাতিত  
 করা কান্নার সাধ্য? হে প্রভো! ভগবন্!  
 আপনিই বর দিয়াছেন, কোন দেবতা,  
 এমন কি, ব্রহ্মা এবং শিবও সেই আপনার

বলমুক্তাপি ইতি পাঠান্তরম্ ।

সর্বাস্ততত্ত্ববেত্তা চ সর্বধর্মপরায়ণঃ ।

তথা ভক্তিপরা দেব তথা ভাষ্য পতিব্রতা ॥ ৮৭

লোকপালঃ প্রজাপালো ধর্মবর্ষ্যবস্থিতঃ ।

তথা প্রভুতত্বপালাঃ কোটিকোটিকুণ্ডলাঃ ॥ ৮৮

দান্তনাং যশ্চ মন্তানামখানাক চতুর্গুণাঃ ।

ঐরাবতসমাঃ সর্কে সচলা ইব ভূধরাঃ ॥ ৮৯

নারায়ণাস্ত্রক্ষাস্ত্রশৈলাশ্চাত্তেহথ বাকুণাঃ ।

তশ্চ এবংবিধঃ শত্রোবিনাশঃ কেন ক্রিয়তে ।

দেশকালক্রমঞ্চাপি একাঙ্গং প্রতিভাষতে ॥ ৯০

মুক্তস্তাসকুতৈর্দোষৈঃ ক্রোধজৈশ্চ তথৈব চ ।

একাদীন্ সপ্ত যোর্বোতি স শুণী ঋণিনাং বরঃ ॥

অশ্বমহিমমার্জার-আখ্যকাকোত্রক যথা ।

ন যুদ্ধঃ শ্রেয়সে দেব টরগা নদুর্ভেদঃ সহ ॥ ৯১

ইতি শ্রীদেবীপুবাণে ব্রহ্মোপদেশে রহস্যতি-

বাব্যাসিন নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভক্ত দৈত্যকে জয় করিতে পারিবেন না ।

পূর্বে দুর্গাও এই বর তাহাকে দেন । সেই

দৈত্য সর্বধর্ম-পরায়ণ, সর্বাস্ততত্ত্ববেত্তা এবং

সর্ব দেব-রাক্ষসাদির বিজেতা; তাহার

ভাষ্যাও পতিব্রতা । হে প্রজারক্ষক ! ধর্মপথে

অবাস্তিত হইয়া সে, লোক পালন করিতেছে ।

কত কোটি কোটি বলাবক্রমসম্পন্ন রাজগণকে

সে বিনষ্ট করিয়াছে । তাহার উত্তমানন্ডার-

ভূষিত দৃষ্ট অশ্বসমূহ এবং তাহার চতুর্গুণ

ঐরাবত সদৃশ সুশোভিত, মন্ত গজরাজ,

জঙ্গম পক্ষতসমূহের তার প্রত্যয়মান হয় ।

নারায়ণাস্ত্র, ব্রক্ষাস্ত্র, শৈলাস্ত্র এবং বাকুণাস্ত্র

প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র তাহার আছে ।

একপ শত্রুর বিনাশ করিতে কে পারে ?

সেই দৈত্য দেশ, কাল এবং ক্রম

অনুসারে কথা কয়, একের সহিত কথা

কহিতে কহিতে সেকথা অসমাপ্ত রাখিয়া

অপূরের সহিত কথা বলে না । কামজ এবং

ক্রোধজ ব্যসন তাহার নাই । সে শুণশ্রেষ্ঠ

অশুর, সপ্ত অঙ্গের প্রত্যেকটির বিষয় সম্পূর্ণ

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

• উগবানুবাচ ।

সত্যমেব মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতিবচস্পতে ।

ত্বমেব বেদিতুং যোগাঃ সর্বস্তায়নিবেচকঃ ॥ ১

শব্দগীতা নয়া যশ্চ ঔশনাশ্চ তথা নিজাঃ ।

মদৌয়া ব্রক্ষগীতাশ্চ বেত্ত যঃ স বচস্পতিঃ ॥ ২

ত্বয়া ইন্দ্রশ্চ নাথেন সচিবেন মহীশ্বনা ।

কো বাধাধিতুং শক্যঃ শূলপাণিরপীহুয়া \* ॥ ৩

• সর্বগুণপ্রধানা যে দুর্কির্দ্বৈতয়া মহাত্মাভঃ ।

যোগিভিঃ বড্গুণা এব মার্জিভিঃ সন্ধিবাদিতঃ ॥ ৪

বিভিন্না সন্ধিসন্ধানে সমদোষাশ্চ বাধয়ঃ † ॥

অবগত আছে । মহিষেয় সঙ্কিত অশুর

মার্জারের সহিত ইন্দ্রের, কাকের সহিত

উলুকের কিংবা নবুনের সহিত সর্পের যুদ্ধ করা

যেমন শ্রেয়স্কর নহে, তদ্রূপ এ যুদ্ধও দেব-

গণের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে । ১৪-১২ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ •

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, বাচ-

স্পতি বৃহস্পতে ! তুমি সকল জ্ঞান বিষয়

বিচাবে নিপুণ, তুমিই এ সন্ধিতে কর্তব্য বুঝ-

িয়াছ । তুমি শব্দগীতা, ব্রক্ষগীতা, মদৌয়া গীতা,

শব্দগীতা এবং তোমার নিজগীতা সম্পূর্ণ

অবগত আছ, এইজন্য তুমি বাচস্পতি । হে

মহীশ্বনা । তুমি ইন্দ্রের সাক্ষক এবং পরিচালক

থাকিলে, কাহাকে বা পরাজিত করিতে পার ?

বোধ হয়, সাক্ষাৎ শূলপাণিকেও আয়ত্ত

করিতে পার । রাজন্যের সাক্ষ প্রভৃতি

বড্গুণ, সর্বগুণপ্রধান; মহাত্মা যোগিগণের

পক্ষেও তাহা দুর্জয়, সন্ধিগণের তাহা জ্যানিতে

হয় । সন্ধি-সন্ধানের বিভিন্ন প্রণালী এবং

\* শূলপাণিরপীহ চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† চাধয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সকল সমতে যন্ত সচিবঃ ভিষজো বরো ॥ ৫

স্বঃ ত্রিকালনয়ঃ বেতা সর্বাবিদ্যাশিষ্যদঃ ।

বদান্ত যন্তবেদযুক্তঃ সুররাজস্ত সন্তম ॥ ৬

বৃহস্পতিক্রবাচ ।

দেবদেব সুরাধ্যক্ষ শঙ্খচক্রগদাধর ।

ত্বদীয়ামে মতিভঁজা ন নিজাসুরনাশন ॥ ৭

তবাহুভাবো দেবেশ তব প্রত্যক্ষতো বয়ম্ ।

যদ বদামো মহাত্মানঃ ধৃষ্টা কুলবধুরিব ॥ ৮

তব বাচো গুণাবিষ্টা নিজামস্তি স্ম ময়ুখাঃ \* ।

তথাপি কিঞ্চিদেবেশং হিতাহিতকবং প্রভো ॥ ৯

তদাঙ্গাকারিণো ভূহা সুর্যমচ্ছন্দ দিবোকসঃ ।

তিষ্ঠন্ত তন্ত বাচায়াং যাবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ১০

তোষয়িত্ব তবান দেবোঃ বিদ্যাচলনিবাসিনীম্ ।

এবং তে মন্ত্রীসহা তু শক্রে বিষ্ণুর্ব্রহ্মপতিঃ ।

সমদোষ-সম্পন্ন ব্যাধিগণের বিষয় যাহারা শাস্ত্রানুসারে ঠিক জানে, সেই মন্ত্রী এবং সেই বৈদ্যই প্রধান। হে সন্তম! তুমি কালানুসারিণী নীতি অবগত আছ, তুমি সর্বাবিদ্যা-বিশারদ; এই সুররাজের পক্ষে এখন যাহা কর্তব্য তাহা বল। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে সুরাধ্যক্ষ শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেব! আমার যে বুদ্ধি, ভূহা আপনারই। হে অসুরনাশন! আমার নিজের বুদ্ধি কিছুই নাই। হে দেবেশ! হে মহাত্মন! ধৃষ্টা রমণী কুলবধুকে যেমন ফোঁন কথা বলেন, তজপ, আমরা আপনার প্রত্যক্ষ যৈ কিছু বলিতেছি, তাহা আপনারই প্রভাব। আপনার গুণ-প্রেরিত বাক্যই আমার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। প্রভো! তথাপি আপনার আদেশে হিতাহিতবিষয়ক “কিঞ্চিদেবেশং” উপদেশ করিতেছি। দেবতারা যদি সুর্য্যভিলাষী হন ত আপনার আজ্ঞাকারী হইয়া তাবৎ অবস্থিতি করুন, যাবৎ আপনি ত্রিলোচন দেব এবং বিদ্যাচল-নিবাসিনী দেবীকে সন্তুষ্ট না করেন। ইন্দ্র,

\* তন্মুখাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

নারদঃ প্রেময়ামাসুর্বজ্রদণ্ডস্ত শাসনে ॥ ১১

বিষ্ণুক্রবাচ ।

স্বঃ দেবর্ষে বিপেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র মহাতপঃ ।

গত্বা বদন্ত তং পাপং ঘোরপুত্রং সুরারিণম্ ॥ ১২

গত্বান বিষ্ণোরাদেশান্নারদো যত্র সোহসুরঃ ।

তমায়ান্তমুষিং দৃষ্টা কালো বজ্রশ্চ পূজ্য তো ॥ ১৩

নারদ উবাচ ।

তব ঘোরসুত বজ্র সকালস্ত মহাবল ।

শাসনে সংস্থিতা দেবা দেবী কাস্তকরা চ তে ॥

কং পুনঃ শতযষ্টা বা ব্রাহ্মণৌ বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ১৪

ভূজ স্বর্গং মূর্খীং যাবদেবদেবৌ তবাস্তকৌ ।

যষ্ঠ্যামিন্মাগ্নিদেবস্ত শাসনং ঘোরজং দিবি ॥

কৃত্বা ব্রহ্মপতির্বিষ্ণুর্জগদুর্ঘট পিতামহঃ ॥ ১৫

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে হারিব্রহ্মপত্যো

ব্রহ্মসদনপ্রাপ্তির্নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বিষ্ণু এবং বৃহস্পতি এইরূপ মজ্ঞা করিয়া বজ্রদণ্ডকে উপদেশ করিবার উক্ত নারদকে পাঠাইলেন। বিষ্ণু, নারদকে কি বলিতে হইবে বলিয়া দিয়া বলিলেন,—হে দেবর্ষে! হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! হে ব্রহ্মনন্দন! তুমি মহাতপস্বী; পাপিষ্ঠ নৈত্য ঘোর পুত্রকে এই সব কথা বলিবে গিয়া। যথায় ঘোরপুত্র বজ্রদণ্ড প্রভৃতি অবস্থিত ছিল—বিষ্ণুর আদেশে নারদ তথায় যাইলেন। ঋষিকে সমাগত দেখিয়া ঘোরপুত্র কাল এবং বজ্র, তাঁহাকে পূজা করিল। নারদ বলিলেন,—হে ঘোরপুত্র! মহাবল বজ্র এবং কাল! দেবগণ তোমাদিগের শাসনে অবস্থিত হইলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতী তোমাদিগকে বিনাশ করিবেন। যখন দেবতারা তোমাদের শাসনে অবস্থিত হইলেন, তখন বিষ্ণুতৎপর শতযজ্ঞ-যাজী ব্রাহ্মণেরাও যে তোমাদের শাসনে অবস্থিত, ইহা বলাই বাহুল্য। তাবৎ স্বর্গ ভোগ কর, যতদিন তোমাদিগের বিনাশকারী উমা ও মহেশ্বর পৃথিবীতে গমন না করেন। সূর্য্য ক্রান্তিকা নক্ষত্রে যাইলে, যজ্ঞ তিথিতে



ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

• অক্ষোবাচ । •

নমস্তে বিশ্বরূপেশ কিংভাব নমোহস্ত তে ।  
সর্বদেবময় শ্রীমন্ বাসুদেব নমোহস্ত তে ॥ ১  
ভূতভব্যভাবিষ্যাণাং কারণাকারণে নমঃ ।  
অনাদিরা দমধ্যাস্ত্রপরকারণকাবণ ।  
ভাবিষ্যরূপসম্ভাব মৎশ্রুতপ নমোহস্ত তে ॥ ২  
ধাতীধরণকুর্শেণ বরাহ নরসিংহরাট ।  
সর্ববেদপতে বেদবেদাস্তান্ত নমো নমঃ ॥ ৩  
বামনায় নমস্তভ্যং রাম রাম নমো নমঃ ।  
বাসুদেব নমস্তভ্যং কৃষ্ণদেহ নমো নমঃ ॥ ৪  
শুদ্ধসম্ভাবভাবায় শুদ্ধবুদ্ধতনুভব ।  
রাগদ্বৈষাবিনিষ্টরক্তবাসো নমোহস্ত তে ॥ ৫

স্বর্গে ঘোর দৈত্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল ।  
তার পর বিষ্ণু এবং বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকটে  
গমন করিলেন । ১০—১৬ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে বিশ্বরূপ !  
হে ঈশ্বর ! আপনাকে নমস্কার ; হে বিশ্ব-  
ভাবন ! সর্বদেবময় ! শ্রীমন্ বাসুদেব !  
আপনাকে নমস্কার । হে ভূত-ভাবিষ্যৎ বর্জ-  
মানের কারণ ! হে কারণবর্জিত ! আপনাকে  
নমস্কার । আপনি অনাদি, আদি, মধ্য এবং  
অন্তের যাহা পরম কারণ, আপনি তাহারও  
কারণ । হে ভাবিষ্যরূপ ! হে বর্তমানস্বরূপ !  
হে মৎশ্রুতপিন্ ! আপনাকে নমস্কার ।  
আপনি কুর্শরূপে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন,  
আপনি বরাহরূপী এবং নরসিংহরূপী ; হে  
সর্ববেদপতে ! হে রিজ্জেষ ! বেদাস্ত প্রতি-  
পাদ্য ! আপনাকে নমস্কার । হে পরশুরাম !  
আপনাকে নমস্কার । হে শ্রীরাম ! আপনাকে  
নমস্কার ! হে বলরাম ! আপনাকে নমস্কার ।  
হে কৃষ্ণদেহধারিন্ ! আপনাকে পুনঃপুনঃ

অশ্বাকৃচ্ছ মহাবাহো কলিধর্ম্মপ্রবর্তক ।  
দিগম্বরধরো দেব শূদ্রধর্ম্মপ্রবর্তক ॥ ৬  
শ্লেচ্ছবর্গকুলোচ্ছেদ নমস্তে কঙ্কিরূপিণে ।  
যুগান্তযুগ-উৎপত্তি-যুগধর্ম্মপ্রবর্তক ॥ ৭  
নমস্তে দেবদেবেশ জীপ্সতার্থপ্রদায়ক ।  
যাদচ্ছামি ভবেৎ ততো মম দেব কথৈষ চ ॥ ৮  
মম কার্যোষু কার্যাণামৌপ্সিতনৈঃ সুরোত্তম ।  
ভাবিষ্যাণাঞ্চ বসুগাং সাহায্যং কুরু কেশব ॥ ৯  
ততস্তপ্তোমম বিষ্ণুঃ পুবা আদৌ প্রজাধিপ ।  
বরদোহভুদ্ যথাকামং সাহায্যমৌপ্সিতেষু চ ॥ ১০

নমস্কার । হে রাগদ্বৈষ-বিনিষ্টরক্ত ! হে শুদ্ধ-  
সম্ভাব ! হে শুদ্ধ ! হে রক্তবস্ত্রপরিধান !  
বুদ্ধমূর্ত্তে । আপনাকে নমস্কার । হে কলিধর্ম্ম-  
প্রবর্তক ! হে দিগম্বররূপিন্ ! হে শূদ্রবর্গ-  
প্রবর্তক ! হে মহাবাহো ! আপনি অশ্বাকৃচ্ছ  
হইয়া শ্লেচ্ছকুল নিষ্কুল করিয়া থাকেন, হে  
কঙ্কিরূপিন্ ! আপনাকে নমস্কার । আপনি  
যুগান্ত সময়ে আবর্তিত হইয়া যুগোৎপাদন  
এবং যুগধর্ম্ম প্রবর্তন করেন, হে ইষ্টাসাক্ষ-  
কারিন্ ! দেবদেবেশ ! আপনাকে নমস্কার ।  
হে দেব ! আমি এই কার্য হচ্ছা করি,  
আপনার প্রসাদে আমার তাহাই সম্পন্ন  
হয় । হে সুরোত্তম ! এইরূপ অভিলষিত  
ভাবিষ্যৎ কার্যাদমূহ সম্পাদনেও আপনি  
সাহায্য করিবেন । হে ইন্দ্র ! \* পূর্বকালে  
বিষ্ণু, এই স্তবের পর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন ।  
আমারই ইচ্ছামত ধর আমাকে প্রদান করি-  
লেন । অভিলষিত কার্যের সাহায্য করিতেও

\* মনে থাকে যে, ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকটে  
ঘোর দৈত্যের উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন ।  
সাবেক নিয়ম আছে, কখন কখন আপনাকেও  
আর একজনের আশ্রয় বোধ করিয়া দেওয়া  
যেমন,—গ্রন্থকার নিজে লিখেন, “অমুক, এই  
গ্রন্থ করিতেছে,” তদনুসারে, ব্রহ্মাও বলিতে  
পারেন “ব্রহ্মা বলিলেন” কি “তাহারা  
ব্রহ্মার নিকট গেলেন” ইত্যাদি ।

এবং যো বৈকবং স্তোত্রং প্রাতঃকথায় ভাবয়েৎ  
মধ্যাহ্নে সন্ধ্যাকালে চ তু স্তোচ্ছা কামসিদ্ধিদা ১১  
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।  
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং সুখার্থী সুখভাগভাবৎ।

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে

বিষ্ণুস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ময়া পূর্বে চ হং দেব উক্তমাসীজ্জন্মদিন।  
অসুরাণাং বরঃ শ্রেষ্ঠো ন দেবো মধুসূদন ১  
লঙ্কাবিরামদোদ্রেকাদসুরাঃ সুরবধকাঃ।  
ভবন্তি দেবদেবানাং দ্বিজযজ্ঞবিনাশকাঃ ২  
তথাপ্যেবং মহাবাহো বিনাশায়াসুরস্ত চ।  
চিন্ত্যতাং ব্রহ্মন্ গোবিন্দো বাচস্পতিরহস্পতিঃ  
ব্রহ্মোবাচ।

অমেব সর্ববেতাসি তথাপি সুরসত্তম।  
কার্যাগতস্ত বক্তব্যং নচি দোষস্তুবিক্রম ৪

স্বীকৃত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে  
উঠিয়া এবং মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে এই বক্ষু-  
স্তব চিন্তা করে, তাহার অভীষ্টসিদ্ধি ইচ্ছা-  
মাত্রেই হয়। এই স্তোত্র ভাবনা করিলে,  
পুত্রার্থীর পুত্রলাভ, ধনার্থীর ধনলাভ এবং  
বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ, বিদ্যার্থীর সুখলাভ  
হয়। ১—১২।

বিষ্ণু-স্তব সমাপ্ত হইল।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে জনার্দন মধুসূদন  
দেব! আমি পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলাম,  
অসুরদিগকে শ্রেষ্ঠ বর দিবেন না। অসুরেরা  
দেবদেবগণের স্ফিট বরলাভে মত্ত হইয়া,  
দেবগণের স্খীড়া দেয়, আর দ্বিজবিনাশ ও  
যজ্ঞ-বিনাশ করে। গোবিন্দ এবং বৃহস্পতি  
বলিলেন,—তাহা হইলেও হে মহাবাহো!  
ব্রহ্মন্! অসুরবিনাশের উপায় এক্ষণে  
চিন্তনীয়। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন—হে,  
সুরসত্তম! আপনি সকলই জানেন, কার্য্যতঃ

তত্ত্বং তৎপুরাকল্পে ভোতো মনস্তরে হরে।  
দেবদেব মহাদেবো যোহসৌ পরমকারণঃ ৫  
সর্বগঃ সর্বব্যাপী চ অনাদিনিধনঃ শিবঃ।  
তস্মৈচ্ছার্থং সুরাধ্যক্ষ স্থিতৌ পালয়িতা প্রভুঃ।  
সুতঃ কালাগ্নিক্রদস্য ক্রদপাষণমুর্দ্ধনি।  
তস্মিন্ হলাহলো নাম মহাবলপরাক্রমঃ ৭  
উপনেতাঅজং ঘোরঃ দ্বিতীর্ঘমিব পাবকম্।  
তং সংপ্রেক্ষা তদা দেব মুদগারেন হতং হুয়া ৮  
প্রবুদ্ধোহসৌ তদা বাহুঃ বুদ্ধক্লেধেন দীপিতঃ  
তস্য নিশ্বাসজা জালা নির্গতাস্ত দিশো দশ ৯  
তদা হং মোহসম্পন্নো মম শঙ্কা তদাভবৎ।  
যা সাক্ষীস্থিতে ক্রুদঃ বট্টাঙ্গকরভাস্বরঃ ১০  
স চ কাবণসম্ভাবো ধ্যানসিদ্ধিবরপ্রদঃ।  
প্রেষয়ামাস চামুণ্ডাং কালানলসমপ্রভাম ১১  
রক্ষণায় তনাস্মাকং হতাশনশমায় চ।

উপাস্তব বিষয় সকলেরই বক্তব্য। হে  
ত্রিবিক্রম! তাহাও দোষ হয় না। হে হরে।  
পূর্বকল্পে ভোতা মনস্তরে যাহা ঘটিয়াছিল,  
তাহা বলিতেছি। হে সুরাধ্যক্ষ। যিনি সেই  
পরম কারণ অনাদিনিধন, সর্বত্রগ, সর্বব্যাপী,  
দেবদেব। মহাদেব শিব, তাঁহার ইচ্ছায়  
আমরা উভয়ে প্রজাপালন করিতাম, আর  
কালাগ্নি ক্রদ বজ্রময় পর্বত-মস্তকে অবস্থিত  
ছিলেন, তথায় হলাহল নামে কালাগ্নি ক্রদের  
পুত্র হয়। হলাহল মহাবল পরাক্রান্ত ও দ্বিতীয়  
অগ্নিব ন্যায় ঘোবতর। হে দেব! তখন তুমি  
তাহাকে দেরিয়ার মুদগারঘাত কর। তাহাতে  
হলাহল অগ্নিরূপে প্রকাশিত এবং ক্রোধে  
প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তদীয় নিশ্বাস সমুত্ত  
বহ্নিশিখা দশদিকে প্রধাবিত হইল। তখন আপ-  
নার মোহ হইল, আমার বড়ই আশঙ্কা হইল।  
আমি খট্টাঙ্গধারী জ্যোতির্ময় ক্রদকে স্তব দ্বারা  
পরিতুষ্ট করি। সেই কারণ ধাতা এবং  
সাধকের বরপ্রদাতা ক্রদ, আপনার ও আমা-  
দিগের রক্ষার জন্ত এবং অগ্নিপ্রশমনের জন্ত  
কালানল-সদৃশী চামুণ্ডাদেবীকে প্রেরণ করি-

সা জায় ক্ষণমাত্রেন সা চ জ্ঞানামমং গতা ।  
তদাসৌ বদতে দেব হালাহলহতাশনঃ ॥ ১২  
কথ্যতাং কারণং বিষ্ণো যেনাহং তাড়িতস্তয়া ।  
অথাপি যাচিতো দেব জগৎ মেহং তদাবহ \* ॥  
পুনঃ সংবর্ততে কালো মাং ব্রহ্মণ্য চ পাবক ।  
তেন বোধিতবাম্ কুদ্রো যোহসৌকাল্যগ্নিবিব্রতঃ  
বদতে কারণং ত্রিহি যেন ত্রয়ং মম ক্ষোভকঃ ।  
বিষ্ণুঃ সর্গমগতো দেব জগতো দহনায় চ ॥ ১৫  
উত্থিতস্তাবৎ কাল্যগ্নির্মহাজালোঘভাস্বরঃ ।  
শমিতস্তস্ত দেব্য যঃ প্রতাপঃ পুনরেব সঃ ॥ ১৬  
তদা ব্রহ্ম মহাদেব জাত্বা শক্তিং মহাবলাম্ ॥ ১৭  
জগৎপতিপালায় নিধনায় বয়ং পুরা ।  
তুতোষ পরয়া ভক্ত্যা স্তবেনানেন মাধব ॥ ১৮

লেন। তিনি ক্ষণমাত্রে আমাদিগকে পরিভ্রাণ  
করিয়া বহির্শিখার সহিত মিলিত হইলেন।  
হে দেব! তখন হালাহল হতাশন বলিয়া-  
ছিলেন—হে বিষ্ণো! আমাকে যে আঘাত  
করিলেন, ইহার কারণ কি বলুন। আপনি  
উঁহার নিকট কিঞ্চিৎ অনুন্নয় করিলে, হালা-  
হল আর কিছু না বলিয়া যথায় পূর্ণ কাল্যগ্নি  
অবস্থিত, তথায় গমন করিলেন। তারপর  
সেই বিখ্যাত কাল্যগ্নি-রুদ্রকে পুত্র হালাহল  
সকল কথা বলিলে, তিনি আসিয়া  
আপনাকে বলিলেন,—আপনি বিষ্ণু হইয়াও  
যে আমার ক্ষোভজনক হইলেন, ইহার কারণ  
বলুন, এই বলিয়া কাল্যগ্নি-রুদ্র 'মহাজালামালা  
ভাস্বরমূর্তিতে জগৎ দহন করিবান্' জ্ঞাত উদাত  
হইলেন। পুনরায় তদীয় সেই প্রতাপও দেবীই  
নির্ব্বাণ করেন। হে পরম দেব! তখন আপনি  
শক্তিকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে সমর্থ  
মহাবল্য বলিয়া বুঝেন। তারপর হে মাধব!  
আমরা সেই পরমদেবীকে পরম ভক্তিসহকারে  
এই স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলাম ১—১৮।

বিষ্ণুপিতামহাবূতঃ ।  
নমস্তে কালজালৌঘ-ঘৌরদৌগ্ধ-প্রশামতি ।  
নীলসুন্দমহাকালনবমেঘপ্রভাবতি ॥ ১৯  
রক্তসিন্দুরকিঙ্করবিজ্রমাকারভাবতি ।  
পীতপদ্মাকরণহেমসর্ষাকারাবিজ্রবতি ॥ ২০  
শ্বেতশঙ্খাধিশ্চীরাভ্রহিমকুন্দবিভাবতি ।  
সৃষ্টিসংহারকর্তারিকুদ্ভূর্ত্তিপ্রভাবতি ॥ ২১  
ব্রহ্মবিষ্ণুযমশক্রচন্দ্রসূর্য্যাবরোধকি ।  
ঈশরক্ষেত্রিনিলাতোয়মনল্যম্মনমস্কতে ॥ ২২  
একধা বহুধা ত্রয় দশধা শতধা শিবঃ ॥ ২৩  
পুনরুক্তপদার্থার্থবছকারণকারকি ॥ ২৪  
কালপাশমহামায়া \* বধবন্ধনমোচকি ।  
সুরাসুরনরসিদ্ধনানাত্তাবপ্রবর্তকি ॥ ২৫  
পশুপদপক্ষিতর্ঘ্যকৃত্তনামানুষবর্তকি ।  
ব্রহ্মপ্রজ্ঞেশসোমশ্চ যক্ষরক্ষঃপিশাচকি ॥ ২৬  
গন্ধর্ব্বভাবভাবেষু ত্রয় দৌর পরাবরে ।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন, অর্থাৎ আমরা  
হই জনে বলিলাম—হে কাল্যগ্নি-রুদ্র-জালা-  
মালা-ঘোরতেজঃপ্রশমনকারিণি! হে বর্ষণো-  
ন্মুখ নবনীল-জলধর-প্রভাশালিনি! আপনাকে  
নমস্কার। হে পীত, রক্ত, সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণ-  
সমুজ্জলে! হে শ্বেত-শঙ্খ-ক্ষীরসাম্র-হিমকুন্দ-  
চন্দ্র বৎ শুক্ল প্রভাবতি! হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-যম-  
ইন্দ্র-চন্দ্র সূর্য্য-প্রকাশকারিণি! হে ঈশরক্ষিণি!  
হে অনলানিল-বরুণ-অম্মনমস্কতে! আপনাকে  
নমস্কার। হে শিবো! আপনি, একধা বহুধা,  
দশধা, এবং শতধা পদার্থের বাজনা সম্পাদন  
করিতেছেন, আপনি পদার্থসমূহের কারণের  
কারণ স্বরূপ। মহামায়ায় কালপাশবন্ধন ও  
বধ হইতে মুক্তিপ্রদায়িনী। সুরাসুর, নর এবং  
সিদ্ধ প্রভৃতির নানা ভাবপ্রবর্তমা আপনা  
হইতে হইয়াছে। পশু, মনুষ্য, পক্ষী, তির্ঘ্যগ্ন-  
জাতি, তৃণ এবং মানুষ আপনাই সৃষ্টি।  
হে কার্য্যকারণরূপে দেবি! ব্রহ্মা, প্রজাপতি,

লবস্তন্দ্রকটিমেঘমূর্ত্ত অথ কাষ্ঠম্ ॥২৬  
 কলামার্ক্যামেষু সঙ্ক্যাবাসররাত্রিষু ।  
 পক্ষমাসঋতুর্দ্বিত্রায়নেষু সমেষু চ ॥২৭  
 মানবান্ দেবশক্রণাং ব্রহ্মাদ্যস্মাকজন্তুষু ।  
 কল্পকল্পগহাকল্প-উৎপত্তিস্থিতিহেতুযু ॥ ২৮  
 দৈবপুরুষসদৃশাবমজ্ঞশক্তিভবেষু চ ॥  
 বিদ্যাবেদনবেত্তারবেদবেদান্ত বাদিষু \* ॥ ২৯  
 মজ্জতন্ত্রজরঘোরভূতকুমাণ্ডজাতিষু ।  
 শব্দপ্রমাণসিদ্ধান্তসাংখ্যযোগাগমেযু চ ॥ ৩০  
 জ্যোতির্কৈদ্যাাদিশাস্ত্রেযু কালগাকুডমা'দযু ।  
 রসী-অন্তাক্রিয়াবাদসরিৎসাগরমধ্যস্থ ॥ ৩১  
 সর্বগা সর্বকার্যেষু সর্বভাবপ্রবর্তকি ।  
 ন হি শক্যা গুণা দেবি তব বক্তুং সমাদিষু ॥৩২

শিব, অষ্টবসু, ইন্দ্র, পিশাচগণ, গন্ধর্বগণ  
 সকলের ভাবেই আপনি অধিষ্ঠিতা। হে  
 দেবি! আপনি লব, স্তন্দ্র, কটি, নিমেঘ,  
 মূর্ত্ত, কাষ্ঠ, কলা, যাম, অর্ক্যাম, সঙ্ক্য, দিন,  
 রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অঘন এবং বৎসরে  
 অধিষ্ঠিতা। হে ভদ্রকালি! হে মহাকালি!  
 আপনি মানব, দানব—অধিক কি, ব্রহ্মাদি  
 ভূনপর্যন্ত যাবতীয় প্রাণীতে কল্পে ও মহাকল্পে  
 উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারহেতু পরমপুরুষে, দৈব-  
 পুরুষকারে, মজ্জশক্তি বিদ্যা, জ্ঞানাজাতা  
 এবং বেদবেদান্তবাদি-জনগণের মজ্জ, তন্ত্র,  
 ঘোরতর ভূতজাতি ও কুমাণ্ডজাতিতে  
 বেদান্ত, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, আগম, জ্যোতিঃ-  
 শাস্ত্র, বৈদ্যাাদিশাস্ত্র, গাকুডাদি শাস্ত্র এবং  
 তত্ত্বশাস্ত্রবাদি জনগণে, রসক্রিয়া-খনিকর্ম্মাদি-  
 জ্ঞাপক শাস্ত্রে, নদী, সমুদ্র, এবং মধু প্রভৃতি  
 মিষ্ট-দ্রব্যে অধিষ্ঠিতা। আপনি সর্বগামিনী  
 সর্বকর্ত্তা, সর্বভাবপ্রবর্ত্তিনী। হে দেবি!  
 আপনার গুণাবলী বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য

\* পক্ষমাসেভাদিবেদান্তরাতিষিভ্যস্তসার্ক-  
 পদ্যছিতয়স্থানৌঘঃ “ভদ্রকালি মহাকালি হত  
 দেবি পরেষু চ” ইতি পদ্যার্কঃ কচিদ্ভ্যতে ।

নির্ভৌরভাব্যতে সর্বা কৃতকৃত্যস্ত কীৰ্ত্তনা ।  
 স্তোতা হৃৎ স্ততিস্বক বেত্তা হং বেদনৌ চ যম্ ॥  
 কোহয়ং স্তোতা স্তবঃ কস্মাক্রিয়তে বাক্প্রলাপনম্  
 এবস্তুতার্থভৈঃ স্ত ভবিষ্যোঃ পৌরুষৈস্তথা ॥ ৩৪  
 তুতোষ পরমা দেবী বরদা চ অভূতভো ।

দেব্যাবাচ ।

কৃৎ ব্রহ্মন্ বরং যাচ তুষ্টাহদুভয়োরপি ॥৩৫  
 তদা হৃৎ সক্তি সত্য সত্য ভব স্তবতে ।  
 যেযু যেযু চ কল্পেষু মনস্তরযুগেষু চ ॥৩৬  
 তেষু তেষু তথা দেবি যৎ যস্মাৎ কো ভবিষ্যতি  
 কৰ্ত্ত্বহে স্বাপ্ননে নাশে তং হং নিষ্পদ্যতে যথা ॥  
 তত্তথেষতি চ সা উক্তা পরে চ পরতা হতুং ।  
 কালেন স্তবমাকৰ্ণ্য ফলক স্তবতে কৃতম্ ॥ ৩৮  
 ইদং যশ্চচ্চিকাস্তোত্রং ব্রহ্মবিষ্ণুবিনির্ম্মিতম্ ।  
 দেবগন্ধৰ্বযক্ষো বা ঋষিবিপ্রোহথ ক্রিয়ঃ ॥৩৯  
 বৈশ্বঃ শূদ্রোহবলা বাপি ভক্তিতঃ সম্পটিষ্যতি

নহে। আপনাকে নিত্যা বলিয়াই ভাবনা করা  
 যায়। আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই পুনরুক্ত;  
 সকলকার্যই আপনার কৃত। আপনি স্তোতা  
 আপনি স্ততি, আপনি ছেদ, আপনি ছেদনৌ  
 আপনি ব্যতীত স্তবকর্ত্তাই বা কে? কাহারই  
 বা স্তব করা যাইতেছে? এই স্তব বাক্-  
 পক্ষ মাত্র। এইরূপ প্রভাবশালিনী এবং  
 পশ্চাৎ বর্ণিত-পরাক্রমসম্পন্ন পরমা দেবী সন্তুষ্ট  
 হইলেন এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বর দান করিতে  
 উদ্যত হইলেন। দেবী বলিলেন,—হে  
 কৃৎ! হে ব্রহ্মন্! তোমরা বর প্রার্থনা কর।  
 তখন আপনি ও আমি চিন্তা করিয়া কহিলাম,  
 হে স্তবতে! আপনি আমাদের সহায়  
 হউন। যে যে কল্প মনস্তর যুগে প্রয়োজন  
 হইবে, তত্তৎসময়ে আপনি যে কোনরূপে  
 আবির্ভূত হইবেন। আর সৃষ্টি-স্থিতি সংহার  
 যাহাতে ষথার্থরূপে নিষ্পন্ন হয়, তদ্বিশেষেও  
 আমাদের সাহায্য করিবেন। দেবী  
 ‘তথাস্ত’ বলিয়া অস্তহিতা হইলেন। এই  
 স্তব যথাকালে অস্ত্র কেহ পাঠ করিলে, তাহা  
 শ্রবণ করিলেও ফল হয়। দেবতা, গন্ধর্ব,



শৃণুযাচ্চিস্তয়েহাপি সৰ্বার্থান্ প্রাপয়িষ্যতে ।

ন গ্রহা ন চ কুশ্মাণ্ডা ন ভূতা ন চ রাক্ষসাঃ ॥ ৪০

পিশাচা পুতনানন্দা নাগাঃ সর্পাশ্চ গোননা \*

বালজা ভূতজা যে চ গ্রহা হৃষ্টা মহাবলাঃ ॥ ৪১

শমং যাস্তিস্তি রোগাশ্চ বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ ।

স্বানরাঃ কৃত্রিমা ভোমা † বিষা দন্তনখোদ্ভবাঃ ।

ঔপসর্গিকরোগাশ্চ ‡ প্রণশ্চন্ত্যবিচারণাং ।

পাতকাশ্চ শমং যাস্তি ব্রহ্মঘাতাদয়ঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩

গুরুপিতৃমুহুদুমাভাবাবলাবধম্ ।

পাতকং শমতে ভুক্ত্যা শ্রবণালভতে ফলম্ ॥ ৪৪

দশানাং রাজস্বয়ানামগ্নিষ্টোমশতশ্চ ।

শ্রবণাৎ ফলমাপ্নোতি সৰ্বদানব্রতাদিকম্ ॥

যুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো দেব্যান্তে ‡ লীয়তে নরঃ

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ব্রহ্মবিষ্ণুকৃতঃ স্তবো নাম

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

যক্ষ, ঋষি, ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা  
স্ত্রী-লোকেও এই ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকৃত ভগবতী-স্তব  
ভক্তিপুষ্পক পাঠ করিলে, তাহার গ্রহপীড়া,  
কুশ্মাণ্ড, ভূত, রাক্ষস ও পিশাচের উপদ্রব,  
পুতনা ( পৌচোয় পাওয়া ) প্রভৃতি প্রবল হৃষ্ট  
বালগ্রহের উপদ্রব, হৃষ্ট নাগসর্পাদি কৃত  
অনিষ্ট দূর হয়; বাত-পিত্ত কফসম্মত পীড়া  
উপাশান্ত হয়। স্বানর, কৃত্রিম ও দন্ত নখাদি-  
সম্মত ঘোরতর বিষসমূহ, আর ঔপসর্গিক  
রোগ সকল বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই।  
ব্রহ্মহত্যা, গুরুবধ, পিতৃবধ, মুহুদুধ, বন্ধুবধ,  
মাতৃবধ, এবং স্ত্রীবধসম্মত প্রভৃতি পাপ-  
রাশিও দূর হয়। এই স্তব শ্রবণ করিলে  
যে ফল হয়, তাহা শুন,—দশটি রাজস্বয় যজ্ঞ,  
শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, এবং সৰ্ববিধ দান-  
ব্রতাদির ফল, এই স্তব শুনিলে, প্রাপ্ত হয়।

\* গোনসাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† ঘোরাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ দেব্যান্তে ইতি বা পাঠঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবং পূৰ্ব্বং ত্বয়া দেবী ভোমিতা সুরসত্তম ।

স। সৰ্বকার্যকার্যোষু শঙ্করাদ্ যদবাপ্যসি ॥

তত্র গহ্না মহাদেবং পরাপরতনুত্বম্ ।

ভোময়ামাস গোবিন্দো ঘোরদণ্ড বধক্ষমম্ ॥

এবং পূৰ্ব্বস্তদা বিষ্ণুঃ স চ ব্রহ্মা সুরোত্তমঃ ।

গতবান্ মত্ৰ দেবোহসৌ যোগিনাং ধ্যানগোচরঃ

তদা হ্যজিহ্মুঃ যুগস্তাধঃ \* পেততুর্দ্বিজমাধবো ।

মূৰ্দ্ধভূতঃ শিবঃ সাক্ষাচ্ছাভিবামাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪

ত্রিনেত্রং পশুতে বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বিষ্ণুং প্রপশুতি ।

এবং বিচিত্রতাং ত্রয় মহা ধ্যানেন শূলিনঃ ॥ ৫

ভূতভব্যভবিষ্যার্থৈঃ প্রভুরেষ পরাক্রমেঃ ।

আর শ্রোতা ব্যক্তি, সকলপাপ হইতে মুক্ত হয়  
এবং অন্তে দেবীতে বিলীন হয় । ১৯—৪৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সুরসত্তম বিষ্ণে!  
আপনি পূৰ্ব্বে দেবীকে এইরূপে সন্তুষ্ট করিয়া  
ছিলেন। তিনি আমাদিগের সৰ্বকার্যের  
সহায়। অথবা এক্ষণে শিব যাহা আদেশ  
করেন, তাহাই কর্তব্য। তখন গোবিন্দ, ঘোর  
দৈত্য ও বজ্রদণ্ড দৈত্যের বধ কামনা করিয়া  
কার্য্যকারণরূপী মহাদেবকে পূজা করিলেন।  
অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠবৃন্দ ও বিষ্ণু, যোগিগণের  
ধোয় দেবদেব যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায়  
গমন করিলেন। গিয়া শিবের পদযুগতলে  
নিপতিত হইলেন। বিষ্ণুদেখিলেন, শিব  
ত্রিনেত্র, বর্ম্মিঙ্গে শক্তি অবস্থিত। ব্রহ্মা  
দেখিলেন, দ্বিতীয় বিষ্ণু তথায় অবস্থিত। ইহা  
শিরেই মায়া,—ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানযোগে তাহা  
জানিতে পারিলেন। ভগবান্ শিব যে ভূত

\* তদাজিহ্মুঃ যুগস্তাধঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

নামসঙ্কীর্ণান্যন্ত স্তবেনৈনং তুতোষ চ। ৬

জয় হৃদয়পরাশরীকারণত্রয়হেতবে।

ধ্যানগম্য পরাধাক্ষ সাক্ষিভূত গুণত্রয়ে। ৭

জয় বিজিতসম্ভাব হৃদয়াকং সুরসত্তা।

জয় হৃদয়শব্দায়ুগিতোষধাত্রীষু মূর্তয়ে। ৮

জয় তন্মাত্রকর্ম্মাখ্যবুদ্ধীক্ষয়বিধাতবে।

জয় বুদ্ধিমনোগর্ব্বপ্রধানপুরুষাত্মনে। ৯

জয় মালাকলারাগকালবিদ্যাবিবোধন।

জয় নিয়ামকশক্তি জয় \* বিদ্যে সমুদ্ভবে। ১০

জয় কালাগ্নিসাদন্ত ব্যাপ্তিব্যাপক শূলিনে।

ভবিষ্যৎ-বর্তমান যাবতীয় বিষয়ে সমর্থ, তাহা তাঁহাদিগের অবিদিত নহে, তখন ত্রক্ষা ও বিষ্ণু নাম সঙ্কীর্ণান্যাদি ও নিম্নলিখিত স্ততি দ্বারা শিবের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। হে হৃদয়! হে পরম! হে অনন্ত! আপনার জয় হউক। হে কারণত্রয়হেতু! আপনাকে নমস্কার। আপনি, ধ্যানগম্য, পরম অধাক্ষ এবং গুণত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ। হে সুরসত্তম! আপনার জয় হউক, আপনি আমাদিগের সাধু অভিপ্রায় জানিতে পারিতেছেন। হে পৃথিবী-জল তেজো-বায়ু বোম্বরূপ পঞ্চভূত-মূর্ত্তে! আপনি জয়যুক্ত হউন! হে পঞ্চতন্মাত্র! পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক্রানেন্দ্রিয়বিধান! আপনার জয় হউক। হে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার-প্রকৃতি-পুরুষস্বরূপ! আপনার জয় হউক। আপনি মালাবিদ্যা, বঙ্গ জ্ঞান, রাগজ্ঞান এবং কাল-বিদ্যা দ্বারা বিদ্যোত্তিত, আপনার জয় হউক। হে নিয়ামকশক্তিস্বামিন! হে সর্ববিদ্যেশ্বর শঙ্কো! আপনার জয় হউক। হে শূলিন!

\* সর্ব ইতি পাঠান্তরম্

† মূলে 'নমঃ' পদ নাই, কিন্তু চতুর্থী-বিভক্তি আছে। ৭-সইজন্তু 'নমঃ' উচ্চ করি-লাম অথবা চতুর্থী আর্ঘ্য, সম্বোধনই হইবে। তাহা হইলে, 'জয় হউক' ইহার সহিতই অর্থ জানিবে, শেষপক্ষ অল্পসারেই পরে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

জয় ঘোর মহাঘোর কালদণ্ড যমাস্তক।

জয় অক্ষপৃথুস্কন্ধখট্টাকরুজিঘাৎসক। ১১

জয় কালমহাকূর্টাবমকণ্ঠস্থজীর্ণবে।

জয় দানবধ্বংস গঙ্গাজলজটায়র।

জয় ত্রিপুরদাহক কামদাহক শঙ্কবে। ২২

জয় খট্টাকমালাভিভূষণানাং সদাপ্রিয়।

জয় দিগ্বাস ভূতেশ জয় শশানবাসিনে। ১৩

জয় সর্দগজচর্ম্মপ্রাবৃতায় মহাত্মনে।

জয় ত্রিশূলহস্তায় কণাপূরিতইববে।

জয় বাসুকিশঙ্খাজ অনন্তরুতমেখল। ১৪

জয় গৌরীকান্তস্পর্শরোমরোমাঞ্চধূসর।

জয় গম্য মহীকম্প দেবদেব ভবোদ্ভব। ১৫

জয় ডিগ্ধ মহাকাল শঙ্কু শঙ্কর ঈশ্বর।

জয় রুদ্র হর ঘোর সত্যবাস সদাশিব। ১৬

আপনি কালাগ্নিরূপে জগতের বিনাশ করেন, অন্তকালপর্যন্ত যাহা অবস্থিত, আপনি তাহারও ব্যাপক, আপনার জয় হউক। হে ঘোরনৈতানিষুদনক্ষম! হে মহাঘোর-কাল-বজ্রদণ্ড-বিনাশসমর্থ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে অক্ষকন্দন! হে পৃথুস্কন্ধ খট্টা-করুদানব-ঘাতন। আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি মহাকালকূর্টাবম কণ্ঠে রাখিয়া তাহার শক্তি জীর্ণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক; হে গঙ্গাজলপূর্ণ-জটায়র! আপনার জয় হউক। হে ত্রিপুরদাহক! হে কামদাহক! হে শঙ্কো! আপনার জয় হউক। হে খট্টাক-সর্পমালা-ভূষণ-প্রিয়! হে দিগম্বর! ভূতেশ! শশান-বাসিন! আপনার জয় হউক। হে সর্ব! হে গঙ্গাজল-পরিধান! হে মহাত্মন! আপনার জয় হউক। হে ত্রিশূলপাণে! হে কণাপূরিত-ধূসরভূষণ! আপনার জয় হউক। আপনার মেঘলা অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম এবং শঙ্খ মালা দ্বারা নির্মিত, আপনার জয় হউক। হে গৌরী-স্তনস্পর্শ-পুলকিতশরীর! হে ভাস্কর! হে দেব-দেব! হে মহামায়! হে ভগতাবন! আপনার জয় হউক। হে ডিগ্ধমাদিবাধ্য-প্রিয়! হে শঙ্কর! হে ঈশ্বর! আপনার

জয় পুরুষ বজ্রেশ পরমেষ্ঠিভবায় চ ।  
জয় পশুপতে সৰ্বা ভীম উগ্রা নমো নমঃ । ১৭  
এবং স্ততস্তদা দেবো ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চ \* তুষ্টবান্ ।  
বরং বরং হরে ব্রহ্মন্ যন্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ । ১৮  
যথারত্নকথাং খ্যাপা ঘোরদণ্ডং নিবর্হয় † ।  
এবমুত্তমস্তদা তেন ঈশঃ সন্ধিস্তা অরবীৎ । ১৯  
যাসা আদ্যা পরাণা শক্তির্যোগনিদ্রা মহাত্মনাম্  
স তু সিংহঃ সমাক্রহ বিদ্ধো ক্রৌড়নতাং যযৌ ॥  
তত্রস্থ্য হৃদয়দংশন পরাশক্তিবলে চ ।  
ব্রহ্মঃস্বঃ কিকবো ভূহা বিষ্ণুশ্চ জয়রূপিণা ॥ ২১  
প্রাণিহার্যো মহাতেজাশ্চহা হোহস্তা মহাবলাঃ ।  
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাণাং যক্রাম যৎ পরং বলম্ ॥ ২২

জয় হউক । হে রুদ্র ! হে হর ! হে  
অঘোর ! হে সত্যবাস সদাশিব । আপনার  
জয় হউক । হে পুরুষ ! হে সদ্য । হে  
ঈশান ! আপনার জয় হউক । হে  
পশুপতে ! হে সৰ্ব ! হে ভীম ! হে উগ্র !  
আপনার জয় হউক । হে পরমেষ্ঠিন্ ! হে  
ঈশব । আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার । তখন  
দেবাদিদেব, এইরূপ স্তত হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর  
প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—হে  
হরে ! হে ব্রহ্মন্ । তোমাদের যে অভিলষিত  
বিষয় মনে আছে, সেই বর প্রার্থনা কর ।  
তখন তাঁহারা সকল বৃত্তান্ত নিবেদনপূরঃসর  
বলিলেন,—হে শস্তো ! ঘোর দৈত্য ও  
তৎপুত্র বজ্রদণ্ড যাহাতে নিবৃত্ত হয়, তাহা  
করুন । তাঁহারা তখন এই কথা বলিলে,  
শিব চিন্তা করিয়া বলিলেন,—যিনি সাক্ষাৎ  
পরমা শক্তি এবং মহাত্মগণের যোগনিদ্রা  
স্বরূপা, তিনি সিংহে আকৃষ্ট হইয়া বিদ্ধাপকরূপে  
ক্রৌড়া করিবেন । সেই পরমা শক্তি তথায়  
অবস্থিত হইলে, বলনামক মদৌহ অংশ,  
জয়রূপী বিষ্ণু এবং তুমি ; আমরা কিস্কররূপে

তে চ বেদান্তমুস্তাসাং মূর্ত্তিমন্তো ভবন্তি চ ।  
সৰ্বা বীণাকরা দেবাঃ সূৰ্ব্বাঃ পাশাক্ষশোদ্যতাঃ  
সিতঃকৃপীতকৃষ্ণা বহুবক্ত্রাঙ্গিলোচনাঃ ।  
দিব্যপট্যাংশুকচ্ছরা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ।  
কামরূপা মহাকুপাঃ অগ্নিমাংসগুণৈর্যুতাঃ ॥ ২৪  
হারনপূরনির্ঘোষমগ্নিবৈদূর্য্যচর্চিতাঃ ।  
কেশমৃগমদামোদঘননৌলসমপ্রভৈঃ ॥ ২৫  
বেণীবন্ধমহাচ্ছদা-উরগৈরিব পৃষ্ঠগৈঃ ॥ ২৬  
অর্দ্ধেন্দুরিব ললাটান্মোহিতবরাঞ্জিতৈঃ ।  
নিম্পাবসদৃশব্রণা কর্ণযুগো সমাংসলে ॥ ২৭  
নীলোৎপলদলপ্রাণিহীণিরিব লোচনৈঃ ॥  
বিদ্রুমাকারশোভাট্টাঃ পকবিদ্বোপমাধরৈঃ ॥ ২৮  
কুন্দকুটমলবদাভাসদন্তপংক্তিঃ সুশোভমা ।  
হনুগণ্ডস্থলচিবুকানোপমামনোরমাঃ ॥ ২৯

তথায় থাকিব । ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ  
এবং অথর্ষবেদ প্রবলতেজঃসম্পন্ন এই বেদ  
চতুষ্টয় মহাবল মহাতেজা প্রতীহারিরূপে  
থাকিবেন । বেদ, বিদ্যা হইলেও তাঁহার  
আকার আছে । সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহারা  
প্রতীহারীর কার্য্য করিবেন । সেই পরমা-  
শক্তির সমভিব্যাহারে যত দেবী থাকিবেন,  
তাঁহাদের সকলেরই হস্তে বীণা থাকিবে,  
সকলেই পাশাক্ষশারিণী, তাঁহাদের কেহ  
শুক্লবর্ণা, কেহ রক্তবর্ণা ; কেহ পীতবর্ণা এবং  
কেহ কৃষ্ণবর্ণা, সকলেই ত্রিনয়না । পরিধানে  
দিব্য পটবস্ত্র, দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত, সকলেই  
ইচ্ছামত রূপ ধারণে সমর্থ ও পরম রূপবতী,  
অগ্নিমাংস অষ্ট ঐশ্বর্য্য সকলেরই আছে ।  
বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি, হার এবং নুপূরধারিণী  
তাঁহাদিগের শোভাসম্পাদন করিতেছে ।  
তাঁহাদিগের সকলেরই—যুগনাভিগন্ধ-বাসিত  
ভ্রমর-কৃষ্ণ নিবিড় কেশপাশে বদ্ধবেণী কণিনী  
সম পৃষ্ঠে বিলম্বিত, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সমতল  
ললাটকলক, তিলপুষ্পের স্থায় নাসিকা,  
কর্ণদ্বয় মাংসল সুন্দর, নীলোৎপল-দলোপম-  
হারিণ-সদৃশ লোচন, প্রবালবৎ শোভাসম্পন্ন  
পকবিদ্বাকৃতি অধরোষ্ঠ, কুন্দকলিকোপম

\* বিষ্ণুব্রহ্মশ্চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† নিবর্ত্তয় ইতি বা পাঠঃ ।

‡ যা সাক্ষাদ্ যা পরা ইতি বা পাঠঃ

কশুরেখসমগ্রীষৈঃ সৰ্বাঃ সৰ্বৈশ্চ মাংসলৈঃ ।  
 পীনোন্নতকুচা বৃত্তহারা বনিতমধাগৈঃ ॥ ৩০  
 মধ্যদেশতন্মক্ষামত্রিবলৌরো মবর্জিতৈঃ ।  
 দক্ষিণাবর্তগন্তীবনাভিমণ্ডলমণ্ডিতৈঃ ।  
 গুরুবিস্তীর্ণনিতমমাংসোপচিতশোভিতৈঃ ।  
 অশ্বখপত্রসাকারনিগূঢ়মণিবন্ধনৈঃ \* ॥ ৩২  
 কূৰ্মপৃষ্ঠ ইব শ্রোণিগুহ্যদেশস্ত শোভনৈঃ ।  
 নিগূঢ়গুল্কদেবশৈশ্চ সৈমৈঃ পাতৈঃ সূমাংসলৈঃ ॥  
 উরু করিকরাকারবিলোমৈবিশিষ্টৈঃ শুভৈঃ ।  
 জাহ্নুনৌ সমনুশ্লিষ্টজৈশ্চৈবরিতৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৩৪  
 অঙ্গুলীনাং ক্রমানু্যনা মধ্যমাংসি যথাস্থিতি ।  
 বিচিত্রলাঙ্ঘনৈর্ভদ্রৈঃ পাদহস্তৈশ্চ লাক্ষিতা ॥ ৩৫  
 যুগলকোমলৈরুত্তেজোদীপ্তৈঃ সূদূঢ়ৈঃ সৈমৈঃ ।  
 তাঃ সৰ্বা মোহিতা দেব্যা দর্শনাং স্পর্শনাদপি ॥  
 কামার্জা বিহ্বলা যান্তিঃ ক্রিয়ন্তে দানবা বৃধাঃ ।  
 শাস্তিদা † বীতরাগাণাং তা দেব্যা ঋষিমানবাঃ ।

সুশোভন দন্তপঙ্ক্তি এবং ঠাঁহার নিরুপম  
 হনু, গণ্ডস্থল ও চিবুক দ্বারামনোহারিণী :  
 সকলেরই কশুরেখাসমমিত মাংসল গ্রীবা, হারা-  
 বলী-মণ্ডিত উন্নত বৃত্ত পয়োধর-মণ্ডলক্ষণ  
 মধ্যদেশ, দোমহীন ত্রিবলী, দক্ষিণাবর্ত গন্তীর  
 নাভিমণ্ডল, মাংসভূষিত বিস্তৃত গুরু নিতম্ব,  
 অশ্বখপত্রাকৃতি গূঢ়মণি গুহ্যঙ্গ, কূৰ্মপৃষ্ঠবৎ  
 শ্রোণি এবং শোভন অপানদেশ। সকলেরই  
 লোমবর্জিত শিরাহীন হস্তগুণাকৃতি সুন্দর  
 উরু, সম-নুশ্লিষ্ট জাহ্নু, সুশোভনবৃত্ত জজ্বা,  
 নিগূঢ় গুল্ক, সমতল মাংসলস্পন্দপল্লব, অঙ্গুলি  
 সকল যথাসম্মিবেশে নূনমধ্যাদি ক্রমে  
 অবস্থিত। ঠাঁহাদিগের ধরচরণে শুভসূচক  
 বিচিত্র চিহ্ন এবং যুগলকোমল সমবর্তুল  
 বাহু। সেই সকল দেবীই দর্শন এবং স্পর্শনে  
 সকলকেই মুগ্ধ করিতে সক্ষম। জ্ঞানসম্পন্ন  
 দানবদিগকেও ঠাঁহার মুগ্ধ করিতে সমর্থ

\* অশ্বখপত্রসাকারনিগূঢ়মণিবন্ধনৈঃ ইতি  
 পাঠান্তরম্ ।

† মুক্তিদা ইতি বা পাঠঃ ।

ত্রাতাস্তাঃ সৰ্বদেবানাং পিতৃনু সূমহৎসু চ ।  
 চিহ্নিতার্থপ্রদাঃ পুণ্যা ধাতা জগদ্রথ পূজিতাঃ ॥  
 কন্তারূপা মহাভাগা মহাদাদিনমস্কৃতা ॥ ৩৯  
 তাসামপি মহাদেবী য়া সা শক্তিরনোপমা ।  
 পরাপরাবিমিশ্রা চ সৰ্বদিগমুতাখিকা ॥ ৪০  
 বস্তুমাভ্রাহিতা ব্রহ্মবিবৰ্ণবে প্রভবিবৰ্ণবে ।  
 শান্তিরূপা সুরূপা যা-ঘোররূপা সুরারিহা ॥ ৪১  
 একানেকবিভাগেন কোটিভেদৈর্দেবাবস্থিতা ।  
 সদাস্মাকং ভবন্তৈব স্বামিভূতা মধ্যখিকা ॥ ৪২  
 তাসাং চতুর্গাং দেবীনাং নারীকা সুবনাখিকা ।  
 যুগমবস্তুরাকল্প-উৎপত্তিস্থিতির্নাশিনী ॥ ৪৩  
 ভেদভেদান্তরজানামুখীনাং মনুদক্ষগোঃ ।  
 ভবিষ্যতি সমস্তানামৌষিতার্থকমপ্রদা ।  
 তাপি বাহনং ব্রহ্ম হরিনাথস্তা বিনির্নির্মিতম ॥ ৪৪

হইবেন। বীতরাগ ঋষি ও মানব-মণ্ডলীকে  
 মুক্তিদান করিতে, ঠাঁহার সমর্থ এবং সকল  
 দেবগণকে মধ্যবিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেও  
 ঠাঁহার সক্ষম। সেই পাবিত্র্য দেবীগণের  
 ধ্যান, পূজা ও জপ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয়।  
 সেই মহাভাগাগণ সকলেই কন্তারূপা এবং  
 বিষ্ণু প্রভৃতি কর্তৃক নমস্কৃত। তন্মধ্যে আবার  
 মহাদেবী পরমাশক্তি অনুপমা সর্বশ্রেষ্ঠা।  
 তিনি পরাপরাখিকা, সর্বগতা এবং অমৃতময়ী।  
 তিনি বস্তুমাত্রেই অবাস্তিতা, তিনি ব্রহ্মা ও  
 বিষ্ণু প্রভু। তিনি শান্তরূপা, বিদ্যাপা, ঘোর-  
 রূপা এবং অসুরঘাতিনী। সেই শক্তি,  
 বাস্তবিক অদ্বিতীয়া হইলেও অনেক বিভাগে  
 কোটি কোটি ভেদে অবাস্তিতা। সেই মাহাত্ম্য-  
 সম্পন্ন দেবী আমাদিগের—শুধু আমাদিগেরই  
 বা কেঁন, সংসারেরই প্রভুস্বরূপা। সেই  
 দেবদেবীই, সেই সকল দেবীগণের অধিনেত্রী ;  
 তিনিই যুগ, যমজর এবং কল্প ভেদ এবং  
 অভেদাদি জ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণ, মনু ও  
 দক্ষ ইত্যাদি সকলের যথানিয়মে উৎপত্তি,  
 স্থিতি ও বিনাশকর্ত্রী ; তিনি সকলেরই অতীষ্ট  
 কল সাধন করিবেন। ব্রহ্মন্ ! বিষ্ণু ঠাঁহার  
 বাহন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। ১৯—৪৪।



ব্রহ্মোবাচ ।

সৰ্বদেবী : সগন্ধৰ্বাঃ সৰ্বদেবাস্তয়া সহ ।  
সৰ্বদেবময়ঃ কুন্ডা বাহনা হরিদৰ্পহা ॥ ৪৫  
তথা তং কেশবো দেব বয়ং কেশবমূলতঃ ।  
বিষ্ণুঃ স্থাস্তি গ্রীবায়াঃ সৰ্বলোকাস্ত তদ্বপুঃ ॥  
শিরোমধ্যে মহাদেবো দ্বিতীয়ঃ কালরূপিণঃ ।  
ললাটাগ্রে মহাদেবী নাসাবংশে সরস্বতী ॥ ৪৭  
যগুধো মণিবন্ধে নাগাশ্চ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ ।  
কর্ণযোরগ্নিনৌ দ্বেবো চক্ষুষোঃ শশিতাকরৌ ॥  
দন্তেষু বসবঃ সৰ্বৈ জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ ।  
হৃদ্ধারে চৰ্চিকা দেবী যমযক্ষৌ চ গুণ্ডয়োঃ ॥ ৪৯

ব্রহ্মা বলিলেন,— হে বিষ্ণো ! \* আপনার  
সহিত সকল দেবগণ ও গন্ধৰ্বগণ দেবী  
বাহনে আবির্ভূত থাকিবে। দেবীবাহন সৰ্ব-  
দেবময় হইবে, এই জন্ত তাহা শক্রগণের  
দৰ্পমোচনে সক্ষম হইবে। হে কেশব ! সেই  
দেবময় বাহনের কেশরমূলে গ্রীবাদেশে বিষ্ণু-  
রূপে আপনি থাকিবেন। তাহার শরীরে  
সৰ্বলোক বর্তমান থাকিবে। কালরূপী বাহ-  
নের মস্তকমধ্যে দ্বিতীয় মহাদেব অধিষ্ঠিত  
হইবেন। ললাটাগ্রে উমাদেবী, নাসাদণ্ডে  
সরস্বতী, মণিবন্ধে কৰ্ণদেয় ও পার্শ্বে নাগগণ  
থাকিবেন। কর্ণদ্বয়ে অগ্নিনীকুমার-দ্বয়, চক্ষু-  
দ্বয়ে চক্ষুসূর্য্য, দন্তপত্রিকতে বসুগণ, জিহ্বাতে  
বরুণ, হৃদ্ধারে চৰ্চিকা দেবী, গুণ্ডদ্বয়ে যম এবং  
কুবের, ওষ্ঠাধরে সঙ্খ্যাদ্বয়, গ্রীবার একদেশে  
ইন্দ্র, গ্রীবাসন্ধিস্থলে নক্ষত্রবৃন্দ এবং বক্ষঃস্থলে

\* মূলের আর এক প্রকার অর্থ করা যায়,  
সেটা এই—“হে ব্রহ্মন ! তাহার যে বাহন  
প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার স্বামী বা অধি-  
ষ্ঠাত্রী দেবতা হইবেন হরি। ব্রহ্মা বলিলেন,  
হে শিব।” ইত্যাদি। এ ব্যাখ্যার পরে “হে  
কেশব ! ... .. রূপে আপনি” এই অংশ  
থাকিতে না। তৃতী অঙ্কের সামান্ত পার্থক্য  
এই অর্থভয়ের সৃষ্টি।

। সঙ্খ্যাদ্বয়ং তথোষ্ঠাভ্যাং গ্রীবায়ামিন্দ্র আশ্রিতঃ ।  
গ্রীবাসন্ধিস্থ ঋক্ষাণি সূধ্যাশ্চোরসি সংস্থিতাঃ ।  
নিষ্পন্নহে তমন্তস্ত ক্রৌর্য্যে সৰ্বাস্ত পুতনাঃ ॥ ৫০  
পাকনে \* মাতরো দেব্য অপানে পিতরঃ স্থিতা  
শ্রিয়া রূপে স্থিতা তস্ত বালে চার্দিত্যরশ্ময়ঃ ॥ ৫১  
বৃষণে মেরুবিন্দুস্তঃ সাগরা রসনৈ স্থিতাঃ ।  
সরিতস্তস্ত শ্বেদস্থাঃ স্থাপিতাঃ পরমেশ্বর ॥ ৫২  
যক্ষাঃ সদেবতাঃ সৰ্বৈ চাকুলে চাভবদ্ যমঃ ।  
বলং বীৰ্য্যঞ্চ দেবেশ হৃদায় তস্ত সৰ্বতঃ ॥ ৫৩  
খাদকাদীনি রক্ষাণি স্তম্ভব্যানি সুরেশ্বর ।  
সৰ্ব্বেষাং বাহনাদেব যে চ যন্ত নিয়োজিতাঃ ॥  
আশ্বনঃ পররক্ষাসু পথি সংগ্রামসাগরে ।  
ভূতরাক্ষসবেতালান্দ্রবীণাং সঙ্কটেষু চ ॥ ৫৫  
গ্রহদ্বৈপ্যে সৰ্বেষু উপসর্গে ভয়েষু চ ।  
সুরকিরকতাসু হৃদয়ঃশবলাসু চ ॥ ৫৬

সাধ্যগণ অধিষ্ঠিত হইবেন। মন তাহার নির্দয়-  
তায় পূর্ণ হইবে, ক্রুরতা সৰ্ববিধ পুতনা  
অপেক্ষা অধিক হইবে। ৪৫—৫০। সঙ্খ্যাদ্বয়ঃ  
মাতৃদেবীগণ তাহার পালনের ভার লইবেন  
এবং পিতৃগণ রক্ষণে অধিষ্ঠিত হইবেন। ক্রী-  
তাহার রূপে, সূর্য্যরশ্মি সকল তদীয় রোম-  
রাজিতে থাকিবে। বৃষণে সুরমেরু, রসনায়  
সাগর, ঘর্ষে সারিৎসমূহ অবস্থান করুক। হে  
পরমেশ্বর ! ইহার লাকুলে দেবগণসমাধিত যজ্ঞ  
সকল বিস্তৃত করুন। দেবতার যত বাহন  
আছে, সকলের রত্নবীৰ্য্য এই বাহনে নিয়ো-  
জিত করুন, এবং হে সুরেশ্বর ! আর যে  
সকল রক্ষামাত্রা আছে, তাহাও ইহাতে  
সন্নিবেশিত করিবেন। কিন্তু হে কেশব !  
এরূপ রক্ষামাত্র কি আছে,—যক্ষারা রত্ন সমর-  
সাগরে শক্রপক্ষ হইতে আশ্রয়লাভ হয়, ভূত,  
রাক্ষস, বেতাল এবং শক্র-কটোরক্ষা হয়,  
৫১—৫৫। গ্রহপীড়া ও সকল উপসর্গিক  
ভয়ের শাস্তি হয়, দেবকন্তা, কিরকন্তা, অপ্সরা

আননে ইতি পাঠান্তরম্ ।

গর্ভরক্ষা মাতৃরক্ষা পুত্রার্থে কর্তব্যীষু চ ।  
 এবং সপৃষ্ঠবান্ দেব জহিণঃ কেশবেন চ ॥ ৫৭  
 বিহস্ত কথ্যতে শত্রু বধাবদমুপূষণঃ ।  
 নমঃ পিঙ্গলনেত্রায় কোটরাঙ্কায় ভৈরবে ॥ ৫৮  
 নমস্তে ঘোররূপায় সুরাসুরভয়ঙ্করে ।  
 নমঃ খট্টাঙ্গ-হস্তায় রুক্মচর্ম্মার্কবাসকসে ॥ ৫৯  
 নমঃ কপালমালায় ব্রহ্মকৃষ্ণসভাজনে ।  
 নমঃ করাল-মালায় নারায়ণতনুধরে ॥ ৬০  
 নমো মুদগর-হস্তায় খড়্গপাণিশধারিণে ।  
 নমঃ পরজহস্তায় পিনাকবরপাণিনে ॥ ৬১  
 নমঃ শঙ্খগদাহস্ত ক্রতুডমকবাদিনে ।  
 নমঃ শৈলমহাবেগ মহাবেগুনির্নাদিনে \* ॥ ৬২  
 নমঃ পৈলমুহাঘোর বজ্রহস্তায় চক্রিণে ।  
 উর্দ্ধকেশ মহাবেশ মহামেঘনির্নাদিনে ॥ ৬৩

এবং সাধারণ স্ত্রীজাতির রক্ষা, গর্ভরক্ষা এবং  
 গর্ভিণীদিগের পুত্ররক্ষার্থে মহারক্ষা হইতে  
 পারে ? যদি থাকে ত আমাকে তাহা বলুন ।  
 হে ইন্দ্র ! তখন কেশব হস্ত করিয়া বধাযথ  
 আমুপূর্ব্বক্ৰমে বলিতে লাগিলেন,—হে  
 পিঙ্গলনেত্র কোটরাঙ্ক ভৈরব ! আপনাকে  
 নমস্কার । হে সুরাসুর-ভয়ঙ্কর ঘোররূপিন্ !  
 আপনাকে নমস্কার । হে রুক্মচর্ম্মার্কপরি-  
 ধান ! হে খট্টাঙ্গধারিন্ আপনাকে নমস্কার !  
 হে রুক্মচর্ম্মক-পুত্রপাণে ! করালমালিন্ !  
 আপনাকে নমস্কার । হে কপালমালিন্ !  
 নারায়ণধারীবাষ্টি ! আপনাকে নমস্কার ।  
 হে মুদগর-হস্ত ! হে খড়্গ-পাণিধারিন্ !  
 আপনাকে নমস্কার । হে পরজহস্ত ! হে  
 পিনাকপাণে ! হে বরদানধারীহস্ত ! আপ-  
 নাকে নমস্কার । হে শঙ্খগদাধর ! হে ক্রতু-  
 ডমকবাদক ! আপনাকে  
 নমস্কার । হে শৈলমহাবেগ ! হে মহাবেগ !  
 (অর্থাৎ—হে শৈলমহাবেগ মহাবেগ ) হে  
 পৈলমুহাঘোর ! হে চক্রিণ ! হে উর্দ্ধকেশ ! হে

\* এতৎ পদ্যার্থঃ কচিন্নাস্তি ।

মহাবিহ্বাজিহ্বায় মহা-উৎকানিভায় চ ।  
 সোমসুখ্যায়ি-নেত্রায় নানাক্রৌড়ারতায় চ ॥ ৬৪  
 নানাতক্য ক্রিয়াভোজ্য নানাহারিপ্রিয়ায় চ ।  
 মাংসাসববসামেদপুতনাধিরতায় চ ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুরাধ্যক্ষ শত্রুবর্গ মহাবল ॥ ৬৫  
 খাদ খাদ মহাঘোর খড়্গখট্টাঙ্গধারিণে ।  
 বন্ধ বন্ধ মহাপাশ মহাশত্রুহ্রাসদন ॥ ৬৬  
 হাহাহকারনাদেন দৈত্যান্ হি বিনিকৃতয় ।  
 মহারূপ মহাকায় সমদেবারিশঙ্কর ॥ ৬৭  
 উগ্র ভৈরব চামুণ্ড দিগুমুণ্ড জটধর ।  
 ছিন্দ ছিন্দ মহাচক্র ইষুহস্তায় শঙ্কর ॥ ৬৮  
 জঙ্ঘকাদ্যাধ চামুণ্ডা ডাকিন্যে ভূতমাতরঃ ।  
 যে যে দানবপক্ষ্য ভে ভে খাদয় মন্তিকে ॥ ৬৯  
 বজ্রশক্তিমহাদগুখড়্গপাশাকুশোদাত ।  
 গদাভিশূলহস্তায় সর্কাসং বাধাং বিনাশয় ॥ ৭০

মহাবেশ ! হে মহামেঘ গগ্নোর নির্নাদিন্ !  
 হে মহাবিহ্বাজিহ্ব ! হে মহোৎকানিভ । চন্দ্র,  
 সুখ্য এবং অগ্নি আপনার নয়নদ্বয় । হে  
 নানাক্রৌড়ারত ! হে বিবিধতক্যভোজক !  
 হে নানাহারিপ্রিয় ! হে মাংসাসববসামেদাদি-  
 প্রিয় ! হে মহাবল সুরাধ্যক্ষ ! শত্রুবর্গকে  
 ছেদন করুন, ছেদন করুন । হে খড়্গখট্টাঙ্গ-  
 ধারিন্ । মহাঘোর ! শত্রুবর্গকে ভোজন  
 করুন ভোজন করুন । হে ওদ্যাক্রান্তদন  
 মহাপাশ ! শত্রুগণকে বন্ধন করুন, বন্ধন  
 করুন । হাহাহকারে এবং হুস্তা-স্বাভিতে দৈত্য-  
 গণকে বিনষ্ট করুন । হে মহারূপ ! মহাকায় !  
 শঙ্কর ! দেবশত্রুগণকে শাস্ত করুন । হে উগ্র,  
 ভৈরব চামুণ্ড ! হে দিগুমুণ্ড ! হে জটধর  
 শঙ্কর ! শত্রুগণকে ছেদন করুন, ছেদন করুন ।  
 হে চক্রপাণে ! হে শরধারিন্ ! আপনাকে নম-  
 স্কার । হে যমাদক ! চামুণ্ডা, ডাকিনী, ভূত  
 মাতৃগণ এবং দানবপক্ষীর জঙ্ঘাদিকে আপনি  
 ভেদন করুন । হে বজ্র-শক্তি মহাদগু খড়্গ,  
 পাশাকুশধারিন্ ! হে গদাভিশূলহস্ত ! আপনি  
 আমাদের সর্ক বাধা দূর করুন ॥ ৬৬—৭০ ॥

জঃ ভূতগ্রহোন্মাদশকুনীনন্দ রেবতী ।  
নাগকিন্নরগন্ধর্বসর্ষরোগাদ্ ভবাৎ সম ॥ ৭১  
কালপীড়া ক্রিয়াপীড়া পাপপীড়া ধাতুজা ।  
বার্তাপিত্তকফোদ্ধৃতাঃ শময়ে ভৈরবঃ সদা ॥ ৭২  
বিদেষোচ্চাটনাদৌনি মারণস্তম্ভকর্ষণ ।  
মহাযজ্ঞকৃতাং বাধাং শময় সুরসন্তম ॥ ৭৩  
অথর্ববিহিতাঃ পীড়াঃ তথা শাপাদি কাপসৈঃ ।  
দৃষ্টবাক্যকৃতাং সর্ষাং নাশদেদ্ রুধবাহন ॥ ৭৪  
ধত্তগকৃন্তভূত্যাতিঘাতাশ্চক্রাসিদ্ধাশ্চ যে ।  
বজ্রমুষ্টিকৃতা দেবী স্তম্ভ স্তম্ভ উভাহর ॥ ৭৫  
ঐষুজোপলবাক্ষে হি য়ে চান্তে বৈবিনঃ কৃতাঃ  
আহবেষু মহাঘোরং তে শমঃ যাস্ত ভৈরবম্ ॥ ৭৬  
দংষ্ট্রাবিষং মহাঘোরং নখজং ক্রুদ্র নাশয় ।  
পশৈসেন্তবিঘাতস্ত কালবজ্রকরানন ॥ ৭৭  
কুর্ষ কুর্ষ মহাক্রোধ পরস্ত বধমাহবে ।  
নক্রব্যাঘ্রবরাহেযু সিংহখাভগভয়েষু চ ॥ ৭৮

জর, ভূতগ্রহ, উন্মাদ, দৃষ্ট শকুনি ও নাগকিন্নর  
গন্ধর্ব-দৃষ্টিসমুত সর্ষরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট  
করুন। হে ভৈরব! কালসমুত পীড়া, কল্প-  
জন্ত পীড়া, পাপপীড়া এবং ধাতুবেষম্য-জনিত  
বার্ত পিত্ত-কফোদ্ধৃত পীড়া শমন করুন। হে  
সুরসন্তম! বিদেষ, উচ্চাটন, মারণ, স্তম্ভন,  
আকর্ষণাদি সম্পাদন এবং মহাযজ্ঞাদি-কৃত  
পীড়া বিনাশ করুন। হে রুধবাহন! অথর্ব-  
বেদোক্ত আভিচারিক ক্রিয়ার যে পীড়া,  
তর্পণপ্রদত্ত অভিসম্পাতাদি দ্বারা যে পীড়া  
এবং দৃষ্টবাক্য-জনিত যে পীড়া তৎসমস্ত বিনষ্ট  
করুন। হে দেব! ভাস্বর! ধত্তগ, কুন্ত,  
ভূষুণ্ডী, চক্র এবং ছুরিকার্মিত, বজ্রাঘাত  
ও মুষ্টিঘাতজনিত পীড়া দূর করুন। হে মহা-  
বাহো ভৈরব! যুদ্ধে শক্ররা বাণ, প্রস্তর এবং  
বৃক্ষ প্রভৃতির আঘাতে যে পীড়া উৎপাদন  
করে, তাহা প্রশান্ত হউক। ৭১—৭৬।  
হে ক্রুদ্র! মহাঘোরতর দংষ্ট্রাবিষ দূর করুন।  
হে সর্ষসংহারক মহাক্রোধ পরানন!  
আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের বধ ও শত্রু-সৈন্য-  
মণ্ডলীর ব্যাঘাত সম্পাদন করুন। হে দেব-

জায মাং দেবদেবেশ তক্ষরেষু পথেষু চ ।  
মাক সাগরনদ্যেযু দীর্ঘিকোপবনেষু চ ।  
অগ্রতো রক্তে শঙ্কুঃ শূলপাণির্মহাবলঃ ॥ ৮০  
শৃষ্ঠতো বাণহস্তস্ত পিনাকৌ রুমকেতনঃ ।  
পার্শ্বতস্ত মধাক্রুদ্রঃ খড়্গাশেটুকধারিণঃ ॥ ৮১  
আকাশে, চ মহাদেবো ঘণ্টাডমুকশাসিতঃ ।  
পাতালহঃ স্বয়মৌণো বাসুকৌহলভূষণঃ ॥ ৮২  
সর্বতঃ শিবনামা চ ভয়েভাঃ পাতু শঙ্করঃ ।  
এবং ৬৬৮ মহাদেবং প্রস্নে ক্রান্তভতে গুণান  
য ইদং পঠতে স্তোত্রং ব্রহ্মন মাতরসঙ্গিধৌ ।  
বিষ্ণাগারে অদীয়ে বা তীর্থে গোষ্ঠে চতুর্দশে ॥  
একালঙ্কে তড়াগে বা পর্বতে বা বনেহুপি বা ।  
নদীসঙ্গমপুণ্যে বা গৃহে বা হতপ্লাবকে ।  
ন তস্ত ব্যাধয়ঃ শোকো ন হানির্ন চ শত্রবঃ ॥ ৮৫  
ন জরার্জিতমোহেগঃ নাপি মিছেষ্টনাশনম্ ।  
নাকালে মরণং তস্ত ন চাপাঘোহস্ত সন্তবেৎ ॥ ৮৬

দেবেশ! নক্র, ব্যাঘ্র, বরাহ, সিংহ এবং  
তরঙ্গ প্রভৃতির তর উপস্থিত হইলে এবং  
চৌরতয়ে ও কান্ডারমধ্যে আমাকে পরিজ্ঞান  
করুন। সাগর, নদী, নদ, দীর্ঘিকা, উপবন,  
পর্বত, তড়াগ, স্নান, বিষ্ণাটবী, এ সমস্ত  
স্থানেই মহাবল শঙ্কু শূলপাণি হইয়া সম্মুখে  
রক্ষা করুন। পশ্চাতে রুমধ্বজ, শর ও পিনাক-  
হস্তে রক্ষা করুন। শঙ্কু ও খেটক ধারণপূর্বক  
ক্রুদ্র পার্শ্বে রক্ষা করুন। মহাদেব ঘণ্টা ও  
ডমুকধারি করত, আকাশে, ও বিষ্ণাটবী রক্ষা  
করুন। বাসুকীভূষণ সূর্য্য ঈশ্বর পাতালে  
থাকিয়া রক্ষা করুন। আর শিবনামা শঙ্কর,  
সর্বভয় হইতে রক্ষা করুন। মহাদেবের এই  
স্তব পাঠ করিলে, আমার প্রয়োক্ত সকল  
কাঁথাই সকল হয়। হে ব্রহ্মন! তোমার বা  
আমার নিকটে, মদীয় মন্দিরে বা অদীয় তীর্থে,  
গোষ্ঠে, চতুর্দশে, দুইকালুঙ্গ-সমীপে, তড়াগ-  
সমীপে, পর্বতে, বনে, নদীসঙ্গমক্ষেত্রে, পাবক  
গৃহে অথবা যজ্ঞীয় অগ্নির, বিবর্তে য দাঁতি  
এই স্তব পাঠ করিলে, জর, মোহ, হানি ও  
হানি, শত্রু-জয়াব্যাধিতর, মিজনাশ, অকাল-

মোচতে সৰ্বপাপানি শ্রবণাৎ পঠনাদপি ।  
 বারণাৎ পত্রভূজেষু তাত্রপাত্রেষু পূজয়েৎ ॥\*  
 যন্নপুস্তকমন্দেশু সৰ্বকামান্ প্রযচ্ছতি ।  
 ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং হত্যাং পাতকদুষ্কৃতম্ ॥৮৮  
 সৰুদুষ্কারিণাদ্ ব্রহ্মান্ সৰ্বদৰ্শ্যকলং লভেৎ ।  
 সৰ্বতোৰ্থতপোদানঃ সৰ্বব্রতপ্রদায়িকা ॥ ৮৯  
 শক্রেণ কৃত্য রক্ষা সৰ্বকামার্থমাধিকা ।  
 গৃধ্ৰেহ'প হিষ্টতে যন্ত স স্মৃৎ যশ অশ্রুমাৎ ॥  
 ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে শকরগৌতরক্ষা সমাপ্তা ॥  
 : : : ব্রহ্মোবাচ ।  
 সিংহং নিম্পাদিতং দেব দেব্যাদ্যৈ বিনিবেদয় ।  
 তদঙ্গতৈঃসমুত্তা জয়াদ্যা যচ্চ মাতরঃ ॥ ৯১  
 তা দৈব্যাজ্ঞাকীনা ভূহা মৰ্ত্তো গহা বরাম চ ।  
 জম্বুদ্বীপে মহাদ্বীপে সৰ্বভোগকলপ্রদে ॥ ৯২

মৃত্যু বা পাপ এ সব কিছুই হইবে না। এই  
স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।  
ভূজপত্রে লিখিয়া ইংগা ধারণ করিলে, পূর্বে  
পক্ষে যন্তে পুস্তকাদিতে বা ধৃত ভূজপত্রে পূজা  
করিলে সর্বকামপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মহত্যা,  
সুরাপান প্রভৃতি মহাপাপ বিনষ্ট হয়। হে  
ব্রহ্মন! এই স্তব একবার উচ্চারণ করিলে  
সর্ব যন্তফলপ্রাপ্তি হয়। শঙ্করকৃত এই রক্ষা-  
স্তোত্র সম্বন্ধে তীর্থকল, তপশ্চাকল, দানফল  
ও সর্ববিধ ব্রতফল প্রদান করিয়া থাকে,  
এই রক্ষা লিখিত হইয়াও কাহার গৃহে থাকে,  
সে মুখ ও যশ প্রাপ্তি হয়। ৭৭--৯০।

শব্দরঙ্গী তা-রক্ষা সমাপ্ত।

ব্রহ্মা বর্গিনেয়, - হে দেবরাজ ! সিংহ  
 নিষ্পাদিত হইলে, দেবীকে তাহা প্রদত্ত হইল ।  
 বিষ্ণু শিব প্রভৃতির তেজে জয়াদি পরিবার  
 ইন্দ্র হইয়া দেবরাজ আভ্যাক্ষরী হইয়া  
 ভূতলে গিয়া সর্বকামফলপ্রদ মহাঈশ্বর-

\* পটভূজেষু তানু পৰ্বসু পূজন।  
ইতি পাঠান্তরম।

বিষ্ণো পৰ্বতব্রাহ্মণে নৰ্মদাজলকেনিতে \* ।  
 নিধু তপাবকাসৰ্বথাষিকনিষেবিতে ॥ ১৩  
 বধায় সুরশজ্ঞাং নরাণাঞ্চ হিতায় চ ।  
 পরিভ্রাণায় ভক্তানাং সৰ্ববর্ণাশ্রমেষু চ ॥ ১৪.  
 অন্তাজানাং মহাত্মানাং ভক্তানাং সমদৰ্শনাঃ ।  
 পূজিতাঃ সংস্কৃতা দেবাঃ কৰ্ম্মভাবকলপ্রদাঃ ॥ ১৫  
 এবং তীঃ সমস্তীকৃত্য নাযিকা মাংসরাজিহাঃ † !  
 নিযুকাঃ শত্ৰুনা মৰ্ত্যে বিষ্ণো শৈলবরোহণমে ॥ ১৬  
 তদা হাঃ সৰ্বগা ভূহা সম্পদীপাঞ্চ মেদিনীম্ ।  
 ব্যাপায়িত্বা স্থিতান্তাস্মিন বিষ্ণো ভূবরসত্তমে ॥ ১৭  
 ইতি শ্রীদেবীধ্বরাণে দেবীবিষ্ণ্যাবতরণং  
 নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥ \*

দ্বীপে বিদ্যাপর্যন্তে ক্রোড়া করিতে লাগিলেন।  
পর্যন্তরাজ বিদ্যা 'নশ্বদানদৌর পবিত্র' সন্মিলে  
প্রকাশিত এবং নিখিল নিম্পাপ সিদ্ধ ঋষিগণ  
কর্তৃক সেবিত। ৯১—৯৩। অশুরগণের বধ  
মানবগণের হিত, ভক্তগণের ও নিখিল বর্ণা-  
শ্রমধর্মের পরিজ্ঞানের জন্যই তাঁহাদিগের এই  
আবির্ভাব। হে মহাতাগ! তাঁহারা অন্ত্যজ  
অভক্ত ও ভক্ত--সকলের প্রতিই সমদৃষ্টি-  
সম্পন্ন। সেই সকল দেবীগণ পূজিত ও স্তুত  
হইলে, কস্মাকল প্রদান করেন। সকল  
দেবীকে সমভাবাপন্ন ও ভগবতীর বশবর্তিনী  
করিয়া শিব, পর্যন্তরাজ বিদ্যো প্রেরণ  
করিলেন। তাহাতে তাঁহারা সকলেই সমভাবে  
বিদ্যো আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা সপ্তদ্বীপা  
পৃথিবীব্যাপিনী হইয়াও সেই পর্যন্তোত্তম  
বিদ্যো অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯১—৯৭।

• ୩ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ । ୧୫

\* কালিতে ইতি বা দাশঃ ।  
† নভবর্জিকাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।



অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

• বজ্রদণ্ড উবাচ ।

অস্ম্যকং মর্ত্যপাতালঃ শক্রাদ্যাশ্চ তথামরাঃ ।  
সাধিতাঃ কালদেবশ্চ প্রসাদেন মহাবলাঃ ॥ ১  
দূতা শুবেদয়ন \* গহ্বা দেবস্থানমনুত্তমম ।  
এবং শ্রদ্ধা দদ্যাদাপং বজ্রকালচিকীষিতম ॥ ২  
বৃহস্পতিনা চাখ্যাতং ব্রহ্মণো বাসবশ্চ চ ॥ ৩

• বৃহস্পতিক্রবাচ ।

কালেন সহবজ্রেন ঘোরঃ স্বর্গনিবাসিনাম্ ।  
আনিনায় কতো যত্তো ভবতাং তন্নিবেদিতম ॥ ৪  
ব্রহ্মোবাচ ।

নারদং প্রেষয় বিবেশ অশুরশ্চ বিমোহনম্ ।  
করোতি যেন স গহ্বা অধর্মেষু নিয়োজনম্ ॥ ৫  
বেদব্রাহ্মণদেবানাং ভক্তিং কুহ্মাদুপাগতঃ † ।  
তস্ম পত্নী হৃদ্যর্মেযু য়াতি ধর্মবহিক্ততা ॥ ৬

অষ্টম অধ্যায় ।

এদিকে, বজ্রদণ্ড বলিল,—পৃথিবী পাতাল  
ও ইন্দ্র প্রভৃতি মহাবল দেবগণ, কালদেবের  
প্রসাদে আমাদের অধীন হইয়াছে। সর্বো-  
ত্তম দেবলোকে গিয়া বজ্রদণ্ডের বাক্যই অনু-  
চরেরা বিঘোষিত করিল। ‡ বৃহস্পতি সেই  
কথা শুনিয়া ও বজ্রদণ্ড এবং কাল দৈত্যের  
কর্তব্য অবগত হইয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্মার নিকট  
আসিয়া বলিলেন,—ঘোর দৈত্য, কাল ও বজ্রের  
সহিত স্বর্গে বাস করিবার জন্য যত্ন করিতেছে,  
ইহা আশ্রয় অবশ্যই অবগত আছেন ১—৪ ।  
ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিবেশ! অশুর-মোহ-  
নের জন্য নারদকে প্রেরণ করুন। নারদ যেন  
গিয়া ঘোর প্রভৃতি অশুরের দেবতা ব্রাহ্মণ ও  
বেদের প্রতি ভক্তি হরণ করেন, তাহাদিগকে  
অধর্ম্যে নিয়োজিত করেন, তাহার পত্নীও

\* তস্ম নিবেদয়ন ইতি পাঠান্তরম্ ।

† কুহ্মজয়া যতঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ অনুচরেরা গিয়া বজ্রদণ্ডকে স্বর্গের  
সর্বোৎকৃষ্টতা নিবেদন করিল। শেষাংশের

অধর্ম্যনিরতাঃ সর্বাঃ প্রজাস্তস্ত ন শাস্তিদাঃ ।

যেন কেনাচর্যপায়েন তেনেদং কুরু মাধব ॥ ৭

এবং পৃষ্টেন্দ্রা বিষ্ণুর্নারদঃ স সমাদিশৎ ।

ইং ব্রহ্মজ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৮

কুশদ্বীপং ব্রজ ব্রহ্মং স্বমধর্ম্যবিঘাতকঃ ।

তথোতি তৈঃ সমাদিষ্টো দেবার্থে কুব্জবিগ্রহঃ ॥ ৯

আগমধ্যানযোগেন স্বতস্তো ঋষিপুঙ্গবঃ ।

কুশদ্বীপং ক্ষণাৎ প্রাপ্তো যত্র রাজা মহাসুরঃ ॥

হাঃ হেমন তং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মসুতোত্তমম্ ।

প্রবিষ্টো যত্র নৈ রাজা ঘোরো ঘোরপরাক্রমঃ ॥

• হাঃ উবাচ ।

রাজরাজ মহাবাহো হারে ব্রহ্মসুতোত্তমঃ ।

নারদাস্তিষ্ঠতে দেব স্থাপ্যতাং কিং প্রবেশ্যতাং ॥

তক্ষুর্বা দনুর্বাজেন্দ্রো নারদং হার আগতম্ ।

যাহাতে ধর্ম্যবহিক্ততা হইয়া অধর্ম্য পথে যায়,  
তাণ্ড ও নারদের কর্তব্য। প্রজাগণ অধর্ম্য-  
পরায়ণ হইলে, ঘোরের শাস্তিদায়ক হইবে  
না, অতএব তাহাদিগকেও অধর্ম্যিক করিতে  
হইবে। হে মাধব! যে কোন উপায়ে নারদ  
দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করুন। বিষ্ণু, ব্রহ্মার  
এই কথায় নারদকে আজ্ঞা করিলেন,—হে  
মহাপ্রাজ্ঞ ব্রহ্মনন্দন! তুমি সর্বশাস্ত্রবিশারদ!  
হে ব্রহ্মন! দানবগণের ধর্ম্যবিঘাতের জন্য  
তুমি কুশদ্বীপে গমন কর। স্বাক্ষীন ঋষিবর  
দেবকার্যের জন্য দেবীদেশে ধ্যানযোগে  
ক্ষণমাত্র কুশদ্বীপে অশুররাজপুত্রীতে উপস্থিত  
হইলেন। ৫—১০। দৈবাবিক ব্রহ্মনন্দন-  
শ্রেষ্ঠ নারদকে সমাগত দেখিয়া ঘোরপরাক্রম  
অশুররাজ ঘোরের নিকট উপস্থিত হইয়া  
বলিল,—হে মহাবাহো রাজরাজ! ব্রহ্মনন্দন-  
শ্রেষ্ঠ নারদ হারে দণ্ডায়মান আছেন, হে দেব  
তাহাকে তথায় থাকিতে বলিব, না এখানে  
প্রবেশ করাইব? ইন্দ্রিয়শত্রু-জেতা দানব-

এই অর্থও হয়। সঙ্গতি অসঙ্গতি পাঠক  
মনোযোগ করিলেই বুঝিবেন।

যাঃহং সমাদিশং তুং কৃপজো হৃষ্টমানসঃ ॥১৩  
 প্রবেশতো প্রতীহার বিজরূপো জনার্দিনঃ ।  
 লকাদেশস্তদা যাঃহো নারদমানয়েৎ ততঃ ॥১৪  
 তজাসৌ বিকৃতভাষা ঘোরো দেববিজপ্রভুঃ ।  
 তং প্রেক্ষ্য উখিতো রাজা ভূম্যাং জাহ্নুগতশিরাঃ  
 প্রণম্য ভক্তিতাবেন প্রপূর্য্যার্থোদকাসুতৈঃ ।  
 সূখং সংবিশ দেবর্ষে ইত্যাক্তো নারদোহবদৎ ॥  
 উখ রাজন্ মহাবাহো বিষয়ান্ মানয়েঃ সূখম্ ।  
 মানয়স্ব প্রিয়ান্ কামান্ স্ত্রীণাং ক্রীড়ারতীঃ সদা  
 এতদেষু কলং রাজন্ দেবতারাদনোত্তমম্ ।  
 ভূপতিস্বঃ সদা ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ে য়া নবযৌবনঃ ॥  
 আশ্বানঃ পরমং দেবং ভোষণীয়ং সদা বৃধৈঃ ।  
 জায়তে চ মহারাজ দেবদেবত্রিলোচনঃ ॥১৯  
 ঋষিকণ্ঠাপ্রকীড়ায় গতো দাক্ষবনং কিল ।  
 লচ দেবমহাদেবঃ পরতর্কার্বেদকঃ ॥ ২০

রাজেন্দ্র নারদ ঘরে দণ্ডায়মান আছেন শুনিয়া,  
 সহর্ষে দৌবারিকাকে বলিলেন,—দৌবারিক !  
 শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস, ব্রাহ্মণ  
 নারায়ণেরই মূর্তি । দৌবারিক, আদেশ  
 পাইয়া নারদকে সেই বিকৃতভাষা দেববিজপ্রিয়  
 ঘোরদৈত্যের নিকট লইয়া গেল । রাজা  
 তাঁহাকে দেখিবামাত্র, গাত্রোত্থান, ভূতল-  
 বিনুষ্টিত-মস্তকে, জাহ্নু পাতিয়া ভক্তিতাবে  
 প্রণাম এবং অর্ঘ্য জল, ও আসন দিয়া পূজা  
 করিয়া বলিলেন,—দেবর্ষে ! সূখে উপবেশন  
 করুন । তারপর নারদ বলিলেন,—মহাবাহো !  
 মহারাজ ! উঠ, কিসকেই সূখজনক বলিয়া  
 বিবেচনা কর । অপর ভোগ এবং রমণী-  
 ক্রীড়া রতীকে প্রিয় বলিয়া বিবেচনা কর ।  
 রাজন্ ! রাজহলার্ড এবং সতত নবযুবতী  
 বিবিধরমণীসমুদায় ইহাই দেবতা আরাধার  
 কল । পণ্ডিতেরা দত্ত পরম দেব  
 আশ্বার্য্য পরিতোষসাধনই করিয়া থাকেন ।  
 মহারাজ ! শুনা যায়, দেবাধিদেব ত্রিলোচন  
 ঋষি-কণ্ঠাগণের সহিত ক্রীড়া করিবার  
 জন্য দাক্ষবনে গিয়াছিলেন । রাজন্ !

সেবতে বিষয়ান্ রাজন্ যথা সর্ব্বেষু সপরঃ ।  
 তথা চ গবান্ বিকৃঃ শ্রিয়ং বকঃস্থলে বরম্ ॥২১  
 চন্দ্র ইন্দ্রঃ সুরা ব্রহ্মা সর্ব্বৈ চ সূখমর্থিনঃ ।  
 তদর্থং তপ্যতে ধূম্রকলোহরী বিষয়ো নৃপ ॥ ২২  
 এবমুক্তস্ততঃ শত্রু ঘোরঃ প্রত্যববোচতম্ ।  
 ঘোর উবাচ ।  
 নহি নারদ ধর্ম্মস্ত বিষয়ান্নোচ্চলং শুভম্ ॥ ২৩  
 সংযতাস্তে শুভা ব্রহ্মন্ বিমৃষ্টা নরকায়তে ।  
 ইন্দ্রিয়বিজয়ী পুমান্ বিনয়েনোপপদ্যতে ॥ ২৪  
 বিনীতঃ সেবতে লোকং তদা সম্পদমাপুয়াৎ ।  
 সম্পদা ধর্ম্মভোগা হি স্বরূপপরিপালনম্ ॥ ২৫  
 তচ্চ সম্পালনং ব্রহ্মন্ দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদম্ ।  
 ব্যাধির্ভেষজসেবায়াং কয়ং গচ্ছেদসংশয়ম্ ॥২৬  
 সেব্যমানেন্দ্রিয়া ব্রহ্মন্ প্রবৃদ্ধিমুপযাস্তি হি ।  
 জালামালাকুলং গেহং মহাপাবকদীপিতম্ ॥২৭

সেই দেব পরমতত্ত্ব মহাদেব ; তিনিও  
 অপরের স্তায় বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ।  
 ভগবান্ বিকৃ লক্ষ্যকে ত বকঃস্থলেই  
 রাখিয়াছেন । ১১—২১ । চন্দ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্মা—  
 সকল দেবতাই সূখপ্রার্থী; রাজন্ ! সেই জন্যই  
 তপস্তা, বিষয়-ভোগই ধর্ম্মের পরিণাম ! ইন্দ্র !  
 নারদ এই কথা বলিলে ঘোর বলিতে  
 লাগিল,—নারদ ! আপনি যাহা বলিলেন  
 তাহা ধর্ম্মকথা, নহে, বিষয়ভোগই মঙ্গলকর !  
 হে ব্রহ্মণ ! যাহারা সংযমী, তাহারা উত্তম ;  
 যাহারা অসংযত বিষয়-গৃধ্রু, তাহাদিগের  
 পরিণাম নরক । জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বিনীত হয় ;  
 বিনীত ব্যক্তি লোকরঞ্জনে দক্ষ ; যে লোক-  
 রঞ্জন করিতে জানে ; তাহার সম্পদ  
 সুলভ । সম্পদের কল ধর্ম্মাভ্যাস, ভোগ  
 এবং নিজ চরিত্র রক্ষা করা ; হে ব্রহ্মন্ !  
 'চরিত্ররক্ষায় ইহলোক, পরলোক উত্তম  
 কল হয় । ঔষধ-সেবনে নিশ্চয়ই রোগ  
 দূর হয়, কিন্তু হে ব্রহ্মন্ ! ইন্দ্রিয় দোষ

অনেনোপশমং যাতি বিষয়াণাঞ্চ দৌপিকম্ \* ।  
দাহজ্বরমহাতাপো বহুপিপ্তসমুদ্ভবম্ ॥ ২৮  
হিমচন্দনসংযোগাচ্ছমের বিষয়ান্মুনে ।  
কদলীদলকহ্লারমৃগালকমলোৎপলৈঃ ॥ ২৯  
হিমচন্দনকর্পূরৈঃ কামাগ্নির্জলতে তু তৈঃ ।  
ঋণং দানেন শমতে দহনো জ্বাদকেন চ ॥ ৩০  
শত্রবো ঘাতমানা হি ক্ষীয়ন্তে হবিচারণাং ।  
এতেষাং ঘাতনং ব্রহ্মস্তুনিবোধ সুখাবহম্ ॥ ৩১  
শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধবাহুগিস্ত্রিয়স্তথা ।  
পানিপাদপায়ুপদ্মাঃ সংযতাস্ত সুখাবহাঃ ॥ ৩২  
পতঙ্গমৃগমৎস্তভকীটাদ্যাশ্চ পুতত্রিণঃ ।  
একৈকবিষয়াসক্তাঃ সর্বে মৃত্যুবশং গতাঃ ॥ ৩৩  
যঃ শ্রীমান্ সংহতান সেবেদ্বিষয়ান বিষয়ী নরঃ ।  
স পতেন্নহর্দৈর্দ্ব্যর্থাচ্ছিন্নমূল ইব ক্রমঃ ॥ ৩৪

বাড়িতেই থাকে । জালামালা-সজ্জল মহা-  
পাবক-দৌপিত গৃহ জন পাঠলেই উপশম প্রাপ্ত  
হয় । কিন্তু বিষয়-বিমুক্ত-চিত্ত মানবগণের  
বহুপিপ্ত-সমুদ্ভূত মহাতাপ-সম্পন্ন বিষয়জ্বর  
হিমচন্দন-সংযোগেও শান্ত হয় না, প্রত্যুত  
রুদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কদলীদল, কহ্লার, মৃগাল  
কমল, উৎপল নামক পুষ্পবিশেষ, হিম, চন্দন  
এবং কর্পূর দ্বারা কামাগ্নি আরও রুদ্ধি প্রাপ্ত  
হয় । পরিশোধ কবিলে ঋণ যায়, জল দ্বারা  
অগ্নিনির্ব্বাণ হয়, বধ কবিত্তে করিতে শত্রু-  
দিগকে নিশ্চয় ক্ষয় করা যায়, হে ব্রহ্মন ! এসব  
নষ্ট করা সুকর ॥ ২২—৩২ ॥ শব্দ, স্পর্শ, রূপ,  
রস, গন্ধ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক, পানি  
পাদ পায়ু এবং উপশ্র এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ;  
যাহাদের সংযত, তাহারা মঙ্গলাবিন্ । পতঙ্গ,  
মৃগ, মৎস্ত, হস্তী এবং কীটাদি পক্ষী এক এক  
বিষয়ে আসক্ত হইয়া ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত  
হইয়াছে; রূপদর্শনে বহিতে পতঙ্গ, গাণ্ডীবণে  
ব্যাধের হস্তে মৃগ ইত্যাদি বিনষ্ট হয় । যে  
বিষয়ী মানব, সকলবিষয়ে আসক্ত হয়, সে,

শ্রিয়ঃ পানং দিবাস্তপং তথা বাদিত্রনর্ভনম্ ।  
দ্যুতাতনমৃগা গেষং কামজা নিদনং পরে ॥ ৩৫  
দণ্ডৈর্বাচা ঈর্ষ্যান্হয়াক্রোধপৈশুন্তসাহসম্ ।  
অর্থানাং দূষণং ব্যাধি অষ্টকায়াং \* বিনাশকং  
দেবা বিদ্যাধরা যক্ষাঃ কি রোরগমাহুযাঃ ।  
পশবঃ পক্ষিণঃ সর্বে বিষয়ে নিধনং গতাঃ ॥ ৩৭  
এবং বিবেকমাসক্তং বুদ্ধি ঘোরং নরাধিপ ।  
ধর্ম্মব্যাজং সীমাহার বিষয়েঃ সংনিবেশ্যতাম্ ॥ ৩৮  
নারদ উবাচ ।  
নির্জিত্য শত্রুসৈন্তানি ক্রিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ  
অনাথামৃদবহুং কন্তাং বংশজাং ন চ দোষভা  
ধর্ম্মস্য সাধনং রাজ্যং রাজ্যাদৈর্দ্ব্যর্থামৃতমম্ ।  
ভুঞ্জয়ন্ পুনরষ্টাশ্চ শ্রিয়ো রত্নবিভূষিতাঃ ॥ ৪০  
মদ্যমৈথুনমাংসস্ত ন দোষঃ স্বপ্রবৃতিতঃ ।

ছিন্নমূল বৃক্ষের স্থায় মহা ঈর্ষ্যা হইতে ভ্রষ্ট  
হয় । জ্বীলোকে আসক্তি, সুরাপান, দিবা-  
নিদ্রা, নৃত্য গীত-বাদ্য, দ্যুতক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ  
এবং মৃগয়া—এই গুলি কামজ বাসন । কটু-  
কথা দণ্ড-পাক্ষা, ঈর্ষ্যা অহুয়া, পৈশুন্ত,  
সাহস, অপকার ও অর্থদূষণ এই কয়টি ক্রোধ  
বাসন । ক্রোধজ বাসন মৃত্যুর কারণ ।  
দেবতা বিদ্যাধর, যক্ষ কিম্বদন্ত, সর্প, মাহুয পশু  
পক্ষী সকলেই বিষয়াসক্ত-নিবন্ধন নিধন প্রাপ্ত  
হইয়াছে । নারদ অমুররাজ ঘোরকে এইরূপ  
বিবেকাশক্ত বুদ্ধিয়া ধর্ম্মব্যাজ অবলম্বনপূর্ব্বক  
বিষয়াসক্ত ক্রোধে সূচেষ্ট হইয়া বলিলেন—  
শত্রু-সৈন্তমণ্ডলী জয় করিয়া ধর্ম্মতঃ রাজ্য  
পালন করিবে, সংকুলোদ্ভূতা অনাথা কন্তাকে  
বিবাহ করিবে, ইত্যুত দোষভাগী হইবে না ।  
রাজ্য ধর্ম্মেব সাধন, রাজ্য উত্তম ঈর্ষ্যালাভের  
হেতু ; এই রাজ্য ও পত্নী ভোগ করত  
রত্নালঙ্কার-ভূষিতা অগ্নির রমণীকেও সন্তোষ  
করিতে পারে । স্বীয় প্রবৃত্তি হয় ত, মদ্য,

মিত্রাগমসুখানাশাঃ সন্তোগহেতবঃ ॥ ৪১  
 নিত্যঃ চেষ্টা মনোহতীষ্টাঃ কুথা গেষাঃ সুখপ্রদাঃ  
 সৌধপৃষ্ঠমহম্মাখরশ্ময়ঃ সুখহেতবঃ ।  
 উকোদকসুখস্নানং পয়ঃপানং বরস্বিয়ঃ \* ॥ ৪৩  
 বাজীকরণযোগাংশ্চ নন্দিকেশ্বর উক্তবান ।  
 ভুক্তা নারীশ্চ তং পুংসঃ সৌভাগ্যং পরমাপ্নুয়াৎ  
 সহস্রেন মহাভোগী হৃদুতেন ধনেশ্বরঃ ।  
 লক্ষণে কামদেবহং কোটিনা পবনং পদম্ ॥ ৪৫  
 এবং পূর্বোপদেশস্ত নন্দিনা পরিপৃচ্ছতঃ ।  
 বিষ্ণুতত্ত্বং কামতত্ত্বং শিবতত্ত্বং তথাশ্রমম্ ॥ ৪৬  
 ইত্যেকং কপিলঃ প্রাহ মুনীনাং প্রবরো মুনিঃ ।  
 দ্বিরষ্টবর্ষাঃ কন্তাঞ্চ পীনোরতপয়োধবাম্ ॥ ৪৭  
 যঃ সদা কাম্যতে পুমানমরহং কংগচ্ছতি ॥ ৪৮  
 স্কুলাং শিখিলহৃগ্ধাং কেকরাং বা কটাং শঠীম্  
 রোগীগীং বাধিতাং মুকামযোগ্যাং মুন্দগামিনীং

মাংস মৈথুনে দোষ হয় না, মিত্রাগম সুখানাশ  
 স্ত্রীসন্তোগ, অভিলষিত বিচিত্র গল্প, সুখপ্র-  
 গীতি, সৌধপৃষ্ঠ এবং কোমলশশিক-কিঃণ  
 এই সমস্ত হইল সুখের উপকরণ । উক্তকালে  
 সুখজনক স্নান, ভুক্তপান বরস্বিয়া-সন্তোগ  
 এবং বাজীকরণ যোগেব কথা নন্দিকেশ্বর  
 বলিয়াছেন । পুরুষ একশত রমণী সন্তোগ  
 করিলে পরম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় । ৪৩—৫১ ।  
 সহস্ররমণীসন্তোগে মহাভোগী এবং অযুত-  
 রমণীসন্তোগে ধনেশ্বর হয় । লক্ষরমণীসন্তোগে  
 কামদেবহ প্রাপ্ত হয় । কোটীরমণীসন্তোগে  
 পরমপদপ্রাপ্ত হয় । নন্দী জিজ্ঞাসা করিলে,  
 মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-মুনি কপিল, ইত্যাদি  
 প্রকারে বিষ্ণুতত্ত্ব কামতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব  
 কীৰ্ত্তন করেন । নিত্য যোড়শবর্ষীয়া  
 পীনোরত-পয়োধরা রমণী সন্তোগ যে ব্যক্তি  
 করে, তাহার অমরত্ব-প্রাপ্তি হয় । স্কুলা,  
 জরতী, হৃগ্ধশালিনী, কেকরা ( টেরা ),  
 কটুভাষিনী, শঠা, রোগিনী হৃচ্চিকিৎসা-বাধি-

গহা পুমান্বাপ্নোতি ব্যাধিঃ পুংস্বিনাশনম্ ।  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্ত্রিয়োহবেষ্যা মহামতে ॥ ৫০  
 তদাঘতা ইমে প্রাণাঃ শুক্রোজবলমেক চ ।  
 বলঞ্চ পরমং শুক্রং তচ্চ জীবৎমতং বুধৈঃ ॥ ৫১  
 তচ্চ শুভাবলাযোগাদ্ \* বর্দ্ধতে অশুরাধিপ ।  
 সুহৃদৈঃ স্ফীতঃ পুরুষস্তস্মাৎ সর্বক্ষমো ভবেৎ ।  
 এবং ধর্মার্থকামানাং ন হানির্ভবতেহসুর ।  
 জম্বুদ্বীপে মহাবাহো বিজ্যে ভূধরপার্বতিকা ॥ ৫৩  
 দ্বিমষ্টা ঐর্ষকন্তা সা সর্বলক্ষণসংযুতা ।  
 যোগা রাজস্তুদীপস্তা বিভবাস্তঃপুরস্ত চ ॥ ৫৪  
 তামানয় যথাশক্ত্যা ত্রৈলোক্যস্তর্বিভূতয়ে ।  
 পাতালং মূলভূতস্ত সারং পৃথী সসাগরা ॥ ৫৫  
 শাখাশৈলবনোপেতা দিবং পুষ্পং বিনির্দ্দেশৎ ।  
 অপরস্তৎফলং বিদ্ধি তাঃ কন্তাঃ কলবীজগাঃ ॥

যুনা মুকা, অযোগ্যা অথবা নীচগামিনী  
 যম্যোতে উপগত হইলে পুরুষ, পুংস্বক্ষয়কর  
 যোগে আক্রান্ত হয় । অতএব হে মহামতে  
 সর্বলোভাবে বরাধনার অবেষণ করা  
 বিবেক । প্রাণ, শুক্র, ওজ এবং বল সমস্তই  
 স্ত্রীর আয়ত্ত । শুক্রই পরম বল এবং পার্শ্ব-  
 তেরা তাহাকেই জীব বলিয়া থাকেন । ৪৫—৫১ ।  
 হে অশুরবাজ ! উক্তমা রমণীর প্রতি অনুরাগ  
 ও তাহার সাহায্যেই শুক্রবৃদ্ধি হয় ॥ বরবার্ণ-  
 নীর অহুগ্রহেই পুরুষ আনন্দে স্ফীত ও সর্ব-  
 কার্যে সক্ষম হয় । হে অশুর ! এইরূপে  
 ধর্ম, অর্থ, কাম কিছুই হানি হয় না । হে  
 মহাবাহো ! জম্বুদ্বীপে বিজয়পর্বতে এক পর্বত-  
 নন্দিনী আছেন, তাহার বয়ঃক্রম যোড়শ  
 বর্ষ আর তিনি সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন । রাজন্ !  
 সেই কন্তাই তোমার ঐর্ষ্যা ও অস্তঃপুরের  
 উপযুক্ত । ত্রৈলোক্যের বিভূতির জন্ত তাহাকে  
 যেমন করিয়া হউক লইয়া আইস । পাতাল-  
 মূল, গৃহ-পদত-বনশালিনী সসাগরা পৃথিবী  
 বৃক্ষ, স্বর্গ তাহার পুষ্প, অপরোগণ তাহার



এবং স নারদাদেশাধ্যাজধর্ম্যপ্রবর্তিতঃ ।  
চকার সন্মতিং শক্র কন্তামুদ্বহনোপরি ॥ ৫৭  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবুবল্লভে ঘোরঃ  
প্রলোভনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নারদকথনীচ্ছক্ৰ ব্যাজধর্ম্যরতোহসুরঃ ।  
ন স পূজয়তে বিপ্রান্ ন বেদান্ ন চ অচ্যুতম্ ॥  
ন মজ্জিহ্বাঃশ্রবাক্যানি ন চ পত্নীসমং বসেৎ ।  
সর্বধর্ম্যপথং ত্যজ্য বলবাহনসঞ্চয়ম্ ॥ ২  
পানসঙ্গমগেয়াদিমিচ্ছন্ দ্যুতনিষেবণম্ ।  
উৎকণ্ঠিতমনা জাতঃ পরপত্নীরতঃ সদা ॥ ৩  
শ্রবাস্তাং বিষবন্মেনে ন চ ধর্ম্যং প্রতীকতে ।  
এক এব সুহৃদ্ বিপ্রো নারদ ঋষিসত্তমঃ ॥ ৪

কল। আর সেই পঞ্চত-নন্দিনী এবং তৎ-  
সঙ্গিনী কন্তারা ফলমধ্যবস্তী বীজস্বরূপ। হে  
শক্র ঘোরদৈত্য, নারদের উপদিষ্ট, ব্যাজধর্ম্যে  
প্রবৃত্ত হইয়া সেই কন্তাকে বিবাহ করিবার  
জন্তু খুব যত্নবান হইল। ৫২—৫৭।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—অসুরীজ ঘোর, নারদের  
উপদেশে ব্যাজধর্ম্যে রত হইয়া বিপ্রপূজা পরা-  
জুখ হইল, বেদের সম্মাননা করা পরিত্যাগ  
করিল, বিষ্ণুপূজাও আর করিল না। মজ্জী  
প্রভৃতির কথা শুনিলা না, পত্নীর সহিত সহ-  
বাস ত্যাগ করিল, সর্বধর্ম্যপথ, সৈন্ত-সামন্ত-  
বাহন সকলই পরিত্যাগ করিয়া দুনীতি  
পুত্র-পান, স্ত্রীসংযোগ এবং গীতারি প্রি-  
আসক্ত এবং তজ্জন্তু সর্বদা উৎকণ্ঠিত হইতে  
লাগিল। ঘোর, পরদারে আসক্ত হইল।  
আপনার পত্নীকে বিষতুল্য দেখিতে লাগিল,

যেন মে বিষয়াসক্তির্দত্তা কামসুখপ্রদা ।  
কতরেণ বিধানেন আনয়ামি মুদা \* ভুহম্ ॥ ৫  
পরপত্ন্যাঃ শুভা ভদ্রাঃ পীনোন্নতপয়োধরাঃ ।  
সত্যমেব হি ধর্ম্যস্ত কলং রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥ ৬  
তথা চ পুরগ্রামানি গৃহাঃ পত্ন্যাঃ সুশোভনাঃ ।  
দেবাবিদ্যাধরা যক্ষা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৭  
সদা কামমুদাশক্তাঃ † স্ত্রিয়ঃ পানমনোহরুগাঃ ॥  
তথা রয়ঞ্চ কুর্কামো ‡ যথা ভূধরপুত্রিকাম্ ।  
নারদাকথনং সত্যং ভুঞ্জামি সুরতুলভম্ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

বিজ্ঞায় নারদাচ্ছক্ৰ ঘোরঃ তন্মতিবর্জগম্ ।  
অমাত্যসাহিত্যে বাগ্মী চন্দ্রবাক্কিরমজ্জয়ৎ ॥ ৯  
চন্দ্রমতিক্রবাচ ।  
যথা তাত মম স্বামী চন্দ্রশোভা মহাশ্রবনঃ ।

ধর্ম্যের প্রাত আর তাহার দৃষ্টি রহিল না। ঘোর  
তখন ভাবিল, ঋষিসত্তম নারদই আমার  
একমাত্র সুহৃৎ, এই ইচ্ছানুরূপ সুখময়ী বিষয়া-  
সক্তি ইহারই প্রসাদে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।  
আমি কোন উপায়ে, পীনোন্নতস্তনৌ রূপবতী  
মুহুভাষিনী পরপত্নীদিগকে সর্বদা আনয়ন  
করিতে পারি? আজ আমার ধর্ম্য সকল হই-  
য়াছে রাজ্য সফল হইয়াছে। ১০৬। নগর গ্রাম গৃহ  
সকলও সফল হইয়াছে, কেননা সুন্দরী যুবতি  
বহুরমণী আমি সন্তোষ করিতেছি। যক্ষ,  
বিদ্যাধর, দেবুতা, অমন, কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহে-  
শ্বর পূর্য্যস্ত সকলেই কামাসক্তাচ্যুত সর্বদা  
রমণীর প্রতি আসক্ত এবং পানাদিপরাধর।  
নারদের কথিত সেই দেবতুল্য পঞ্চত-  
নন্দিনীকে যাহাতে সন্তোষ করিতে পারি,  
তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই উপায় করিব। ৭—৮। ব্রহ্মা  
বলিলেন,—হে ইন্দ্র! রাজ্য চন্দ্রমতী, স্বামী  
ঘোরকে নারদের উপদিষ্ট ধর্ম্যে প্রবৃত্ত জানিয়া

\* সঙ্গ হাঃ চ পাঠঃ ।

† কামমুদাশক্তাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ কুর্কামঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভূধেব ত্বং মহামাত্যো মম ভূতাপালকঃ ॥ ১০  
 তব সর্বাণি শাস্ত্রাণি বিদ্যা আৰ্যৌক্ষিকাদয়ঃ ।  
 বসন্তে উদরে যন্ত স কথং মুচ্যতে পথঃ ॥ ১১  
 অমাত্যবশগং রাজ্যং বশো রাজা স্তুমাজ্জবু ।  
 তনুতে ভুঞ্জতে পৃথীমন্তথা তু বিপর্যায়ঃ ॥ ১২  
 ত্বয়া তাত সমস্তেয়ং পৃথী পাতালদেবরাষ্ট্র ।  
 নাথেন ভবতা প্রাপ্তা স কথং ন বংশস্তব ॥ ১৩  
 যদা হি বাসনাসক্তং নৃপং বুদ্ধিবিপর্যয়ে ।  
 বিজায় স তদামাত্যঃ প্রাকৃতং দর্শয়েদ্ ভূতন ॥ ১৪  
 তব ভিন্নাঃ স্তূলা ভাৰ্যাঃ সামন্তাঃ প্রববা নৃপাঃ  
 মদীয়ে হিংসতে ন ত্বং স্বয়ং বংশস্তসি বর্ততে ॥ \*  
 ত্বং পুনঃ সৰ্বভাবেণ তস্তাক্রামনুবর্তকঃ ।  
 নহি ইষ্টেঃ সদামাত্যঃ রাজো রাজ্যং কথং ততবেৎ

অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা করিতে লীগিলেন ।  
 চন্দ্রমতী, মন্ত্রকে বলিলেন,—বাবা! আমার  
 স্বামী যেমন চন্দ্রশেখরাপুরের মহারাজ, তুমিও  
 তেমনই তাঁহার উপযুক্ত স্বামিরক্ষাপরায়ণ মহা-  
 মন্ত্রী । সকল শাস্ত্র আৰ্যৌক্ষিক প্রভৃতি বিদ্যা  
 তোমার অভ্যন্তরে রহিয়াছে, তুমি মার্গভ্রষ্ট  
 হইবে কিরূপে? রাজ্য মন্ত্রীর আয়ত্ত, রাজা  
 মন্ত্রীর আয়ত্ত । পৃথিবীপালন মন্ত্রীর মতানু-  
 সারেই করিতে হয়, নতুবা বিপরীত ফল হয় ।  
 বাবা! এই সমস্ত পৃথিবী, পাতাল এবং স্বর্গ  
 পর্যন্ত সমস্তই তোমার সাহায্যে যিনি প্রাপ্ত  
 হইয়াছেন, সেই অমররাজ তোমার বশবর্তী  
 নহেন কেন? রাজাকে বাসনাসক্ত এবং বিপ-  
 রীত-বুদ্ধিসম্পন্ন দেখিলে অমাত্যের তাঁহাকে  
 ভয় দেখান উচিত । ১—১৪ । তখন বলা  
 উচিত, ‘হে রাজন! আপনার পুত্র, পত্নী,  
 সামন্ত রাজগণ, মিত্র রাজগণ সকলেই ভেদ-  
 জর্জরিত হইতেছে আমার মতে আপনি  
 থাকুন, নতুবা স্বয়ং রাজ্য রক্ষা করিতে পারি-

\* বর্ত স্বয়ং ত্বং ন হি বংশস্তসে ইতি  
 পাঠান্তরম্ ।

† নহি দৃষ্টেঃ সদামাত্যঃ রাজো বাক্যকথং  
 তবৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

যন্ত সমুৎসর্গা বৈদ্যা অমাত্য নৃপবাকরাঃ ।  
 ন হি রাজ্যং স্থিরং তন্ত কপিমালেব মুর্দ্ধগা ॥ ১৭  
 অমাত্যপ্রবরং রাজ্যং ভূতা দ্বাংরা অবেককাঃ ।  
 মহানসঃ স্থিরঃ শয্যা পানিতঃ স্তূলদায়কাঃ ॥ ১৮  
 এতে হি যন্ত সদ্ভূতাঃ স রাজা সুখভুক সদা ।  
 বিভিরৈর্ভিদ্ধ্যতে তাত সিকতা ইব সেতুযু ॥ ১৯  
 ধর্মীধর্ম্যন্ত ঙ্গসিদ্ধিঃ স্বামিনঃ সুখমিচ্ছতাম্ ।  
 ভূত্যানাং ভবতে তাত অন্তথা নিরয়াস্তব ॥ ২০  
 ঋজুরনরকসারমহাবংশা যথা গৃহম্ ।  
 ধারয়ন্তি সদা রাজ্যং মন্ত্রিণো দণ্ডপালকাঃ ॥ ২১  
 রাজ্যাক্ষ শব্দমাত্রৈব অভিমানং যথা মম ।  
 রাজ্যকামাত্যলেখ্যানাং ভোগাং তাত ন চান্তথা  
 স্ত্রীস্বরূপা যদা কিঞ্চিন্ময়া বাণী ন সংস্কৃতা ।  
 তথাপি মম কন্তবাং বালানাং ন হি কষ্টতাম্ \*  
 এবং সবাক্তবৎ মন্ত্রং চন্দ্রবুদ্ধিঃ প্রহৃষ্টবান্ ॥ ২৩

বেন না । কিন্তু তুমি এক্ষণেও সর্বতোভাবে  
 তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছ; পাকশালা-  
 ধাক্ক, স্ত্রী, শয্যাকারক, জনদাতা ও তাহুল-  
 দাত—যে রাজার এই সকল কর্মচারী সচরিত্র  
 সেই রাজা সর্বদা সুখভোগ করেন । কিন্তু  
 বাবা! এইসকল ব্যক্তি যদি শত্রুপ্রযুক্ত ভেদো-  
 পায়ের আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে বালুকা-  
 নির্মিত সেতুর স্থায় রাজ্যও ক্ষণমধ্যে বিশীর্ণ  
 হইয়া পড়েন । বাবা! স্বামি-সুখাভিলাষী  
 ভূত্যবর্গ স্বামিকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকারী হয়,  
 আর তুমি যদি স্বামীর সুখ ইচ্ছা না কর,  
 তাহা হইলেও তোমার নরক হইবে । ত্রণ-  
 হীন সরল মহাবংশ (বড় বড় বাঁশ) যেমন  
 গৃহ রক্ষা করে, তরুণ নির্দোষ সরল সৎশ-  
 স্কৃত মন্ত্রিগণ দণ্ডপালক হইয়া রাজ্য রক্ষা  
 করেন । ১৫—২১ ‘আমার রাজ্য’ এই শব্দ-  
 মাত্রই রাজার অভিমান । বস্তুগত্যা কিন্তু  
 রাজ্য মন্ত্রিলেখ্যেরই অধীন, ইহার অন্তথা নাই  
 আমি স্ত্রীলোক, আমার কথা যদিও অসংস্কৃত  
 নহে, তথাপি তাহা আমার কমা করিবে ।

\* রূপ্যতাম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রোবাচ সংসৃতঃ বাক্যং দেবী স্বং দেবতামপি  
শ্রুয়েণ উবাচ ।

অমেব সর্ববাক্যানাং নয়ানামুপদেশিনী ।  
তথাপি কিঞ্চিদ্বক্তব্যং ন দ্বেষং যচ্চ মন্তসে ।  
সর্বনীরতিগতঃ পারো দেবদ্বিজসদেজাকঃ ।  
শুদ্ধবুদ্ধিঃ সতিমান স কথং বিপথে ব্রজেৎ ॥২৬॥  
অকস্মাদদ্য রাষ্ট্রৌ চ নারদা দ্ব্যাকাচৌচিত্তঃ ।  
তস্ত ইচ্ছাকরো ভূত্বা অস্মাকঞ্চ ন হীচ্ছতি ॥ ২৭ ॥  
যথামাত্যেন মন্তেন বিভূতির্বিফলা তব ।  
যেন বুদ্ধাস্থিয়াঃ সুবী কৃতো \*

বৈদ্যাঃ পুণ্ড্রোহিতাঃ ॥২৮॥

এবং তস্ত মতিভূত নারদপথগা শুভে ।  
বয়ং ত্বং তথাগচ্ছ প্রত্যক্ষমশ্রুশাস্ততাম্ ॥ ২৯ ॥  
অবমন্ত তথা স্বাঃস্বং দেবী মম্বী গতো হি তম্ ।

মূর্খের প্রতি কোপ করা উচিত নহে। চন্দ্র-  
মতি এই কথা মম্বীকে বলিলেন। তারপর  
মম্বী স্তববাক্যে বলিলেন,—দেবি! দেবতা-  
গণের মধ্যেও তুমি মাননীয়। সকললোকে-  
রই নীতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ। তথাপি  
কিঞ্চিৎ আমাকে বলিতে হইতেছে, কেন না  
আপনি আমাকে যেরূপ ভাবিয়াছেন, আমি  
তাহা নহি। আমাদিগের রাজা সর্বনীরতি-  
প্রায়ণ দেব-দ্বিজগণের সম্মানকারী শুদ্ধবুদ্ধি  
এবং বুদ্ধিমান। তাঁহার বিপথে যাইবার সম্ভা-  
বনা কি? কিন্তু হঠাৎ গতরাত্রে নারদের  
বাক্যে চালিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছামত কার্য্য  
করিঙেছেন, আমাদিগকে তিনি চাহিতেছেন  
না। নারদ রাজাকে বলিয়াছেন, তোমার  
মম্বী মর, সে তোমার ঐশ্বর্য্যকে নিফল  
রাখিয়াছে এবং তোমাকে বুদ্ধদ্বীর প্রতি  
আসক্ত রাখিয়াছে। আর বৈদ্য ও পুণ্ড্র-  
হিতগুলার ত কথাই নাই। হে শুভে!  
নারদের কথায় রাজারও সেইরূপ বুদ্ধি হই-  
য়াছে। অতএব আমিও যাইতেছি আপনিও  
চলুন, সম্মুখে গিয়া রাজাকে উপদেশ দিন।

সংকুললোচমোহপশুন্ ন চ বাচ্যতাষত ॥৩০॥

চন্দ্রমতিকবাচ ।

যথাপি ভবতো নান্মান বাচাম্যমপি ভাষতে ।  
তথাপি কিঞ্চিদ্বক্তব্যং ন সপত্নীভয়ং মম ॥ ৩১ ॥  
ন চাবিজাতশীলাসু শ্রীষ্ ভোগ্যাগম্য কচিৎ ।  
বিশকম্পাতয়ং ঘোরং পাপঙ্কং ক্রয়তে পরম্ ।  
তপস্বিব্যঙ্গকং নৃগচণ্ডীকচরাশুগান ॥ ৩২ ॥  
যজ্ঞবিপ্রাবিদাং রাজা বিশ্বতঃ সাদতেহচিরাৎ ॥  
রজকৌ কান্দকৌ \* চক্রৌ বক্রৌ পুষ্পগ্রাস্বনৌ ।  
কৈবর্তী ঈক্ষণী বৃদ্ধা ন হি স্থাপ্যা গৃহে চিরম্ ॥৩৩॥  
শ্রুতিকা বধিরা ধর্ম্মী কুলানৌ শ্রীজনে যথা ।  
বিনাশং কুরুতেহুবশ্যং † ধর্ম্মরাজোহপি তদ্বশঃ ।  
পানং কন্তাসনং শয্যা বাহনস্ত নিচারিতম্ ।  
ভুজানো মহদাপোতি মৃত্যুকঙ্কং তথা গদম্ ॥৩৪॥

তখন মহিষী ও মম্বী দৌবারিকের নিষেধ  
অমান্য করিয়া ক্রোধরক্তনয়নে আসিতেছেন  
দেখিয়া অম্বররাজ কথা না কহিলেও চন্দ্রমতি  
বলিলেন,—যদিও আমরা উপাসিত হইলেও  
আপনি বাক্যলাপ করিলেন না। তথাপি  
আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সপত্নীর ভয়ে  
যে কিছু বলিতেছি তাহা নহে; সপত্নী ভয়  
আমার নাই। অবিজাতমভরা রমণীতে  
কদাচ উপগত হইবেন না! বিষকম্পা ভয়  
ঘোরতর শুনা যায়। তপস্বিচকুধারী, নৃগ-  
ক্ষপণক, ক্রোধী, ভীক শত্রুর অন্তর, যাজ্ঞিক,  
বিপ্র ও জৈমন্তকৈবর্তাকে যে রাজা অধিক  
বিশ্বাস করেন, চিরকালমধ্যে তাঁহার  
অবসাদপ্রাপ্তি ঘটে। রজকৌ, কন্দুকৌ, চক্রৌ,  
বক্রৌ, মালিনৌ, কৈবর্তী এবং ধর্ম্মপরিচিতা  
বৃদ্ধা রমণীকে বহুকালে গৃহে রাখিবে না।  
শ্রুতিকা, বধিরা, ঈক্ষণী এবং কুলানৌ রমণী  
বশবর্তী রাজাকে বিনষ্ট করে। আবার  
ধর্ম্মরাজ হইলেও অধিক পরিচয়ে তাহাদিগের  
বশবর্তী হইতেই হয়। পান, আসন, শয্যা,

\* কন্দুকৌ ইতি পাঠোহপি কচিৎ ।

† দেশম্ ইতি বা পাঠঃ ।

\* কৃতঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ন হি অনিচ্ছতা বালা ভুঞ্জনৌয়া কল্লচন ।  
 ন চ তামুদাহেরাথ শৃণু পূৰ্ব্বকথামিমাম্ ॥ ৩৬  
 ত্বক বেৎসি যথান্ধায়ং তথাপি শৃণু লোকয় ॥ ৩৭  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে পুরা বৃহৎ রাজা নামা সুরমেধসঃ ।  
 তন্ত পত্নীসহস্রাণি অষ্টাবষ্টৌ ভবেৎ কিল ॥ ৩৮  
 সৰ্বসম্পত্তিসম্পন্নঃ সমস্তবলবাহনঃ ।  
 ভুঞ্জন্ পৃথ্বীমিমাং নাথ সসমুদ্রাং সকাননাম্ ॥ ৩৯  
 তাবৎ কালেন মহতা পরিক্রমা পরং কিল ।  
 দ্বীপং শাকদ্বীপং নাথ তস্মিন্ ক্রৌড়ন্ যথাবিধি  
 সৌহৃদ্যগোৎ পুঙ্করে কন্তায়সে রূপসমমিতাম্ ।  
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নঃ সৰ্বভরণভূষিতাম্ ॥ ৪১  
 তাবৎ স তুত্রগো নাথ ন পশ্চেদুষিতাপসান্ ।  
 সা কন্তা ভদ্ররামা চ তামুদাহনমুৎসুকঃ \* ॥ ৪২

রমণী, বাহন, এবং অন্ন-বিচার, না করিয়া ব্যবহার করিলে, ব্যাধি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়। নাথ! অকামা রমণীতে কখন উপনত হইবেন না। আর সেরূপ কন্তাকে বিবাহ করিবেন না। এ বিষয়ে পূর্ব-ইচ্ছাস শ্রবণ করুন। যদিও আপনি স্পষ্ট এসব তত্ত্ব অবগত আছেন, তথাপি এক্ষণে একটী কথা শুনুন এবং আলোচনা করুন। পূর্বে ক্রৌঞ্চদ্বীপে সুরমেধা নামে এক রাজা ছিলেন, তাহার ষোড়শসহস্র পত্নী ছিল। অতুল সম্পত্তি, সৈন্ত-সামন্ত বাহনাদি সম্পূর্ণ ছিল। নাথ! তিনি এই সাগরগর্ভস্থ শালিনী বসুমতীকে নিকটকে ভোগ করিতেন। তিনি বহুকাল পর্য্যটন করিতে করিতে শাকদ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় যথাবিধানে ক্রৌড়া কুরিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি শুনিতে পাইলেন, পুঙ্করদ্বীপে এক ঋষির † কন্তা অতি স্নেহবতী সৰ্বলক্ষণাবিতা এবং নানালক্ষণভূষিতা। নাথ! রাজা সেই ঋষির আশ্রমে গিয়া কোন ঋষি

\* তামুদাহনমুৎসুকঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† পাঠের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইলে, 'পুঙ্কর ঋষির কন্তা, এইরূপ অনুবাদ হইবে। পরেও এইরূপ অনুবাদ।

কামার্ভে বিহ্বলীভূতো ন বিন্দ্যাদপরং কচিৎ ।  
 অনিচ্ছমানাপি তথা গৃহীতা পাণিনা করে ॥ ৪৩  
 সা কন্তা ভদ্ররামা চ রুদন্তীং ন মুমোচ সঃ \*  
 তথা স ভুঞ্জয়িত্বা কু গতো দ্বীপং নরাধিপঃ ।  
 শাকদ্বীপাগতস্তাবৎ পুঙ্করে মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৫  
 তেন সা বিমনা দৃষ্টা রুদমানা তু কন্তক।  
 গপ্রচ্ছ সৰ্বমাখ্যাং যথারক্তঃ সুরেশ্বর ॥ ৪৬  
 ক্রৌঞ্চা ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ তমৃষির্নৃপম্ ।  
 সুরমেধসন্ততো যাতো নরকং ভূতলাদভূৎ ॥ ৪৭  
 এবং নাথ ন সাপত্ন্যশঙ্কয়া অসুরেশ্বর ।  
 বারয়ামি ত্বং স্যামিন্ তব রাজ্যাসুখার্থিনী ॥ ৪৮

তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই ঋষিকন্তা ভদ্ররামাকে দেখিতে পাইলেন। ভদ্ররামাকে বিবাহ করিতে রাজা উৎসুক হইলেন। তিনি তখন কামবিহ্বল, তাহার হিতাহিত বিবেচনা রহিল না। ভদ্ররামার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি রমণার্থী হইয়া স্বহস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। ভদ্ররামা রোদন করিতে থাকিলেও রাজা তাহাকে ত্যাগ করিলেন না; তিনি আব্রুকার্য সাধন করিয়া শাকদ্বীপে গমন করিলেন। এদিকে, সেই মুনিসত্তম, পুঙ্করদ্বীপে নিজ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, হহিতা ভদ্ররামা বিমনায়-মানা এবং রোদনপরায়ণা। হে অমর-বিজয়িন্! তখন তিনি কন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কন্তা সকল কথাই বলিয়া দিলেন। ঋষি কোপাবষ্ট হইয়া সেই রাজাকে অতি-সম্পাত দিলেন। সুরমেধা তাহাতে ভূতল হইতে নরকে গমন করিল। হে নাথ! শাপের শৃঙ্খা এইরূপ সর্বত্রই আছে। হে স্যামিন্! হে অসুরেশ্বর! আপনার রাজ্য ও সুখ ইচ্ছা করিয়াই আমি এসব কার্য্য করিতে

\* স কন্তাং রমণার্থী তু রুদন্তীক ন মোচত ইতি পাঠঃ কচিৎ ।



## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

নারদেন বচঃ শ্রুত্বা ঘোরবুদ্ধিবিবৰ্দ্ধনম্ ।  
মোহনা জপাতে বিদ্যা পদমানেতিভৈরবা ।৪৯  
শক্র উবাচ ।  
কথং সা ভৈরবা বিদ্যা কিংবোধ্যা কিংপরাক্রমা ।  
জপত্যা কেন বিধিনা কথং প্রাপ্তা চ শক্রাৎ ।  
বিদ্যা মোহনশীলা যা সশুরাসুরমানবান । ৫০

ব্রহ্মোবাচ ।

আরাধ্য নন্দিনা পূৰ্ব্বং দেবদেবঃ জগদ্ভুতম্ ।  
যোগাভ্যাসেন মহতা তদা তন্ত দদর্শ তাম্ ।  
দৃষ্ট্বা দেবেশ্বরং শঙ্কুঃ পপ্রচ্ছেমঃ \* বরং শৃণু ।  
তদা তেন সমাচিন্ত্য বিম্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।  
পদমালাং মহাবিদ্যাং সৰ্বদেবনমস্কৃতাম্ ।  
যাচয়ামি সুরেশানমুমাদেহাৰ্কিহারিণম্ । ৫২

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

যদি মাং বরদো দেবস্তত্তো বা ত্রিদশেশ্বরঃ :

বারণ করিতেছি । ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ,  
ঘোর-মহিষীর কথা শুনিয়া বুঝিলেন,  
ইহাতে ঘোরের চৈতন্ত হইতে পারে; তাই  
তিনি ঘোরের মোহনের জন্ত অতিভৈরবা  
পদমালা বিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন । ইন্দ্র-  
বলিলেন,—সেই ভৈরববিদ্যা কিরূপ ? কেমন  
বিদ্যা ? তাহার সামর্থ্য কিরূপ ? কোন  
বিধানে তাহা জপ করিতে হয় ? আর শিবের  
নিকট হইতে সুরাসুর নরবিমোহিনী সেই  
বিদ্যা, কে কিরূপে লাভ করিল ? ব্রহ্মা বলি-  
লেন,—নন্দী পূৰ্বে জগদ্ভুত দেবাধিদেবকে  
মহাযোগাভ্যাসে আরাধনা করিলে, দেবদেব  
শিবমূর্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—  
বর প্রার্থনা কর আমি তাহা দিতেছি ।  
নন্দিকেশ্বর চিন্তা করিয়া উমা-দেহাৰ্কিধারী  
শিবের নিকটে পাপ ও বিষ বিনাশিনী সৰ্ব-  
দেব-নমস্কৃত পদমালা মহাবিদ্যা যাজ্ঞা করি-

\* ভূহা দেবেশ্বরঃ শঙ্কুঃ প্রযচ্ছেমম্ ইতি  
পাঠান্তরম্ ।

তদা লোকহিতার্থায় পদমালাং প্রযচ্ছ নঃ । ৫৩

ঈশ্বর উবাচ ।

শুক্রেন চ তপন্তস্তঃ তেন বিদ্যা পুরাষিতা ।  
নহি দত্তা ময়া তন্ত দেবাণাং বিষকারকঃ । ৫৪  
হুয়া হি যাচিতা বৎস ময়া ভক্তঃ তথৈতি চ  
দাতব্যা শৃণু তত্বেন ভূহাসনসমাদিগঃ \* ৫৫  
ও নমো † ভগবতি চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি  
খট্টকপালহস্তে মহাপ্রেতসমাক্রাণ্টে মহাবিমান-  
মালাকুলে ‡ কালরাজি বহুগণপরিবৃতে মহা-  
সুখে বহুভুজে ঘণ্টাভমককিঙ্কিণি অট্টাট্টহাসে  
কিলিকিলি হুং দংষ্ট্রে ঘোরাঙ্ককারিণি নানাধ্ব-  
বহুলে গজচৰ্ম্মপ্রাবৃতশরীরে কধিরমাঃসদিক্কে  
লোলিহানোগ্রজিহ্বে মহারাক্ষসি রেদ্রংষ্ট্রা-  
করালে ভীমাট্টহাসে ক্ষুরদ্বিভুঃসমপ্রভে চল  
চল চকোবনেত্রে শিলি শিলি ললনজিহ্বে বাঃ  
ক্রকুটিমুখে হুঙ্কারভয়হাসিনি কপালবেষ্টিতজটা-  
মুকুটেশাঙ্কধাৰিণি অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি  
হুং হুং দংষ্ট্রাঘোরাঙ্ককারিণি সৰ্বাবল্লাবনাশিনি  
ইদং কৰ্ম সাধয় সাধয় নীত্বং হরং হরং কট  
কট † অক্ষুণ্ণেন শময় অনুরূপবেশয় ॥ বহু

লেন । নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে দেবদেব !  
যদি তুমি হইয়া আমাকে বরদান করিতে আপনি  
প্রস্তুতই হইলেন, তবে লোকহিতার্থ পদমালা-  
বিদ্যাই প্রদান করুন । ঈশ্বর বলিলেন,—  
পূৰ্ব্বকালে সেই বিদ্যা প্রার্থনা করত শুক্র তপন্ত  
করিয়াছিলেন । আমি কিন্তু তাঁহাকে সে বিদ্যা  
দেই নাই ; কেননা শুক্র, দেবগণের বিষ-  
কর্তা । ৪৯—৫৪ । তুমিও ইহা যাজ্ঞা করিতেছ,  
আমিও 'তোমার' প্রার্থিত বর প্রদান করিতে  
পূৰ্বেই স্বীকৃত হইয়াছি । অতএব তাহা  
দিতেছি, তুমি ভূতলে সমাসীম হইয়া একাগ্র-

\* ভূহাসনসমাদিগঃ, ইতি বা পাঠঃ ।

† মহাবিশালমালাগলে ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

‡ হরং কহ কহ ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

॥ মহাপ্রবেশঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

বন্ধ কম্পয় কম্পয় চল চল চালয় চালয়।  
 কধিরমাংসমদ্যপ্রিয়ে হন হন কুট কুট ছিন্দ  
 ছিন্দ মারয় মারয় \* বজ্রশরীরমানয় আনয়  
 ত্রৈলোক্যাগতমপি ভূম্মমুহুঃ বা গৃহীতমগৃহীতং  
 বা আবেশয় আবেশয় ক্রাময় ক্রাময় নৃত্য  
 নৃত্য বন্ধ বন্ধ কোটরাঙ্কি উর্দ্ধকেশি উলুক-  
 বদনে করকিণি কর্কমলাধারিণি † দহ দহ  
 পচ পচ গৃহ গৃহ মণ্ডলমধ্যে প্রবেশয় প্রবেশয়  
 কিং বিলম্বসি ব্রহ্মসন্তান বিষ্ণুসন্তান রুদ্র-  
 সন্তান ঋষিসন্তান আবেশয় আবেশয়। কিলি  
 কিলি মিলি মিলি ‡ বিকটরূপধারিণি কুম-  
 ভুজঙ্গমবেষ্টিতশরীরে সর্বগ্রহাংশিনি প্রল-  
 য়োষ্টি ভূগ্নাসিকে কপিলজটে ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মি  
 ভুজ ভুজ জলজ্জ্বালামুখি জল জল খল খল  
 পাতয় পাতয় রক্তাঙ্কি ঘৃণাপয় ঘৃণাপয় ভূমিঃ  
 পাতয় পাতয় শিরো গৃহ গৃহ চক্ষুর্মৌলয় মৌলয়  
 হৃদয়ঃ ভুজ ভুজ হস্তপাদৌ গৃহ গৃহ মুদ্রাঃ  
 ফোটয় ফোটয় হুং হুং কট বিদারয় বিদারয়  
 জিশূলেণ ভেদয় ভেদয় বজ্রেন হন হন দণ্ডেন  
 তাতয় তাতয় চক্রেণ ছেদয় ছেদয় শক্তিণা  
 ভেদয় ভেদয় দংষ্ট্রয়া কৌলয় কৌলয় কত্রিকয়া  
 পাটয় পাটয় অক্ষুশেন গৃহ গৃহ শিরোহর্কি-  
 জরম্ ঐকান্তিকঃ দ্ব্যাহিকঃ ত্র্যাহিকঃ চাতুর্ভিকঃ  
 ডাকিনীকন্দর্পগ্রহান্ মুকাপয় মুকাপয় লন লন  
 উখাপয় উখাপয় ভূমিঃ পাতয় পাতয় গৃহ  
 গৃহ অক্ষাধি জাহি মাহেশ্বরী এহি এহি  
 কোমারি এহি এহি বৈষ্ণবি এহি এহি বারাহি

চিন্তে অবগ কর। ৫৫। এই বলিয়া শিব “ও  
 নমঃ ভগবতি চামুণ্ডে” ইত্যাদি “হুং কট”  
 পর্যন্ত মন্ত্র \* উপদেশ করিয়া বলিলেন,—

\* অমুক্তম্ ইত্যাহিকঃ পাঠঃ কেষুচিৎ।

† বরাদমলাধারিণি ইতি বা পাঠঃ।

‡ চিলি চিলি ইতি পাঠান্তরম্।

৭ বিকটমুখে ইতি বা পাঠঃ।

\* এই মহামন্ত্র বা তদর্থ এইরূপ প্রকাশ  
 করিয়া অকর্তব্যবোধে পরিত্যাগ করিলাম।

এহি এহি ঐশ্রি এহি এহি চামুণ্ডে এহি  
 এহি কপালিনি এহি এহি মহাকালি এহি  
 এহি রেবতি এহি এহি মহারেবতি এহি এহি  
 শুকরেবতি এহি এহি আকাশবেবতি এহি এহি  
 এহি হিমবস্তচারিণি এহি এহি কৈলাসচারিণি  
 এহি এহি পরমহান ‘ছন্দ ছিন্দ কিলি কিলি  
 বিচে কুঘোরে ঘোররূপিণি চামুণ্ডে রুদ্র-  
 ক্রোধাদবিনিঃসৃতে অমুরক্ষয়করি আকাশ-  
 গামিনি পাশেন বন্ধ বন্ধ কর্ত কর্ত শময় তিষ্ঠ তিষ্ঠ  
 মঙ্গলং প্রবেশয় প্রবেশয় গৃহ গৃহ মুখঃ বন্ধ  
 বন্ধ চক্ষুর্দ্বন্দ্ব বুদ্ধ হৃদয়ঃ বন্ধ বন্ধ হস্তপদৌ  
 বন্ধ বন্ধ দৃষ্টগ্রহান্ সর্বান বন্ধ বন্ধ সাদিশা  
 বন্ধবন্ধ বিদিশা বন্ধবন্ধ উর্দ্ধং বন্ধ বন্ধ অধস্তাদ্  
 বন্ধবন্ধ ভস্মনা পানীয়েন মৃত্তিকয়া কা সর্বপৈক্যা  
 আবেশয় আবেশয়। ঘাতয় ঘাতয় \*  
 চামুণ্ডে কিলি কিলি বিচে হুং কট ॥ ৭৬

এবং সা পদমালাখ্যা বিদ্যা দেবনামস্কৃতা।

যন্তার্থে উদয়ঃ জম্বুর্দ্বীপঃ ভার্গবঃ পুণ্য ॥ ৭

স চ বর্ষশতং দিব্যং স্ত্রীয়া শাপেন শাপিতঃ ॥ ৭৮

চরাচর তদা দেবী কারুণ্যাদ্ ভব ভোষিতা।

তব লিঙ্গাধিনিজ্জাভঃ শুক্রেণ নান্না ভবিষ্যতি ॥

সুতোহয়ং তব দেবেণ সর্ববিদ্যাধিপো বঃ।

দ্ব্যাপি বৎসলে দেয়া অভক্তে নাজিতেন্দ্রিয়ে।

অষ্টোত্তরশতং কুর্যাৎ কৰ্মণাং গণনায়ক ॥ ৬০

ইহাই সেই দেব-নামস্কৃতা ‘পদমালা-বিদ্যা।  
 ভার্গব, এই বিদ্যা পাইবার জন্যই আমার  
 উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভার্গব, শাপগ্রস্ত  
 হইয়া দিব্য পরিমাণে শতবৎসর তথায় বিচরণ  
 করে। তারপর পার্বতী দয়াবশতঃ তাহার  
 প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলেন,— হে ভব !  
 আপনার লিঙ্গপথে নিজ্জাভ হইয়া শুক্র নামে  
 খ্যাত হউক। হে দেবেশ ! শুক্র আপনার  
 পুত্র হইল। সর্ববিদ্যায় গারদর্শিতা এবং  
 ঐশ্বর্যতা শুক্রের হইবে। বৎস ! এই বিদ্যা  
 তুমিও অভক্ত বা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে দিবে

পাতয় পাতয়েতি পাঠান্তরম্

এবং পূৰ্বং মহাবিদ্যাং শিবারদীপঃ প্রাপ্তবান ।  
শক্র উবাচ ।

সমস্তপদ উচ্চায়া অষ্টোত্তরশতং বিভো !  
কৰ্মণাং কুরুতে নাথ কিংবা প্রত্যেকশক্তি ।  
কানি কৰ্ম্মাণি দেবেশ পদানাং ক্রহি তত্ত্বতঃ ।  
ব্রহ্মোবাচ ।

একৈকশ্চ পদস্তাসং পদানাং সাধনং তথা ।  
উময়া কৃষ্ণিকং বৎস যথাবদমুপূৰ্ব্বশঃ । ৬৩  
তথা তেহঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তবেন বাসব ।  
সিদ্ধান্তবেদকৰ্ম্মাণামধৰ্মপদদীপনীম্ ।  
অনয়া তু সমা বিদ্যা ন ভূতা ন ভবিষ্যতি । ৬৪  
দেবোবাচ ।

কৈলাসপীঠে বীরেশঃ পরমঃ প্রভুঃ ।  
উক্তা যা চ এহ বিদ্যা মূলতম্ ত্বয়া প্রভো \*  
কোটিগ্রন্থাৎ সমাহিত্য সৰ্বকৰ্ম্মপ্রবর্তকা ।  
একস্তাপি † জপং বক্ষ্যে সমাসাদ্ বিধিচৌদিতঃ

না । হে গণেশ ! এই পদমালা-মন্ত্র প্রভাবে  
অষ্টোত্তরশত কৰ্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে ।  
( ব্রহ্মা বলিলেন ) নন্দিকেশ্বর শিবের নিকট  
এইরূপে উক্ত বিদ্যা প্রাপ্ত হন । ৫৬-৬১ । ইন্দ্র  
বলিলেন,—প্রভো ! অষ্টোত্তর শত কৰ্ম্মে  
পটুতা কি সমস্ত মন্ত্রজপের কল, অথবা হে  
নাথ ! এক একটি পদ-মন্ত্র প্রভাবে সে সমস্ত  
করিতে ক্ষমতা হয় ? আর হে দেবেশ !  
সেই অষ্টোত্তরশত কৰ্ম্ম কি ক্রি, তাহাও  
যথার্থতঃ বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—এক একটি  
পদমন্ত্র-স্তাস এবং পদমন্ত্র-সাধনের কথাই  
উমা বলিয়াছেন ; যে প্রণালীতে তিনি তাহা  
বলিয়াছেন, বৎস বাসব ! আমি তাহা যথার্থ-  
রূপে বলিতেছি । বেদসিদ্ধান্তকৰ্ম্ম প্রতিপাদনী  
অধৰ্ম-বেদোক্তা এই বিদ্যার তুল্য বিদ্যা  
আর হয় নাই হইবে না । ৬২-৬৪ । পূৰ্বে দেবী  
কৈলাসপৰ্ব্বতমধ্যে কুবহিত বীরেশ্বর পরম-  
প্রভু শিবকে বলিয়াছিলেন,—হে প্রভো !

মন্ত্রমানেতি নায়েকঃ তথা মন্ত্রপদানি চ ।  
পদে পদে বিধিকৈব সিদ্ধি-সাধনমেব চ ॥  
এতয়ে সংশয়ং দেব বক্রমহসি শূলিন । ৬৬  
তৈরব উবাচ ।  
সাধু দেবি মহাপ্রাক্ষে অপূৰ্বঃ পৃচ্ছসে বিধিম্ ।  
প্রবক্ষ্যামি ন সন্দেহো যেন সিধ্যন্তি সাধকাঃ ।  
ও নমো ভগবতি চামুণ্ডে নমঃ ।  
অনয়েতি সৰ্বত্র বীরব্রতং লক্ষং জপেৎ  
সম্যতো ভবতি \* ।  
ও শশানবাসিনি নমঃ ।  
অনয়া শশানপ্রবেশনম্ ।  
খট্বেকপালহস্তে নমঃ ।  
অনয়া যমাবলম্বনম্ ।

কোটি কোটি গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া মূল-  
তম্ সৰ্বকৰ্ম্ম-প্রবর্তনৌ যে মহাবিদ্যার কথা  
বলিয়াছেন, তাহার নাম মন্ত্রমালা বা মন্ত্রপদ ।  
তাহা আত সংক্ষেপে বলিয়াছেন, সেই মন্ত্রের  
জপপ্রণালী কীৰ্ত্তন করুন ; পদে পদে সেই  
মন্ত্রের বিধি আছে, তাহাও কীৰ্ত্তন করুন ;  
সিদ্ধি ও সাধন-প্রণালীর বিষয়ও বলুন । হে  
দেব ! এসম্বন্ধে আমার সংশয় আছে,  
অতএব ইহা বলিতে আত্মা হয় । তৈরব  
বলিলেন,—মহাপ্রাক্ষে ! দেব ! উত্তম অপূৰ্ব  
বিধির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ । যাহাতে  
তোমার সন্দেহ যায়, তদনুসারে বলিতেছি,  
এতদনুসারেই সাধকেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ।  
( পদমালা বিদ্যার মধ্যে ৩২টি মন্ত্রের প্রসঙ্গ  
আছে ;—আমরা মন্ত্রের উল্লেখ না করিয়া  
প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি নামে, সেই মন্ত্রের সাধ-  
নার কথা বলিতেছি । বলা বাহুল্য, মূলে, মন্ত্র  
উল্লিখিত আছে । ) বীরব্রত অবলম্বনপূৰ্ব্বক  
প্রথম-মন্ত্র, লক্ষ জপ করিলে লোকপ্রিয় ও  
সম্মানাপন্ন হয় । দ্বিতীয়-মন্ত্রজপে শশানে

\* মূলতম্বেণ বা প্রভো ইতি পাঠান্তরম্ ।  
† এতস্তাপীতি বা পাঠঃ ।

\* অনয়া বীরব্রতেন লক্ষং জপেত ইতি  
কচিং পাঠঃ ।

ওঁ মহাপ্রোতসমাক্রোচে নমঃ ।

অনয়া সর্বশুল্কস্তম্ভনম্ ।

ওঁ মহানিমানমালাকুলে নমঃ ।

বৃষ্টিবারণম্ । ওঁ কালরাজি নমঃ । অস্ত-  
কানকরণম্ । ওঁ বহুগণপারিত্তে নমঃ । জল-  
সাধনম্ । ওঁ মহাপ্রুথে বহুভুজে নমঃ । শত-  
মোক্ষণম্ । ওঁ হস্তোড়মকিকিচনীনাশকবহলে-  
নমঃ । অনয়া সর্ববিঘ্ননিবারণম্ । ওঁ অট্ট-  
হাসে নমঃ । মারীপ্রবেশনম্ । ওঁ চল চল  
চ-কারনেত্রে নমঃ । পরসৈন্তস্তম্ভনম্ । ওঁ হিলি  
হিলি লগ্নজিহ্বে নমঃ । কপালমধনম্ সমস্ত-  
মদ্যাকর্ষণম্ । ওঁ ভ্রীং ককটিমুখি নমঃ স্রিয়া-  
কর্ষণম্ । ওঁ হুং কারভয়গ্রাসিনি নমঃ । বিসর্জ-  
নম্ । ওঁ ক্ষুরীকবিদ্যাৎসমপ্রাপ্ত নমঃ । খড়্গ-  
স্তম্ভনম্ । ওঁ কপালমালাবেষ্টিতজটামুকুট-  
শশাক্ষধারিণি নমঃ । সর্বসম্বলীকরণম্ । ওঁ  
অট্টহাসে কিলিকিলি নমঃ । পরমজ্যৈষ্ঠদনম্ ।  
ওঁ বিভো \* নমঃ । ভৈরবীকরণম্ । ওঁ

প্রবিষ্ট করিবার ক্ষমতা হয় । তৃতীয়-মন্ত্রজপে  
মন্ত্রবল অথবা পরকীয় মন্ত্রণাতেদ-ক্ষমতা হয় ।  
চতুর্থ-মন্ত্রজপে পরপ্রেরিত \* সর্বশুল্ক-স্তম্ভন  
করিতে পারা যায় । পঞ্চম-মন্ত্রজপে বৃষ্টি বন্ধ  
করিবার সামর্থ্য হয় । ষষ্ঠ-মন্ত্রজপে অস্তকান  
করিবার ক্ষমতা হয় । সপ্তম-মন্ত্রজপে জলসাধন  
হয় । অষ্টম-মন্ত্রজপে সুকাস্য মোচনে নৈপুণ্য  
হয় । নবম-মন্ত্রজপে সর্ববিঘ্ননিবারণ হয় । দশম-  
মন্ত্রজপে শত্রুসমূহে মারী-উপদ্রবী প্রবেশ করান  
যায় । একাদশ-মন্ত্রজপে শত্রুর খড়্গ স্তম্ভিত  
করিয়া দেওয়ার সামর্থ্য হয় । \* দ্বাদশ-মন্ত্রজপে  
পরসৈন্তস্তম্ভনে ক্ষমতা হয় । ত্রয়োদশ-মন্ত্রজপে  
কপালমধন এবং সমস্ত মদ্যাকর্ষণে ক্ষমতা হয় ।  
চতুর্দশ-মন্ত্রজপে স্বীলোক আকৃষ্ট করা যায় ।  
পঞ্চদশ-মন্ত্রজপে মারণ-সামর্থ্য হয় । ষোড়শ-  
মন্ত্রজপে সর্বপ্রাণীকে বশ করিবার ক্ষমতা হয় ।  
সপ্তদশ-মন্ত্রজপে পরমজ্যৈষ্ঠদনে সামর্থ্য হয় ।

\* চিহ্নেতি ইতি বা পাঠঃ ।

বিহে নমো নমঃ । স্বয়ং দেব্যা অসাধ্য সাধ-  
য়তি । ওঁ হুং হুং নমঃ । গ্রহগহশায়নম্ \* ।  
ওঁ দংষ্ট্রাঘোরাঙ্ককারিণি নমঃ । আবেশনম্ ।  
ওঁ পঞ্চবিঘ্নবিনাশিনি নমঃ । ভস্মনা নৃত্যা-  
পয়তি † । ওঁ উর্দ্ধকেশি নমঃ । উপসর্গ-  
নিবরণম্ । ওঁ উলুকবদনে করকিণি নমঃ ।  
কাপালিকসাধনম্ । ওঁ করজমালাধারিণি নমঃ ।  
রিপুক্ষোভণম্ বশীকরণক ডমককেণ ‡ । ওঁ  
বিকৃতরূপিণি নমঃ । উন্নতহোমেন উন্নতৌ-  
করণম্ । ওঁ কৃষ্ণভুজদ্ববেষ্টিতশরীরে নমঃ ।  
সর্পেদংশাপয়তি । ওঁ প্রৌঢ়াশ্রোষ্ঠি নমঃ ।  
নৃত্যাপয়তি । ওঁ ভগ্ননাসিকে নমঃ । ভুজয়তি ।  
ওঁ চিপিটামুখে নমঃ † । মোচাপয়তি \*  
ওঁ কপিলজটে জালামুখি নমঃ । পুরদাহজননম্ ।  
ওঁ রক্তাক্ষি পূর্ণমায় নমঃ † । সর্বজরাবেশ-

অষ্টাদশ-মন্ত্রজপে ভৈরবীকরণে শক্তি হয় ।  
একোবিংশ মন্ত্রজপে স্বয়ং দেবীর অসাধ্য  
সাধন করিতে পারে । বিংশ-মন্ত্রজপে গ্রহা-  
বিষ্ট করিতে সামর্থ্য হয় । একবিংশ-মন্ত্রজপে  
ভূতাবেশ করিতে পারা যায় । দ্বাবিংশ-মন্ত্র-  
জপে ভস্ম মাখাইয়া নাচান যায় । ত্রয়োবিংশ  
মন্ত্রজপে উপসর্গদূর করান যায় । চতুর্বিংশ  
মন্ত্রজপে কাপালিক সাধন, পঞ্চবিংশ-মন্ত্রজপে  
নগরক্ষোভ-সাধন এবং বশীকরণে ক্ষমতা হয় ।  
ষড়বিংশ মন্ত্র দ্বারা উন্নতক-হোম করিলে উন্নত  
করিবার ক্ষমতা হয় । সপ্তবিংশ-মন্ত্রজপে সর্প  
দ্বারা দংশন করান যায় । অষ্টাবিংশ-মন্ত্রজপে  
নর্জিত করা যায় । একোত্রিংশ-মন্ত্রজপে  
ভোজন করাইবার ক্ষমতা হয় । ত্রিংশ-মন্ত্রজপে  
মোহিনী বিদ্যা হয় । একত্রিংশ-মন্ত্রজপে নগর

\* গ্রহগহোগনং ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

† ইত্যাশ্রিত ইতি • তস্মান্নৃত্যাপয়তি  
ইতি চ কচিৎ ।

‡ ওঁ বিপিটামুখি নমঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\* সোধাপয়তি ইতি পাঠান্তরম্ ।

† বর্ণায় নমঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ ।



করণম্ । ততঃ কৃষ্ণাবরধরঃ কৃষ্ণমালায়-  
লেপনঃ বীরব্রতধারী শশানবাসী ভৈরব্য-  
হার এতৈককণ্ঠ পদস্তম্ভসহস্রং জপেৎ কৃত-  
পুরশ্চরণে । ভবাত তিলামাং মধুনাভ্যাসনামষ্ট-  
সহস্রং জুহুয়াৎ সিধ্যতি । ৬৮  
মহামাংসেন ত্রিমধুনাভ্যাসনেন অত্যন্তুতান কৰ্ম্মাণি  
কৰোতি ।

অশুকল্লোক্তানি চ কৰোতি ।  
অথৰ্কবেদবিহিতানি কৰোতি ।  
সাক্ষাৎভৈরবদেবৈঃ সিন্ধৈশ্চ পরিপূজ্যতে । ৬৯  
এবং দেবী মহাবিদ্যা চামুণ্ডা পদমালিনী ।  
নিবন্ধা শতগুণাগ্রকৰ্ম্মণাং হৃদপাদনী । ৭০  
কুৰ্ব্বতে কোটিং কৰ্ম্ম যোগযুক্তশ্চ \*  
পার্কতি । ৭১  
সকলুচ্চারণাবিদ্যা ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি । ৭২

দাহনে শক্তি হয় এবং দ্বাত্রিংশ-মন্ত্রজপে সৰ্ব-  
বিষজ্ঞাবেশনে সমর্থ হয় । কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান,  
কৃষ্ণমালা এবং কৃষ্ণ অনুলেপনে সজ্জত হইয়া  
বীরব্রত অবলম্বন-পুৰঃসর, ভিক্ষার ভোজন  
করত শশানে এক একটা মন্ত্র আটহাজার বার  
করিয়া জপ করিলে পুৰশ্চরণ করা হয় । মাক্ষ-  
কাদি ত্রিবিধ-মধুযোগে তিল দ্বারা অষ্টসহস্র  
হোম করিলে সিদ্ধ হয় । ত্রিবিধ-মধুযুক্ত মহা-  
মাংস দ্বারা হোম করিলে অত্যন্তুত কৰ্ম্ম করি-  
বার সাধা হয় । অশুকল্লোক্ত কার্য্য সকল  
করিবার ক্ষমতা হয় । অথৰ্কবেদ-বিহিত বিচিত্র  
কৰ্ম্মসমূহ কৰিতে পারে । সাক্ষাৎ, ভৈরবের  
শ্রায়, তাহাকে দেবগণ এবং সিদ্ধগণ, পূজা  
করেন । হে দেবি ! চামুণ্ডা পদমালিনী মহা-  
বিদ্যা এইরূপ । অষ্টোত্তরশত কৰ্ম্ম এই বিদ্যা  
প্রভাবে সিদ্ধ হয় । হে পার্কতি ! বিশেষ  
ভক্তিয়ুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোটি প্রকার কৰ্ম্ম-  
সিদ্ধি এই বিদ্যা দ্বারা হয় । এই মহাবিদ্যা  
একবারমাত্র উচ্চারিত হইলে ব্রহ্মহত্যা দূর

সৰ্বতীৰ্থাভিষেকস্ত সৰ্বব্রতকলানি চ ।  
জপেন শ্রবণাহাথ সৰ্বকৰ্ম্মেষু যচ্ছতি \*  
সৰ্বোপসর্গশমনী সৰ্ববিঘ্নাধিনিবারিণী ।  
অভক্তায় ন দাতব্যং যন্ত দেবাং ন পূজ্যতে । ৭৩  
ইত্যাদৌ দেবীপুরাণে দেব্যবতারে পদমালিনী-  
মন্ত্রাবিদ্যা নাম নবমোহধ্যায়ঃ । ৯ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

যোগপ্রকরণম্—প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

শুক উবাচ ।

নন্দিনা পদমালায় দেব্যাতৈস্তুর্ভুবি বিকিতা ।  
তস্তাঃ সাধনবীরোক্তিঃ কথং তাং নারদো কুভেৎ  
ব্রগোবাচ ।

সনৎকুমারঃ বরদং তপসা ধূতকল্মষম্ ।  
মম পুঞ্জং মন্থাপ্রাজ্ঞং নিবভাবেন ভাবিতম্ । ২

করেন । এই মহাবিদ্যা জপ বা শ্রবণ করিলে  
সকল বর্ণেরই সৰ্বতীৰ্থ জ্ঞানফল এবং সৰ্ব-  
ব্রতানুষ্ঠানফল লাভ হয় । সৰ্ববিধ উপসর্গ,  
সৰ্বপ্রকার ব্যাধি এই মহাবিদ্যার প্রভাবে  
উপশান্ত হয় । যে ব্যক্তি দেবীপূজা না করে,  
সেই অভক্তকে এই বিদ্যা প্রদেয়  
নহে ! ৬৭—৭৪ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯ ।

দশম অধ্যায়ঃ ।

যোগ—প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ইন্দ্র বলিলেন,—নন্দী পদমালা বিদ্যা  
দেবীর নিকট শ্রবণ করেন, দেবী শিবের নিকট  
এই মহাবিদ্যা-সাধন-প্রণালী শ্রবণ করেন,  
নারদ এ বিদ্যা কোথা হইতে পাইলেন ? ব্রহ্মা  
বলিলেন,—তপোদধি-পাপব্যাধি, শিবভাবে

তেন আরাধ্য নন্দীশং শিবতুলাং মহাব্রতম্ ।  
 পরিপূচ্ছা যথাত্মায়ং যোগশাস্ত্রমমৃতমম্ ॥ ৩  
 শিবসিদ্ধাস্তমার্গেণ বেদশাস্ত্রাগমেন চ ।  
 যথা তু প্রাপ্যতে যোগস্তথা মে ক্রহি তত্ত্বতঃ ॥  
 স চ যোগঃ সমাসাদ্য কৃতবুদ্ধির্মহামুনিঃ ।  
 বিদ্যাঞ্চ প্রাপ্তবাংস্তু নন্দীশস্ত প্রসাদতঃ ॥ ৫  
 তথা তেনাপি সা বিদ্যা সংযোগারাদায় চ ।  
 আরাধ্যমানঃ কাসে ন দত্তবান্ধুনপুঙ্গবঃ ॥ ৬  
 যেন যোগেনাসৌ যোগী সবিদ্যোহিপাজ্জরামরঃ  
 তপতি ক্রবমার্গস্থঃ শিবযোগপ্রভাবতঃ ॥ ৭

শক্র উবাচ ।

যেন যোগেন সা বিদ্যা ব্রতহীনৈহপি সিধ্যতি ।  
 তচ্চ দেব সমাখ্যাহি যেনৈব লক্ষিতো ভবৎ ॥ ৮  
 কিং যোগঃ কেঁন বা দেব প্রাপ্যতে সুরপূজিত  
 এতদেব মহাভাগ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৯

ভাবিত, বরদাতা মহাপ্রাজ্ঞ সনৎকুমার নামে  
 আমার এক পুত্র আছে জান ত। তিনি মহা-  
 ব্রতধারা শিবতুলা নন্দীশ্বরের আরাধনা করিয়া  
 যথানিয়মে তাঁহার নিকট অতুল্য যোগশাস্ত্র  
 জিজ্ঞাসা করেন। ( সনৎকুমার বলেন ) শিবের  
 সিদ্ধাস্ত-পথানুগারে এবং শ্রুতিঃত্রাদির মতা-  
 নুসারে প্রকৃত যোগ করা যায় কিরূপে ? তাহা  
 আমাকে যথার্থতঃ বলুন। তারপর সেই পরম  
 বুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি, নন্দীর নিকট যোগশাস্ত্র  
 প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রসাদে পদমালা  
 বিদ্যাও লাভ করেন। অসম্ভব, সনৎকুমার  
 যুনিসত্তম নারদকর্তৃক আরাধিত হইয়া সেই  
 বিদ্যা তাঁহাকে যথাকালে প্রদান করেন।  
 যোগী নারদ, সেই শিবযোগ ও বিদ্যার বলে  
 অজর অমর হইয়া ক্রবপথে অবস্থিত হইয়া  
 তপস্তা করিয়া থাকেন। ১-৭। ইন্দ্র বলিলেন,—  
 যে যোগপ্রভাবে সেই বিদ্যা ব্রতহীন ব্যক্তির  
 পক্ষেও সিদ্ধ হয় ও যাহাতে সর্বকার্যে যোগ্য  
 হয়, হে দেব ! তাহা কীৰ্ত্তন করুন। হে  
 দেবপূজ্য ! কিরূপ যোগ, কীদৃশ ব্যক্তিই বা  
 তাহাতে অধিকারী, মহাভাগ্যকারী এই কথা

ব্রহ্মোবাচ ।

সনৎকুমারং বরদং কোটীশ্বর্যসমপ্রভম্ ।  
 মেরুপৃষ্ঠাশ্রিতং দৃষ্ট্বা সর্বভূতনমস্কৃতম্ ॥ ১০  
 প্রণম্য শিরসা তু তৈশ্চ যোগীচার্যায় নারদঃ ।  
 পরিপূচ্ছতি যত্নেন সূক্ষ্মং যোগমুত্তমম্ ॥ ১১  
 ভগবন শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে কথয় সুব্রত ।  
 কেনোপায়েন তদযোগং প্রাপ্যতে ঋষিসত্তম ।  
 তৈশ্চ প্রোবাচ ভগবান্ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।  
 শৃণু নারদ বক্ষ্যামি যোগং সংক্ষেপিতস্তব ॥ ১২  
 পুষ্পভূতেষু শাস্ত্রেষু মধুবে সারিমুদ্রিতম্ ।  
 যোগধর্ম্যং প্রবক্ষ্যামি নৈমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৪  
 জ্ঞানাত্মব্রত বরাগ্যং বৈরাগ্যাক্ষরমক্ষয়ং ।  
 ধর্ম্যাক্ষ যোগো ভবতি যোগান্মাহেশ্বর্য গুণাঃ ।  
 পূর্বং জ্ঞানাগমং ব্রহ্মা নিকন্তো ধর্ম্যমাচরেৎ ।  
 অতিপ্রসঙ্গে জ্ঞানেষু ন কার্য্যঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা ।  
 ধর্ম্যঃ প্রযত্নতঃ কার্য্যো যোগিনাস্ত বিশেষতঃ ।

যথার্থ শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ। ব্রহ্মা  
 বলিলেন,—সুমেরু পর্বতোপরি আসীন,  
 কোটী শ্বর্য-সমপ্রভ, সর্বভূতনমস্কৃত বরপ্রভ  
 যোগাচার্য সনৎকুমারকে অবলোকনপূর্বক  
 নারদ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অতি সূক্ষ্ম উত্তম  
 যোগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে  
 ভগবন্ সুব্রত ঋষিসত্তম। আমি শুনিতে  
 ইচ্ছা করি—কোন উপায়ে যোগ লাভ করিতে  
 পারা যায়, তাহা আমাকে বলুন। সর্বশাস্ত্র-  
 বিশারদ ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে বলিতে  
 লাগিলেন,—হে নারদ ! যোগপ্রণালী সংক্ষেপে  
 আমি তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ  
 কর। ৮—১৩। শাস্ত্র সকল পুষ্পরূপ ; যোগ-  
 ধর্ম্য তাহার সারোদ্ধার মধুরূপ ; আমি  
 মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া যোগধর্ম্য বলিতেছি  
 শাস্ত্রজ্ঞানের কল বৈরাগ্য, বৈরাগ্যই প্রকৃত  
 ধর্ম্যসংস্কারের মূল। ধর্ম্য—যোগের কারণ,  
 যোগ হইতে শৈবগুণপ্রাপ্ত হয়। পূর্বে  
 জ্ঞানোপার্জন করিয়া বৈরাগ্য সহকারে ধর্ম্যো-  
 পার্জন করিবে। সিদ্ধিপ্রার্থী ব্যক্তি, জ্ঞানো-  
 পার্জনেও অত্যাশঙ্কি করিবে না। যোগী

নাতি ধর্মাদৃতে যোগ ইতি যোগবিদো বিদুঃ ।  
 যথাদেশঃ যথাকালঃ যথাদেশঃ যথাক্রমম্ ।  
 যথোপদিষ্টে: কর্তব্যো ধর্মো ধর্মকলাধিভিঃ ॥ ১৮  
 ১) সুখানি চ ধর্মাস্তি নাধর্মাস্তি সুখানি চ ।  
 সুখার্থী বা তাজেদ্ধর্মঃ ধর্মার্থী বা তাজেৎ সুখম্  
 বরং নোপার্জিতো ধর্মো ন চৈবাপবিবিক্ষিতঃ\*  
 তস্মাৎ কৃতম্ ধর্মম্ কর্তব্যং পরিবক্ষণম্ ॥ ২০  
 অত্থা ক্রিয়তে ধর্মো অত্থা চোপদিষ্টতে ॥  
 কর্তব্যোপদেশো ধর্মো ধর্মপায়ণৈঃ ॥ ২১  
 সর্বধর্ম্যান্ পরিভ্রাজ্য যতিধর্মঃ সমাচরেৎ ।  
 যতিধর্মপরিভ্রষ্টো অধর্মকলমশুভে ॥ ২২  
 যতিধর্মস্ত সদ্ভাবঃ শ্রীযতাঃ গুণদোষতঃ ।

ব্যক্তি ধর্মোপার্জন বিষয়ে বিশেষ যত্ন  
 করিবে। ধর্ম ব্যতীত যোগসিদ্ধি হয় না,  
 যোগবেত্তারা ইহা জানেন। ধর্মকলাধিগণ  
 দেশ, কাল, দ্রব্য, ক্রম, এবং উপদেশ অনুসারে  
 ধর্মসঞ্চয় করিবে। সুখের নাম ধর্মও নহে  
 অধর্মও নহে, যে ব্যক্তি আপাত সুখাভিলাষী  
 হইবে, তাহার ধর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, আবার  
 যে ধর্মার্থী হইবে, তাহার আপাত সুখ ত্যাগ  
 করিতে হয়। বরং ধর্মোপার্জন না হওয়া  
 ভাল, তথাপি অজ্ঞান করিয়া রক্ষা না করা  
 ভাল নয়। অতএব অর্জিত ধর্ম রক্ষা করা  
 অতীব কর্তব্য। অর্গাৎ বিশেষ ধর্মও করিও  
 না, বিশেষ পাপও করিও না, তাহা বরং  
 ভাল, কিন্তু অনেক ধর্মসঞ্চয়ের পর প্রভূত  
 পাপানুষ্ঠান করা কিছু নয়। এক প্রকারে  
 ধর্ম অনুষ্ঠান করা যায়, কিন্তু উপদেশ করা  
 যায় অন্তরূপ, তাহা ভাল নহে; ধর্মপরায়ণেরা  
 ধর্মের অনুষ্ঠান ও উপদেশ একপ্রকারই করিয়া  
 থাকেন ॥ ১৪—২১। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া  
 যতিধর্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু যতিধর্ম  
 হইতে ভ্রষ্ট হইলে, অধর্মকল ভোগ হয়।  
 যতিধর্মের দোষগুণ অবগত কর। অপ্রমাদী

\* ন চৈব পরিবিক্ষিতঃ ইতি পাঠান্তরম্

অপ্রমাদাৎ পরা সিদ্ধিঃ প্রমাদান্নারকৌ এবম্ ॥ ২৩  
 পূর্বং ধর্মঃ চরিত্বা ব্রতযমনিয়মৈঃ

শাস্ত্রদৃষ্টৈরুপায়ৈ-  
 তুয়ো আনুযাতাবে হল-শকটধটে: ক্রেশাধিত্বা  
 শরীরম্  
 ঈষ্টান্ ভুঞ্জীত্ ভোগান্ বিশসনদ্বিভিত্তান  
 প্রায়ুশো ধর্মলকান  
 পশ্চাতিরে তু দেহে প্রবিশতি নরকং  
 তদু-কোপভুজেক্ত ॥ ২৪  
 ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগশাস্ত্রে  
 প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

যোগঃ—দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অবিশেষা বিশেষেভ্যঃ কারণহাৎ পরাঃ স্মৃতাঃ  
 ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ তেভ্যশ্চ অহঙ্কারো বিশিষাতে ॥ ১  
 অহঙ্কারাৎ পরা বুদ্ধিঃ সর্বভূতচাগ্রজো মহান ।  
 মহতঃ পরমব্যক্তিমব্যক্তাৎ পরমঃ পরঃ ॥ ২  
 সর্বকারণিভির্গুৈর্দৈর্ঘ্যমাস্তো নোপলভ্যতে ।

হইলে যতিধর্মের পরম সিদ্ধি হয়, প্রমাদী  
 হইলে, নরক—ইহা সিদ্ধান্ত। পূর্বজন্মে, যম-  
 নিয়ম ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি শাস্ত্র দৃষ্ট উপায় দ্বারা  
 ধর্ম আচরণ করিয়া স্বর্গলাভের পর পুনরায়  
 মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইলে হল-চালকত্ব, শকট-  
 চালকতা এবং কুস্তাদি বহন দ্বারা সেই  
 শরীরকে ক্রেশ দিতে হয়; তারপর, হিংসা-  
 নিম্পন্ন অধর্মলক ঈপ্সিত ভোগ্য ভোগ করি-  
 বার পরে, সেই দেহনষ্ট হইলে, নরকপ্রবিষ্ট  
 হইয়া পাপের ফল ভোগ করিতে হয় ॥ ২২-২৪।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

যোগঃ—দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র  
 রূপতন্মাত্র, রস তন্মাত্র এবং গন্ধ তন্মাত্র)  
 পঞ্চভূতের কারণ বলিয়া শ্রেষ্ঠ। পঞ্চতন্মাত্র  
 এবং একাদশ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহঙ্কার প্রধান  
 বুদ্ধি অহঙ্কার হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধি বা  
 মহত্ত্ব সর্ব জন্ত-পদার্থের অগ্রজ। প্রকৃতি বুদ্ধি  
 হইতে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তচ্চ বিংশতিমং তৎ পুরুষাদীশ্বরঃ পরঃ । ৩  
 যঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বভূতানাং কারণানাঞ্চ কারণম্ ।  
 তমৌশানংশিবং জ্ঞাত্বা নরো নির্বাণমর্হতি ॥ ৪  
 অগ্নৌ প্রকৃতয়ো জ্ঞেয়া বিকারশ্চৈব যোড়শ ।  
 কার্য্যক কারণৈকৈব দ্বারা দ্বারিত্বমেব চ ॥ ৫  
 বিপর্য্যয়ো অশক্তিঃ তুষ্টিঃ সিদ্ধিরনুগ্রহঃ ।  
 সুখং দুঃখঞ্চ মোহঞ্চ প্রমাণান্তস্তরাণি চ ॥ ৬  
 দৈবমষ্টবিধং জ্ঞেয়ং তৈর্য্যগ্ণোক্তক পঞ্চধা \* ॥  
 সর্বমেকঞ্চ মানুষ্যমেতৎ সংসারমণ্ডলম্ ॥ ৭  
 তৎসর্গং ভাবসর্গং ভূতসর্গঞ্চ যে বিদুঃ ।  
 ঈশ্বরঃ পুরুষকৈব স চ বিদ্বান্ স উচ্যতে ॥ ৮  
 তৎপঞ্চকো যন্ত বিবিক্তবুদ্ধিঃ † জিজ্ঞাসিতশ্চৈব  
 • নিত্যমচিৎসকশ্চ ।  
 বিজ্ঞায় সাংখ্যঃ পরমঞ্চ যোগঃ যোগাত্ম্যসাং  
 সর্বকৃৎখ্যাস্তমেতি ॥ ৯  
 ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

পুরুষের অন্ত সমাহিতচিত্ত যোগীগণেরও অনু-  
 পলভ্য । পুরুষই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব । ঈশ্বর,  
 পুরুষ হইতেও প্রধান । যিনি সর্বভূতের  
 সৃষ্টিকর্তা, কারণসমূহের কারণ—শিবই সেই  
 ঈশ্বর ইহা জানিলে নির্বাণ লাভ হয় । প্রকৃতি  
 আট, (মূল প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং  
 পঞ্চ তন্মাত্র ) বিকার পদার্থ যোড়শ, ( একাদশ  
 ইন্দ্রিয়, পুরুভূত, ) কার্য্য কারণ, দ্বার দ্বারী  
 বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি সিদ্ধি, অনুগ্রহসর্গ,  
 সুখ, দুঃখ মোহ, প্রমাণ ষ্টবিধ দেবযোনি,  
 পঞ্চবিধ তির্য্যগ্ণোনি, এক প্রকার মনুষ্য,  
 এই সংসারমণ্ডল তৎসর্গ, ভাবসর্গ, ভূতসর্গ,  
 ঈশ্বর এবং পুরুষ দ্বারা অবগত আছেন,

\* লিঙ্গপ্রাণাষ্টকং জ্ঞেয়ং গুণাশ্চ সহ  
 যুক্তিভিঃ । নিমিত্তং নৈমিত্তিকঞ্চ সঞ্চরং প্রতি-  
 স্করম্ ॥ অব্যক্তং চৈব ব্যক্তঞ্চ অনিত্যং  
 নিত্যমেব চ । অচেতনঞ্চৈতনঞ্চ অভৌগ্যং  
 ভৌগ্যমেব চ । ইদমাধিকং পদ্যদ্বয়ং কচিৎ ।

† বিবিক্তবুদ্ধিঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

যোগঃ—তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ঈশ্বরঃ পুরুষোহব্যক্তঃ যেহর্ষাঃ প্রাগপি সৃচিভাঃ  
 তেষাং সাধর্ম্ম্যাবৈধর্ম্ম্যমুপদেশ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ১  
 সর্বৈ সৃষ্টাদিত্যুৎপত্তাঃ সর্বৈ সর্বগতাশ্চ তে ।  
 সর্বৈ নিত্যা ইকম্পাশ্চ সর্বৈ সংসর্গধর্ম্মিণঃ ॥  
 অব্যক্তাঃ অবষ্টকাস্চ সর্বৈ নিরবয়বাত্তে ।  
 ভূতপ্রতন্ত লিঙ্গাশ্চ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥  
 ত্রিগুণং প্রসবং ধর্ম্মমঙ্গং ভৌগ্যমচেতনম্ ।  
 অস্বতন্ত্রমশুদ্ধঞ্চ প্রধানমিতি চোচ্যতে ॥ ৪  
 নির্গুণো চেতনো শুদ্ধাবৃত্তৌ প্রসবধর্ম্মিণৌ ।  
 জ্ঞানহমধ কৰ্ত্ত্বয়ং ভোক্তৃহম্ভয়োরাপি ॥ ৫  
 অনেকগুণসম্পূর্ণঃ প্রোচ্যতে গুণরাক্তিভিঃ ।  
 সাপেক্ষোহদর্শকারী চ অসর্বজ্ঞো হর্গসকৃৎ ॥ ৬

তাহাদিগকে বিদ্বান্ বলা যায় । সংসার-  
 বিরক্ত, জিতেন্দ্রিয় নিত্য অচিৎসক পণ্ডিত  
 ব্যক্তি, পরম সাংখ্যযোগ অবগত হইয়া যোগ-  
 ভাস করিলে সর্বকৃৎখের অবদান হয় । ১—৯ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

যোগ—তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বর, পুরুষ এবং প্রকৃতি এই যে তিন  
 পদার্থের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাদিগের  
 সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য যথার্থতঃ উপদেশ করিব । উক্ত  
 তিন পদার্থ সকলেই স্থায়ী, অনাধীন সর্বব্যাপক  
 নিত্য, নিষ্ক্রিয় এবং সংসর্গধর্ম্মী । তাহারা  
 সকলেই বিকার পদার্থ হইতে পৃথক্, অতী-  
 ন্দ্রিয় ব্রহ্মনিরবয়ব এবং অনুরমেয় । প্রকৃতি ও  
 বিকার ত্রিগুণাত্মক, প্রসবধর্ম্মী, ভৌগ্য, অচে-  
 তন, অস্বতন্ত্র এবং অশুদ্ধ । পুরুষ এবং ঈশ্বর  
 নির্গুণ, চেতন, শুদ্ধ এবং অপ্রসবধর্ম্মী  
 জ্ঞানকৰ্ত্ত্বয় এবং ভোক্তৃহ পুরুষ এবং ঈশ্বরের  
 উপচারিক সাধর্ম্ম্য । পুরুষ গুণদোষে  
 লিপ্ত, অনেক, অপূর্ণ, সাপেক্ষ, অসমীক্ষ্যকারী,  
 অসর্বজ্ঞ এবং সর্বাধিক কৰ্ত্তা নহেন । জ্ঞান  
 ঈশ্বর শিব এক জগৎপতি, পূর্ণ, গুণদোষে  
 অলিপ্ত, নিরপেক্ষ সমীক্ষ্যকারী, সর্বজ্ঞ এবং



একঃ পতিঃ সমঃ পূর্ণো অপ্রাপ্তো গুণবুদ্ধিঃ ।  
 নিরপেক্ষো দর্শকারী সর্বভুতঃ সর্বকৃচ্ছবঃ ॥ ৭  
 অস্বতন্ত্রমিদং সর্বং জগৎ স্বাবরভঙ্গমম্ ।  
 যৎ সাংখ্যানাকং বুধ্যন্তে\* কুদ্ভমায়্যবিমোহিতাঃ  
 অনন্তশক্তিভগবান্ সর্বযোগেশ্বরেশ্বরঃ ।  
 পশূনামর্থসিদ্ধার্থঃ সর্বার্থেষু প্রবর্ততে ॥ ৯  
 কারণাং সর্বভূতানাং সংসারপরিবর্তিনাম্ ।  
 ঈশ্বরশ্রীশ্রমেয়শ্চ প্রবৃত্তিমুখয়ো বিদুঃ ॥ ১০  
 অত্রং হৃষ্টঃ তামসীনাং বিধন্তে  
 রজসা হৃৎসং রাজসানীং বিধন্তে !  
 পরমং সৌখ্যং সাত্বিকানাং বিধন্তে  
 কৰ্ম্মাপেক্ষা হীশ্বরশ্চ প্রবৃত্তিঃ ॥ ১১  
 ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

সর্বকৰ্ম্ম । এই চরিত্রের নিখিল জগৎ পরা-  
 ধীন । শিবমায়ী বিমোহিত সক্তিগণ ইহাতে  
 ঈশ্বরকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না । এক-  
 মাত্র সাংখ্যযোগের প্রভাবে তাঁহাকে অবগত  
 হওয়া যায় । সর্বযোগেশ্বরের অনন্তশক্তিসম্পন্ন  
 ভগবান্ প্রজাগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব-  
 বিষয়ে প্রস্তুত হন । সংসারস্থিত সর্ববিধ  
 প্রাণিগণের প্রতি রূপাবশতঃই অপ্রমেয়  
 ঈশ্বরের কৰ্ম্মপ্রতি—স্মিগণ ইহা অবগত  
 আছেন । ঈশ্বর তমোগুণাবলম্বী জনগণের  
 অতীব হৃৎ বিধান করেন, রাজসিক ব্যক্তি-  
 গণের রজোগুণমূলক হৃৎ বিধান করেন,  
 আর সাত্বিকগণকে পরম সুখে অর্পণ  
 করেন,—ঈশ্বরের প্রবৃত্তি মনুষ্যের কৰ্ম্মানু-  
 যায়িনী । ১—১১ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

\* যৎ সাংখ্যানাবিকৃদ্ধন্তে ইতি কচিৎ  
 পাঠান্তরম্ ।

যোগঃ—চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

যাবচ্ছরীরং ধ্রিয়তে যাবদ্বৃদ্ধির্ন হীয়তে ।  
 তাবজ্জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ সেবেদৈবরাগামেব চ ॥ ১  
 ইহৈব\* পরমং হৃৎসং পরমং সুখম্ ।  
 তস্মাদ্ হৃৎপ্রহণার্থঃ যোগধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ২  
 দ্ব্যতমান্ সমতত্ত্বজ্ঞোহপ্রমাদৌ নিয়মে স্থিতিঃ ।  
 পরং বৈরাগ্যমাস্বাদ্য ধ্যানযোগপরায়ণঃ ॥ ৩  
 জিতেন্দ্রিয়ো জিতপ্রাণো জিতনিদ্রো জিতাশনঃ  
 জিতশ্রমো জিতদ্বন্দ্বঃ স্বল্পমাত্রা† পরিগ্রহঃ ॥ ৪  
 অনির্কিঙ্কোহপ্রতিষ্ঠশ্চ নিশ্চয়ো নিরহঙ্কৃতিঃ ।  
 নিরামিষো নিরপেক্ষো নির্দ্বন্দ্বো নিম্পরিগ্রহঃ‡ ॥ ৫  
 অহিংসকঃ সত্যবাদী শুচিঃ সন্তুষ্ট এব চ ।  
 অক্ৰোধনো ধর্ম্মচারী§ গুরুভক্তো হৃদকম্পনঃ ॥ ৬  
 সন্নিধ্যঃ সর্বভূতেষু সর্বলোকে জুগুপসিতঃ ।

যোগঃ—চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

যাবৎ শরীর থাকে, যাবৎ বুদ্ধি বিনষ্ট না  
 হয়, তাবৎ জ্ঞানযোগ এবং বৈরাগ্য অভ্যাস  
 করা উচিত । এই কার্য্যে ইহকালে অত্যন্তই  
 হৃৎসং, কিন্তু পরকালে পরমসুখ ; অতএব  
 পারলৌকিক হৃৎসং-হানির নিমিত্ত যোগধর্ম্ম  
 অবলম্বনীয় । যোগাবলম্বনের নিয়ম এই ;—  
 ধৈর্য্যাসম্পন্ন হইবে, সর্বতর্কে অভিজ্ঞ হইবে,  
 অপ্রমাদী, নিয়মশ্চ, পর বৈরাগ্য অবলম্বন-  
 পূর্বক ধ্যানযোগপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, প্রাণা-  
 যামসেবী, জিতনিদ্র, জিতাহার, এবং সুখ-  
 হৃৎখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, ইহাবে । জীবনরক্ষার জন্ত  
 প্রতিগ্রহ অতি অল্পই থাকিবে । আনন্দে  
 থাকিবে, চিরদিন এক স্থানে থাকিবে না,  
 মমত্বহীন হইবে, নিরঙ্কুর হইবে, নিরামিষ-  
 ভোজী, নিরপেক্ষ, কলহাদি-বর্জিত, পরিজন-  
 সুঃসর্গশূন্য, অহিংসক, সত্যবাদী, শুচি, সন্তোষ-  
 শীল, অক্ৰোধী, ধর্ম্মচারী ও গুরুভক্ত হইবে ;

\* অমুক্তোতি পাঠান্তরম্ ।

† স্পর্শমাত্রোতি পাঠান্তরম্ ।

‡ ব্রহ্মচারীতি কচিৎ পাঠঃ ।

পুণ্যান দেশাংচরেন্দ্ৰিত্যং সমলোষ্টাশ্চাকাঞ্চনঃ !  
 স্কন্ধৈক্যং দিবা সেকেন্দ্রাত্মো চ স্থণ্ডিলঃ বসেৎ  
 পরিপূতাভিরাঙ্কিত নিত্যং কুৰ্য্যাৎ প্রয়োজনম্ ॥ ৮  
 সন্নিধানং ন কুৰ্ব্বীত সৰ্বাবস্থোহপি † ভিক্ষুকঃ \*  
 সন্নিধানকৃতৈর্দোষৈবিত্তিঃ সংজ্ঞায়ত কৃমিঃ ॥ ৯  
 সৰ্বদুঃখপ্রতীকারং নৈব কুৰ্য্যান ক্লারয়েৎ ।  
 উপেক্ষয়া বা ক্ষণৈবেদথ নীভ্রমুপক্রমেৎ ॥ ১০  
 গ্রীষ্মহেমন্তিকান্ মাসানষ্টৌ † ভিক্ষুর্বিচক্রেৎ ॥  
 দয়ার্থং সৰ্বভূতানামেকত্র বৰ্ণণায়কেৎ ॥ ১১  
 অনিরুদ্ধে চ ন ঋতৌ পুনস্তত্র প্রতিবসেৎ !  
 উৎসৃষ্টৈর্ভলবসনো হুপপন্নভৈক্যো ।  
 ভৈক্ষ্যবৃন্তিরব্যক্তলিঙ্গী বিচরেৎ পৃথিব্যাম্ ॥  
 যত্রাস্ত্রমোতি রবিরাসথঃ পথঃ স তপ্যতি ॥ ১২  
 ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

যোগসাধনার, সময়ে স্থিরভাবে অবস্থান  
 করিবে। নিত্য পবিত্র দেশে বিচরণ করিবে।  
 লোষ্ট্রে প্রক্ষর এবং সুবর্ণে সমদশা হইবে।  
 ১—৭। দিবসে একবার মাট্র ভিক্ষা করিবে।  
 রাতিতে স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। পবিত্র জল  
 দ্বারা নিত্য প্রয়োজন সিদ্ধি করিবে। ভিক্ষুক  
 ( যোগী ) যে অবস্থাপন্নই হউক লোকের সঙ্গ  
 করিবে না। সঙ্গদোষে যতি, কৃমিরূপে জন্ম  
 গ্রহণ করে। ঐহিক কোনওকম দুঃখ-প্রতীকার  
 করিবেও না, করাষ্টবেও না। উপেক্ষা করিয়া  
 সে দুঃখ কাটাষ্টবে। ভিক্ষু, হেমন্ত-গ্রীষ্ম  
 প্রভৃতি ঋতু অবন্তর্গত আটমাসে ভ্রমণ  
 করিবে। আর সৰ্বভূতের প্রতি দয়ার জন্ত  
 বর্ষাদি চারি মাস একস্থানেই থাকিবে।  
 নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে আর সেখানে  
 থাকিবে না। চেলবসন ছাড়িয়া আচমন  
 করিয়া পৃথিবীর যেখানে স্থায়ী হয় এবং  
 দিবা আছে, সেই গানেই ভিক্ষাচরণ করিতে  
 যাইবে। ৮—১২।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

\* সৰ্বাবস্থাস্থিতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

যোগঃ—পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

শূন্তাগারে গবাং গোষ্ঠে বৃক্ষমূলে চতুস্পথে ।  
 নদীতীরে অশানে বা দেবতায়তনেষু চ ॥ ১  
 অপ্রচ্ছরে নিধাতে ট নিঃশব্দে জনবর্জিতে ।  
 অসংশক্রে ওচৌ দেশে যোগদোষাববর্জিতে ॥ ২  
 স্নাত্বা শুচিক্রপস্পৃশ্য প্রণম্য শিরসা ভবম্ ।  
 যোগাচার্য্যান নমস্কৃত্য যোগং যুজীত যোগবিৎ  
 পদ্মকং স্বাস্তকং বাপ স্থলিকং জলিকং তথা ।  
 পীঠাঙ্কং চন্দ্রদণ্ডঞ্চ সৰ্বতোভুদ্রমেব চ ॥ ৪  
 আসনং ক্রাচরং বন্ধা উর্দ্ধকায় উদজুথঃ ।  
 নাভ্যং পদ্মাঙ্কলং কুহা নিশ্চলং সুসমাধিতঃ ॥ ৫  
 হস্তিয়ানিহস্তিয়ার্থেভ্যঃ সৰ্বভ্যো বিনিবর্তয়েৎ ।  
 সৰ্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য আত্মাত্মানমাশ্রয়েৎ ॥ ৬  
 উত্তমান্ মধ্যমান্ মন্দান্ সগর্ভাংস্ববিধাংস্তথা ।  
 প্রাণায়ামান্ শনৈঃ কুৰ্য্যাৎ কুন্তরেচকপূরকান্ ॥ ৭  
 প্রাণায়ামৈর্দেহদোষান্ ধারণাভিশ্চ কিঞ্চিদম্ ।  
 প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনাপীশ্বরান্ গুণান্ ॥

যোগ—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শূন্তগৃহ, গোষ্ঠ, বৃক্ষমূল চতুস্পথ, নদীতীর  
 অশান, দেবালয় অথবা নিব্বজন নিঃশব্দ,  
 নির্বাত যোগদোষ বর্জিত, গোপনীয়, পবিত্র  
 দেশে যোগতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি স্নান আচমনের  
 পর পবিত্র হইয়া শিবকে, এবং যোগাচার্য্য-  
 গণকে প্রণাম করিয়া যোগাবলম্বন করিবে।  
 পদ্মক, স্বাস্তক স্থলিক, জলিক, পীঠাঙ্ক, চন্দ্রদণ্ড  
 এবং সৰ্বতোভুদ্র এই সকলের মধ্যে যে কোন  
 পবিত্র আসন অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধদেহে  
 উত্তরাশ্বে যোগ করিবে। নাভির নিকটে  
 পদ্মকুল সদৃশ অঙ্কলি-বন্ধনপূর্বক স্থিরভাবে  
 একাগ্রচিত্তে যোগ করিবে। সমুদয় ইন্দ্রিয়-  
 গণকে নিখিল ভোগ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত  
 করিবে। সকল আশঙ্কা পরিত্যাগ করত  
 আত্মাকে আত্মায় আশ্রিত করিবে। উত্তম  
 মধ্যম এবং মন্দ এই ত্রিবিধ পূরক-কুন্তক-  
 রেচকনামক সগর্ভ প্রাণায়াম ক্রমে ক্রমে  
 করিতে থাকিবে। প্রাণায়াম প্রভাবে দোষ

।। যজ্ঞা যোগসিদ্ধার্থং জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ।।  
।। চিকঃ বাহ্যজপ্তঃ বা ভক্ত্যা মানসমেব চ ।। ৯  
।। রপ্যন্তু চিস্তয়েন্নিত্যং ন চ শূন্যো ভবেদ্বিজঃ ।  
।। স্বহা কালান্তরং কিঞ্চিদোমিত্যেতদনুস্মরেৎ ॥  
।। প্রকারঃ প্রণবো ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্ ॥ ১১  
।। ইত্যেতে ধাপনোপায়া ধ্যায়িতঃ পরিকীর্তিতাঃ ।  
।। যমনিয়মরতানাং বহুবিধভয়েষু চ লক্খৈর্ঘ্যাণাম্ ॥  
।। ভগতি ভয়ো বিতুষাং প্রাণবায়ুধারণলক-

লক্ষণানাম্ ।

।। ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে পঞ্চমঃ পবিচ্ছেদঃ ।।

যোগঃ—ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ।

।। ধ্যানং নিয়মানাঞ্চ অবাস্তরক্রিয়াসু চ ।  
।। নর্বদিদেগকালেযু যোগাভ্যাসো বিশিষ্যতে ।  
।। দি স্মাৎ পাতকং কিঞ্চিদযোগী কুর্য্যাৎ প্রমাদতঃ  
।। যোগমেব নিষেবেত নাত্মং মন্ত্রং কদাচন ॥ ২

নষ্ট হয়। ধারণা দ্বারা পাপ নষ্ট হয়। প্রত্য-  
গর দ্বারা বিষয়ানুরাগ দূর হয়। ধ্যানবলে  
ঈশ্বর-গুণের উপরেও বৈতুকা জন্মে। যোগ-  
সিদ্ধির জন্য যোগী একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে  
বাচিক বাহ্যিক বা মানসিক গায়ত্রী জপ  
করিবে, জপকালে গায়ত্রী চিন্তা করিবে এক-  
বারে নিঃসম্পর্ক হইবে না। কিছুকাল  
ধাকিয়া প্রণব স্মরণ করিবে; প্রণব সাক্ষাৎ  
ব্রহ্মস্বরূপ, প্রণব অবিদ্যমানী পরম পদ। ধ্যান-  
শীলগণের এই সকল উপায় আশিগণ কীর্তন  
করিয়াছেন। বাহ্যারা যম-নিয়মপরায়ণ বহু-  
বিধভয়েও বাহ্যাদিগেব বৈতুকা হইবে না,  
বাহ্যারা প্রণবরূপ অস্ত্র দ্বারা লক্ষ্যভেদকরণে  
সমর্থ, সেই সব পণ্ডিতগণের জয়লাভ  
হয়। ১—১৩।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

যোগ—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

।। সকল দিগেগ-কালৈই যম নিয়ম এবং  
।। অন্তান্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া—সমাপেক্ষা যোগা  
।। ভ্যাসই প্রধান । অতএব যে অবস্থাই হউক  
।। না যোগাবলম্বন সর্বদাই কর্তব্য । যে ব্যক্তি

।। সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং যোগমন্ত্রং বিশিষ্যতে ।  
।। তস্মাদ্ যোগঃ সদা সেব্যঃ সর্গবাহ্যগতৈরপি ।  
।। যন্ত কায়কৃতান ভোগান ধ্যায়মানস্ত সেবতে ।  
।। অল্পবীৰ্য্যঃ হি তদযোগং যোগশাস্ত্রেণ গার্হিতম্ ॥  
।। যো ধাতা যুক্ততে ধ্যানং যজ্ঞেয়ং যৎ প্রয়োজনম্  
।। সর্গাণোতানি যৌ বোন্তি স যোগী যোক্তুমর্হতি  
।। আত্মা ধাতা মনো ধ্যানং ধোয়ঃ স্মৃশ্বে। মৎস্বরঃ  
।। যন্তৎ পরমমৈশ্বর্যমেতদ্যানপ্রয়োজনম্ ॥ ৬  
।। য়ে ব্রহ্মণী বোন্তি বো শব্দব্রহ্ম পরমং যৎ ।  
।। শব্দব্রহ্মণি নিক্রান্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৭  
।। অন্তঃশব্দরপ্রভবমুদানপ্রেৱিতঞ্চ যৎ ।  
।। বাণ্ডচ্চার্য্যঃ শ্রোত্রব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তদ্ব্যচ্যতে ॥ ৮  
।। শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম তস্মিন্ কীণে যদক্ষরম্ ।  
।। সদা তং মনস ধ্যায়ৈদচ্ছদদীচ্ছৈয় আত্মনঃ ॥ ৯  
।। বক্তুকামো যথা বাচ্যমর্থঃ সম্প্রতিপদ্যতে ।  
।। বুদ্ধাহকারস যুক্তো যথা ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ১০  
।। উপলকিঃ স্মৃতিধ্যানং সঙ্কল্পঃ প্রণবঃ প্রাতি ।  
।। কল্পনা ভাবনা চিন্তা ধ্যানমিত্যভিধীয়তে ॥ ১১  
।। পবনবিরহিতো যথা প্রদীপঃ  
।। স্থিত-ইব লক্ষ্যতে নিশ্চলমভাবঃ ।

।। শারীরিক ভোগ সকল চিন্তা করত যোগ  
।। অভ্যাস করে, তাহার যোগ স্বল্পবীৰ্য্য এবং  
।। যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট । যে ব্যক্তি ধাতা; ধ্যান  
।। ধোয় এবং ধ্যান-প্রয়োজন অবগত আছে,  
।। সেই যোগীই যোগী। আত্মা ধাতা; মনো ধ্যান,  
।। ধ্যান ( ধ্যানকরণ ) হৃদয়, পরমেশ্বরই ধোয়;  
।। পরমেশ্বর-প্রাপ্তিই ধ্যানের প্রয়োজন । শব্দ-  
।। ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম এই দুই ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য ।  
।। শব্দব্রহ্মে কুশল হইলে, পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় ।  
।। যাহা শরীর-মধ্যে প্রাকৃত, উদানবায়ু প্রেরিত  
।। বাগিন্দিয়ের উচ্চার্য্য এবং শ্রোত্রগ্রাহ ( শব্দ )  
।। তাহাই শব্দব্রহ্ম । আত্মাহতাভিনাবী ব্যক্তি  
।। মনে মনে সঙ্কল্প অক্ষর-পরব্রহ্মকে শব্দব্রহ্মের  
।। ধ্যান করিবে । যাহা বালিতে ইচ্ছা করিবে,  
।। যাহা বালিবে, তাহার তাহাই নিক্রান্ত হইবে ।  
।। বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ধ্যানের উপকরণ । প্রণবের  
।। অনুভব, স্মরণ, ধ্যান, সঙ্কল্প কল্পনা ভাবনা

বিষয়বিরহিতং তথা হি চিত্তং

স্থিতমিব লক্ষ্যং হি হিতপ্ররতি । ১২

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ।

যোগঃ—সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ধ্যায়মানস্তমোকরং প্রাণৈর্নদি বিযুক্তাতে ।

তস্ত তৎ পরমেশ্বরাং হিরে দেহে প্রবর্ততে ॥ ১

ওঁকারাদ্ ভ্রুতে চিত্তং ক্লিপ্তং ক্লিপ্তং পুনঃপুনঃ

শব্দাদিহিরসম্প্রকৃতং ভ্রুস্তম্ভিন্ মিয়োজয়েৎ ॥ ২

অনির্ক্লিপ্তস্ত যুক্তানঃ শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃপুনঃ ।

কালেন তদবাপ্নোতি শুভাদ্ শুভতরং পদম্ ॥ ৩

দেবমানুষ্যতির্যাক্ জন্তুঃ কুর্য্যশানুগঃ ।

ভাবন্ ভ্রুতি সংসারে যাবদযোগং ন বিন্দতি ॥ ৪

নিরন্তঃ সর্বসঙ্গেষু \* বুদ্ধা চাধিষ্ঠিনং মনঃ ।

চিত্তমোকরসংযুক্তং যোগায় ন নিবর্ততে ॥ ৫

এবং চিত্তা ধ্যান পদের অভিধেয় । নির্ক্লিপ্ত-প্রদেশক্ দীপশিখা যেমন স্থির, সতত অস্থির চিত্তও বিষয়-বিযুক্ত হইলে তদ্রূপ স্থি ভাবাপন্ন হয় । ১—১২ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

• যোগ—সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

ওঁকার ধ্যান কথিতে করিতে যদি প্রাণ-ত্যাগ হয়, তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বর-প্রাপ্তি হয় । লোকে চিত্ত অতী । বিক্লিপ্ত, ওঁকার হইতে পুনঃপুন ভ্রষ্ট হয় । কিন্তু শব্দাদি বিষয় হইতে তাহাকে সম্বন্ধহীন করিয়া ধাতা, পুনরায় ওঁকারে নিযুক্ত করিবে । যোগী বহুশ্রমেও যদি যোগে বিতৃষ্ণ না হয়, তাহা হইলে কালক্রমে সেই শুভ হইতে শুভতর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাবৎ যোগাত্মক হয় না, প্রাণী জীবৎকাল কৰ্ম্মশে\* দেবযোনি মনুষ্য যোনি এবং তির্যগৃযোনিমধ্যে সংসারে ভ্রমণ করে বুদ্ধাধিষ্ঠিত চিত্ত সকলপ্রকার

\* নিরন্তঃ সর্বসঙ্গেভ্য ইতি পাঠান্তরম্ ।

অনেন ক্রমযোগেন যন্তোকরাধিবাসিতম্ ।

তন্তোকরং পরিত্যজ্য চিত্তং নাস্ত্য গচ্ছতি ।

একমাত্রং দ্বিমাত্রং বা ত্রিমাত্রং ক্লেশমেব চ ।

হ্রস্বং দীর্ঘতপ্প্রুতং শ্রান্তং শান্তেন মনসোদ্বহেৎ

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নাং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ ।

ওঁকারসন্তাতং কুর্য্যাদ্ বিণ্ডকেনাস্তরাশ্রয়া ॥ ৬

নিণ্ডকমনসা যুক্তঃ শাস্তাশ্রা মোহবর্জিতঃ ।

আসাদ্য পরমং যোগমক্ষয়ং লভতে পদম্ ॥ ৭

ওঁকারেণ বিণ্ডকাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।

পরে ব্রহ্মণি সাক্ষ্যায় সংসারাদিপ্রমুচ্যতে ॥ ১০

যো জাহ্নবা বহাবিধদোষতৃষ্টমেতং

সংসারং সততমাত্তপ্রবর্তমানম্ ।

যোগায় প্রবর্ততে যোগমার্গবেণ

মৌভুক্তেন ফলমতুলং শিবপ্রসাদাৎ ॥ ১১

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ভোগ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া ওঁকার-ভাবনায় নিযুক্ত হইলে, আব যোগপরাশ্রয় হয় না । এইরূপ ক্রমে যাহার চিত্ত ওঁকার কর্তৃক অধিবাসিত বা সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়, তাহার চিত্ত ওঁকার পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্ৰ গমন করে না । যোগী শাস্তচিত্তে দীর্ঘ প্রুত এবং শান্ত একমাত্র দ্বিমাত্র ত্রিমাত্র এবং সমগ্র প্রণব ক্রমে অবলম্বন করিবে । যোগী বিণ্ডকচিত্তে তৈলধারার তায় অবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ ঘণ্টা-নিনাদের তায় ওঁকারধারায় তৎপর থাকিবে । মোহবর্জিত, শাস্তচিত্ত যোগী চিণ্ডক চিত্তে পরম যোগ অবলম্বন করিয়া অক্ষয় পদ লাভ করে । ওঁকার-যোগে বিণ্ডকচিত্ত যোগী পর-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় । পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইলে সংসার হইতে বিমুক্ত হয়, যে ব্যক্তি সতত গমনশীল এই সংসারকে বহুতর দোষে তৃষ্টি বিবেচনা করিয়া যোগমার্গে অভ্যস্ত হইয়া যোগপ্রবৃত্ত হয়, শিবের প্রসাদে তাহার অতুল ফলভোগ হয় । ১—১১ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।



যোগঃ—অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

একাগ্রপ্রণিধানাচ্চ অপ্রমাদাৎ তথৈব চ ।  
জ্ঞানস্ত সদা যোগী যোগদ্বারং প্রপশুতি ॥ ১  
যোগদ্বারং পরং শুভং সৰ্বপাপপ্রণাশদাম্ ।  
পবিত্রমণ্ডলকৈব দুর্দর্শমকৃত্যভিঃ ॥ ২  
ই তং পশুন্তি বিবুধা ন তিৰ্য্যকেণ ন মানুযাঃ ॥  
কামভোগপরিব্যগ্রা বহুপঠিতকিস্বিয়াঃ ॥ ৩  
যোগদ্বারেণ যত্নেন যুক্তান্বানো দৃঢ়ব্রতাঃ ।  
ওঙ্কাররথমাক্রম্য গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৪  
যোগদ্বারমতীতানাং নান্তো লোকো বিদীয়তে  
ন গহা ন নিবর্তন্তে প্রাসাদাচ্ছরন্ত চ ॥ ৫  
যথা পথি হিতং মার্গং গমনায়োপপদ্যতে ।  
তদ্বদ্ ব্রহ্মময়ং শুভমৈশ্বর্যায়োপপদ্যতে ॥ ৬  
বস্ত্র ব্রহ্মময়ং তত্ত্বশুদ্ধি মনসি বর্ততে ।  
স্বপনশ্চাপি সততং তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ ॥ ৭  
যেন যেন হি ভাবেন মনঃ সংযুক্ত্যতে নৃণাম্ ।  
তেন তন্ময়তাং যতি বিপ্লবপো মর্গমগা ॥ ৮

যোগ—অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সর্বদা একাগ্র প্রণিধান এবং অপ্রমাদ  
নহকাবে যোগীজ্ঞান কবিলে যোগদ্বারদর্শন  
হয় । যোগদ্বার পবন শুভ, সৰ্বপাপ-প্রণাশন  
অনুপম পবিত্র; অ আনিষ্টয় যাহাদেব হয়  
নাই তাহার যোগদ্বার দেখিতে অসমর্থ ।  
দেবগণ তিৰ্য্যগ্জাতি অর্থাৎ কামভোগে ব্যগ্র  
এবং বহুপাপসঞ্চয়ী মনুষ্যাগণ যোগদ্বারদর্শনে  
সমর্থ নহে । দৃঢ়ব্রত যতিগণ যুক্তান্বা হইয়া  
যোগদ্বারে ওঙ্কার-রথারোহণে পরমগতি প্রাপ্ত  
হন । যোগদ্বার দিয়া ঐহারা নিষ্কীন্ত শিব-  
প্রসাদে তাঁহাদিগের প্রহ্যাবৃত্তি-বর্জিত স্থান-  
প্রাপ্তি হয় অতঃ স্থান তাঁহাদিগের নহে ।  
যোগী ব্যক্তির গমন ঈপ্সিত পথেই হইয়া  
থাকে । ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার ঐশ্বর্যের সাধক  
হন ! অতি জটিল ব্রহ্মরূপ সূত্র জটিলতঃ  
শূন্য হইয়া ঐহার মনে বিরাজমান, তাঁহার  
সিদ্ধি অদূর্বর্তিনী । যে বস্তু স্পর্শমণি-স্পৃষ্ট  
হয় তাহাই মণিরূপ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য

ইষ্টং দ্রব্যং যথা কশ্চিৎ প্রনষ্টমপি চিন্তয়েৎ ।  
তদ্বৎ সূক্ষ্মমোক্ষারং প্রনষ্টমিব চিন্তয়েৎ ॥ ৯  
শুক্লবচননিযুক্তা জ্ঞানবিজ্ঞানভূত্বাঃ  
কলিকলুষাবযুক্তাঃ সৰ্বধর্ম্যানুরক্তাঃ ।  
বিবিধগুণমহাস্তং শঙ্করং বাসুরক্তাঃ  
প্রণরনিয়তচিত্তান্তে কৃতার্থা হিজেন্তাঃ ॥ ১০  
ইতি সংকুমারীয়ে যোগোহষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

যোগঃ—নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

চিত্তোৎপত্তৌ ন চোৎপত্তির্ন চ চিত্তকরে কয়ঃ ।  
অনাদিমধ্যপর্যন্তঃ সর্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ॥ ১  
ভাবোৎপত্তৌ তথোঃ সঙ্গমন্তঃকরণপূর্বকম্ ।  
ভাবাভাবৌ তয়োরেকুনিয়োগ উভয়োরাপি ॥ ২  
ন দীর্ঘো ন চাসৌ ব্রহ্মো ন প্লুচ্চ মহেশ্বরঃ ।  
ধ্যানকালে নিমিত্তং হি সর্বথা ব্যপচর্য্যতে ॥

গণে চিত্ত যেভাবে আক্রান্ত হয়, তদ্রূপ-  
লাভই তাহার ঘটনা থাকে । যেমন কোন  
ব্যক্তি দ্রব্য সম্মুখে থাকিলে ও চিত্তবিভ্রমবশতঃ  
যেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে—এই ভাবে  
চিত্তা করে, তদ্রূপ অবিদ্যায় সেই প্রণবকে  
নষ্ট ধনের ত্যায় চিত্তা করবে । যে সকল  
ব্রাহ্মণ শুকপাদি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত  
কলিকলুষাবযুক্ত সৰ্বধর্ম্যে অনুরক্ত প্রণব-  
পরায়ণচিত্ত হইয়া বিবিধ গুণসম্পন্ন শিবের  
অনুরক্ত হন, তাঁহারা কৃতার্থ হন । ১—১১ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

যোগ—নবম পরিচ্ছেদ ।

অন্তঃকরণের উৎপত্তিতে আত্মার উৎ-  
পত্তি হয় না অন্তঃকরণের পবনাশে আত্মার  
বিনাশও হয় না । আত্মা সর্বাৎ মহেশ্বর,  
সর্বব্যাপী, অনাদি অনন্ত এবং অমধ্য । ঈশ্বর  
এবং পুরুষনিমিত্তক ভাবসৃষ্টিতে প্রথমে  
অন্তঃকরণের সৃষ্টি হয় । ভাব-সৃষ্টিই হউক,  
আর অন্তঃকরণই হউক, ঈশ্বর এবং পুরুষই  
তাঁহাতে নিমিত্ত । বস্তুগত্যা আত্মা দীর্ঘ নহেন,  
হ্রস্ব নহেন, প্লুত নহেন, ধ্যানের জন্ত তাঁহার

- শব্দতত্ত্বে চ ভাবে চ সংজ্ঞায়ামকরেষু চ ॥ ৩  
 পঞ্চমর্থেষু সততমোক্ষারমিতি নির্দিশেৎ ।  
 তত্ত্বং চিন্তাভিসম্বন্ধং চিন্তা মনসি বর্ততে ॥ ৪  
 মনঃ ক্ষেত্রজস্য যুক্তঃ স্বশরীরে ব্যবস্থিতম্ ।  
 শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধস্তথৈব চ ।  
 সম্প্রাপ্তো নোপলভ্যেত এতদযুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫  
 সুখং দুঃখঞ্চ মোক্ষঞ্চ স্বশরীরেণ বিন্দতি ।  
 শীতোষ্ণং নাভিজানাত এতদযুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৬  
 শব্দভুক্তিনির্ঘোষৈব বিবিধৈর্গৌতরাদিতৈঃ ।  
 ক্রিয়মাণৈর্ন বুধ্যেত এতদযুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৭  
 • যোগঃ স্মরণ যুক্তস্য বিশেষাঃ স্মরণকাণ্ডাঃ ।  
 উপসর্গাঃ প্রবর্তন্তে তান্ জিত্বা প্রাপ্যতে সুখম্  
 উপসর্গেহপি \* সৃষ্টস্য নৈব সিদ্ধির্ন সাধনম্ ।  
 • তস্মাদ্বিধাঃ সদা হেয়াঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥ ৯  
 প্রতিভা শ্রবণঞ্চৈব বেদনং স্পর্শনং তথা ।  
 ভ্রমো মোহস্তথা বস্তু উপসর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১০

ওঙ্কারভাব কল্পনা করা গিয়াছে। সেই  
 আত্মাত্মিক শব্দতত্ত্বে ভাবে, সংজ্ঞায় ও অক্ষরে  
 পঞ্চাঙ্করময় ওঙ্কার বলিয়া নির্দিষ্ট করিবে।  
 তত্ত্ব চিন্তার সন্ধিত সম্মিলিত, চিন্তা মনের  
 ধর্ম মন স্বীয় শরীরে অবস্থিত। শব্দ  
 স্পর্শ, রূপ রস এবং গন্ধ ইন্দ্রিয়গোচর  
 হইলেও ঐহিক জ্ঞেয় না হয়, তিনি যোগী  
 অর্থাৎ ঐকীর্ষি যোগীর লক্ষণ। আপনার  
 শারীরিক স্বক-দুঃখ বন্ধ মুক্তি শীতোষ্ণ  
 জানিতে না পারা যোগীর লক্ষণ। ১—৬  
 শব্দধ্বনি হৃদুভিনির্ঘোষ এবং গীত-বাদ্য-ধ্বনি  
 করিলেও বাহ্যজ্ঞান না হওয়া যোগীর লক্ষণ।  
 যোগকর্মে তৎপর হইলে, কল্পকারক বিশেষ  
 উপসর্গ উপস্থিত হয় উপসর্গ জয় করিতে  
 পারিলে সুখলাভ হইয়া থাকে। উপসর্গ  
 পরাজিত না হইলে পরম সিদ্ধি বা প্রকৃত  
 সাধনা কিছুই হয় না। অতএব শাস্ত্রদৃষ্ট  
 কৰ্ম্ম দ্বারা উপসর্গ বা বিষয় দূর করা উচিত।  
 অলৌকিক প্রতিভা অপূর্ব এবং ত্রৈকালিক

উপসর্গায় ইতি পাঠান্তরম্ ।

বাপগতকলুষাণাং নিত্যানানোদকানাং  
 শিবমতিপরমার্থো জপ্য তৈকেছনানাম্ ।  
 গুরুবচনরতানাং নিত্যধর্মোদ্যতানাং  
 দরশনমপি পুণাং যোগমার্গস্থিতানাং ॥ ১১  
 ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

যোগঃ—দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ধারণাং সম্প্রবক্ষ্যামি কৰ্ত্তব্যায় প্রথমতঃ ।  
 মনসো হৃদ্যবস্থানাদ্ ধারণেত্যভিধীয়তে ॥ ১  
 যথা চক্ষুঃপ্রকাশেন দ্রষ্টারূপাণি পশ্যতি ।  
 তত্ত্বং সূক্ষ্মস্বযোগেণ ধূক্স্তবানি পশ্যতি ॥ ২  
 নিশ্চলজ্ঞাদ্যথাদর্শে প্রতিবিদ্যানি পশ্যতি ।  
 তদ্বদ্বিশুদ্ধে মনসি নিষ্কলং ব্রহ্ম পশ্যতি ॥ ৩  
 যথা জ্ঞানপ্রকাশেন সূক্ষ্মস্বার্থান্ প্রপশ্যতি ।  
 তত্ত্বং সূক্ষ্মস্বমোক্ষারং প্রণিধানেন পশ্যতি ॥ ৪  
 নিশ্চলং মনসা গ্রাহ্যমনোপমাং মহাত্ম্যতিম্ ।  
 প্রধানপুরুষেশানং সর্বভূতপতিং শিবম্ ॥ ৫  
 স্থিতং স্থিতেন মনসা শুদ্ধং শুদ্ধেন চেতসা ।

শব্দ শ্রবণ, অপূর্ব জ্ঞান, আশ্চর্য্য স্পর্শ, ভ্রম,  
 মোহ এবং বিক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ শা  
 কথিত আছে। কালকলুষবিহীন নিত্যস্মায়ী  
 গুরুবচন-রত সতত ধর্মশীল, ভিক্ষাচরণ  
 জপ হোমাবুষ্ঠানে তৎপর, শিবপরায়ণ, পর-  
 মার্থনিষ্ঠ, যোগপথস্থিত ব্যক্তিগণের দর্শন  
 লাভ পুণাজনক। ৭—১১।

নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

যোগ—দশম পরিচ্ছেদঃ ।

ধারণার কথা বলিতেছি। ধারণা যোগি-  
 গুণের যত্নসহকারে কৰ্ত্তব্য। সর্ববিষয় হইতে  
 ব্যাহৃত করিয়া মনকে মন অবস্থাপন করাই  
 ধারণা-পদবাচ্য। আলোক-সন্নিধান হইলে  
 চক্ষু যেমন সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ,  
 তদ্রূপ প্রণিধান-বলে সূক্ষ্ম ওঙ্কারও দর্শন  
 করা যায়। নিশ্চল, মনোগ্রাহ, অল্পপম,  
 জ্যোতির্ময়, প্রকৃতি-পুরুষেরও ঐশ্বর্য, সর্ব-  
 ভূতেশ্বর, সর্বত্র স্থির, নিশ্চল সূক্ষ্মতর শিববে  
 স্থির এবং বিতর্ক চিত্ত দ্বারা কার্য্যকারণরূপে

পরাপরস্বরূপেণ তৎস্বরূপলক্ষণে ॥ ৬

তচ্চিত্তস্তমগো যুক্তস্তমিষ্টস্তৎপরায়ণঃ

দোষৈর্যোগাগ্নিনির্দৈবৈঃ শিবং পশুতি শাস্বতম্ ।

অমুৎপাদ্যং সর্বগতং সর্বজ্ঞং সর্বকারণম্ ।

অকৃতৈশ্বৰ্য্যাসম্পন্নং \* দেবমেকং মহেশ্বরম্ ॥ ৮

যং দৃষ্ট্বা লভতে সিদ্ধিং সমানশুণলক্ষণম্ ।

যং দৃষ্ট্বা জন্মমোহভাঃ নৈব সংযুজ্যতে পুনঃ ॥

এষ সংক্ষেপতো যোগো ব্যাখ্যানে চাস্ত বিস্তরঃ

ঋষীণামনুসম্পাদ্যমুদ্বৃত্তো মম স্বনুনা ॥ ১০

যং প্রাপ্য নারদঃ সিদ্ধো বিদ্যাবিদ্যার্থতত্ত্বজ্ঞঃ ॥ ১১

ইদমমৃতপদং শিবপ্রসাদাৎ প্রবচনমুক্তবান্

সনৎকুমারঃ ।

অনধিগতমপি যং করোতি সিদ্ধিং পরমিহ

বিন্দতে স কৃত্তবশম্ ॥ ১২

ইতি সনৎকুমারো যোগে দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ইত্যাদ্যো দেবীপুরাণে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অবলোকন করিবে । শিবনির্মলচেতা, শিবময়, শিবনিষ্ঠ, শিবপরায়ণ, শিবযোগী ব্যক্তি যোগা-  
নলে দক্ষদোষ হইয়া অনাদি, সর্বগত, সর্বজ্ঞ, সর্বকারণ, অকৃতৈশ্বৰ্য্যাসম্পন্ন একদেব মহেশ্বর সনাতন শিবকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন । তাঁহাকে দর্শন করিলে তাঁহার স্বরূপপ্রাপ্তি বা তাঁহার তুল্যতা প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাকে দেখিলে পুনর্জন্ম হয় না বা মোহের বশীভূত হইতে হয় না । ইহাই সংক্ষিপ্ত যোগ, ইহার ব্যাখ্যা বিস্তর । ঋষি-  
গণের প্রতি দয়া করিয়া আমার পুত্র সনৎ-  
কুমার এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন । নারদ এই যোগ-বলে বিদ্যাসিদ্ধি লাভ করেন । সনৎ-  
কুমার শিবপ্রসাদে এই অমৃতোপম যোগ-  
প্রবচন কীর্ত্তন করেন যোগানুষ্ঠান না করিয়াও  
যে, ইহা অবগত হয় তাহারও সিদ্ধি এবং  
কৃত্তবলাভ হয় । ১—১২ ।

দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

যোগশাস্ত্র সম্পূর্ণ—দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

\* অকৃতৈশ্বৰ্য্যাসম্পন্নম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রাপ্তযোগো যদা শত্রু নারদো মুনিসত্তমঃ ।

তদাসৌ জপতে বিদ্যাং বিধিনা শিবভাষিতাম্

এবং প্রাপ্তা পুরা বৎস সিদ্ধা বিদ্যা চ নারদে ।

তদা স সাধমেচ্ছক্ৰ তস্তা ববপ্রসাদতঃ ॥ ২

শত্রু উবাচ ।

এবংবিধা যদা বিদ্যা কথং মর্ত্যেষু সা গতা ।

এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং প্রসাদাৎ প্রববাহি নঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

পূৰ্ব্বমুদয়া মহাপ্রাক্তং স্বপ্নার্থং পরমেচ্ছয়া ।

বিদ্যানাং যাচিতঃ শত্রুস্তথা চাপাপরাজিতাম্ ।

ভবিষ্যাণাক্ষ কার্য্যাপাং মনস্তবযুগাদিশু ॥ ৪

সা ময়া কর্ত্তুকামেন দত্তা বিদ্যা প্রজ্ঞাপতেঃ ।

তত অঙ্গিরসে তেন অঙ্গরাচ বৃহস্পতেঃ ॥ ৫

শুক্ৰণা সাবতুর্দত্তা তেন দ্বিত্যোঃ প্রকাশিতা ।

একাদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ইন্দ্র ! যোগপ্রাপ্ত  
মুনিসত্তম নারদ শিবভাষিত পদমালা বিদ্যা  
জপ করিতে লাগিলেন । বৎস ! নারদ উক্ত  
প্রকারে বিদ্যালাভ করিয়া তাহাতে সিদ্ধ  
হইয়াছিলেন । হে ইন্দ্র ! এক্ষণে সে বিদ্যার  
অসীম প্রসাদে উষ্ট্রাসিদ্ধি করিতে প্রস্তুত  
হইলেন । ইন্দ্র বলিলেন,—সেই বিদ্যা যদি  
এমন, তবে পৃথিবীতে ইহার প্রচার হইল  
কিভাবে ? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ।  
প্রসন্ন হইয়া তাহা কীর্ত্তন করুন । ১—৩ ।  
ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি জগদীশ্বরের ইচ্ছা-  
ক্রমে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মনস্তব যুগাদিতে  
ভবিষ্যৎ কথ্য করিবীর সূত্রপাতে শিবের  
নিকট অপরাজিতা এবং এই বিদ্যা প্রার্থনা  
করি, তিনি আমাকে তাহা প্রদান করেন ।  
পরে, আমার নিকট অঙ্গিরা, অঙ্গিরার নিকট  
বৃহস্পতি এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।  
বৃহস্পতি স্বর্ধাকে এই বিদ্যা প্রদান  
করেন, স্বর্ধা যমকে ইহা উপদেশ করেন ;

বৃত্তানা চাপি ইন্দ্রশ্চ বশিষ্ঠশ্চ, ততো গতা ॥ ৬  
 বশিষ্ঠেনাপি সা দত্তা তথা সারস্বতে পুনঃ ।  
 সারস্বতস্ত্রিধামায় ত্রিধামা ত্রিবিধায় চ ॥ ৭  
 ত্রিবিধেণ ভরদ্বাজে অন্তরীক্ষশ্চ আগতা ।  
 অন্তরীক্ষেণ বহুর্চৈব বহুর্চস্তাক্রণে দদৌ ॥ ৮  
 তস্তাক্রণেন বলজে তেনাপি চ কৃতজ্ঞয়ে ।  
 কৃতজ্ঞয়েন ঋণজে ভারদ্বাজেন প্রাপ্তবান ॥ ৯  
 ভাবদ্বাজেন সা দত্তা গৌতমশ্চ মহামনঃ ।  
 গৌতমাত্মনিঃ প্রাপ্তা উত্তমিষ্ঠ হর্ষার্চনে \* ॥  
 হর্ষার্চনে পুরোধা তু তেন বাজশ্রবায় চ ।  
 বাজশ্রবাস্তথা সোমে সোম্যচ্ছাদনো লভেৎ ॥  
 শুশ্রাদনাং তুণরিন্দুস্তণবিন্দোস্তরক্ষকঃ ।  
 তরক্ষোঃ শক্তিণা প্রাপ্তা শক্ত্রেঃ পরাশরেণ তু  
 পরাশরাজাতুকর্ণে জাতুকর্ণাং তথা পুনঃ ।  
 দ্বৈপায়নেন সম্প্রাপ্তা এবং মর্ত্যে সমাগতা ।  
 বিদ্যা লোকোপকারায় দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধনৌ ॥ ১৩

ভূতপূর্ব ইন্দ্র যমের নিকট, ইন্দ্রের নিকট  
 বশিষ্ঠ এষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হন। বশিষ্ঠ  
 সারস্বত ঋষিকে, সারস্বত ত্রিধামা ঋষিকে,  
 ত্রিধামা ত্রিবিধ ঋষিকে এবং ত্রিবিধ ভব-  
 দ্বাজকে এই বিদ্যা প্রদান করেন। অন্ত-  
 রীক্ষ মুনি, ভরদ্বাজের নিকট এই বিদ্যা লাভ  
 করেন। অন্তরীক্ষ বহুর্চ ঋষিকে বহুর্চ  
 আক্রণিকে, আক্রণি বলজ মুনিকে, বলজ মুনি  
 কৃতজ্ঞকে, কৃতজ্ঞ ভারদ্বাজকে, ভারদ্বাজ  
 মহর্ষি গৌতমকে এই বিদ্যা উপদেশ করেন।  
 বিষ্ণু পূজা করিয়া তাহার ফলে উত্তমি, গৌত-  
 মের নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন। উত্তমি  
 বাজশ্রবাকে এই বিদ্যা উপদেশ দেন। বাজ-  
 শ্রবা সোমকে, সোম শুশ্রাদনকে, শুশ্রাদন তুণ-  
 বিন্দুকে তুণবিন্দু তরক্ষকে এই বিদ্যা প্রদান  
 করেন। বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি তরক্ষের নিকট,  
 শক্তি হইতে গর্ভস্থ পরাশর, পরাশরের নিকট  
 জাতুকর্ণ এবং জাতুকর্ণের নিকট দ্বৈপায়ন এই  
 বিদ্যা লাভ করেন। দৃষ্টকলকরী, শুভাদৃষ্ট-

অরুদেন তথা শত্রু জপ্তা বিদ্যা মহোদয়া ।  
 যয়া সম্মোহিতো বৎস অনুরঃ সহ মজ্জিণা ।  
 তথা মতিং সমাধায় গিরিকর্তাপতিং প্রতি ॥ ১৪  
 শত্রু উবাচ ।  
 পদমালা মহাবিদ্যা সুরাসুরবিমোহিনী ।  
 এতৎকার্য্যকরী বিদ্যা তথা চাপ্যপরাজিতা ॥ ১৫  
 সূচিতা হি ন সা উক্তা কিংবীৰ্য্যা \* কথমাগতা  
 ব্রহ্মোবাচ ।  
 যথা দেবাস্তথা দৈত্য। উভাবৈভৌ ব্যবস্থিতৌ  
 অনাদিদেবস্তথা যথা সৃষ্টিস্তথা কয়ঃ ॥ ১৬  
 পূর্বমাসৌমহাবাহো হতাশ্বিনাম দানবঃ ।  
 মম হোমাবসানে তু উৎপন্নঃ সুরমর্দকঃ ॥ ১৭  
 মাঞ্চাপশ্চ তথা সো বৈ তপঃ বর্ভুঃ সমুদাতঃ  
 তপসা মহতা তেন তোষিতোহিহং পুরন্দর ॥ ১৮

সাধনৌ এই বিদ্যা লোকোপকারার্থ পৃথিবীতে  
 প্রচারিত হইয়াছে। ১৪—১৩। ব্রহ্মা আবার  
 পূর্বকথা আরম্ভ করিলেন,—বৎস ইন্দ্র! নারদ  
 শিবের প্রতি মন সমাহিত করিয়া এমনভাবে  
 পদমালাবিদ্যা জপ করিলেন, তাহাতেই ঘোর  
 দৈত্য মজ্জীর সহিত মোহিত হইল। ইন্দ্র  
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—পদমালা মহাবিদ্যা  
 সুরাসুরমোহবিধায়িনী এবং অপরাজিতা  
 বিদ্যাও কার্য্যকরী;—অপরাজিতা বিদ্যার  
 সূচনামাত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ  
 করিয়া বলেন নাই। অপরাজিতা বিদ্যা দ্বারা  
 কোনকার্য্য সিদ্ধ হয় এবং তাহার আগম-  
 প্রকর কি, তাহাও বলেন নাই। ব্রহ্মা উত্তর  
 করিলেন, যেমন দেবতা, তেমনই দৈত্য; উভয়  
 বণ্ঠি ধারাবাহিকরূপে চলিয়াছে। সৃষ্টি এবং  
 কয় উভয়েরই ব্যবস্থিত। পূর্বে হতাশ্বিনী নামে  
 এক মহাবাহু অনুর ছিল। আমার হোমাবসানে  
 হোম-স্থান হইতে সেই অনুরের উৎপত্তি  
 হয়। তখন আমাকে দেখিয়া সে তপশ্রণে  
 উদাত হয়। হে ইন্দ্র! মহাতপশ্চা দ্বারা সে



বরং ক্রহি ময়া সোক্তো যাচিতঞ্চ তদা বিম্ভো ।  
জয়ামি ত্রিদশান্ সর্বান্ সবিষ্ণুন্ সপুৰন্দরান্ ॥  
তথোতি স ম । উক্তস্তথাসৌ পৃথিবীতলে ।  
গতো দ্বীপং মহাবাহো শাৰং সৰ্গমনোরমম্ ॥২  
স চ তত্র সমা স্থিহা দশ পঞ্চ চ বাসব ।  
উদ্বাহিতা তদা তেন কালপুত্রস্ত পুত্রিকা ॥ ২২  
তস্ত পুত্রো বজ্রদণ্ড \* শততুল্যপবাক্রমঃ ।  
তেন দ্বীপাধিপান জিহ্বা দিবমুৎসহনে জয়ে ॥২২  
নির্জিত্য সৰ্গদেবাংস্ত তথা বিষ্ণুমভিধবৎ ।  
তস্ত তৌ স্থিতৌ ধ্বজাঃ সৰ্গকেতুভয়ঙ্করঃ ॥ ২৪  
তথা ময়া মহাদেবঃ তোষয়িত্বা ত্রিলোচনম্ ।  
বরং বরযাক্ষকে বিবেগোঃ কেতুর্থতস্তদা ॥ ২৪  
বরং ক্রহি শিবশ্চক্ৰে যৎ তে হৃদি ব্যবস্থিতম্ ।  
ময়া স যাচিতৌ দেহি কেতুং দৈত্যানিবারণম্ ।

আমাকে পরিতুষ্ট করবে। ১৪—১৮ । হে দেব-  
স্বামিন্ ! “বর প্রার্থনা কর” আমি এই কথা  
বলিলে, অশুর আমার নিকট প্রার্থনা করে,—  
“আমি যেন বিষ্ণু ইন্দ্র এবং সকল দেবগণকে  
জয় করিতে পারি। হে মহাবাহো । আমি  
তাহাকে সেই বর প্রদান করিলে পৃথিবীতলে  
সৰ্গ-মনোরম শাকদ্বীপে সে গমন করে।  
ইত্যগ্ন সেইস্থলে পঞ্চদশ বৎসর থাকিয়া  
কালপুত্রের কন্যাকে বিবাহ কবে। তাহার  
বজ্রদণ্ড নামে এক পুত্র হয়, বজ্রদণ্ডের পবা-  
ক্রমও পিতার তুল্য। পরে ইত্যগ্ন পুত্র  
সমভিব্যাহারে সমগ্র দ্বীপ-রাজগণকে পরাজিত  
করিয়া স্বর্গজয়ে প্ররম্বিত হয়। সেই দৈত্য,  
সকল দেবগণকে জয় করিল, বিষ্ণুও পরাজিত  
হইলেন। দৈত্য বিষ্ণুর পশ্চাদ্ধাবিত হইল।  
অশুরের রথধ্বজ-চিহ্ন, সকল রথিগণের  
ভয়াবহ। বিষ্ণু দৈত্যজয়ের জন্য একটি  
সর্বোৎকৃষ্ট কেতুর আকাঙ্ক্ষা করিলেন। হে  
ইন্দ্র ! আমি বিষ্ণুর অন্ত বর কামনা করিয়া  
অপরাজিতা-বিদ্যা দ্বারা ত্রিশূলপাণি মহা-  
দেবকে পরিতুষ্ট করি। শিব তুষ্ট হইয়া

বিবেগান্ত যৎ সদা দেব সাহায্যং বিজয়াবহম্ ॥  
তেন কিঙ্কণীশোভাত্যং ঘণ্টাচ'মরমণ্ডিতম্ ।  
বিচিত্রপীঠকোপেতং শতসূর্য্যসমপ্রভম ॥ ২৬  
স্বযাক্ষগকড়াবহুং \* শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।  
মহচ্চিত্রং সুরোপেতং তুর্গমূৰ্দ্ধং যমাসনম্ ॥ ২৭  
ইন্দ্রবাহুযমে বৃক্কোজলবাতৈর্বনাধিপৈঃ ।  
ঈশানসূর্য্যকালান্ত রাহুরাকিশলীন্দুজৈঃ ॥ ২৮  
গুরুণা সর্বতোভদ্রং কুহা দণ্ডস্ত শস্ত্রনা ।  
তং দৃষ্ট্বা স্তম্ভে বিষ্ণুঃ স্তম্ভে নৃষভধ্বজম্ ॥ ২৯  
জয় কৃক ক লাস্ত কৃকমেঘসমপ্রভ ।  
কৃকসার মহাবাহো কৃকসর্পবিভূষণ ॥ ৩০  
কৃকশাস্তিকরো দেব কৃকদংষ্ট্রাভয়ঙ্করঃ ।  
নীলসান্দপরিধাত্তমঃষড়বারুণোপমঃ ॥ ৩১  
মহাকপালমালায় ত্রাশিরোনিকুন্তন ।  
সর্বগা সর্বদেবেশ সর্বাবস্থ দিগম্বর ।

বলেন,—তোমার মনে যা আছে, সেই বর  
প্রার্থনা কর। আমি সেই দেবদেবের নিকট  
প্রার্থনা করিলাম,—হে দেব ! সত্ত্ব বিজয়-  
সাহায্যকারী অশুরনিবহন রথকেতন বিষ্ণুকে  
অর্পণ করুন। কিঙ্কণী-শোভিত, ঘণ্টা-চামর  
মাণ্ডিত, বিচিত্র-পিটকাশিত, শত-সূর্য্য সমপ্রভ  
বিচিত্র, মহৎ রথকেতন ইচ্ছামাত্রে নির্মাণ  
করিয়া শিব অর্পণ করিলেন। স্তম্ভঃ মহাদেব  
ও গকড়াকড় শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণু  
সেই রথকেতনে অধিষ্ঠিত রথকেতনের  
মস্তকে তুর্গা বিরাজমান। রথকেতনের  
অবলম্বন যম। সেই রথকেতন ইন্দ্র, অগ্নি,  
যম, নিশাতি বরুণ, বায়ু কুবের ঈশান, সূর্য্য,  
চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু  
এবং কেতু এই সকল এবং অন্যান্য দেবগণের  
অধিষ্ঠানে সর্বতোভদ্র। বিষ্ণু, সেই রথকেতন  
দ্রুপিয়া বৃষবাহনের স্তব করিতে লাগিলেন।  
হে কৃকমেঘসম-কৃকবর্ণ ! হে করালবক্র !  
হে কৃকসার । হে কৃক সূর্য্যবিভূষিত  
মহাবাহো ! হে কৃকের শাস্তিকর্তা দেবদেব

শ্মশানভস্মভূষিষ্ঠ-ভস্মভূষণভূষিতঃ ৩২ ।

কৃষ্ণমেখলধারায় বাসুকি-উপবীহিনে ।

সর্বজন্তুহিতার্থায় বেদবেদাঙ্গবাদিনে ।

যজ্ঞেশ যজ্ঞহোতায় যজ্ঞভাবায় বৈ নমঃ ৩৩

গ্রহজ্ঞঃ মহাক্রপশমনায় নমো নমঃ ।

সর্বজ্ঞানা মহাদেব হ্রীয়া বাপি সুরেশ্বর ৩৪

বিঘাতঃ সুরশক্রণাং কর্ণব্যোঁরষভধ্বজ ।

তথ্যেতি স তদা ভূষ্টঃ কেতুং তস্মৈ সমর্পয়ৎ ৩৫

তব বিষ্ণো মহাবাহো কেতুং সংপশু বৈরিণঃ ।

যেহসুরা যে চ গন্ধর্বা যে দৈতৈর্যা মহাবলাঃ ।

তে হে নাশং সমাজগুস্তব কেতুপ্রদর্শনাৎ ৩৬

তথ্যেতি বিষ্ণুনা উক্তা গৃহীতং তচ্চ সাদরম্ ।

উচ্চুয়িহা তু ৩৭ হস্তাচ্চুঃ তং হতবহ্নিজম্ ৩৭

আপনি কৃষ্ণবর্ণ দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়াবহ । হে

শংকপাল-মালিন ; ব্রহ্মশীর্ষ-পাতন ! আপ-

নাকে নমস্কার । হে সর্বগ ! সর্বদেবেশ !

সর্বাবস্থ ! হে দিগম্বর ! হে শ্মশান ভস্ম

বহ্নভস্মভূষণে ভূষিত ! হে কৃষ্ণসর্পময়

মেখলধারিন । হে বাসুকি-যজ্ঞোপবীত ! হে

সর্বজ্ঞানার্থিতকারিন । হে বেদবেদাঙ্গবাদিন !

হে যজ্ঞেশ ! হে যজ্ঞ ! হে অহোরাত্র ! হে

যজ্ঞসম্ভার ! আপনাকে নমস্কার । হে গ্রহ-

পীড়া-প্রশমনকারিন ! হে প্রবলজ্বর-শান্তি-

কর ! আপনাকে বারংবার নমস্কার । হে

দেব ! সর্বাস্তঃকরণে আমি আপনাকে প্রণাম

কারি । হে সুরেশ্বর রষধ্বজ ! যাহাতে সুরারি-

গণের সংহার হয়, তাকে আপনি করিতে

হইবে । শিব, সন্তোষের সহিত “তাহা

হইবে” বলেন এবং বিষ্ণুকে রথকেতন অর্পণ

করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে মহাবাহো !

বিষ্ণো ! দেব দানব এবং গন্ধর্ব—যাহারাই

শক্র হইবে, মহাবলশালী হইলেও তোমার

রথকেতু প্রদর্শনমাত্র তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে

মনে কর । বিষ্ণু কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সেই

কেতন গ্রহণপূর্বক রথে উত্তোলিত করেন ।

তারপর যুদ্ধ করিয়া তিনি হস্তাগ্নির পুত্র

বহ্নদণ্ডকে বিনষ্ট করেন দৈত্যপক্ষের পরাজয়

শক্রস্ত তু পুনর্দত্তা সর্বশক্রবিনাশিনী ।

এবং তে কাথিতং বৎস যথারুতং সুরেশ্বর । ৩৮

শক্র উবাচ ।

কেন সা বিধিনা লঙ্কামম তূলাপরাগতৈঃ \* ।

বিশেষতো বিধিং তস্মৈ পৃচ্ছামি কথয়স্ব নঃ । ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

গন্ধায়াঃ সিকতাং সংখ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সুরসত্তম ।

ন ভবেদৈত্যবংশস্ত দেবরাজাজিগীষণঃ । ৪০

বিষ্ণুনা ঘাতিতাঃ কোচৎ কোচদ্ দেবেন শত্বান

গুহেন নিহতান্চাত্তো ময়া কোচাজ্জঘামসিতাঃ ।

দেবোভিস্বহবশ্চাত্তো তথাপি ন কয়ো ভবেৎ ।

সুবলো নাম দৈত্যোক্তো হংসকে দুর্মহাবলঃ ।

মম বংশে সমুৎপন্নো দণ্ডঘাতস্ত বাসব । ৪৪

সুবলেন জিতা দেবা ভৌত্যো মনস্তরে বিভো ।

সমাগতাঃ সমস্তাস্ত্বে সহ ইন্দ্রেন বাসব । ৪৫

তাহাতে হইল । অনন্তর বিষ্ণু, সর্বশত্রু-

বিনাশন সেই রথকেতন ইন্দ্রকে প্রদান

করেন । হে বৎস সুরেশ্বর ! তোমার নিকট

পূর্ব রুতান্ত এইরূপে বর্ণিত করিলাম ।

২৬—৩৮ । ইন্দ্র বলিলেন,—আমার পূর্ববর্তী

ইন্দ্র কোন্ বিধি অবলম্বন করিয়া এই রথকেতু

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহার বিশেষ বিধি

জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকটে তাহা

কীভাবে করুন । ব্রহ্মা বলিলেন, হে সুরসত্তম !

গন্ধার বাল্লুকা বরং গণনা করা যায়, কিন্তু

শৃগাজিগীষু দৈত্যবংশের সংখ্যা করা যায় না ।

অনেক দৈত্য বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াছে,

দেবদেব শিব অনেককে বিনাশ করিয়াছেন,

কাতিফেরে হস্তে অনেকে মারিয়াছে ;

অনেককে আমিও মারিয়াছি, দেবীরাও বহুতর

দৈত্য বিনষ্ট করিয়াছেন ; তবু তাহাদের ক্ষয়

হয় না । হে বাসব ! আমার বংশোদ্ভূত

দণ্ডঘাত দৈত্যের পুত্র মহাবলশালী হংসকেতন

সুবল নামে দৈত্যরাজ ছিল ; দেবরাজ !

পূর্বের ভৌত্য মনস্তরে সে দেবগণকে পরাজয়

যথা ন শক্তাঃ সমরে দৈত্যান যোদ্ধুঃ পিতামহ ।  
 শক্রগাং পরিভূতানাং শরণং হাগতা বয়ম্ ॥ ৪৬  
 যথাহং চিন্তয়ামাস শত্রু বিষ্ণুদিবৌকসাম্ ।  
 কেতুনা শঙ্কুদন্তেন উদিতেন অসংশয়ম্ ॥ ৪৭  
 ততো ময়া সুরাঃ সেন্সা বিষ্ণুমারাদয়ন পুরা ।  
 স দাস্ততি মহাকেতুং সৰ্বদৈত্যবিমোহনম্ ॥ ৪৮  
 তে গতা মম চাদেশাৎ কীবোদে যত্র কেশবঃ ॥  
 পরাপরস্বরূপস্বমজমব্যয়শাস্বতম্ ।  
 শ্রীবৎসাক্ষং মহাবাহুং কৌন্তভৌরস্বভূষণম্ ।  
 স্ববস্ত্যেতে সমপ্লেয়া দেবাঃ শক্রভয়াদিতাঃ ॥ ৪৯  
 তুতোষ কশ্ববস্ত্র্যাং বরং ক্রুধি পুরন্দর ।  
 তদা তৈর্ঘাচিন্তো দেবঃ কেতুং দদ সুরারিহা ॥ ৫০  
 তেন তদুভূষয়িত্বা তু দত্তং দেবভয়াপহম্ ।  
 শ্বেতচ্ছত্রং মতাতেজঃ স্রুমালাপীঠকাষিতম্ ॥ ৫১

কবে। হে বাসব! ভাৎকালিক ইন্দ্রের সহিত  
 সকল দেবতারা আমার নিকটে আসিয়া  
 বলিলেন,—হে পিতামহ! আমরা দৈত্য-  
 গণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছি।  
 আমরা শক্রগণের নিকট পরাভূত হইয়া  
 আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ইন্দ্র! আমি  
 তখন চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, শিবদত্ত  
 বিষ্ণুপ্রাপ্ত সেই কেতু দেবতারা উত্তো-  
 লিত করিলে, নিশ্চয় ইহাদিগের রক্ষা  
 হইবে। হে ইন্দ্র! তাবপর আমি দেবগণকে  
 বলিলাম,—হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! বিষ্ণু-আরা-  
 ধনা কর, তিনি সৰ্বদৈত্য-নিমূদন মহাকেতু  
 প্রদান করিবেন। দেবতারা আমার আদেশে  
 কেশবস্থান কীবোদসাগরের তীরে গমন করি-  
 লেন। অনন্তর শক্রভয়দীড়িত ইন্দ্রাদি  
 দেবগণ কার্ঘ্য-কারণরূপী অজ, অব্যয় সনা-  
 তন শ্রীবৎসাক্ষন, বক্ষঃস্থলে কৌন্তভভূষিত  
 মহাবাহু বিষ্ণুক তৎক্ষণাৎ স্বব কবিলেন।  
 বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে পুর-  
 ন্দর! বর প্রার্থনা কর। তখন ইন্দ্র ও অন্যান্য  
 দেবতারা দৈত্যাবিনাশক কেতু প্রার্থনা করি-  
 লেন। বিষ্ণু শ্বেতচ্ছত্র বহুতর মালা ও চন্দন  
 তিলক দ্বারা ভূষিত করিয়া সেই দেবভয়-

সূর্যায়ুতসমপ্রখ্যং কিঙ্কণীবরনাদিতম্ ।  
 চামরব্যাজনোপেতং শঙ্কুলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৫৩  
 তদ্ দৃষ্ট্বা সৌবলং সৈন্ত্যং ভগ্নং স চ নিপাতিতঃ ।  
 তদাপ্রভৃতি হে শত্রু কেতুস্তব ক্রমাগতঃ ॥ ৫৪  
 অন্তেষাকৈব রাজ্যাক উচ্ছ্রয়ো বিজয়াবহঃ ।  
 ময়া হরেণ দেবেন বিষ্ণুনা বাসবেন চ ॥ ৫৫  
 যদন্তং কশ্চিদেবেদং নুপাতিকচ্ছ্রয়িষ্যতি ।  
 স সমস্তাধিপো ভূমৌ অজেয়শ্চ ভাবিষ্যতি ॥ ৫৬  
 অগস্ত্য উবাচ ।  
 এবং শক্রস্ত শব্দেন \* কথিতং কেতুযুদ্ধম্ ।  
 ময়াপি তব বিদ্যেশ সৰ্বং তচ্চ প্রকাশিতম্ ॥ ৫৭  
 ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে ইন্দ্রোচ্ছ্রয়লক্ষিতমৈকা-  
 দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বাদশোহধ্যায়ঃ ।

নৃপবাহন উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য উত্থাপনং যথা ।  
 ত্রয়তে দিনপ্লাম্বেষু দ্রব্যমস্ত্রাবিধিং বদ ॥ ১

বিমোচন মহাতেজঃসম্পন্ন কেতু দেবগণকে  
 প্রদান করিলেন : কেতু উত্তোলন, পৃথিবীর  
 রাজগণের পক্ষেও বিজয়কারক। শিব, বিষ্ণু,  
 আমি ও ইন্দ্র এই আমাদেরগোত্র অধিষ্ঠিত ও  
 প্রদত্ত কেতু যে রাজা উচ্ছ্রিত করিবেন, তিনি  
 সমস্ত দেশের অধিপতি ও বিজয়ী হইবেন।  
 অগস্ত্য বলিলেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকট এইরূপ  
 কেতু-উচ্ছ্রণের কথা বলেন, হে নৃপবাহন!  
 আমিও তোমার নিকটে তৎসমস্ত প্রকাশ  
 করিলাম। ৩৯—৫৭।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বাদশ অধ্যায় ।

নৃপবাহন বলিলেন,—ভগবন্ অগস্ত্য!  
 কেতু উত্থাপন কেমন করিয়া করিতে হয়?

\* ব্রহ্মণ ইতি পাঠান্তরম্ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

ব্রহ্মণা কথিতং শক্রবৃহস্পতিসমীপতঃ ।  
যথা তথা প্রবক্ষ্যামি বিধিং কেতোঃ সমুচ্চয়ে ॥২  
বৃহস্পতিক্রবাচ ।

শুভাহ্নে ঋক্ষে করণে মুহূর্ত্তে শুভমঙ্গলে ।  
দৈবজ্ঞঃ সূত্রধারশ্চ বনং গচ্ছৎ সহায়বান ॥ ৩  
দেবীপ্রতিষ্ঠাবিধিনঃ যাত্রা যা বা প্রচোদিতা ।  
গহ্বা বৃক্ষং শুভং নেষ্টং ধবাজ্জ্ঞানপ্রিয়দূকম্ ।  
উড়ুহরাশ্বকর্ণক পাক্ষতে শোভনা হরে ॥ ৪  
ধ্বজার্থং বর্জয়েৎ বৎস দেব-উদ্যানজান্ ক্রমান

তার্হির তিথি, নক্ষত্র, উপকরণ দ্রব্য ও মন্ত্রবিধি  
শ্রবণে আমাদের অভিলাষ হইয়াছে, তাহা  
কৌতূহল করুন। অগস্ত্য বলিলেন,—ব্রহ্মা,  
ইন্দ্র ও দেবগণ, রাজগণের উত্তোলিত  
কেতুকে শিব-নির্মিত কেতুর তেজ প্রদান  
করেন এবং তাহাতে সমাগন হন। বৃহস্পতির  
নিকট এই কেতুস্থ বিধি যে প্রকার কৌতূহল  
করিয়াছেন, আমি বৃহস্পতির নিকট তাহা শ্রবণ  
করিয়া বলিতেছি। বৃহস্পতি আমাকে  
বলিয়াছিলেন,—শুভদিনে শুভনক্ষত্রে, শুভ-  
করণে এবং শুভমুহূর্ত্তে দৈবজ্ঞ এবং সহায়ের  
সহিত বাজা বনে যাইবেন। দেবী-প্রতিষ্ঠা-  
নিয়মামুসারে যাত্রা করিয়া কদবা সম্পন্ন করিয়া  
যাত্রা করিবেন। ইন্দ্রধ্বজকার্যে (তাদৃশ)  
বেতু-উত্তোনের নাম ইন্দ্রধ্বজোচ্চয়  
ইত্যাদি, ধব, অর্জুন, প্রিয়ক, উড়ুহর এবং  
অশ্বকর্ণ এই পক্ষবিধ বৃক্ষ প্রশস্ত। বৎস!  
দেবোদ্যানসমুত্ত বৃক্ষ দ্বারা ধ্বজ নির্মাণ  
করিবে না। দ্বাত্রিংশতি হস্ত পরিমিত কেতু  
হইবে \*। নয়টি (মিতাস্তুরে পাঁচটি) শক্র-

কথামধ্যা তু সা যষ্টী করমানেন করয়েৎ ।

একাদশকরা বৎস নবপঞ্চকরাপরা ॥  
অবনৌহাং ক্রিমিচিতাং তথঃ পক্ষিনিষেবিতাম্  
বল্লীকপিতুবনজাং সুশুকফোটরাং তথা ॥ ৭  
কুজাঞ্চ ঘটসিক্কাঞ্চ তথা স্ত্রীণামগহিতাম্ ।  
বিদ্যাদ্বজ্জহতাকৈব দন্ধাঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৮  
অলাভে চন্দনমাত্রং শশিশাকময়ং পিবা ।  
বর্তব্যং শক্রচিহ্নার্থং ন চান্তং বৃক্ষজং কচিৎ ॥ ৯  
শুভভূমিভবং গ্রাহ্যং শুভতোয়ং শুভাবহম্ ।  
ততঃ সম্পূজয়েদ্বৃক্ষং প্রজুখ্যেদম্মুখোহপি বা \*  
নমো বৃক্ষপতে বৃক্ষ হামারাধয়তি পার্থিবঃ ।  
ধ্বজার্থং তদ্বতো নাথ অন্যথা উপগম্যতাম্ ॥১১

কথা হইবে। কথামধ্যে যষ্টী বা শক্রমাতৃকা  
থাকিবে। যষ্টীর পরিমাণ একাদশ হস্ত  
এবং শক্রকথাগুলির পরিমাণ হইবে  
পাঁচ হাত। ধ্বজদণ্ডই ইন্দ্র স্তুরাং তাঁহার  
কথা বা যষ্টী, তাহাও কাষ্ঠময়ী ইহা বলাই  
বাহুল্য। লতায়ুক্ত, কুমিবাণ্ড, পক্ষিনৌড়যুক্ত  
বা পক্ষিকোটরযুক্ত, বল্লীকারিত, শশানসমুত্ত,  
শুক-কোটরাস্তব, বক্র, ঘটজনসেকে বদ্ধিত  
স্ত্রী নারী, বিদ্যাদাহত, বজ্রাহত বা অগ্নিদগ্ধ  
বৃক্ষ এ কার্যে পরিভাগ করিবে। পুষ্পোক্ত  
পঞ্চপ্রকার বৃক্ষ না পাইলে, চন্দন, আত্র, শাল  
বা শাক (সেধন) বক্ষে ইন্দ্রকেতু করিতে  
পারিবে; অন্তরুক্ষসমুত্ত ইন্দ্রধ্বজ কদাচ  
কর্তব্য নহে। উত্তম, পাবত্র জল-সমীপস্থ,  
উত্তম স্থানোৎপন্ন বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজ কার্যে গ্রাহ্য।  
অনন্তর পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বৃক্ষপূজা  
করিবে। 'হে বৃক্ষপতে! তোমাকে নমস্কার।  
রাজা ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত তোমাকে পূজা

\* অস্ত শাস্ত্রে দেখা যায়,—দ্বাত্রিংশতি হস্ত  
পরিমিত, দ্বাত্রিংশৎ হস্ত-পরিমিত এবং সর্ব-  
শ্রেষ্ঠ হইল—দ্বাচ্বিংশতি হস্ত-পরিমিত  
কেতুদণ্ড। এখানে স্পষ্ট কোন কথাই  
নাই। তবে শক্র-মাতৃকা বা যষ্টী কেতুর  
অর্ধেক হইবে এই কথা অস্বত্ব আছে;

এখানে আছে একাদশ হস্ত পরিমিত যষ্টী  
হইবে। তাহাতেই বুঝা যাইতেছে,—  
দ্বাত্রিংশতি হস্ত পরিমিত কেতুদণ্ড এই  
গ্রন্থের উপদিষ্ট।

\* কর্তব্যং শক্র চিহ্নার্থং ন চান্তং  
বৃক্ষজং কচিৎ। ইতি পদ্যার্থমধিকং কচিৎ।



রাজ্যো দেবো বলিস্তত্র যুগরক্ষে তথৈব চ ।  
 বাসবানাং মহারক্ষং কৃতা চাক্ষুঃ গম্যাম্য ।  
 ধ্বজাং ধ্বজো দেবরাজস্ত লক্ষ্যাস্তিত্ব এব চ ॥ ১২  
 পূজ্যৈঃ কতো বৃক্ষং বর্গং ভূতৈঃ দপয়েৎ ।  
 প্রভাতে চিত্তদেবরক্ষং শুভস্বপ্নাদিদর্শনৈঃ ।  
 শুক্রাধ্বরধঃকৈব সমুদ্রতরণং নদী ।  
 বৃক্ষান্ নদ্যান্ শুভান্ কীরানারোহেন্দেবতালয়ম্  
 দেবো বিজন্তুধা সাধুলিঙ্গত্রয়হরৈরপি ।  
 প্রতিমা পূজিতা স্বপ্নে কিপ্রং সিদ্ধিকলপ্রদা ॥ ১৫  
 মংস্ত্রমাংসদধিলাভকৃধিবৃক্ষরোদনম্ ।  
 অগম্যাগমনং দৃষ্টা আশু সিদ্ধিকলপ্রদম্ ॥ ১৬  
 ক্রমাদিলজ্যনং ধ্বজং শক্রনাশস্তথা শুভম্ ।  
 কলং পুষ্পং পিতা দূর্বা স্বপ্নলক্ষ্য জয়াবহাঃ ॥ ১৭  
 শম্বো গাবস্তথা দীপ্তলাভা রাজ্যপ্রদাধকাঃ ।  
 গোঃ সবৎসা নবপ্রভা দৃষ্টা পুত্রকলপ্রদা ॥ ১৮

করিতেছে । অতএব তুমি এস্থান ত্যাগ করিয়া  
 আগমন কর । ১—১১ । রাজিতে সেই বৃক্ষের  
 নিকট বলি দিবে । তাহার মন্ত্ৰ ;—হে বৃক্ষ !  
 ইন্দ্রোৎসব সম্পাদন করিয়া অমৃত গমন  
 করিও । দেবরাজের ধ্বজের জন্ত ছেদন  
 করিতে হইবে, অতএব রাজার প্রতি তুমি  
 ক্রোধাধিত হইও না । বৃক্ষপূজা করিয়া  
 কৃতোদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে । শুভ স্বপ্নাদি  
 দর্শন করিয়া প্রভাতে বৃক্ষ ছেদন করিবে ।  
 স্বপ্নে শুক্রবৃক্ষ পরিধান, সমুদ্রতরণ, নদীতরণ,  
 নদ শুভ বর্গ-বৃক্ষে আরোহণ, দেবালয়ে  
 প্রবেশ, দেবপূজা, বিপ্রপূজা, সাধুপূজা, শিব-  
 লিঙ্গপূজা এবং ব্রহ্ম বিষ্ণু-প্রতিমাপূজা করিলে  
 শীঘ্র শুভফল হয় । স্বপ্নে মংস্ত্রলাভ, মাংস-  
 লাভ, দাঁ-লাভ, কৃধিরদর্শন, অমৃত-দর্শন,  
 রোদন বা অগম্যাগমন করিলে শীঘ্র ই সিদ্ধি  
 হয় । স্বপ্নে বৃক্ষারোহণ, হিল যন্তা বা  
 শক্রনাশ দর্শন শুভসূচক । কল, পুষ্প, দূর্বা  
 বা শর্কলাভ স্বপ্নে হইলে জয় হয় । স্বপ্নে  
 শম্বলাভ গোলভ বা দীপ্তলাভ রাজ্যপ্রাপ্তি-  
 সূচক । নবপ্রভা সবৎস গাভী স্বপ্নে দেখিলে

পশুদুষ্করণং কুপে ব্যাধিমোককরং চিরাৎ ॥ ১৯  
 এবং স্বপ্নান শুভান্ দৃষ্টা তথা চিত্তদেব পাদপম্  
 উদযুগঃ প্রাচ্যুখং বা মধুসক্তাক্তপত্না ॥ ২০  
 পূর্বোক্তরে পতন শস্তো অশবঃ শুভদো জয়ঃ ।  
 অশবঃ পাদপে চাষ্ট্র অশ্বথা তু পরিহাজেৎ ॥ ২১  
 অষ্টাঙ্গুলং ত্যক্তে মূলে অগ্রভাগে জলে কিপেৎ ।  
 তথা ত্রিমানঘেদ বৎস শকটেন রথৈরাপ ।  
 যুবানৈর্কলসম্পন্নৈর্নয়ঃস্তং পুরতঃ পুরম্ ॥ ২২  
 নৌযমানা যদ্ব্যবহী সমা বা চতুরশ্বকা ।  
 যন্তা বা ভক্ষমাধস্তে রাজঃ পুত্রং পুরোহিতান্ ॥  
 আরভজে বলং ভিন্ধারৈম্যা নাশে ক্ষয়ং তথা ।  
 অর্থস্ত অকভজে শান্তিঃ তত্র তু কারয়েৎ ॥ ২৪  
 ইন্দ্রজচ্ছত্রমজ্ঞে জাতবেদময়েন বা ।  
 তথা নীহা শুভে লয়ে পুনস্তামুপবেশয়েৎ ॥ ২৫  
 দ্বারশোভাং পুরং রম্যাং গৃহে জুষ্টে চ কারয়েৎ

পুত্রজন্য হয় । স্বপ্নে কূপ হইতে পক্ষোদ্ধার  
 করিলে রোগমুক্তি হয় । এইরূপ শুভ স্বপ্ন-  
 দর্শনো পর বৃক্ষছেদন করা ঘটিলে ভাল  
 হয় । উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ হইয়া মধুপ্লাবিত  
 হীরকযুক্ত কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিবে ।  
 পূর্বোক্তরদিকে ছিন্নবৃক্ষ পতন প্রণয় । আর  
 বৃক্ষপাতে যদি শব্দ না হয় ও পতিত বৃক্ষ  
 কোন প্রকারে ক্ষুটিত বা বিদীর্ণ না হয় ত  
 তাহা শুভসূচক এবং অস্ত্ররক্ষের সহিত  
 সংলগ্ন না হয়, তবে ভাল ; যত্নে সেই বৃক্ষ  
 পরিচর্যা করিবে । মূলের অষ্টাঙ্গুলপরিমিত্যাগ  
 করিয়া ছেদন করিবে । অগ্রভাগ যাহাতে  
 জলে পতিত হয়, তাহা করিবে । হে বৎস !  
 শকট অথবা বলসম্পন্ন তরুণ বৃষগণ দ্বারা  
 নগরের সমুখভাগে সেই ছিন্নবৃক্ষ লইয়া  
 যাইবে । ১২—২২ । সম চতুরশ্ব বা বর্তুল  
 সেই বৃক্ষদণ্ড লইয়া যাইবার সময় যাদ  
 হয় ত, রাজার পুত্র-পুরোহিত বিনষ্ট  
 হয় । কোণভজে সৈন্তক্ষয় হয়, শকটের  
 অকভজে অর্থক্ষয় হয় । এতদ্ব্যতিরিক্ত  
 ইন্দ্র ময় বা জাতবেদম ইত্যাদি ময় দ্বারা  
 শান্তি করা কর্তব্য । যথাবিধানে লইয়া

পটু পটহিনিদা বেষ্টা শম্মা দ্বিজাতয়ঃ \* ।  
 মঙ্গলৈকৈদশৈশ্চ তা নেমা যত্র উচ্চয়েৎ ॥ ২৬  
 চক্রহা চিৎকর্যনির্মিতৈস্তাষ বেষ্টয়েৎ ।  
 বৈশ্বেচাণ্ডুরোমোঠৈঃ শুভৈঃ শুক্রেয়ধাক্রমম্ ॥  
 নন্দোপনন্দসংক্রান্ত কুমারীয়াঃ প্রথমান্শগাঃ ।  
 দেব্যা জয়াবিজয়াখাঃ ষোড়শাংশবাবস্থিতাঃ  
 অধিকে শতজানী তত্থা ধ্বজদৈবতৈঃ ।  
 ধ্বজপরিমাণং পবিত্রিঃ প্রথমং পিঠম্ ॥ ২৭  
 ষোড়শাংশবিন্যাসানি কুর্যাক্ষেপাণি বুদ্ধিমান্ ।  
 বসনাং বিচিত্রবর্ণঃ প্রথমং দদ্যাৎ স্বয়ং ॥ ৩০  
 সুরভাং চতুঃশ্লোক শিখরক্যা দ্বিতী তঃ ।  
 অষ্টাশীতু পদং শক্রে নীলবর্ণাং প্রদপয়েৎ ॥ ৩১  
 কক্কাং যমেন বৃত্তং বক্রণেন মইশ্রকম্ ।

গিয়া শুভলগ্নে নগর-সম্মুখে তাহা স্থাপন  
 করিবে । দ্বার, পথ, বখা, গৃহ এবং চুট্টা নানা-  
 প্রকারে সাজাইবে । তাবপর পটহাদি বাদ্য-  
 ধ্বনি, বেষ্টাগণের সঙ্গীত, শম্মাধ্বনি ও ব্রাহ্মণ-  
 গণের বেদধ্বনি ;—এইরূপ কোলাহলের মধ্যে  
 উত্তোলন স্থানে বুদ্ধদণ্ড লইয়া ধাইবে । তথাস্থ  
 রাখিয়া শিল্পনির্মিত কোম কোশেয় হস্ত গুরু  
 বস্ত্র দ্বারা যথাক্রমে সেই দণ্ড জড়াইবে । অংশ  
 কল্পনা করিয়া নন্দা উপনন্দা নামী শত্রুকুমারী-  
 গণ প্রথমোংশে ধাকিবে ; জয়া বিজয়াদি দেবী-  
 গণ ষোড়শাংশে আৰ শত্রুগণিত্রী অর্গজা  
 দেবী তাহারও অধিক অংশে থাকিবে । সকল  
 দেবতাই দণ্ডরূপে প্রথম বস্ত্র ধ্বজের পবিত্র  
 ও পরিমাণের অনুকরণ করবে । জানুী রাজা  
 অত্যাশ্রয় সকল বস্তুই যাহাঁতে ধ্বজদণ্ডের কোল-  
 ভাগের এক ভাগ কম হয়, তাহাই করবেন ।  
 নানাবিধ বস্ত্র ৩৬ চিহ্ন দেবগণের প্রদত্ত  
 বলিয়া । দ্বিষ্ট ও স্বয়ং দত্তত্বা । বিচিত্রবর্ণ  
 বস্ত্র প্রথমে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত । উত্তম রক্তবর্ণ  
 চতুরশ্র বস্ত্র তৎপরে বিশ্বকর্মার প্রদত্ত । নীল-  
 রক্ত বস্ত্র স্বয়ং ইন্দ্রের প্রদত্ত । যমের দত্ত

মজ্জিষ্ঠাকলদাকারঃ বাসুদেবো ময়ুরকম্ \* ॥ ৩২  
 নীলবর্ণক তং দদ্যাৎ স্বন্দো বহুবিচিত্রিতম্ ।  
 বৃত্তস্ত দহনো দদ্যাৎ সুবর্ণক তথাষ্টমম্ ॥ ৩৩  
 বৈদূর্ঘ্যসদৃশমিল্লো গৈরৈয়ং দীপয়েদবুধঃ ।  
 চক্রাকাকৃতিস্ত সূর্য্যো বিশ্বদেবাঃ পদ্মনিভাঃ ॥ ৩৪  
 ঋষয়ো নিয়মং দহানীলং নীলোৎপলাভাসম্ ।  
 গুরুণা শুক্রেণ ততো বিশালমুদ্বীতো যুগ্মম্ ।  
 গৃহীত্বাচক্রাণি বহুমাতৃভিঃ স্থানি রূপাণি ।  
 যদ্যনৈকেনৈব দত্তস্ত কেতোস্তৎ তস্ত ভূষণম্ ॥  
 তদেব তৎ বিজানীয়াৎস্বাদিভিঃ সমুচ্চয়েৎ ।  
 প্রথমং প্রবিশমানা ভূমীঃ যষ্টির্হস্তি রাষ্ট্রম্ ॥ ৩৭  
 বালানাং তালশব্দেন দেশবিঘাতঃ সমাচষ্টে ।  
 মূপবধকরা বিনীরা শুভাবহা সর্কশান্তা চ ॥ ৩৮  
 শক্র + সূর্য্য যম শুক্র সোমধনদবাক্রণৈঃ ।  
 বহুশিখাধিমঙ্গৈশ্চ হোতব্যা দধি চাক্রা ॥ ৩৯

ককবস্ত্র, মজ্জিষ্ঠ ও ধূম্রবর্ণ বর্তুণাকৃতি বস্ত্র-  
 বক্রণের প্রদত্ত । বাসুদেবের প্রদত্ত নীলবর্ণ  
 বস্ত্র, বহুবিচিত্রিত বস্ত্র বার্তিকেষের দত্ত সুবর্ণবর্ণ  
 বর্তুণাকৃতি বস্ত্র । বৈদূর্ঘ্যসদৃশ গ্রীবাভূষণ ইন্দ্রের  
 দত্ত ; সূর্য্য তাহাতে চক্রচিহ্ন, বিশ্বদেবগণের  
 পদ্মচিহ্ন, নীলোৎপল-ছত্র নীলচিহ্ন ঋষিগণের  
 দত্ত ; গুরু ও শুক্রধ্বজের শিখরদেশে বিশাল-  
 চিহ্ন প্রদান করেন । মাতৃগণ স্ব স্ব রূপ  
 তাহাতে চিত্রিত করিয়া দেন । সেই বসন-  
 ভূষণাদি যদিও সেই এক যজ্ঞমাসের প্রদত্ত,  
 তথাপি তাহা পুরোক্ত নিয়মানুসারে বিবেচ-  
 নীয় । অনন্তর যুদ্ধাদি দ্বারা সেই ধ্বজ উত্তো-  
 লিত করিবে । ধ্বজ প্রথমেই চিত্রিত করিবা-  
 মাত্র বিনাষত্রে মৃত্যুকাগর্ভে প্রবষ্ট হইলে  
 রাষ্ট্রভঙ্গ হয় । তৎকালে বালকেরা কর হালি  
 দিলে দেশবিঘাত হয় । ধ্বজ যদি ভাঙ্গিয়া  
 যায়, তাহা হইলে রাজার মৃত্যু; নতুবা শুভাবহ  
 এবং সর্কতোভাবে প্রশস্ত । শক্র, সূর্য্য, যম,  
 ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, বক্রণ, অগ্নি এবং ঈশান,

\* যদা পটহিনিদাংষ্ট বেষ্টাশম্মাদ্বিজা-  
 তয়ঃ ইতি পাঠান্তরং কচিৎ ।

\* ময়ুরকমিতি কচি পাঠঃ ।  
 † শকুরিতি বা পাঠঃ ।

গুণকন্দককুসুম-অপরাধি প্রপাঠয়েৎ ।

হুহা চ বিধিরহসিং জালাং লক্ষ্যেত বুদ্ধিমান্ ॥

সুতেজাঃ সূমনোদীপ্তাঃ সংহতৌর্কাবসপ্রভাঃ ।

রক্তাশোকসমাকারো রথভেদাশ্বিনঃ শুভাঃ ॥ ৪১ ॥

শঙ্খহৃদমঘানাং নাদাঃ শঙ্খাশ্চ পাবকে ।

ততঃ সফলীকৃতগুণ পতাকাং সমুচ্চয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অস্তাশ্চ বিবধা ভেগাঃ শঙ্ককেতুমহোৎসবে ॥

প্রোষ্ঠপদে তু অষ্টম্যাং শুক্রায়াং শোভনে ক্ষণে

আধিনে বাথ শুক্রায়াং অবগেনাথ উচ্চয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

পৌরজনলগ্নবৈদ্যে পটভেরৌননাদিতম্ ।

বিজ্ঞানধ্বজগোভাঢ্যং পতাকাভিঃ সমুচ্চলম্ ॥

বিষ্ণোশশক্রমস্তেং সিংহবাক্যকৃতেন চ ।

দৃঢ়মাতৃকরজুস্বং শুভতোরণমাকুলম্ ।

শঙ্খ, কাঠিকেয়, গুরু ও কুসুম প্রভৃতি দেব-  
গণের পূজা করিয়া দধি ও অক্ষত দ্বারা হোম  
করিবে ; বৈদিক অভাবে পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ  
করিবে । বুদ্ধিমান সাধিক, হোমায়ি উত্তমরূপে  
প্রজালিত করিয়া লক্ষ্য করিবে । ২৩--৪০। অগ্নি  
উত্তম তেজঃসম্পন্ন, সূদীপ্ত, একীভূত, সুপ্রভ,  
রক্তাশোকসবর্ণ এবং রথ ও ভেরৌর আয় গম্ভীর  
শব্দবিশিষ্ট হইলে, অগ্নির প্রজ্বলনশব্দ শঙ্খ  
দৃষ্টি ও মেঘের শব্দেব মত হইলেও প্রশস্ত ।  
তারপর পতাকাযুক্ত কদলীদণ্ড সকল উচ্ছিন্ন  
করিবে । ইন্দ্রধ্বজের উত্তোলনসময়ে অস্ত্র-  
প্রকার নানাবিধ শোভা সম্পাদন করিতে হয় ।  
তাহারাস্থে গুরুপক্ষে অষ্টমীতে উত্তম নক্ষত্রে  
ধ্বজদণ্ড ও কাঠময়ী কুমারী প্রভৃতির প্রবেশন,  
আর অবগানকরযুক্ত গুরু দ্বাদশীতে উত্তোলন  
কর্তব্য । নাগরিক লোক ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতি  
লকলেই উপস্থিত থাকিবে, পটহ এবং ভেরৌ  
প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে থাকিবে । চন্দ্রাতপ  
এবং ধ্বজ পতাকাগুলোর শোভা সেন্যস্থানকে  
সমুচ্চল করিবে বিষ্ণুময় শিবময় এবং ইন্দ্রময়  
দ্বারা ধ্বজোৎসাহন কর্তব্য । পূর্বে হইতেই সেনা  
ধ্বজকে সিংহের আয় সাবধানে রক্ষা করিবে ।  
ধ্বজমাতৃকা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইবে, তাহা  
সহিত ধ্বজদণ্ডকে বন্ধন করিবে, সেই প্রাঙ্গণের

অবিনাশিতমুখীনমতগ্নপিঠকং সমম্ ॥ ৪৬ ॥

নহুতং বা সমুৎথাপ্য কেতুং বাসবজং বিভো ।

উপস্থিতং রক্ষয়েৎ প্রাজঃ কাঞ্চালুককপোততঃ ॥

ন মধুনী পণং দদ্যাৎ অশ্বো বামাপি পাক্ষণম্ ।

যশোদ্যেশেন তং কুর্য্যান্মুগং কেতোর্যদ্যাবাবি ॥

তথা সূসংস্থিতং পূজ্যং সূর্যময়মুখ্যম্ ॥

রাত্নৌ জাগরণং কুর্যাদিন্দ্রময়মুখ্যকৌর্ভনম্ ॥ ৪৭ ॥

পুরোহিতঃ সৈবজ্ঞঃ শুভশাস্ত্ররতঃ সন্য ॥ ৫০ ॥

ছত্রপাঠো মূপং হস্তাৎ পতাকা মহিবীবধম্ ।

পিঠকে যুবরাজস্ত স চরমরূক্ষ্মনো ॥ ৫১ ॥

রাষ্ট্রং তোরণপাঠেন ধ্বজে অশ্বকয়ো ভবেৎ ॥

পাতিতে শঙ্কদণ্ডে তু নৃপমন্তঃ সমাদিশেৎ ॥ ৫২ ॥

কুমিজালক উথানে শলভাৎ তক্ষরাস্তমম্ ।

সুযমে সংস্থিতে শাস্ত্রনৃপস্ত নগরস্ত চ ॥ ৫৩ ॥

চতুর্দিকে উত্তম তোরণ থাকিবে না বিলম্ব, না  
শীঘ্র এইরূপ ভাবে, সেই 'স্র' কেতু উত্থাপন  
করিবে । ঠিক সরলভাবে রাখিবে এবং  
দেখিবে যেন পিঠকাতঙ্গ না হয় । প্রাজ রাজা  
কাক, উলুক, কপোত বা অন্য কোন পক্ষী  
সেই উত্তোলিত ধ্বজে না চড়ে, সে বিষয়ে সাব-  
ধান হইবে । পরে নামাইবার সময়ে যদিকে  
যদ বা গৌজ থাকিবে, সেই দিকে কেতুর অগ্র  
নত করিয়া যথাবিধানে নামাইবে । পূর্বোক্ত-  
প্রকারে সংস্থিত উত্তম যমে স্থায়িত সেই কেতু  
পূজা করা বিধি । ইন্দ্রময় কীর্তন ও রাষ্ট্র-  
জাগরণ কর্তব্য । দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত সতত  
শুভশাস্ত্রকার্যে নিযুক্ত থাকিবে । ধ্বজের উপর  
ছত্র ও পতাকা থাকিবে । ছত্র পতিত হইলে  
রাজার মৃত্যু, পতাকাপতনে মহিষীর মৃত্যু, পিঠকা-  
ভাঙ্গে যুবরাজের নাশ, কেতুদণ্ড বিকম্পিত  
হইলে মন্ত্রিনাশ, তোরণপাঠে রাষ্ট্রনাশ, কদলী  
ধ্বজাদি পতনে তুর্ভিক্ষ ; আর উক্ত ইন্দ্রধ্বজ  
পড়িয়া যাইলে, অন্য রাজা হইবে ; অর্থাৎ  
সেই রাজার মৃত্যু বা রাজানাশ নিশ্চিত । ইন্দ্র-  
ধ্বজ কুমি জালযুক্ত হইলে, শলভ ( পঙ্গপাল )  
ও তক্ষরের উপদ্রব হয় । ইন্দ্রধ্বজ সেনা

যাবহুষ্টিভাষ্টিষ্ঠি ভাবৎ পৌরাঃ সদা হৃষ্টাঃ ।  
 কেতোর্নিরতা যজ্ঞেন ভূমিহিপ্রকম্পাশ্চ ॥ ৫৪  
 পাতকৈ তথৈব কুর্যাহুথানে যাদৃশী পূজা ॥ ৫৫  
 রাহৌ শুভকৃৎ পাতনং নো দৃষ্টং কাককপোতৈঃ  
 যাতি নৃপমহ রাষ্ট্রং যশ্চৈব কারয়েৎ কেতুং ॥  
 নগরে বা পুরে খেটে যদ্যেবং কুর্ষতে পৌরাঃ ।  
 পূবনগরস্ত দ্বারে রুমসিংহখগোপিতম্ ॥ ৫৭  
 হেতুং সমস্তঘোরাণাং নাশনং জয়দং মতম্ ।  
 এবং পূর্ষং হরিঃ কেতুং প্রাপ্তবান্ রুমবাহনাৎ ॥  
 তথা ব্রহ্মস্ত তেনৈব ব্রহ্মণঃ শক্রমাগতম্ ।  
 তেন সোমস্ত তদন্তঃ ততো দক্ষে সমাগতম্ ।  
 তদা প্রভৃতি কুর্ষন্তি নৃখা অদ্যাপি উচ্চয়ম্ ॥  
 এবং কারয়েদ্রাজ্য কেতুং বিজয়কারকম্ ।  
 তস্ত পৃথী বলোপেকা সখীপা বশগা ভবেৎ ॥  
 ইত্যাদো দেবীপুরাণে ইন্দ্রধ্বজলক্ষণং  
 নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ও দৃঢ়ভাবে নিকপদবে অবস্থিত হইলে নৃপতি  
 ও নগরের শাস্তলাভ হয়। ইন্দ্রধ্বজ  
 যতদিন উচ্ছিন্ন থাকিবে, ততদিন পুরবাসিগণ  
 সতত ভয়ে থাকিবে এবং ইন্দ্রধ্বজে পূজায়  
 নিরত থাকিবে। ব্রহ্ম-কর্তাদগকে ভোজন  
 করাইবে। উথানকালে যেমন পূজা হোমাদি,  
 পাতকালেও তজপ কর্তব্য। (সাত দিনের  
 পর) কাক ও কপোতের অলেক্য রাজ্যে  
 ইন্দ্রধ্বজ-পাতন প্রাপ্ত। যে রাজা এইরূপ  
 কেতু উচ্ছিন্ন করেন, তিনি রাষ্ট্রের সহিত জয়-  
 যুক্ত হন। নগর, উপনগর বা প্রবলগ্রামে  
 পুরবাসিগণ (রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে) যদি  
 এই কার্য্য করে, তবে সেই নগরাদি দ্বারে রুম,  
 সিংহ বা পক্ষিবিশেষের প্রতিমূর্তি স্থাপন  
 করিবে। কেতু সমুদয় অমঙ্গলের নাশক, উচ্চয়  
 এবং জয়প্রদ। পূর্বে ব্রহ্মার সাহায্যে শিবের  
 নিকট হইতে বিষ্ণু কেতু প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার  
 সাহায্যে ইন্দ্রও বিষ্ণুর নিকট তাহা পাইয়া-  
 ছেন। চন্দ্র ইন্দ্রের নিকট তাহা লাভ করেন।  
 তারপর দক্ষ চন্দ্রসকাশে প্রাপ্ত হন। তদবধি  
 রাজগুণ রাজ পর্ষদ ইন্দ্রধ্বজের উত্থাপন

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

এতৎ তে কুর্ষমাগাতং কেতুখপনমাগমম্ ।  
 ভূয়ঃ কিং পূচ্ছঃ রাজস্তুম্রো ব্রহ্মবামি তে ॥  
 নৃপবাহন উবাচ ।  
 কথিতং বিদ্যামাহাশ্রাং যোগং নারদপূজিতম্ ।  
 কেতোঃ সমুচ্চয়ঃ পুণ্যঃ সর্বকামমুখপ্রদঃ ॥ ২  
 ভূমস্তাত পুঃ পূচ্ছ কথং ঘোরো মহাবলঃ ।  
 নারদেন সপত্নীকঃ সহমুষ্ঠী নিমোহিতঃ ॥ ৩

অগস্ত্য উবাচ ।

যথা স পৃষ্টবান্ বৎস শক্রস্তঃ সুরসন্তমঃ ।  
 এবং পিতামহং পূর্ষং বিদ্যাযোগস্ত কোতুকম্ ।  
 দেবং ভূমোহপি স পৃষ্টো ঘোরবুদ্ধিবদাতনম্ ।  
 কথং কুর্য্যান্নভাবাহো নারদো মুনিমন্তমঃ ॥ ৫

করেন। যে রাজা উক্ত বিধিক্রমে বিজয়কারক  
 ইন্দ্রধ্বজ উত্থাপিত করেন, স্বপ-কাননশালিনী  
 যদিও তাহার বশবর্ত্তন হন। ৪১—৬১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

অগস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! উপস্থিত প্রশ্ন  
 কেতু-উত্থাপনের কথা সমস্তই তোমাকে  
 বলিলাম, এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে  
 বল, তাহার উত্তর প্রদান কর। নৃপবাহন  
 বলিলেন,—নারদপৃষ্ট যোগ, বিদ্যামাহাশ্রা  
 এবং সর্বকামমুখপ্রদ পুণ্যজনক কেতু-উত্থাপন  
 এ সব কথা আগান কীর্তন করিয়াছেন।  
 তাত! এক্ষণে আমার এই জিজ্ঞাস্য,—পত্নী  
 ও মন্ত্রীর সহিত মহাবল ঘোরদৈত্যকে  
 নারদ মোহিত করিলেন কিরূপে? অগস্ত্য  
 বলিলেন,—বৎস! পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র,  
 পিতামহ দেবকে বিদ্যা ও যোগের রহস্য  
 যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঘোরদৈত্যের  
 মোহবিষয়ে তিনি ব্রহ্মাকে আবার  
 সেইরূপই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—হে



অরোক্ষোবাচ ।

তন্তু জপনশীলস্ত প্রতাপাং সুরসন্তমঃ ।  
দেবানাং মহতৌ দৃষ্টিঃ সৰ্ব্বা সুখপ্রদা ভবেৎ ॥৬  
বনস্পতিঃ সমস্তাশ্চ কলপুশ্পৈঃ সুশোভিতাঃ ।  
মোহিতা ঘোঃসেনা তু সহমস্ত্রিপুরোহিতা ॥ ৭  
বিধর্ম্মপথগাঃ সৰ্ব্বা ভর্ত্তুরাধ্বষণে রতাঃ ।  
বধনে তন্তু দারাদৈর্ধর্ম্মস্ত বিভবস্ত চ ॥ ৮  
উন্মার্গং সংপথং ত্যক্তা তেন তে মোহিতাসুরাঃ  
বিকর্ম্মনিরতা বৎস বিধর্ম্মমতিশীলিনঃ ॥ ৯  
তাক্ষ শীলমতীং রাজ্যোং দিগম্বরপরায়ণাম্ ।  
অনেনম ত্রতভূষিষ্ঠাং হেতুবাদমনোহরুগাম্ ॥ ১০  
পাশগুসর্ষধর্ম্মস্থাং শিববিষ্ণুভূগুপিতাম্ ।  
ন চাশ্বিনরূপে ভুক্তির্নাতিথৌ গৃহপূজনে ॥ ১১  
ন মাতরো মহাভাগা ন গাবো ন চ ব্রাহ্মণাঃ ।  
এবং সা নারদোদ্দিষ্টান্ ধর্ম্মান্ কুর্ধ্যাৎ সদা সতী

মহাবাহো ব্রহ্মন্! যুনিসন্তম নারদ কিরূপে  
ঘোরদৈত্যের মোহ উৎপাদন করিলেন?  
১ ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরসন্তম! জপপরায়ণ  
সেই নারদের প্রতাপে সর্বসুখ-সম্পাদনৌ  
দেবগণের শুভদৃষ্টি নিপতিত হইল। বনস্পতি  
সকল কলপুশ্পে সুশোভিত হইল। এ  
দিকে, ঘোরদৈত্য, তাহার সৈন্তমণ্ডলী, মন্ত্রী  
ও পুরোহিত সকলেই মোহিত হইল।  
সকলেই স্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী  
হইল। অসুরগণ দারাদি দ্বারা স্বামী ঘোর-  
দৈত্যের ধীনসম্পত্তি বকনা করিয়া লুপ্তিতে  
লাগিল। ঘোরদৈত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া  
উন্মার্গগামী। নারদ সকল অসুরকেই মোহিত  
করিয়াছিলেন। ৭স! সকলেই কুরুক্ষেত্র রীতি  
অধর্ম্মপরায়ণ হইল। রাজ্য শীলমতীও দিগম্বর  
৪ যত-পরায়ণ হইলেন; বহু ব্রতানুষ্ঠানে মনো-  
নিবেশ করলেন। পাশগুধর্ম্মে আসক্তা এবং  
হরিকেশের নিন্দা করিতে লাগিলেন। হোম  
অতিথিসেবা এবং গৃহসংকারে তাঁহার অন্ধা  
রহিল না। মহাভাগ মাতৃগণ, গো, ব্রাহ্মণ  
তাঁহার কাছে কিছুই মান্ত রহিল না।

এবং বিধর্ম্মমাস্ত্রাং তন্তু ঘোরস্ত বৈ সত্যঃ ।

সুপথমুজ্জ্বলিহা তু উন্মার্গেণ প্রবর্ত্তিরে ।

ঘোর উবাচ ।

ব্রহ্মপুত্র মহাবাহো শৈলপুত্র্যানয়ে মম ।

কো যোগ্যো যত্র যোধানাং দূতকার্য্যস্ত ক্রূহি নঃ

১ নারদ উবাচ ।

যতঃ শশাকসম্পূর্ণা বিশাছন ইবাননাঃ ।

তা দৃষ্টা মুনয়ঃ কোভং কিং পুনরশ্বরাধিপাঃ ॥

তথা হুং সর্বসৈন্তেন একো বা বিগতাস্থধঃ ।

ব্রজস্ব যত্র তাঃ কন্তাঃ শৈলরাজসুতোত্তমাঃ ॥

দক্ষিণাধীশদৈবতোপৌর্ণমাস্তাঃ সমাযযৌ ॥ ১৬

সবাহনবলামাতাঃ সুপুরোহিতসায়ুধাঃ ।

সুযেণ কুরু হুঙ্কারং দেবল বিভূদাক্ষণৈঃ ॥ ১৭

এইরূপে সেই পতিব্রতা রাজ্য নারদপ্রদর্শিত  
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ঘোরাসুরের  
সমুদয় গোষ্ঠীবর্গই ক্রমশ অধর্ম্মের আশ্রয়ে  
সংপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমার্গে যাইতে  
লাগিল। ঘোর কাহিল,—হে মহাভাগ ব্রহ্ম-  
নন্দন! মদীয় ষোড়শবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি  
পশুত-তনয়াদিগকে স্ববশে আনিবার কারণ  
দৌত্যকর্ম্ম করিতে পটু হইবে, তাহা আমাকে  
বলুন। নারদ বলিলেন,—হে মহাভাগ! সেই  
গিরিসুতাদের নিকলক ও পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের  
স্তায় শোভমান মুখমণ্ডল দর্শন করিলে যুনি-  
গণও অধীর হন, স্তত্রাং স্তূহাতে অনুরাধিপ-  
দিগের কথা বিশেষ অগ্নি কি ব্রহ্মিণ? ইহাতে  
কাহারও উপর বিশ্বাস না রাখিয়া তুমি স্বয়ং  
সৈন্তসমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া অথবা একাকী  
অস্ত্র পর্য্যন্ত ছর্মাভয়া তথায় গমন কর, যে  
স্থানে সেই পর্ব্বতপুত্রীগণ অবস্থান করিতে  
ছেন। অসুরপতি নারদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ  
করিয়া যুদ্ধোপযোগী স্ত্রুনিচয় সংগ্রহ করত  
অশ্বাদি-বাহিন, পদাতিসৈন্ত এবং পুরোহিত  
ও অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ণিমাতিথি  
ভরণীনকত্রে যাত্রা করিল এবং সুরসেনানামা  
স্বীয় প্রধান ষোড়শ প্রতি হুঙ্কার করিতে  
আদেশ দিয়া নিজ অধীন রাজাদিগের মধ্যে

কানকেশবচামুণ্ড-অমৃতদ্রুমহাবরৈঃ ।

সামন্তপ্রবরৈর্ঘোষৈর্ঘনৈর্বাশিতিস্তথা ॥ ১৮

বৃহর্ষে অভিজিরাশি মধ্যাহ্নে ত্যজতে পুরম্ ।

তন্তনির্গচ্ছন্তোবেগাৎ \* বানোবাতিমুখে ভবেৎ

ধ্বজে রুরোহ কাপোতঃ পিবা শ্রামা চ দক্ষিণা

শিঙ্গলা ককৃ † গোধা চ শুরুরীকংলাস্তথা ।

গজবানরসৈন্যজাশিখিচ্ছবা চ বামতঃ ॥ ২০

পশ্যানং ভিন্দতে সর্পঃ কুস্তোদকং বাশীর্ঘাত ॥ ২

করাব বানরো ঋক্ষে মাৰ্জ্জাংগো হৃতিতৈরবম্ ।

তৈলতক্রতৃণকেশমুক্তাহ্বানি দর্শনম্ ॥ ২২

বাস্তোন্নতজঙ্ঘমুক ‡ ক্ষুৎকামনক্রজঃ বরম্ ।

তুষ্কার্ণাসলক্ষণ-নিদিতানাং দর্শনম্ ॥ ২৩

যজ্ঞাধ্বং যুগং পক্ষ্যামিষং তথা বসাম্ ॥ ২৪

শ্রেষ্ঠ দেবল, বিভু, দাক্ষ, বাণ, কেশব চামুণ্ডা, অমৃতদ্রুম, মহাবর প্রভৃতি, ঘোড়বর্গের সহিত মধ্যাহ্ন সময়ে অভিজিৎ যুহর্ষে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইল। তাহার যাত্রাকালে বক্ষ্যমাণ অশুভ লক্ষণ সকল হইতে লাগিল। ধ্বজাগ্রে কপোত আসিয়া বসিল। দক্ষিণ ভাগে ককৃ-শৃঙ্গাল এবং বামে পিঙ্গলবর্ণ যুগ ও গোসর্প, শুরুরী, কবলা, মরুরী, গজ-সৈন্য ও কপি-সৈন্যের যাতায়াত দৃষ্ট হইল। সম্মুখে সর্প পথরোধ করিল ও জলপূর্ণ কুন্ত অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বানর, ভল্লুক ও বিভালে অতি ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল এবং পশ্চিমদ্ব্যে পুতিত তৈল তক্র (ঘোল), তৃণ, কেশ ও অগ্নিনিচয় দেখা যাইল। কোন স্থানে কেহ বসি করিতেছে; কোথায় বা উন্নত, জড় ও মুক ব্যক্তি ঘুরিতেছে; কোথায় বা তুষ্কার্ণাস লবণ প্রভৃতি কুৎসিত বস্তু সকল দেখা যাইল। কোন স্থানে বা রক্তাধরধারী, কোথায় মুণ্ডিমস্তক, কোথায় বা সর্পাদে পটলিষ্ঠ ব্যক্তি রহি-

\* গেহাৎ ইতি বা পাঠঃ ।

† চুক্ষু ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ বাগ্ভাস্তোন্নতজঙ্ঘমুক ইতি বা পাঠঃ ।

লগাটং শক্রজং চাপমুদ্রাপাতা ধ্বজাননাঃ ।

দিশাং দাহো মহৌকম্পো সরজঃকলুষং নভঃ

নিন্তেজাস্তপতে ভানুর্নদাঃ প্রতিমুখা বহন

উকোদ্রুমহ কুপবারণাং দীঘিহাসু চ ।

অকালবির্ফাতঃ পুষ্পফলানামমুভূৎ তদা ॥

শীতউর্কাবিশর্ঘ্যাসা মেঘনাদাশ্চ দারুণাঃ ।

অরণ্যাসরা গ্রামেষু গ্রামজারণাবাসিনঃ ॥ ২৭

ক্রেতুর্নর্পসমুদ্রাশ্চ শশচালাপপীলকাঃ ।

ধ্বজাশ্চ গাং মহতী মেলা যুগাণাঞ্চ তথৈব চ

এতে চ পুরপ্রাকারে নিপতিস্ত বসান্ত চ ॥ ২৯

দুর্গকঃ শকরো বায়ুদীনা যোধা হতপ্রভাঃ ।

শকুন্মুদ্রাশ্চপাতানি গজা অশ্বাঃ প্রচক্রিরে ॥

ধ্বজচ্ছত্রপতাকানাং ক্ষুটনং দৃণ্ডভেদনম্ ।

কলঙ্কমসিচক্রেষু নাহতাদ্ হৃদুভে রবঃ ॥ ৩১

যাছে। পথের কোথায় বা কেবল মাংস বসা পড়িয়া আছে। আকাশে লগাটাকৃ ইন্দ্র-ধনুর প্রকাশ ও ভীষণ উদ্ভাপাত হই। লাগিল এবং কোথায় বা দিগদাহ ও ভূকম্প হইতে লাগিল এবং তৎকালে পৃথিবী ধুলিরাশিতে আকাশ কলুষতাব ধারণ কারক স্বর্ষ্যের তেজ মন্দীভূত হইল, নদীসমুদ্রে স্রোত প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল গভীর কূপেরও সলিল উৎস হইল এ তখন পুষ্প ও ফল-বিশেষের অসময়ে রূপান্তর হইতে লাগিল। শীত ও উষ্ণদ্রব্য পরস্পর পরস্পরের গুণ পাইল, মেঘের অতি কঠোর শব্দ হইতে লাগিল, অরণ্যবাসী প্রাণিগণ গ্রামে ও গ্রামবাসী প্রাণিগণ কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং শৃঙ্গাল, সর্প, শশক, পিপীলিকা এবং কাক ও যুগ নগরের প্রাকারে আসিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল বায়ুর দুর্গন্ধ ও কাঠিষ্ঠ অমুভব হইতে লাগিল, ঘোড়বর্গ দুর্বল হওয়ায় হতভম্ব হইয়া যাইল, হস্তী ও অন্যান্য বিষ্ঠা ও মুত্র ভ্যাগের সহিত অজ্ঞপাত করিতে লাগিল ছত্র, ধ্বজ ও পতাকা সকলের আশ্রয়দণ্ড ভাঙ্গিয়া হাইতে লাগিল, তাহাতে সৈন্যগণ

না \* কূটনকাপি নাবাচালক কু ১।  
নাঃ মুদগরাণাঞ্চ শীর্ণতাদ্যধ ভিন্নতা ৩২  
রোহণকার্কঃ সার্বপাতস্তথৈব চ।  
হ্যাকদং প্রবেদং মৃতকানাঞ্চ জলনম্ ৩৩  
ঃ রাসভমাবোধঃ স্রোণাঞ্চ বহুপত্যতা।  
হুতে অবহাগাদি অজমতে † সুশোভনম্  
নাঃ ঘাতনং যুদ্ধো নিস্রিংণাঃ সকলাঃ প্রজাঃ  
কাদঃশমণ্ডকা বহুশো নাগদর্শনম্ ৩৫  
হুজা দহনে বহিঃ সমুঃ ক্ষুটেতে মৃতঃ।  
বিধাস্তথোৎপাতা দৃশ্যেঘোরেন বাসব ৩৬  
হু নারদঃ সোহিণি কিমেতদ্বিকৃতং দ্বিজ ৩৭  
নারদ উবাচ।  
নরাজঃ কিত্তিচ্যৌ বাসবাংশঃ শিবান্নকঃ।  
নাঃ তাঃ স্রিঃ কস্তাঃ কিয়তামসুরাধিপ ৩৮

ভিয়াঃষাট্ঠিগ। চন্দ্রে কলঙ্ককালিমা সমধিক  
হইল। এবং তৎকালে আহত হুন্ডুভিরও  
শ ধনি বাহির হইল না। ১৪—৩১।  
সাধন মুদগর-গদাদির আকার শীর্ণ ও  
। আঘাতেই ভগ্ন হইতে লাগিল, শুষ্ক  
জ অক্ষর ও সূর্য্য গ্রহণ অকস্মাৎ হইল।  
। প্রতিমার গাত্রে ঘর্ষ লক্ষিত হইল,  
সমুত ব্যক্তিদের আলাপ শুনা যাইতে  
গল, গাভী সকল গর্দভ প্রসব করিতে  
গল, নারীরা বহু সন্তান (একদা) প্রসব  
রত লাগিল। ছাগ ব্যতীত অন্য স্ত্রী হইতে  
গোৎপত্তি এবং ঐরূপ মেঘেৎপত্তি হইতে  
গল। শিশুদিগের নিধনেই যুদ্ধব্যাধি  
ধ হইতে লাগিল, উচ্চ নীচ সাধারণজাতি  
হুংশ হইল। মক্ষিক। দংশ ও মণ্ডকের  
রমাণ বৃদ্ধি পাইল, নানাস্থানে সর্প দেখা  
ইতে লাগিল। দাহকার্য্যে বহির তেজো  
শিখরায় ধূমমাত্র উদ্গরণ করিয়া নির্গণ  
তে লাগিল। হে দেবরাজ! ঘোরাসুর

\* হাতলা ইতি পাঠান্তরম্।

† দিশি ইতি পাঠান্তরম্।

সুগ্নিদেবগণাস্তত্র ভেনেদমাকুলং জগৎ।  
প্রযাহি মাত্র যঃ তিষ্ঠ কালো হি বহুদোষকৃৎ ॥  
তদা স নারদেনোক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রগামিভিঃ।  
বিজ্ঞাচলস্ত বসনা নশ্বদা যত্র নিয়গা ॥ ৪০  
যত্র সা বৌচিকলোলকলগীতমহোৎসুকা।  
যত্নমাতঙ্গসংযুট্টকপর্ষতসঙ্কলা।  
যত্র কুরুরকারগুচক্রবাকৈপশোভিতা ॥ ৪১  
যত্র বহিঃপারীক্ষকলহ সোপনাদিতা।  
রাজহংসমহাবাতকালকেলীরটিষ্টিভেঃ ॥ ৪২  
পারাবতগুচসিদ্ধিশারিকৈরুপপাটিভিঃ।  
নক্রমৎস্রমহাগ্রাহমকরা কুলচোদকা ॥ ৪৩  
ভ্রমরৌশবিচক্ষারকলসৈরিস্রিবল্লিকা \*।

বাত্মাকালে এবংবিধ অশুভ উৎপাত স্মৃদায়  
অবলোকন করিয়া দেবুষ নারদকে জিজ্ঞাসা  
করিল,—হে দ্বিজবর! এই যে অস্বাভাবিক  
সকল দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, তাহা  
বলুন। নারদ কহিলেন,—পৃথিবীস্থিত গিরি-  
রাজ বিজ্ঞা ইন্দ্রের অংশ, শিব তাঁহাতে বাস  
করেন। কতিপয় দেবতন্ত্র লক্ষী-স্বরূপা কস্তা-  
গণ তথায় অবস্থিত। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও  
তথায় সম্মিলিত। তাহাতেই জগৎ আকুলী-  
কৃত হইয়াছে। শীঘ্র তথায় গমন কর  
এখানে থাকিও না, কালবিলম্বে বহু দৌর্ঘ্য।  
তখন ঘোরাসুর দেবদিগকে এইরূপে কথিত  
হইয়া শীঘ্রগামী অমুরের সঙ্গায়ে বিজ্ঞাচলে গমন  
করিল,—যে স্থানে নশ্বদানটী তিরজাবলীর  
সুমধুব নিনাদে সাধারণের কৌতুক বর্ধন করত  
শব্দকাগিরির কাঞ্চীরূপে বিরাজিত আছেন,  
যে নশ্বদায় সমিহিত পর্ষতসমূহের বৃক্ষাবলীতে  
মন্ত্র মাতঙ্গগণ গণ্ডকগুহন করিয়া থাকে এবং  
যাহাতে কুরুর কারগুব চক্রবাক প্রভৃতি  
পাক্ষগণ বিচরণ করে এবং ময়ুর, পারীক্ষ,  
কলহংস, মহাবাত, কালকেলীর, টিষ্টি,  
পারাবত, গুচ, সিদ্ধি, সারিকা ও উপপাটি  
প্রভৃতি পাক্ষগণ নিয়ত মর কৃজন করিয়া

বিল্লিযবন্দিকা ইত্যপি পাঠঃ।

কালপটমহাসেনপাঠীনবাসরোহিতাঃ ॥ ৪৪  
 গর্গরাঃ সিংহতুণ্ডোষ্ঠরাজীব জলজাতয়ঃ ।  
 তত্র গহ্বা মহাবাহো ঘোরসেনাবহিষ্ঠত ॥ ৪৫  
 যত্রাসৌ ভূধরেস্ত্রাণাং বিজ্ঞো নাম মহাগিরিঃ ।  
 যত্র দারিত্র্যমাত্তকেশরিনখমুক্তিভিঃ ॥ ৪৬  
 যত্র শূকরসভ্যস্ত শূকরাশ্চ ভয়প্রদাঃ ।  
 খড়্গদ্বীপমহাগৈও কুরুমহিষশল্লকৈঃ ॥ ৪৭  
 তরঙ্গকক্ষশাদ্দিলৈঃ শাখামৃগমহামৃগৈঃ ।  
 কুণ্ডসারৈঃ সনাচারৈশ্চরতিঃ শ্বেচ্ছয়ীষিতৈঃ ॥ ৪৮  
 মুনিদারকসংস্কৃতঃ সততঃ স মধাননে ।  
 পুষ্পপত্রফলাহারকন্দমূলফলাশনাঃ ॥ ৪৯  
 বায়ুকণশাকারপক্ষমাসমাশ্রয়ঃ ॥

থাকে এবং যে নর্যদা সলিলে কুস্তীর মহাগ্রাহ,  
 মকর, ভ্রমরীশ, বিচক্ষার, কলস, ইন্দ্রি-বল্লকা,  
 কালপট, মহাসেন প্রভৃতি জলজন্তুগণ ও  
 পাঠীন রোহিতাদি মৎস্যগণ বাস করিয়া  
 থাকে এবং যাহাতে গর্গর, সিংহতুণ্ড ও  
 রাজীব এই কয় জলজন্তু অধিক পরি-  
 মাণে আছে : হে মহাবাহো ! ঘোরসেনাগণ  
 বিজ্ঞাচলের সেই প্রদেশে যাইয়া অবস্থান  
 করিল । ৩২—৪৫ । এক্ষণে সেই পর্বতরাজ  
 বিজ্ঞোর বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । যথায়  
 সিংহ নখাঘাতে বিদারিত হস্তিগণের গণ্ডচূত  
 মুক্তারামি আছে, যে স্থানে শূকরশ্রীরা  
 শূকরই অস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ  
 প্রাণিগণের মধ্যে হিংসাতাব নাষ্ট এবং  
 যেখানে হস্তী, গণ্ডক, মহাগণ্ডক, কুরু, মহিষ,  
 শল্লক, তরঙ্গ, কক্ষ, শাদ্দিল, রাবর, শূগাল ও  
 কুণ্ডসারগণ বিস্তৃত ও হিংসাশূন্য হৃদয়ে বিচরণ  
 করিয়া থাকে, মুনিবালকগণ সর্বদা সমিধ-  
 আদি যজ্ঞীয় উপকরণের সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন  
 এবং যেখানে বেদ বেদাঙ্গের স্বরূপবিদ ও  
 তদনুসারে কর্ম্যমুষ্ঠায়ী চতুর্দেবেরই অসংখ্য  
 শাখার আলোচক হরি-হরোপাসক তপস্বীগণ  
 নিত্য বাস করিয়া কখন পুষ্প, পত্র, ফল ও  
 কখন বা কন্দ মূল ফল মাত্র ভোজন করত

বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞাতক্রিয়াধ্যানতৎপর্য্যঃ ।  
 যোগাত্ম্যাসরতা নিত্যং শিববিকৃপরাধনাঃ ॥ ৫০  
 অনেকশাখশাখোস্তা নিবসন্তি ত্রিপোহর্থনঃ ।  
 রেণুসস্তবসস্তানসস্ততা বর্ষবাবরাঃ ॥ ৫১  
 পুলিন্দাঃ শবরাতঙ্কাকপাশ্চিল্লৈচ্ছজাতয়ঃ ।  
 কন্দমূলফলহারা যত্র বহুলধারিণঃ ॥ ৫২  
 গুহ্যভরণকুণ্ডাঙ্গা মালাচারা বলহিনঃ ।  
 শতপত্রক নাবোটাঃ শুকপিচ্ছবিভূষণাঃ ।  
 ধাতুমণ্ডিতসর্বাঙ্গা নিত্যং যদি তমানসাঃ ॥ ৫৩  
 কাষ্ঠাঙ্গকৌড়নাসক্তাঃ করিকুন্তকরচ্ছিন্দাঃ ।  
 নিস্ত্রিশপ্প্রসশস্ত্রা দ্বিগুণদগারধারিণঃ ।  
 বসন্ত যত্র মাতঙ্গাঃ সভ্যশো দন্তধারিণঃ ॥ ৫৪  
 গৃহেষু কৃতসংস্কারাঃ শাপিচ্ছায় কুহেষু চ ।  
 অশোকচূতবকুলমাধব ধববেণুর্ষু ॥ ৫৫  
 অরিষ্টবিষ্টকপালুম্মালার্জুনপাদপৈঃ ।  
 প্রনষ্টমূর্ধাসস্তাপাঃ শালতালৈর্নভঃস্পৃশৈঃ ॥ ৫৬  
 ইক্ষুদোড়দরংখর্জুরমাতুলুঙ্গৈঃ সদা ডিমৈঃ ॥ ৫৭

নিত্য যোগাত্ম্যাস করিয়া থাকেন এবং যে  
 বিজ্ঞাচলে বেণুজাতীয় অসভ্য বর্ষগণ ও  
 শ্বেচ্ছ-জাতীয় পুলিন্দ, শবর, তঙ্ক ও কাপালি-  
 গণ বহুলপরিধান করত কন্দমূল ও ফলমাত্র  
 ভোজন করিয়া বাস করিয়া থাকে, তাহারা  
 আপনাদের কৃষ্ণবর্ণ দেহ—গুঞ্জাকলে ও মালা-  
 হারে ভূষিত রাখে, কখন বা পদ্যপুষ্পে কিংবা  
 শুকপুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া রাখে, কখন ধাতু-  
 রাগে অঙ্গ রঞ্জিত করে ও হস্তগণের কুণ্ড ও  
 শুণ্ড ভেদ করিয়া অসীম আনন্দ পাইয়া  
 প্রমদার সহে ক্রাড়া করিয়া থাকে, যথায় হস্তি-  
 গণ হস্তপর্ক-কর্ষক সুসজ্জিত হইয়া আপনা-  
 দিগের আশ্রম-গৃহভূত অশোক, বকুল চূত,  
 মাধবী, ধব, বেণু প্রভৃতি কৃষ্ণমূলের ছায়ায়  
 আসিয়া পরস্পরের দন্তের উপর দন্ত রাখিয়া  
 অবস্থান করে এবং যেখানে কর্ণশাবকেরাও  
 গগনস্পর্শী অরিষ্ট, দিষ্টক, পীলু তমাল,  
 অর্জুন, শাল ও তাল বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া  
 মূর্ধাস্তাপ দূর করিয়া থাকে ও ইক্ষুদ, উদ্বর,  
 খর্জুর, মাতুলুঙ্গ ও দাড়িমের মিষ্ট ফল ভক্ষণ



কলৈকৃষ্ণিং প্রপদ্যন্তে বালা মাতঙ্গজাতয়ঃ ॥৫৮  
পতঙ্গকরসং ঘাচ ছাদিতাশ্চ সুপুজিতাঃ ।  
বসন্তি যত্র নীরৌষ্যচঃ সংবর্জকাদয়ঃ ।  
অথ তস্মিন্ মহাশৈলে ঘোরানীক্যবতীশ্বরে ।  
হয়েত্তরথপাদাতং বহুধা সমদাসত ॥ ৫৯  
বাদ্যচিহ্নরবোদ্ভূষ্টো লগ্নরন্দ্রপ্রপীড়িতঃ \* ।  
অজায়ত মহানাদঃ সহসা গিরিপূ কঃ ॥ ৬০  
কন্দরেষু বিচিত্রেষু নাদাঃ প্রতিমুগাহতাঃ ।  
মৃগেন্দ্রতোষজনকঃ কপি সৈন্তভাবগাঃ ॥ ৬১  
এবং শ্রুত্বা তদা দেবী সুরসৈন্তানুবর্তিনী ।  
প্রণির্গতা প্রহুগাত্মা বাসবায় বরপ্রদা ॥ ৬২  
বিচিত্রদামশোভাঢা বালাভরণভূষণা ।  
অক্রৌড়ত সা বালাভিঃ কল্মকাভিঃ সমং গতা ।  
মার্কণ্ডেয়য়াবাক্ষ্য পাণৌঘতমনাশনম্ ।  
তত্র ভাগ্যগতাং দৃষ্ট্বা মুনীনাং সর্বসিদ্ধিদাম ॥ ৬৩

করিয়া অসৌম তৃপ্তি লাভ করে; যথায় সূর্যের  
কিরণরাশি সাদরে সেবিত হয় ও সংবর্জকাদি  
মেঘগণ জল-রে পারপূর্ণ হইয়া নিত্য নিবাস  
করেন; এতদূর্ণ বিক্ষ্যপকিতে গজ, অশ্ব, রথ  
ও পদাতি এই চতুরঙ্গ বলে বলীয়ান ঘোর-  
সেনাগণ নানা রূপে অবস্থান করিতে লাগিল ।  
তখন তাহাদের মধ্যে বাদকগণ কর্তৃক বাদিত  
বাদ্যের ধ্বনির সহিত উদ্ঘোষিত অসংখ্য  
জয়নাদে পর্বত পরিপূর্ণ হইল এবং ঐ সকল  
ধ্বনি বিচিত্র গুহাসমূহে প্রবিষ্ট হইলে সিংহ-  
দিগের সন্তোষ ও কপিসৈন্তের ভয় উৎপন্ন  
হইতে লাগিল । তখন দেবী অশুরসেনাগণের  
তাদৃশ জয় ঘোষণা শ্রবণ করিয়া অশুরপতির  
বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত অশুরসৈন্তের অশু-  
গামিনী হইয়া হুঙ্কারে বাহিরে আসিলেন  
এবং তখন তিনি বিচিত্রমালা ও নানা আভ-  
রণে বিভূষিতা হইয়া বালিকারূপে বালিকা-  
দিগের সহিত ক্রীড়া করিতে বসিলেন এবং  
সেই মুনীগণের অভীষ্টদায়িনী ভগবতী  
খেলিতে খেলিতে ক্রমশঃ মার্কণ্ডেয় ঋষির পরম

ঘোরহরপ্রভুত্বং দেব্যা হেতোঃ সমাগতাঃ ।  
দানবাপি তদাকৃষ্টাঃ কালম্বাশেন বাসব \* ।  
শৈলেন্দ্রঃ বোধয়ামাসুর্ভাসুরাদ্যা মহান্তটাঃ ॥ ৬৪  
অজপাদে তথা ঋক্ষে দানবস্ত বক্র ধনৌ ॥ ৬৬  
স চার্বিনপ্রথমাংশে গিরীশ্রমবরোহয়েৎ ।  
তদা তুর্ধ্বনামানুং মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৬৭  
অগ্রগঃ সর্বসৈন্তস্ত প্রযযৌ স তু দানবঃ ।  
ত্রৈব বিজয়া দেবী ক্রাডনায় সমাগতা ॥ ৬৮  
স চ তাং দ্রেক্ষ্য দৈত্যেন্দ্রঃ কামাবহ্নগচেতনঃ  
করং প্রসারয়েদেয়া দেবী তমবলে কাচ ॥  
গত্যুচ্চ স তুষ্টোত্তা পুষ্পাত ধরণী তলে ॥ ৬৯  
সঙ্ক্যাযাং বিজয়া গহ্বা কারণায়াং নিবেদয়েৎ ।  
আগতো দানবো দৌব এয়া সঙ্করণোৎসুকঃ ।  
যাবৎ ক্রুদ্ধা প্রপশ্যানি ভাবৎ স বিগতাসুকঃ ॥

পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । হে দেব-  
রাজ ! দেবীর সহিত যুদ্ধে ঘোরাসুরের বলবৃদ্ধির  
জন্ত সমাগত অশুরপক্ষীয় ভাণ্ডার প্রভৃতি  
প্রধান যোদ্ধারা বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্বক  
অসংখ্য হকারে বিজ্ঞানালকে প্রবোধিত করিতে  
লাগিল এবং সেই অশুর-সেনাগণ আশ্বিন  
মাসের প্রথম দিনে পূর্ষভাদ্রপদ নক্ষত্রে তুর্ধ্ব  
নামক মহাবলিষ্ঠ স্বপক্ষীয় প্রধান-যোদ্ধাকে  
পিনাদের নামক করিয়া পর্বতোপরি প্রেরণ  
করিল । তুর্ধ্ব ও সৈন্তাদিগের অগ্রে অগ্রে  
গমন করিল । তথায় পূর্ষ হইতেই বিজয়া-  
দেবী বহুস্তাদিগের সহিত ক্রীড়ার জন্ত  
আসিয়াছেন । দৈত্যনায়ক তাহাকে দেখিয়া  
কামবেশে চেতনা হারাইয়া তাহাকে আক্রমণ  
করিবার জন্ত কর প্রসারণ করিল । দেবী  
তাহার অবিধি-আচরণ দেখিয়া অযমনি তৎপরি  
দৃষ্টিপাত করিলেন, তখনই সেই পাপাশয় প্রাণ  
হারিয়া ভূতলে নিপতিত হইল । ৬৬-৬৯ । তখন  
বিজয়াদেবী মূলকারণ সঙ্কাদেবীর সান্নিধ্যনে  
যাইয়া এই ঘটনা বাক্য করিলেন,—হে দেবি !

\* দানবাশ্চাপি সহসা গৃহীতবিবিধাযুধাঃ  
কচিদেতৎ পাঠান্তরম্ভি ।

\* প্রপাঠিতঃ ইতি পাঠান্তরম্

- ভঃ ক্রমা চিত্তযেদেবী ঘোরো যজ্ঞ সমাগতঃ । ৭১  
 ষাভনৌষো ময়া তৃষ্ণে পূৰ্ণশাপেন শাপিতঃ ॥ ৭০  
 ঘোরোহপি স্বপ্নান্ পশ্যন্ত নিশান্তে শূন্য বাসব  
 অন্তঃ কটুতৈলেন রক্তাশ্রাবভূষিতঃ ॥ ৭২  
 কুকণ্ডকুম্বমোদপুষ্পমালাভিমালাভঃ ।  
 উদাহকরণং প্রেক্ষ্য পক্ষ্মমস্তামিমাণি চ ॥ ৭৩  
 নৃত্যন্তে দানবঃ সর্কে কুববসন্ত বভূষণাঃ ।  
 কুবায়সমলকারাঃ কুবায়গৃগন্ধচর্চতাঃ ॥ ৭৪  
 কুবায়বীথ্যাঃ শ্রীভঃ সর্বদৈর্ভাবগৃহিতাঃ ।  
 উট্টোক্রটস্তথা পুষ্টিঃ পাশনভোদাতৈর্মহান ॥ ৭৫  
 নীষন্তে হবণাঃ সর্কে তুমকেশাভিসম্ভূতৈঃ ।  
 তমোহঙ্ককারে কাস্তারে পক্ষকুপগতাঃ পরে ॥ ৭৬

এক দানব আমাকে কামী হইয়া আক্রমণ করিতে আসায়, আমি কুপিত হইয়া যেমন তাহার প্রাণ দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। সন্ধ্যাদেবী ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন,—এই যে ঘোরা-সুর আসিয়াছে, এ তৃষ্ণে পূৰ্ণশাপের সারি আমারই বধ। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বিষয়ে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। হে দেবরাজ! এদিকে নিশাবসানে নির্দ্রিত ঘোর যেরূপ স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিল তাহা শ্রবণ কর। যেন ঘোরাসুর কটু তৈল সর্কাক্তে মাখিয়া রক্তবসন পরিধানপূর্বক কুলুখকুম্বমুদে তৃষ্ণবতী পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া কুববসন্তের স্তম্ভে সজ্জিত হইয়াছে; তাহার তাদৃশ বিকটসজ্জা অবলোকন করিয়া পক্ষ কন্দমাদিতে মস্ত্যুগ নৃত্য করিতে লাগিল এবং বহুসংখ্যক দানব কুব-বসন, কুব-লোহের ছুসন, কুববর্ণ পুষ্পের মালা ও কুব-গন্ধে বিভূষিত হইয়া কুববসন নারীগণের সহিত দৈত্যগৃহের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন কতকগুলি তুষ, কেশ ও অস্থানচয়ে ব্যাপ্তসর্কাবধব পশ ও দণ্ডধারী পুরুষ উট্টোপরি আরোহণপূর্বক উপস্থিত হইয়া সেই নৃত্যকারীগকে অঙ্ককার কাননে ও অপর কাহাদিগকে পাঞ্চল কুম্বমধ্যে ফেলিতে

শৃগালে: প্রতিভক্যন্তে স্থানে বিগতাসব: ।  
 অপরে বায়সৈর্দৈবস্তরৈক্যবানরৈ: পরে ॥  
 এবাবধৈর্হাসতৈর্মহাসৈস্তম্ভপক্ষ্মলান্ ।  
 তান দৃষ্ট্বা কোভিতা ঘোরহৃদিমুদ্রাদিবহ  
 পপাত শিখরাক্রান্ততো ভৈরবক্রপণী ।  
 জ্বাপুষ্পকতা শেভা গদিতাক্রতবাহনা ॥ ৭২  
 আভমালালসঙ্গৌণা মহাশুকর-আননা ।  
 নিশাসা কেকরাশী তু উর্ককেশা ভয়করী ।  
 অগতা সহসা নারী পাশাকুশকরোদ্যতা ।  
 ধ্রুয়ায়মাণা চ তথা \* গৃগীতোহয়ং নিগায়ুধ:  
 যাম্বাননং তথা নীতঃ অস্তং পথদেবনঃ ।  
 এবং দৃষ্ট্বা হৃদা ঘোরঃ প্রবুধঃ শব্দবীক্যে ।  
 ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে ঘোরবধে স্বপ্নদর্শনং  
 ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

লাগিল; ইহাতে কেহ কেহ বা প্রাণ হারা শৃগাল-কুকুরের খাদ্য হইতে লাগি কাহাদিগকে বা কাক, তরঙ্গ, বানর প্রভৃ প্রাণগণে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঘোরা সৈন্তমধ্যে এইসকল প্রাণীর বিশিষ্ট উপ অবলোকন করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। ভয়-বিহ্বল হইয়া মৃত ও ঘন্য ত্যাগ করি করিতে শিখরের উপরি নিপতিত হই হে ইন্দ্র! তাহদের ভৈরবক্রপণী এখন জ্বাকুম্বমুদে দেহশোভা সম্পাদন কা আশ্রমঙ্গি গলে ধারণপূর্বক গদিতাক্রত হ উপস্থিত হইলেন। তাহার বদন শূক ত্রায় বিস্তৃত ছিল, নয়নদ্বয়ে মাংসের লেশম না থাকায় নিতান্ত দারুণ ভাব ধারণ করি ছিল, কেশসমূহ উর্কভাগে ছিল, হস্তে প ও অক্ষুণ্ণ-অস্ত্র রাখিত ছিল। তিনি আসি অস্থাবরান ঘোরকে গ্রহণপূর্বক দাক্ষিণাদ অনন্ত-পথে লইয়া প্রস্থান করিলেন

\* গৃগীযমানা চ তথা ইতি পাঠান্তরম্।

যারাম্বর এতংবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া সকল  
 ভাষ্ক করিনার জন্য প্রবুদ্ধ হইল । ৭০—৮২ ।  
 ১ ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্র কহিলেন,—হে পদ্মযোনে! ঘোরা-  
ব এবং বিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে, প্রভাত  
মুখে উভ বা অশুভ কি হইয়াছিল, তাহা  
বলুন এবং তখন তাহার সৈন্তেরা পুরোহিত  
অমাত্যগণ কি করিয়াছিল, তাহা আমা-  
গকে বলুন, আমাদের বড় কোতূহল হই-  
তেছে। ব্রহ্মা কহিলেন—হে দেবরাজ!  
যিনি সে সকল সসম্ভাবে বাল্যকাল, শ্রবণ  
কর। ঘোরদৈহ্য প্রভাতে উঠিয়া দেব  
দেবীর মন্ত্রচিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু  
তাহার অবগুণ্ঠিত মহামোহে আচ্ছন্ন থাকায়  
স্বপ্ন হইয়াছিল। এইরূপে তথায় পাঁচ-  
দিন অতিবাহিত হইলে কালনামক তৎপক্ষীয়  
ক দৈত্য উপস্থিত হইল। কাল আসিবা-  
ত শক্তনাশন স্বপক্ষীয় বীর দুর্গুণের নিধন-  
কর্তা শ্রবণ করিল 'ও তাহাতে শৈল-রাজ-  
তার প্রতি বোনেরূপ কোপ প্রকাশ না

যথা নিপাতিতো বীরো হুৰ্ম্মখো হুৰ্ম্মদনঃ ।  
 তাং কন্তাং কুত্র পশ্যামি তন্নো বদতু সূত্রতাঃ ॥  
 যদি পৰ্ব্বতরাজেন্দ্রো রক্ষতে সহ শত্রুনা ।  
 তথাপি অদ্য নিশ্চামি যদি বা কেশবো ভবেৎ ॥  
 ইতুক্ত্বা স তদা কালঃ পূৰ্ণকালো মহাবলঃ ।  
 নিবারিতঃ সূষেণেন মস্তিগা ন চ সান্বিতঃ ॥ ১০ ॥  
 কনিষ্ঠৈরবচামুগ্ধাঃ স্তম্ভাঙ্ক্য মহাসুরাঃ ।  
 আকুৰ্য্য পৰ্ব্বতং বীরাস্তজ্জয়ন্তু কন্তকাঃ ॥ ১১ ॥  
 তান দৃষ্ট্বা উদ্ভ্রমাক্রুতান্ কাশ্চিৎ স্তান্দনসংস্থিতান্  
 যথা চাশ্বং সমারোহ গজমিব মহাবলম্ ॥ ১২ ॥  
 রূপাণপাণিনৌ তাজ্য তদা কালঃ মহাবলম্ ।  
 মহারূপঃ \* সুশহজঃ যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ১৩ ॥

করিয়া অস্ত-পরিহারপুষক যেন কালপ্রেরিত  
হইয়াই অমুরদিগকে সম্বোধন করত কহিতে  
লাগিল । কাল বলিল,—হে সুব্রতগণ ! শত্রু-  
নাশন বীর হৃদ্বধকে যেন নিধন করিয়াছে, সেই  
কন্তাকে কেথায় দেখিতে পাইব, তাহা  
আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া দাও । যদি  
স্বয়ং পর্ষতরাজ মহাদেবও সহিত মিলিত  
হইয়া রক্ষা করেন, অথবা স্বয়ং নারায়ণ  
তাহার রক্ষাকর্তা হন, তথাপি আজ তাহাকে  
বিনাশ করিব । মহাবলবান্ কালাসুর ইহা  
বলিয়া প্রস্থান করিল ; তখন তাহার কালী  
পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই অমাত্য সুসেনেরও  
নিদাঘন এবং করিল না । তাহার পশ্চাতে  
কালভৈরব, চামুণ্ড, পিঙ্গলীক, প্রভৃতি বীর-  
প্রধান অমুরেরা পর্ষদে আগমন করিয়া  
কন্তাগণের প্রতি ক্রোধপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ  
করিতে লাগিল । ১—১০ । জয়াদেবী তাহা-  
দিগের বহিষ্ঠালিকে উষ্ট্রাকুট ও কংকণালিকে  
রথাকুট দেখিলেন এবং যুদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ  
নিপুণ ও মহাবলিষ্ঠ কালাসুরকে মায়াবী  
জানিয়া নিজবাহন অশ্ব গজাদি সকল ছাড়িয়া

\* **যাযারূপমিতি পাঠাস্তরম্ ।**

মায়োখং নির্মমে সিংহং গজরাজতমকরম্ ॥ ১৩  
 মহিষঞ্চ মহাবোরং যমস্ত ইব বাহনম্ ।  
 ভৈরবকং সমাস্তায় বিজয়ামতিমর্দয়েৎ ॥ ১৪  
 যমাস্তকস্তথা বৌদ্ধং বিভূপ্রহাদহৃদুভিঃ ।  
 অজিত যুগমাকুটা মর্দয়ামাস সা তদা ॥ ১৫  
 বামনৈর্দৃষ্টলোহাকৈর্হালাহলভয়কুরৈঃ ।  
 দশধা বেষ্টি না দেবী যা সা নাস্তাপরাজিতা ।  
 দশধা শতধা চৈব তথা চার্মলকধা ॥ ১৬  
 নিগূঢ়া জম্ববঃ শক্র দেবাঃ পশুস্তম্শক্তিভাঃ ।  
 ততঃ কর্ণিকমারচতুষ্টয়মুদগরৈস্তথা ॥ ১৭  
 বর্ষা দানবী সেনা দেবানাং সহসোপরি ।  
 তদা জয়া তু সংকুপ্তা শরণাতেন পীড়িতা ॥ ১৮  
 প্রাসং প্রক্ষেপয়েৎ কালে ভক্ত সিংহনিপাতনম্ ॥  
 তৎপ্রাণঘাতাহতিহ্রিবর্ষা ।  
 নাস্তংশমাদায় তদা তু কালঃ ।

স্বয়ং করে অসি-ধারণপূর্বক মায়াপ্রভাবে  
 হস্তিগণের ভয়প্রদ একটি সিংহ ও যমের  
 দ্বিতীয় বাহনের স্তায় একটি মহিষ নির্মাণ  
 করিলেন । ভৈরব সেই 'সিংহে বিজয়াকে  
 আরোহণ করাইয়া শক্র-বিশ্বঃসন-কার্যে  
 তৎপর হইলেন । তখন অজিতা দেবীও  
 যুগাকুট হইয়া যমাস্তক, বৌদ্ধ, বিষ্ণু, প্রহ্লাদ  
 ও হনু এই কয়প্রধান অমুরের সহিত সহস্র  
 শক্রমদন করিতে আসিলেন । আর সেই  
 অপরাজিতা দেবীও বামন, দৃষ্টলোহাক হলা-  
 হল, ভয়ঙ্কর প্রভৃতি অমুরেবে বেষ্টিলা হইয়া  
 আসিলেন । হে দেবরাজ ! তখন চতুর্দিকে  
 অসংখ্য জীব আঁত গোপনভাবে, অধিক কি,  
 দেবতারাও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সেই যুক-  
 ব্যাপার স্বলোকন করিতে লাগিলেন । তখন  
 দৈত্যসেনাগণ দেবীগণের প্রতি কর্ণিক,  
 নারচ, ভূষুগী, মুদগর, প্রভৃতি অমোঘ অস্ত্র  
 নিচয় অলঙ্কৃতভাবে বর্ষণ করিতে লাগিল;  
 তাহাতে জয়াদেবীর নিতান্ত ক্রোধ হওয়ায়  
 তিনি কুপিতা হইয়া কালের প্রতি তদীয় সিংহ  
 নিধন-বাসনায় প্রাশ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে  
 তাহাতে তাহার বর্ষমাট্ছেদ হইল, কিন্তু

১০ চর্ম্মেণ বামং ভুজ পুরমিমা  
 জয়ামুখো ধাবতি কুরু কোপাৎ ॥ ২০  
 দৃষ্টা তু কালং সহসাপহন্ত  
 রূপাণপাণিঃ সুবির্কমস্থাম্ ।  
 জয়া যুমোচোপরি তস্ত শক্তিঃ  
 রূপাণঘাতাদপি তাং জঘান ॥ ২১  
 শক্তিঃ হতাং পশু তদা জয়া তু  
 নারচবারাজলবা রবাইঃ ।  
 কালস্ত সেনোপরি সা বর্ষ  
 কালোহপি ভিন্নঃ শূর্তবাণঘাটৈঃ ॥ ২২  
 স দেবঘাতো হতভূমিস্থো  
 লকা তু চেষ্টাৎ বিশ্বকচেতাঃ ।  
 আদায় বজ্রাশনিবজ্রকোপঃ  
 খুরং প্রমুমোচ যুতীকধারম্ ॥ ২৩  
 দেবী তু তমাপহন্তঃ শরেভ্য-  
 শিচ্ছেদ চান্তান্তপহন্তস্ত তস্ত \*  
 একেন যানঃ অপরেণ অশ্ব-  
 মন্তেন ছত্রং সপতাকদণ্ডম্ ।

কাল নিতান্ত আহত হওয়ায় রাগাক্ত হইয়া  
 বাম করে চর্ম্ম ও দক্ষিণ করে খড়্গ ধারণপূর্বক  
 জয়াভিমুখে ধাবমান হইল । তখন জয়াদেবী  
 কালকে কুপিত ও খড়্গহস্তে স্বাভিমুখে ধাব-  
 মান দেখিয়া তত্ক্ষণে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন;  
 কাল তাহা খড়্গপ্রকারে ব্যর্থ করিল । জয়া-  
 দেবী নিজ-শক্তি বিফল হইতে দেখিয়া  
 কালের সেনাগণের উপর মেঘমুক্ত বৃষ্টির মত  
 অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কালকেও অসংখ্য  
 শব-প্রহারে ভঙ্জর করিলেন । তাহাতে কাল  
 কিছুক্ষণ অচেতনাবস্থায় ভুতলে পড়িয়া রহিল ।  
 পরে চেতনা পাইয়া চতুর্দিকে স্থির করিয়া অদম্য  
 কোপে সমধিক দ্রুত হইয়া জয়ার প্রতি  
 তীক্ষ্ণধার কুরাস্ত্র প্রয়োগ করিল, দেবীও সেই  
 অস্ত্রকে স্বাভিমুখে আসিতে দেখিয়া বাণ-  
 প্রয়োগে ছেদন করিয়া উপর্যুপরি অসংখ্য বাণ  
 বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ অধিক



## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

চিচ্ছদ সা কালমহাবলন্ত  
দেবী শরৈস্তস্ত বিরুদ্ধমম্বাঃ ॥ ২৪  
তথাপি কালো গদতাং † যুমোচ  
দেবীমুখে ধাবতি সমুদ্রবন্তঃ ।  
চক্রেণ তং কালভটং পতন্তঃ •  
দেবীবিমুক্তন গদামুভূমৌ ॥ ২৫  
কালং : তং ভৈরব সংক্রীক্য  
বিষমমুভূতঃ স বিরুদ্ধমম্বাঃ ।  
গদাং সমাদায় জয়াং প্রবন্তঃ  
খুরপ্রঘাতাদাপ সো গতাসুঃ ॥ ২৬  
এবং স কালো হত ভৈরবশ্চ  
চামুণ্ডপিজ্জাকমহাবলন্ত ।  
মায়াবিনো মত্তমতঙ্গরূপা  
দেব্যা সমাসাদ্য জলন্তকোপাঃ ২৭  
তে দেবিবাণাশনিভিরবক্ষা  
গতাসবঃ শ্বেতপথং প্রয়াতাঃ ।

কুপিত হইয়া এক বাণে সেই মহাবলিষ্ঠ কালের  
রথ, অপর বাণে অশ্ব, অশ্ব বাণে দণ্ডসজ্জিত  
ছত্র নিপাতিত করিলেন । কালাসুর এইরূপে  
সহায়-বিহীন হইয়াও দেবীর প্রতি গদা  
নিষ্ক্ষেপ করিয়া তদাভিমুখে ধাবমান হইল ।  
দেবী সেই যোদ্ধাবরকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া  
চক্রাস্ত্র ত্যাগ করিলেন ; তাহাতেই কাল পঞ্চদশ  
পাইয়া ভূতলে পতিত হইল । তাহা দেখিয়া  
ভৈরব নিতান্ত বিষম ও পরে সমধিক কুপিত  
হইয়া জয়াভিমুখে গদা লইয়া ধাবিত হইল  
এবং সেও দেবীপ্রযুক্ত কুরাশ্বের আঘাতে  
পঞ্চদশ পাইল । এইরূপে কাল ও ভৈরব নিহত  
হইলে, চামুণ্ড, পিজ্জাক প্রভৃতি মায়াবী মত্ত-  
গজাক্রান্ত মহাবলিষ্ঠ অসুরগণ কোঁধে  
প্রজ্বলিত হইয়া দেবীর সাহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত  
হইল । দেবীর বজ্রসদৃশ বাণপ্রহারে তাহা-  
দেরও রক্ষাসামগ্রী সকল বিনষ্ট হইল ; পরে  
নিজেরও প্রাণ হারাষ্টয়া যমালয়ে গমন

† স তদামিত ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং হতে কালবলে অশেষে  
দেবা যুমোচোপরি পুষ্পবৃষ্টিম্ ॥ ২৮  
মেঘাশ্চ শীতোজ্জলবাধিবৃন্দকে  
বাহো ববাহোপরি দিব্যাগন্ধাঃ ।  
নৃত্যন্তি বিদ্যাধরসিন্ধুসজ্জাঃ  
সহাপ্সরাঃ কিম্মরচারণাশ্চ ॥ ২৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে কালবধো নাম  
চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

হতে কালে কালবলপ্রভাবে  
সুহৃষ্ট দেবাঃ সুরেণ ।  
ঘোরস্ত পত্নী বিমনা বিষম।  
দৃষ্ট্বা তু শক্রস্তনুতে তু দেবীম্ ॥ ১  
শক্র উবাচ ।

জয় জয় সুরাণাং পরিভ্রাণভূতে  
মহাহবসঙ্গরমৃতপ্রতাপে ।

করিল । এইরূপে সমুস্ত কাল-সৈন্য নিহত  
হইলে দেবতারা স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে  
লাগিলেন ; মেঘগণ শীতল ও উজ্জল  
বারিবিধ বর্ষণ করিতে লাগিল ; চতুর্দিকে  
সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইল এবং সিন্ধু,  
বিদ্যাধর, কিম্মর, অপ্সরা, চারণ প্রভৃতি  
অস্ত্ররৌক্ষবাসিগণ নৃত্য করিতে লাগি-  
লেন । ১১—১২ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

## পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—কালের শক্তি অনুসারে  
কালাসুর নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবতারা  
বসন্তই আনন্দিত হইলেন ; পরন্তু দেবরাজ  
ঘোরের পরিবারবর্গকে দুঃখিত ও বিষম  
দেখিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন । ইন্দ্র

সমস্তভীতান্ পরিরক্ষণায়  
 ত্বাং দেবীং মুক্তা অপরো ন চীন্তি ॥ ২  
 মহাবলং ঘোরবলপ্রধানং  
 যঃ স্ত বহুরপি সংজিতারম্ ।  
 বয়ং সর্বজ্ঞা নঃ সবাযুযক্ষা-  
 স্বয়া পুনর্দেবি দিবৈর্নিবিষ্টাঃ ॥ ৩  
 সর্বৈরাপ ভীতা ভবনৈঃ প্রণম্য  
 ভয়েভা মুখ্য চাব্ধিচারণেন ।  
 মহাপ্রবে সিংহগর্ভাভিহৃতা-  
 স্ত্রীমাশ্রিতা বীতভয়া ভবন্তি ॥ ৪  
 জ্বলে যবজ্ঞানলসম্প্রবৃত্তং  
 যং ব্রহ্মবিষোরপি মোহকর্তা ।  
 তং প্রেক্ষা দবি সহসা মহাস্তম্  
 সমং গতং প্রাণিণেব \* পাংশুম্ ॥ ৫

কহিলেন,—হে দেবি! আপনি দেবগণের  
 একমাত্র রক্ষিকা ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আপনারই  
 প্রতাপ লক্ষিত হয় এবং ভীত ব্যক্তিদিগকে  
 ভয় হইতে ত্রাণ করিতে আপনি ব্যতীত  
 অপর কেহই সমর্থ নহে, এ কারণ আপনি  
 বারংবার জয়যুক্তা হউন। হে দেবি! ব্রহ্মা,  
 আমি, বায়ু, যক্ষ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে  
 আপনিই স্বর্গে বাস করাইয়াছেন;  
 এক্ষণে অগ্নি ও যম প্রভৃতি দেবতারাও  
 পরাজিতা এই প্রবল ঘোরসৈন্য অব-  
 লোকন করিরা আমরা সকলেই নিতান্ত ভীত  
 হইয়াছি, সুতরাং আপনাকে প্রণাম করিতেছি,  
 আপনি আমাদের এই ভয় দূর করুন। মহা-  
 সমুদ্রের মধ্যে সিংহ-গর্ভাদি হিংস্র-প্রাণিগণে  
 নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া ও জীবগণ আপনাকে  
 আশ্রয় করিলেই ভয়মুক্ত হইয়া থাকে। হে  
 দেবি! মহাপ্রলয়কালীন সংহারবাহুর শিখা-  
 সমুদ্রের দ্বায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে অসুরসৈন্য  
 দেখিলে ব্রহ্মা বিষ্ণুও মোহ হইত, আপনি  
 একাকিনী সেই অসংখ্য সেনাদর্শন করিবামাত্র

\* প্রাণিষেব ইতি পাঠান্তরম্ ।

যমেন্দুতিব্রহ্মজনার্দিনেচ  
 ন নির্জিতং ভাঙ্করবায়ুযক্ষৈঃ ।  
 জনেশ্বরৈকঃ সহসা বিভেতি  
 তং দেবী দৃষ্ট্বা ভয়াপ্রযাতম্ ॥ ৬  
 ত্বং ভূমিবায়ু যং জলং হতাশনং  
 দিশো দিবং সাগরাক্ষচক্রম্ ।  
 ত্বাং সর্বদেবাঃ সততং নমন্তি  
 ত্বাং দেবদেবীং শরণং ব্রজাম্য ॥ ৭  
 ত্বাং ধ্যানযোগৈরাপ যোগশক্ত্যা  
 ধ্যানন্তি দেবী পরতত্ত্বদেবী ।  
 বদন্তি বাদী সততঞ্চ কুংমাং  
 ত্বাং যাজ্ঞেনা নিত্যমথেষু যজ্ঞা । ৮  
 ত্বাং সাংখ্যযোগৈঃ সপতংলাঠ্যৈঃ  
 সিদ্ধাস্তমন্তৈঃপি মন্তবাদী ।  
 যা ডাকিনীভূতশৈঃ প্রপরা-  
 স্তাংস্তান্ সমস্তানপি মোচেষত ॥ ৯

ভূপৃষ্ঠে ধুলির সমান করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা,  
 বিষ্ণু চন্দ্র ও কৃতান্ত যাহাকে পরাজয় করিতে  
 পারেন নাই ও বায়ু, বক্রণ, সূর্য্য ও যক্ষ  
 রাক্ষসগণ যাহাকে দেখিল ভীত হইতেন,  
 হে দেবি! আপনার কেবল দৃষ্টিনিষ্কপেই  
 সেই দৃষ্ট দৃষ্টব্য ভাবাবেশ হইয়াছে। ভূমি  
 বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, দশ দিক্, স্বর্গ  
 সাগর ও নক্ষত্রমণ্ডল এসকল কিছুই তোমা  
 হইতে পৃথক নহে, সকলই তুমি। হে দেবি!  
 সমস্ত দেবতারা ঈশাকে অমুক্ষণ প্রণাম  
 করিয়া থাকেন, সেই দেবগণের ও দেবী আপ-  
 নার শরণাগত হইলাম। হে দেবি! ভবদীয়  
 পংমার্থাদি যোগীগণ ঈশাকে অমুক্ষণ ধ্যান-  
 যোগে চিন্তা করিয়া থাকেন, বক্রা ঈশাকে  
 সর্বস্বরূপা বলিয়া নির্দেশ করেন, যাজ্ঞকেরা  
 ঈশাকে নিত্যযাগের যাজকরূপে উল্লেখ করেন  
 এবং ঈশাকে দার্শনিকেরা সাংখ্যপাতঞ্জলাদি  
 যোগের দ্বারা একমাত্র উপাস্তা বলেন,  
 মন্ত্রেশ্বর-বাদীরাও ঈশাকে সিদ্ধাস্ত মন্ত্রসমূহের  
 অভিধেয়া বলিয়া থাকেন এবং যিনি ভূত,  
 ডাকিনী ও গ্রহগণে নিতান্ত আক্রান্ত ও

ন চাদিরস্তা ন চ মধ্যমস্তঃ ॥

ন রূপকাস্তির্ন চ স্তোত্রমস্তঃ ।

যাঃ শক্তিঃ সর্বগতোহপি স্তোতি

তাং দেবদেবীং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥

এবং তাং তোষয়াক্ষে জয়াং কালনিবর্হণাম্

প্রদদৌ সা বরং তন্ত দেবরাজস্ত বাসব ॥ ১১ ॥

ইদং ঘোরবলং হস্তা ভূয়োহপি সুরসকুম ।

তব পুষ্টিং কারিষ্যামি সৰ্বকালং পুন্দর ॥ ১২ ॥

যদ্যেতদ্ বিজয়াস্তোত্রং ভাক্ততঃ সম্পঠিষ্যতি

প্রনষ্টরাজ্যং বীণা পুনরেব ভাবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

অক্লোবাচ ।

হস্তা হতং তদা কালং সতৈরবঃ সপিঙ্গলম্ ।

বজ্রদণ্ডস্তদা ক্রুদ্ধো দেব্যা যোদ্ধুং বাধাবত ॥ ১৪ ॥

পাশমুদগদ-দণ্ডাকুস্তবাণকুপাণভুজঃ ।

ববর্ষ সহসা বজ্রঃ প্রবৃণ্ণেঘ ইবাস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রণতব্যক্তিদিগকে তাদৃশ বিপদ হইতে মুক্ত করেন, ঐহিক আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, রূপ ও কাস্তি নাই ও ঐহিক যোগা স্তব কিছুই হয় না এবং দেবাদিদেব স্বয়ং সর্বব্যাপী হইয়াও ঐহিকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই দেবগণেবও দেবী আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম । ১—১০ । হে বাসব ! তখন দেবরাজ এই প্রকার স্তব করিয়া কালদৈত্যনাশিনী ভগবতী জয়ার সন্তোষ সাধন করিলেন, ভগবতীও তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বর প্রদান করিলেন— হে মুণ্ডে ! পুনরু য এই ঘোরমৈস্ত বিনাশ করিযু তোমার পুষ্টিসাধন করিব, তাহাতে তোমার হস্তহরণ বহুকাল স্থায়ী হইবে । যে ব্যক্তি এই বিজয়াস্তব ভাক্তসহকারে পাঠ করিবে, তাহার সামান্য বস্ত্র হইতে ঐশ্বর্য্য রাজ্য পর্যন্ত যে দ্রব্যই বিনষ্ট হইয়া থাকিবে, তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইবে । অক্লো কহিলেন,—তখন বজ্রদণ্ড-নামক দেত্যসৈন্য নামক তৈরব ও পিঙ্গল প্রধান যোদ্ধাদের সহিত কালানুরের নিধন শরণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া পাশ, মুদগ, দণ্ড, অস্ত্র, কুস্ত, বাণ ও ধনুস ধারণপূর্বক বর্ষাকালীন

ন দিশো ন তদাকাশং ন চ ভূবায়ুগোচরম্ ।

লক্ষ্যতে বাণধারোঽখর্বজ্রদণ্ডমহাশনৈঃ ॥ ১৬ ॥

দেব্যা ধম্বষি বজ্রেন শরাঃ পঞ্চাশৎ প্রেরিতাঃ ।

তৈববিবিধা ধম্বদেব্যা কোপানলমুদাপিতা ॥ ১৭ ॥

বিমোক্ষ শস্ত্রং মহামেষসমপ্রভম্ ।

তং নদন্তঃ মহাঘোরং বিদ্রাওপুস্তং দিশো দশ ।

ববর্ষ প্রবর্তে সৰ্বাঃ দানবীঃ বাহিনীঃ তদা ॥ ১৮ ॥

তং দৃষ্ট্বা বজ্রদণ্ডেন মহামা সযন্তবম্ ।

বায়ুঃ মুমোচ মেঘানাং তেনৈভে শামতা ঘনাঃ ॥

দৃষ্ট্বা ঘনান জ্ঞানিলেন শাস্তান্

দেবী তদা ক্রোধানবদম্বুঃ ॥ ১৯ ॥

মেক্সিড্রমালাধরভ্রোণতুল্যান্

সভূধরান্ লক্ষ্যদিশোহাদিশশ্চ ॥ ২০ ॥

তং বায়ুমস্তং সহসা নিকৃষ্টা

বজ্রাশনির্বাণশিলাববর্ষৈঃ ।

হস্তা তদাশানয়দবক্ষবক্ষঃ

সসারিখিঃ ছত্রধ্বজক দণ্ডম্ ॥ ২১ ॥

মেঘ যেমন বার বর্ষণ করে, তেমনি সেই বজ্র সহসা অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিল । তখন তাহার হস্তায় মিশ্রিত বিবিধ বাণের ধারাবর্ষণে দিক, অন্তরীক্ষ, ভূমি ও বায়ু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই অনুভূত হইল না । বজ্রদণ্ড দেবীর ধম্ব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চাশৎ-বাণ প্রয়োগ করিল; তাহাতে দেবার ধম্ব বিদ্ধ হইলে তিনি কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া, বাকুল অস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন । সেই অস্ত্র বিশাল মেঘাকারে পরিণত হইয়া দশাদিক আচ্ছন্ন করিল এবং প্রথমে বিদ্রাও প্রকাশ, পরে ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া এমন বর্ষণ করিতে লাগিল যে, তাহাতে অনুর-সেনাগণ সকলকেই ভাসিতে হইল । বজ্রদণ্ড মহামায়া-বিমুক্ত রাক্ষস-বাণেব প্রভাব অবলোকন করিয়া, মেঘ দূর করিবার বাসনায় বায়ু অস্ত্র প্রয়োগ করিল, তাহাতেই মেঘ সকল স্থানান্তরিত হইল । তখন দেবী বজ্রবিমুক্ত অশিলবাণে মেঘবৃন্দকে প্রশমিত হইতে দেখিয়া, বিজ্ঞপ্তর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া পরিতাপ নিক্ষেপ করিলেন ;

জিহ্বাস বজ্রং বলবজ্রবীৰ্য্য

শরেণ হৈমদলপত্রিতেন ।

হতস্ত বজ্রং পংসা তু দৃষ্টা

যমান্তকা যত্র জয়া জয়ন্তী ॥ ২২ ॥

বিমোচ বাণান্ সহস্ৰ স্কোপো

∴ \* \* \* \* \*

দেব্যা হতঃ সোহপি পরং প্রয়াতি

যমান্তকঃ প্রেতপথং মহাস্তম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বজ্রবধো নাম

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

হতে বজ্রে মহাবীরে হতে চাপি যমান্তকে ।

ঘোরসেনাদিতা ভূতা হতবীৰ্য্যপরাক্রমা ॥ ১ ॥

তান্ দৃষ্টা নিহতান্ বীরান্ সুষেণঃ প্রত্যভাষত

যয়া ত্বং দেবদেবানাং বুদ্ধির্নাভ্যাধিকো মতঃ ।

তাহাতে দশদিক্ এবং বজ্রপ্রাণিত বায়ু অন্ন

নিরুদ্ধ হইল, আর শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল ।

সুবর্ণ-পুষ্প বাণদ্বারা বজ্রের সাবধি, ধ্বজ,

ছত্র, দণ্ড, এবং বজ্রহর্জেয় আততায়ী বজ্রা-

সুরকে নিহত করিলেন । বজ্রানুর যমান্তক

বজ্রকে নিহত দেখিয়া কুপিত হইয়া দেবী

জয়া ও জয়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া, বাণ-বর্ষণ

করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই

সেই অসুর ও দেবীর হস্তে নিহত হইয়া যমা-

ন্তকের দুর্গমপথে প্রেরিত হইল । ১১—২৩ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাবীর বজ্রাসুর ও যমান্তক নিহত হইলে পর, অবশিষ্ট ঘোর সেনার অধিকাংশই ভয়ে ফুৰল ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল ও কতক সৈন্য দেবী-হস্তে মরিতে

যেন পূৰ্ব্বঃ সুরস্বামী অচ্যুতঃ পরিতোষিতঃ ॥ ২ ॥

যঃ সমঃ সৰ্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ।

যস্ত রাজ্যমদোৎসেকান্ন বিকারঃ প্রবৰ্দ্ধিতঃ ॥ ৩ ॥

যস্ত মাতৃসখাঃ সৰ্বাঃ পদ্মলারাঃ স্তুধা ইব ।

যস্ত কঞ্চনলৌহট্রাণাং বিশেষো নোপলভাতে ॥ ৪ ॥

যস্ত শব্দাদয়ো ভাবা ন বাধন্তি মনাগপি ।

যস্ত কামক্ৰোধাদির্ন গণো বিশতে তন্ময় ॥ ৫ ॥

যস্ত দুর্গাষ্টকোত্তমো নিত্যঞ্চ কৰুণোদ্যমঃ ॥ ৬ ॥

যস্ত বাহুক্রিয়াভাবমণ্ডলং তদ্ববেদিতা ।

প্রত্যক্ষং বর্ততে নিত্যং কল্পস্থমপি ধাত্রিজম্ ॥ ৭ ॥

যস্ত কবিমহাগন্ধা মদমত্তা ন রাষ্ট্রজাঃ ।

যস্ত হাটকদণ্ডানি চত্রেষু ন জনে কচিৎ ॥

যস্ত ঘাতা অশ্বোষ্ট্রেষু ন পুরে ন চ ঘোটকে ।

লাগিল । তখন ঘোর মন্ত্রা সুষেণ সেই সকল

বীরগণের নিধন দেখিয়া, ঘোরকে কহিতে

লাগিল,—হে মহারাজ ! আমি আপনাকে

দেবতাদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া

জানিয়া থাকি এবং যিনি পূৰ্ব্বে দেবগণেরও

প্রভু ভগবান্ নারায়ণকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট

করিয়াছেন ; যিনি চরাচর বিশ্বমধ্যে সমস্ত

প্রাণীতেই সমদর্শী এবং রাজারূপ মদসম্পর্ক

থাকিলেও ষাঁহার কোনপ্রকার বিকার

উপস্থিত হয় না এবং ষাঁহার নিকটে পর-স্বী-

সমুদয় পুত্রবধূর স্তায় মাতৃতুল্য বন্ধিয়া বিবে-

চিত আছে ; যিনি বহুমূল্য সুবর্ণে ও সামান্ত

লোহে কিছুই বিশেষ দেখেন না এবং শব্দ-

স্পর্শাদি হীম্ময়-ভোগ্য বিষয় ষাঁহার কর্তব্য-

কার্যের অগ্নুজ্ঞ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ;

কামক্ৰোধাদি দুষ্ট শক্তিগণ ষাঁহার শরীরে

প্রবেশ করে নাই ; দুর্গাষ্টকে ষাঁহার সর্বশেষ

পরিজ্ঞান আছে, কার্যে ষাঁহার নিত্য উদ্যম ;

বাহুরচনা, মণ্ডলরচনা ইত্যাদিতত্ত্ব, সন্ধান

ইত্যাদি বিষয় করস্ব আমলকের স্তায় ষাঁহার

সতত প্রত্যক্ষগোচর ; ষাঁহার রাজ্যে মদস্বাবী

হস্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই মদমত্ত হইয় না,

ষাঁহার আতপজেই সুবর্ণময় দণ্ড আছে, অপর

কোন ব্যক্তিতেই অপরাধের দণ্ড নাই ( অর্থাৎ



যন্ত দূতাঃ প্রিয়াকোপে কার্যকাণাং ন বিগ্রহে ।  
যন্ত চান্দ্রায়ণেষু যজ্ঞপাতো ন শোকজঃ ।  
যন্ত শাশ্বকপণেষু কলঙ্কে ন চ ভৌকতঃ ॥ ১০ ॥  
যন্ত স্বপ্নপ্রভা মিথ্যাস্ত চ বক্রবাজানে \*  
যন্ত বাণে মুগাভঙ্গো ন চ ক্রোধভয়াৎ কাচিৎ ।  
এবং বধস্ত তে দেব সর্বশাশ্বদস্ত চ ।  
জয়দোষা বিশস্তামাস্তন্নহদুতং পিপুঃ ॥ ১২ ॥  
যাবদাবৎ † সর্মাধায় ঘোরো ময়ী প্রচক্রমে ।  
তাবন্নারদ আয়াতো বিষ্ণুব্রহ্মণা প্রেষিতঃ ॥ ১৩ ॥

কেহই কোন অপরাধ করে না) এবং ষাঁহার  
অশ্ব ও উষ্ট্রাদি বাহনের প্রতিই আঘাত হইয়া  
থাকে, নচেৎ নগরবাসী কোন হীন ব্যক্তির  
উপরও আঘাত হয় না এবং ষাঁহার প্রিয়তমা-  
দিগের প্রণয়-কোপ অপনয়নের জন্যই দূত  
নিযুক্ত আছে—যুদ্ধাদির অভাব বশতই তাহাতে  
দূতের প্রয়োজন হয় না এবং ষাঁহার রাজ্যে  
যজ্ঞকার্যে যজ্ঞায় ধূমের সম্পর্কেই অশ্রুজল  
মিগত হয়, কোনরূপ শোকাদি কারণে তাহার  
উৎপাত নাই, ষাঁহার রাজ্যে চন্দ্রে ও  
যজ্ঞোৎসবেই কলঙ্ক লক্ষিত হয়, কোনরূপ  
অকায্য বা ভয়জনিত কলঙ্ক নাই; ষাঁহার  
স্বপ্নদর্শনের মিথ্যা আছে, কোন বাক্যেরই  
মিথ্যাতা নাই এবং ষাঁহার রাজ্যে শিশুগণেই  
মুখে ভদ্রী দেশা যায়, অপর কাহাতেও ক্রোধ  
বা ভয়ে ভাদ্রশ মুখ লক্ষিত হয় না; হে  
প্রভো! এইরূপ অশেষগুণাকর ও সর্ব-  
শাস্ত্র পুরদশা আপনাকে যে আপদ আপিয়া  
আক্রমণ করে এবং সংসারে আপনারও যে  
শত্রু উপস্থিত থাকে, ইগা বড়ই আশ্চর্যের  
বিষয় । ১—১২ । ময়ীর উদ্বীর্ণ বাক্য শ্রবণে  
ঘোরাসুর যেমনি যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল,  
সেই অংকাণে দেবমি নারদ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর  
আদেশে পরমেশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত

\* স্বপ্নভবা ন চ বক্রবাজানবে ইতি  
পাঠান্তরম্ ।

† বিষ্ণুঃ যাবদতি পাঠান্তরম্ ।

যত্র সা পরমা দেবা জয়াণামপি কারণ ।  
নিকলা শাস্তিদীনস্তা মুনীনাং † জ্ঞানধর্মিণী ।  
স্থিতা সা বাক্ররূপেণ জয়াদ্যোঃ শম্ভুগাজয়া ॥ ১৫ ॥  
তুষ্ণ কৃৎস্নাঃ তদা ধাহ নারদস্ত বিব্রমহান ।  
দ্বাক্ষজেষাং মহাদেবীং মম্বনামৈশ্বতোষ সং ॥ ১৬ ॥  
নারদ উবাচ ।

জয় শম্ভুহুতৈ দেবি জয় ক্রদ্রহনুভবে ।  
জয় কেশব্রহ্মেণ উৎপাতাঘাতকারকে ॥ ১৭ ॥  
জয় সংহারকারায় ক্রদ্রদেহভবায় চ ।  
জয় পরার্থভোশি জয় বাগেশি মঙ্গলে ॥ ১৮ ॥  
জয় সর্বপতে মাতর্জয় নামবরপ্রদে ।  
সঙ্গগে সর্বনামেভ্যঃ প্রসাদ মম শকরি ॥ ১৯ ॥  
নামান্নাদৌর্যযিষ্যামি যানি তে প্রতিতানি তু ।

হইলেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর  
তিনেরই কারণ এবং মুনীগণেরও জ্ঞানকারিণী,  
সেই শাস্তিদায়িনী শান্তিকারিণী, পূর্ণা ভগবতী  
তৎকালে মহাদেবের আশ্রয় নিজাংশ-  
সমুতা জয়াদি-সংচরীদিগের সৃষ্টিত প্রকাশ-  
রূপে অবস্থান করিতে লেন। প্রবর্তিতব্রহ্ম  
নারদ তখন সেই সংজ-হুর্জিয়া পূর্ণস্বরূপী  
ভগবতীকে চিন্তা করিয়া নানা মন্ত্র উচ্চারণ-  
পূর্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ  
কহিলেন,—হে দেবি! শম্ভুও, আপনাকে  
স্তব করিয়া থাকেন; আপনি জয়যুক্ত হউন  
এবং আপনি ক্রদ্রের শরীর হুইতে উৎপা  
হইয়া ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি ও স্থিতি  
বিধান করেন, স্মৃতরাং আপনি জয়যুক্ত হউন ।  
হে ক্রদ্রদেহ-সমুতে! হে সংহারকারিণি!  
আপনি জয়যুক্ত হউন। হে মাতঃ সর্ব-  
ব্যাপিনি! বরদায়িনি! আপনি জয়যুক্ত হউন ।  
হে মা শকরি। আমি আপনার যে সকল নাম-  
কীর্তন করিব, সকল নামেই আমার প্রতি  
প্রসন্ন হউন। হে দেবি! আপনার যে সকল  
নাম সংসারে বিখ্যাত আছে এবং যে সকল  
নামেই লোকে সর্বদা আপনাকে আহ্বান

† মননেতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

যৈষ্ঠ নামৈঃ সদা লোকে অত্রৈবমঙ্গলীষসে ॥ ২০  
 তুর্গা শাকন্তরী গৌরী বরদা বিদ্যাবাসিনী ।  
 কাত্যায়নী সুপ্রসাদা কোশিকী কৈটভেশ্বরী ॥ ২১  
 মহাদেবী মহাভাগা মহাশেতা মহেশ্বরী ।  
 ত্রিদেশানন্দিনী শানী ভবানী ভূতপাবিনী ॥ ২২  
 জ্যোষ্ঠা যমী তমোনিষ্ঠা ত্র্যম্বষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনী  
 অর্পণা বৈ কপালা চ সুবর্ণা চৈকপাটলা \* ২৩  
 ত্রিলোকধাত্রী সার্বভৌমী গায়ত্রী ত্রিদেশাচ্চিতা ।  
 ত্রিশূলিনী ত্রিনয়না ত্রিপাদা ত্রিগুণাঙ্কিকা ॥ ২৪  
 শ্রদ্ধা স্বাস্থ্য স্বধা মেধা লক্ষ্মী কান্ত্যঃ ক্রমাবর্তা ।  
 : সর্গাক্ষি বুদ্ধিঃ শক্তিঃ সংজ্ঞাক্ষিরেব চ ॥ ২৫  
 সর্বজ্ঞা সর্বভোক্তা সর্বতোহর্কশিবোমুখা ।

করে, সেই সমুদয় নামই একত্রে কীর্তন করিতেছি। হে দেবি! লোকে আপনাকে তুর্গা, শাকন্তরী, গৌরী, বিদ্যাবাসিনী, কাত্যায়নী ও সহজেই প্রসন্ন হইন বলিয়া সুপ্রসাদা কোশিকী, কৈটভেশ্বরী, মহাদেবী মহাভাগা, মহাশেতা ও মহেশ্বরী নামে উল্লেখ করে। হে দেবি! আপনি দেবতাদের আনন্দ সম্পাদন করেন বলিয়া আপনার একটি নাম ত্রিদেশানন্দিনী ও মহাদেবের পত্নী বলিয়াই আপনার নাম ভবানী ও ঈশানী এবং আপনাকে ভূতপাবিনী, জ্যোষ্ঠা, যমী, তমোনিষ্ঠা, ত্র্যম্বষ্ঠা, ব্রহ্মবাদিনী, অর্পণা, কপালা, সুবর্ণা, একপাটলা ও ত্রিভুবন রক্ষা করেন বলিয়া ত্রিলোকধাত্রী, সার্বভৌমী, গায়ত্রী, দেবতাদেরও আরাধ্যা বলিয়া ত্রিদেশাচ্চিতা, ত্রিশূলিনী ত্রিনয়না ত্রিপাদা এবং সর্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ময়ী বলিয়া ত্রিগুণাঙ্কিকা নামে কীর্তন করে এবং আপনি শ্রদ্ধা, স্বাস্থ্য, স্বধা মেধা, লক্ষ্মী, কান্ত্য, ক্রমাবর্তা, ঋদ্ধি, সর্গাক্ষি, বুদ্ধি, শক্তি ও সংজ্ঞা নামেও অভিহিত হইন। ১০—২৫। কোন বিষয়েই আপনার অবিদিত থাকুক না বলিয়া আপনাকে সর্বজ্ঞা বলে এবং সর্বস্থানে আপনার চক্ষু,

সর্বভূতাদিমধ্যাস্তা \* সর্বলোকেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৬  
 মানবীষাদবী দেবী যোগনিদ্রাথ বৈষ্ণবী ।  
 অরুণা বহরুপা চ সুরূপা কামরূপিণী ॥ ২৭  
 শৈলরাজমুতা সাধবা কন্দমাতা চূড়াম্বসী ।  
 জয়া চ বিজয়া দেবা অজিতা চ পরাজিতা ॥ ২৮  
 ক্ষান্তিঃ স্মৃতির্ভূতিঃ কান্তিঃ শান্তিঃ শান্তরথোত্ততি,  
 প্রকৃতিঃ প্রকৃতিঃ কৌতুভিঃ শ্রুতিঃ সন্তাঃ রেব চ ॥ ২৯  
 কালপ্রাণিহারা ত্রাভ্রকালী কপালিনী ।  
 চামুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডী চণ্ডমুণ্ডাবনাশিনী ॥ ৩০  
 রুদ্রাণী পার্বতীত্রাণী শঙ্করাক্ষরারিণী ।  
 দাক্ষা দাক্ষাণী চৈব নারী নারায়ণী তথা ॥ ৩১  
 নিগুণতত্ত্বদমনী মহিষাসুরঘাতিণী ।  
 সংশয়নয়না ধারা রেবতী সিংহবাহিনী ॥ ৩২

মস্তক ও মুখমণ্ডল বিদ্যমান থাকায় আপনার সর্বভোহর্কশিবোমুখা একটি নাম আছে এবং আপনাকে সর্বভোক্তা বলে ও সর্বজীবের আদি, মধ্য, অন্ত সকলই আপনি ও সকল লোকনাথদিগেরও প্রভু আপনি, সুতরাং আপনাকে সর্বভূতাদিমধ্যাস্তা ও সর্বলোকেশ্বরেশ্বরী বলে এবং আপনি মানবী, ষাদবী, দেবী, যোগনিদ্রা, বৈষ্ণবী, অরুণা, বহরুপা, সুরূপা, কামরূপিণী, হিমালয়ের কস্তা বলিয়া শৈলরাজমুতা সাধবা ও কান্ত্যকেশ-জননী বলিয়া কন্দমাতা, অচূড়াম্বসী, জয়া, বিজয়া, অজিতা, পরাজিতা, ক্ষান্তি, স্মৃতি, ভূতি, কান্তি, শান্তি, শান্ত, উত্তম, প্রকৃতি, প্রকৃতি, কৌতুভি, শ্রুতি, ও সন্তাঃ এই নব্বই নামেও অভিহিত হইন। হে তুর্গে! লোকে আপনাকে কালপ্রাণি, মহারা ত্রাভ্রকালী, কপালিনী ও চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডমুণ্ডাবনাশিনী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, চণ্ডী, রুদ্রাণী, পার্বতী, ইন্দ্রাণী ও মহাদেবের অর্দ্ধেক-দেহই আপনি, সুতরাং শঙ্করাক্ষরারিণী এবং দক্ষকস্তা বলিয়া দাক্ষাণী, দাক্ষা, নারী, নারায়ণী, মহিষাসুরঘাতিণী, গুহ ও নিগুণের নিধন করিয়াছিলেন

\* অর্পণা চৈকপর্ণা চ সুপর্ণা চৈকপাটলা  
 ইতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ ।

\* ভূতাস্তেতি পাঠোহপি দৃষ্টতে ।

বিশ্বাবতী বীণাবতী বেদমাতা সরস্বতী ।  
 মায়ামতী ভোগবতী সতী সত্যবতী তথা ॥ ৩৩ ॥  
 সমস্তকার্যাকরণী ঐশ্বর্যপ্রসাদিনী  
 ব্রহ্মামি শবণং দেবীং শরণাগতবৎসলাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 তীমামগ্রাং তথা ধূমামগ্নিকাং ত্রাসকপ্রিয়াম্ ।  
 হং হি ভাবপ্রপন্নানাং হৃদিষ্ঠা পাপনাশিনী ॥ ৩৫ ॥  
 জয়ক সময়ে নিত্যং বিদ্যালাতকং তর্লভম্ \* ।  
 দীর্ঘমায়ুরধোৎসাহং পার্থিবানাঞ্চ ইষ্টদা ॥ ৩৬ ॥  
 পুত্রাশ্চ গুণসম্পন্নঃ পরাপরপরাগতিঃ ।  
 ইয়া হেতানি প্রাপাশ্চ মমাপি বরদা তব ॥ ৩৭ ॥  
 এবং স্ততা তদা দেবী নীরদেন মহাশ্রুনা

বলিয়া নিশ্চিন্ত-গুহময়ী, সি হই আপ র  
 বচন বঙ্গিয়া সিংহনাহিনী আপনার সচস্র  
 লোচন থাকায় সংশ্রবনা, রেবতী, ধীরা,  
 বিশ্বাবতী, বীণাবতী, বেদপ্রসবিনী, সরস্বতী,  
 মায়ামতী, ভোগবতী, সতী ও সত্যবতী  
 নামে উল্লেখ করে। হে দেবি! আপনি  
 সকল অভীষ্ট সাধন করেন বলিয়া ঐশ্বর্য  
 প্রসাদিনী সকল কর্মই আপনা হইতে নির্বাহ  
 হয় বলিয়া আপনার সমস্ত-কার্যাকরণী অপর  
 একটি নাম আছে এবং অনেকে ভীমা, উগ্রা,  
 ধূমা, অগ্নিকা ও ত্রাসকপ্রিয়া নামে উল্লেখ  
 করে। হে তুর্গে! আপনি শরণাগত ব্যক্তি-  
 দেব প্রতি নিত্য সতয়া থাকেন বলিয়া  
 আজি আপনার শরণাগত হইলাম। হে  
 দেবি! যাহারা আপনাকে সর্বদা ভাবনা  
 করে। আপনি তাহাদের হৃদয়ে অস্থিতি  
 থাকিয়া পাপবাশ দূর করেন এবং আপনাকে  
 চিন্তা করিলে মুক্ত জয়লাভ, তর্লভ বিদ্যা-  
 লাভ, দীর্ঘ আয়ু লাভ ও উৎসাহ-বিহীন  
 ব্যক্তির উৎসাহ হয় এবং রাজাদের সর্ব-  
 প্রকার বাসনাই পূর্ণ হয়। হে দেবি! পুত্র-  
 গণেরা আপনার প্রসাদেই গুণবান পুত্র  
 সকল লাভ করে, আপনি একমাত্র সর্ব-

\* জয়ক বিজয়াক্ষেপ তর্লভক সুতর্ল-  
 ভাম ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

দর্শ সহসা শত্রু সিংহাক্রমং মহাবলম্ ॥ ৩৮ ॥  
 চর্যাসিধুর্নারাচশূলধট্টাঙ্গধারিণীম্ ।  
 বজ্রশক্তিগদাদণ্ডপশু \* মুদগরবিভ্রতীম্ ।  
 পাশাঙ্কুশধ্বজবীণাঘণ্টাডমকধারিণীম্ ॥ ৩৯ ॥  
 চিত্রদণ্ডাং তথা মুণ্ডকনকাভেদিনীং তথা † ।  
 দ্বিপাদচর্মসা বাভর্ষণকুহলচ'রিণী ।  
 অক্ষমুদ্রকরা দেবী বরদোদাতপানিনী ॥ ৪০ ॥  
 ভক্তানাং ভক্তিজননী ‡ পাবনী জননী তথা ।  
 যাচ যাচেতি বাচন্তী বরং ক্রহি মনোগতম্ ॥ ৪১ ॥  
 ভূতঃ স প্রণত উচে ঘোরং দেবি রিপুং বধ ।  
 তথেতি নারদমুক্তা তাবদ্ ঘোরঃ সমাগতঃ ॥ ৪২ ॥  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যা নারদদর্শনং  
 নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বিষয়ই উৎকৃষ্ট গতি। আপনার সন্নিধানে  
 অপ্রাপ্য কিছুই নাই; এক্ষণে আমার  
 অভীষ্টসিদ্ধি করুন। হে বাসব! মহাভাগ  
 নারদ ভগবতীকে এইরূপে স্তব করিলে পর  
 তিনি নারদকে সহসা আশ্চর্যরূপ দর্শন  
 করাইলেন। নারদ দেখিলেন, মহাবলী ভগ-  
 বতী সিংহের উপরে চর্য, অসি, ধনু, নারাচ,  
 শূল, পট্টাঙ্গ, বজ্র, শক্তি, গজদন্ত, পরশু,  
 মুদগর, পাশ, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বীণা, ঘণ্টা, ডমক  
 প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন। তিনি দ্বীপি-  
 চর্ম-পরিধানা তিনি অক্ষমালাধারিণী, বর-  
 দানোদাতা এবং রূপা ভক্ত-জননী ভক্তি-  
 প্রদায়িনী পরমপবিত্রা লোভমাতা ভগবতী  
 নারদকে সন্দোষন করিয়া কহিলেন,—হে  
 ব্রহ্মন। তোমার আভিপ্রায় প্রকাশ কর, বর  
 প্রার্থনা কর, আমি বর প্রদান করিতেছি।  
 তখন নারদ 'দেবীর তাদৃশ রূপসন্দর্শন ও  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণাম করত কহিলেন,—  
 হে দেবি! উপস্থিত ঘোরাসুরকে সবার  
 ককন, ইহাই আমার মনোগত বাসনা। ভগ-

\* কুণ্ড ইতি বা পাঠঃ ।

† পদ্যাক্ষমিদং বহুবু ন দৃশ্যতে ।

‡ ভক্তিদা নিত্যম্ ইতি বা পাঠঃ ।

সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্র উবাচ ।

নারদস্ত বরে দত্তে ঘোরৈ তত্র সমাগতে ।  
কিমকুন্তগবতী কিংবা ঘোরো মহাবলঃ ॥ ১  
কিঞ্চ লোকপ্রমাণস্ত \* হতশেষস্ত নো বদ ॥  
এবং পৃষ্ট্বুদা ব্রহ্মা অশেষং বাসবেন তু ।  
বিমৃশ্য কথ্যতে সৰ্ব্বং দেব্যা ঘোরমহারণম্ ॥ †

ব্রহ্মোবাচ ।

যদি সম্পৃচ্ছসে ‡ শক্র দেবীঘোরস্ত সঙ্করম্ ।  
তং ব্রবীমি যথারন্তং প্রত্যেকং ন তু বাহিনীম্ ।  
বর্ণিতুং শক্যতে শক্র শতৈর্গন্ধর্ভু কোটিভিঃ ॥  
তথাপি কিঞ্চিং সংক্ষেপাৎ কথ্যামি সুরাধিপ ।

বতী নারদবাক্যে অনুমোদন করিলেন । সেই  
অবসরে তথায় ঘোরাসুর আসিয়া উপস্থিত  
হইল । ২৬—৪২ ।

সোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ইন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো ! আপনি  
বলিলেন, ভগবতী দেবম্বিক বর প্রদান  
করিলে পর তথায় ঘোরাসুর আসিয়া উপস্থিত  
হইল এক্ষণে বলুন, তখন ভগবতী কি করিয়া-  
ছিলেন, ঘোরদৈতাই বা কি করিল এবং তাহার  
হতাবশিষ্ট সৈন্য কত সংখ্যাই বা ছিল ?  
তখন ব্রহ্মাকে ইন্দ্র ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিলে  
পর তিনি বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেবীর,  
ঘোরাসুরের ও তদীয় সৈন্যের ব্যাপার সমুদয়  
কহিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে  
দেবরাজ ! তুমি দেবী ও ঘোরের যেরূপ সংগ্রা-  
মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা যেরূপ  
ঘটিয়াছিল, সেইরূপ কহতোছি । হে বাসব !

\* কিং বলং কিং প্রমাণস্ত ইতি  
পাঠান্তরম্ ।

† ঘোরমহাবলমিতি বা পাঠঃ ।

‡ যদিদং পৃচ্ছসে ইতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

রথানাং কোটয়দ্বিশং সপ্ত লক্ষাশ্বযুতম্ ।

কোটিশতানি পঞ্চাশদ্ গজানাং সপ্ততিল্লখা ॥

লক্ষাশ্বহস্তাশ্বানি ষষ্টিঃ পঞ্চাধিকা বিভো ॥ ৭

কোটিলক্ষানি চাশ্বানাং পুঞ্চপঞ্চাশ বাসব ।

লক্ষা দ্বাদ্বিশ পঞ্চাশৎসহস্রপারিসংখ্যা ॥ ৮

লক্ষা দ্বাসপ্ততিঃ শক্র তথায়ুতক্রয়ং ত্রয়ম্ ।

হতশেষস্ত ঘোরস্ত শতৈর্হেহমাপুঙ্গব ।

যতিতঃ দ্বিগুণমেতজ্জয়াবজ্রযান্দরে ॥ ১০

যমান্তকস্তথা কালতর্কুণৈর্বজ্রভৈরনৈঃ ।

ব্রহ্মন্তে ঘাতিতং দেব্যা মহাব্যোঢ়্যা হনেকশঃ ॥

শক্র উবাচ ।

হতশেষবলো ব্রহ্মন্ ঘোরো ঘোঃপরাক্রমঃ ।

ভীতো বা প্রাণরক্ষার্থং কিংবা যুদ্ধমনোহুগঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হতশেষবলঃ শক্র ঘোরঃ ক্রোধায়িদৌপিতঃ ।

চকার মায়াবীং সেনাং হতাহতসহস্রধা ॥ ১২ ॥

ঐ যুদ্ধে প্রত্যেক সেনার বিষয় শতকোটি গ্রন্থ  
দ্বারাও বর্ণনা করা যায় না । তথাপি কিছু  
সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর । ঐ যুদ্ধে  
ত্রিশকোটি সাতলক্ষ এক অযুত রথ । পঞ্চাশ  
শত কোটি সপ্ততিলক্ষ সহস্র অযুত পঞ্চাশটি  
সংখ্যক গজ সৈন্য । অথ সৈন্যের সংখ্যা  
লক্ষকোটি বত্রিশলক্ষ পঞ্চাশহাজার পঞ্চাশটী  
এবং কেটী কোটী সত্তরলক্ষ, নয় অযুত  
পদাতি-সৈন্য উপস্থিত ছিল । সুরাধিপ ।  
ঘোরাসুরের হতাবশিষ্ট সৈন্যের যে পরিমাণ  
নির্দেশ করিলাম, দেবী জয়া ও বিজয়া ইহার  
দ্বিগুণ সৈন্য ইতিপূর্বে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া  
ছিলেন এবং পূর্বেই বাণত হইয়াছে যে,  
যমান্তক, কালতর্কুণ, বজ্র ভৈরব এই কয়প্রধান  
সেনাপতি ও বহুকোটি মায়া-সৈন্যও দেবীহস্তে  
নিহত হইয়াছিল । ১—১১ । ইন্দ্র কহিলেন

—হে ব্রহ্মন ! তখন সেই দুসীমপরাক্রমশালী  
ঘোরাসুর স্বীয় হতাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি  
দৃষ্টিপাত করিয়া স্তম্ভপ্রযুক্ত প্রাণ রক্ষার জন্য  
ব্যস্ত হইয়াছিল বিংবা যুদ্ধকার্য্যেই মনো-  
নিবেশ করিয়াছিল, তাহা বলুন । ব্রহ্মা



তাং ঘোরমায়ামবুভুতভূতাং  
সেনা যথো বাসব সপ্ত লোকান্ ।  
ভূমাস্তরীক্ষান সহসপৃষ্ঠীপান  
পাতাললোকাস্তব্যাপ্তমার্গান্ ॥ ১৩  
বিষ্ণুঃ সমস্তেশসুবেশবন্দ্যঃ ।  
শক্রঃ মহামতুমন্ত্রয়ানম্ ।  
রক্ষোহননং বায়ু তথা কুবের-  
মৌঞ্চঃ ক্রুদ্র জগদীশ নারম্ ॥ ১৪  
সোমঃ রবিং দীপ্তবতাং বর্জিতং  
কুদ্রান সমস্তান হুথ বিশ্বদেবান্ ।  
ঋক্ষান গ্রাহান নাগশুসিকসজ্যান্ ।  
বিদ্যাধরান ঈশ্বরভূতপত্নান্ ॥ ১৫  
সর্বান সমস্তানপি পীড়য়িত্বা  
দেবাস্তথা ঘাতয়িত্বং প্রবৃত্তাঃ ।  
তাং ঘোরমায়ামতিমুখচেতাঃ  
শস্তৃস্তথা সংসবুতে পরাং তাম্ ॥ ১৬  
ঈশ্বর উবাচ ।

জয় জয় হবিষকমলাসনার্চিত্তে নমো  
দেবী শিবে শস্ত্রবজ্রোদ্ভবে চণ্ডিকে চণ্ডরূপে

কহিলেন—হে বাসব! তখন সেই ঘোর  
ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া হতাবশিষ্ট  
সৈন্যই সহায় রাখিয়া মায়াপ্রভাবে অসংখ্য  
মায়া সৈন্তের সৃষ্টি করিল। সেই ঘোর-মায়া  
সমুত্ত সেনানিচয় ভূগাদি সপ্তলোক, পৃথিবী,  
অস্তরীক্ষ ও পাতাল লোকে সমুদয় নিবিড়ভাবে  
বাঁপিয়া ফেলিল এবং সকলের প্রভু সুর-  
পতির ও পুত্রগণ ভগবান, বিষ্ণু ঐরারক  
ব'হন ইন্দ্র রাক্ষস অগ্নি বায়ু ও কুবের প্রভৃতি  
দিকপালদিগকে এবং জগদীশ্বর মহাদেবকে  
চন্দ্রকে, তেজস্বীদিগের মধ্যে প্রধান দিবাকরকে  
এবং সমস্ত কুদ্রগণ, বিশ্বদেব, গ্রহ, নক্ষত্র, নাগ  
সিদ্ধ বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, ভূত ও পিতৃগণ  
ইহাদের সকলকেই পীড়ন করিয়া দৈবী-  
দিগকেও নিধন করিতে উদ্যোগী হইল।  
তাহা দেখিয়া মহাদেবেরও চিত্ত নিতান্ত মুগ্ধ  
হইয়াছিল এবং তখন তিনি সেই পরাপ্রকৃতি  
ঘোরমায়াকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর

সুবজ্রে সুনৈজে সূগোজে সুবেশে সুবিদ্যা-  
ধরোষ্টি মহাযাগিনি বর্জীব পিচ্ছধ্বজে  
তুহিনকরকুমুদইন্দুসবর্ণাভিক্রান্তরত্নস্তৌক্য-  
ভিদ্ভ্রাভঃ সিংহস্ত সে ভৈরবি ভীষনি  
বীরভদ্রে সুভদ্রে শ্মশানপ্রিয়ে পদ্মপদ্মে কপে  
ঘোররূপে জয়ন্ত জয়ে মানস মানাব মর্ত্য-  
মাতর্মগেন্দ্রধ্বজ সর্বসিদ্ধিপ্রদে জননিধি  
বর হৃদুভিমেঘনির্ঘোষহাসমূলে \* ব্রাহ্মি  
কোমারি মাহেন্দ্র মহেশ্বর বৈকুণ্ঠি বারাহি  
বায়ুগর্ভস্থজে হেমকূটে মহেন্দ্রে হিমাডৌ মহী-

কহিলেন, —হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর  
আপনার পূজা করিয়া থাকেন; আপনি  
বারংবার জয়যুক্ত হউন। হে শিবে! শিবের  
মুখ হইতে আপনি উৎপন্ন হইয়াছেন। হে  
চণ্ডরূপিণী চণ্ডিকে! আপনার মুখ নয়ন,  
গোত্র ও পরিচ্ছদ অতীব সুন্দর দেখিতেছি;  
হে মহাযাগিনি! আপনার ওষ্ঠদ্বয় বিদ্বকলের  
তায় শোভমান রহিয়াছে। হে দেবি! আপ-  
নার পত্রাকান্দুহে ময়ূরীর তায় পিচ্ছ মর্থাৎ  
ময়ূরপুচ্ছ রহিয়াছে। হে ভৈরবি! হে  
ভীষণ! হে বীরভদ্রে! হে শ্মশানবাসিনি!  
আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্রাকরণ ৷ কুমুদের তায়  
শুভ্র অতিতীক্ষ্ণ প্রচণ্ড দস্তপংক্তি দ্বারা সিংহ-  
মুখের তায় প্রতীক্ষমান হইতেছে। হে ঘোর-  
রূপে জয়ন্ত! আপনার নয়নযুগল পদ্মপত্রের  
মত শোভমান রহিয়াছে! হে জয়ে! হে  
মানসি! হে মানবি! আপনি নিখিল মান-  
বের জননী এবং পশুপাক সিংহই আপনার  
বাহন বলিয়া সিংধ্বজা বলিয়া উল্লিখিতা  
হন। হে মাতঃ! আপনি সমস্ত সিদ্ধি প্রদান  
করিয়া থাকেন এবং আপনার গর্ভস্থ সমুদ্র  
হৃদুভ ও মেঘের শব্দকেও শ্রবণ করিয়াছে।  
হে মাতঃ! আপনিই ব্রাহ্মী, গৌরী, মাহেন্দ্রী,  
বৈকুণ্ঠী, বারাহী, মাহেশ্বরী ও বাকুণী শক্তি  
এবং আপনি অগ্নি, বায়ু ও জল হইতে উৎপন্ন।

\* স্বনে ইতি পাঠান্তরম্ ।

ধারিণি বিদ্যাস্থানয়ে জীগিরৌ সংস্থিতে হৃষ-  
দীর্ঘৈঃ কঠৈঃ শূলনদ্বাদরৈস্তানপ্রভৈর্জব-  
ভৈবৈঃ প্রমথনৈকবর্তে দিনকরকরকোটি-  
কলান্তবহুপ্রভে ভ্রমবর্ণে শ্রবর্ণে রতিপ্রীতিদক্ষে  
মহিশস্তিনক্ষৌধাভ্যাক্ষিরাঙ্কিতাসিদ্ধিবুদ্ধিকৃত-  
\* তুষ্টিপুষ্টিমিতি-মৃষ্টিমৃষ্টিমিতি বেদমাতে  
কৃতজ্ঞে † বিধিজে কুমারি কবে শান্তি  
তাপনি সাংখ্যযোগোদ্ভবে বিষধরলহমুঘল ‡  
পশুপাশানিচক্রাঙ্ক-খট্বাকদণ্ডাঙ্কশানেকশস্যো-  
দ্যতে কদম্বশূলাঙ্কমৃগধর্ম্মদ্বারিণি দৈত্যবিজ্ঞাবি

হইয়াছেন। হে দেব! আপনি পৃথিবীর  
ধারণকর্ত্তী হইয়াও হেমকুট, মহেন্দ্র, হিমালয়  
বিদ্যা, সহ ও জীগিরি এই কয় পর্বতে সর্বদা  
অবস্থান করিয়া থাকেন। হে দেব! এই  
যে লক্ষ লক্ষ মহাভীষণ প্রমথগণে বেষ্টিত  
রহিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কাহারও দেহ  
হৃষ, কাহারও বা দীর্ঘ এবং সকলেরই জজ্ঞা  
ভালরূপের আয় উচ্চ ও সকলেই লহোদর।  
হ মাতে! আপনার তেজ কোটি সূর্য্যের  
করণাবলির আয় ও প্রলয়কালীন  
ক্ষির আয় ক্ষুরিত হইয়া থাকে। হে  
দেব! আপনার রূপ সুবর্ণের মত ভাস্বর।  
আপনাকে দেখিলে লোকের রতিবিষয়ে গাঢ়  
আসক্তি জন্মিয়া থাকে। হে দেব! মতি,  
পাতি, লক্ষী, ধৃতি, বুদ্ধি, সম্পদ, প্রভা, সিদ্ধি,  
ক্ষি সবলিই আপনি। হে গুণপ্রয়ে! আপনি  
কমাত্র জীবের গতি এবং আপনি তুষ্টি, পুষ্টি,  
মৃষ্টি, দ্বিষ্টি ও বৃষ্টি এবং আপনি নিত্য-  
বৈবর্ত জন্মের বালিয়া বিধি ও কাৰ্য্য সকল  
আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনি নিত্যকুমারী  
নিত্য-তাপসী এবং আপনাই হইতেই সাংখ্য-  
যোগের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি সর্প, হনু,  
মল, পশু, পাশ, অসি, চক্র, শঙ্খ, খট্বাক, দণ্ড

\* গতি ইতি পাঠান্তরম্।

† কবে ইতি পাঠান্তরম্।

‡ দৈত্যাক্রম্যমোষে ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

ধারিণি ধারিণি বন্ধনি মোক্ষণি হারিতানি  
মারিণি কৌণ্ডিবস্তারিণি দৌণ্ডিমজীবনি ভেদনি  
তাপনি উদ্ধমুখে উমে চণ্ডিকে ভৌমবজ্রাঙ্কজে  
ত্রিপুরদহনে হরশ্যাক্ষিভূতে ॥ ১৮

বিদ্যাক্ষয়ঃ কক্ষমুর্ধ্বৈ নবম্যষ্টমৌপক্ষমৌপোণ-  
মাসীচতুর্থীতথৈকাদশীকৃষ্ণপক্ষোৎসবে ॥ ১৮

ইন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈর্মুক্তাকলেঃ পদ্মরাগৈঃ  
শ্ফাটিকৈর্মণিমরকতৈর্বজ্র-বৈদূর্য্য-চামৌক্যলঙ্কৃতে  
নূপুরৈঃ . কুণ্ডলৈর্মুক্তৈবেয়ুঃহারজাতিবিভূষিতৈঃ  
হেমরত্নোজ্জ্বলে বহুলনীলকোষেযচীনাঘরে  
কনককমলভুলোন শ্চীনোরমে' নাতিরম্যেণ  
হেমাংগজলোগ্রানিপীড়িতেন স্তনেনোরসা  
মধ্যত্বক্ষয়ষ্টা। নতদ্বস্থলেনাভিসংবর্ধনেনাঘিকে  
ত্র্যম্বকে \* নৃত্যমানা সদা শোভসে ॥ ১৯

অক্ষুশ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র এবং শিবদহ ত্রিশূল  
ও অক্ষমালা এই সকল অস্ত্র সংহার করিবার  
জন্তু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হে উমে!  
হে চণ্ডিকে! আপনি এই বিশ্বের সংহারকর্ত্তী  
হইয়াও সংসার পালন করিতেছেন এবং  
আপনিই জীবকে বন্ধ ও মুক্ত করিয়া থাকেন  
এবং লোকের পাপরাশি ধ্বংস ও যশোরাশি  
বিস্তার করিয়া থাকেন এবং নিম্প্রভ লোকের  
প্রভা-বিস্তার ও সন্তাপ দূর করিয়া থাকেন।  
হে দেব! আপনার মুখপদ্ম অতি ভীষণ  
ভাব ধারণ করিয়াছে, এবং ত্রিপুরদাহকালে  
আপনি মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গরূপে অবস্থান  
করিয়াছিলেন। আপনার মুগন্ধস্তি বিজ্ঞাৎ  
এবং উদ্ধার কৃত্য দাপ্যমান। হে কক্ষমুর্ধ্বৈ!  
নবমৌ, অষ্টমৌ, পক্ষমৌ, পোণমাসী, চতুর্থী এবং  
একাদশীভাষিতে আপনার উৎসব হয়।  
ইন্দ্রনীল, মহানীল, মুক্তাকল, পদ্মরাগ, শ্ফাটিক,  
মরকত, বজ্র, বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি এবং সুবর্ণা-  
লঙ্কারে আপনি অলঙ্কৃত। নূপুর, কুণ্ডল,  
মুকুট কেয়ুর এবং হার প্রভৃতি অলঙ্কার-

\* নাভিসংবর্ধনে ত্র্যম্বকেত্বম্বিকে ইতি

কচিৎ পাঠঃ।

বরষভংসমা তক্ষ নীলাগতিগমিনি মেক-  
সঞ্চালনি সাগরান শোষণি পর্বতান চূর্ণিনি  
কক্ষ সাবত্রী গায়ত্রী ধাত্রী বিধাত্রী দিত-  
স্তাক্ষ্যমাতাজ্জৈত্ৰিয়স্ক বিদ্রাবণী । ত্রাঙ্কি  
বেতালি কঙ্কালি কপালিনি ভদ্রকালি মহাকালি  
কালানলে \* কলিকালে নিফলে ॥ ২০ ॥

জয় জয় মঙ্গলোদধুহেরাবে ধ্রুগিভির্বিদ্যা-  
সিদ্ধসজ্জৈঃ সু-সজ্জৈঃ সহায়ৈঃ সুসরসবজ্জৈ-  
বিমাতৈঃ চ দৈবৈঃ ॥ ২১ ॥

শোভায় আপনি সর্বদা বিভূষিতা । আপনি  
হেম ও রত্নপ্রভায় সমুজ্জ্বলা । বকল নীল-  
কোষেয়, চীনাঘর প্রভৃতি আপনার পরিধেয় ।  
হে জ্যৈষ্ঠকে ! আপনার বক্ষঃস্থল—কনককলস-  
সদৃশ, পীনোরত মনোহর স্তনদ্বয়ে শোভিত ;  
বোধ হয় যেন নিম্পীড়িত স্বর্ণকান্তি একান্ত  
ইয়া রহিয়াছে । নৃত্যকালে আপনার ক্ষণ  
মধ্য অঙ্গযষ্টি, নিতম্বস্থল এবং আবর্তস্বরূপ  
নাভিদেশ অতি মনোহর হয় । ১২—১৯ । মত  
মাতঙ্গ, বৃষভ এবং হংসের স্তায় আপনার  
মন্দগতি । আপনি অনায়াসে মেকসঞ্চালন,  
সাগরশোষণ ও পর্বতচূর্ণনাদি কার্য্যে থাকেন ।  
আপনি কক্ষ, সাবত্রী, গায়ত্রী, ধাত্রী, বিধাত্রী  
দিত এবং তাক্ষ্যমাতা । জিতেন্দ্রিয় ব্যাক্তি-  
কেও আপনি বিদ্রাবিত করেন । আপনি  
ত্রাঙ্কী, বেতালী, বঙ্কালী, কপালী, ভদ্রকালী,  
মহাকালী কালানলা কালী এবং কলিকাধরূপা  
মহাপ্রাণগণ “জয় জয়” কৃত্যাদি সুমধুর মঙ্গল-  
শব্দ কার্য্যে আপনাকে বেঞ্জন কার্য্যে আছে  
এবং সুসজ্জিত দিব্যাবধান সকল, সুনীল গজ-  
ঘটা, সুসজ্জিত তুরঙ্গ এবং খেতচ্ছত্র দ্বারা  
আপনি পরিবেষ্টিত । আপনি রক্তমাণ্ডে  
কুচিতা । দেব, দৈত্য, যক্ষ, অসুরা প্রমথাদি  
যদিগণ আপনার স্তব করিতেছে । হে  
শরণ্যো ! আপনার উগ্রকেশ এবং লল-  
সর্বদা চঞ্চল ; মহাক্রম ঘণ্টাশব্দেও

গজেন্দ্রৈঃ সুনীলৈঃ সুরজৈঃ সুবেণৈঃ সিতৈ-  
শ্চাতপত্রৈশ্চ সংছাদিতে অধরে রক্তমাণ্ডে  
গণৈর্দেবদৈত্যাসুরকপারৈর্বিন্দিভিঃ কুণ্ডসে ॥ ২২ ॥  
লোনাভিহ্নৈর্ললিতাগ্রাণৈঃ শরণ্যে বরণ্যে-  
মহাক্রমঘণ্টারবোদ্যাতকর্ণোৎসবে বেণুবীণা  
ধ্বনিভুত্বাদিত্রগন্ধধনুনা প্রায়ে কৃতভুজগবন্ধ-  
কুণ্ডলোদধুগুণ্ডদ্বয়ে সর্বভূতালয়ে সর্বভূতো-  
স্তমে গৌরি গাক্ষারি মাতঙ্গি ধুমেশ্বরি ধর্ম্মকেতু-  
ক্রতুদক্ষবিধ্ব সিংহি মাহেশ্বর্য্যপ্রদে শুভ-  
নিভৃত্তমোহান দীপনি বর্ষাণ রেবতি কালকর্ণি  
সুবর্ণি জগৎসৃষ্টিসংহারকার্ত্তি যোগেশ্বরি  
সর্বলোকেশ্বরি খেচারি গোচারি চণ্ডি  
মাতঙ্গি ধুম্রে শশাঙ্কাননে গিরিবরতনয়ে  
বরে মন্ত্রমুখিমহামূর্ত্তো দিগ্‌ব্যাপিনি সুপ্রসন্ন  
প্রসন্নপ্রসন্নার্চিত্তে সুব্রতে গৌতমি কৌশিকি  
পার্বতি ভূতানিতারি \* কাত্যায়নি ঋগ্‌যজুঃ-  
সামার্থক্যপ্রায়ে দেবি নিত্যে শুভে ভামনাদে  
মহাবায়ুবেগে সরস্বতাক্রম্যমোঘে অসংখ্যাত-

আপনার কর্ণোৎসব উপস্থিত হয় । আপনি  
বেণু-বীণাশব্দ, স্তবাদি, বাদ্য, গন্ধর্ব্বদিগের  
নৃত্য ভাঙ্গবাসেন । আপনার গুণদ্বয়ে  
কুণ্ডলিতসর্পিনির্ম্মিত কুণ্ডল । আপনি সর্ব-  
ভূতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বভূতের আবাসভূমি ।  
আপনি গৌরী, গাক্ষারী, মাতঙ্গী, ধুমেশ্বর  
( ধর্ম্মকেতু ), ধুম্রবেতু, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী  
মহামুরমুখ্যদায়িনী, শুভানিশুভমোহন  
দীপনী, বর্জনী, বক্রবর্ণী ( সুবর্ণা ), জগতে  
সৃষ্টিস্থাতসংহারকার্ত্তা, যোগেশ্বরী, সর্বলোকে-  
শ্বরী, খেচারী, গোচারী, চণ্ডী, মাতঙ্গী, ব্রহ্মা ।  
শশাঙ্কাননে আপনি গিরিরাজ-কন্যা হো-  
মন্ত্রমুখি ( মহামুখি ), দিগ্‌ব্যাপিনী ( সুপ্রসন্ন  
প্রসন্ন ), প্রসন্নার্চিত্তা, সুব্রতা, গৌতমী  
কৌশিকী, পার্বতী, ভূতানিতারী ( ভূতভেদী )  
কাত্যায়নী । ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব আপনায়  
প্রিয় । হে দেবি ! হে শুভে ! হে নিত্যে

## দেবীপুরাণ ।

বাহুদরানেকবস্ত্রে বিবিধমুদ্ভামারীতিশাকন্তরি  
শৈলশৃঙ্গেষু তুঙ্গেষু নিত্যং বর্ত কন্দরবাসিনি  
ভীমসঙ্গে নিত্যং হমেবোচ্চাসে ॥ ২৩

কুবলয়দলনোললোলালটোলোচনৈঃ স্নেহ-  
 যুক্তৈঃ অতাক্ষেপবক্রযুজেদ্ভাসিতঃ কাল-  
 নিৰ্গাণিনি, কামসন্দীপনি সাধকালোকনি স্বৰ্গ-  
 পাতালমোক্ষপ্রদে চক্রবৰ্ত্তিপ্রদে ত্রীধরে পুত্রবৎ  
 পশু মাম্ ॥ ২৪ ॥

দর্ভবোমা \* গিজিহ্বে ত্রিগুণ্যপ্রমেয়ে  
 অমেবোদধিবৌচির্ভানোঃ স্ময়ুয়া ঈড়ঃ পিঙ্গলা  
 সৌম্যনাভৌ তু সৌরমণী কিক্কণী চণ্ডনির্ঘোষপুটৌ  
 অমেবোষবৌ কালনির্গাশনৌ জাহ্নবী স্বং জটার্ণী

হে ভীষ্মনাভে ! আপনার বেগ মগ্ন বায়ুসদৃশ ।  
হে অমোঘে ! আপনি সৎস্বতী, অরুদ্ধতী ।  
আপনার বাহু, উদর, মুখ অসংখ্য । আপনি  
শাকন্তরী, ( মারীভয়াদি বিবধ যত্নাদাত্রী ),  
আপনি উচ্চ শৈলশৃঙ্গে বাস করেন ; কখন  
বা ভয়ানক পশুতকন্দরে । লোকে আপনার  
নানাবিধ নামোল্লেখ করিয়া থাকে । ২০—২১ ।  
আপনার স্নেহযুক্ত লোচনদ্বয় কুবলঘদলসদৃশ  
নীলবর্ণ চঞ্চল, কখন বা অগস্ত্য আবার কখন  
বা ( ক্রোধাদিবশে ) রক্তপদ্মের শোভা ধারণ  
করে । আপনি কুল-নির্গাশিনী ( যিনি যমভয়  
নাশ করেন ), কামনা-সন্দীপনী ( কামপ্রদায়িনী  
কিংবা কামদাত্রী ), সাধকালোকনী ( যিনি  
সাধকদিগের প্রাতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন ),  
স্বর্গপাতালমোক্ষপ্রদা ( সর্বত্র মোক্ষদান করেন )  
চক্রবার্ত্তপ্রদে ! ( যার ঐসাদে চক্রবার্ত্তিপদ  
লাভ করিতে পারা যায় ), ত্রীধরে ! ( লক্ষ্মী-  
দায়িনি ! ) আমাকে পুত্রের আয় দেখুন । দর্ভ  
( কুশ ), ব্যোম, অগ্নি, আপনার জিহ্বা ।  
আপনি ত্রিগুণধারিণী, অপ্রমেয়স্বরূপা, সমুদ্র,  
স্বর্গাকরণাদি আপনারই স্বরূপমাত্র । আপনি  
সুবুধা, ঐড়া পিঙ্গলা প্রভৃতি নাভী । আপনার  
মণি কিঙ্করী—প্রচণ্ডসদকারিণী । আপনিই

\* দর্ভরোমেতি পাঠান্তরম ।

নিখা ধরিতা ঘনঘনঘনঘোরগভীরঘোরশব্দে  
সর্বশজোদ্যতে সর্বদেবৈর্ক্লতে রক্ষ রক্ষ  
মাম্ ॥ ২৫ ॥

দিবামাল্যাসুবে দিব্যগন্ধাভুলিপ্তে ইমেব  
 ধার্য্য তরাহমুতা সত্যবাদিস্তজা তাজ তক্রোধনা  
 ক্রোধনিষ্ঠা বিভূতাকৃতী কালবাত্রী শচী কাম-  
 রূপা স্ববাবেশিনী বিঘ্ননির্ণাশিনী খ্যাতিনারায়ণী  
 কৃষ্ণপঙ্কজপ্রগল্ভানিলভানিলভ্রীমণী । দেব-  
 দৈত্যোন্দ্ররক্ষোরগৈঃ কিন্নরৈর্ঘকগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরৈ-  
 র্যান্দিতে মনিবরৈঃ সংস্কৃতে ভোগবান্ তব  
 কৌর্টনামুচ্যতে কালপাঠৈর্নিবন্ধং সুরেন্দ্রেশ-  
 চ নীচম্ ঋষীন্দ্রৈশ্চ শপ্তং মৃগেন্দ্রৈর্গৃহাতঃ  
 গজেন্দ্রৈর্দিশিভিন্নং গ্রহেন্দ্রাভিভূতং খগেন্দ্রৈ-  
 বিলুপ্তং ভুজঙ্গৈশ্চ দষ্টং জলে চার্ষা মগ্নং  
 স্থলে চাপি পিন্নং বনে চাপি মূঢ়ং রণে  
 জীহমানং শরৈর্ভিন্নদেহং পটৈঃ সম্মুখস্থং বিবাদে  
 নিরস্তং মহাগ্রাহগ্রাস্তং তথা বধ্যমানঞ্চ মাতেব  
 সংরক্ষসে পুত্রবান্ন দ্রাশঃ ॥ ২৬ ॥

কালরোগ-নাশক মোহষাধি। আপনাকেই  
আমি জাহ্নবীকপে জটায় ধারণ করিয়াছি।  
আপনার ঘন ঘন গভীর শব্দ ঘন-শব্দের জায়  
আপনি সর্বদেবগণকর্তৃক পরিবৃত্ত ও সর্বশাস্ত্রে  
সাজ্জিত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।  
দিব্যমালা এবং দিব্যবস্ত্র আপনার পরিধেয়,  
দিব্যগন্ধ অমুলেপন। আপনি অমৃতস্বরূপ।  
আপনি সত্যবাদিনী, অজ্ঞাত, ত্রিতক্রোধা,  
অথচ ক্রোধনষ্ঠ। আপনি কির্ত্বিত,  
আকৃতি, কালরূপিত্র, শচী, কামরূপা, স্বধা,  
বেশিনী, বিঘ্ননাশিনী, খ্যাতি, নারায়ণী,  
কুর্কপদ্ম, প্রগল্ভা, নিলভামণী। দেব,  
দৈত্যেন্দ্র, রক্ষ, উরগ, কিরর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব,  
বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলে আপনার বন্দনা  
করিয়া থাকেন। মুনিগণ আপনার স্তব  
করেন; কারণ, আপনার স্তবাদি কৌতুক  
করিলে মুক্তিলাভ হয়। যদি কেহ কাল-  
পাশে বদ্ধ, অুরেন্দ্র কর্তৃক নীত, ঋষীন্দ্র  
কর্তৃক অভিষেক, গজেন্দ্র কিংবা যুগেন্দ্র



বিবিধকলিকলুষপাপাপি যে মানবাস্তেহপি  
সকিঞ্চা দেবি ত্রয়োমধ্যং পূর্ণচন্দ্রপ্রভং সোম-  
সূর্য্যগ্নিনেত্রযদোহিতং কুণ্ডলোন্মীলনসংযুক্ত-  
গুণদ্বয়ং তেহপি পাপাং প্রমথন্তি ॥ ২৭ ॥

সংসারঘোরার্ণবে মজ্জমানাস্তপা শত্রুসমাগতান  
পানপাত্তস্তিকান শৃঙ্খলার্বষ্টিকান কুৎসিপাসা-  
র্দ্ধিকান রক্ষাধাগতান যমসম্পীড়িতান  
তরুরারতান ত্রাসি সর্কান সন্দেহান  
সমকান সরকান, সগন্ধকর্ষনাগান সবিদ্যাধবান,  
সাম্বিনান সগুণান সপ্তপাতালভূলোক-  
দিবাস্তবীকশ্চিকান ॥ ২৮ ॥

নাত্ত কর্ণাদ বিকল্পং মস্তাদীনি সকিঞ্চা ত্রাং  
চণ্ডিক শ্ৰীমদবনম'র্গসোপানায়কন্যাদগুণকং  
শিবকল্পং ঘোরানুকম্পনং পাপনির্গাশনং সর্ক-

কর্তৃক গলীক, গাণ্ডীভিত্তিক কিংবা গাণ্ডীক  
কর্তৃক নীক হয়; যদি কেউ সর্পদষ্ট, জলমগ্ন,  
অবগ্যাতি কোন স্থলে মূর্ছিত, রণপরাজিত  
কিংবা শত্রুসংগ্রামে বাণ দ্বারা আহত হয়;  
কিংবা যদি কেউ, বিবাদে নিবস্ত, মস্তাগ্রহগস্ত  
কিংবা কোন প্রকারে বধারূপে গৃহীত হয়;  
তাহা হইলে আপনি তাহাকে পুত্রের চাষ  
নিত্য মাতৃবৎ রক্ষা করেন। যে সকল  
মন্ত্রযা বিবিধ কলিকলুষ জন্ত মহাপাপগ্রস্ত,  
তাহাবাও যদি আপনার পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ মধ্য-  
মগুল (চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি—নেত্ররূপ হইয়া  
যাহার শেতা-সম্পাদন করে; কর্ণশ্চিত্ত  
কুণ্ডল ধীরা বাহার গুণদ্বয় পরিমার্জিত হয়)  
স্বরণ কবে, তবে তাহাবাও এই ঘোর সংসার-  
সমুদ্রে পাপ হইতে মুক্ত হয়। জলমগ্ন, শত্রু-  
মধ্যগত, পানাসক, শৃঙ্খলাবদ্ধ, কুৎসিপা-  
সার্কিত, রক্ষাধাগত, যম সম্পীড়িত, তরু-  
রাতি কর্তৃক অভিভূত দেব, যক্ষ, রক্ষ, গুহুর্ক,  
নাগ, বিদ্যাধর, গৃহ প্রভৃতি সকলকে আপনি  
রক্ষা করেন। সপ্তপাতাল, পৃথিবী, সর্গ অন্তরীক  
প্রভৃতি সর্বত্রই আপনি সকলকে রক্ষা করেন।

হাদেবি! আপনার মহিমা চিন্তা করিয়া  
দেখিলে এ বিষয়ে সংশয় হয় না। মহাদেব-

কামপ্রদং নামভিচ্ছন্দসৈঃ সাধকানাং হিতার্থায়  
সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তিতং সারমুক্ততা দধাজ্যমেব  
যথা যে পাঠন্তি যদা তেষু বক্ষ্যামাঃ শৃণু বাজ-  
পেয়াশ্বেধ'গ্নিষ্টোমগোদান' ঋক্ সোমপানা-  
দিকং যৎ পুণ্যং লভাতে, তথা ভূতলে যানি  
তীর্থানি চ'স্ত্রানি বা তেষু তীর্থেষু দেবার্চন-  
স্নানহোমোপবাসস্তুতিদানপুণ্যঃ ত্রতং সর্ব-  
মেতৎকলং যঃ পঠেদগুণকং দগুকেনাপি সিদ্ধো  
দিবি ক্রৌড়তে।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবলোকোক্তমৈদিবাযাতেন \* ব্রহ্ম-  
কল্পকোটিসহস্রানি সিদ্ধৈরতঃ সাধকঃ ॥ ২৯ ॥

অথ তত্র বিনিপাতকালে ব্রহ্মত্যা-  
কালাগ্নিক্রুদ্রং শতং হারকং বিংশতিধাষ্টকোটি-  
সং তম্ ॥ ৩০ ॥

কৃত এই ঘোরানুকম্পন, পাপনাশক, মহাদগুণ  
শিবলোক গমনপথের সোপান এবং সর্ব-  
কামনা ফল দান করে। দীর্ঘমন্ত্রন করিলে  
যে রূপ স্মৃত সমুখিত হয়, সেইরূপ সাধক-  
দিগের মন্ত্রলার্থে সংক্ষেপে ছন্দোবদ্ধ-নামাঙ্কক  
এই দগুণ কীর্ত্তিত হইল। যাহারা ইহা পাঠ  
করে, তাহাদের পুণ্যফল বলিতেছি—  
বাজপেয়, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, গোদান, ঋক্  
সোমপানাদি দ্বারা যে পুণ্য লাভ হয় এবং  
ভূতলে যে সকল তীর্থ আছে, তাহাতে দেবা-  
র্চন স্নান, হোম, উপবাস, স্তুতি, দান, ত্রত  
ইত্যাদি করিলে যে পুণ্য লাভ হয়; ইহা  
পাঠ করিলে, তৎসমুদায় লাভ হয় এবং ইহা  
পাঠ করিলে, সিদ্ধ হইয়া স্বর্গলোকে বাস  
করে। লোকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং  
নানা দিব্যদান বিধান দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া,  
সেই সাধক-ব্যক্তি মহাবল্লভকাটি সহস্র সুখ-  
ভোগ করে। ২৪—২৯। এইরূপ স্বর্গভোগের  
পূর্ব সংহারক আদি কালাগ্নিক্রুদ্রে প্রবিষ্ট  
হয়। আটকোটি একশত কুড়ি কালাগ্নি-

বিমানৈঃ ইত্যধিকং কচিৎ।

তথা ভূত্বঃস্বৰ্গহর্জনস্তপঃসত্যলোকাভিকং  
ব্রহ্মাণ্ডং বিনির্ভিদ্য ক্রদ্রান্ দ্বিপঞ্চাশসংখ্যাং-  
খা তোরতেজোহনিলাকাশগুহ্যষ্টকম্ অষ্টষষ্টি-  
তিক্রম্য যৎ প্রাকৃতং পৌরুষং নিয়তিকালং  
মগ্রং সবিদ্যোশ্বরচক্রবর্তিশক্তিফলং \* বাপি  
স্ব ত্যজিত্বা ব্রজন্তে ॥ ৩১ ॥

পরং যত্র নিত্যং পদং সর্বভূতাধিপং সর্ব-  
ভূতোত্তমং সর্বগং নিকলং ধ্যানহীনং বিশন্তে  
তদা ॥ ৩২ ॥

তি ত্রীদেবীপুরাণে ঘোরবধে শিবকৃতে দেবী  
স্তবো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রোঃ কাল তথায় অতিবাহিত করিয়া  
লোক, ভুবলোক, স্বলোক, জনলোক,  
তলোক, তপোলোক, এবং সত্যলোক এই  
লোকাসকল ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রমপূর্বক ক্রদের  
পঞ্চ শত পদে অবস্থান করে; তৎপরে  
জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিগ্, মন  
এবং জীব এই আবরণ,—সমুদায়েব অষ্টষষ্টি  
প্রাকৃত, জৈব, নৈয়তিক এবং কালিক সমগ্র  
নি অতিক্রম করিয়া বিশেষর চক্রবর্তি  
ভূতি অতি স্বর্গ ফলভোগ পরিহার-  
বিক সর্বভূতপতি, সর্বভূতোত্তম,  
বিক্রম, নিদল, অচিন্ত্য মিতা প ম ভাব  
প্ত হইয়া থাকে। ৩০-৩২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

\* চক্রবর্তি স্বশক্তিকমু ইতি পাঠান্তরং  
চৎ, কাচছাতঃ পরং “কালার্থাপেক্ষ্যম্”  
ব্যতিকপাঠঃ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

স্ততা হেবং পুরা দেবী দেবদেবেন শঙ্কনা।  
হিতায় বিষ্ণুশক্রাণামন্তোদ্যামপি দেবতাম্ ॥ ১ ॥  
তন্মায়াতমসাচ্ছন্নমশেষং সচরাচরম্।  
উদ্যোতিতং কণেনৈব ভাসুনা তু যথা দিবম্।  
প্রবুদ্ধশক্তিসংরহাঃ সর্বদবাঃ সবাশবাঃ।  
ববযুঃ পুষ্পমালাভির্ভবান্তাশ্চরণাশুজে ॥ ৩ ॥  
অথ তং দম্বপতিং ঘোরং প্র রটকালঘনোপমম্  
মর্দয়াৎ বিহসেদেবী স্তুতীকুর্নিশ্চৈতঃ শরৈঃ ॥  
অর্দিতা শরবর্ষণে দানবস্ত তু বাহিনী।  
দেবীকরবিম্বন্তেন লাঘবৈন বলেন চ ॥ ৫ ॥  
নিশ্চেষ্টং দানবং সৈন্তং তদা হাসীৎ পুবন্দরুৎ  
এবং কাতায়নীবাণৈর্নিপ্প্রভং ঘোরজং বলম্।  
চক্রবিদ্ধং ন লক্ষ্যন্ত দানবৈর্কিগতোজসৈঃ ॥ ৭ ॥  
সুশেণস্ত তদা ক্রুদ্ধো মন্থামাস্তায় বাসব।  
মায়াজসহস্রস্ত চকার মদধিস্থতম্ ॥ ৮ ॥  
তন্মাদানদগন্ধাটোর্বলিবৃন্দনিষেবিতান্।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব শঙ্কু বিষ্ণু, ইন্দ্র  
এবং অন্যান্য দেবগণের হিতের জন্য এইরূপে  
দেবীর স্তুত করিলেন। স্বর্গা উদিত হইলে  
যেরূপ আকাশ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তৎ-  
ক্ষণাৎ তমসাচ্ছন্ন নিগিল চরাচর প্রকাশিত  
হইল, শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ প্রবুদ্ধ  
হইল। ভগ্নানীর চরণ শূজে পুষ্পমালা বর্ষণ  
করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী, বর্ষাকালীন  
জলধর-সদৃশ নৈতাপতি, ঘোরকে শাণত শর  
স্বারা সহস্র বদনে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।  
দেবী বলপূর্বক প্রহস্তু যে সকল শর বর্ষণ  
করিতে লাগিলেন, তদ্বৎ দানববাহিনী অতি-  
শয় ব্যথিত হইল। তখন দানবসৈন্ত  
নিশ্চেষ্ট হইল, তাহাদের বল-বিক্রম কোথায়  
চলিয়া গেল; ক্রমে ঘোরসৈন্ত সকল কাত্যা-  
য়নীশরাহত হইয়া নিপ্প্রভ হইয়া গেল। হে  
বাসব; তখন সূসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র

চৌদশ্যামাস দেব্যায় জয়ায়া অনুরোধমঃ ॥ ৯  
জয়াপি দানবঃ বৌক্য সিংহমারোহ ভাস্বরম্ ॥  
গজান্ বিমর্দয়েৎ সর্বান বিশীর্ণা ইব \* দিগ্গজা  
গজনৈশ্চে হতে শক্র দানবঃ সুরদর্পণা ।

আদায় তরসা খড়গং জয়ায়াঃ সিংহঘাতকম্ ॥  
অথ সিংহে হতে দেবী কোশকোপরিসংহৃতা  
সুবেণশ্চ শিরচ্ছেদং রথাস্ত্রেণ তু বাসব ॥ ১০

ইতি শ্রীদেবোপুরাণে সুবেণাধ্যায়ে

নামাষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

### একোবিংশোধ্যায়ঃ ।

অকোবাচ ।

হতে ভস্মিন মহাদৈত্যো † দানবশ্চ বরুধিনৌ ॥  
নলিনৌ হিমপাতেন শমিতেব ‡ বিভাবাতে ॥ ১  
সুবেণে নিহতে শক্র দৈত্যেয়ঃ সর্বমর্দকঃ ॥

মায়াগজ সৃষ্টি করিল এবং মদমত্ত সেই সমস্ত  
মায়াগজ দেবী জয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া  
প্রেরণ করিল । দেবী জয়াও দানব-সৈন্য  
দেখিয়া সিংহাক্রুত হইয়া সেই গজসৈন্য বধ  
করিতে লাগিলেন । সুরদর্পহারী দানবগণ,  
গজ-সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া বেগে খড়গ লইয়া  
জয়ার সিংহকে বিনষ্ট করিল । অন্তর দেবী  
সিংহকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধান্তিভূত হইয়া  
চক্র দ্বারা সুবেণের শিরচ্ছেদ করিলেন । ১-১২

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

### উনবিংশ অধ্যায় ।

মহাদৈত্য সুবেণ বিনষ্ট হইল দেখিয়া  
দানব-সৈন্য, শিশির-বিনষ্ট পদ্মবন সদৃশ, শ্রীহীন  
হইয়া গেল । হে শক্র ! সর্বমর্দক দৈত্যপতি

সুবেণসদৃশান যোধান্ মায়ায়া চক্রিরে বহুন্ ॥  
অজাবিবদনান ঘোরান্ সিংহশূকর আননান্ ॥  
গজাশ্বরথমারুঢ়াংশ্চর্য্যগজাকরোদ-তান ॥ ৩  
তে সম্বে অজিতাঃ যোদ্ধুঃ মহাবলপরাক্রমাঃ ।  
মকরহাং পাণহস্তাং দণ্ডাঙ্কুশকরোদ্যতান্ ॥ ৪  
তে দৃষ্ট্বা অজিতাঃ সর্বে ন বিবাস্থ্যনাগাপি ।  
অথ তৈঃ কলকলারাবং কুহা দেবীবিচেষ্টিতম্ ॥  
দশধা শতধা শক্র তথামযুতকোটিধা \* ॥ ৫  
দেবাঃ শরাসনং চক্রং চিচ্ছিহৃদমুপস্তুমাঃ ।  
বিমোচ শরজালানি দেবী সর্বেহুপজতা ॥  
সম্পৌড়িতবন্যং দৃষ্ট্বা তৃতীয়াঞ্চাপরাজিতাম্ ।  
শমিতুং শরবর্ষণে দানবানাং ভয়ঙ্করীম্ † ॥  
ঘোরমায়াসমুখানা বাহিনী যমপহগা ।  
প্রপাতা ‡ দানবী শক্র গজাশ্বভটপতিষু ॥ ৮

সুবেণকে বিনষ্ট দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মায়াবলে  
সুবেণ-সদৃশ বহুতর সৈন্য সৃষ্টি করিল ।  
কাহারও ছাগমুখ, কাহারও মেঘমুখ, কেহ  
সিংহমুখ, এবং কেহ বা শূকরমুখ । মহাবল-  
পরাক্রম সেই মায়া-সৈন্য সকল কেহ গজে,  
কেহ অশ্বে, কেহ বৃথে আরোহণ করিয়া খড়গ  
চর্ম্মধারণ করত দেবী অজিতার সহিত যুদ্ধ  
করিতে উপস্থিত হইল । দেবী তৎকালে  
পাণহস্তে দণ্ড এবং অঙ্কুশ উদ্যত করিয়া  
মকরোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন । তাহারা  
দেবী অজিতাকে ত্রুদৃশ দেখিয়াও কিছুমাত্র  
ভীতহইল না । তাহারা কুলকুল শব্দ করিতে  
করিতে দশধা, শতধা, সহস্রধা কোটিধা হইয়া  
দেবীর চেষ্টা নিফল করিতে লাগিল । সেই  
সমস্ত মায়াসৈন্য দেবীর শরাসন ও চক্র ছিন্ন-  
ভিন্ন করিল । দেবী সেই দানবসৈন্য কর্তৃক  
উপক্রুত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া  
শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই শরজালে

\* বিসিনমীবি ইতি পাঠান্তরম্ ।

† মহামাতো ইতি চ পাঠঃ ।

‡ হিমবাতেন শমিতেব ইতি পাঠান্তরম্ ।

৭ সুরমর্দকঃ ইতি পাঠঃ কচিং ।

\* মৃদাতকোটিধা ইতি পাঠান্তরম্ ।

† শরবর্ষণি দানবাংশ্চ ভয়ঙ্করীম্ ইতি  
বহু পাঠঃ ।

‡ প্রপাতা ইতি পাঠান্তরম্ ।

নহি সংখ্যা তদা হ্যসৌ বিধবাস্তবলাসু চ ।

হতসেনস্তদা ঘোরো বহুমায়াং পুরন্দর ।

ইন্দ্রচন্দ্রার্কবিষ্ণুনাং রূপাণি বহুধামুজ্ঞং

ইন্দ্রঃ চন্দ্রেন সম্পাদ্য বিষ্ণুশিষ্টং তথৈব চ ।

দেবীনাং সম্মুখে দেব্যো বন্দ্যুদ্বেন প্রেষয়েৎ \* ।

তাং মায়াং ঘোরজং দেব্যা জয়াপাশেন পাশিত

নিকৃত্য শিবপদ্মানি গজৈরিব মহাহ্রদে ॥ ১২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মায়াসৈন্তবধো

নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

পরিপীড়িত হইয়া মায়া সৈন্ত যমপথের পাখিক  
হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সমস্তই  
বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে দানব-  
দিগের রমণীমন্দের মধ্যে বিধবার সংখ্যা  
করা দুঃসাধ্য হইল। হে পুরন্দর! ঘোর-  
সৈন্ত এইরূপে বিনষ্ট হইলে, ঘোর পুনর্বার  
বহুমায়া সৃষ্টি করিল। মায়াবলে ইন্দ্র, চন্দ্র,  
সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতিস্বরূপ বহু সৈন্ত সৃষ্টি  
করিল। চন্দ্র দ্বারা চন্দ্র, বিষ্ণু দ্বারা বিষ্ণু,  
ইন্দ্র দ্বারা ইন্দ্র, এমন কি, দেবীর স্তায়  
দেবী সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিল।  
মহাহ্রদে গজসমূহ যেরূপ শয়ন বিদালিত  
করে, সেইরূপ দেবী ও জয়া পাশ দ্বারা  
ঘোররূত সেই সমস্ত মায়া ছিন্ন করি-  
লেন ॥ ১১—১২ ॥

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যাঃ যাঃ চকার দৈতৈস্ত্রো মায়াং মায়াবিদাং বরঃ

তাং তাং নিকৃন্ততে দেবৌ নয়ং দেবা \* যথাশুনঃ

শক্তিভ্রমসমোপেতঃ পৌরুষেণ সমবিতঃ ।

বলবাহনযুক্তোহপি দৈবেনৈকেন পীড়িতঃ ॥ ২

শক্র উবাচ ।

যদাং হি বলবান্ দৈব একঃ শক্রবলং জয়েৎ ।

তদা গজাশ্বযোধানাং বার্থুনা হুমুখীভূতঃ ॥ ৩

ন ধর্ম্মো নাপি চাধর্ম্মো ন মজ্জী ন পুরোহিতঃ ।

দৈব এব হি কর্তা তু শুভাশুভফলপ্রদঃ ॥

অশ্বমেধাদিযজ্ঞা যো ব্রহ্মহত্যাদিপাতক্যঃ ।

দৈব এব হি কর্তা চেন্ন চ পুণ্যং ন দৌষভাক্ ॥

ভিষকস্য বৎসণামাচ্যুর্ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্

কৃষিকর্ম্ম তু বার্তাশ্চ দৈবাং সর্ব্বং কবোতি চ ॥

যদেতৎকথনারম্ভে দেব্যা অদ্যাবতারণম্ ।

তৎ করোতি বার্ধ্বকম্ কিমেতদ্ ভবতা কৃতম্

বিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মায়াবিশেষ্ট দৈত্যপতি যে  
সকল মায়া প্রকাশ করিল, তৎসমস্তই দেবী  
বিচ্ছিন্ন করিলেন। নীতি, যজ্ঞশুন, শক্তিভ্রম,  
পৌরুষ এবং বলবাহনাদি সম্পন্ন হইলেও  
একমাত্র দৈব প্রতিকূল হইলে সমস্ত নষ্ট করে।  
ইন্দ্র বলিলেন,—দৈব যখন বলবান্ হয়, তখন  
একাকী শক্রজয় করিতে পারা যায়, হস্তী, অশ্ব  
আয়ুধাদি তখন রূখা। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, মজ্জী,  
পুরোহিত, এ সমস্ত কিছুই নহে, দৈবই শুভা-  
শুভ ফলদান করে। কি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, কি  
ব্রহ্মহত্যাদি পাতক, কিছুতেই দৌষ বা পুণ্য  
নাই; দৈবই সকলের কর্তা। বৈদ্য, গণক,  
অমাত্যাদির কিছু প্রয়োজন নাই; কি কৃষি  
কর্ম্ম, কি বার্তা (কৃষ, গোৱক্ষা, বাণিজ্য)  
সমস্তই দৈব হইতে সম্পন্ন হয়। অতএব  
যে দেবী অবতার গ্রহণ করিলেন, ইহা কি



অনেনৈবানুমানেন শুশ্রূষা বিনয়ো \* ন হি ॥ ৭

অগস্ত্য উবাচ ।

এবং পূর্বে ভুবানাহ† শক্র ব্রহ্মস্ব দৈবকে  
পৌরুষত্বমুৎসাহ যত্র তে কর্মলোভবঃ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

দৈবং হি সর্বশক্তীনাং বলানাং পরমং বলম্ ।  
চিন্তাঃ সর্বশক্ত্যাঃ সূৰ্দ্দৈবং কেনাপি চিন্ত্যতাম্ ।  
দৈবানুকূলতা শক্র শক্তিপৌরুষচেষ্টিতম্ ।  
কলতে সর্বলোকানাং কুষেৰ্দ্ধৃষ্টি রব স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥  
তথাপি পৌরুষে শক্র যাত্তব্যাং জিগীৰুণা ।  
ন হি শয্যাগতাং কাস্তাং দৈবমেবাবগৃহতে ॥  
তস্মাৎ পুরুষকারোহপি সিধ্যত্যন্তমিত্যমতঃ ।  
তথাপি শূন্যবুদ্ধেন বলাঘোত ‡ সমাধিতেঃ ॥

আপনার কর্ম ? সমস্তই দৈবধীন । এক্ষণে  
ইহাই অনুমান হয় যে শুশ্রূষা ও বিনয়াদি  
সমস্তই বৃথা । অগস্ত্য বলিলেন,—হে শক্র !  
আপনি পূর্বে ব্রহ্মার নিকট দৈব-সদৃশে এই-  
রূপ বলিয়াছিলেন । ব্রহ্মাও পৌরুষ সদৃশে  
আপনাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে হে শক্র !  
সর্বশক্তি-বলেঃ মধ্যে দৈব পরম বল বটে,  
কিন্তু দৈবের জন্ত চিন্তা করিতে হয় না ১—২ ।  
সকল পদার্থ বসয়ে চিন্তা করা উচিত । পৌরুষ  
চেষ্টা করিলে দৈবানুকূলতা-শক্তি আপনা হই-  
তেই আশ্রয় উপস্থিত হয় । কৃষিকার্য পৌরুষ-  
সাধ্য, কিন্তু বৃষ্টি স্বতই উপস্থিত হয় । বৃষ্টি না  
হইলে কৃষ সম্পন্ন হয় না, অথচ বৃষ্টি হইলেও  
পুরুষকার আবশ্যক ; অতএব জিগীষু ব্যক্তি  
পুরুষকারে যত্ন করিবে । কাস্তা শয্যাশায়িনী,  
ইহা দৈব-কার্য্যে হইতে পারে ; কিন্তু তাহাকে  
আলিঙ্গনাদি করিতে হইলে, স্বয় চেষ্টা আব-  
শ্যক । অতএব দেখা যাইতেছে, দৈব মিলিত  
হইয়া পুরুষকার সিদ্ধ হয় । তাহার সঙ্গে শক্তি

পরং পুরুষকারস্ত বতিতব্যং সদা বিভো \* ।

দেবদানবগন্ধর্বা ঋষয়ো মানবাঃ সুরাঃ ॥ ১৩

সর্বে দৈববশাঃ শক্র দৈবোহপি হি শিবা মতা  
স চ দানবরূপেণ দেবরূপেণ বাসব ।

স্থিত্বাপত্তির্বিনাশায় ব্রহ্মাবিকৃশ্বা তুঃ ॥ ১৫

নানারূপধরো ভূহা সর্বঃ হৃন্ত করোতি চ ।

তেনেমাং দানবীঃ ময়াঃ ঘোরো ঘোরাং

প্রচক্রিরে ॥ ১৭

এবং ব্রহ্মা পুরা শক্র শক্রেণ সমভাষত ।

তাবৎ সা বাহিনী দেব্যা দানবেন বিমর্দিতা ।

তথাস্তং প্রাপিতে সূর্য্যে সঙ্কায়াম্ সমুপস্থিতে

অজিতা সর্বদেবানামভয়া চ প্রেযিকা ॥ ১৮

ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রুতদ্রাণাং যোগান্দ্ৰাচ সা স্মৃতা ॥ ১৯

স রক্ষা পরমাত্মতা † কালবন্ধনকারিকা ।

তথাগতা মহাদেবী দেবতঃস্বর্ণেন নিশি ॥ ২০

কালোহপি সার্ক্যামে তু যামিনীবিগতে বিভো

অনেকাকা রণো ভূহা বহুমাযো মহাবলঃ ॥ ২১

সংযুক্ত থাকিলে শীঘ্র ফললাভ হয় । এই সকল  
কারণে পুরুষকারের প্রতি সদা যত্ন করিতে  
হয় । দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষ, মনুষ্য, অশুর  
প্রভৃতি সকলেই দৈবের বশীভূত । শিবাও  
দৈব । দৈবই দানবরূপী, দৈবই দেবরূপী ;  
স্থিতিস্থিতি-বিনাশের জন্ত দৈবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
শিব প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়া সেই সেই  
কার্য্য সম্পন্ন করে । হেই জন্তই, এই মায়াবী  
ঘোরাসুর ঘোরমায়া প্রকাশ করিতে সমর্থ ।  
হে শক্র । পূর্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সহিত  
এইরূপ কথোপকথন করিয়াছেন । এদিকে  
দানবেরা দেবীর বাহিনী সকল বিমর্দিত  
করিতে লাগিল । অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তাচলে  
গমন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেব-  
গণের অন্তর্যদানের জন্ত, দেবী অজিতাকে  
প্রেরিত করিলেন । কালবন্ধনকারী মহাদেবী  
নিশাকালে দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত সমাগতা

\* বিজয়া ইতি পাঠান্তরম্ ।

† ভুবানাসী ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ বলাঘতি ইতি পাঠান্তরম্ ।

\* পদ্যার্কমিদং ন সার্বত্রিকম্ ।

† শববকারামা ভূতা ইতি পাঠান্তরম্

প্রাণটিকালে সমারম্ভী কাললীলাসিদ্ধিঃ ।  
 রক্তাক্ষো ভৈরবীকারঃ সুরাসুরভয়করঃ ।  
 যমবান্ধবকোটীনাং স হেতৈকো বিনির্মিতঃ ॥ ২২  
 তন্ত সঞ্চরমাণস্ত কম্পতে চ বসুন্ধরা ।  
 নিম্নোন্নতানি কুরুতে ভয়ং জগ্মুঃ সুরাসুরাঃ ॥ ২৩  
 ঘোরো মহাঘোর ভয়ং বিধায়  
 দেব্যা সমং জগ্মুঃ মহাবায় ।  
 সংকুঙ্ককালানলদীপ্ততেজাং  
 তাং পশুতি সিংহবরে নিবিষ্টাশ্চ ॥ ২৪  
 ভয়ানি কুর্কন দমুজাধিপশ্চ  
 সুরাধিপে চাভয়রূপকশাশ্ব ।  
 দৈত্যাস্তকোং সৃষ্টিকরোং সুরাণা-  
 মালোক্য দেবীং সহসা তু ঘোরঃ ॥ ২৫  
 পাদাস্তকবাহিষু গিরীন্ স কুহা  
 চক্ষার্কতারি নিশিরে ধ্বনিহা \* ॥ ২৬

হইলেন । অধিরাত্র গত হইলে বহুমায়া বিস্তৃত  
 করত মহাবল কালও নানা আকার ধারণ  
 করিতে লাগিল । ১০—২১ । অনন্তর সে  
 বর্ষাকালীন মেঘের স্তায় কাল নীলপ্রভ,  
 ভৈরবাকার মহিষ মূর্তি ধারণ করিল । তদীয়  
 রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে সুরাসুর সকলেরই ভয়  
 হয় । তাহারা পদতরে বসুধা কম্পিতা হইতে  
 লাগিল, কোন স্থান নিয় এবং কোনস্থান উচ্চ  
 হইতে লাগিল । তখন দেবাসুর সকলেরই মনে  
 ভয়ের সঞ্চার হইল । ঘোর, মহাঘোর শরীর  
 ধারণ করিয়া দেবীর সহিত মহাযুদ্ধ করিবার  
 অভিলাষে উপস্থিত হইল । সে ক্রোধে  
 কালারিসদৃশ হইয়া দেখিল, দেবী সিংহাসনে  
 নিবিষ্ট হইয়া, অসুরগণের ভয় ও সুরগণের  
 ভয় উৎপাদন করিতেছেন । যখন সে  
 দেখিল, দেবী দৈত্যকুলের সাক্ষাৎ অস্তক-  
 রূপ এবং • দেবগণের সৃষ্টিকারিণী ;  
 তখন সে ক্রোধে চরণ দ্বারা পৃথ্বীতদি

সিংহেন যোদ্ধুং সহসা প্রবৃত্তঃ  
 সিংহোহপি তথাভ্রান্তির্বাধিবধ্য ॥ ২৭  
 নখপ্রহারৈর্ঘোষায়স্তু কায়ে  
 অস্বক্ ধ্বাংঘোষাবান্ধবতা য়ে ।  
 দিবোকসৈন্তৈঃ সহসা প্রদৃষ্টাঃ  
 কুরুচমালা ইব বগ্যকায়ে ॥ ২৮  
 তদেবারশুজাগ্রপ্রহারাতরো  
 হার্ননাদ সহসাবাধরঃ ।  
 সংকোপতং দৈত্যানিপাতঘাটৈ-  
 হারিঃ প্রজহ্রে নখদংষ্ট্রঘাটৈঃ ॥ ২৯  
 দেব্যাঃ শিরে মুদগাপাশঘাতান্  
 ধমুর্মুখোচ শরদণ্ডঘাতান্ ।  
 তথাপি নো বাধয়িতুং স শত্রুঃ  
 পঞ্চাননঃ শৃঙ্গহতঃ পশাত ॥ ৩০  
 তং ঘোরঘাতাহিতসিংহরাজং  
 ভূমৌ গতং ঘোরভট্টৈঃ প্রদৃষ্টম্ ।  
 তে দানবঃ ক্রোধবশপ্রপন্ন  
 দেবীতনাবন্দবরাণি চিৎকপুঃ ॥ ৩১

উৎপাতিত করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, তারা  
 প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া মহাশব্দে সিংহের সহিত  
 যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, সিংহ তাহাকে পাদ-  
 প্রহার ও নখরাগ্নি দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল ।  
 সিংহের নখরাঘাতে মহিষের শরীরে ঘে রক্ত-  
 প্রবাহ সংলগ্ন হইয়াছিল, দেবগণ তাহা বধ্য-  
 শরীরে লক্ষ্যমান মালার স্তায় দেখিতে লাগিল ।  
 শত্রুর শৃঙ্গপ্রহারে অবসন্ন হইয়া সিংহ সহসা  
 গভীর শব্দ করিতে লাগিল এবং পুনঃপুনঃ  
 তদীয়ঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নখরাঘাত  
 ও দংষ্ট্রাঘাত করিতে লাগিল । দৈত্যপতি  
 সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর  
 যুদ্ধকে মুদগ, পাশ ও শরাঘাত করিতে  
 লাগিল । সিংহ কিছুতেই তাহাকে বাধা দিতে  
 সক্ষম হইল না । অবশেষে শত্রুর শৃঙ্গাঘাতে  
 সিংহ নিপতিত হইল । ঘোর কর্তৃক আহত  
 সিংহরাজকে ভূপতিত দেখিয়া ঘোর-সৈন্য  
 সকলে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেবীর শরীরে অস্ত্র-

\* পাদাস্তরেষু গিরিঃ নিশিরেষু নিহা ইতি  
 পাঠান্তরম্ ।

দৃষ্ট্বা তু দেবীং তৈঃ পীড়িতাদীঃ  
নিবারয়েতাং বিজয়া জয়া চ ।  
নিবারিতে ঘোরবলে সমস্তে  
মায়াসমুৎপন্ন স পাপরূপে \* ৩২  
দেবী কৃপাণেন তমাপকৃত্ব  
চিচ্ছেদগ্রীবাং ধরণীং নিপাত্য ।  
দৃষ্ট্বা সুর স্তং নিহতং পুরারং  
পুষ্পাণ দেবীচরণে চ চাঁকপুঃ ৩৩  
তস্ত শিরশ্চৈদসমুদ্ভবস্তং  
রক্ত নলং রক্তাবদোচনাস্তম্ ।  
ক্লৃদ্ধাকরণং মুক্তকচং সুঘোরং  
কৃপাণাণি শতঘে রকারম্ ।  
দেব্যাননং তজ্জন-তজ্জমানং  
শক্তাবহং নির্মিহুর্দেবতানাম্ ৩৪  
তং দৃষ্ট্বামাত্রং মহসা তু দেবী  
পাশেন সংপাশ্তা মুমোচনেন ।  
শূলেন মুর্দ্ধা সহসা বিভিন্নং  
তং মুক্তবারং অপহনগহীতম্ ৩৫

প করিতে লাগিলেন । ২২—৩১ । তাহা-  
দের শরাঘাতে দেবীকে পীড়িতাদী দেখিয়া  
বিজয়া ও জয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন ।  
মায়া-সমুদ্ভূত ঘোরসৈন্য নিবারিত হইলে ঘোর  
দেবীর আভ্যুত্থে ধবিত হইল । দেবী তৎ-  
ক্ষণে তাহাকে ভূমতলে নিক্ষেপ করিয়া  
শাণিত কৃপাণ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন  
করিলেন । দেবগণ সেই দৈত্যকে নিহত  
দেখিয়া দেবীচরণে পুষ্পাঙ্কি করিতে লাগি-  
লেন । তাহার শিরশ্ছেদন করিবামাত্র শত  
ঘোঁরাকার সেই দৈত্য নির্গত হইল । তাহার  
মুণ ও চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, ক্রোধে শরীর অক্লবণ,  
কেশরাশ উন্মুক্ত, হস্তে শাণিত কৃপাণ । তঁহা,  
দেবীর মুখপানে চাহিয়া তজ্জন গজ্জন করিতে  
লাগিল দেখিয়া, দেবগণের ভয় উপস্থিত  
হইল । দেবী তাহাকে নির্গত হইতে দেখিবা-

\* মায়াসমুৎপে তমপাপরূপে ইতি  
পাঠান্তরম্ ।

অক্ষাধিপেনহস্তং গতেহনুরেশো  
দৈত্যাধিপঃ প্রেতপথং জগাম ৩৬  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে ঘোরবধো নাম  
বিংশোহধ্যায়ঃ ২০ ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

হতে ঘোবে মহাবীরে সুরাসুরভক্তরে ।  
দেবীমুপাসকা দেবাঃ প্রভৃতা রাক্ষসাস্তথা ১  
আগতা স্নাতিতং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠং তং সুহৃজয়ম্ ২  
ব্রহ্মবিষ্ণুশুরেশানা ইন্দ্রচন্দ্রম্যানিলাঃ ।  
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা গ্রহা নাগাঃ সঙ্কটকাঃ ৩  
সমেতাঃ সৰ্বদেবাস্তে দেবীভক্ত্যা ততোষিরে  
বরঞ্চ সৰ্বলোকানাং প্রদদৌ ভয়নাশিনী ৪  
বলিঞ্চ দহার্ভুতানাং মহিষাজ্জামিষেণ চ ৫  
পুরেষু শত্ৰুভৈর্যশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ।

মাত্র, সহসা পাশ দ্বারা বন্ধ করিলেন এবং  
মস্তকে শূল বিদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন ।  
হে সুরেশ ! তারাপতি অন্তগত হইলে,  
দৈত্যপতি প্রেতপুরে গমন করিল । ৩২—৩৬ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২০ ।

একবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বসিলেন, — সুরাসুর ভক্তের মহাবীর  
ঘোরদৈত্য নিহত হইলে, দেবজা রাক্ষস প্রভৃতি  
সকলেই উপাসনা সত্কারে দেবীর স্তব  
করিলেন । সেই সুহৃজয় মহিষাসুরকে নিহত  
দেখিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যম,  
আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যা, গ্রহ, নাগ, এবং  
সঙ্কটগণ, সান্নিহিত হইয়া ভক্তিবলে দেবীকে  
সমুদ্রে করিলেন । সেই ভয়নাশিনী শিবা  
সকল লোককেই অভয় প্রদান করিলেন ।  
কৃতগণ মধ্যে মহিষ-ছাগামিষ বলি, দেবীকে  
তাঁহারা প্রদান করিলেন । নগরে নগরে শত

হতা হৃদুভিনাদাশ্চ পটুশ্চাঃ স্মৃদলাঃ \* । ৬  
 পতাকাধ্বজছত্রাশ্চ ঘণ্টাচামরশোভিতম্ ।  
 ভূদিনং কারয়াক্রুর্দেবী যজ্ঞাঃ সুরোত্তমাঃ । ৭  
 এবং তস্মিন দিনে দ্বৈত ভূতৈঃ ব্রহ্মসমাকুলৈঃ ।  
 কৃতবান সর্বদেবৈশ্চ পূজাশ্চ শাস্ত্রতীর্থদান ॥ ৮  
 জনদাস্তে আশ্বিনে মাসি মহিষ্যারিনিবাহীম্ ।  
 দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু অষ্টমী হর্দরাজিযু ।  
 যে ঘাতয়ান্ত সদা ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ ॥ ৯  
 বলিঞ্চ যে প্রযচ্ছন্তি সর্বভূতবিনাশকম্ + ।  
 তেষাঞ্চ তুষাতে দেবী যাবৎ কল্পন্ত শতরৌ ।  
 ক্রৌড়তে বিবিধৈর্ভোগৈর্দেবলোকে সুদুর্লভৈঃ ॥  
 নাধয়ো ব্যাধযন্তেষাং ন চ শত্রুভয়ং ভবেৎ ।  
 ন চ দেবী গ্রহা দৈত্যা নাসুগা ন চ পরগাঃ  
 বাধয়ন্তি সুরাধীক্ষ দেবোপাদৌ সমাশ্রিতান ॥ ১১  
 যাবদ্ভূবাযুগাশাং জনং বহুর্শানগ্রহাঃ ।

সংশ শঙ্খ, ভেরী, হৃদুভি, মর্দল প্রভৃতি  
 বাদিত হইতে লাগিল। দেবীকে সুরশ্রেষ্ঠগণ,  
 নিজ নিজ নগরে ছত্রধ্বজ পতাকা ঘণ্টা  
 চামর শোভিত করিয়া উড়ান করিলেন।  
 সেই দিন দেবতার। দেবীর অল্পের ভূত,  
 প্রেত দেবগণের সঙ্গে দেবীর শাস্ত্রতী পূজা  
 করিলেন। বর্ষাপ্রভাতে আশ্বিনমাসে অষ্টমীর  
 অর্দ্ধরাত্রে দেবী পূজা করিয়া যাহারা মহিষ ও  
 ছাগ ছেদন করেন, তাঁহারা মহাবলসম্পন্ন হইয়া  
 থাকেন। সর্বোপদ্রবিনাশক সেই বল  
 যাহারা দেবীকে উৎসর্গ করিয়াছেন, দেবী  
 তাঁহাদের প্রতি এক দৈবকল্প সন্তুষ্ট থাকেন।  
 তাবৎ তাঁহারা সুদুর্লভ দেবলোকে বিবিধ  
 প্রকার ভোগ করত ক্রৌড়া করিয়া থাকেন;  
 আধি ব্যাধি শত্রুভয় কিছুই তাঁহাদের  
 থাকে না। হে সুরশ্রেষ্ঠ! দেবীপদাশ্রিত  
 ব্যক্তিগণকে দেবতা গ্রহদৈত্যা, অসুর বা  
 পরগ কেহই পীড়া দিতে পারেন না।

\* সমজলাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিনায়কঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

তাবচ্চ চণ্ডিকাপূজা ভবিষ্যতি সদা কুবি ॥ ১২  
 শরৎকালে বিশেষণে আশ্বিনে দ্বৈতমৌ চ ।  
 মহাশক্বে নবম্যাক লোকৈক শাস্ত্রং গমিস্যতি ॥  
 এতৎ তে দেবদেভ্যঃ স্বর্গাসমকল্পপ্রদম্ ।  
 পরাপরবিভাগস্তু ক্রিয়াযোগেন কীর্তিতম্ ॥ ১৪

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে নবমীক্রিয়ানুচনং

নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবচ ।

চন্দ্রপ্রভা গতা যত্র আন্তে ঘোরঃ প্রতাপবান ।  
 কৈলাসং পরমং স্থানং নবমেঘবাণপ্রভ ॥ ১  
 এবং মহাবলং শত্রু পুরা দেবারিকণ্টকম্ ।  
 হন্বা দেবী বরং প্রাদাদ্ বিষ্ণুদীনাং প্রতোষিতা  
 ইন্দ্র উবাচ ।

আশ্বিনে ঘাতিতে ঘোরে নবমী প্রতিবৎসরম্ ।  
 শ্রোতৃমচ্ছামাহং তাত্ উপবাসত্রতাদিকম্ ॥ ৩

পৃথিবী বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র এবং  
 অপব গ্রহগণ যাবৎ বর্তমান, তাবৎকাল  
 পৃথিবীতে চণ্ডিকাপূজা হইবেই। শরৎকালে  
 আশ্বিনমাসের গোরবার্ষিক অষ্টমী এবং নবমী  
 মহাষ্টমী ও মহানবমী নামে বিশেষতঃ গাত  
 হইবে। হে দেবরাজ! এই উপাখ্যান স্বর্গ  
 বা সুকলপ্রদ। এই ক্রিয়াযোগাক্ষরে  
 পরাপর বিভাগ কীর্তিত হইল। ১—১৪।

ত্রৈকবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন—শত্রু! দেবী মহাবল  
 পরাক্রান্ত কণ্টকরূপ দেবদেভ্যঃ লোককে  
 বিনাশ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বর্জক  
 পরতোষিত হইয়া তাঁহাদেরকে বর প্রদান  
 করেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে পিতামহ!  
 আশ্বিনমাসে ঘোরদৈত্যবিনাশের সেই নবমী



ব্রহ্মোবাচ ।

। গু শত্রু প্রবক্ষ্যামি যথা ত্বং পরিপূচ্ছসি ।  
হাসিদ্ধিপ্রদং পূর্ণাং সৰ্বশত্রুনিবহনম্ । ৪  
। ষিলোকোপকারার্থং বিশেষাদৃষিরুত্তিষু ।  
কর্তব্যং ব্রাহ্মণাদৈবৈব কত্রিধৈর্ভূমিপালকৈঃ \*  
গোধনার্থং বিশেষবৎস শূদ্রেঃ পুত্রসুখার্থিভিঃ ।  
হাব্রতং মহাপুণ্যং শত্রুদৈবরহুষ্টিতম্ ।  
কর্তব্যং দেবরাজেন্দ্র দেবীভাক্তসমৰিভৈঃ ।  
। স্যাসংস্থে রবৌ শত্রু শুক্রামারভ্য নন্দিকাম্ ।  
যযাটী অথ একানী নক্তানী অথবা স্বতম্ ॥ ৭  
। প্রাতঃস্নায়ী জিতেন্দ্রজিকালং শিবপূজকঃ ।  
। পহোমসমায়ুক্তঃ কন্তকাং ভোজয়েৎ সদা ॥ ৮  
। ষষ্ঠম্যাং নবগেহানি দাক্ষজানি শুভানি চ ।  
। একং বা বিত্তা ভাবেন কারয়েৎ সুরসত্তম ॥ ৯

থিতে প্রতিবৎসর কিরূপ ব্রত উপবাস  
হিত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।  
কা বলিলেন,—হে শত্রু । তোমার প্রশ্নানু-  
সারে আমি মহাসিদ্ধিপ্রদ সৰ্বশত্রুনিবাহন  
ই ধন্য ধর্ম্যকার্য্য সৰ্বলোকের উপকারার্থ  
শেষতঃ ঋষিরুত্তমসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের উপ-  
কারার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই ধর্ম্য কর্ম্ম  
করণ প্রভৃতি সকলেরই কর্তব্য । লোক-  
লক কত্রিয়গণও ইহার অনুষ্ঠান করবেন ;  
শ্রেয়া গোধনের জন্ত, শূদ্রে পুত্র ও  
ধাদির জন্ত, স্ত্রীলোক সৌভাগ্যের জন্ত এবং  
পরে ধনের জন্ত শিবাদি-অনুষ্ঠিত এই  
। পুণ্য মহাব্রত দেবীভাক্তপরাগণ হইয়া  
রুষ্ঠান করিবে । হে শত্রু ! সূর্য্য কন্তা-  
শিস্তিত হইলে, শুক্রপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ  
রয়া অযাচিতাহারী, একভুক্ত, নক্তভোজী  
ধবা জলপায়ী হইয়া থাকিবে । নিত্য  
। তঃস্নান করিবে, হৃদসঙ্কল্প হইয়া থাকিবে  
। ত্রিকাল শিবপূজা করিবে । জপ-হোম  
রিবে এবং নিত্য কুমারী ভোজন করাইবে ।  
সুরসত্তম ! অষ্টমীতে নয়টি দাক্ষময় গৃহ

দাকপালকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্

তস্মিন্ দেবী প্রকর্ষ্যাহৈমা বা রাজতাপি বা  
মৃদাকৌ লক্ষণোপেতা খড়্গে শূলেহথাপূজয়েৎ ॥  
সর্বোপহারসম্পন্নো বস্ত্ররত্নকলাদিভিঃ ।  
কারয়েদ্রথদোলাদি পূজাঞ্চ বলিদৈবকৌ ॥ ১১  
পুষ্পাদিদ্ভোণবিষাঅ-জাতীপুস্পাগচম্পকৈঃ ।  
বিচিত্রাং রচয়েৎ পূজামষ্টম্যামুপবাসয়েৎ ॥ ১২  
তুর্গাগ্রতো জপেন্নম্রমেবচিহ্নঃ স্মৃতাভিতঃ ।  
তদর্কষামিনীশেষে বিজয়ার্থং নৃপোত্তমৈঃ ॥ ১৩  
সর্বাজলক্ষণোপেতং গন্ধপুষ্পঅগর্চিতম্ ।  
বিধিবৎ কালিকালৌতি জপ্তা খড়্গেন ঘাতয়েৎ  
ভস্মোখং কধিরং মাংসং গৃহীত্বা পুতনাদিষু ।  
নৈর্ঝতায় প্রদাতব্যং মহাকৌশিকমস্ত্রিতম্ ॥ ১৫  
তস্তাগ্রতো নৃপ স্নায়াজ্জকং কৃৎবা তু পিষ্টজম্ ।  
গড়েগন ঘাতয়িত্বা তু দদ্যাৎ স্কন্দবিশাখয়োঃ ।  
ততোদেবীং আপয়েৎপ্রাজঃ কীরসর্পির্জলাদিভিঃ

প্রস্তুত করিবে, ধনাতাব থাকিলে একটি গৃহই  
করাইবে । তাহাতে সুবর্ণময়ী, রজতময়ী, মৃন্ময়ী  
বা দাক্ষময়ী সুলক্ষণা দেবীপ্রতিমা কর্তব্য ।  
অথবা খড়্গে কিংবা শূলেও তাহার পূজা  
করিতে পারে । পূজা করিবে—সর্ব উপহার-  
সম্পন্ন হইয়া এবং বস্ত্র রত্নকলাদি দ্বারা । তুর্গার  
রথদোলাদিও কর্তব্য । বলিদেব মাত্রেই  
পাঠান্তরে রসবর্দ্ধকী পূজা করিবে । • দ্রোণাদি  
পুষ্প, বিষ্ণু, আম্র, জাতপুষ্প, পুস্পাগপুষ্প  
এবং চম্পকপুষ্প দ্বারা তুর্গার বিবিধ পূজা  
করিবে । অষ্টমীতে • উপবাস করিবে ।  
তুর্গার অগ্রে একাগ্রচিহ্ন ও তন্ননা হইয়া তদীয়  
মন্ত্র জপ করিবে, তৎপরে অর্ধরাত্রিশেষে  
রাজশ্রেষ্ঠগণ বিজয়ের জন্ত সুলক্ষণ পঞ্চবর্ষীয়  
পশুকে গন্ধ ধূপ ও মালা দ্বারা অর্চনা করিয়া  
কালি কালি বলিয়া জপ করত খড়্গ দ্বারা বধ  
করিবে । অনন্তর তদীয় কধির মাংস মহা-  
কৌশিকমস্ত্রে অভিমন্ত্রণপূর্বক দেবীর অমুচর-  
গণকে প্রদান করিবে । তাহার অগ্রে রাজা  
স্নান করিবেন । তৎপরে তুলুপিষ্ট ( পিটলি  
দ্বারা গঠিত শত্রু খড়্গচ্ছিন্ন করিয়া স্কন্দ এবং  
বিশাখ (স্কন্দপুত্র) উদ্দেশে প্রদান করিবে ।

কুঙ্কমাঙ্ককপূরচন্দনৈশ্চাৰ্য্যধূপয়েৎ ॥ ১৭  
 দৈহমানি পুষ্পরত্নানি বাসাসি নাহতানি চ ।  
 নিবেদ্য সুপ্রভৃতস্ত দেয়ং দেব্যাঃ সুভাবিতৈঃ ।  
 দেবীভক্তাংশ্চ পূজ্যেত কন্তকাঃ প্রমদানি চ ।\*  
 দ্বিজান্ দীনানুপাসরান্ \* অন্নদানেন শ্রীণয়েৎ  
 নন্দাভক্তা নরা য়ে তু মহাব্রতধুরাশ্চ য়ে ।  
 পূজয়েৎ তান্ বিশেষেণ যন্মাৎ তজ্জপচর্চিকা ।  
 মাতরাণাঞ্চ দেবীনাং পূজা কার্য্যা তথা নিশি ।  
 ধ্বজচ্ছত্রপতাকাঃ মুচ্ছয়েচ্চর্চকাণ্ধে ॥ ২১  
 রথযাত্রাবালক্কেপং বটুদাদ্যবরকুলম্ ।  
 কারয়েৎ তুষ্যাতে যেন দেবী বহুনিপাতকৈঃ ।  
 অবমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুসন্তম ।  
 মহানবম্যাং পূজয়েৎ সর্বকামপ্রদায়ক ॥ ২৩

অনন্তর প্রাক্ত-পূজক দেবীকে দুগ্ধ স্কৃত এবং  
 জলাদি দ্বারা স্নান করাইয়া কুঙ্কম, অঙ্কুর,  
 কপূর ও চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া ধূপ প্রদান  
 করিবে । পুষ্প, সুবর্ণাদিরত্ন, অনাহত বস্ত্র,  
 তদগতচিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্বক নিবেদন করিয়া  
 ভগবতীকে অর্পণ করিবে । দেবীভক্তগণ,  
 কুমারীগণ ও সধবাগুণেরও পূজা করা  
 কর্তব্য । ব্রাহ্মণ এবং অপাষণ্ড দরিদ্র  
 ইহাদিগকে অন্ন দান করিবে । ষাঁহার প্রতি-  
 পদ হইতে কৃত-নিয়ম ( অথবা তুর্গাভক্ত ) এবং  
 ষাঁহার মূহাব্রতকারী, তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে  
 পূজা করিবে, যেহেতু তাঁহার ভগবতীরই  
 স্বরূপ ( অথবা তাঁহাই দেবীপূজা ; পাঠান্তর ) ।  
 মাতৃগণ ও দেবীপুণ্ড্রের পূজা রাত্রিতে কর্তব্য ।  
 দেবী-গৃহে ছত্র, ধ্বজ, পতাকা উড়ইবে ।  
 রথযাত্রা, বালক্কেপণ, উত্তম বাদ্যোদ্যম, স্তব  
 এবং পণ্ডীতে দেবীর সন্তোষ সাধন করিবে ।  
 হে সুরশ্রেষ্ঠ ! ভক্তিসংকারে পূজা করিলে  
 অবমেধ-কল-প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মহা-  
 নবমীতে দেবীপূজা সকলবর্ণেরই সকল অশুভ-

\* অপাষণ্ডান্ ইত্যপি পাঠঃ

সর্বেষু সর্ববর্ণেষু তব ভক্ত্যা প্রকীৰ্ত্তিতা ।  
 কৃহাপ্নোতি যশো রাজ্যং পুত্রাযুর্ধনসম্পদঃ ॥ ২৪  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নবমীকল্পো নাম  
 দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

### ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ক্ষীরানী নন্দিকারভ্য দেব্যা ভক্তিরতো নৃপঃ ।  
 শকযাবকএকানী প্রাতঃস্নায়ী শিবরতঃ ॥ ১  
 পূজয়েৎ নতলহোমৈশ্চ স্কৃতক্ষীরযবাদিভিঃ ।  
 কার্য্যস্ত দেবীমন্ত্রেণ শূনু পূজাকলং হরে ॥ ২  
 মহাপাতকসংযুক্তো যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ ।  
 মূচ্যতে নাত্র সন্দেহো যন্মাৎ সর্বগতা শিবা ।  
 অন্তো বা ভাবনায়ুক্তো অনেক বিধিনা শিবাম্  
 স্বয়ং বা অন্ততো বাপি পূজয়েৎ পূজাপয়েত বা

সিদ্ধি করে । তোমার ভক্তির জন্তই  
 ইহা বলিলাম । এই পূজা করিলে, যশ,  
 রাজ্য, পুত্র, আয়, ধন ও সম্পত্তিপ্রাপ্তি  
 হয় । ১—২৪ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে দেবীভক্ত মানব,  
 প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ( নবরাত্র ) দুগ্ধ  
 পান করিয়া থাকে, অথবা শানভোজী, যাবক-  
 ভোজী অতাবপক্ষে একাহারী মাত্র হইয়া  
 থাকে, প্রাতঃস্নায়ী হয়, ভগবতী-পরায়ণ হইয়া  
 থাকে এবং স্কৃত, দুগ্ধ, যব এবং তিলহোম  
 দ্বারা দেবীমন্ত্র পাঠ করত ভগবতীর পূজা করে,  
 হে ইন্দ্র ! তাহার কল স্রবণ কর । সে ব্যক্তি  
 মহাপাতকী অথবা সর্ববিধ পাতকী হইলেও  
 তাহার সেই পাপ হইতে মুক্তলাভ হয়, এ  
 বিষয়ে সন্দেহ নাই । যেহেতু শিবা সর্বগতা,  
 অন্ত ব্যক্তি তদগতচিত্তে এই বিধানানুসারে

ন তন্তু ভবতি বাধিন চ শত্রুকৃতং ভয়মা  
নোৎপাতগ্রহদুঃখং বা ন চ রাষ্ট্রং বিনশতি ॥ ৫  
সদা স্তুতাবসম্পন্ন্য ঋতবঃ শুভদা ঘনাঃ ।  
নিষ্পত্তিঃ শস্ত্রজাতানাং তস্করান ভবন্তি চ ।  
প্রভূতপয়সো গাবো ব্রাহ্মণাঃ স্বক্ৰিয়াপরাঃ ।  
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাঃ সৰ্বা নিবৃত্তবৈরিণো নৃপাঃ ॥  
কলপুস্পবতী দেবী বনস্পতির্নশামতিঃ \*  
ভবতে নাত্র সন্দেহশ্চর্চিকাবিধিপূজনাং ॥ ৮  
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী উদ্রকালী কপালিনী ।  
দুর্গা শিবা কমা ধাদৌ স্বাহা স্বধা নমোহস্ত তে  
অনেনৈব তু মল্লেন জপহোমস্ত কারয়েৎ ॥ ১০  
প্রাতঃ সংস্মারিতা বৎস মহিষমূ প্রপূজিতা ।  
অথঃ নাশয়তে কিপ্রং যথা সূর্যোদয়ে তমঃ ॥  
সিংহরূঢ়া ধ্বজে যন্ত নৃপস্ত রিপুহা উমা ।  
দ্বারস্থা \* পূজ্যতে বৎস ন তন্তু রিপুজং ভয়ম্ ।  
কপিসংস্থা মহামায়া সৰ্বশত্রুবিনাশিনী ।  
বৃষে যথোপসিতং দদ্যাৎ কলসে শ্রেয় উত্তমম্ ॥

স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা দেবী-পূজা করিলে,  
তাহার রোগ বা শত্রুভয় থাকে না। তাহার  
উৎপাত গ্রহজনিত বিপত্তি কিংবা রাষ্ট্র-নাশ  
হয় না। তাহার পক্ষে ঋতু ও অয়ন শুভপ্রদ  
হইয়া থাকে। শস্ত্রসম্পন্নতা হয়, তস্করের  
উপদ্রব থাকে না। গাভী সবল দুগ্ধনস্পন্ন  
হয়। ব্রাহ্মণ নিজধর্মো তৎপর হইয়া থাকেন।  
জাজ্ঞাতি পবিত্রতা হয়। রাজ্যগণ বৈরিশত  
হইয়া থাকেন। আর, বনস্পতি কলপুস্পসম্পন্ন  
হইয়া থাকে; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জয়ন্তী  
মঙ্গলা কালী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জপ এবং হোম  
কর্তব্য। ১—১০। বৎস! প্রাতঃকালে মহিষ-  
মর্দিনীকে ভক্তিভাবে স্মৃতিপথে আনিলে, সূর্য  
উদয়ে অন্ধকারের স্থায় তৎকণাৎ পাপ কিনিষ্ট  
হয়। যে রাজার ধ্বজে সিংহবাহিনী-মূর্তি  
থাকেন, সে রাজার শত্রুনাশ হয়। যাহীর  
দ্বারে সিংহবাহিনী-মূর্তি থাকেন, তাহার শত্রু-  
ভীত থাকে না। বানরারূঢ় মহামায়া-মূর্তি

হংসে বিদ্যার্থকামাংস্ত বর্হিণে স্মৃতমিষ্টদা।  
গরুড়গা মহামায়া সৰ্বরোগবিনাশিনী ॥ ১৪  
মহিষমূ মহামারীং শমতে ধ্বজসংস্থিতা ।  
কয়িত্বা সৰ্বকার্যেণ নৃপঃ কাৰ্যা ত্রিশূলিনী ॥  
পদ্মস্থা চার্চকা রোপ্যা ধর্মকামার্থমোকদা ।  
প্রোতস্থা সৰ্বভয়হা নিত্যং পশুনিপাতনীং ॥  
পূজিতা দেবরাজেন্দ্র নীলোৎপলকরা বরা ।  
ভবতে সিদ্ধিকামস্ত চিত্তাগ্রে \* সংদ্যবস্থিতা ॥  
গন্ধপুষ্পার্চিতং কুহা বস্তুহোমসুচর্চিতম্ ।  
কলশালিযবশ্চিবর্দ্ধমানবিভূষিতম্ ॥ ১৮  
শোভনে উজ্জয়ে লগ্নে পতাকাং বা মনোরমাম্  
চামরং কলসং শঙ্খমাতপত্রবিতানকম্ ।  
ভবতে সিদ্ধিকামস্ত নৃপস্ত শুভদায়কম্ ॥ ১৯

সর্বশত্রু-বিনাশের হেতু। বৃষারূঢ়া মূর্তি অশীষ্ট-  
দায়িনী। ধ্বজকলসস্থিতা দেবীমূর্তি উত্তম  
মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। হংসারূঢ়া দেবী  
মূর্তি বিদ্যা অর্থ এবং কাম প্রদান করেন।  
ময়ূরবাহন-মূর্তি পুত্র এবং ইষ্ট কলঙ্ক প্রদান  
করিয়া থাকেন। গরুড়স্থিতা মহামায়া সর্বরোগ  
বিনাশ করেন। ধ্বজোপরি মহিষে আরূঢ়া  
দেবী মহামারী প্রদান করেন। রাজারা  
ত্রিশূলধারিণী গজারূঢ়া দেবীমূর্তি, সর্বকার্যেই  
করিবেন। কমল স। দেবীমূর্তি আরোগ্য,  
ধর্ম, কাম, অর্থ এবং মুক্তি প্রদান করেন।  
প্রোতাসনা দেবীমূর্তি পশুবলি গ্রহণ করত  
নিত্যই সর্ববিধ ভয় হরণ করেন। হে  
দেবরাজ! সিদ্ধিকামী ব্যক্তিই দেবীর  
নীলোৎপলধারিণী প্রশান্তমূর্তি ধ্বজাগ্রে স্থাপিত  
করেন। বসন-কাঞ্চন-ভূষিত, গন্ধপুষ্পার্চিত  
কলশালী যব প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত মনোরম  
পতাকা শোভন লগ্নে উত্থাপন করিবে। চামর,  
কলস, শঙ্খ, ছত্র, চক্রাতপ, এসবও ধ্বজার  
সঙ্গী। এইরূপে দেবীমূর্তি-চিহ্নযুক্ত সজ্জিত  
ধ্বজ উত্থাপন—সিদ্ধিকামী রাজার কলদায়ক।

ও নমো বিশেষরি হর্গে চামুণ্ডে চণ্ডহারিণি ।  
ধ্বজং সমুচ্ছ্রিয়ামি বসোর্থীরাং সুখাবহাম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে চিহ্নবিধির্নাম  
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সময়েন ঋতুমাংসপক্ষাহাদিক্রমেণ তু ।  
স্বপ্নস্থলবিভাগেন দেবী সর্বগতা বিভো ॥ ১  
দ্বাদশৈব সমাখ্যাতাঃ সমাঃ সংক্রান্তিকল্পনাঃ ।  
সপ্তধা সা তু বোধব্য্যা একৈকৈব যথা শৃণু ॥ ২  
মন্দা মন্দাকিনী ধ্বজী ঘোরা চৈব মহোদরী ।  
রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ  
মন্দা কবেষু বিজ্ঞেয়া যুগো মন্দাকিনী যথা ।  
ক্ষিপ্রেধ্বজীঃ বিজানীয়াতুগ্রার্থেধ্বরা

প্রকীৰ্ত্তিতা \* ॥

ধ্বজ-উত্থাপন-মন্ত্রের অর্থ ;—হে বিশেষরি !  
চণ্ডহারিণি ! চামুণ্ডে ! হর্গে ! পৃথিবীসুখাবহ  
ধ্বজ উত্থাপন করিতেছি ॥ ১১—২০ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিভো ! সর্বগতা  
দেবী স্বপ্ন-স্থল-বিভাগক্রমে, ঋতু, মাস, পক্ষ,  
দিন প্রভৃতি কল্পিত করেন । বৎসরে দ্বাদশ  
সংক্রান্তি, মন্দা, মন্দাকিনী, ধ্বজী, ঘোরা  
মহোদরী, রাক্ষসী এবং মিশ্রিতাতে  
সংক্রান্তি সাত প্রকার । কবেগণ দ্বারা সংক্রমে  
মন্দা, যুগ-দ্বারা মন্দাকিনী, ক্ষিপ্রে দ্বারা  
ধ্বজী, উগ্র দ্বারা ঘোরা, চর-দ্বারা মহোদরী,  
কুরগণ দ্বারা রাক্ষসী এবং মিশ্রিতগণ দ্বারা

\* ক্ষিপ্রে ধ্বজীঃ বিজানীয়াতুগ্রার্থে ঘোরা  
প্রকীৰ্ত্তিতা ইতি স্মার্ত্তধৃতঃ পাঠঃ ।

চরৈর্মহোদরী জেয়া কুরৈর্কৈকৈশ্চ রাক্ষসী ।  
মিশ্রিতা চৈব নির্দিষ্টা মিশ্রিতকৈশ্চ সংক্রমে ॥  
ত্রিচতুঃপঞ্চ সপ্তাষ্ট নব দ্বাদশ 'এব চ ।  
ক্রমেণ ঘটিকা হেতাস্তৎপুণ্যং পারমার্থিকম্ ।  
অতীতানাগতা ভোগা নাভ্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ।  
সান্নিধ্যং ভবতে তত্র গ্রহণাং সংক্রমে রবেঃ ।  
ব্যবহারো ভবেল্লোকে চন্দ্রসূর্য্যোপলক্ষিতে ॥  
কালোহপি কলন্তে সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।  
পুণ্যপাপবিভাগেন কলং দেবী প্রযচ্ছতি ॥ ৯  
একধাপি কৃতং তস্মিন্ কোটিকোটিশুণং ভবেৎ  
ধর্ম্মে বিবর্ত্তিতে হ্যামু রাজ্যং পুত্রসুখানি চ ॥ ১০  
অধর্ম্মাধ্যাত্মশোকাদি বিষুবায়নসন্নিধৌ ।  
বিষুবেষু চ যজ্ঞপুং দত্তং ভবতি চাক্ষরম্ ॥ ১১

মিশ্রিতা সংক্রান্তি জানিবে । মন্দা  
সংক্রান্তিতে যথাক্রমে তিন, চারি, পাঁচ,  
সাত, আট, নয় এবং দ্বাদশ ঘটিকা মুখ্য পুণ্য-  
কাল । বিষুবসংক্রান্তিতে, অতীত অনাগত  
পঞ্চদশ দণ্ডকালে গ্রহগণ সন্নিহিত হইয়া  
থাকেন । \* চন্দ্র-সূর্য্যোপলক্ষিত কাল লইয়া  
লোক-ব্যবহার সিদ্ধ হয় । এই চরাচর  
ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কালই সমস্ত সংহার করে ।  
পুণ্য-পাপ-বিভাগানুসারে দেবী, শুভাশুভ  
কল দান করেন । সংক্রান্তিকালে একশুণ  
কর্ম্ম করিলে, কোটিশুণ কল হয় । ধর্ম্মে  
আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং রাজ্য, পুত্র, সুখ ইত্যাদি  
লাভ হইতে পারে । বিষুবায়নাদি সংক্রান্তি-  
কালে অধর্ম্মাচরণ করিলে ব্যাধি-শোকাদি  
ভোগ করিতে হয় । বিষুবসংক্রান্তিতে যে

\* দিবসে যে কোন সংক্রান্তি হউক না  
কেন সমস্তদিন পুণ্যকাল হইবে । বিষুব  
ও যজ্ঞসীতি সংক্রান্তি দিবসে হইলে সমস্তদিন  
পুণ্যকাল, অতীত অনাগত পঞ্চদশ দণ্ড  
পুণ্যতর কাল ; কিন্তু উক্ত পঞ্চদশ দণ্ডের  
যে অংশ রাজ্যপ্রবিষ্ট হইবে, তাহা পুণ্যকাল  
মাত্র । রাজ্যসংক্রমণের পুণ্যকাল পরে বলা  
হইবে ।



এবং বিষ্ণুপদে চৈব যজ্ঞনীতিমুখ্যে চ ॥ ১২.০  
অয়নেষু বিকল্পোহয়ং তন্ন নিগদতঃ শৃণু ।  
যাবদ্বিশকলা ভূপ্তে তৎ পুণ্যমুত্তরায়ণে ।  
নিরংশে ভাস্করে দৃষ্টে দিনান্তং দক্ষিণায়নে ॥ ১৩  
অর্ধরাত্রে তু সম্পূর্ণে দিবাপুণ্যমনাগতম্ ।  
সম্পূর্ণে চার্করাত্রে তু উদয়েহস্তমনেহপি চ ॥ ১৪  
মানার্কং ভাস্করে পুণ্যমপূর্ণে শর্করৌদিনে ।  
সম্পূর্ণে উত্তরোত্তরে মতিরেকৈ পরেহহনি ॥ ১৫  
যজ্ঞনীতিমুখ্যেহতীতে যুক্তে চ বিষুবদ্বয়ে ।  
ভবিষ্যত্যয়নে পুণ্যমতীতে চোত্তরায়ণে ॥ ১৬  
আদৌ পুণ্যং বিজানীয়াদ্যদ্যভিন্না তিথির্ভবেৎ  
অর্ধরাত্রে ব্যতীতে তু বিজ্ঞেয়কাপরেহহনি ।  
মন্দা বিপ্রজনে শস্তা মন্দাকিন্তাস্ত রাজনি ।  
ধ্বাজ্জ্যৈ বৈশ্ণেযু বিজ্ঞেয়া যোরা শূদ্রে শুভাবহা  
মহোদরৌ তু চোরাণাং শৌণ্ডিকানাং জয়াবহা ।

জপ ও দানাদি করা যায় তৎসমুদয় অক্ষয় হয়। এইরূপ বিষ্ণুপদী যজ্ঞনীতি মুখ্য ও অয়নাদিতেও দানাদি অক্ষয় হয়। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বিংশতি দণ্ড পুণ্যকাল এবং দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে ত্রিশ দণ্ড পুণ্যকাল। দ্বাদশ সংক্রান্তিতেই দণ্ডান্যন অর্ধরাত্র্যভ্যন্তরে সংক্রমণ হইলে পূর্বদিবার্ক পুণ্যকাল। অর্ধরাত্রে (অর্থাৎ রাত্রির অষ্টম মুহূর্ত্তে) সংক্রমণ হইলে, পূর্বদিবস শেষার্ক ও পরদিন পূর্বার্ক পুণ্যকাল। অর্ধরাত্রের পর সংক্রমণ হইলে পরদিন পূর্বার্ক পুণ্যকাল। যজ্ঞনীতি ও বিষুব সংক্রান্তিতে সংক্রমণ কালের পর পঞ্চদশ দণ্ড পুণ্যকাল। দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে যে ত্রিশ দণ্ড পুণ্যকাল বলা হইয়াছে, তাহা দিব্য সংক্রমণ হইলে সংক্রমণ কালের পূর্ব ত্রিশ দণ্ড এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে যে ত্রিশ দণ্ড পুণ্যকাল বলা হইয়াছে, তাহা সংক্রমণ কালের পরবর্ত্তী ত্রিশ দণ্ড ধরিতে হইবে। (অর্ধরাত্র-সংক্রমণের বিষয় পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ) যদি সংক্রমণকালে ও পূর্বদিবস একতীর্থ থাকে, তবে পূর্বদিবস

চণ্ডালপুঙ্খশানাদ্বে যে চান্তে কুরকর্ষণঃ ।  
সর্বেষাং কারুকাণাঞ্চ মিশ্রিতা ধৃতিবর্দ্ধিনী ॥ ১৭  
নুপান পীড়তি পূর্বাঙ্কে মধ্যাহ্নেষু যিজ্যোস্তমান্  
অপরাহ্নে তু সা বৈশ্ণাঙ্ক্যোচ্চাস্তমনে রবেঃ ।  
পিশাচ্যাশ্চ প্রদোষে তু অর্ধরাত্রে তু রাক্ষসান্  
অর্ধরাত্রে ব্যতীতে তু পীড়ন্তে নটনর্ভকঃ ॥ ১৯  
উষাকালে তু সংক্রান্তৌ হস্তি গোম্বামিনো জনান্  
হস্তি প্রব্রজিতান্ সর্ষান্ সন্ধ্যাকালে ন সংশয়ঃ  
এতৎ স্থলবিভাগস্ত ভক্তিকামস্ত কৌর্ভিতম্ ।  
পরমার্থেন যা সংখ্যা কথয়ামি নৃপোত্তম ॥ ২১  
নুহ্মে নরে সুখাসীনে যাবৎ স্পন্দতি লোচনম্  
তন্ত ত্রিংশত্তমং ভাগং তৎপরং পরিকৌর্ভিতম্ ।

শেষার্কই পুণ্যকাল হইবে। \* তিথি তিথি হইলে, পূর্বদিবস শেষার্ক ও পরদিবস পূর্বার্ক উভয়ই পুণ্যকাল হইবে। অর্ধরাত্রের পর সংক্রমণ হইলে পরদিন পূর্বার্ক পুণ্যকাল হইবে। মন্দাসংক্রান্তি ব্রাহ্মণদিগের প্রশস্ত। কতিয়ের মন্দাকিনী, বৈশ্ণব ধ্বাজ্জ্যৈ, শূদ্রের যোরা, তস্কর ভূ শৌণ্ডিকদিগের মহোদরী শুভাবহ। চণ্ডাল, পুঙ্খ এবং অস্তান্ত কুরকর্মা লোকদিগের পক্ষে রাক্ষসী প্রশস্ত। কারুকাণদিগের পক্ষে মিশ্রিতা ধৃতিবর্দ্ধিনী। ১—১৭। পূর্বাঙ্কে সংক্রান্তি হইলে নুপতির পীড়া উৎপাদন করে; মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণের, অপরাহ্নে বৈশ্ণব, অস্তগমনকালে শূদ্রের, প্রদোষকালে পিশাচের, অর্ধরাত্রে রাক্ষসের, অর্ধরাত্র অতীত হইলে নটনর্ভকদিগের, উষাকালে গোম্বামীদিগের, সন্ধ্যাকালে প্রব্রজিতগণের পীড়া উৎপাদন করে। ভক্তিকামী লোকদিগের পক্ষে এই স্থল-বিভাগ কথিত হইল। একগুণে পারমার্থিক সংখ্যা বলিতেছি। মহাযাগে নুহ্ম-শরীরে সুখাসীন

\* তিথি তিথিই হউক আর অতিয়ই হউক, দক্ষিণায়নে তাদিবসীয় শেষ যামদয় এবং উত্তরায়ণে পরদিবসীয় আদ্য যামদয় পুণ্যকাল।

তৎপরাজ্জতভাগন্ত্ৰুটিরিভ্যভিধীয়তে ।  
 ত্রুটিয়াঃ সহস্রভাগাঙ্কিং তৎকালং রবিসংক্রমে ।  
 তৎকালে প্রজ্বলিতঃ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।  
 ব্যতীপাতেহপি এবং স্তাদ্ভবেৎপুণ্যং সমাধিকম্  
 তত্র ব্রহ্মাপি সন্নিধ্যমুবাচ পুরস্কৃতম্ ।  
 দানাদ্যয়নজপাদি বিশিষ্টং হোতাহোমতঃ ।  
 বসোধারি। সুলভোত অস্তথা ন কথঞ্চন ॥ ২৫ ॥  
 দেবী কালগতা বৎস যথা সূক্ষ্মা প্রকীৰ্ত্তিতা ।  
 সাধকী সৰ্বকামাণাং মহাভয়বিনাশিনী ।  
 কথিতা তু ময়া সাধু কিং ভূয়ঃ পরিপৃচ্ছসি ॥ ২৬ ॥

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে সৎক্রান্তিবিধির্নাম্

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

হইয়া যে নিমেষ ক্ষেপ করে, তাহার ত্রিংশত্তম ভাগকে “তৎপর” কহে। “তৎপর”কে শতভাগ করিলে ত্রুটি, ত্রুটির সহস্র ভাগের ষে অর্কভাগ, তৎকালে রবি সংক্রম হয়। তৎকালে সচরাচর ত্রৈলোক্য প্রজ্বলিত হয়; ইহাকে ব্যতীপাত কহে। ইহাতে কৰ্ম্ম করিলে সমধিক পুণ্য হয়। এই কালে ব্রহ্মাও সন্নিধ্য। ইহাতে দান, অধ্যয়ন, জপ, হোম, যজ্ঞ, বসুধারা ইত্যাদি করিলে সমধিক ফললাভ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৎস! দেবী কালস্বরূপা; ইহার তব অতি সূক্ষ্ম; মহাভয়-বিনাশিনী দেবী সৰ্বকামনা প্রদান করেন। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিলাম; আর তোমার কি জিজ্ঞাস্ত আছে? ২৫—২৬।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বিদ্যাধর উবাচ ।

যথা সা সঙ্গা দেবী সৰ্বেষাঞ্চ ফলপ্রদা ।  
 তথাহং শ্রোতুমিচ্ছামি বসোদ্ধারিণীং সুবিস্তরাম্  
 অগস্ত্য উবাচ ।

ব্রহ্মণা যা সমাখ্যাতা দেবরাজস্ত পৃচ্ছতঃ ।  
 বিধিচ্চ পাপহা শ্রোতুঃ শৃণুধাবহিতো যম ॥ ২ ॥  
 বসোদ্ধারিণীং দেবী সৰ্বকামপ্রদা য়িকা ।  
 তথা তে কথয়িম্যামি শৃণু পুণ্যবিরুদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥  
 সৰ্বেষামেব দেবানাং কথিতা দেবী চোত্তমা ।  
 বিশেষেণ তু বহিঃস্থা \* আয়ুরারোগ্যদা মতা ॥  
 বিজয় ভূমিলাভস্ত প্রিয়ং সৰ্বমানবান্ ।  
 বিদ্যাসৌভাগ্যপুত্রাদি কুণ্ডস্থা সংগ্রহচ্ছতি ॥ ৫ ॥  
 তন্মাননূপেণ ভূতার্থং বসোদ্ধারিণীং শিবা ।  
 পূজনীয়া যথাশক্ত্যা চণ্ডী কামফলপ্রদা † ॥ ৬ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

বিদ্যাধর বলিলেন,—সর্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী যে প্রকারে সৰ্বফল প্রদান করেন, এক্ষণে সেই বসুধারার বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অগস্ত্য বলিলেন,—ব্রহ্মা দেবরাজকে ইহা বলিরাছিলেন। আমিও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, বিধাতা তাহার পাপ হরণ করেন। বসুধারাস্থিতা দেবী সৰ্বকাম প্রদান করেন। তাঁহার বিষয় বলিতেছে, ভূমি স্বীয় পুণ্য বর্দ্ধনের জন্য শ্রবণ কর। দেবতীগণের মধ্যে দেবী সৰ্বশ্রেষ্ঠা; বিশেষতঃ বহিঃস্থিতা দেবী, আয়ু এবং আরোগ্য প্রদান করেন। কুণ্ডস্থিতা দেবী বিজয়, ভূমিলাভ, সৰ্বলোকের প্রিয়তম, বিদ্যা, সৌভাগ্য এবং পুত্রাদি দান করেন। অতএব নৃপতি-গণ যত্নপূর্বক বসুধারা-স্থিতা দেবীকে পূজা করিবে; তাহাতে তাহাদের ঐশ্বর্য ও কামনা

\* বুদ্ধিহা ইতি কচিং পাঠঃ ।

† চাকামস্ত ফলপ্রদা ইতি পাঠান্তরম্ ।

## পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ

কুদ্রাদিত্য (বিষ্ণুর্বয়ং যক্ষাঃ সর্কিন্নরাঃ ।  
 হতাশন : সর্কৈ দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদাঃ ॥ ৭ ॥  
 গোদা ভূমিদানঞ্চ রত্নং সর্পিস্তিলানি চ ।  
 দানং তু মণ্যন্ত্যাহস্তেষাং ধারা বিশিষ্যতে ॥ ৮ ॥  
 বিপ্রাণাং কোটিকোটীনাং ভোজয়িত্বা তু যৎকলম্  
 তদবৃত্তনিরতৈঃ শাস্তৈরেকেনাপি চ তত্তবেৎ ॥ ৯ ॥  
 ব্যতীপাতে ন সন্দেহঃ স চ সূক্ষ্মঃ প্রকীর্তিতঃ  
 অয়নে বিষুবে চৈব দিনচ্ছিদ্রে তথৈব চ ॥ ১০ ॥  
 হুস্ত্রাপ্যং দানহোমানাং ধারায়াম্ লভতে নৃপঃ ॥  
 তন্মাননুপেণ বুদ্ধার্থঃ দৃষ্টাদৃষ্টং জিগীষুণা ॥  
 বসোর্দ্ধারা প্রকর্তব্য্য সর্ককামজয়াবহা ॥ ১১ ॥  
 সমাং বা অয়নার্কং বা ঋতুমাংসার্দ্ধবাসধম্ ।  
 কুদ্রা বিভবরূপেণ শাস্বতং লভতে কলম্ ॥ ১২ ॥  
 একাহে অপি যো দেবীং কল্পয়িত্বা হতাশনে ।  
 পাতয়েৎ সর্পিষো ধারাং স লভতে তেপিতং কলম্  
 দেবীমাতৃসমীপস্থং শিববিষুসমীপগম্ ।  
 পষ্টাক্ষশৈলদার্কং বা সলিঙ্গসহতোরণম্ ।  
 ভানোঃ প্রজাপতের্বাপি বসোর্দ্ধারাগুং ভবেৎ

কল লব্ধ হইবে। কুদ্র, আদিত্য, গ্রহ, বিষ্ণু, যক্ষ, কিন্নর এবং আমরা প্রভৃতি সকলেই হতাশন দ্বারা দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট-কল দান করি। গো-দান, ভূমি-দান, রত্ন, সর্পি, তিল প্রভৃতি যাবতীয় মহাদান আছে, তন্মধ্যে বসুধারা সর্বশ্রেষ্ঠ। কোটি কোটি ব্রাহ্মণভোক্ত্রের যে কল, ব্যত পাতে ধারা দান করিলে একমাত্র তদ্বারাই ভাঙ্গা লব্ধ হয়। অয়ন, বিষুব ও দিনচ্ছিদ্রকালে দান, হোম ও ধারা দ্বারা হুস্ত্রাপ্য ফললাভ হয়। অতএব দৃষ্টাদৃষ্ট-শত্রুজয়-নিমিত্ত নৃপতিগণ, সর্ককাম-দায়িনী এবং জয়াবহা বসুধারা দান করিবে। ১—১০। বৎসর অথবা অর্দ্ধ বৎসরক্রমে, ঋতু অথবা মাসক্রমে, অর্দ্ধমাস কিংবা দিবসক্রমে বিভবানুসারে ধারা দান করিলে, শাস্বত ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি একদিনও অগ্নিমধ্যে দেবীর কল্পনা করিয়া যতধারা পাত করে, সে ঈপ্সিত কল প্রাপ্ত হয়। দেবী—মাতৃ, শিব এবং বিষ্ণু সমীপে

চিরন্তনেষু সিন্ধেযু স্বয়ং বা সংস্কৃতেষু চ ।  
 পর্কতেষু চ দিব্যেযু নদীনাং সঙ্গমেষু চ ॥ ১৫ ॥  
 গুহাসু চ বিচিত্রাসু গৃহগর্ভেষু ভূরিষু ।  
 দ্বা সমীহিতান্ কামান্ বিধিনা লভতে নৃপঃ ॥  
 অথ সামান্ততো গেহং সমস্বত্রং জলোন্মুখম্ ।  
 বাহুসংস্কৃদ্ধিবিষ্ঠাসমেকাদশকরং পবনম্ ॥ ১৭ ॥  
 ত্রীণি পঞ্চাথ সস্তা বা সদশা নব কারয়েৎ ।  
 ত্রিশৈকং বা বহুনাং বা \* ত্রিশদৃক্ষং  
 ন কারয়েৎ ॥ ১৮ ॥

পষ্টাক্ষশৈলদার্কং বা সলিঙ্গসহতোরণম্ ।  
 পঞ্চসপ্তানবাস্তং বা গবাঙ্ককর্ণিভূষিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 সর্বতোভদ্রবিন্ধ্যস্তং ক্রমবুদ্ধ্যা বিকিতম্ ।  
 উর্দ্ধধুমস্ত নিষ্কাশং সপ্রকাশং বিশেষতঃ ॥  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে তোরণবিধির্নাম ।  
 পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

শৈল, দরী, ( সলিঙ্গ ) তোরণ প্রভৃতি ভাঙ্গু কিংবা প্রজাপতির বসুধারাগৃহ। ১৮টিরপ্রসিদ্ধ অথবা সংস্কৃত বাসস্থানে, পর্কতে, নদীসঙ্গমে, পর্কত-গুহায়, কিংবা গৃহ-গর্ভে ধারা দান করিলে অষ্টীষ্টফললাভ হয়। সামান্ততঃ গৃহের একদেশে সম-স্বত্রভাবে ধারা দান করিলে বাহুসংস্কৃদ্ধি হয়। তিন, পাঁচ, সাত, নয়, দশ, অধিক দিতে হইলে একুশ সংখ্যক ধারা দিতে হয়। ত্রিশের উর্দ্ধ দেওয়া উচিত নহে। পাঁচ, সাত অথবা নয়টি ধারা ক্রমশঃ বুদ্ধি করত গবাঙ্কাদি প্রদেশে ভূষিত করিয়া সর্বতোভদ্ররূপে বিন্ধ্যস্ত করিতে হয়। ১১—২০।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

যাবদেকৈনং ইতি পাঠান্তরম্ ।

## ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ ।

সদেবং সগ্রহং কার্যমথবা দেবতোরণম ।  
 তন্ত্র মধ্যো ভবেৎ কুণ্ডঃ হস্তাদিলক্ষণাবিতম্ ।  
 চতুৰ্দ্ধমথ বৃত্তং বা পঞ্চজাকৃতি চাথবা ।  
 পৃথিবীজয়দং শত্রু বৃত্তং কামকলপ্রদম্ ॥ ১  
 পঞ্চজে জয়মারোগ্যং যোগজ্ঞানপ্রদায়কম্ ।  
 শেখাঃ কার্যবিভাগেন কুণ্ডাঃ কার্যা \*বিজ্ঞানতা-  
 সামান্তং সৰ্ব্বহোমেষু শত্রুকুণ্ডং বরোত্তমম্ ।  
 বিস্তারং খাততুল্যাস্ত মেখলৈস্তিভির্ভূষিতম্ ॥ ৩  
 চত্বারি দ্রোণি হে কুর্যাদঙ্গুলং কুণ্ডমানতঃ ।  
 দ্বিগুণান দ্বিগুণে কুণ্ডে হোমমাত্রেন কারয়েৎ ॥ ৪

## ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

দেবগৃহ বা দেবতোরণের মধ্যে যথাবিহিত হস্তাদি পরিমিত কুণ্ড নির্মাণ করিবে। কুণ্ড চতুর্কোণ, বর্জুল অথবা পদ্মের আশ্রয় হইবে। শত্রু অর্থাৎ চতুর্কোণ কুণ্ড পৃথিবীজয়ের মূল, বৃত্তকুণ্ডে ইষ্টসিদ্ধি হয়। আর পদ্মাকার যে কুণ্ড, তাহা জয়, আরোগ্য এবং যোগ-জ্ঞানের প্রযোজক। অন্তবিধ যে সব কুণ্ড আছে তাহা কার্যবিশেষে বিভাজ্য। চতুর্কোণ কুণ্ড সৰ্ব্বহোম-সাধারণ এবং সুপ্রশস্ত কুণ্ডের খাত যতখানি, বিস্তারও ততখানি হইবে। † কুণ্ডে মেখলা (বেষ্টনীবিশেষ) তিনটি হইবে। (এক হস্ত কুণ্ডে) একটি মেখলা বিস্তারে বার অঙ্গুলি, অন্য মেখলা তিন অঙ্গুলি এবং অপর মেখলা দুই অঙ্গুলি হইবে। হোমাসূসারে কুণ্ড পরিমাণ বিশেষ মেখলা বিস্তারেরও পরিমাণ বিশেষ আছে, যেমন, দ্বিগুণ কুণ্ডে, মেখলা বিস্তারও দ্বিগুণ হইবে; (দুই হস্ত-কুণ্ডে এক মেখলা ৮ অঙ্গুলি চৌড়া, অন্য

\* কুর্য্যাতাগ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, সপ্তম হোমে কুণ্ডের পরিমাণ এক হস্ত, অমৃত হোমে দ্বিহস্ত এবং লক্ষ হোমে চতুর্হস্ত হইবে; কুণ্ডের পরিমাণ যাহা, খাত পরিমাণও তাহাই

এবং সংসাধয়েদ্বিগুণতঃ পাত্রং শৃঙ্খলম্ ।  
 হৈমং বা রাজতং বাপি তাম্রং বা লক্ষণাবিতম্  
 চত্বারি কটকোপেতময়ঃ \* শৃঙ্খলসংগ্রহম্ ।  
 তন্ত্র মধ্যো ভবেদ্রজঃ কার্ধ্যাক্ষয় শলাকয়া ॥ ৬  
 হোমোখ্যায় প্রমাণেন চতুরঙ্গুলমানয়া ।  
 স্বল্পনিকাশনার্থায় কুর্য্যঃ সমাগৃবিপশ্চিতঃ ॥ ৭  
 পলৈর্দশভিরঙ্কোঠৈর্নৈর্নৈর্ডাকো তু যথা ব্রজেৎ  
 পঞ্চভিঃ শতৈর্হে বা সপ্তত্যা চ যড়গ্রয়া ।  
 যথা পূর্ণা ব্রজেদ্ বৎস তথা কুর্য্যাস্ত চাত্তথা ॥ ৮  
 হস্তমাত্রং ভবেদ্বৈমং শৃঙ্খলক ভূজগাকৃতি  
 ব্রজে স্বত্ননিবন্ধক অবলম্ব্য অধস্ততঃ ॥ ৯

মেখলা, ৬ অঙ্গুলি চৌড়া এবং অপর মেখলা ৪ অঙ্গুলি চৌড়া হইবে।) হোমকর্তা ব্রাহ্মণ এইরূপ করিয়া শৃঙ্খলাসম্পন্ন চারিটি আজ্য-স্থালী (স্বতপাত্র) করিবে; সেগুলি স্বর্ণ, বৌধ্য বা তাম্র দ্বারা নির্মিত হইবে এবং লক্ষণাবিত হইবে। আজ্যস্থালীতে লৌহ, শৃঙ্খল ও বলয় (কড়া) থাকিবে। আজ্যস্থালী পাত্রের মধ্যে ক্ষুপাত্র রাখিবে, তাহাতে চতুরঙ্গুলপরিমিত শলাকা দ্বারা ছিদ্র করিবে। অর্ধকর্ষ পরিমিত স্বত পাড়িতে পারে, ছিদ্র এইরূপ হইবে। ৭৬ অর্ধকর্ষে অর্থাৎ আট-ত্রিশ কর্ষে সাড়ে নয় পল স্বত; এই সাড়ে নয় পল স্বত যাহাতে একদণ্ডে পাড়িতে পারে এবং ৫৭০ পল স্বত এক অহোরাত্রে যথাপ্রমাণে হোমকুণ্ডে পতিত হয়, হে বৎস। তদনুসারে ছিদ্র রাখিবে। ইহার অন্তর্থা করিবে না। (দশ কুচে এক মাষা, আট মাষায় এক কর্ষ) সুবর্ণময় হইবে। এখানে খাত-পরিমাণ কি হইবে, তাহা উল্লিখিত নাই। রঘুনন্দনের প্রমাণ দেখাইয়া সঙ্গত করিতে হইবে।

\* কটকোপেতময়ম্ ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

† পলৈর্দশভিরিত্যত্র কলৈর্দশভিরিতি কচিৎ অঙ্কোঠৈরিত্যত্র অর্ধানীতি চান্তত্র পাঠান্তরম্



মণিঃ বা পঙ্কজঃ পদ্মমুখঃ কারয়েৎ তলেণ\*  
এবং কার্যানুরূপেণ দ্বিগুণং ত্রিগুণং \* পি বা ।  
কুর্ঘ্যাৎপাত্নঃ স্বতং বেধং প্রতিষ্ঠাবিধিচৌদিতমা  
উদ্দেশ্যং কিঞ্চিদত্রাপি কথয়ামি নৃপোত্তম ।  
সমায়নঞ্চতুমাসপক্ষাহোরাত্রপূর্ববৎ ॥ ১০  
লগ্নাদি শোধয়েদ্বৎস সৰ্বকামপ্রদো যথা  
কণিকেষু চ কার্ধ্যেষু ভক্তিযুক্তং কণে শুভে ।  
কণং দেবৌ চ দ্রষ্টব্যং যথা সৰ্বগতা ‡ শিবা ।  
তদ্বৎ প্রহা নাগান্নিগুণাপি শিবাণী ॥ ১১  
নিত্যনৈমিত্তিকে হোম মন্ত্রযোগেন দাপয়েৎ ।  
যো যন্ত ভক্তিমাসক্তস্তস্ত কুর্ঘ্যাৎ তু সন্নিধিম্ ॥  
সগ্রহান্ লোকপালাংশ্চ মাতরা ভূজগাঞ্চিক ।

শৃঙ্খল একহস্তপরিমিত এবং সর্পাকার  
হইবে ; অক-ছিদ্রে স্থত্রের স্তায় অধোদেশে  
লব্ধমান থাকিবে । অথবা করতলেই মণিময়  
পাত্র কিংবা পদ্মপত্র অথবা অশ্বখপত্র করতলে  
লইয়া হোম করিবে । এইরূপ কার্যানুসারে,  
প্রতিষ্ঠাবিধিসম্মত, আজ্ঞাহালী, স্বত এব অক  
প্রভৃতি প্রস্তুত করিবে । হে বৎস ! বৎসর  
অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ ও অহোরাত্রের স্তায়  
লগ্নাদি-বিভুক্তিও অপেক্ষা করিবে । সুবিভুক্ত  
সময়ে আরাধিতা হইলে দেবী সৰ্ববিধ ইষ্টফল  
প্রদান করেন । কণস্থায়ী কার্য-সমূহের মধ্যে  
শুভকণে ভক্তিভাবে সৰ্বব্যাপিনী শিবাকে  
এককণের জন্তও অবলোকন করা বিধেয় ।  
পরমা প্রকৃতি শিবা নির্গুণা হইয়াও ত্রিগুণা ;  
তিনি নির্মলতত্ত্ব, গ্রহগণ এবং নাগগণস্বরূপ ।  
নিত্য-নৈমিত্তিক সকলহোমেই, মন্ত্রপাঠপূর্বক  
ইহার উদ্দেশে আর্হতি দিবে । যে ব্যক্তি,  
দেবীর প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, তাহার সন্নিধানে  
তিনি নিশ্চয় আগমন করেন । নবগ্রহ, দশ

\* দ্বিগুণম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† বোধিতম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ পূর্বগতা ইতি পাঠান্তরম্ ।

॥ যো যন্তেত্যত্র পাপশ্চেতি সন্নিধিমিত্যত্র চ  
সংবিধিমিতি ষোড়শ্যস্তা ইতি চ পাঠান্তরানি ।

কল্পয়েৎ সৰ্বহোমযু দেবী ঐতৈর্যাবহিতা ॥ ১৩  
স্থলরূপা তু তৈত্ত্বৈষ্টৈশ্চৈবী মহাকলা \* ।  
কলাদিবলিগন্ধাদিঃ প্রতিষ্ঠাবচ্চ কারয়েৎ ॥ ১৪  
যদা সম্পত্তিসম্পন্নঃ সৰ্বকালে প্রদাপয়েৎ ।  
তদা মন্ত্রগ্রহং ভূতান্ লোকপালান্ নিবেশয়েৎ  
'হৈমরাজততম্ম' বা স্ত্রনিবেশোপলক্ষিতা ।  
বস্ত্রপুষ্পবলিগন্ধদক্ষিণাদি যথাক্রমম্ ॥ ১৬  
মাত্রা লোকপালানাং গ্রহাণাঞ্চ যথাবিধি ।  
হৃদয়েন প্রদেয়স্ত মূলমন্ত্রেঃ পুরাতনৈঃ ॥ ১৭  
অথবা সৰ্বসামান্যঃ † বৈদিকৌমপি কারয়েৎ ।  
অধর্কবিধিনা বৎস পূর্বোক্তং বা যথা পুরা ।  
প্রভূতমন্ত্রনৈবেদ্যোভূরিদক্ষিণসংযুতৈঃ ।  
কুর্ঘ্যান্নহাপ্রযত্নেন অন্তথা ন কদাচন ॥ ১৯  
ছেদে ভয়ং বিজানীয়াৎ তদর্থং তন্ন কারয়েৎ ।

লোকপাল, মাতৃগণ এবং উরগাদি সকলকেই  
হোমকার্যে আর্হতি দিতে হইবে ; কেননা,  
দেবী ইহাদিগের সহিত অবস্থান করেন ।  
স্থলস্বরূপা মহাবলা দেবী ইহাদিগের সন্তোষেই  
সন্তুষ্ট থাকেন । সম্পন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠাকালের  
স্তায় সকল কালেই কল, বলি এবং গন্ধ  
প্রভৃতি প্রদান করিবে । তখন ভূতগণের পূজা  
ও গ্রহগণের আমন্ত্রণ করিয়া স্তব্ধময়, রোপ্যময়  
অথবা তাম্রময় প্রতিমায় লোকপালগণের  
আবাহন করিবে । মাতৃগণ, লোকপালগণ  
এবং গ্রহগণকে যথাবিধি বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প,  
নৈবেদ্য প্রদানপূর্বক দক্ষিণা দান করিবে ।  
প্রসিদ্ধ মূলমন্ত্র এবং অস্তে, "নমঃ" শব্দ উচ্চারণ  
করিয়া এই সব উপচার প্রদেয় । অথবা  
অধর্কবিধিসম্মত সৰ্বসাধারণ বৈদিকপূজা  
উদ্দেশ্যে করিবে । বৃহৎ নৈবেদ্য ও প্রচুর  
দক্ষিণাসহ ইহাদিগের পূজা করিবে ; অন্ত-  
রূপে করিবে না । ইহাদিগের উদ্দেশে পশু-

\* কলপ্রদা ইতি পাঠান্তরম্ ।

† 'সামান্যঃ' 'সামান্তম্' ইতি খ, গ,  
পুস্তক-পাঠঃ ।

সহস্রাহতিহোমেন যজ্ঞঃ \* তত্র নিবেশয়েৎ ॥ ২  
মূলমন্ত্রেণ দেব্যায়াঃ শৃঙ্খলং হৃদয়েন তু ।  
স্বতঃ শিরোমন্ত্রেণ শিখায়াং তত্র পাতয়েৎ ॥  
কবচেন তথা বহিঃ রক্ষয়িত্বা প্রদ পয়েৎ ॥  
অস্ত্রেণ নেত্রং † মন্ত্রেণ সর্বাং সর্বাশু ‡ নিকিপেৎ  
লোকপালান গ্রহান্ নাগান্ দ্বাদশাঙ্গৈঃ পূজয়েৎ  
শিবাদ্যান্ সনকাদ্যাংশ্চ দেবাদ্যানাপি পূজয়েৎ ।  
নিত্যেযু চ মহাপ্রাজ্ঞা নিগিহিতেষু বিশেষতঃ ।  
পঞ্চকানি চ সপ্তানি নবকানি ক্রিয়াদিকৈঃ ॥ ২৪  
অগ্নেৰ্ঘনাশ্চ ॥ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চ হুতয়স্তথা ।  
বিকারাস্চ শিখা বৎস বোদ্ধর্যাঃ সিদ্ধাসিদ্ধিদাঃ  
তদন্তে চ স্তবং কাৰ্য্য সৰ্বকামপ্রদায়কম্ ।  
যেন 'সান্নিধ্যামায়াতি সৰ্বহোমেষু মঙ্গলা ॥ ২৬  
সৰ্বস্বাৰ্চিৰ্হোমোক্তেজা নমস্তে বহুরূপিণে ।

ঘাতক ভগ্নাবহ, সূতরাং তাহা করিবে না ।  
সহস্রাহতি হোমে কুণ্ড নিবেশন কর্তব্য ।  
দেবীর মূলমন্ত্রে এই কাৰ্য্য হইবে, শৃঙ্খল  
সহজে মন্ত্র 'নমঃ', স্বতের মন্ত্র বহিজায়া, \*  
স্বতপাতনের মন্ত্র 'বষট্' । ই মন্ত্র দ্বারা রক্ষণ  
এবং বোষট্ মন্ত্র দ্বারা সকল বস্তুই যথাস্থানে  
স্থাপন করিবে । লোকপাল, গ্রহ, নাগ,  
শিবাদি দেবতা এবং সনকাদি ঋষিগণকে এবং  
অষ্টাশু 'দেবগণের হোম-পূজা কর্তব্য । হে  
মহাপ্রাজ্ঞ ! নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-মাত্রেই  
পঞ্চাগ্নি, সপ্তাগ্নি বা নবাগ্নি হোম অবশ্যই  
কর্তব্য । অগ্নির বীণ, গুহ, শব্দ, আর্হতিগ্রহণ,  
ভঙ্গী, বিকার এবং শিখা দ্বারা কাৰ্য্যের সিদ্ধি  
এবং অসিদ্ধি অহুমেয় । তৎপরে সৰ্বকাম  
প্রদায়ক স্তব করিবে, এই স্তবের ফলে সৰ্ব-  
মঙ্গলা, সৰ্বহোমেই সন্নিহিতা হইয়া থাকেন ।  
হে সহস্রার্চিঃ ! আপনি মহাতেজা এবং

\* 'সোমেন' গু পু, 'যজ্ঞ' খ পু ।

† 'তেন' স পু ।

‡ সর্বাশু গ পু ।

॥ অগ্নেচন্দ্রাশ্চ খ পু, অগ্নেৰ্ঘনাশ্চ ক পু ।

\* প্রসিদ্ধ নাম করিলাম না ।

নীলকণ্ঠ শিতিকণ্ঠ পীতবাসায় পাবনে ॥ ২৭  
শ্রবমেখলাধারায় ত্রক্ষণে দহনে নমঃ ।  
সৰ্বাশিনে সৰ্বগতে পাবকায় নমো নমঃ ॥ ২৮  
দুর্গায় উমাক্রপায় স্থালিন্ধ্যায় সূতেজসে ।  
বসু অশ্বিনরূপায় সৰ্বাহারায় বৈ নমঃ ॥ ২৯  
হং ক্রোধো ঘোরকৰ্ম্মাণ ঘোরহা পরমেশ্বরঃ ।  
বিষ্ণুস্তং জগতাং পালো ত্রক্ষা সৃষ্টিকরঃ সূতঃ ।  
ত্বঞ্চ সৰ্বাত্মকো দেব লোকপালিতম্বাহিতঃ ।  
ইন্দ্রায় বহুয়ে দেব যমায় পিশিতাশিনে ।  
বরুণানিলায় সোমায় ঈশদেবায় বৈ নমঃ ॥  
সূর্যায় চাত্রিপুত্রায় ভূসুতায় বৃধায় চ ।  
বৃহস্পত্যে ত্রাক্ষায় শনে রাহেহথ কেতবে ॥ ৩০  
সৰ্বগে গ্রহরূপায় ব্যালমাতঙ্গরূপিণে ।  
বৃষ্টিসৃষ্টিস্থিতিভূতকর্তায় বরদায় চ ॥ ৩১  
নমস্তে স্বন্দমাতস্তে হং পিত্রে চ নমো নমঃ ।

( বহুরূপী ) আপনাকে নমস্কার । আপনি  
নীলকণ্ঠ, আপনি শিতিকণ্ঠ, আপনিই পীতবাসা  
এবং পাতন । আপনি শ্রব মেখলাধারী ত্রক্ষরূপী  
দাহন ; আপনাকে নমস্কার । আপনি সৰ্ব-  
ভক্ষক, সৰ্বগত হতাশন, আপনাকে নমস্কার ।  
আপনি দুর্গস্বরূপ, আপনি উমাক্রপে  
স্থালিন্ধ্য, হে সূতেজঃ ! আপনি বসু,  
গণ এবং অশ্বিনীকুমার-স্বরূপ ; হে সৰ্বভুক !  
আপনাকে নমস্কার । আপনিই সংহার  
কাৰ্য্যে ক্রোধ ; আপনিই ঘোর দানবঘাতী  
পরমেশ্বর, আপনি জগৎপালক বিষ্ণু এবং  
সৃষ্টিকর্তা ত্রক্ষা, হে দেব ! আপনি সৰ্বস্বরূপ  
লোকপালরূপে আপনিই অবস্থিত । আপনিই  
ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্যাত, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, \*  
এবং ঈশান ; আপনাকে নমস্কার । ১—৩২ ।  
আপনি সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহ, বৃহস্পতি, শুক্র,  
শনি, রাহু এবং কেতু এই সকল গ্রহস্বরূপী,  
আপনি সৰ্বগ, আপনি ব্যাল-মাতঙ্গস্বরূপী ;  
আপনি বৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, স্থিতিকর্তা, ঈশ্বর্য-

\* চন্দ্র এবং কুবের উভয়েই উত্তরদিকপতি  
বলিয়া শাস্ত্রভেদে কাথিত ।

কুণ্ডে বা মণ্ডলে বাপি স্থণ্ডিলে বাধ আং বিভো  
মহানসে বা আং দেব বহু ইষ্টং লভেন্নরঃ । ৩৫  
স্বতক্ষীরসধাতুতিলত্রৌহিতবান্ কুশান্ ।  
ভাবায় ভাবিতোৰ্কাপি সিততং হোময়েহনলে \*  
এবং বিত্তবিহীনোহপি নরো বিগতকিঞ্চিৎ ।  
কিং পুনর্নিত্যহোমস্ত বসোর্কারাং হুতাশনে । ৩৭  
সর্বমঙ্গলমস্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং প্রদাপয়েৎ ।  
লোকপালগ্রহাণাস্ত্ৰ ওঙ্কারেণ নমোহস্তকৈঃ ।  
শ্বেশৈর্মন্ত্রৈস্ত্রৈশ্চ শেষাণাং হোমঃ কার্যো নৃপোত্তম'  
অন্নং বিচিত্রং শুদ্ধকংসংস্কৃতং স্বতপায়সৈঃ ।  
হোময়েদ্বিধিবদ্বিপ্রো বলিঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ ।  
সিতবস্ত্রধরো ভূয়ঃ সবলঃ সহবাহনঃ ।  
পূজয়েৎ শত্ৰুরুদ্রাদীন মাতরং পিতরং দ্বিজান্ ।  
আচার্য্যান্ ব্রাহ্মণান্ লোকান সর্বাশ্রমগতাশ্চ যে  
নটনর্তকবেশ্যাশ্চ কণ্ঠকা বিধবাঃ স্ত্রিয়ঃ । ৪১

দায়ক এবং বরপ্রদাতা ; আপনাকে নমস্কার ।  
আপনি কার্তিকেয়ের পিতামাতাস্বরূপ ; আপ-  
নাকে বারংবার নমস্কার । হে প্রভো । কুণ্ডে,  
মণ্ডলে, স্থণ্ডিলে অথবা মহানসেও লোকে  
বহুতর ইষ্টকল-দাতা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া  
থাকে । স্বত, দুগ্ধ, রস, ধাতু, তিল, ত্রৌহি,  
যব, কুশ এই সমস্ত দ্রব্য ভক্তিভাবে অগ্নিতে  
আহুতি দিবে । ধনহীন ব্যক্তিও এই প্রকার  
( কদাচিত্ হোম করিয়াও ) পাপমুক্ত হইতে  
পারে ; যে নিত্যহোমী ও বন্ধুধারাদায়ী,  
তাহার কথা আর বলিব কি ! সর্বমঙ্গল মন্ত্র  
দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে । প্রথম প্রণব  
এবং শেষে 'নমঃ' এই প্রকার মন্ত্রে লোকপাল  
এবং গ্রহগণের হোম করিবে ; অস্ত্র দেবগণের  
হোম স্ব স্ব মন্ত্রদ্বারা কর্তব্য । বিচিত্র বিশুদ্ধ  
স্বতপায়স সংস্কৃত অন্ন দ্বারাও যথাবিধি হোম  
করিবে এবং বলি প্রদান করিবে । অনন্তর  
ওঙ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া বলবাহন সমভি-  
বাহারে পুনর্বার শিব-রুদ্রাদি দেবতা, মাতা,  
পিতা, ঈশ্বর এবং আচার্য্যদিগকে পূজা

দীনাঙ্করূপণাংশ্চৈব অন্নদানেন পূজয়েৎ । ৪২  
এবং নিবেশনং কৃত্বা নিত্যং জপাং শতং শতম্  
প্রাতর্মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়াং স্তবং শাস্তিঃ প্রকৌর্ভনম্ !  
ভবতে নৃপরাষ্ট্রস্ত পুরোক্তফলদায়কম্ । ৪৩  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বসোর্কারানিবেশনবিধি-  
র্নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৬ ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তপ্তহাটকবর্ণেন সূর্য্যসিন্দূরকাস্তিভূৎ ।  
শঙ্খকুন্দেন্দুপদ্মাভো স্বতক্ষীরনিভঃ শুভঃ ।  
জবাভোহশোকপুষ্পাভো লাক্ষাদরদগ্নিনিভঃ \* ।  
শুভদঃ সর্বকার্য্যণাং বিপরীতে হৃসিক্দিদঃ ।  
মেঘহৃন্দ্ভিশঙ্খানাং বেণুবোণাস্বনঃ শুভঃ ।

করিবে । ব্রাহ্মণ, সর্ববিধ আশ্রমী, নট,  
নর্তক, কুমারী, বিধবা, দীন, অন্ধ এবং অনাথ  
ব্যক্তিগণকে যথোচিত সম্মানসহকাবে অন্ন  
দান করিবে । এইরূপ শত শত স্থানে  
বন্ধুধারা নিবেশন করিয়া প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন-  
কাল এবং সাংসকালে এই স্তব পাঠ করিলে,  
সেই রাজার রাজ্যে শাস্তি এবং পুঙ্খকথিত  
বিবিধ ফল হইয়া থাকে । ৩৩—৪৩ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, সূর্য্যবর্ণ, সিন্দূরবর্ণ, শঙ্খ,  
কুন্দ, চল্ল এবং পদ্মের স্তায় বর্ণসম্পন্ন অথবা  
স্বত-দুগ্ধসবর্ণ হোমানল শুভসূচক । জবাবর্ণ,  
অশোকপুষ্পবর্ণ এবং লাক্ষারস-সন্নিভ হোমা-  
নলও সর্বকার্য্যে শুভসূচক । তদ্বিপরীতে  
কার্য্যসিদ্ধি হয় না । মেঘ, হৃন্দ্ভি, শঙ্খ, বেণু  
এবং বীণার স্তায় হোমানলশুদ্ধ শুভসূচক ।

বুবেদ্রনুপকাকানাং কোকিলানুপপুজিতঃ \* ।  
 মনঃশিলাকুষ্ঠকপূরসৌতগচ্ছি চ পুজিতঃ ॥ ২  
 অসচ্ছত্রাতগোকুষ্ঠপদ্মাকৃতিকরঃ শুভঃ ।  
 সিংহবর্ধিণশ্চেনানাং † চামরাকৃতিরিষ্টিদঃ ॥ ৩  
 সধুমস্তুতগচ্ছী চ মুকঃ বটচরণোপমঃ ।  
 ছিন্নজাটোহথ বা রৌদ্রে ‡ নেষ্টে সূর্য্যে পাবকঃ  
 স্তুসংহতশিখঃ শস্ত উর্দ্ধং বাতেহপি যাতি যঃ ।  
 লেলিহানঃ শুভঃ কুণ্ডলৌপ্তিমান বরদোহনলঃ ॥ ৪  
 এবংবিধঃ সদা পার্শ্ব যজ্ঞবৈবাহ † স্থাপনে ।  
 যাত্রায়াঃ শত্রুকেতো চ সর্ষকার্যেষু সিদ্ধিদঃ ॥  
 নানা বা বহতে ধারা মানাৎ সর্পির্নি সা শুভা ।  
 নাথিকা শস্ততে বিপ্র তুর্ভিক্ষকলিকারিকা ॥  
 ক্রট্যাতে বহমানা যা শমতে চ হতাশনম্ ।

মহারবের ঠায় এবং কোকিলের ঠায় শব্দও শুভসূচক । মূলোক্ত “নুপকাকানাং” পাঠটি স্পষ্টত নহে । হোমানল হইতে মনঃশিলা, কুষ্ঠ ও কপূরের ঠায় গচ্ছ নিঃসৃত হইলে, শুভফল হইয়া থাকে । ছত্রাকৃতি, কুস্তাকৃতি, পদ্মাকৃতি ও সিংহ মস্তুর এবং শ্চেনের পুচ্ছাকৃতি হোমানল শুভসূচক । (মূলের “সৌত” ‘অসৎ’ দুইটী পদ সঙ্গত নহে) । ধুমবাপ্ত, স্তুতগচ্ছি, নিঃশব্দ, ভ্রমর-ককবণ, ছিন্নশিখ এবং রৌদ্রদর্শন হোমানল শুভসূচক নহে । মনঃশিখাসম্বিত উর্দ্ধগামী হোমানল শুভসূচক । লেলিহান এবং কুণ্ডলৌপ্ত অগ্নি শুভসূচক । এই সকল প্রকার অগ্নি, যজ্ঞ, বিবাহ, প্রতিষ্ঠা, যাত্রা এবং শত্রুসংজ্ঞাৎসব ইত্যাদি সকল কার্যেই শুভ । স্তুতধারা যথোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা নূন হইলেও শুভকারক নহে, অধিক হইলেও তুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধাদির হেতু

\* অনুপুজিত ইত্যনন্তরঃ কুকুমাণ্ডক-  
 কপূররদরোচনগচ্ছি চ’ ইতি কতিপয়পুস্তকে-  
 ষধিকঃ পাঠঃ ।

† শলানাম ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ বাহন ইতি পাঠান্তরম্ ।

¶ যারিকারিকা ইতি পাঠান্তরম্ ।

সাপি চাস্তং নুপমিচ্ছেন বাবদধোরায়তে ভুবি \*  
 ঋদ্ধনাদী মহারূপা মনোজ্ঞা প্রিয়কারিকা ।  
 স্ত্রবণা হেমবর্ণা চ ধারা রাজ্যাবিরুদ্ধয়ে ॥ ৯  
 সন্ততং পততে † যা তু ত্তনোতীব চ পাবকম্ ।  
 তনোতি নুপরাষ্ট্রং সা বসোদ্ধায়া ন সংশয়ঃ ॥ ১০  
 স্তুগচ্ছি স্বচ্ছবিমলং কুমিকৌটবিবর্জিতম্ ।  
 শস্ততে চ বাসোদ্ধারাসর্পির্গবাস্ত পুজিতম্ ॥ ১১  
 অভাবাদ্ গবলাজং বা হোতবাস্ত স্তুশোভনম্ ‡  
 স্তুতকৌদ্রপয়োধারা সর্ষপীড়ানিবারণী ॥ ১২  
 শুভচৌশকলৈহোমং সহকারদলৈঃ শুভৈঃ ।  
 অশ্বখমালতীদূর্বা আয়ুরারোগ্যপুত্রদা ॥ ১৩  
 সৌভাগ্যক শ্রিয়ং দেবী প্রযচ্ছত্যবিচারণাৎ ।  
 অর্কাদিনা শুভা বৎস সকলা সর্ষকারিকা ।

হইয়া থাকে । অনলে প্রদীপমান স্তুতধারা যদি মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয় বা তদ্বারা অগ্নিশিখানাশ হয়, তাহা হইলেও, সে রাজ্যের নাশ হয়; তাহা ভূতলের পক্ষেও ভয়ঙ্কর হয় । যে ধারা পতিত হইবামাত্র অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে এবং শব্দযুক্ত করে, তাদৃশ মনোহর পরিমাণাস্ত্র-সারিণী ধারা উৎসর্গক হয় । স্ত্রবণবর্ণ অথবা উত্তমবর্ণ-সম্পন্ন ধারাও রাজ্য-রক্ষির হেতু । যে বসুধারা অবিচ্ছিন্নভাবে পতিত এবং অগ্নিকে বিস্তৃত করে, তাহাষ্ট রাজ্যের রাজ্য-বিস্তারের সূচক । ১-১০ । স্তুগচ্ছি, স্বচ্ছ, মলহীন, কুমি-কৌটবির্জিত গব্যাস্তুত বসুধারায় প্রশস্ত । অভাবে, মাহিবস্তুত বা ছাগস্তুত দ্বারাও উত্তম হোম করিতে পারে । স্তুত, মধু এবং তৃণধারা দ্বারা হোমে সর্ষপীড়ানিবারণ হয় । শুভচৌশক এবং আত্মপল্লব দ্বারা হোমের শুভ হয় । অশ্বখ, মালতী এবং দূর্বা দ্বারা হোমে দীর্ঘ-জীবন, আরোগ্য এবং পুত্রলাভ হইয়া থাকে । আর এই সকল বস্তু দ্বারা হোমে ভগবতী তৎকণাৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রদান করেন ।

\* ঘোর পতেৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† সন্তত দীপ্যতে ইতি কচিৎপাঠঃ ।

‡ ন শোভনম্ ইতি কচিৎ পাঠঃ ।



হোতব্য সৰ্বকালন্ত সাতত্যাৱবিচ্ছেদিনী \* ৷  
সৰ্বকালং স্তুতং শ্রোতুং নিমিত্তে চান্ধবিক্তমঃ ।  
বিশুদ্ধসৰ্পিষা যানি তানি নাজ বিবেচয়েৎ ৷ ১৫  
জানাবৰ্ণং শুভং গন্ধং সৰ্বহোমেষু লক্ষয়েৎ ।  
সংঘটৈঃ সংঘতাহ রৈঃ সৰ্বশাস্ত্রার্থপারগৈঃ ।  
জপহোমরতৈৰ্ভূপ ধারা দেয়া চ তদ্বিধৈঃ ৷ ১৭  
পাষণ্ডবিকলান্ লুকান্ ধৰ্ম্মপ্ৰেতাংস্বসদগ্ৰন্থান্ ।  
সৰ্বকালপ্রদায়ী তু ন বদেদ্রাবলোকয়েৎ ৷ ১৮  
মৃত্যুঞ্জয়মহাত্মচতুঃসপ্তাষ্টজাপিনা ।  
ভাব্যং বৈ নিত্যহোমে তু অন্তথা বিকলং ভবেৎ  
সামান্য য়া ভবেদ্ধারা অস্মিন্ জপাৎ শতং শতম্  
প্রাতৰ্দ্ধাহ্নসন্ধ্যাসু সৰ্বকামসমৃদ্ধয়ে ৷ ২০  
বসু ভবাং স্তুতমাজ্যং অমৃতং হবিঃ কামিকম্ ।  
তন্ত ধারা সদা দেয়া বসোর্দারা হি সা মতা ৷ ২১

বৎস! অৰ্কপুষ্পাদি দ্বারা হোমও সকল, সৰ্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি তাহাতেও হয়। সৰ্বকালে তদ্বারা হোম করিলে, শত্রুনাশ হয়। সকল সময়েই, নৈমিত্তিক কার্যেও স্তুত প্রশস্ত। বিশুদ্ধস্তুতহোমে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, এসব ভ্রব্যে সে ফলের আশা করিবে না। শিগা, বর্ণ এবং গন্ধে সকল হোমেই শুভাশুভ লক্ষ্য করা কর্তব্য। হে রাজন্! সংঘত, সংঘতাহার, জপহোম-পরায়ণ কার্যজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা বসু-ধারা সম্পাদনীয়। সৰ্বদা-বসুধারাদাননিরত ব্যক্তি পাষণ্ড, বিকল, লুক, ধৰ্ম্মবাহু এবং অসদগ্ৰন্থী লোকের সঙ্গে কথা কহিবে না; সেদিকে, চাহিবে না। নিত্যহোমে মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র সমগ্রাহুসারে চারিবার, সাতবার এবং আটবার জপ করিয়া নিত্যহোম করিবে; নতুবা তাহা বিকল হইবে। এতদ্বির সাধারণ বসুধারাতেই প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়াংকালে একশত করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিবে। ১১—২০। বসু, ভবা, স্তুত, মাজ্য অমৃত, হবি এবং কামিক (একার্থক শব্দ) ইহার ধারা সৰ্বদা দিতে হয়, সেই ধারার

\* সাতত্যাৱবিচ্ছেদিনী ইতি পাঠান্তরম্ ।

বসুনা স্বৰ্গকামেণ দক্ষেণ চ মহাস্বনা ।  
ময়া চ বিষ্ণুনা শক্র ক্রেদেণ চ সহোময়া \* ৷ ২২  
আত্মানঞ্চ স্বরূপেণ ধারায়ান্ত প্রদাপয়েৎ ।  
দেবী সারিধ্যমায়াতি সৰ্বকামপ্রদায়িকা ৷ ২৩  
তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র বসোর্দারাং প্রপাতয় ।  
নাতঃ পরতরং পুণ্যং বিদ্যাতে নৃপসত্তমঃ ।  
বসোর্দারাংপ্রদীনস্ত একাহমপি যন্তবেৎ ৷ ২৪  
নৃপেণায়ুষকামেণ পুত্রদারসুখার্থিনা ।  
দেয়া ধারা সদা বৎস রিপুনাশায় বুদ্ধিনা ৷ ২৫  
বিচ্ছেদো নিত্যহোমস্ত ন কার্যন্ত কদাচন ।  
মহাদোষমবাপ্নোতি যে তত্র বিমুখা নরাঃ† ৷  
ভব্যাতাবে স্তুতাতাবে নৃপতস্করজে ভবে ।  
যদি নো বহতে ধারা তদা চিদ্ৰং ন বিদ্যাতে ।  
হোমং কুহা ক্ষমায়েত দেবদেবীং নৃপোত্তমঃ ৷

নামই বসুধারা। স্বর্গাভিলাষী বসু এবং মহাস্বা দক্ষ এই বসুধারা দিয়াছিলেন। হে শক্র! আমি, বিষ্ণু, শিব, তুর্গা আমরা সকলেই বসুধারায় স্বরূপতঃ অধিষ্ঠিত হই। † বসুধারা-প্রদানের ফলে সৰ্ব্বাভীষ্ট-সাধিকা দেবী সারিহিতা হইয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! অতএব, তুমিও বসুধারা পাতন কর। একদিন বসুধারা দিলে যে পুণ্য হয়, তাহা হইতে অধিকতর পুণ্যজনক কার্য আর কিছুই নাই। হে মতিমন্ বৎস! দীর্ঘজীবনকামী, পুত্রার্থী, দারুণী সুখার্থী এবং শত্রুবধাভিলাষী ব্যক্তি সন্তত বসুধারা প্রদান করিবে। নিত্যহোমের বিচ্ছেদ কদাচ কর্তব্য নহে। যে সকল মানব নিত্যহোমে বিমুখ, তাহার মহাদোষ প্রাপ্ত হয়। তবে ধনাভাব নিবন্ধন স্তুতাতাবাদি হইলে, অথবা রাজভয় এবং চৌরভয়বশতঃ যদি নিত্য-

\* মহাস্বনা ইতি বা পাঠঃ ।

† নুনাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ ইন্দ্র-ব্রহ্ম-সংবাদ—অগস্ত্য নৃপবাহনকে বলিতেছেন; এই জন্ত সন্মোদন ও সন্মো-ধকের দ্বৈবিধ্য দেখা যায়।

পুনঃপ্রাপ্তৌ ভবেদ্ধোমঃ প্রতিষ্ঠাবিধিচৌদিতম্  
মহা আশ্বিনমাসে তু অষ্টমীনবমীষু চ ।  
কার্তিক্যাং মাঘচৈত্রে তু চিত্রায়াং রোহিণীষু চ  
বৈশাখ্যাস্ত প্রদাতব্যা জ্যেষ্ঠাং জ্যৈষ্ঠস্ত সন্তম্ ।  
আষাঢ়ে দ্বাদশীহোমমষ্টমৌপূর্ণিমানভৌ ॥ ২৯  
নভস্তে রোহিণী বৎস চতুর্থ্যাং স্বন্দজ্ঞে দিনে ।  
সংক্রান্তির্ষু চ সর্বাশু শুক্লসৌরিভবশু চ ।  
চন্দ্রস্বর্ঘ্যোপরাগেষু প্রতিষ্ঠাষষ্ঠকর্মণি ॥ ৩১  
শক্লোদ্ধয়ে প্রদাতব্যা জন্মপুষ্যাভিষেচনে ।  
মার্গে ত্রতনিবন্ধে চ শুভে বা কেতুদর্শনে ॥ ৩২  
গ্রহক্লোপসর্গেষু ধারা দেয়া \* শুভাবহা ॥ ৩৩  
এবং যো বাহয়েদ্ধারাং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ।  
তস্ত ভূঃ, সিধ্যতে সর্বা সনগা সহসাগরা ॥ ৩৪  
অশ্বমেধসমং পুণ্যং দিনহোমাৎ প্রজায়তে ।

বসুধারার ব্যাঘাত হয়, তবে তাহ তে দোষ  
নাই। হে রাজন্! হোম করিয়া দেবদেবীর  
কম্পন (কমণ্ড করিয় বসর্জজন) করিবে।  
পুনরায় সেই দেবদেবীকে আবাহন করিলে,  
প্রতিষ্ঠা-বিধিসম্মত হোমও করিতে হইবে।  
আশ্বিন মাসের মহাষ্টমী মহানবমী, কার্তিকী  
পূর্ণিমা, মাঘ (মার্গ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস  
হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ?) ও চৈত্র মাসের  
চিত্রা ও রোহিণী নক্ষত্র, বৈশাখী পূর্ণিমা,  
জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা, আষাঢ় মাসের দ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠ  
মাসে অষ্টমী ও পূর্ণিমা, ভাদ্রমাসে রোহিণী-  
নক্ষত্র এবং চতুর্থী তিথি, স্বন্দযজ্ঞ, সকল  
সংক্রান্তি, শুক্লসংকার, শনিসংকার, চন্দ্রগ্রহণ,  
স্বর্ঘ্যগ্রহণ, প্রতিষ্ঠাকর্ম, যজ্ঞকর্ম, শক্ল-  
ধ্বজোৎসব, জন্মতিথি, পুষ্যান্নান, যাত্রা,  
উপনয়ন অথবা অন্তবিধ আত্মাদায়িক কর্ম,  
উৎপাতদর্শন, গ্রহ-উপসর্গ এবং আভিচারিক  
উপসর্গে শুভাবহ বসুধারার প্রদান করিবে।  
যে রাজা এইরূপ শাস্ত্রদৃষ্ট কর্মানুসারে বসু-  
ধারার প্রদান করেন, শৈলসাগর-সমধিতা

বাজপেয়শতং রাজ্যাবগ্নিষ্টোমশতং তথা ॥ ৩৫  
আধয়ো ব্যাধয়ন্তস্ত ন ভবন্তি কদাচন ।  
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যমিহ চান্তে শিবীভবেৎ ॥ ৩৬  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বর্সৌদ্ধিরাধানবিধির্নাম  
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

### অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

শূলিনো ব্রহ্মণা প্রাপ্তমিত্রাচ্চ মম আগতম্ ।  
ময়্যপি তে যথা বৃত্তং তথা রাজন্ প্রকাশিতম্ ॥ ১  
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানীক মহাভয়বিমোক্ষদম্ ।  
মজ্জিতং শক্লগোবিন্দবাচম্পতিপিতামহৈঃ ॥ ২  
কুদ্রস্তোত্রং মহাদেব্যা বিষ্ণুরাধনঘোরজম্ ।  
বধং মহিষরূপস্ত ভূমৌ দেবাবহারণম্ ॥ ৩  
ত্রতং ধ্বজোদ্ধয়ং ধারামঙ্গলেষু পঠেৎ সদা ।  
দেব্যায়তনে দেবস্তা নক্লরস্ত হবেরপি ॥ ৪

বসুধারা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া থাকেন।  
দিনহোমে অশ্বমেধ-কলপ্রাপ্তি হয়, রাজ্রিহোমে  
শতবাজপেয়ফল ও শত অগ্নিষ্টোমফল হইয়া  
থাকে। তাঁহার কদাচ আধিব্যাধি হয় না,  
দীর্ঘজীবন, আরোগ্য এবং ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি হয়,  
শেষে শিবস্বলাভ হইয়া থাকে। ২১—৩৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

### অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—এই বৃত্তান্ত ব্রহ্মা  
শিবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র,  
ব্রহ্মার নিকট এবং আমি ইন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত  
হইয়াছি। রাজন্! এই বৃত্তান্ত যথাবৎ  
প্রকাশ করিলাম। ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং  
মহেশ্বরেরও মহাভয় নাশ করে। ইন্দ্র, গোবিন্দ,  
বাচম্পতি এবং পিতামহ, ইহা মজ্জিত করিয়া-  
ছেন। ত্রত, ধ্বজোদ্ধায়, ধারা এবং মঙ্গল-  
কার্যে কুদ্রস্তোত্র, মহাদেবী ও বিষ্ণুর আরা-

গোষ্ঠে চত্বরশৈলে বা গৃহে বা স্তূপনোরমে । ১  
 দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু ভোজয়িত্বা কুমারিকাঃ । ৫  
 তন্তুভিত্তাবিতান্ বিপ্রান্ সদবৃত্তাঙ্গান্ তৎপরান্  
 যথাশক্তি চ পূজ্যে তান্ হেমবস্ত্রবিভূষণৈঃ । ৬  
 ততস্তান্ স্বস্তি বাচিত্বা পূজয়িত্বা তু পুস্তকম্  
 স্তুগন্ধগন্ধধূপেন পুষ্পমালৈঃ সচন্দনৈঃ । ৭  
 ঘণ্টাচামরশোভাচ্যো দর্পণৈরুপশোভিতে ।  
 ত্রুকুলবস্ত্রভরণে দণ্ডযশ্মিনীবেশয়েৎ । ৮  
 বাচকং পূজয়িত্বা তু যথাবিভববিস্তরৈঃ ।  
 বাচয়েৎ তু ততো রাজান্ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । ৯  
 তদন্তে শাস্তিশব্দন্ত জনস্ত সনুপস্ত চ ।  
 গোত্রাঙ্গণপ্রজানাঙ্স্ত বনস্পতিমুখেষু চ । ১০  
 ক্ষত্রবিট্শূদ্রবালানাং সর্বমেব শুভং ভুবঃ ।  
 অনেন বিধিনা রাজান্ যঃ পঠেৎ শৃণ্বাদপি ।  
 চিন্তয়েদ্ বাচয়েদ্বাপি তস্ত পুণ্যফলং শৃণু । ১১  
 অশ্বমেধসহস্রস্ত বাজপেয়শতস্ত চ ।  
 অগ্নিষ্টোমমহাষ্টোমরাজস্বয়মহামৈথঃ ।

যৎ ফলং লভ্যতে তাত তৎফলং শতধা ভবেৎ

ধন, মহিষবধ, দেবীর অবতারণ ইত্যাদি পাঠ করিবে। দেবীগৃহে, দেবগৃহে, শঙ্কর অথবা হরিগৃহে, গোষ্ঠ, চত্বর, শৈল অথবা মনোহর গৃহে, দেবীর পূজা করিয়া কুমারী ভোজন করাইবে। সদাচারসম্পন্ন শাস্ত্রতৎপর দেবী-ভক্ত ব্রাহ্মণদিগের স্বর্ণ, বস্ত্র, ভূষণাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। পরে যথাবিধি পুস্তকের পূজা করিয়া, স্তুগন্ধ গন্ধ-ধূপ, পুষ্পমালা, চন্দন, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, বস্ত্র, আভরণ দ্বারা শোভিত করিয়া স্থাপিত করিবে। ১—৮। তৎপরে যথাবিহিত বাচকের পূজা করিয়া দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করাইবে। পাঠান্তে নৃপতির এবং গো, ব্রাহ্মণ, প্রজা, বনস্পতি প্রভৃতির শাস্তি পাঠ করিবে; ইহাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, প্রভৃতি সকলেরই শুভ হয়। হে রাজান্! যে ব্যক্তি এতাদৃশ বিধিপূর্বক পাঠ করে কিংবা চিন্তা করে, তাহার পুণ্যফল অবগণ কর। সহস্র অশ্বমেধ, শত

গজাতোয়াভিষেকাদ্যৈস্তীর্থৈ নৈমিষকরৈঃ ।  
 যৎ ফলং লভ্যতে রাজস্বতৎফলাদযুতাধিকম্ ॥ ১৫  
 ব্রহ্মহত্যাदिपापानां क्षमनं परमं यतम् ।  
 सर्वनृपार्थ-धर्माणां काममोक्षफलप्रदम् ॥ ১৫  
 পুত্রদং পত্নীদং তাত জয়দং সৌখ্যদং পরম ॥ ১৬  
 অনেন বিধিনা বৎস প্রাপ্নোতি অবগামঃ ।  
 ইহ কীর্তিঃ শ্রীঃ ব্রাহ্মীঃ পরত্র ভবতীলয়ম্ ॥ ১  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যাঃ স্তবপঠনমাহাত্ম্যঃ  
 নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শক্তি উবাচ ।

এবং সর্বপ্রদা দেবী যথা নাথ প্রবর্তিতা ।  
 তস্তাতং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যাপ্ত্যারাদন \* পূজনম্

বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, মহাষ্টোম, রাজস্বয় প্রভৃতি মহাযজ্ঞ দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া হয়, তাহার শতগুণ ফল হয়। গজাস্ত্রান, নৈমিষ-পুষ্করাদি তীর্থাভিষেক দ্বারা যে ফল লভ হয়, তাহা হইতে অমৃত গুণ ফল লভ হয়। এতাদৃশ ব্রহ্মহত্যাदि पाप नष्ट হয়, অর্থ ও ধর্ম্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কাম এবং মোক্ষফল প্রদান করে; পুত্র, পত্নী, জয়, সুখ ইত্যাদি লভ হয়। হে বৎস! এই বিধানানুসারে অবগু করিলেই কীর্তি এবং লক্ষ্মীলাভ হয় এবং পরলোকে পরম-পদপ্রাপ্তি হয় ১—১৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

ইন্দ্র বলিলেন, —আপনি সর্বদায়িনী দেবীর যথারূপ বর্ণনা করিলেন; এক্ষণে দেবীর ব্যাপ্তি আরাধন অবগ করিতে ইচ্ছা

ব্যাপ্তবোধন ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মোবাচ ।

নাপরা চাপরা দেবী পূৰ্ব্বং বী চ পুরন্দর ।  
 তস্তাবৎ ভক্তিমাপরঃ কথনাদেব বাসব ॥ ২  
 যদা সত্তাবতা তস্তা ব্যাপ্তিতাবেন বিদ্যতে ।  
 তদা যঃ সুররাজেন্দ্র শৃণুৈকমনাধুনা ॥ ৩  
 একা এব পরাশক্তিঃ সৰ্ব্বগা ব্যাপিনী কিল ।  
 সত্তাবাৎ কর্তৃরূপহাদ্ ভূতান্যোঃ পঞ্চা স্থিতা ॥  
 ভূততন্মাত্রবুদ্ধ্যাথে কৰ্ম্মবৰ্ণমনোধিষু ।  
 অহঙ্কারপ্রধানেন প্রভাবাৎ সা ব্যবস্থিতা ॥ ৫  
 হেমজন্তু মহাদণ্ডঃ সহস্রকিরণোজ্জলম্ ।  
 তৎক্ৰোটকসঙ্কাশং কোট্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ৬  
 শতকোটিপ্রবিন্ধ্যীং সমস্তাং পরিবর্তনম্ ।  
 তচ্চ বর্ষসহস্রেন দ্বিধাভূতং পুনস্ততঃ ॥ ৭  
 মূধ্যে তস্তাভবদ্বন্ধা চন্দ্রসূর্য্যোক্ষণো বিভূঃ ।  
 সকলভূদিবং ভূতং যং দিশো মনোগোচরম্ ॥  
 স সিস্কৃৎ প্রজাঃ সৰ্ব্বাস্তদাদেশেন বাসব ।  
 স এব স্থিতয়ে বিষ্ণুর্বিনাশে রুদ্রঃ সোহভবৎ ।  
 স্বাবরশ্চ চরশ্চাশ্চ দৃশ্যাদৃশশ্চ বাসব ॥ ৯

করি । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুরন্দর ! দেবী  
 পরা কি অপরা ইহা তোমাকে পূর্বে বলি  
 নাই ; কেবল যথারূপ বর্ণন মাത്രেই তুমি ভক্তি-  
 যুক্ত হইয়াছ । হে সুররাজেন্দ্র ! অধুনা একাগ্র  
 হইয়া শ্রবণ কর, যেরূপে ব্যাপ্তিতাবে দেবীর  
 সত্তাবতা তাঁহা বলিতেছি । সৰ্ব্বব্যাপিনী  
 পরমা শক্তি একমাত্র হইলেও স্বভাব ও  
 কর্তৃত্বহেতু ভূতাদি দ্বারা পঞ্চা বিভক্তা ।  
 সেই শক্তি অহঙ্কার, প্রধান, ভূত ও তন্মাত্র  
 প্রভৃতি সর্বত্র অবস্থিতা । তপ্তসুবর্ণসদৃশ  
 সমুজ্জল, কোটি-সূর্য্য-সমপ্রভ, সর্বত্রোভাবে  
 বর্ত্তুল, শত-কোটি যোজন বিস্তৃত যে মহৎ  
 অণু ; সেই অণু সহস্র বৎসরে দ্বিধা বিভক্ত  
 হয় । তদ্বদ্য হইতে ব্রহ্মা প্রাকৃত্ত হন ;  
 তাঁহার ছই চক্ৰ—সূর্য্য ও চন্দ্র । পরে পৃথিবী,  
 স্বর্গ, আকাশ, দিক্, মন প্রভৃতি কল্পিত হইল ।  
 শক্তির আদেশে, ব্রহ্মা, প্রজা সৃষ্টি করিতে  
 ইচ্ছা করিলেন । সেই ব্রহ্মা, প্রজাপালনের  
 জন্য বিষ্ণুরূপ ও সংহারার্থে রুদ্ররূপ ধারণ

জয়ায়ুজাওষেদানামুদ্ভিজ্জানাং তথৈব চ ;  
 নগনদসমুদ্রাণাং বিশেষস্তত্ত্ববোহ ভবৎ ॥ ১০  
 বিদ্যাবেদনবেদানাং ব্যঞ্জনৌ জননৌ তথা ।  
 মাতা মাতৃকভেদেন বর্ণভেদেন সা স্থিতা ॥ ১১  
 মন্ত্রতন্ত্রক্রিয়ামুদ্রাবিষভূতজরাতিষু ।  
 অত্রাপি তৎপ্রভাবেণ শমস্তে ভিষজ্ঞো রুদ্রঃ ॥ ১২  
 ন চ বর্ণাস্তরাভাব আশ্রমাণাং ক্রিয়াস্তথা ।  
 ইক্ষতে মন্ত্ররূপেণ সূর্য্যশ্চ ইব রশ্ময়ঃ ॥ ১৩  
 সা চ বর্ণক্রমাদ্ভূতা দ্বিজাতিব্রহ্মচারিণী ।  
 সঙ্করপ্রভবাণাঞ্চ বর্ণানাং ধরণোস্থিতা ॥ ১৪  
 আত্মিকিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডাখ্যা সা চ কীর্ত্তিতা  
 দীপ্তিঃ সূর্য্যো ক্ষমা ভূমৌ কান্তিশ্চন্দ্রে জলে প্লুতিঃ  
 জালা বহ্নৌ গতির্বাগ্নৌ ব্যোমি সা ব্যাপিনীভবেৎ  
 যজমানে তথা দীক্ষা ধারণা যোগিনামপি ।  
 প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাবতাং সা ভূ বাগ্মিনাস্ত সন্ন্যস্তী ॥ ১৮  
 লক্ষ্মীঃ সা তু ধনাঢ্যানাং সিদ্ধিঃ সিদ্ধীপ্সূনামপি  
 দয়া দয়াবতাং সা তু প্রীতিঃ প্রীতিমত্ৰামপি ॥

করিলেন । ক্রমে দৃশ্য, অদৃশ্য, স্বাবর, চরাচর,  
 জয়ায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, বৃক্ষ, নদ,  
 নদী, সমুদ্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইল । ১—১০ ।  
 সেই পরমা শক্তি, বিদ্যা, বেদ প্রভৃতির  
 ব্যঞ্জনৌ জননীরূপে এবং বর্ণভেদে মাতৃকারূপে  
 অবস্থান করিলেন । বিষ, ভূত ও জরাতি  
 বিষয়ে তিনি মন্ত্র তন্ত্র ও ক্রিয়ামুদ্রা হইলেন ।  
 তদীয়প্রভাবে বৈদ্যাগণ রোগ নিবারণে সমর্থ  
 হইল । বর্ণ, আশ্রম ক্রিয়া প্রভৃতি সূচাক-  
 রূপে সম্পন্ন হইল । তিনি সূর্য্যরশ্মির স্তায়  
 মন্ত্ররূপে সমস্ত দর্শন করেন । তিনি বর্ণক্রমে  
 ব্রাহ্মণ-ক্ৰিয়াদি এবং সঙ্কর প্রভৃতি বর্ণে  
 অবস্থান করেন । তিনিই আত্মিকিকী, ত্রয়ী,  
 বার্ত্তা এবং দণ্ডরূপা হইলেন । তিনিই  
 সূর্য্যের দীপ্তি, চন্দ্রের কান্তি, জলের তারঙ্গ,  
 আগ্নির জালা, বায়ুর গতি, আকাশের ব্যাপ-  
 ক, যজমানের দীক্ষা, যোগীদের ধারণা,  
 বুদ্ধিমান-লোকের প্রজ্ঞা, বাগ্মীদিগের সন্ন্যস্তী,  
 ধনাঢ্যদিগের লক্ষ্মী, সিদ্ধিকামীদিগের সিদ্ধি,



ধারা ঘড়ো জ্যাধুবি শকো বাদ্যোষু স্যাম্বুতা  
পরন্তু সা পরন্তেন শবন্ত শিবগামিনী ।  
ভক্তিযুক্তিপ্রদা দেবী ব্রহ্মাদীনাস্ত সামতা ॥ ২০ ॥  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে বাপ্তিপ্রশংসা নানৈকোন-  
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু তন্তু সুরাধিক্য আরাধনবিধিং পরম ।  
যথা সা তোসিতা পূর্বং শঙ্করাদৈঃ কলেপুভিঃ  
কর্ষয়ন্তেন দেবেণ তথা হমপি পূজয় ॥ ১ ॥  
শঙ্কঃ পূজয়তে দেবীং মন্ত্রশক্তিময়ীং শুভাম্ ।  
অক্ষমানকরো নিত্যং তেনাসৌ বিভবান্নবঃ ॥ ২ ॥  
অহং শৈলময়ীং দেবীং যজামি সুরসত্তম ।  
তেন বন্ধুহমেবেদং ময়া প্রাপ্তং সুতর্লভম ॥ ৩ ॥  
ইন্দ্রনীলময়ীং দেবীং বিষ্ণুর্চর্যতে সদা ।  
বিষ্ণুহং প্রাপ্তবাংস্তেন অভূতঃ কংসনাশনম্ ॥ ৪ ॥

দয়ালুব দয়া, প্রীতিযুক্তের প্রীতি, খড়্গের  
ধারা, ধনুর গুণ এবং বাদ্যের শব্দস্বরূপ ।  
তিনি পরমা শক্তি, এইজন্তু পরম-পুরুষ  
শিবই তাঁহাকে পাইয়াছেন । তিনি ব্রহ্মাদি  
দেবগণের ভক্তি-যুক্তি প্রদায়িনী ॥ ১১—২০ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরাধিক্য । এক্ষণে  
দেবীর আরাধন-বিধি শ্রবণ কর । কলকামনায়  
শঙ্কর প্রভৃতি, যেরূপ দেবীকে পরিতুষ্টা করিয়া  
ছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর্ষয়ন্তু হারা তাঁহার  
পূজা কর । মহাদেব হস্তে অক্ষমালা লইয়া  
নিত্য মন্ত্রশক্তি-ময়ী দেবীর পূজা করেন, এই  
জন্তু তিনি বিভবান্নব । হে সুরসত্তম ।  
আমি শৈলময়ী দেবীর পূজা করি, তজ্জন্তুই  
আমি এই সুতর্লভ ব্রহ্মপদ পাইয়াছি । বিষ্ণু  
সর্বদা ইন্দ্রনীলময়ী দেবীর পূজা করেন, এই-

দেবীং হেমময়ীং কান্তাং ধনদোহর্চয়তে সদা ।  
তেনাসৌ ধনদো দেবঃ নেশত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৫ ॥  
বিশ্বদেবা মহাত্মানো রোপ্যাং দেবীং মনোহরাম  
যজন্তি বিধিবস্তন্ত্যা তেন বিশ্বহমাপ্নুয়ঃ ॥ ৬ ॥  
বায়ুঃ পূজয়তে তন্ত্যা দেবীং পিতৃলসত্তবাম্ ।  
বায়ুহং তেন তৎ প্রাপ্তমনোপম্যন্ত্যাপহম্ ॥ ৭ ॥  
বসবঃ কামিকাং দেবীং পূজয়ন্তে বিধানতঃ ।  
প্রাপ্তবংস্তন্বহাত্মানো বসুহং সুরহোদয়ম্ ॥ ৮ ॥  
অগ্নিনো পার্থিবীং দেবীং পূজয়তো বিধানতঃ ।  
তেন তাবগ্নিনো দেবো দিব্যদেহগতাবুভৌ ॥ ৯ ॥  
স্ফাটিকীং শোভনাং দেবীং বরুণোহর্চয়তে সদা ।  
বরুণহং হি সংপ্রাপ্তং তেন ঋক্যা সমন্বিতম্ ।  
দেবীমন্নময়ীং পুণ্যামগ্নির্যজতি ভাবিতঃ ।  
অগ্নিহং প্রাপ্তবাংস্তেন হেজোরূপসমন্বিতম্ ।  
তায়ং দেবীং সদাকালং তন্ত্যা দেবো দিবাকরঃ  
অর্চতে তেন সংপ্রাপ্তং তেন সূর্য্যহমুত্তমম্ ।  
মুক্তাকলময়ীং দেবীং সোমঃ পূজয়তে সদা ।  
তেন সোমোহপিসোমহং স প্রাপ্তঃ সত্যতোজ্জলম্  
প্রবালকময়ীং দেবীং যজন্তে গুহকাদয়ঃ ।

জন্তু তিনি সনাতন সম্পদ পাইয়াছেন ।  
কুবের সর্বদা স্বর্ণময়ী দেবীর পূজা করেন,  
তজ্জন্তুই তিনি ধনেশ্বর হ লাভ করিয়াছেন ।  
মহাত্মা বিশ্বদেবগণ, রোপ্যময়ী দেবীর পূজা  
করেন, এইজন্তু তাঁহারা বিশ্বদেব হ লাভ  
করিয়াছেন । বায়ু, সর্বদা পিতৃলময়ী দেবীর  
পূজা করেন, এইজন্তু তিনি সুরগণাবহ বায়ু হ  
লাভ করিয়াছেন । বসুগণ কামিকা দেবীর  
পূজা করিয়া বসু হ প্রাপ্ত হইয়াছেন । অগ্নিনী  
কুমারহর দেবীর পার্থিব মূর্তির পূজা করিয়া  
দিব্যদেহ লাভ করিয়াছেন । বরুণ দেবীর  
স্ফাটিকমূর্তির পূজা করেন বলিয়া তিনি  
মহর্কিসম্পন্ন বরুণ হ লাভ করিয়াছেন ॥ ১—১০ ॥  
অগ্নি সর্বদা অন্নময়ী দেবীর পূজা করেন বলিয়া  
সর্বতেজোময় অগ্নি হ লাভ করিয়াছেন ।  
দিবাকর, তায়ময়ী দেবীর পূজা করিয়া উত্তম  
পদ সূর্য হ পাইয়াছেন । চন্দ্র, মুক্তাকলময়ী  
দেবীর আরাধনা করিয়া সমুজ্জল রূপ প্রাপ্ত

তেন ভোগবলোপেতাঃ প্রয়াস্তীশ্বরমন্দিরম্ ॥১৪  
বজ্রলোহময়ীঃ দেবীঃ যজন্তে মীতরঃ সদা ।  
মাতৃহং প্রাপ্য তাঃ সৰ্বাঃ প্রয়াস্তি পরমং পদম্  
এবং দেবাঃ সগন্ধৰ্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাদ্ ।  
পূজয়ন্তে সদাকালং চার্চিকাং সুরনাথিকাম্ ॥  
তথা হুয়পি দেবেশ্ব যদৌপাস পরাং গতিম্ ।  
শিবাং মণিময়ীং পূজ্য লভতে মনসৈষিতান্ ॥  
কামান্ সুরবরাধ্যক্ষ কামিকৈঃ পূজিতা সদা ।  
দদাতি সৰ্বলোকানাং চিন্তামণিৰ্থা শিবা ॥ ১৮ ॥  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে দ্রব্যবিধিপূজাদেবীমাহাত্ম্য  
নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভূয়ন্তে সংপ্রবক্ষ্যামি দেবারাধনমন্তঃসম্ ।  
যং কৃৎস্না সৰ্বকামাণাং ব্যাপ্তিস্তৃপ্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥  
দন্তিদন্তমদৈদৈতৌহেমবটকৈঃ সুশোভনৈঃ ।

হইয়াছেন।- শুভকগণ প্রবালময়ী দেবীর  
পূজা করিয়া সৰ্বভোগ-বলসম্পন্ন হইয়াছেন ।  
মাতৃগণ বজ্রলোহময়ী দেবীর পূজা করিয়া  
মাতৃরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই-  
রূপে দেবতা, গন্ধৰ্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস  
প্রভৃতি সকলে, সৰ্বদা সুরনাথিকা চার্চিকা-  
দেবীর পূজা করিয়া থাকে । হে দেবেশ্ব !  
তুমিও যদি পরমগতি লাভ করিতে ইচ্ছা কর,  
তবে মণিময়ী দেবীর পূজা করিয়া ঈশ্বরত্ব ফল  
প্রাপ্ত হয় । হে সুরবরাধ্যক্ষ ! সন্ধ্যা হইয়া  
দেবীর আরাধনা করিলে তিনি চিন্তামণির আশ  
সৰ্বকল প্রদান করেন । ১১—১৮ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবীর আরাধনের বিষয়  
পুনৰ্বার বলিতেছি ; যাহা করিলে সৰ্বকামনা-  
কললাভ হইতে পারে । হস্তিদন্ত, সুবর্ণ,

বিচিত্রপদ্মরাগাদৈর্ঘ্যনিভিশ্চাপশোভিতৈঃ ।  
রথঃ তৈঃ কারয়েদেব্যাঃ সপ্তভৌমং মনোহরম্ ।  
তুফলবনসংছন্নমর্দকচন্দ্রেন শোভিতম্ ॥ ৩  
ঘণ্টাকিকিণীশবট্টৈঃ চামরৈঃ কন্দুকাষিতৈঃ ।  
পতাকাধ্বজশোভাঢাং দর্পনৈরুপশোভিতম্ ॥  
তং রথং পূজয়েচ্ছত্র জাতীকুসুমমন্দকৈঃ ।  
পারিজাতকপুটৈশ্চ যক্ষকর্দমচন্দনৈঃ ॥ ৫  
সুগন্ধিধূপিতং কৃৎস্না দেবীং তত্র নিবেশয়েৎ ।  
প্রতিমাং শোভনাং বৎস মহাসুরক্ষয়ঙ্করীম্ ॥ ৬  
পূজয়েদ্রথবিগ্ৰহাং সৰ্বমঙ্গলমঙ্গলাম্ ॥ ৭  
ভূগা কাত্যায়নী দেবী বরদা বিদ্যাবাসিনী ।  
নিমন্তন্তুমর্থনী মহিষাসুরঘাতিনী ॥ ৮  
উমা কুমাবতী মাতা শঙ্করশার্দকায়িকা ।  
প্রসীদতু সদা মেহং যচ্চ না বাঞ্ছিতং হৃদি ॥  
অনেন বলিপূর্বকং নমস্কারযুতেন চ ।  
পূজয়িত্বা ততো নেয়া সমস্তাপসরগীতকৈঃ ॥ ১০

বিচিত্র পদ্মরাগমণি প্রভৃতি দ্বারা দেবীর  
বিচিত্র রথ নির্মাণ করিবে এবং তাহাতে  
মনোহর বনাদি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া অর্ধচন্দ্র  
নির্মাণ করিবে । তাহার চতুর্দিকে ঘণ্টা  
কিকিণী প্রভৃতি বাদ্যশব্দ করিতে হয় । চামর  
ধ্বজ পতাকা দর্পণ প্রভৃতি চতুর্দিকে শোভিত  
হইবে । হে শত্রু ! জাতি পারিজাত প্রভৃতি  
পুষ্প এবং যক্ষকর্দম চন্দনাদি দ্বারা সেই রথের  
পূজা করিয়া সর্বত্র সুগন্ধি ধূপ দ্বারা ধূপিত  
করিয়া তন্মধ্যে দেবীকে স্থাপিত করিতে হয় ।  
সৰ্বমঙ্গলমঙ্গলা, মহাসুরক্ষয়ঙ্করী সুশোভিতা  
দেবীপ্রতিমা রথে স্থাপিত করিয়া পূজা  
করিবে । অনন্তর—“ভূগা, কাত্যায়নী, দেবী  
বরদা, বিদ্যাবাসিনী, নিমন্তন্তুমর্থনী, মহিষা-  
সুরনাশিনী, উমা, কুমাবতী, মাতা শঙ্করের  
অর্দ্ধাঙ্গশোভিনী, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,  
হৃদয়ের অভীষ্ট ফল প্রদান করুন” এই  
বলিয়া পরে বলিপ্রদানপূর্বক নমস্কার করিবে ।  
এইরূপে দেবীর পূজা করিয়া মঙ্গলগীতাদি  
করিতে করিতে দেবীকে স্থানান্তরে লইবে

পঞ্চমীসপ্তমীপূর্ণানবম্যেকাদশীষু চ ।  
তৃতীয়া শিববিগ্নেন দিবসে বৎসরেষু চ ॥ ১১  
মহানদীনদসঙ্গপৰ্বতশ্রবণেষু চ ।  
তত্র মণ্ডপবিন্যাসং মহাদার্কিষ্টনিশ্চিতম্ ॥ ১২  
শৈলং বা মৃন্ময়ং বাপি কুহা বাস্তু বিভাবিতম্ ।  
সৰ্বলক্ষণসম্পূর্ণং সৰ্বশোভাসমম্বিতম্ ॥ ১৩  
পূৰ্বে চ কারয়েচ্ছক্ৰ পশ্চাদযাত্রাং প্রচক্ৰিবে ।  
মহাজনপদোপেতাং মহান্নসজ্জসঙ্কুলাম্ ॥ ১৪  
সৰ্বান্নপাননৈবেদ্যৈঃ সমস্তৈরপি পূজয়েৎ ।  
দদ্যাচ্চ দিগ্বলিং শত্রুং সৰ্বদিগু সমম্বিতঃ ।  
ভূতবেতালসজ্জস্ত মন্ত্ৰেণানেন স্তব্রত ॥ ১৫  
জয় হং কালি ভূতেশি \* সৰ্বভূতসমারুতে ।  
রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ন শিবপ্রিয়ে †

১—১০ । পঞ্চমী, সপ্তমী, পূর্ণিমা, নবমী, একাদশী, তৃতীয়াদি দিবসে মহানদী নদ পৰ্বত শ্রবণ প্রভৃতি স্থানে মণ্ডপ বিন্যাস করিবে । পূৰ্বে সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন সৰ্বশোভাসমম্বিত শৈল কিংবা মৃন্ময় বাস্তু কল্পিত করিয়া পরে যাত্রা করিবে । যাত্রাকালে মহাজনপদ ও রমণীহৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ অন্নপান নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে । নানাদিকে, ভূত ও বেতালসমূহের জন্ত মন্ত্র দ্বারা (ক) দিগ্বলি প্রদান করিবে । 'ক' মন্ত্রার্থ—মাতঃ দুর্গে ! আপনি সৰ্বকাম ও অর্থ দান করেন ; আপনার জয় হউক । হে কালি ! হে ভূতেশি । আপনি সৰ্বভূতসমারুতা, আমাকে নিজ ভূতগণ হইতে রক্ষা করুন, এই বলি গ্রহণ করুন এবং

\* কালি সৰ্বেশে ইতি কচিৎ; কলিভূতেষু ইতি চ কচিৎ ।

† সদাপ্রিয়ে ইতি কচিৎ পাঠঃ, নমোদন্ত ভে ইতি চ কচিৎ ।

(ক) মন্ত্র—জয় হং কালি ভূতেশে সৰ্বভূতসমারুতে । রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ন নমোহস্ত তে । মাতৃমাতৃবরে দুর্গে সৰ্বকামার্থসাধিনি । অনেন বলিদানেন সৰ্বান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে ।

মাতৃমাতৃবরে দুর্গে সৰ্বকামার্থসাধিনি ।  
অনেকবলিদানেন সৰ্বান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে ।  
এবং-দত্তা বলিং শক্ৰ ততো দেব্যাবতারয়েৎ ।  
বিন্যসেত্তদ্রূপীঠে তু মণ্ডলৈরুপশোভিতাম্ ॥ ১০  
তত্রস্থানং পূজয়েদ্দেবীং তৈমরূপৈশ্চ তাত্রজৈঃ ।  
কলসৈশ্চ সহস্রৈশ্চ গন্ধোদকপ্রপূরিতৈঃ ॥ ১১  
সমস্তকলসম্পূর্ণৈর্ঘণ্টাইরথ পল্লবৈঃ  
স্নাপয়েদেকমেकेन রত্নগৰ্ভৈর্নবদৃঢ়ৈঃ ॥ ২০  
বেদমঙ্গলশব্দেন শব্দবাদিত্রিনিব্বতনৈঃ ।  
বেণুবীণামৃদঙ্গৈশ্চ ঘণ্টাকিঙ্কণীরাবৃত্তৈঃ ॥ ২১  
স্নাপয়িত্বা ততো দেবীং নিষ্মায়েৎ হৃকুলৈঃ শূতৈঃ  
গোময়াদিকৃতৈঃ পদ্মদীপবর্ত্ত্য বিবোধিতৈঃ ।  
শক্তিকৈর্নানিকাবর্ত্তৈঃ শৈলান্নোলোৎপলোৎপলৈঃ  
যবশাল্যকুরোস্তির্নৈর্ঘববাসসমম্বিতৈঃ ।  
প্রত্যেকঞ্চ দহেদুপং প্রত্যেকং কলসৈঃ স্নপেৎ ॥  
তথা কর্পূরকোদেন চন্দনৈঃ কুঙ্কুমেন চ ।  
গোরোচনাসম্মেতেন দেবীমানিষ্য পূজয়েৎ ॥ ২৪  
হেমজৈর্জাতিজৈর্নান্যৈঃ রত্নজ্ঞানৈঃ স্নপেৎ কথং ।

আমাকে সৰ্বকামনা কল দান করুন । হে শক্ৰ ! এইরূপে বলি প্রদানপূর্বক দেবীকে নামাইয়া মণ্ডলাদিশোভিত ভূপীঠে স্থাপন করিবে । অনন্তর পূজা করিবে । স্বর্ণরৌপ্য তাম্রাদিনির্মিত কলসে সহস্রকলস গুচ্ছজন দ্বারা স্নান করাইবে । স্নানের কলস-সমূহ নূতন, দৃঢ় এবং রত্নগৰ্ভ হইবে । ১১—২০ । জনপরিপূর্ণ এবং তদুপরি যজ্ঞীয় পল্লব থাকিবে । স্নানের সময়ে বেদপাঠ, শব্দ, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, কিঙ্কণী প্রভৃতি মঙ্গল-বাদ্য করিবে । স্নানান্তে বস্ত্র দ্বারা দেবীর গাত্র প্রোঙ্কন করিবে । আর প্রত্যেক কলস দ্বারা স্নান করাইবার সময়ে গোময়াদি দ্বারা পদ্ম নির্মাণ করিয়া দীপবর্ত্তি প্রজ্জ্বলিত করিবে এবং জল কলসমধ্যে শক্তিক নীলোৎপল উৎপল যব-শালি প্রভৃতির অঙ্কুর এবং পল্লব প্রভৃতি সমম্বিত করিবে । প্রত্যেক-কলসস্নানের সময় এক একবার ধূপদান করিবে । কর্পূরচূর্ণ, চন্দন, কুঙ্কুম, গোরোচনা প্রভৃতি দেবীর সৰ্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া পূজা

বাসোভিঃ স্মনৈশ্চিহ্নৈঃ পুনধূপং সমুৎকিষেৎ ।  
ভক্যেৎ তু তথা কন্তাং দ্বিজানি দীনান্

সুহৃৎখিতান্

ভক্যাতোজ্যায়পানেন তত্র সর্বাংশে ত্রীণয়েৎ ।  
ভোজয়িত্বা কমায়েত দেবী মে ত্রীণতামিতি ।  
তথা দেব্যা রথে কৃত্বা পুনরেব গৃহং নয়েৎ ।  
মহতা জনসভেভন সমস্তবিভবান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥  
শান্তরেণুপথং সর্বং পুষ্পদূর্বাঙ্কতৈর্জলৈঃ ।  
প্রক্ষিপ্যমাণৈঃ কন্তাভিঃ স্ত্রীভির্ভলবাদিভিঃ ।  
সলিলেন পথি পাংস্তং কৃত্বা পঙ্কং প্রচক্রিরে ।  
পুৰ্ণশোভাং পথিশোভাং দ্বারশোভাং গৃহে গৃহে  
কারয়ীত তথা শক্র সর্ববাধাং নিবারয়েৎ ॥ ৩০ ॥  
অচ্ছেদ্যাস্তরবস্ত্রান্নি প্রাণিহিংসাং বিবর্জয়েৎ ।  
বন্ধনহা বিমোক্তব্য্য বধ্যা ক্রোধাদিশত্রবঃ ॥ ৩১ ॥  
অকালকৌমুদীং শক্র রথযাত্রাস্ত কারয়েৎ ।  
সর্বদা সর্বদেবৈস্ত শঙ্করাটোঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩২ ॥

করিবে। স্বর্ণনির্মিত মালা, রত্নমালা, জাতি-  
মালা এবং নানাবিধ বস্ত্র দান করিবে এবং  
পুনঃপুনঃ ধূপ দান করিবে। অনন্তর, ব্রাহ্মণ  
কুমারী প্রভৃতি ভোজন করাইয়া দীন হুঃখী  
সকলকেই ভক্য বস্ত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে।  
তৎপরে “দেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” এই  
বলিয়া কমা প্রার্থনা করিবে। তদনন্তর দেবীকে  
রথে লইয়া পুনর্বার গৃহে আনয়ন করিবে।  
যাত্রাকালে লোকে আপন আপন বিভবা-  
নুসারে সজ্জিত হইয়া গমন করিবে। পথে ধূলি  
অপসারিত করিয়া নারীগণ মঙ্গলশব্দ করিতে  
করিতে পুষ্প দূর্বা অঙ্কুত প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত  
করিবে। পথের ধূলি কদমরূপে পরিণত হয়,  
এরূপ ভাবে জনসেক করা আবশ্যক। ঘরে  
ঘরে দ্বারশোভা অন্তঃপুরশোভা পথশোভা  
সম্পাদিত হইবে এবং পঙ্ক কোন বিঘ্ন থাকিবে  
না। তৎকালে ব্রহ্মাদি চ্ছেদন প্রাণিহিংসা  
এবং কাহারও প্রতি ক্রোধাদি বর্জন করিবে,  
অধিক কি, বন্ধ ব্যক্তিকেও মুক্ত করিবে, হে  
শক্র! অকালকৌমুদীস্বরূপ রথযাত্রা এইরূপে

রথযাত্রা তদা শক্র সুরৈঃ স্বর্গৈঃ সদা কৃত্য ।  
তথা কিম্বরগন্ধর্কৈর্ভূপাতালনিবাসিভিঃ ॥ ৩৩ ॥  
রথযাত্রাপ্রভাবেন মোদন্তে দিবি দেবতাঃ ।  
আদিত্যো রথযাত্রাকুদ্ভঞ্জন নভসঃ ক্রমেৎ ॥ ৩৪ ॥  
দেবা দিব্যবিমানিহা রথযাত্রাপ্রভাবতঃ ।  
ক্রৌড়ন্তে বিবিধৈর্ভোগৈঃ সর্বাভক্যবিবর্জিতাঃ ।  
তথা হমপি দেবেস্ত রথযাত্রাকরো ভব ।  
শিবায়াঃ শিবদাতায়াঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৬ ॥  
অগস্ত্য উবাচ ।

রথযাত্রাশ্রিতং পুণ্যং ব্রহ্মণো বাসবস্ত তু ।  
পূর্বং যৎ কথিতং তাত তৎ তে সর্বং ময়াখিলম্  
খ্যাপিতং যাত্র সন্দেহো দেবীমাহাখ্যামুত্তমম্ ।  
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্যপি ভক্তিমান্ নৃপসত্তম ॥ ৩৮ ॥  
স সুখং যশঃ সৌভাগ্যং পুত্রপ্রাপ্তিং যথোপিতাম্  
লভতে নাত্র সন্দেহ ইত্যেবং ব্রহ্মণোহববোৎ ॥  
সুবলেন হুতে রাজ্যে পুরা শক্রস্ত কীর্তিতা ।  
ধনদস্ত পুরা প্রোক্তা বরুণস্ত চ বায়ুনা ॥ ৪০ ॥

সম্পন্ন করিতে হয়। শঙ্করাদি দেবগণ রথযাত্রা  
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং দেবগণ সকলেই  
রথযাত্রা করিয়া থাকেন। কিম্বর, গন্ধর্ব্ব,  
পৃথিবীবাসী ও পাতালবাসী সকলেই রথযাত্রা  
করিয়া থাকে। দেবগণ রথযাত্রা-প্রভাবে  
স্বর্গসুখ ভোগ করেন। আদিত্যদেব রথযাত্রা  
করেন বলিয়ান্তিনি রথ দ্বারা আকাশ পথ  
অতিক্রম করেন। দেবগণ রথযাত্রা-প্রভাবে  
বিমানারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগসুশ্রব হইয়া  
নির্ভয়ে ক্রৌড়া করেন। হে দেবেস্ত! তুমিও  
পরমসমাধি-যুক্ত হইয়া শিবদায়িনী শিবায় রথ-  
যাত্রা করিতে সমর্থ হও। অগস্ত্য বলিলেন;—  
তাত! রথযাত্রার পুণ্যকল ব্রহ্মা ইন্দের কাছে  
যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদয় বলিলাম, এ বিষয়ে  
কোন সন্দেহ নাই। আর ব্রহ্মা ইন্দ্রও বলিয়া-  
ছেন যে, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক, দেবীমাহাখ্য  
পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সুখ, যশ, সৌভাগ্য,  
পুত্র ইত্যাদি বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। পূর্বে  
সুবল কর্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে ইন্দ্র, কুবের,



হুতে স্থানে হুতা তেন তথা শ্রুত্বা চ নির্ধৃত্যে ।  
ভূজীত পরমা স্বষ্ট্যা পুরী ভোগবতী শুভা ॥ ৪১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রথযাত্রাবিধিমহাত্ম্যং  
নামৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বাত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

রথযাত্রাসুমাহাত্ম্যং ব্রহ্মণা উপবর্ণিতম্ ।  
শ্রুত্বা প্রীতিং পরাং জগৎ কৰ্ম্মযোগমপৃচ্ছত ॥ ১

শক্র উবাচ ।

ভগবন্ দেবতাগারমর্চ্যাস্থাপনপূজনম্ ।  
সংমার্জ্জনমুপলপং দীপবৈতানজং কলম্ ॥ ২  
কুত্বা দেব্যা হশেষস্ত কিং লভন্তে অবৌহি নঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

গঙ্গানন্দবিদ্যাভিমুজ্জয়িতামথার্বুদে \* ।  
হিমবন্নিষধে দ্রোণে সান্নিধ্যাৎ তিষ্ঠতে শিবা ।

বরুণ, বায়ু এবং নৈঋত প্রভৃতি সকলে  
দেবীমাহাত্ম্য্য অবগণ করিয়া স্ব স্ব ভোগবতী  
পুরী প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়া-  
ছিলেন । ২১—৪১ ।

একত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

বাত্রিশ অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—ব্রহ্ম কৰ্ত্তৃক বর্ণিত  
রথযাত্রা-মাহাত্ম্য্য অবগণ করিয়া পরম প্রীতি  
হইয়া ইহ পুনর্বার কৰ্ম্মযোগ জিজ্ঞাসা করি-  
লেন । ইহ বলিলেন,—ভগবন্! দেবতা  
এবং গো সকলের অর্চনা, স্থাপন, পূজন  
এবং দেবীর সংমার্জন, উপলপ, দীপদানাদি  
অমুষ্ঠান করিলে কি ফল হয়, তাহা বর্ণনা  
করুন । ব্রহ্ম বলিলেন,—গঙ্গা, নন্দ্যদা,  
বিদ্যাভি, হিমালয় প্রভৃতি স্থানে দেবী সর্বদা

নদীতীরে চতুর্দুর্গরথ্যাপিত্ববনেষু চ ।  
স্থাপিতা ভবতে দেবী সর্বকার্য্যার্থসিদ্ধিদা ॥ ৫  
মারণং শক্রবর্গস্ত পিতৃস্থানে সমর্চিতা ॥ ৬  
একলিঙ্গজন্মশৈলগৃহগোষ্ঠত্রিকণ্টকে ।  
পূজিতা যত্র দ্রব্যাকাং সুখদারোগাদা ভবেৎ ॥  
তথা চ সর্বগাঃ সর্বৈশ্মোক্ষদা পূজিতা মতা ।  
শুরো মেবাগতে শক্র দেবার্চ্যাঃ যঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ  
ইহৈব স ভবেদ্ ধন্তো যতো গচ্ছেৎ পরং পদম্  
তস্মান্নোষণতে শক্র উক্তমা নবমী মতা ।  
মহাদ্যম্মিন্ নমোহনন্তঃ সমঞ্চ \* সর্বকামদম্ ॥৯  
দেবী তত্র তদা শক্র পাং শুভা অপি স্থাপিতা ।  
ভবতে কলদা পুংসাং কর্কিষে চ বৃষধ্বজম্ ॥  
মম দৃষ্টিগতং কুত্বা অজোমাধবকন্তসম্ ॥  
স্থাপয়েদেবদেবেশং সর্বকামার্থিনো যদি ॥ ১১  
বিশেষঃ কথিতশ্চাত্ৰ সর্বকালেহপি মঙ্গলা ।

সন্নিহিতা থাকেন । নদীতীরে, চতুর্দুর্গে,  
রথ্যা এবং শ্মশানে দেবীকে স্থাপিতা করিলে  
সর্বকার্য্যসিদ্ধি হয় । শ্মশানে দেবীর অর্চন  
করিলে শক্রমারণ সিদ্ধ হয় । বিশেষ বিশেষ  
বৃক্ষ, শৈল, গৃহ, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে  
দেবীর পূজা করিলে, পুত্র আরোগ্য সুখ,  
দ্রব্যাদি লাভ হয় । সর্বত্রই দেবীর আরাধন  
করিলে মোক্ষলাভ হয় । বৃহস্পতি মেঘরাশি  
প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি দেবীর অর্চনা করে,  
সে ইহলোকে ধন ও পরলোকে পরমপদ  
লাভ করে । অতএব হে শক্র! মেঘস্বিতা  
নবমী উক্তমা নবমী, ইহাকে মহানবমী বলে ।  
ইহাতে দেবীর আরাধনা করিলে সর্বলোকে  
সমান ফল প্রাপ্ত হয় । অধিক কি, ঐ দিবস  
পাং শুভা দ্বারা দেবী-নির্মাণ করিয়া পূজা  
করিলেও ইষ্ট ফল লাভ হয় । যদি কেহ  
সর্বাভীষ্ট লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে  
বৃহস্পতি কর্কিষ হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেব-  
গণের মহেশ্বরের সমভাবে পূজা করিবে ।

\* মহাদ্যম্মিন্ নামানং তৎসমম্ ইতি

যেন কেনচিদ্রব্যেণ সৰ্বকামফলপ্রদা ॥ ১২  
 তথা যে সিদ্ধগন্ধৰ্বা নৃপা বা রাজ্যাকাঙ্ক্ষিণঃ ।  
 তে যজন্ত সদা দেবীং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১৩  
 ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসোহত্র কারণম্ ।  
 বৰ্ষমশ্ব প্রভাবপ্তু দেব্যায় ভক্তিকারণম্ ॥ ১৪  
 দেব্যামেব সমং ঋকং বেলাকরণবাসরম্ ।  
 পূজিতা বিধিনা শত্রু নৃণাং ভোগানি প্রযচ্ছতি  
 হেমভাবা চ মুদুকৌ শৈলচিত্রাক্ষসাপি বা ।  
 শক্তিশূলেহজিতা দেবী সৰ্বকামফলপ্রদা ॥ ১৬  
 যো যশ্চ আয়ুধঃ প্রোক্তস্তস্মিন্স্থং প্রতিপূজয়েৎ  
 দেবী শক্ত্যর্চিতা পুংসা রাজ্যায়ুঃসুতসৌখ্যদা  
 যাম্যে ব্রহ্ম ভবেৎ কোটৌ রক্তবর্ণো জবোপমঃ  
 মধ্যো ক্রুধ ঋজুঃ শুক্লো বামে ক্রুৎস্ততো হরিঃ ।  
 বেদযজ্ঞগ্রহা নগা লোকেশাঃ সচরাচরাঃ ।  
 শূলে সম্পূজিতে বৎস সৰ্বঃ ভবতি পূজিতম্ ॥  
 বাক্ষীং বা শৈলজাং বাপি রত্নধাতুময়ামপি ।

আর বিশেষ এই যে, সকল সময়েই যে  
 কোন দ্রব্যদ্বারা দেবী সৰ্বমঙ্গলার আরাধনা  
 করিলে সৰ্বফল লাভ হইতে পারে । কি  
 সিদ্ধ, কি গন্ধৰ্ব, কি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী নরপতি,  
 সকলেই বিধিপূর্বক দেবীর আরাধনা করিবে ।  
 দেবীর আরাধনার বিষয়ে তিথি, নক্ষত্র,  
 উপবাস ইত্যাদির নিয়ম নাই, ভক্তিই মূল  
 কারণ । বেলা, কৰ্ণ, নক্ষত্র, দিন ইত্যাদি  
 দেবীর নিকট সবই সমান ; বিধিপূর্বক পূজা  
 করিলেই সৰ্বভোগ প্রদান করেন । হেমময়ী,  
 মুন্ময়ী, শৈলময়ী, চিত্রময়ী ইত্যাদি যে কোন  
 পূজা করিলেই সৰ্বকামফল প্রদান করেন ।  
 দেবীর যে যে হস্তে আয়ুধ আছে, সেই  
 সেই হস্তে সেই সেই আয়ুধের পূজা করা  
 আবশ্যক । ষথশক্তি দেবীর পূজা করিলে,  
 রাজ্য, পুত্র, সুখ, আয়ু, প্রভৃতি দান করেন ।  
 জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, ব্রহ্মী ষাটার কুটি-  
 দেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত, মধ্যদেশে ঋজু  
 ক্রুদ্র এবং বামভাগে ক্রুৎবর্ণ হরি, সেই মূল-  
 প্রকৃতির পূজা করিলেই, বেদ, যজ্ঞ, গ্রহ,  
 নাগ, দিকপাল, চরাচর প্রভৃতি সকলেরই

বিধিগা শাস্ত্রদৃষ্টেণ দশবাহজিলোচনাম্ ॥ ১৯  
 কার্যৈস্তত্ত্বিমান যশ্চ দেবীং শাস্ত্রবিশারদঃ ।  
 সৰ্বলক্ষণসম্পূর্ণাং সৰ্বভরণভূষিতাম্ ॥ ২০  
 রাজস্তৌম্যতমাস্তে কবরৌলীহিতেন চ ।  
 অথ মুক্তানি ভারেণ ধান্মহদংশিতেন চ ।  
 ব্যামিশ্রসিতপুষ্পৈর্বা অলিপ্তকৌব সংহিতা ॥ ২১  
 মুদন্তি\* তমবজ্রেণ তিরস্কৃতনিশাকরাঃ ।  
 আয়তৈঃ কণমৰ্যাদৈস্তরুণালোলার্শ্বনৈঃ ॥ ২২  
 কক্ষিপাক্ষিধৃতৈঃ পদৈর্দ্ব্যজুজিহ্বাবলোকনৈঃ ।  
 ক্রভঙ্গচাপদণ্ডেন ভিনতি দৃষ্টিমায়কৈঃ ॥ ২৩  
 মধ্যোন্নতসর্গক্ষেণ অধরেণ বিরাজতে ।  
 আরক্তবিজ্রমীভেণ স্মিতকিঞ্চৎসতাননা ॥ ২৪  
 ময়ূখদন্তজ্যোৎস্নেন চকাস্তৌ তড়িদিব ।  
 ত্রিরেখবন্ধরাং শাস্তিঃ ত্রৈবেয়কবিভূষিতা ॥ ২৫  
 কঠিনস্তনভারেণ সংযুক্তৌ ভৌ নিরঞ্জগৌ ।

পূজা করা হইল । শাস্ত্র-বিশারদ ভক্তিমান  
 ব্যক্তি বৃক্ষ, শৈল, রত্ন কিংবা ধাতু দ্বারা  
 শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্বক দশবাহ ও লোচনত্রয়-  
 সংযুক্ত দেবীমূর্তি নির্মাণ করিবে । দেবীর  
 মূর্তি যেন সৰ্বলক্ষণ-সম্পন্ন ও সৰ্বভরণ-  
 ভূষিত হয় । তাঁহার উত্তমাস্ত্রে আলম্বিত  
 কবরীভার ; সংযত কেশকলাপে মুক্তাকল  
 বিভূষিত, যেন অলিমালা পুষ্পমালার সহিত  
 মিলিয়া রহিয়াছে । তাঁহার মুখস্ত্রে নিশা-  
 করকে কতই যেন তিরস্কার করিতেছে ।  
 তদীয় নয়নযুগল আকর্ণ-বিশ্রাস্ত নির্মূল এবং  
 সৰ্বদা চঞ্চল । ক্রভঙ্গ করিলে বোঁধ হয়  
 যেন দৃষ্টির নিক্ষেপ করিতে তদীয় ক্রুৎকৃৎ  
 ভাঙ্গিয়া যাইবে ১—২৩ । মধ্যোন্নত  
 অধরযুগল, কতই গর্বিতভাব প্রকাশ করি-  
 তেছে এবং আরক্ত হইয়া যেন বিক্রমমণিকে  
 তিরস্কার করিতেছে । মূহ-হাস্তকালে দশন-  
 প্রভা এক একবার ক্ষণপ্রভার ন্যায় ঈষ-  
 দিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে । কন্ধরাদেশে তিনটি  
 রেখা, তদুপরি ত্রৈবেয়ক পরিশোভিত । স্তনদ্বয়

মহাসমুদ্রো পীনো বক্ষো পীনোন্নতো শুভো  
 তনোরতনুমধ্যেন মধ্যে চ ত্রিবলী গতা  
 রোমরাজী নিতছোন্ধে হনাস্কাঙ্কুরস্চিবৎ ॥ ২৭  
 বিস্তাণজঘনা কাৰ্ঘ্যা রস্তাগভৌরুকোমলো ।  
 শুভলক্ষ্যো ও পদ্মাতো পদ্মাক্ততসুনুপুত্রো ।  
 সকাঙ্কিকিঙ্কি ভাবঃ \* ব্রহ্মপুত্রেন রাজতে ॥ ২৮  
 কেয়ূবনাগবন্ধেন হৃদৈরজ্জ্বলাকনৈঃ ॥ ২৯  
 গ্রেবেয়ককিরীটোন্ধে সবিশেষাবিশেষকম্ ।  
 রাজতে চ তৃতীয়েন লোচনেনালকেন চ ॥ ৩০  
 রাজস্তী পীতবাসেনী ছুরিতাকরণবেগুনা ॥ ৩১  
 দ্বিভুজা যা চ বিংশাষ্টা তাবদোদ্বিগুধারিণী ।  
 অসিখোটকহস্তাভ্যাং গদাদণ্ডেন চাপিরো ॥ ৩২  
 শরচাপাপরো তাত্যাং ঋষমুদারচাপরো ।  
 পরশুচক্রধরো চাত্তো ডমকুর্দর্পণচামরো ॥ ৩৩  
 শক্তি-কুশুধতো চাত্তো হলমূষল চাপরো ॥ ৩৪  
 পাশতোমর চাত্তো তু চক্রাপণব চাপরো ॥ ৩৫  
 তর্জয়স্তীব চাত্তেন কুঙ্গস্তী কলকলারবৈঃ ।  
 অভয়ঃ স্বস্তিকাত্তেন অষ্টবিংশভুজা শিবা ॥ ৩৬

নিবিড়, কঠিন এবং সমল্লিষ্ট, এত উচ্চ, যেন  
 ইহারই ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মধ্যদেশ  
 কৌণ্ঠ্যাব ধারণ করিয়াছে । মধ্যদেশে  
 ত্রিবলী, নিতম্বের উর্দ্ধদেশে রেখাবলী, বোধ  
 হয় যেন দৃষ্ট অনঙ্গ এই স্থলেই অঙ্কুরিত  
 হইতেছে । জঘনদ্বয় বিস্তাণ, অথচ রস্তাগভের  
 স্থায় কোমল । শুভলক্ষ্য অতিগূঢ়, পদ্মাক্ত  
 ও পদ্মসদৃশ, তত্পরি নুপুর-যুগল । কটিদেশে  
 কাঞ্চী ও কিকিণী ; হস্তে কেয়ূব, নাগবন্ধ ও  
 অঙ্গদ ; গলদেশে গ্রেবেয়ক, মস্তকে কিরীট ;  
 ললাটে তিলক ও তৃতীয় লোচন । তাঁহার পরি-  
 ধানে পীতবাস, তাহা আবার অরুণ রেণু দ্বারা  
 বিচ্ছুরিত । তাঁহার অষ্টাবিংশতি হস্তে নানা-  
 বিধ অস্ত্র সজ্জিত । অসি, খোটক, গদা, দণ্ড,  
 শর, ধনু, বর্ষা, মুদার, পরশু, চক্র, ডমকু, দর্পণ,  
 চামর, শক্তি, কুণ্ড, হল, মূষল, পাশ, তোমর,  
 টক, আপণব প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যেন তর্জন

\* ভাতু ইতি পাঠান্তরম্

সিংহপদ্মাসনাসংস্থা সিংহাসনব্যবস্থিতা ।  
 মহিষমূর্খী শিরশ্ছেদারব্রং শস্ত্রোগ্রপাণিনাম্ ।  
 তর্জমানং হতং মূর্ধ্বি নাগপাশেন বেষ্টিতম্ ॥ ৩৭  
 ঘাতমানা রিপুং দেবী পূজনীয়া পুরন্দর ॥ ৩৮  
 স্থাপিতা পুষ্টিয়া শত্রু স্মরতা পঠাংপি বা ।  
 প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ মনোহরীষ্টান্ যজ্ঞেররঃ  
 পঙ্কেষু শৈলদীর্ঘে বা মৃন্ময়ে বাপি বাসব ॥ ৩৯  
 সোপবাসঃ শুচিঃ স্নাতা কামক্রোধবিবর্জিতঃ ।  
 সর্বসঙ্গোদ্ধৃতঃ প্রীতস্তম্ভনা ভাবভাবিতঃ ॥ ৪০  
 পুষ্পগন্ধোপহারৈশ্চ হবিষ্যারৈরনেকশঃ ।  
 তিলসর্পির্বান হত্বা সর্বমঙ্গলমস্তিতান্ ॥ ৪১  
 বহুহেমাষুসম্পাতেঃ কলসৈর্দেবীস্তু আপয়েৎ ।  
 ততস্তচ্ছাস্ত্রবেত্তারৈঃ প্রতিষ্ঠাস্তু প্রকারেণ ॥ ৪২  
 দেবীশাস্ত্রার্থতত্ত্বজৈর্নাতুমণ্ডলবেদিকৈঃ ।  
 ভূততন্ত্রগ্রহবালগারুড়েষু কৃতশ্রমেঃ ।  
 প্রতিষ্ঠাস্তু শিবাত্তৈস্ত যথাশক্ত্যা তু দক্ষয়েৎ ॥  
 পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণাঙ্কুর কন্ত্যাং বাল্যাং তথৈব চ ।

করিতেছেন । তাঁহার অপর দুই হস্তে অভয়  
 স্বস্তিক । দেবী অষ্টাবিংশতিভুজা সিংহোপরি  
 আসীনা । মহিষের শিরশ্ছেদ করিবামাত্র, উগ্র,  
 শস্ত্রপাণি নিহত অস্ত্রকে নাগপাশে বেষ্টিত  
 করিয়া তর্জন করিতেছেন । ২৪—৩৭ । হে,  
 পুরন্দর ! এইরূপ শত্রুঘাতিনী, দেবীর পূজা  
 স্মরণ ও মাহাত্ম্য পাঠাদি করিলে মনোভীষ্ট  
 লাভ হয় । হে বাসব ! পঙ্ক, শৈল, দারু প্রভৃতি  
 দ্বারা মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপবাসী ব্যক্তি  
 স্নানান্তে শুচি, কাম-ক্রোধাদি-বর্জিত হইয়া,  
 সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্র-মনে পুষ্প  
 গন্ধ প্রভৃতি উপহার লইয়া, দেবীর পূজা  
 করিবে । বিবিধ হবিষ্যার নৈবেদ্য দান করত  
 স্কৃত, তিল, যব ইত্যাদি মঙ্গলপূত করিয়া আহুতি  
 প্রদান করিবে । বহুসংখ্যাদিত কলস দ্বারা দেবীর  
 স্নান করাইবে । ৪০ অনন্তর, ঐহার দেবীর  
 শাস্ত্রার্থতত্ত্ব জানেন, ঐহার মাতৃমণ্ডলাদিতে  
 অভিজ্ঞ, তাঁহাদের দ্বারা দেবীর প্রতিষ্ঠা  
 করাইবে । ভূত-তন্ত্র, গ্রহ, ব্যাল, গারুড়  
 প্রভৃতি শাস্ত্রে ঐহার পরিশ্রম করিয়াছেন,

দীনাদিবিকলান্ সৰ্বান যথাশক্ত্যা ক্রমাপয়েৎ ।  
তদন্তে স্বস্তিবাচ্যন্ত মঙ্গলা প্রীয়তাং মম ।  
সুখং তিষ্ঠন্ত রাজানো গোব্রাহ্মণপ্রজাসুখা ॥ ৪৫  
কত্রাবিশৃঙ্গা লেভ্যঃ সৰ্বশান্তিকরা ভব ।  
সৰ্বকামান্ প্রযচ্ছন্ত যে জনাঃ কলকামিনঃ ॥ ৪৬  
তথা স্তবেন চাশ্বেন শিবগীতেন তোষয়েৎ ॥ ৪৭  
ইতি শ্রীদেব্যবতারে প্রতিষ্ঠাকৰ্মযোগো নাম  
ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্ৰয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

ঋতুং দেববাজেন কৰ্মযোগং পিতামহাং ।  
পপ্রচ্ছ চ স্তবঃ ভূয়ঃ শত্ৰুগীতং যথা পুরা ॥ ১  
শক্র উবাচ ।

স্তবং দেব পুরা দেবাঃ শত্ৰুনা ভার্গবস্ত যৎ ।

তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইবে । অতঃ  
দ্বারা প্রতিষ্ঠা হইলে অমঙ্গল হয় । ব্রাহ্মণ ও  
কুমারীগণের যথাশক্তি পূজা করিবে । দীন,  
দরিদ্র, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি সকলের নিকট ক্রমা  
প্রার্থনা করিবে । তদন্তে স্বস্তিবাচন করাইবে,—  
“হে সৰ্বমঙ্গলে ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।  
রাজা, গো, ব্রাহ্মণ, প্রজা ইহাদি সকলে সুখ-  
সম্পন্ন হউক । কত্র বৈশ্ব, শূদ্র বালক প্রভৃতি  
সকলেরই মঙ্গল করুন । যে ব্যক্তি যাহা কামনা  
করে, তাহাকে তাহাই প্রদান করুন ।” এত-  
স্তম্ভ দেবীর ক্রীতদায়ক অন্যান্য স্তব পাঠাদি  
দ্বারা দেবীর তুষ্টি সম্পাদন করিবে । ৩৮-৪৭ ।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্ৰয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য বলিলেন,—দেবরাজ পিতামহের  
নিকট এইরূপ কৰ্মযোগ অবগণ করিয়া পূর্বে  
মহাদেব যে স্তব গান করিয়াছিলেন, তাহাই  
পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ইন্দ্র বলিলেন,—

কথিতং সিদ্ধকামস্ত তস্মৈ ক্রহি পিতামহ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্রেণ চ পুরা শক্র তপস্তপ্তং সুহৃচ্চরম্ ।  
দিব্যং বর্ষসহস্রকৈলসশিখরোত্তমে ॥ ৩  
তথাপি নোহভবৎ তন্ত বরদাস্ত্রপুরাস্ককঃ ।  
পুষ্পদন্তগণঃ স্তোত্রমুদীরন্ মধুরস্বরঃ ॥ ৪  
তং বুদ্ধা তদগতং চিত্তং শুক্রে বেদবিদাং বরঃ  
স্তবেনানেন দেবেশং তোষয়ামাস ভার্গবঃ ।  
বিচিত্রপদবন্ধেন ললিতং মধুরেণ চ ॥ ৫  
শক্র উবাচ ।

শুক্রে বেদবিদং কৃতান্তলিপুটে ভক্ত্যা ভবে  
ভাবিতং, সংসারান্তয়ভীতখিন্নমনসং ব্রিজাপয়েৎ  
শক্তরম্ । দেহং পশ্যত নিত্যরোগবহুলকায়াস-  
হংসারতং ভুক্ষোন্মিত্ত্বিতঃ বিভীষণকরং  
লিঙ্গজ্জ কামাতুরম্ ॥ ৬

দৃষ্ট্বা বাক্যমোক্ষমার্গরহিতং ক্রোধানলো-  
দীপিতং, শুক্রেবাচ মহেশ্বরস্ত পুরতঃ স্তোত্রং  
হরারাদনম্ । সংসারান্ধবিধানহাভয়করাদতাস্ত-

হে পিতামহ ! পূর্বে মংগদেব সিদ্ধিকামী  
ভার্গবকে যে স্তব বলিয়াছিলেন, এক্ষণে  
আমার নিকট সেই স্তব বর্ণনা করুন । ব্রহ্মা  
বলিলেন,—হে শক্র ! পূর্বকালে শুক্র কৈলাস  
পর্বতে দিব্য সহস্র বৎসর কঠিন তপস্তা করিয়া-  
ছিলেন, কিন্তু বহু আয়াসেও মহাদেব বরদান  
করিতে উপস্থিত হন না । বেদবিৎ শুক্র বুঝি-  
লেন যে ভগবান্ শক্তর মধুরস্বর পুষ্পদন্ত-কৃত  
স্তবে তদগতচিত্ত হইয়াছেন । তখন তিনি  
বিচিত্র পদবন্ধে মধুর স্বরে এইরূপ স্তব করিয়া  
মহাদেবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন । শুক্র বলিলেন  
—হে শক্তর ! আমি বেদবিৎ শুক্রাচার্য্য ;  
সংসারভয়ে ভীত হইয়া ভক্তি পূর্বক কৃতান্তলি-  
পুটে আপনার নিকট আত্ম-নিবেদন করি-  
তেছি । প্রভো ! এই নিত্যরোগ-বহুল দেহের  
অবস্থা অবলোকন করুন ; ইহা বিবিধ আয়াস  
ও দুঃখে পরিবৃত, সর্বদা ক্ষুৎপিপাসায় কাঁতর,  
কণে কণে ভয়াতুর নির্লজ্জ এবং কামাতুর ।  
এইরূপ আত্মনিবেদন করিয়া, শুক্র বুঝিয়া-



শোকাধিতাং, কৰ্মাবদ্ধমুখিতাং প্রতিস্বাং  
প্রাণী ঘটীষজ্জবৎ ॥ ৭

দৃষ্টা চকলতোয়বুদ্বুদসমং প্রাপ্যোহ মাহুয্যকং  
সৰ্বকঃ সৰ্বগতেন নাশ্চমনসা নৈবার্চিতো  
মোহতঃ । তে ধত্তা ভুবি মানবাঃ স্কৃতিনস্তে  
সাম্বিকান্তে কমা, -স্তেবাং জন্ম কৃতার্থকং ন চ  
মৃত্যু শোচ্য ভুতীহ তে ॥ ৮

যে দেবঃ পরমার্থতঃ পশুপতিং সৰ্বাঙ্গনা-  
সংখিতাঃ, প্রাপ্তং কিন্তু ন তে প্রধানপুরুষৈ-  
হ দ্বাঙ্কিতং যৎ ফলম্ । অক্সোপেন্দ্রমক্সাহেন্দ্র-  
বস্তুভির্বিদ্যাধরৈঃ সাদরৈর্লিঙ্গং যন্ত সদাৰ্চিতং  
মুনিগণৈরশ্বেচ দৈত্যাদিভিঃ ॥ ব্যাপ্তং যেন  
চরাচরং জগদিদং বিশ্বাঙ্গনা মূর্তিভিঃ, কন্তং  
কারণকারণং পশুপতিং দেবং পরং নার্চয়েৎ ॥ ৯

ছিলেন যে এই সংসার অতি ভয়ঙ্কর, ইহার  
অন্ত নাই, ইহা শোকদুখে পরিপূর্ণ, ইহাতে  
কৰ্মাবদ্ধন ছেদন করা অতি কঠিন । এই  
সংসারে প্রাণিগণ মোক্ষমার্গে বঞ্চিত হইয়া  
সর্বদা কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া ঘটীষজের  
ন্যায় পুনঃপুনঃ উন্নতি ও অধঃপতন লাভ  
করে । যাহারা জলবুদ্বুদসদৃশ ক্ষণভঙ্গুর  
এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া অনন্তমানে মহা-  
দেবের অর্চনা না করে, তাহাদের ন্যায়  
মোহাক্ষ এ সংসারে আর নাই । যাহারা  
সর্বতোভাবে দেব পশুপতির আশ্রয় গ্রহণ  
করেন, তাঁহারা হই ভাবনাকে পরম-পুরুষার্থ  
বলিয়া মনে করেন ; মনুষ্যালোকে তাঁহারা হই  
ধত্তা, তাঁহারা হই স্কৃতি এবং সাম্বিক ভাবের  
আশ্রয়, তাঁহারা হই সক্ষম এবং তাঁহাদেরই জন্ম  
সার্থক । ঐ সকল মনুষ্য মৃত্যুর পরও শোচ-  
নীয় ভাব প্রাপ্ত হন না এবং অভিলষিত  
এমন কোন বস্তু আছে, যাহা তাঁহারা না  
পান ? ব্রহ্মা, উপেন্দ্র, বায়ু, ইন্দ্র, বসু,  
বিদ্যাধর, মুনি এবং দৈত্যগণ কর্তৃক, যাহার  
লিঙ্গ, সর্বদা অর্চিত হয় এবং যিনি বিশ্বরূপ  
ধারণ করিয়া এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত  
করিয়া থাকেন ; কোন ব্যক্তি সেই কারণের

ত্রৈলোক্যরাজ্যক তথামরত্বং  
নাগেন্দ্রকণ্ঠা সুরযোষিতচ্চ ।

এতানি চাত্তানি চ তে লভন্তে

• • • • • যেবাং হরঃ প্রীতমনা বভূব ॥ ১০

যে লোকেয়ু বিভূতিকান্তি পুষো ধর্মার্থকাম-  
প্রদা, বিভাণা মণিরত্নকুণ্ডলকুচি প্রেস্তাসি-  
গুণ্ডলে । কুঁসন্তি স্ম ময়ুগকান্তিকরণৈ-  
ধ্বস্তাককারা দিশন্তং সধং বিবধং প্রসাদ্য  
বিবুধাঃ প্রাপ্তা বিভূতিং পরাম্ ॥ ১১

• • • • • ধরীলোৎপলপত্রগন্ধসুরভিঃ পৌত্বা তু  
রাত্রৌ মধু, কামং চাক্রাবলাসিনীসুললিতং  
সপ্রেমমালিঙ্গিতম্ । যদবিদ্যাধরতাং গতাঃ  
স্কৃতিনস্ত্যক্তা তন্মং মাহুয্যং, তৎ কামারি-  
নিষেধণাদুপগতং তেষাং ফলং শাস্বতম্ ॥ ১২

যন্মাত্তস্তুরঙ্গমার্গণরথাঃ প্রখ্যাতযোধা  
রণে, মতৈশ্চাপি গর্জৈর্ষদোদাবিষরৈঃ প্রাক্লর-  
গুণ্ডলেঃ । সচ্চর্ণন্তি মৃদাষিতা সহ নৃপৈঃ

কারণ দেব পশুপতির অর্চনা না করে ? ১-৯ ।  
মহাদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন হন সে ত্রৈলোকা-  
রাজা, অমরত্ব, নাগকণ্ঠা সুরকণ্ঠা প্রভৃতি  
উপভোগ-সাধন সমস্ত বস্তুই লাভ করিতে  
পারে । ত্রিভুবন মধ্যে দেবগণের যে, অতুল  
ঐশ্বর্য, অত্যন্ত অঙ্গকান্তি, ধর্মার্থ-কামপ্রদা-  
য়িনী অদ্ভুত শক্তি এবং তাঁহারা যে গুণ্ডল-  
স্থিত সমুজ্জল মণিকুণ্ডল ও রত্নকুণ্ডলের ময়ুগ-  
রাশি দ্বারা দিক্চক্রের অক্ষকান্ধ বিনষ্ট করেন,  
তৎসমুদয় কেবল সর্বেশ্বর মহাদেবের আরা-  
ধনার ফল । যাহারা নশ্বর মনুষ্যদেহ পরি-  
ত্যাগপূর্বক বিদ্যাধরত্ব লাভ করিয়া, নিশা-  
কালে নীলোৎপলগন্ধি মধুপানানন্তর চাক্র-  
বিনাশিনীগণের সহিত সুললিত প্রেমালাপ  
ও প্রেমালিঙ্গনাদি জন্ম যথেষ্ট সুখসন্তোগ  
করেন, ভগবান্ কামাস্তকের উপাসনাই তাঁহা-  
দের ইদৃশ সুখসন্তোগের কারণ । যাহার  
বলশালী সৈন্তগণ আপনাদের মদমত্ত গজসমূহ  
উত্তেজিত করিয়া রণস্থলে—বিপক্ষ-রাজগণের

শ্বেতাতপত্রোচ্ছিতৈ, \* কদ্রেজ্যাভিরতস্ত  
তৎকলমিদং সংভূজ্যতে নান্বৰ্থা ॥ ১৩

ঐশ্বর্যাৎ প্রবরৈর্গজৈশ্চ তুরগৈর্ঘৃদ গমাতে  
† লীলয়া, লগ্নৈর্লগ্নবিশিষ্টশোভনশূনৈর্ঘন্যাম  
সংকীৰ্ত্যতে। তাম্বুলং ত্রিকলেন্দুপল্লবযুতং  
বিপ্রেষু স্নদীয়তে, তচ্চিহ্নং হরসাধ্যাপাদপতনাদ্  
তজ্জিহ্বা মোক্ষে হিতা ॥ ১৪

যম্মীলাম্বুজকোষকোমলমলপ্রোৎফুল্লনেত্রাঃ  
দ্বিযঃ, কাঞ্চীমেখলনূপুরোকুণ্ডলবাসক্তচীনাং-  
শুকঃ। দাস্ত্যং যান্তি বিকম্পিতস্তনতটবাবল্লিত-  
ক্রলতীঃ, প্রীত্যর্থং রতিনাথ ‡ দেহদহনং  
সংসেব্য তন্নাস্তথা ॥ ১৫

মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ প্রভৃতি চূর্ণিত করিয়া  
আনন্দোৎপাদন করে; তাঁহার এতাদৃশ  
ঐশ্বর্য, কেবল কদ্রেজ আরাধন্য হইতেই  
হইয়াছে। সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তিগণ ও অশ্বগণ  
আপনাদের লীলাগতি দেখাইয়া ঐহার ঐশ্বর্য  
প্রকাশ করে, বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিয়া গুণ  
গান করে, কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বুল লইয়া  
ব্রাহ্মণগণ ঐহার উৎকর্ষ সাধন করে, তাঁহার  
এই সকল সৌভাগ্য হরারাদনের ফল ভিন্ন  
আর কিছুই নহে। নীলাম্বুজনয়না রমণীগণ,  
চীনাংশুক এবং কাঞ্চী, মেখলা, নূপুর প্রভৃতি  
বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের ক্রুগল  
ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়, লীলাগমনে উন্নত  
পয়োধর-যুগল কুম্পিত করিতে কবিত্তে ঐহার  
দাস্ত্য করিতেছে, কামাস্তক মহাদেবের আরা-

\* ইতঃ পরং 'সুহসা খণ্ডগনিশিতৈঃ  
বা কুর্বাণা বরবাজিভির্দশদিশো বেগন্ধকারা-  
কুলাঃ। যন্তাচ্ছন্তি যুদাষিতা সহ নৃপৈঃ  
শ্বেতাতপত্রোচ্ছিতৈঃ ইতি চাত্রাধিকঃ পাঠঃ  
কচিদৃশ্যতে।

† জঙ্গমাতে ইতি পাঠো বহুযু।

‡ কচিদযিত্তি কচিচ্চ দহিত্তি  
পাঠান্তরম্।

সন্দুরবন্ধমধুবাসিতনাগবৃন্দং

যদুপাতে: কনকদণ্ডসিতঞ্চ ছত্রম্।

যচ্চঞ্চলং চামরচাক্র বিধূয়মানং

তৎসর্বমীশচরণপ্রণতস্ত পুংসঃ ॥ ১৬

বীণাবেণুযুদঙ্গবাদ্যপণবৈঃ সংযোগভাবাষিতৈ-  
র্নারীভির্দবিহ্বলাভরনিশং যে গীয়মানা \*  
নৃপাঃ। শঙ্খচুফটিকাবদাতধবলে হর্ম্যোক্তমে  
সংস্থিতাস্তে মোদাস্ত দিবৌকসা ইব চিরং  
যেষাং প্রসন্নঃ শিবঃ ॥ ১৭

যৎ কাস্তাবদনারবিন্দদশনজ্যোৎস্নাভি-  
রামোজ্জ্বলং, শ্বাসামোদবলভুরঙ্গচপলং প্রেচ্ছো-  
লনাচঞ্চলম্। বিস্তৃতং মণিভাজনেষু বিধি-  
বদ্ধকুরাগং মধু, নীলাস্তোকহবাসিতং সুরভরৌ  
শুশ্রীষয়া পীয়তে ॥ ১৮

যৎকাঞ্চীকলনাদপীনজঘনবাসক্তচীনাংশুকঃ  
কণাস্তায়তলোচনাঃ সুবদনা লাবণ্যালকাম্পদাঃ।  
যদাসৌভমুপাগতাঃ কিত্তিভুজামাস্তাবিধেয়াঃ

ধনাবলেই তাঁহার এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভ  
হইয়াছে। সিন্দুরশোভিত মদমত্ত গজঘট,  
কনকদণ্ড শ্বেতচ্ছত্র, মনোহর চামর প্রভৃতি  
উপভোগ ঐশ্বরচরণে প্রণত ব্যক্তির ভাগ্যেই  
ঘটিয়া থাকে। মহেশ্বর ঐহাদের প্রতি প্রসন্ন  
হন, তাঁহারা দেবগণের স্তায় শঙ্খ-চক্র  
ফটিকাদি-সদৃশ ধবল হর্ম্যাতলে বসিয়া পরম  
সুখসন্তোগ করে। বিলাসিনীগণ বেণু, বীণা,  
যুদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র লইয়া নানাবিধ হাব ভাব-  
সহকারে গীতবাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ-  
বর্ধন করিতে থাকে। কাস্তাদর্শনজ্যোতিঃ  
প্রতিফলিত, তদীয় নিখাসবায়ুচঞ্চল, মণিপাত্র-  
স্থিত বন্ধুকপুষ্পের স্তায় লোহিত বর্ণ, নীলোৎ,  
পলগুন্ধি মধু পান করিয়া ঐহার সুখসন্তোগ  
করেন, ভগবান্ মহাদেবের আরাধনাই তাঁহা-  
দের ঐদৃশ সৌভাগ্যের কারণ। ১০—১৮।  
ঐহাদের কটীতটে কাঞ্চীদাম, পীনজঘনহলে  
চীনাংশুক, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, মনোহর সজ-

যাগীশমানা ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বিত্য,-স্ত৭ সৰ্বং ভবভক্তিপুতমনসাং যাজ্ঞাঃ  
জগৎ তৎকলম্ ॥ ১৯

যে সুপ্তা রজনৌষ্ম মন্দিরবরে পর্য্যাক্তবিশ্বে  
ভূতে নারীভির্মদবিহ্বলাভিরনিশং সোৎকঠ-  
মালিঙ্গিতাঃ । নিদ্রানাশমিহোপযাস্তি মধুরৈঃ  
সঙ্গীততুৰ্য্যস্বনৈ,-স্ত৭ সৰ্বং সমুপার্জিতস্ত  
বিধিবচ্ছতোঃ প্রণীতং কলম্ ॥ ২০

নানাযন্ত্রসহস্রমাপি রচিতং ভীমাবরুদ্ধাকুলং  
তং ভিষ্মা প্রবিশন্তি চাক্র বিমলং দৈত্যাজ্ঞানা-  
স্তঃপুরম্ । সিদ্ধদ্রব্যরসায়নং যুবতয়ঃ কাম্যাশ্চ  
কামাঙ্গুগা,-স্ত৭ সৰ্বং সুলভং ভবেত সুধিয়াং  
ক্ৰীতেন কামারিণা ॥ ২১

যে সৰ্ব্বৈ শরণাগতাঃ অপুরুষাস্ত্যাক্রান্ত-  
কার্যাদরাষ্ট্রকাল্যার্চনজপাহোমনিরতা রাগা-  
দিভির্বর্জিতাঃ । তে ভোগান্ বিবিধানুভূয়  
সকলান্ কালেন কৰ্ম্মক্ষয়া,-দ্বিত্যেপ্যর্থ্যসমবিতাঃ  
কিত্তিতলে জায়ন্তি তে ভূমিপাঃ ॥ ২২

লাবণ্য, সুন্দর মুখকান্তি, সেই সমস্ত রমণীগণ  
যাহাদের দাসীর আয় আচ্ছাদন করিতেছে ;  
যাহাদের এতাদৃশ সৌভাগ্যের কারণ কেবল  
শিবভক্তি । যাহারা রাত্রিকালে স্বীয় প্রাসাদ-  
কক্ষেপৰ্য্যন্তে শয়ন করিয়া উৎকণ্ঠিত বিলাসিনী-  
গণের কঠালিঙ্গন জন্ত সুখসন্তোষ করে,  
সুমধুর সঙ্গীত ও তুৰ্য্যধ্বনিতে যাহাদের  
নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শম্ভু-প্রসাদের  
কলভোগ করিতেছে । ভগবান্ কামারি  
যাহাদের, প্রতি প্রসন্ন হন ; তাহারা নানাযন্ত্র-  
বিরচিত, ভীম প্রহরিগণ-কর্তৃক পরিবেষ্টিত,  
মনোহর দৈত্যাজ্ঞনাগণের অস্তঃপুরে প্রবেশ  
করিয়া নানাবিধ সিদ্ধ রসায়ন দ্রব্য এবং কাম-  
চারিণী কস্তাগণ উপভোগ করে । যে সকল  
অপুরুষ অস্ত কার্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সৰ্ব্বেশ্বরের  
শরণাগত হন, ত্রৈকালীন পূজা, জপ, হোমাদি  
কার্যে নিরন্ত থাকেন, রাগাদি পরিত্যাগ  
করেন, তাহারা বিবিধ ভোগানুভব করিয়া  
কৰ্ম্মক্ষয় হইলে নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ  
করেন এক অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করিতে

যে মুঢ়া ন, সমাশ্রয়ন্তি বরদং সংসারদুঃখ-  
চ্ছিদং, দেবং সৰ্বসুরাসুরপ্রণমিতং শম্ভুং পরং  
কারণম্ । তে লোকে পরপিণ্ডতর্পণপরা দৌনাঃ  
সদা দুঃখিতা, জায়ন্তে ভূবি মানবাঃ কুবসনা  
ধর্ম্মার্থকামোজ্জ্বলিতাঃ ॥ ২৩

যে লোকাধিপতিং সুরাসুরগুরুঃ ব্রহ্মেন্দ্র-  
সম্পূজিতং, বেদাদ্যস্তষড়ঙ্গযোগবিহিতং  
সাংখ্যাদিভিঃ কল্লিতম্ । সৰ্বজ্ঞং প্রভুমৌশ্বরং  
ত্ৰিনয়নং সৰ্ব্বাশ্রনা ভাবিতান্তেভূয়ো ন কলা-  
কলঙ্গগহনং পশুন্তি যোনীমুখম্ ॥ ২৪

, যে যন্তে সুরকৈর্ভিষণঃ প্রতিদিনং প্রোথায়  
ভাবিতাঃ, কর্পূরাঙ্কুরচন্দনৈঃ সুরচিহ্নৈঃ  
অগৃভিস্থা ভূষণৈঃ । কীরাদিস্পর্শনৈর্বিধান-  
বিহিতৈঃ কুর্কন্তি শর্কার্চনং ভোগান্ সৰ্ব-  
গতানুভূয় সুধিযো গচ্ছন্তি দিব্যং পদম্ ॥ ২৫

যে কেচিৎ কুপথাস্থিতা জড়ধিযো মন্দা-  
গমজ্ঞাঃ শঠা, দেবং শান্তমজং প্রধানপুরুষং  
নিন্দন্তি মোহাচ্ছিবম্ । মৃত্যোর্গোচরমাগতা

থাকেন । যে সকল মুঢ় ব্যক্তি সংসারদুঃখ  
বিনাশক, সুরাসুরবন্দিত, পরম কারণ,  
বরদেশ্বর, শম্ভুর আশ্রয় গ্রহণ না করে ;  
তাহারা চিরকাল মলিন বসন পরিধান করিয়া  
দুঃখিতাস্তঃকরণে পরপিণ্ডে উদত্ত পূর্ণ করিয়া  
বিচরণ করে ; তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি  
দূরে পরিহৃত হয় । যে ব্যক্তি লোকাধিপতি  
সুরাসুরগুরু, ব্রহ্মাঙ্গি দেবগণ, কর্তৃক পূজিত,  
বেদবেদাঙ্গাদি দ্বারা বোধগম্য, সাংখ্যযোগে  
কল্লিত, প্রভু ত্রিনয়নের সর্বভোভাবে ভাবনা  
করে, তাহাকে আর গর্তযন্ত্রণা ভোগ করিতে  
হয় না । সে সকল মুকুতী ব্যক্তি প্রতিদিন  
কর্পূর, অঙ্কুর, চন্দন, মালা, ভূষণ কীরাদি  
মান্য প্রভৃতি বিহিত দ্রব্যাদি দ্বারা সৰ্ব্বেশ্বরের  
পূজা করিয়া থাকেন, তাহারা সমস্ত সুখভোগ  
করিয়া অবশেষে দিব্য-পদ লাভ করেন ।  
কুপথগামী, শঠ, মন্দ, জড়বুদ্ধি, অশাস্ত্রজ যে  
সকল ব্যক্তি, শান্ত অজ্ঞ প্রধান পুরুষ দেব-  
মহেশ্বরের নিন্দা করে, তাহারা মরণান্তে নরক

যমভট্টৈর্নানাবিধৈঃ শাসনৈঃ শাস্তস্তে নরকেষু ।  
তে প্রতিবলৈশ্চাক্রন্দমাণা ভূশম্ ॥ ২৬

দানং ভুতদয়া গুরুপসদনং কান্তির্মরৈক্য-  
জিতাঃ, সত্যং শৌচমহিংসতা শমদমত্যাগহ-  
নুকম্পা তথা । যেষাং নৈবমিহাস্ত মূঢ়মনসাং  
শর্বার্চনং ন কচিৎ, তেষাং নষ্টপিশাচকোণত-  
থিয়াং পুংসাং বিভূতিঃ কুতঃ ॥ ২৭

দেষ্টারম্ভ শিবস্ত যেষু কৃপুকৃষা গচ্ছন্তি  
তেহধোগতিং, তামিশ্রে ক্রকচাসিপত্ননরকে  
কুন্তৌমহারোরবে । যোনীমার্গসহস্রখিন্নগমনাঃ  
প্রাপোহ মামুষাকং, রোগার্জা জড়বাসনাঙ্ক-  
বধিরা জায়ন্তি যোনৌ খলাঃ ॥ ২৮

জন্মব্যাধিজরাবিয়োগমরণক্লেশাদিভিঃ সন্ততাং,  
ভূতিং চঞ্চলসাগরোর্গচ্চপলাং স্বপ্নোপমং  
জীবনম্ । মাতাপিতৃকলত্রপুত্রসুহৃদো যে  
কেহপি বন্ধাত্মকা, জ্ঞাতৈবং নরলোকমক্রবমিমং  
শর্কং সদা সংশ্রয়েৎ ॥ ২৯

যৈর্দত্তং ন ধনং যথাবিভবতঃ পাত্রেষু দৌনেষু  
বা, বিদ্যা লাগমিতা যশো ন বিততং নীলং ন

গামী হয় । তথায় যম-কিঙ্করগণের নানাবিধ  
শাসনবাক্যে শাসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে  
থাকে । দান, দয়া, গুরুসেবা, কমা, সত্য, শৌচ,  
অহিংসা, শম, দম, অনুকম্পা প্রভৃতি থাকিলেও  
যে ব্যক্তি কখন মহেশ্বরের আরাধনা না করে,  
তাহার সমস্তই বিফল এবং তাহার ঐশ্বর্যলাভ  
কখনই হইতে পারে না । যে সকল কৃপুকৃষ  
শিবদেবী, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।  
তাহারা প্রথমতঃ তামিশ্র, ক্রকচ, অসিপত্ন,  
কুন্তৌ, মহারোরব প্রভৃতি নরকভোগ করিয়া  
সহস্রযোনি ভ্রমণান্তে, রোগার্জা, বধির, অন্ধ,  
জড় কিংবা মুকাদি হইয়া মনুষ্য জন্ম লাভ  
করে । এই দেহ জন্ম, ব্যাধি, জরা, শক্রভয়,  
মরণাদি ক্লেশসমূহে পরিপূর্ণ ; ঐশ্বর্য সকল  
সাগরস্থিত বীচিমালার স্থায় চঞ্চল ; জীবন  
স্বপ্নের স্থায় ; মাতা, পিতা কলত্র, পুত্র,  
সুহৃৎ ইহারা কেবল বন্ধনাত্মক, সংসারের এই  
সমস্ত মায়াজাল বিবেচনা করিয়া সর্বদা

সংরক্ষিতম্ । সত্যং নাভিগতং তপো ন  
চরিতং \* কৌর্ত্তির্ন বিক্রামিতা, তেষাং কেম-  
শিবং ন বিদ্যতি নৃণাং মুক্তা হরারাদনম্ ॥ ৩০

যেষাং ন শূভচরণাগ্রীতভক্তিবাদ-  
ক্ষুণ্ণং ললাটশতজর্জরিতং কপালম্ ।

তেষাং কুতো বহুলচন্দনচর্চিতানি  
মুক্তাফলার্চিতবধুস্তনমণ্ডলানি ॥ ৩১

যে আং বিভো সুপরিবর্জনকল্পিতেষু

সম্যক্ চরন্তি বিবিধেষু শিবার্চনেষু ।

তে চাক্রতুঙ্গঘনকুঙ্কমার্জরীষু

বিদ্যাধরীষু নিবসন্ত কুচাস্তরেষু ॥ ৩২

প্রব্রজ্যা ন কৃতা বিধানাবিহিতা উক্তা তু যা  
শমুনা, শৈবজ্ঞানমহাণবস্তা বিধিবন্নৈবক্ পারং  
গতম্ । পুষ্পৈশ্চানুকর্ণিকারতিলকৈর্নাত্য-  
র্চিতঃ শূলধ্বক, কালোহয়ং পরপিণ্ডতর্পণশরৈঃ  
কাটেকৈর্ব প্রেষিতঃ ॥ ৩৩

মহাদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত । যাহারা  
বিভবানুসারে সংপাত্রে কিংবা দরিদ্রগণকে  
ধন দান করে নাই ; বিদ্যা অধ্যয়ন, যশোলাভ,  
উত্তম স্বভাব, সত্য, তপস্বী, কীর্তি কিংবা  
বিক্রম যাহাদের নাই ; হরারাদন ব্যতীত  
তাহাদের মঙ্গলের আর কোন উপায় নাই ।  
যাহারা শমুর চরণাগ্রীত ভূমিতলে শত শত  
প্রণাম করিয়া স্বীয় ললাটদেশে জর্জরিত  
না করিয়াছে, বহুলচন্দন-চর্চিত মুক্তাফল-  
শোভিত বিলাসিনীগণের স্তনমণ্ডল তাহাদের  
ভাগ্যে কিরূপে ঘটিতে পারে ? হে বিভো !  
যাহাদের হস্তে আপনার অর্চনাদিতে সর্বদা  
নিরত, তাহাদের সেই সকল হস্ত, বিদ্যাধরী-  
গণের কুঙ্কমশোভী অত্যন্ত ঘন-কুচ-মণ্ডলে  
বাস করে যাহারা শিবোক্ত বিধিবিহিত  
প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান করে নাই, শৈবজ্ঞান রূপ  
মহাসমুদ্রের পার প্রাপ্ত হয় নাই ; বক,  
কর্ণিকার, তিলকাদি পুষ্প দ্বারা মহাদেবের  
অর্চনা করে নাই, তাহারা কেবল কাকের



ন ধ্যাতে পদমীশ্বরস্ত বিধিবৎ সংসার-  
বিচ্ছিন্তয়ে, নৈবাভিষ্ঠাতিভিঃ স্তোত্রহরঃ  
শঙ্কুবিভূর্তভাল। নৈবাপ্যুৎকটগন্ধধূপকুসুমৈঃ  
পূজা কৃত্য শঙ্করে, ধাত্রো নুনমক্কারণং বধ্যমিহ  
সৃষ্টা জগৎপূরণে ॥ ৩৪

সংসর্গাৎ কোতুকাদ্বা ক্ষণমপি পততে  
পাদপদ্যেযু শস্তোৰ্যানি ব্রহ্মেন্দ্রাবিষ্ণুভবিণপতি-  
পুত্রীং জ্ঞানতিক্রম্য লোকান। ভক্ত্যা ভাবেন  
যন্তঃ প্রণমতি সততং সৰ্ববিশ্বস্তসর্গা \*  
সংহ্রিয়ঃ ক্রেশপাশৈঃ অবিশতি বিরজো রুদ্র-  
তেজোনিধানম্ ॥ ৩৫

যৎ কিঞ্চাসনজপ্যাহোমানরতা রাগাদিভি-  
বর্জিতাঃ, শস্তোঃ পাদনিপাতস্বষ্টশিরসঃ প্রত্য-  
খুখাঃ পতিষু†। তেষামেব নিগঢ়নুপুরবরা-

শ্রায় পরপিণ্ডে উদরপূতি করিয়া জীবন  
যাপন করে। আমরা যখন সংসারপাশচ্ছেদনের  
জন্তু বিধিপূর্বক ঈশ্বরের পদ চিন্তা করিলাম  
না, অহরহঃ মহাদেবের স্তুতিপাঠ কিংবা  
উৎকট গন্ধ ধূপ ও পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার  
অর্চনা করিলাম না, তখন বিধাতা নিশ্চয়ই  
আমাদিগকে জগৎপূরণ করিবার জন্তই সৃষ্টি  
করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। ২৭—৩৪।  
কোতুকবশতই হউক, আর সংসর্গবশতই  
হউক, যে কোনরূপে ক্ষণমাত্র মহাদেবের  
চরণে পতিত হইলে লোকত্রয় অতিক্রম  
করিয়া উত্তমলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি  
ভক্তিপূর্বক তাঁহার চরণে পতিত হয়, সে  
সংসারক্রেশপাশ ছেদন করিয়া বিরজ রুদ্র  
তেজ প্রাপ্ত হয়। যাহারা যৎকিঞ্চিৎ আসন  
জপ হোমাদি কার্যে নিরত থাকিয়া সংসার-  
সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং শঙ্কর  
চরণযুগলে মস্তক অবনত করিয়া দিবস

\* সৰ্ববিশ্বস্তঃ সৰ্বাক্ষঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† ঘূর্ণমনসঃ প্রত্যখুখাপতিষু ইতি  
পাঠান্তরম্।

চঞ্চলমেখলা, সমাস্তাগ্রজপকজোদ্যতকরা  
পর্ধ্যোতি লক্ষ্মীঃ স্থিরম্ ॥ ৩৬

যৈর্নাদ্যাপ্যন্তজন্মন্তসিতকুবল্যৈর্মিশ্রিতাভিঃ  
সিতাভিঃ, মাল্যভির্মালতীনাং ত্রিভিরমরগুরুনা-  
চ্চিতো নীলকণ্ঠঃ। তে বিদ্যাভিত্তহীনাঃ  
প্রচলিতমনসঃ কুত্ৰযাক্ষামকণ্ঠা লোকেহস্মিন  
দোষহৃষ্টাঃ পরিভববিত্তবাস্তে চ নিত্যং  
ভবন্তি ॥ ৩৭

যে মান্দ্য়া বিগতরাগপরাপরজ্ঞা

যোগেশ্বরং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।

ধ্যানেন তে প্রকৃতকিঞ্চিৎমোহজালা

মাতৃঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥ ৩৮

তদগাত্রং প্রণিপাতরেণুধবলং সৰ্বশ্চ যৎ  
সৰ্বদা, তে নেত্রে তপসার্জিতে সুরচিরে  
যাভ্যাং হরো দৃশ্যতে। সা বুদ্ধিবিমলেন্দুশঙ্খ-  
ধবলা যা শঙ্করধ্যায়িনী, সা জিহ্বা যুগ্মভাষিণী,  
চিত্তকরী যা স্তোতি নিত্যং শিবম্ ॥ ৩৯

অতিবাহিত করে, লক্ষ্মীদেবী, নূপুর মেখলাদি  
ভূষিত হইয়া দক্ষিণ হস্তে প্রফুল্ল পদ্মপুষ্প  
লইয়া সম্মুখে তাহাদিগকে আশ্রয় করেন।  
যাহারা ইহজন্মে কিম্বা পূর্ব-জন্মে কুবলয়-  
মিশ্রিত মালতীমালা দ্বারা নীলকণ্ঠের অর্চনা  
না করিয়াছে; তাহারা সংসারে ধনহীন,  
বিদ্যাহীন, চঞ্চলচিত্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর  
এবং পরিভবাস্পদ হইয়া লোকের নিকট  
দোষভাজন হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য  
বীতরাগ ও পরাপর-বুদ্ধি-বিহীন হইয়া সৰ্বদা  
যোগেশ্বরের আরাধনা করেন, তাহারা ধ্যান-  
বলে সমস্ত পাপ ও মোহজাল দূর করিয়া  
মোক্ষপদ লাভ করেন; আর তাহাদিগকে  
মাতৃ-স্তন পান করিতে হয় না। সেই গাত্রই  
গাত্র, যাহা মহাদেবের প্রণাম করিতে করিতে  
ধূলিস্বরিত হয়। সেই নেত্রই মনোহর,  
যে হরের রূপ অবলোকন করে। সেই বুদ্ধিই  
চন্দ্র শঙ্খাদির স্তায় নিখিল যে বুদ্ধি, শঙ্করের  
ধ্যানে নিযুক্ত হয়। সেই জিহ্বাই জিহ্বা,

তচ্চিত্তং চপলং চিনোতি কুশলং যন্নিশ্চলং  
শঙ্করে, তে শ্রোত্রে পরমে শিবামৃতরসং যাত্ৰাং  
রহঃ শ্রয়তে । তে হস্তাঃ শিবধর্মকর্মনিরতাঃ  
পূজাপ্রণামোৎসুক্য-স্তৌ পাদৌ সময়ো  
প্রদক্ষিণরতো নিত্যং বিভোভাবিতৌ ॥ ৪০

পাপং পাপরতং \* হৃৎকমলমসং নির্লজ্জ-  
ভগবতঃ, ক্রুরং তস্করমৌষধং শঠধিয়ং তৃকা-  
ধিকং নির্দয়ম্ । কামক্রোধবশং কৃতঘ্নচপলং  
তৃষ্ণাতুরং জিহ্মনং, মূর্থং হিংসনশূচকং পশুপতে  
দোষাকরং ত্রাহি মাম্ ॥ ৪১

দীনং কুণ্ঠিতকং কুট্টেসমলিনং জিহ্মং শঠং  
হৃৎকং, ক্রুরং † পাপমতিং স্বধর্মচলিতং  
বুহ্মাশিনঃ নির্দয়ম্ । অন্ধং ব্যাধিতনিষ্ঠুরং  
ব্যসনিনং সন্তিঃ সদা নির্দিতং, মূর্থং ধর্ম-  
বিবর্জিতং পশুপতে দোষাকরং ত্রাহি  
মাম্ ॥ ৪২

যে অস্তালাপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য মহা-  
দেবের স্তবপাঠে নিযুক্ত হয় । চিত্ত সর্বদা  
চঞ্চল ; তন্মধ্যে যে চিত্ত শঙ্করের প্রতি নিশ্চল  
সেই চিত্তই আপনার মঙ্গল সাধন করে । যে  
কর্ণ মহাদেবের গুণগান শ্রবণ করে, সেই কণ্ঠই  
শ্রেষ্ঠ । যে হস্ত মহাদেবের ধর্মকর্ম নিরত  
এবং পূজা প্রণামাদি কার্যে উৎসুক, সেই  
হস্তই হস্ত । সেই চরণই চরণ, যে চরণ  
শিবের প্রদক্ষিণ-কার্যেই চঞ্চল । হে পশু-  
পতে ! আমি পাপমতি, অশুদ্ধচিত্ত, নির্লজ্জ  
ভগবতঃ, ক্রুর, তস্কর, ঈষী, শঠবুদ্ধি, তৃকা-  
তরল, নির্দয়, কামাদির বশীভূত, কৃতঘ্ন, চঞ্চল,  
খল, মূর্থ, এবং হিংসক ; অধিক কি, আমি  
সকল দেহেশ্বরই আকর ; আমাকে পরিভ্রাণ  
করুন । হে পশুপতে ! আমি অতি দীন,  
সর্বদাই কুণ্ঠিত মলিন বস্ত্র দ্বারা সর্বদা  
মলিন ; খলতা, শঠতা আমার ধর্ম, হৃৎকংগোর  
ত কথাই নাট । আমি ক্রুর অথচ পাপিশয়,

\* পাপভরম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† ক্রুরম্ ইতি বা পাঠঃ ।

ইমং স্তবং শুক্রবিনিশ্চিতং পঠনু ।

দিনে দিনে ক্রতুফলমাণুয়াগরঃ ।

লভত্যাসৌ যদিভূত্বিতং পুরাকরং

তস্মাক্ষে গচ্ছতি শাস্বতং পদম্ ॥ ৪৩

এবং স্তবঃ পুরা শব্দঃ স্তোত্রোণানেন বাসব ।

তুতোষ দেবদেবেশঃ শশাঙ্কাক্ষিতশেখরঃ ॥ ৪৪

ঈশ্বর উবাচ ।

বরং ক্রহি গ্রহাধ্যক্ষ যৎ তে মনসি বর্ততে \* ।

সুরাসুরাধিপতাং তে দদামি ভৃগুনন্দন ॥ ৪৫

শুক্র উবাচ ।

যদি তুষ্টিহসি মে দেব রূপা বা বর্ততে তব ।

তদা হারাধনং দেব্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি দেব্যারাধনমুত্তমম্ ।

কর্মযজ্ঞস্ত যজ্ঞানাং সুরকরং সুমহৎফলম্ ॥ ৪৬

স্বধর্ম্মে আমার মন নাই, বহুভোজনেও  
উদরপূর্তি হয় না অথচ, নির্দয়, আমি একে  
অন্ধ আবার বধির ; আমি নিষ্ঠুর এবং  
ব্যসনী, পশুভগণের নিকটে আমি সদাষ্ট,  
নিন্দাতাজন ; আমি মূর্থ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীন,  
সুতরাং সর্বদোষসম্পন্ন, আমাকে পরিভ্রাণ  
করুন । মনুষ্যাগণ শুক্রকৃত এই স্তব নিত্য  
পাঠ করিয়া যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইতে পারে  
এবং ইহলোকে বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া  
অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয় । হে বাসব !  
ভগবান্ শশাঙ্কশেখর শুক্রের এতাদৃশ স্তব-  
পাঠে সন্তুষ্ট হইলেন । ঈশ্বর বলিলেন,—  
হে গ্রহাধ্যক্ষ ! হে ভৃগুনন্দন ! এক্ষণে  
তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ; আমি  
তোমাকে সুরাসুরের আধিপত্য প্রদান  
করিব । শুক্র বলিলেন,—দেব ! যদি আপনি  
তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমার প্রতি আপনার  
রূপা হইয়া থাকে, তবে দেবীর আরাধনা-  
প্রণালী বর্ণনা করিয়া আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন ।  
ঈশ্বর বলিলেন,—বৎস ! দেবীর আরাধন

\* যদি ব্যবহৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সাংবৎসরী যথা পূজা সুকালে সমারভেৎ ১।  
এবং নক্ষত্রবেগাদীন \* কুর্যাৎ কন্দফলাশিনঃ  
যবসর্পিঃপ্রধাসী চ গোমূত্রং দধি গোময়ম্ †।  
পবিত্রং বিহিতং তস্মৈ অসক্তান্মুখং ভার্গব।  
দেবৌত্রতং প্রবক্ষ্যামি সর্বকামপ্রসাধকম্।  
শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু অষ্টম্যাং বায়ুভোজনঃ ৫০।  
স্নাত্বা সার্কপটীভূত্বা জিতক্রোধঃ ক্ষমাবিতঃ।  
দেবীং সন্মাপ্য ভোয়েন পুনঃ কীরেণ আপয়েৎ  
ততো গুগ্গুলুধূপকং সতুরুকং প্রদাপয়েৎ।  
ততো গন্ধোদকস্নানং পুনস্তোয়েন আপয়েৎ ৫২।  
জীখণ্ডেন সমালভ্য বিশ্বপত্রেণ চ পূজয়েৎ।  
পায়সং দাপয়েদেব্যা নিবেদ্য তেন ভোজয়েৎ।  
কস্তা দ্বিজাংশ্চ শক্ত্যা তু তেষাং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্  
কাত্যায়নোতি উচ্চাৰ্য্য জীযতাং মম সর্বদা ৫৪।

‘প্রণালী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞের  
মধ্যে কৰ্ম্মযজ্ঞ সুকর এবং মহৎফলদায়ক।  
সাংবৎসরিক পূজার ত্রায় এই পূজা উত্তম-  
কালে আরম্ভ করিবে। কন্দ-মূলফলাশী হইয়া  
কিংবা যবসর্পিমাত্র ভোজন করিয়া পূজার্চ-  
নাদি করিবে। অশক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে  
গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, প্রভৃতি শাস্ত্রে পবিত্র বলিয়া  
বিহিত। হে ভার্গব! সর্বফলপ্রদ দেবৌত্রত  
বলিতেছি। শ্রাবণ মাসের শুক্ল অষ্টমীতে,  
জিতক্রোধ ক্ষমাবান্ এবং উৎসবাসী ব্যক্তি,  
স্নান করিয়া আর্জবস্থে প্রথমতঃ জল দিয়া  
তৎপরে কীর দ্বারা দেবীর স্নান করাইবে।  
তদনন্তর গুগ্গুল ও ধূপ দান করিয়া গন্ধজল  
দ্বারা এবং তৎপরে পুনর্বার গুগ্ধ-জল দ্বারা  
স্নান করাইবে। স্নানানন্তর চন্দনাদি লেপন  
করিয়া বিশ্বপত্র দ্বারা অর্চনা করিবে, পূজাস্তে  
পায়সাদি নিবেদন করিয়া দিয়া, তদ্বারা ত্রাঙ্গণ  
ও কুমারী-ভোজন করাইবে এবং শক্তি  
অমুসারে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। অনন্তর

শাস্ত্রানঃ পাবনং তচ্চ কুত্ব। হ্যাপ্নোতি ভার্গব।  
অশ্বমেধফলকাণ্ডাঃ দেব্যা লোককং গচ্ছতি ৫৫।  
তদাগত ইমাং ভূমিঃ পৃথিব্যাং জায়তে নৃপঃ।  
তেন তং লভতে যোগং শিবাশ্রাণ্ডিকরং পরম্  
মাসে প্রৌষ্ঠপদে শুক্ল গোপূজাগ্রহীতয়া।  
মুদয়া হ্যাম্বনোহপ্যঙ্গমুপলিপ্য তু আপয়েৎ ৫৭।  
তদা আমলকৈঃ স্নাত্বা শুচিঃ সজ্জবিবর্জিতঃ।  
পূজয়েৎ যুধিকাপুষ্পৈর্দেবীং কীরেণ আপিতাম্  
চন্দনোদকমিশ্রণ কুঙ্কুমেণ বিলেপয়েৎ।  
ততঃ পুপকর্নৈবেদ্যকন্দবচ্ছাংশ্চ দাপয়েৎ ৫৯।  
অশুকং ধূপনে দদ্যাৎ তিলতৈলেন দীপিকান্।  
তেন তা ভোজয়েৎ কস্তা দ্বিজান্ সদ্যুত্তিবর্তিনঃ  
পাষণ্ডান নাবলোকেত নৌচান শাস্ত্রবাহিকৃতান্।  
দক্ষিণা শক্তিতো দেয়া স্বস্তি বাচ্যেত মঙ্গলম্।  
পাবনকাশ্মনস্তচ্চ সৌত্রামণিফলং লভেৎ।  
গচ্ছতে বিষ্ণুলোককং তদা বিশ্রোহভিজায়তে ৬০।

“দেবি! কাত্যায়নি! প্রসন্ন হউন” বলিয়া স্বয়ং  
পারণ করিবে। হে ভার্গব! এইরূপ করিলে  
অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল ও দুর্গালোক-প্রাপ্তি হইয়া  
থাকে। ৩৫-৫৫। ভোগাবসানে পুনরায় পৃথিবী  
লোকে আসিয়া নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে  
এবং পুনর্বার যোগ দ্বারা দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া  
থাকে। হে শুক্ল! ভাদ্রমাসে, গো-পূজার  
অগ্রভাগ দ্বারা যুধিকা গ্রহণ করিয়া আপনার  
অঙ্গে লেপন করিয়া স্নান করিবে; তদনন্তর  
অঙ্গে আমলক লেপন করিয়া স্নান করিয়া  
পবিত্র হইবে। সর্বসঙ্গ পরি ত্যাগপূর্বক যুধিকা-  
পুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা, কীর দ্বারা স্নান, চন্দন-  
জলমিশ্রিত কুঙ্কুমাди দ্বারা বিলেপন; অপূপ,  
কন্দ বচ্ছফল প্রভৃতি নৈবেদ্য, অশুক ধূপ এবং  
তিল-তৈল-প্রজলিত দীপ দান করিবে। সেই  
সমস্ত নৈবেদ্য দ্বারা সদাচার-সম্পন্ন ত্রাঙ্গণ ও  
কুমারীগণকে ভোজন করাইবে। পাষণ্ড, নৌচ  
এবং শাস্ত্রজ্ঞান-হীন ত্রাঙ্গণ ভোজন করাইলে  
কোন ফল হয় না। ত্রাঙ্গণগণকে যথাশক্তি  
দক্ষিণা দিয়া মঙ্গল স্বস্তিবাচন করাইবে। এরূপ  
করিলে ‘আত্মা পরিত্র হয় এবং সৌত্রামণিফলের

\* বেগাদি ইতি পাঠান্তরম্।

† গোময়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

ধনাঢ্যে মহতি গোত্রে বেদবেদান্তপারগে ।  
 পুত্রবান্ ধনবান্ ভোগী সুখং প্রাপ্য শিবৌভবেৎ  
 আশ্বিনে অষ্টমীশুক্রে নদীমুক্তিশ্চ আপয়েৎ ।  
 ততো দেবীং আপয়েৎস দধিনা হৃদকেন ত ॥৬৮  
 আলভ্য রোচন্য মৈত্রেধুপো দেয়ন্ত বালকম্ ।  
 সনখং সিততামিশ্রং পদ্মপুষ্পৈশ্চ অর্চয়েৎ ॥ ৬৯  
 নৈবেদ্যং রোহিতং মাংসমাজং বা শল্যকং তথা ।  
 গোধূমবিকৃষ্ণং ভক্ষান্ স্নতপক্ষানি দাপয়েৎ ॥৭০  
 তেন কৃত্বা ভোজীয়াদ্বিজাংশ্চাপি ক্রমাপয়েৎ  
 শক্তিতো দক্ষিণা দেয়া আত্মনস্তচ্চ ভোজনম্ ॥  
 গোসহস্রপ্রদানস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।  
 আরোগী সুখবান্ ধনো জায়তে ইহ মানবঃ ॥৭১  
 তুর্গানাম্ কীৰ্ত্তয়েত তস্মা লোকে মহীয়তে ॥ ৭২  
 কাৰ্ত্তিকে দৰ্ভমূলভিমূৰ্দ্ধিঃ স্নাত্বা তু ভার্গব ।  
 দেবীং গন্ধোদকৈঃ স্নাপ্য ঔশীঠৈঃ পূজ্য লেপয়েৎ

ধূপং পঞ্চরসং দেয়ং তিলতৈলেন দৌপকান্ ।  
 নৈবেদ্য যাবকং সর্পিঃ কৃত্বাবিপ্রেষু চাত্মনঃ ॥৭১  
 ভোজনং স্বস্তি বাচ্যেত দক্ষিণাং ত্রীযতাং শিবা  
 অনেক বিধিনা দুঃস বিদ্যাদানফলং লভেৎ ।  
 বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞস্তদন্তে শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ৭২  
 মার্গশীর্ষে তথা মাসি হুষ্টম্যাং গিরিপৃষ্ঠতঃ ।  
 স্থাপ্য দেবীং ততঃ স্নাত্বা তীর্থতোয়েন ভার্গব  
 লেপয়েৎ বালকং কুষ্ঠং পূজ্য জাতীগজাহ্বয়ৈঃ ।  
 ধূপং কৃষ্ণাঙ্কুরং দদ্যাদ্ভ্যুতদৌপান্ নৈবেদয়েৎ ॥  
 দধি ভক্ষন্ত নৈবেদ্যং কৃত্বাস্তেনৈব ভোজয়েৎ ।  
 দক্ষিণাং শক্তিতো দদ্যাদাত্মনস্তচ্চ পাবনম্ ॥৭৩  
 উমা মে ত্রীযতাং বাচ্যং বাজপেয়ফলং লভেৎ  
 ইহৈব ধনবান্ ভোগী দেহান্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥  
 পৌষাষ্টমীষু দুর্কাগ্রৈঃ স্নাত্বা শুক্লপরিচ্ছদঃ ।  
 জিতক্রোধো অদ্বন্দ্বশ্চ দেবীং কর্পূরবারিণা ॥ ৭৪

ফল লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া  
 থাকে। ভোগ্যবসানে ধনাঢ্য বেদ-বেদান্ত-  
 পারগ মহৎ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পুত্রবান  
 ধনবান্ হইয়া পরম সুখ ভোগ কবে এবং  
 পরে শিবহ প্রাপ্ত হয়। আশ্বিনমাসের শুক্ল  
 অষ্টমীতে নদী-মুক্তিকা দ্বারা দেবীর স্নান  
 করাইবে। তদনন্তর দধি, তুষ্ণ, শুক্লজল প্রভৃতি  
 দ্বারা স্নান করাইবে। স্নানান্তে রোচনাদি-  
 বিলেপন এবং সুবাসিত ধূপ দান করিয়া পদ্ম-  
 পুষ্প দ্বারা দেবীর অর্চনা করিবে। রোহিত-  
 মাংস, ছাগমাংস, শল্যকমাংস স্নতপক গোধূম-  
 চূর্ণ-নির্ম্মিত পিষ্টিকাদি নৈবেদ্য দান করিবে।  
 সেই সকল নৈবেদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারী-  
 গণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা  
 দান করিয়া কীমাপ্রার্থনা করিবে। অবশেষে  
 স্বয়ং ভোজন করিবে। এইরূপে গোসহস্র-  
 দানজন্ত ফল লাভ করিয়া, ইহলোকে  
 আরোগ্য, ধন-ধাত্তাদি সুখ লাভ করিয়া ধুস্ত  
 হয়। ঐ দিবস কেবলি, তুর্গানাম্ জপ করে,  
 সে তুর্গালোক প্রাপ্ত হয়। কাৰ্ত্তিক মাসে অগ্রে  
 শাশ্বতীষ্টমী বায়। দেবীর স্নান করাইয়া পরে

কাজল দ্বারা স্নান করাইবে। স্নানান্তে উশী-  
 বাদি-লেপন, পঞ্চরস-ধূপ, তিল-তৈল-প্রজলিত  
 দৌপ, স্নত যাবক প্রভৃতি নৈবেদ্য দান করিয়া  
 তদ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়া  
 দক্ষিণাদি দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া,  
 দেবীর নিকট কীমাপ্রার্থনা করিবে। বিধিপূর্বক  
 এতাদৃশ অনুষ্ঠান করিলে, বিদ্যাদানফললাভ  
 হয় এবং বেদ বেদান্তাদির ঐক্য হইয়া অস্তে  
 শিবহ প্রাপ্ত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমীতে  
 গিরিপৃষ্ঠে দেবীর স্নান করাইয়া পরে তীর্থ-স্নান  
 করিবে। স্নানান্তে কুষ্ঠাদি সুগন্ধদ্রব্য বিলেপন,  
 জাত, নাগপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পূজা, কৃষ্ণাঙ্কুর-  
 ধূপ, স্নতদৌপ, দধিমিশ্রিত অন্ন নৈবেদ্য প্রদান  
 করিবে। অনন্তর নিবেদিত দ্রব্যাদি দ্বারা  
 কুমারী-ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে যথাশক্তি  
 দক্ষিণা দিয়া “হে উমে! আমার প্রতি প্রসন্ন  
 হউন” এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। এরূপ  
 করিলে বাজপেয়-ফললাভ হয় এবং ইহকালে  
 ধনধাত্তাদি বিবিধ সুখ ভোগ করিয়া দেহান্তে  
 ব্রহ্মপদ লাভ করে। পৌষমাসের অষ্টমীতে শুক্ল  
 পরিচ্ছদবিভূষিত হইয়া দুর্কাগ্র দ্বারা দেবীর



স্বাপদ্বৈপয়েচ্ছুক মাংসীবানকচন্দনৈঃ ।  
 ধূপঞ্চ নির্দেহে প্রাজঃ পূজা নীলকুর্কটকৈঃ ।  
 কুমরাণ্ডভনৈবেদ্যাং কন্ঠা ভোজ্যাত তেন বৈ ।  
 আত্মনঃ পাবনং তচ্চ শক্ত্যা দত্তেত \* বাচয়েৎ  
 নারায়ণী সদা প্রীতা ময় দেবী প্রসীদতু ।  
 কুতেন গ্রহরাজেন্স ভূমি দানকলং লভেৎ ॥ ৮০  
 সূতগোধনসম্পন্নঃ পরত্র শিবমাপুয়াৎ ।  
 মাঘে মাসি চাক্রগাবঃ মৃতিঃ স্নাত্বা তু ভার্গব ॥  
 দেবীং হোয়েন সংস্রাপ্য তথা কীরয়তেন চ ।  
 স্নাপয়েৎ পুনস্তোয়েন লেপয়েৎ কুম্ভুমেন চ ॥ ৮২  
 ধূপং দেবদলং দদ্যাৎ কুন্দপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ ।  
 স্নতপূর্ণঞ্চ নৈবেদ্যাং কন্ঠা বিপ্রাংশ্চ তেন বৈ ।  
 ভোজয়েদাত্মনস্তচ্চ দক্ষিণাং প্রীযতাং জয়া ।



স্নান করাটবে । সুখ, দুঃখ, কাম-ক্রোধাদি  
 পবিত্রাগ করিয়া কর্পূরবাসিত জলে স্নান  
 করাটয়া, মাংসী কর্পূর, চন্দনাদি বিলেপন  
 করিয়া বিবিধ ধূপদান করিবে । নীল +  
 কুর্কটক পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া কুম্বর +  
 ও শুভনৈবেদ্য প্রদান করিবে । সেই সমস্ত  
 নৈবেদ্য দ্বারা কুমারী ভোজন করাটবে ।  
 ইহাতে আত্মা পবিত্র হয় । “দেবী নারায়ণী  
 সর্বদা প্রসন্ন হউন,” এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা  
 করিবে । হে গ্রহশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ করিলে  
 ভূমিদানের ফললাভ করিয়া ইহকালে গোধন-  
 সম্পন্ন হইয়া পরলোকে শিবরূপ প্রাপ্তি হয় । হে  
 ভার্গব । মাঘ মাসের অষ্টমীতে প্রথমতঃ  
 মৃত্তিকা, তদন্তর শুকজল, পরে কীর ও স্নত,  
 অবশেষে পুনর্বার জল দ্বারা দেবীর স্নান  
 করাটয়া কুম্ভ লেপন করিবে । অনন্তর  
 ধূপদান ও কুন্দপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া  
 স্নতপূর্ণ নৈবেদ্য প্রদান করিয়া তদ্বারা কুমারী  
 ভোজন ও কুমারী ভোজন করাটবে, তাহা-  
 দিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন

সর্বযাগকলং শুকলভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪  
 কান্তনে সর্বপৈঃ স্নাত্বা দেবীমাত্মকলাধুনা ।  
 তথা ইক্ষুরসেনৈব ভূমন্তেনোদকেন চ ॥ ৮৫  
 রোচনী লেপয়েৎ পূজা শতপত্রিকয়া গ্রহ ।  
 দীপো স্নতেন ধূপঞ্চ চন্দনং স্নতশর্করা ॥ ৮৬  
 নৈবেদ্যাং শোকবৃক্ষাশ্চ ভোজনং কন্ঠকাস্তু চ ।  
 আত্মনস্তচ্চ কুবীরে দক্ষিণা স্নস্তি বাচয়েৎ ॥ ৮৭  
 বিজয়া সুখদা নিতামন্ত মে চিস্তিতানি চ ।  
 অনেন বিধিনা শুক রাজস্বয়ং লভেৎ ॥ ৮৮  
 লভতে বাসনায়ুক্ত \* যতো দেবীময়ং জগৎ ।  
 চৈত্রাষ্টমীষু স্নাপয়েৎ মাতৃস্থানমদ্যদ্যুভিঃ ॥ ৮৯  
 দেবীং তীর্থজলৈঃ স্নাপ্য লেপ্য মদবিলেপনৈঃ ।  
 ধূপং তুরুক্ষ উশীরঃ ত্রীকৈশ্চৈন পূজয়েৎ ॥ ৯০  
 নৈবেদ্যাং শালিজং তক্তং শর্করা কন্ঠকাস্তপি ।  
 আত্মনস্তচ্চ বাচ্যন্ত শক্তিতা দক্ষিণাং দদেৎ ॥

করিবে । “জয়া দেবি ! আমার প্রতি  
 প্রসন্ন হউন” বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ।  
 এরূপ করিলে সর্বযাগের ফললাভ হয়, এ  
 বিষয়ে সন্দেহ নাই ৫৬-৮৪ । ফাল্গুনমাসে  
 প্রথমতঃ সর্বপ পরে আত্মকলমাত্র জল তৎপরে  
 ইক্ষুরস, অবশেষে পুনর্বার জল দ্বারা স্নান  
 করাটয়া রোচনী বিলেপন করিবে । অনন্তর  
 স্নত-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ও সুগন্ধ ধূপ বিস্তার  
 করিয়া শতদল দ্বারা পূজা করিবে । স্নত শর্করা  
 প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান করিয়া তদ্বারা কুমারী  
 ভোজন করাটবে এবং তাহাদিগকে যথাশক্তি  
 দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে । হে  
 বিজয়ে ! হে সুখদে ! আমার প্রতি প্রসন্ন  
 হউন” এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ।  
 এরূপ করিলে রাজস্বয়জ্ঞের ফললাভ এবং  
 বাসনা পূর্ণ হয় । চৈত্রমাসের অষ্টমীতে  
 প্রথমতঃ মাতৃস্থানীয় মৃত্তিকা-নির্মিত জল দ্বারা  
 তৎপরে তীর্থজলে দেবীর স্নান করাটয়া সুগন্ধ  
 বিলেপন, উশীরাদ ধূপ ও শর্করা ও শালজ  
 অন্ন নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন

\* কচিৎ ‘দেহেত,’ কচিৎ ‘দদ্যেত’ ইতি  
 পাঠান্তরম্ ।

† কাটিকুল । ‡ তিল ও মুগমিশ্রিত অন্ন ।

\* মুক্ত ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

অজিতা সৰ্বকামানাং পূৰ্ণায় সুখায় মে ।  
 বিপ্রাঃ কন্তাঃ সমাং বাচ্যা হোমদানফলং লভেৎ  
 সহকারফলং শ্রানং বৈশাখ্যে অষ্টমীষু চ ।  
 আশ্বিনো দেবতাং আপ্য মাংসৌবালকবার্হিঃ  
 লেপনং যধু \* কপূরং ধূপং পঞ্চসুগন্ধিকম্ ।  
 দেবীঃ পূজাঞ্চ কুবীত কেতকৌমদনে চ ॥ ১৪  
 কীরং শর্করনৈবেদ্যং কন্তাবিপ্রেষু ভোজনম্ ।  
 আশ্বিনঃ পাবনং তচ্চ দক্ষিণং শক্তিতো দদেৎ  
 অপরাজিতাভবানৌ স্বস্তিনামেন বাচয়েৎ ।  
 ক্রীয়তাং সৰ্বাণাং মে ঈপিতস্ত প্রযচ্ছতু ॥ ১৬  
 সৰ্বতীৰ্থাভিষেকস্ত অনেনাপ্রোতি ভার্গব ।  
 সূৰ্যালোকং ব্রজেদন্তে তৎতুলো ভবতে গ্রহ ।  
 অষ্টম্যাঈকৈব জৈষ্ঠ্যন্ত তিলৈঃ স্নানাদ্বিচক্ষণঃ ।  
 সৰ্বসঙ্গপরিহায়াগী দেবীং জাতিফলাশ্রয়া ॥ ১৮

ও কুমারী ভোজন করাইবে এবং যথাসক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে । “অজিতা দেবী আমার সর্বসুখ ও সর্বকামনা পরিপূরণ করুন” এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে । একপ করিলে স্বর্গদানফল ফললাভ হয় । বৈশাখ মাসের অষ্টমীতে সহকা ফল-মিশ্র জল দ্বারা এবং মাংস ও কপূর-মিশ্র জল দ্বারা স্নান করাইবে, যধু ও কপূর বিলেপন, পঞ্চ-সুগন্ধি ধূপ কেতকৌপুষ্প ও মদনপুষ্প দ্বারা পূজা কীর ও শর্করা নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা দেবীর পূজা করিবে । পূজান্তে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে যথাসক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে । “অপরাজিতা ভবানৌ দেবী সর্বদা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ঈপিত ফল দান করুন” এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে । ১৫—১৬ । একপ করিলে সৰ্বতীৰ্থাভিষেকফল ফললাভ হয় এবং দেহান্তে সূর্য্য লোকে গমন করিয়া সূর্য্য-তুলা গ্রহরূপে পুরাজ করিতে থাকে । জৈষ্ঠ্য-মাসের অষ্টমীতে, বিচক্ষণ ব্যক্তি সৰ্বসঙ্গ পরিহায়াগ করিয়া তিলমিশ্র ও ফলমিশ্র জল

‘আপয়েন্নপয়েৎ তেন চন্দনেন সুগন্ধিনা ।  
 ততো বিজয় ইন্দুঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদ্গ্রহসত্তম ।  
 নৈবেদ্যং শক্তবো দেয়াঃ শর্করাঃ কন্তকাস্বপি ।  
 দক্ষিণা শক্তিতো দেয়া চর্চিকাং প্রতিবাচয়েৎ  
 লভতে শুক্র যজ্ঞস্ত সৌভাগ্যমণিসং ফলম্ ।  
 অষ্টমী চৈব আষাঢ়ে নিশাতোয়েন আপয়েৎ ।  
 ততো দেবী জনকুষ্ঠবারিণা উদকেন চ ।  
 স্নান্না লেপয়েৎ কপূরচন্দনং রোচনাসুভিঃ ।  
 ধূপং চন্দনকপূরবালকাসিতশল্পকৈঃ \* ।  
 শুক্যং শর্করপূর্ণানি শুভানি ধানি কানি চ ।  
 দাপয়েৎ কন্তকাং বিপ্রান্ ভোজনং হ্যশ্বনস্তথা  
 শক্তিতৌ দক্ষিণা দেয়া মহিষস্রীতি কীৰ্ত্তয়েৎ ॥  
 দীপমালা যতেনৈব সৰ্বকামান্ প্রযচ্ছতি ।  
 সৰ্বযজ্ঞমহীদানসৰ্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ১০৫  
 এতদ্ব্রতবরং শুক্র ময়া ব্রহ্মণা বিকুন্য ।

দ্বারা দেবীর স্নান করাইয়া সুগন্ধ চন্দনাদি লেপন করিবে, নব নব পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া শক্ত শর্করা প্রভৃতি নৈবেদ্য দান করিয়া তদ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে, ভোজন করাইয়া যথাসক্তি দক্ষিণা দিয়া, “চর্চিকা দেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” বলিয়া প্রার্থনা করিবে । একপ করিলে সৌভাগ্যমণিসত্ত্ব ফলপ্রাপ্তি হয় । আষাঢ় মাসের অষ্টমীতে প্রথমতঃ হরিদ্রাজল ও পরে শুক্লজল দ্বারা দেবীর স্নান করাইয়া কপূর ও চন্দনাদি বিলেপন, চন্দন, কপূর, বালুক প্রভৃতি সুগন্ধ ধূপ এবং শর্করামিশ্র নৈবেদ্য দ্বারা দেবীর পূজা করিবে । পূজান্তে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়া যথাসক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে । স্নতপ্রজলিত দীপমালা প্রদান করিয়া “মহিষাস্রী! দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” বলিয়া কমা-প্রার্থনা করিবে । একপ করিলে সৰ্বযজ্ঞ-ফল পৃথিবীদান-ফল এবং সৰ্বতীর্থফল পাওয়া যায় । হে শুক্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি জগতের হিতার্থে,

ঈগতো হিতমিচ্ছাতিষ্ঠাণং তুর্গাত্তং মহৎ ১০  
ভানুনা গ্রহবিধঃসমনেন কৃতবান্ পুরা ।  
তথা দেবাসুরযক্ষনাগকিন্নরমানবৈঃ ১০৭  
অপ্সরোভিস্তথা জ্ঞাতিঃ সোভাগ্যস্ত বিবৃকয়ে ।  
কৃতবান্ গ্রহশার্দূল ত্বমপি কুৰ্ব্বা যথাবিধি ১০৮  
শ্রবণাদপি প্রাপ্নোতি সর্বকামমুখানি চ ।  
ইষ্টানি লভতে পুংসো বহ্বা পুত্রং প্রসূতকৈ ১০৯  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যাবতারে তুর্গাত্তং  
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ১১০

### চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ১১

ঈশ্বর উবাচ ।

দেব্যা গৃহস্থ যঃ শুক্র কারয়ত্যতিশোভনম্ ।  
সর্বোপকরণৈষুক্তং নানাবর্ণৈঃ সুবর্ণৈশ্চ ১১  
তাম্রম্ব ঘণ্টা ধ্বজং ছত্রং বিতানং দর্পণানি চ ।  
দ্বা যুগ্মবংশাদি নিত্যং সঙ্গীতকানি চ ১২

সর্বশ্রেষ্ঠ এই তুর্গাত্ত করিয়াছি ; পূর্বে  
স্বর্গ্য এই ত্ত করিয়া গ্রহগণের ধ্ব স সাধন  
করিয়াছিলেন এবং দেব ; অশুর, যক্ষ, নাগ,  
কিন্নর মনুষ্য, অপ্সর প্রভৃতি সকলেই  
সোভাগ্যবান্দের জন্ত এই ত্ত করিয়া  
থাকে । হে গ্রহশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে তুমিও  
যথাবিধি এই ত্তানুষ্ঠান কর । অবিদ্যাক,  
এই ত্ত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেই সর্বকামনা-  
কল সর্বমুখ এবং অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়,  
বহু স্ত্রী ও পুত্র প্রসব করে । ১০৭—১০৯ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ১১০ ॥

### চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বালিলেন,—হে শুক্র ! যে ব্যক্তি  
সর্ববিধ উপকরণ এবং নানাবিধ বর্ণে দেবীগৃহ  
সুশোভিত করে ; গৃহমধ্যে ঘণ্টা, ধ্বজ, ছত্র,

সকপাটকুলাদিতম্ ইতি কাচৎ পাঠঃ ।

দেবীশাস্ত্রার্থবেত্তারং পূজনং ভবনে শুভম্ ।  
এং প্রবর্ততে যন্ত তন্ত পুণ্যকলং শূনু ১৩  
দশ পূর্বপরাংস্তাত আশ্রমৈশ্চকবিশ্ৰুতি ।  
উদ্ধৃত্য চ কুলং পাপাদ্ ব্রহ্মলোকে মনীয়তে ১৪  
গচ্ছতে ভবতী যত্র পরা পরমপূজিতা ।  
তত্র কল্মাশ্চরং যাবদ্ ভোগান্ ভুজ্য মনোরমান্  
পুনঃ কালাদিহায়াতঃ পৃথিব্যামেকরাড্ভবেৎ ।  
স ভূত্যবাহনোপেক্তিঃ সান্তঃপুরপরিচ্ছদঃ ১৬  
ভবতে চর্চিকান্তঃ পুত্রকর্ম্মপ্রভাবতঃ ।  
পুনর্দেব্যা বিজাতানাং তন্তুজানাং প্রিয়োভবেৎ  
কন্যাসংপূজকো নিত্যং দেবীশাস্ত্রার্থপারগঃ ।  
লভতে পরসম্ভাবং তদন্তে শিব সংব্রজেৎ ১৮  
দেব্যা গৃহস্থ যঃ শুক্র সম্যাজ্জয়তি নিত্যশঃ ।  
স ভবেদ্ধনবান্ সৌখ্যসর্বসম্পত্তিসংযুতঃ ১৯

চতুস্ত্রিংশ, দর্পণাদি বিদ্যাসপূর্বক সুসজ্জিত  
করে ; মুরজ, বংশী প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র বাদিত  
করিয়া সঙ্গীতধ্বনিতে দেবীগৃহ প্রতিধ্বনিত  
করে ; ষাঁহারা দেবীর শাস্ত্রার্থ অবগত আছেন  
তাঁহাদের পূজা করে ; তাহার পুণ্যকল শ্রবণ  
কর । ঐ ব্যক্তি পূর্বদশ পুরুষ পর দশপুরুষ  
এবং আপনি এই একবিংশতি পুরুষকে পাপ-  
পক হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস  
করে । ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পরে তুর্গালোকে  
বাস করে । তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ  
করিয়া কালে মর্ত্যলোকে একচ্ছত্র রাজা হইয়া  
জন্ম গ্রহণ করে । মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াও  
পূর্ব-কর্ম্মকলে ভূত্যা, বাহন, অস্তঃপুর সুন্দর  
পরিচ্ছদাদি বিবিধ ভোগসাধন প্রাপ্ত হয় এবং  
তাহার দেবীভক্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে । দেবীভক্তি-  
বলে পুনর্বার দেবীর ও দেবীভক্ত ব্রাহ্মণগণের  
প্রিয় এবং ব্রাহ্মণভোজন কুমারী-ভোজন  
প্রভৃতি সুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়, দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব  
বুঝিতে পারে, দেবীর পরমসম্ভাব প্রাপ্ত হয়  
এবং অস্ত্রে শিবলোকে গমন করে । হে শুক্র !  
যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য দেবীর গৃহ যাজ্ঞন করে,  
সে ধনবান্ হয় এবং সর্বমুখসম্পত্তি লাভ

তদা গচ্ছচ্ছিবালোকং সৰ্বকামকলপ্রদম্ ।  
 দেব্যা গৃহস্থ যঃ শুক্র গোময়েনামুলেপয়েৎ ॥ ১০ ॥  
 স্থিয়ে ন য দ বা পুংসঃ স্বগ্নাস্তু নিরন্তরম্ ।  
 স লভেদা'প্স কামান্ দেব্যা লোককণাচ্ছতি  
 অত্রৈব যৎ পুরা রক্তং কথ্যমীতি শ্রুতাম্ ।  
 আসীদ্বিক্রো নিরাধারঃ কৈবর্তো মৎস্তঘাতকঃ ॥  
 লেপালেপতুলে শুক্র প্রযযৌ মৎস্তবন্ধনে ।  
 স চ বিজ্ঞাটবৌমধ্যে দেবৌগেহমপশ্রুত ॥ ১৩ ॥  
 তস্তা জ্ঞানং প্রভুত্বেন শীর্ণং কালেন ভার্গব ।  
 দেব্যা গৃহাগতো রক্তস্তস্য স্তমবলম্বয়েৎ ॥ ১৪ ॥  
 গন্তো গুং স্ককং বৎস পুতস্তত্রৈব কালতঃ ।  
 অ গুহঃ কপটিগুহঃ কসমানঃ স্বরুৎসমঃ ॥ ১৫ ॥  
 দৃষ্ট গুহঃ পুঃ কালানমুঃ সোহভূদগাধিপঃ ।

ববে, দেহান্তে দেবী-লোকে গমন করিয়া সর্ব-  
 কামনা-কল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি গোময় দ্বারা  
 নিজা নিজ দেবীর গুণানুলেপন কর, স্ত্রী  
 ...  
 ...  
 ... ১—১১ । এক্ষণে একটি প্রাণী  
 ইচ্ছান বলিতেন শ্রবণ কর । পূর্বে কোন-  
 স্থানে একজন দরিদ্র কৈবর্ত বাস করিত ;  
 মৎস্য বিক্রয় ইত্যাদি জীবিকা ছিল । একদিন  
 ঐ কৈবর্ত প্রাতঃকালে উঠিয়া মৎস্য ধরিবার  
 নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমন করিল ; আগমনকালে  
 ঐ ব্যক্তি বিজ্ঞাটবৌমধ্যে দেবীগৃহ অব-  
 লোকন করিল । কালবশে তাহার জালখানি  
 অতিশয় জীর্ণ হইয়াছিল, মৎস্যজীবী ব্যক্তি  
 অপনার জালখানি অকর্ম্মণ্য দেখিয়া দেবীগৃহের  
 সম্মুখস্থিত বৃক্ষে তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়া গৃহে  
 গমন করিল । কিছুদিন পরে পুনর্বার সেই  
 স্থানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে সেই বৃক্ষে  
 একটি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড লব্ধমান করিয়া পুনর্বার  
 গৃহে গমন করিল । ঐ ব্যক্তি কালবশে মৃত্যু-  
 মুখে পতিত হইয়া দেহান্তে সর্ববিদ্যার্থ-পারগ  
 বিদ্যাধর-মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল । বিদ্যাধর  
 স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্বার কিকিণীযুক্ত ভজ-

বিদ্যাধরপতিশ্চিত্রঃ সর্ববিদ্যার্থপারগঃ \* ॥ ১৬ ॥  
 স্বল্পেনাপি হি কৰ্ম্মেণ প্র'প্তবান মহতীং শ্রিয়ম্ ।  
 তথা স্বর্গাপ বিপ্রেন্দ্র দেব্যা ভক্তিপরো ভব ॥ ১৭ ॥  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে দেব্যা ধ্বজ-  
 মহাভাগ্যকলং নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

### পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বিদ্যাধর উবাচ ।

যদোবং সা মহাভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুপরা পরা ।  
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ধ্বজদানং বিধানতঃ ॥ ১ ॥  
 অগস্ত্য উবাচ ।  
 যথা হং পৃচ্ছসে বৎস তথা শক্রেণ ব্রহ্মণি ।  
 পৃষ্টঃ পূৰ্ব্বং তথা তেন শত্ৰুগীতং প্রকাশিতম্ ॥ ২ ॥

বস্ত্র নির্ম্মিত ধ্বজ দান করিয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত  
 কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ সর্ব-বিদ্যাধরগণের অধীশ্বর  
 হই । যে শুক্র ঐ ব্যক্তি এ-দৃশ স্বল্প কৰ্ম্ম-  
 ফলেই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল, অতএব  
 তুমিও দেবীর প্রতি ভক্তযুক্ত হও ॥ ১২—১৭ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

### পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

বিদ্যাধর বলিল,—ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে  
 পরাংপর মহাভাগা দেবীর ব্রতাদির বিষয়  
 শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে ধ্বজদানের বিধি শ্রবণ  
 করিতে ইচ্ছা করিতেছি । অগস্ত্য বলিলেন,—  
 বৎস ! এই কথা ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকটে জিজ্ঞাসা  
 করিয়াছিলেন । শত্ৰু শুক্রে নিকটে যেরূপ

\* অত্র “ততঃ স ভগবান্ দেব্যা ভক্তি-  
 পূর্ব্বসমর্ষিতঃ । দদৌ ধ্বজান্ পটুভান্ কিকিণী-  
 বরকাষিতান্ । তেন স পূর্ব্বকৰ্ম্মস্ত স্মরণাদ্ গ্রহ-  
 সন্তম । কৰ্ম্মযোগং সমাস্বায় খড়্গরাজঘরা-  
 ভবৎ । অনিবারিতশক্তিত্ব সর্ববিদ্যাধরেশ্বরঃ”  
 ইত্যধিকং কচিৎ দৃশ্যতে ।



শুক্ৰস্ত ভাবযুক্তস্ত তদহং তে মহাত্মনঃ । ৬০  
কথয়ামি যথাক্রমং ধ্বজদানং মহাকলম্ ॥ ৩

শুক্ৰ উবাচ ।

দেব্যা ধ্বজপ্রমাণস্ত বিধিং দণ্ডশ্চ লাক্ষনম্ ।  
দীপ্যতে চ যথা নাথ তদশেষং ত্রবীহ নঃ ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ ।

অণ্ডজং বোণ্ডজং \* বাপি ধ্বজং কেশবিবর্জিতম্ ।  
নবং সমঞ্চ শঙ্কুঞ্চ প্রাসাদাদণ্ডবর্জিতম্ ॥ ৫  
সমং শঙ্কুযুজং শুভ্রং শৈলং বা ধাতুজং পিবা ।  
তন্মিহ পটে লিখ্যেং সিংহং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্  
রোচনাসহচন্দ্রেন হেমলৈখ্যদূর্বলম্ ।  
প্রাসাদালিম্বমানস্ত ক্রিতিং বিস্তরতঃ কৰম্ ॥ ৬  
ধ্বজাপালনকর্তব্যং দর্শয়েদ্বিধু দেবতাঃ ।  
সর্বো বাহনলাঞ্ছন লাক্ষিতাঃ সহজেন চ ॥ ৭  
কিঙ্কণীচামরোপেতান্ ঘণ্টাদর্পণশোভিতান্ ।  
কৃতহোমমহাপ্রাক্ত সহকারদলারিতান্ ॥ ৮

বলিয়াছিলেন, ত্রক্ষা তাহাই ইন্দ্রকে বলিয়া-  
ছিলেন, এক্ষণে আমিও তোমাকে যথাবৎ  
ধ্বজদানের বিধি বলিতেছি । শুক্ৰ মহেশ্বরের  
নিকটে বলিয়াছিলেন,—হে নাথ! দেবীর  
ধ্বজ প্রমাণবিধি এবং দণ্ডচিহ্নাদি যেরূপে  
দিতে হয়, তৎসমুদয় সম্যক্রূপে বর্ণন  
করুন । ঈশ্বর বলিলেন,—বস্ত্রনির্মিত হউক  
কিংবা অশ্ববস্ত্র নির্মিত হউক, নূতন,  
সমান অথচ চিকণ ধ্বজ নির্মাণ করিতে  
হয় । ধ্বজমধ্যে যেন কেশাদি না থাকে ।  
ইহা দণ্ডলুপ্ত করিয়া প্রাসাদোপরি দিতে  
হয় । শৈল বা ধাতু-নির্মিত হইলেও সমান,  
চিকণ, স্বচ্ছ অথচ শুভ হওয়া আবশ্যক ।  
কর্পূর ও রোচনা মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা পট-  
মধ্যে একটি সর্ব-লক্ষণ সম্পন্ন সিংহ অঙ্কিত  
করিয়া ঐ পটখানি প্রাসাদ হইতে ভূমি পর্যন্ত  
লম্বমান করিবে । ধ্বজাপার্শ্বে স্ব স্ব বাহন-  
সহিত দশদিকপাল দেবগণের মূর্তি অঙ্কিত  
করিবে । কিঙ্কণী, চামর, ঘণ্টা, দর্পণ প্রভৃতি

মহামঙ্গলশব্দেন দেব্যাঃ কুর্কৃত পূজয়েৎ ।  
সুগন্ধপুষ্পনৈবেদ্যাং যথাবিস্তববিস্তরৈঃ ॥ ১০  
কম্বুকা ব্রাহ্মণান্ ভোজ্য দধিপায়সশর্করৈঃ ।  
ভূতানাস্ত বলিং দত্ত্বা তথা তমুপরোহয়েৎ ॥ ১১  
সর্বকামান্বাপ্নোতি বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ ।  
মোদতে বিবিধান্ ভোগান্ সর্ববিদ্যার্থপারগঃ ।  
অথবা হৈমরোপ্যং বা বাক্কং পার্শ্ববশৈলজম্ ।  
কারয়েন্মৃগরাজস্ত মহাকরিমদাপহম্ ॥ ১৩  
মহানথকরোৎখাতমুক্তাকলগদাপ্রভম্ \* ॥ ১৪  
এবং বিধং ততঃ কৃত্বা নবম্যাং পূজয়েচ্ছিবাম্ ।  
সোপবাসঃ শুচির্দক্ষঃ সর্বসঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৫  
কম্বুকাঃ পূজয়িত্বা তু বিপ্রান্ বেদবিদস্ততঃ ।  
দেব্যা ভক্তাঃ সদাচারাস্ত্রিকালহর্যেন রতাঃ ॥ ১৬  
তে যথাশক্তিতস্তোম্যা ধ্বজারোহনকর্ম্মণি ।\*

দ্বারা উহা শোভিত করিয়া প্রাক্তব্যক্তি  
হোমাদি সমাপনান্তে তাহাতে সহকার-পন্নব  
সংযুক্ত করিয়া প্রথমতঃ দেবীর পূজা করিবে ।  
যথাশক্তি সুগন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা  
করিয়া দধি, পায়স, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ  
ও কুমারী ভোজন করাইবে । অনন্তর ভূতবলি  
প্রদান করিয়া ধ্বজোত্তোলন-কার্য্য সম্পন্ন  
করিবে । একপ করিলে বিদ্যাধরহ লাভ করিয়া  
সর্ব-কামানা-ফল লাভ করে এবং সর্ববিদ্যা-  
পারগ হইয়া বিবিধ-ভোগ সন্তোগ করিতে  
থাকে । ১—১২ । এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ, রৌপ্য, বৃক্ষ  
মুক্তিকা, প্রস্তরাদি যেকোন বস্তু দ্বারা একপ-  
ভাবে একটি সিংহ নির্মাণ করিবে, যেন  
দেখিলেই বোধ হয় সিংহটী যেন মদমস্ত  
হস্তীকে বিদারণ করিতেছে এবং নখরপ্রহার  
দ্বারা করিকুণ্ড হইতে মুক্তাকল বাহির করাতে  
তাহার চরণ-শোভা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত  
হইয়াছে । একপ সিংহ নির্মাণ করিয়া নবমী  
তিথিতে উপবাসী ব্যক্তি শুচি ও সর্বসঙ্গ-  
পরিভ্রাণী হইয়া দেবীর পূজা করিবে । আর  
ধ্বজারোহণকালে দেবী-ভক্ত সদাচারসম্পন্ন

কস্তা দেব্যা স্বয়ং প্রোক্তা কস্তারূপা তু শূলিনী  
 বাবদকভযোনিঃ স্তাৎ তাবদেব্যা সুরারিহা ।  
 যিহা ব্রহ্মা শিবো বিষ্ণুঃ স্বকীয়ব্রতপালকাঃ ॥ ১৮  
 পূজিতৈস্তৈস্তদা শুক্র সর্বদেবাস্ত পূজিতাঃ ।  
 দীনাকরূপণানাস্ত অন্নং দেয়ম্ শক্তিতঃ ॥ ১৯  
 যথা সূর্যগতা দেবী তদ্বদিত্যাকয়ং ভবেৎ ॥ ২০  
 নানাতক্যাকতদধিদূরী উৎকরকীৰ্তিতাঃ ।  
 বলিং বৈ সর্বভূতেভ্যো দশদিক্ নিবেদয়েৎ ॥  
 বজ্রঘোণা \* তথা জপ্তা অষ্টাবিংশতাকরাণি বা  
 সিংহং স্তম্ভে সমারোপ্য সৰ্বমঙ্গলশক্তিতম্ ॥ ২২  
 বেদধ্বনিমহামন্ত্রকালিকাচর্চিকাপদম্ ।  
 স্তম্ভ সিংহং পরং ধ্যায়ৈত্যাশুং পূর্বকল্পিতম্ ॥  
 এবম্ভং বস্ত্রসংবীতং সৰ্বভরণভূষিতম্ ।  
 তেভ্যা মহাধ্বজং স্তম্ভ শেখাণামপি বিস্তসেৎ ॥ ২৪  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রুতভাণাং সোমস্বর্ঘ্যাদিবৌকসাম্ ।

ব্রাহ্মণগণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া  
 যথাশক্তি তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে ।  
 দেবী স্বয়ং কস্তারূপিনী, যেপৰ্য্যন্ত কস্তাগণ  
 অকভযোনি থাকে, তাবৎপর্য্যন্ত তাহারা  
 দেবীস্বরূপ । যে সকল ব্রাহ্মণ স্বকীয় ব্রত  
 পালন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং  
 মহেশ্বর-স্বরূপ, তাঁহাদের পূজা করিলেই সমস্ত  
 দেবগণের পূজা করা হয় । দীন, অন্ধ, রূপণ,  
 প্রভৃতি সকলকে যথাশক্তি অন্ন দান করিবে,  
 যেহেতু দেবী সর্বগতা ; তাহাদিগকে অন্ন দান  
 করিলেই দেবীর উদ্দেশে দান করা হয় ।  
 নানাবিধ তক্য বস্ত্র, দধি, অকত, দূরী, তণুল  
 প্রভৃতি সর্বভূতোদ্দেশে, দশদিকে বলি প্রদান  
 করিবে । অষ্টাবিংশতাকর ক্রমমন্ত্র জপ করিয়া  
 বজ্রমণ্ডপপূর্বক সিংহকে স্তম্ভে আরোহণ  
 করাইয়া বেদধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ, কালিকা-  
 চর্চিকা-নামোচ্চারণ করিয়া পূর্বকল্পিতরূপে  
 সিংহের ধ্যান করিবে । পরে বস্ত্রভরণ ভূষিতা  
 দেবীর মহাধ্বজ স্থাপন করিয়া পরে অস্তম্ভ

ধ্বজদানং মহাদানং সর্বদানোত্তমং যতম্ ॥ ২৫  
 যাবন্ন দীপ্যতে শুক্র ধ্বজঃ প্রাসাদমূৰ্ছনি ।  
 তাবৎ তস্মৈ ভবেৎ বৎস প্রাসাদং দেবলাহিতম্  
 শূন্তধ্বজং সদা ভূতা নগগন্ধর্বরাক্ষসাঃ ।  
 বিদ্রাবন্তি মহাত্মানো নানা বাধাং করন্তি চ ॥ ২৭  
 তস্মাদেবগৃহদ্বারপুরপৰ্বতপত্তনে ।  
 উজ্জ্বিতাঃ শান্তিকামাঃ ধ্বজাঃ শুক্র সদা হিতাঃ  
 নহি চান্তম্ ধ্বজদানাহতমো ভবতে কচিৎ ।  
 দানমিষ্টঞ্চ পুত্রঞ্চ দেব্যা দীপন্তথৈব চ ॥ ২৯  
 অনেন বিধিনা যন্ত ধ্বজং শুক্র নিবেদয়েৎ ।  
 সৰ্বকামানবাপ্নোতি স নরঃ শিবতাং ব্রজেৎ ॥  
 তস্ত দৰ্শনমস্তাষাদপি পাপরতা নরাঃ ।  
 বিমুক্তাঃ সৰ্বপাপেভ্যো দিবং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥  
 রাজা বানেন বিধিনা দেবীলাহনলাহিতম্ ।  
 শত্ৰুচক্রবৃষভাক \* হংসবর্হিণবারণৈঃ ।  
 সাচারো ভক্তিমান্হায় ধ্বজযষ্টিং সমুচ্চয়েৎ ॥ ৩২

দেবগণেরও ধ্বজ স্থাপন করিবে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
 ইন্দ্র, ক্রতু, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবগণের ধ্বজ  
 দান করিলে সর্বশ্রেষ্ঠ দান করা হয় । প্রাসাদ-  
 শিবরে যেপৰ্য্যন্ত না ধ্বজদান করা হয়, সে  
 পর্য্যন্ত প্রাসাদে দেহচিহ্ন হয় না । হে শুক্র !  
 ভূত, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে শূন্ত-  
 ধ্বজ গৃহাদিতে নানা উপদ্রব করে । অতএব  
 গৃহদ্বারে প্রাসাদে পৰ্বতে এবং নগরে ধ্বজদান  
 করা শক্তিকামী লোকদিগের উচিত এবং হিত  
 কর । ধ্বজদান অপেক্ষা উত্তম কার্য জগতে  
 আর নাই । হে শুক্র ! যে ব্যক্তি বিধিপূর্বক  
 এক্রপে ধ্বজ দান করে, সে অতীষ্ট পুত্র  
 প্রভৃতি সৰ্বাভীষ্ট লাভ করিয়া পরে শিব  
 প্রাপ্ত হয় । তাহার দর্শন বা তাহাদের সহিত  
 সর্ভাষণ করিলেও পাপী মনুষ্যাগণ সর্বপাপ  
 হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে,  
 এইবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । মহারাজগণ  
 আচারপূত হইয়া ভক্তিপূর্বক শত্ৰু, চক্র, বৃষ,

ন তন্তু সঙ্গরে শুক্র ব্যাধয়ো ন চ বৈরিণঃ<sup>১</sup>।  
ন চ শস্ত্রব্রণপীড়া ভবেদজসমুচ্ছয়াৎ ॥ ৩৩

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে ধ্বজদানবিধির্নাম  
পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্টিংশোহধ্যায়ঃ ।

শুক্র উবাচ ।

স্তবঃ পুরা যথা দেব্যা ময়া পৃষ্ঠো বৃষধ্বজ ।  
তমহং শ্রোতুমিচ্ছামি স্বং প্রসাদাৎ তু শূলিনঃ ॥ ১  
ঈশ্বর উবাচ ।

শূনু শুক্র যথা পৃষ্ঠো দেব্যাঃ স্তোত্রং সুদুর্লভম্  
শমনং সর্বপাপাণাং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২  
যং শ্রদ্ধা ভবতে বিদ্যা বিদ্যাতে চ শিবাশ্রকম্  
পর্যাপরবিভাগন্ত তদহং বচনৈর্দ্রবম্ ॥ ৩

জয় পবনগগনদিনকরহৃতবহশশিসলিল-  
অবনি আশ্রয়ে । স্থিতিজগৎকারণহেতো-  
মূর্তিহে কল্পিতে নমস্তে ॥ ৪

তাক্ষা, হংস, ময়ূর, হস্তী প্রভৃতি চিহ্নলাঙ্কিত  
ধ্বজযষ্টি উত্তোলন করিবে, তাহা হইলে  
তাহাদের যুদ্ধ, ব্যাধি, শত্রু-আক্রমণ, শস্ত্রব্রণ-  
পীড়া প্রভৃতি কোন অনিষ্ট হইবে না । ১৩-৩৩  
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্টিংশ অধ্যায় ।

শুক্র বলিলেন,—হে বৃষধ্বজ ! পূর্বে যে  
দেবীর স্তবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি,  
একণে আপনার প্রসাদে তাহা অবগণ করিতে  
ইচ্ছা করিতেছি । ঈশ্বর বলিলেন,—হে শুক্র  
পূর্বে যে সর্বপাপনাশক সর্ব কামপ্রদ সুদুর্লভ  
স্তবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহা অবগণ  
কর ; উহা অবগণ করিলে বিদ্যালান্ত হয় অশ্রদ্ধা  
শিবরূপ হয় এবং পরাপর-বিভাগ থাকে না ।  
একণে আমি বাক্য দ্বারা যথাপূর্ব বলিতেছি  
বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, জল এবং  
পৃথিবীর আশ্রয়রূপ দেবীর জয় হউক ।

জয় সকলার্থ ব্যাপিনি অনাদি নির্লক্ষ-  
ণকআত্মহা । আধারাবায়ুনা \* মনেকতর্ষার্থ-  
রূপিনে নমস্তে ॥ ৫

জয় নাদবিন্দুরূপিনি ঈশানান্ননিবিদ্যালয়ে  
কলিকালে । বিদ্যানিঘ্নতিসরাগে পুরুষাব্যক্ত  
বেশায় নমস্তে ॥ ৬

ধগগগনদহনরূপিনি জলধরতনুবন্ধমোচনি  
অনাদ্যো । জয় সকলরূপমাতৃরূপেহনেক-  
বিজ্ঞানধারিণি নমস্তে ॥ ৭

জয় কালদেহরূপিনি বিমুক্ততর্ষিরামাস্তে ।  
বিন্দাবন্ধনিকদ্ধতদ্বেদমোচনি নমস্তে ॥ ৮

জয় দশদিশহং রূপিনি অশুভ-শুভমার্গ-  
চোদনি মজ্জাশ্রকমূর্ত্যবস্থিত নমস্তে । জয় সকল  
জন্তুমোহনি মায়াশ্রকরূপি হৃর্তেদ্যো † ॥ ৯

আপনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ  
মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, আপনাকে নমস্কার । যিনি  
সকলার্থব্যাপিনী, অনাদি, অলক্ষ্য, শুদ্ধ,  
আত্মহ, বায়ুর আধার, অনেক-তর্ষার্থরূপিনী,  
ঐহাকে নমস্কার । যিনি নাদবিন্দুরূপিনী  
ঈশ্বরের আশ্রা, বিদ্যার আলয়, কলিকালস্বরূপ  
বিদ্যা নিঘ্নতি ও রাগস্বরূপ এবং যিনি অব্যক্ত  
বেশধারী পুরুষ, ঐহার জয় হউক । ধল-  
গণের দহন করিবার জন্তই ঐহার শরীরধারণ  
ঐহার তনু জলধরের স্রাব এবং যিনি বন্ধন-  
মোচিনী; অনাদ্য, সকলমাতৃরূপা, অনেক-  
বিজ্ঞানধারিণী ঐহাকে নমস্কার । যিনি কালে  
কালে দেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করেন,  
মায়াবন্ধ মোচন করেন, ঐহাকে নমস্কার ।  
যিনি দশদিকরূপিনী, অশুভ ও শুভ মার্গের  
পরিচালিকা, মজ্জরূপ মূর্ত্তিরূপে অবস্থিত,  
ঐহাকে নমস্কার । যিনি সকল-জন্তুমোহিনী  
মায়া রূপা, হৃর্তেদ্যা, সকলমাতৃরূপা, অনেক

\* আধারাবায়ুণামিতি কচ্চিৎ পাঠান্তরম্ ।

† অতঃ পরং ‘জয় সকলরূপমাতৃরূপেহনেক-  
বিজ্ঞানধারিণি নমস্তে’ ইত্যর্থকঃ কচ্চিৎ ।

জয় কালদেহরূপিণি কৃণাদিকল্পাসং-  
স্থিতাবয়বৈর্বিদ্যাশুদ্ধজ্ঞানং নিয়ামসে নিয়তি-  
রূপিণি নমস্তে ॥ ১০

জয় নাগবন্ধরূপিণি নিখাসোচ্ছ্বাসবায়ু-  
তছ্যাজ্যোব্যক্তম্ । পচসি চ দহনে পিণ্ডহাৎ  
পালয়িষ্যে নমস্তে ॥ ১১

জয় তত্ত্বভাবরূপিণি অত্যন্তসূক্ষ্মাদলক্ষ্য-  
নির্লেপে । নোৎপত্তে তান্মুৎপাদনি শিবশক্তি-  
পরমরূপিণি নমস্তে ॥ ১২

জয় নিকলার্ঘ্যরূপিণি সমস্তবস্তুসংস্থিতা-  
বহ্নে । পরমাপরসকলগতে ভগবতি বরদে  
পরং নমস্তে ॥ ১৩

জয় পুথাজ্জগতা তৈ গুল্কস্তেজো  
জজ্ঞয়া হনিলঃ । উরুভ্যাং বিবদন্ত্যে কট্যা-  
হকারগতে নমস্তে ॥ ১৪

জয় নাভ্যধঃস্থা বুদ্ধির্নাভ্যাঃ প্রকৃতি-  
হৃদিস্থিতঃ পুরুষঃ । বিদ্যারাগৌ কৃচাভ্যাং  
নিয়তিপরে হারঃস্থলগতে নমস্তে ॥ ১৫

বিজ্ঞানধারিণী, তাঁহার পদে নমস্কার । যিনি  
কালদেহধারিণী, কৃণাদিকল্পাস্ত তাঁহার অবয়ব  
এবং যিনি বিদ্যাস্বরূপ, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, নিয়ম  
ও নিয়তিস্বরূপ, তাঁহার জয় হউক । যিনি  
নাগবন্ধরূপিণী, যিনি দহনরূপে পাককার্য্য  
সম্পন্ন করেন এবং যিনি ত্রিভুবন পালন  
করেন, তাঁহাকে নমস্কার । যিনি তত্ত্ব ও  
ভাবস্বরূপা, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বলিয়া অলক্ষ্য  
নির্লেপ, উৎপত্তিবহন, উৎপাদিকা, শিবশক্তি  
পরমরূপা, তাঁহাকে নমস্কার । ১—১২ । যিনি  
নিকলার্ঘ্যরূপিণী যিনি সমস্ত বস্তুমধ্যে অবস্থান  
করেন, যিনি পরমা, সর্বগতা, ভগবতী, বরদা  
তাঁহার চরণে নমস্কার । হে দেবি ! আপনার  
অভিযুগ্মে পৃথ্বী, গুল্কস্বয়ে বায়ু, উরুস্বয়ে  
তেজঃ জজ্ঞাস্বয়ে বারি, পদ, শুষ্ক ও ত্রিদেশে  
অহকার, আপনাকে নমস্কার । দেবি ! আপ-  
নার নাভির অধোভাগে বুদ্ধি, নাভিতে  
প্রকৃতি, হৃদয়ে পুরুষ, স্তনদ্বয়ে বিদ্যা এবং  
হৃদয়, উরঃস্থলে নিয়তি, আপনাকে প্রণাম হই ।

‘জয় কালকণ্ঠগতে কপালিমুখে স্থিতা  
মায়া \* বিদ্যা জিহ্বাঃ নাশেৎ তত্ত্বেশ্বর সংহিত  
নমস্তে ॥ ১৬

জয় ত্রুটিগতবিন্দুনাদশব্দাক্ষর মাগে  
তু । শক্তিতদ্বিগমা তত্ত্বাঘটিততত্ত্বং নমস্তে ॥ ১৭

জয় সকলশক্রমর্দনি মৃণপতিগমনাপ্রয়েন্দু-  
দৌষ্টাটো । হং দেবী সমরকালেহত্যাদুতচেষ্টা  
তং নমস্তে ॥ ১৮

জয় বিপ্রদর্শনমাত্রাৎ সহস্রবেগেণ ত্রুটিতব-  
লয়োহঘম্ । অভয়মিব ঘোষণস্তে ভক্তঃ  
শক্রগণভয়কারি নমস্তে ॥ ১৯

জয় সব্যাপসব্যো বাণান্ মুঞ্চস্ত্যজ্জলনবল-  
হংগি । ত্রুটিান্ত সন্ধিমার্গাঃ কাত্যায়নি কঙ্ককে  
নমস্তে ॥ ২০

জয় শক্রগণভিমুখং দংষ্ট্রাধরমুচ্চশব্দ-  
হকারম্ । রিপুভয়দাভয়দভক্তামৃতমূর্তীস্তর  
নমস্তে ॥ ২১

হে ঘণ্টারবপ্রিয়ে ! আপনার কণ্ঠদেশে কাল,  
মুখে মায়া, জিহ্বাগ্রে বিদ্যা, নাশাগ্রে ঈশ্বর,  
আপনাকে প্রণাম হই । যিনি ত্রুটিকালমধ্যে  
নাদবিন্দুশব্দস্বরূপ এবং যিনি শক্তি ও তত্ত্বরূপা  
তাঁহাকে প্রণাম হই । যিনি সর্বশক্রবিমর্দিনী,  
সিংহপ্রিয়া, চন্দ্রপ্রভাশালিনী এবং যুদ্ধকালে  
তাঁহার অদ্ভুত বিক্রম, তাঁহাকে প্রণাম হই ।  
ব্রাহ্মণ-দর্শনমাত্রেই তাঁহার হর্ষ এবং বলয়শব্দে  
যিনি ভক্তগণের অভয় ঘোষণা করেন, ও  
শক্রগণের ভয়-প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে প্রণাম  
হই । যিনি বামহস্তে ও দক্ষিণহস্তে শর  
নিক্ষেপ করেন, স্বীয় বলগর্বে অঙ্গসন্ধি  
ফেটিত করেন, সেই কঙ্ককারতা কাত্যায়নীর  
চরণে প্রণাম হই । যিনি শক্রর অভিযুগ্মে দংষ্ট্রা  
দ্বারাও অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া হুকারধ্বনিতে  
শক্রগণের ভয় ও ভক্তগণের অভয়োৎপাদন  
করেন, তাঁহাকে প্রণাম হই । যিনি শক্রগণের

কপালিঘণ্টারবপ্রিয়ে ইতি কচিং পাঠঃ ।



জয় ত্রিপুরনিগ্রহকারিণি নিয়মমসে তুংখ-  
শোকবৈচিত্র্যে । উদ্বেগভয়কুজাদ্যৈশ্চোদয়সি  
নেচ্ছরপি নমস্তে ॥ ২২

জয় যে ভক্তাঃ শূলিনি প্রতাপমানাভিমান  
সমুদ্রোৎসবঃ দৃষ্ট্য পুরতো লক্ষ্মীঃ সফরাত চ  
নমস্তে ॥ ২৩

ইতি তুংখাশাকিনং তুং মূখং নির্লজ্জং  
নিকরং পিন্ধনম্ । জরাকুজপীড়কগীতঃ  
নাস্তিকং ত্রাতি মাং দেবি ॥ ২৪

তুং জরকবোজো আবর্তাকল্পযৌবনোল্লোলৈঃ ।  
বিষমে তুংখঃ মুদ্রে মাং তুং ত্রাহি মাং দেবি ॥ ২৫  
যৎকিঞ্চিৎ তুংখং তৎ সর্বং তে নিবেদিতার্ভে ন  
যে যন্ত প্রপন্নো নিবেদ্য তুংখং সুখী ভবতি ॥

অর্থে শূলিনি তুর্গে গৌরী চণ্ডী প্রসাদ  
মাং দেবি । অভিবাঞ্ছিতং সিধ্যতু মম দেবি  
তব প্রসাদেন ॥ ২৭

ইত্যেবমর্চয়িত্বা তুর্গাং যঃ পঠতি ভক্তি-  
মান পুরতঃ । করতলগতা নির্ঝর্য্য সিদ্ধিঃ  
স্মৃতিচিন্তিতা তস্য ॥ ২৮

এবং তুংখা কমাংসত বিক্রবা গদগদা গিরা ।  
সমুদ্রানীর্ণ উদ্যাপ্য বরান কামান নৃণাং কুরু ॥  
পুনঃ প্রপাতমষ্টোজং কর্তব্যং সিদ্ধিভ্য গুণভবেৎ ॥  
সক মে বিবৰ্হ ন ভোগান নিকামঃ পরমং পদম্  
প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সন্দেহো বাচ্যমেব স্তবঃ পরম্ ।  
তত্ত্বার্থরূপা দেবা যস্য স্তোত্র প্রকাশিতা ॥  
তস্য স্তবঃ প্রযত্নঃ শুক পঠিতব্যস্তদর্থিভঃ ।

বেদার্থ চিন্তনেনৈব বিষ্ণুনা পঠিতঃ পুরা ।  
ব্রহ্মণা শিবসম্ভাবং সূর্য্যেণ মনুনা তথা ॥ ৩২  
দক্ষপ্রজাপতিবাসুদেবলাসিতগোতমৈঃ ॥ ৩৩  
বশিষ্ঠভৃগুমাণ্ডব্যপুলহাদিভিঃ সন্তমৈঃ ।  
এতদ্দেবাঃ পরং তত্ত্বং সৰ্বভাবপ্রকাশকম্ ॥ ৩৪  
পাঠনাং শ্রবণাং শুক সর্বকামফলপ্রদম্ ॥  
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং সুখাখী সুখবান্ ভবেৎ

নিগ্রহ করেন, তুংখ, শোক, উদ্বেগ, ভয়,

। প্রভৃতি দ্বারা যিনি প্রাণিগণের অনিচ্ছা-  
সম্বোধ নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহাকে প্রণাম হই।  
যিনি ভক্তগণকে প্রতাপ, মান, অভিমানাদি  
প্রদান করিয়া সমুদ্র করেন এবং ঐহার  
দৃষ্টিপাতমাত্রেই তাহার লক্ষ্মী লাভ করে,  
তাঁহাকে প্রণাম হই। হে দেবি! আমি  
তুংখ ও শোকে আচ্ছন্ন, মূখ, নির্লজ্জ, অপ-  
মানিত, ২ল, জরা ও ব্যাধিপীড়িত, নাস্তিক,  
আমাকে পরিত্রাণ করুন। দেবি! আপনিই  
জরপীড়াদির মূলকারণ, আপনার অচঞ্চল  
যৌবন আকল্পস্থায়ী; আমি বিষম তুংখসমুদ্রে  
মগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন  
১৩—২৫। দেবি! আমি বড় কাতর হইয়া,  
আমার তুংখভাব আপনার নিকটে প্রকাশ  
করিলাম; যে ব্যক্তির আশ্রিত, সে তাহার  
নিকটে আশ্রয় প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ  
সুখী হয়। হে দেবি! হে শূলিনি! গৌরি।  
চণ্ডী! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আপ-  
নার প্রসাদে আমার অভিলাষিত সমস্তই সিদ্ধ

হউক। যে ব্যক্তি দেবীর অর্চনাদি করিয়া  
ভক্তিপূর্বক দেবীর অগ্রে এই স্তব পাঠ  
করে, তাহার সর্বসিদ্ধিই নির্ঝরে করতল-  
গত হয়। এইরূপ অশ্রুগদগদকণ্ঠে স্তব পাঠ  
করিয়া কমা প্রার্থনা করিয়া মনুষ্যাগণ অভি-  
লাষিত বর প্রার্থনা করিবে এবং পরে পুনর্বার  
অষ্টোজ নিপাতিত করিয়া প্রণাম করিবে। এই  
রূপে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। সকাম  
হইয়া স্তব পাঠ করিলে বিবিধ ভোগপ্রাপ্তি  
এবং নিকাম হইয়া পাঠ করিলে পরমপদ প্রাপ্তি  
হয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্ত্বার্থরূপিনী  
দেবী এই স্তব দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন,  
এইজন্য তত্ত্ববুৎসু ব্যক্তিগণের এই স্তব পাঠ  
করা কর্তব্য। পূর্বে বিষ্ণু বৈদ্য চিন্তা  
করিবার সময়ে এই স্তব পাঠ করিয়াছিলেন।  
ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য, মনু, দক্ষ, প্রজাপতি,  
বায়ু, দেবল, অসিত, গোতম, বশিষ্ঠ, ভৃগু,  
মাণ্ডব্য এবং পুলহ প্রভৃতি সকলেই এই  
স্তব পাঠ করিয়া দেবীর তত্ত্ব প্রকাশ করি-  
য়াছেন। হে শুক। এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ

বহুনাশুচ্যতে বহু রোগী রোগাং প্রযুচ্যতে  
সর্বদানতপস্তীর্থযজ্ঞপুণ্যমবার্হুতে ॥ ৩৬

ইতি ত্রীদেবীপুর্ণাণে দেবীস্তবো নাম  
ষট্টিং শোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

### সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ ।  
দদাতি ঈশিতাম্ভোকে তেন সা সর্বমঙ্গলা ॥  
শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে ।  
ভক্তানামার্তিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা ॥২  
শিবা মুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিনী  
শিবায় যো জপেদেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা  
ধর্মাদৌ চিত্তিতান্ যস্মাৎ সর্বলোকেষু যচ্ছতি  
অতো দেবী সমাখ্যাতা সা সর্বার্থানুসাধনী ॥

করিলে সর্বকামকল সিদ্ধ হয় । বিদ্যার্থী  
বিদ্যা লাভ করে, সুখার্থী সুখ লাভ করে, বদ্ধ  
ব্যক্তি বদ্ধন হইতে মুক্ত হয়, রোগী রোগ  
হইতে মুক্ত হয়, অধিক কি সর্ব দান, তপস্যা,  
তীর্থ, যজ্ঞাদিরও ফললাভ হয় । ২৬—৩৬ ।

ষট্টিং শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

### সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবী সকলের হৃদয়স্থিত  
শুভকর মঙ্গলজনক অভিলষিত ফল দান  
করেন বলিয়া লোকে তাঁহার নাম সর্বমঙ্গলা ।  
তিনি ভক্তদিগের হৃৎ নিবারণ করেন ও  
ভক্তদিগকে শোভন অথচ শ্রেষ্ঠ ফল দান  
করেন বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গল্যা । শিব-  
শব্দের অর্থ মুক্তি, দেবী যোগিগণের মোক্ষ-  
কল প্রদান করেন । শিবকলের নিমিত্ত  
দেবীর আরাধনা করা হয় বলিয়া তাঁহার নাম  
শিবা । তিনি লোক সকলকে ধর্ম, অর্থ, কাম,  
মোক্ষ ইত্যাদি সর্বার্থ প্রদান করেন, এইজন্য

বিষ্ণুগিভয়ঘোরেষু শরণ্যং শরণাদ্ যতঃ ।  
শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে পরিপঠ্যতে ॥ ৫  
সোমসূর্য্যানিলাস্রীণ যন্তা নেত্রাণি ভার্গব ।  
ভেন সা ত্র্যম্বকা দেবী স্মৃতিভঃ পবিকীর্তিতা ॥  
যোগায়া তু ধী দক্ষা পুনর্জাতা হিমালয়ে ।  
পূর্ণসূর্যোন্দুর্গাভা অতো গোবীতি সা স্মৃতা ॥৭  
জলায়ানা নদা গোষ্ঠ্যা সমুদ্রশয়নাথবা ।  
নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীং প্রকীর্ততা ॥ ৮  
শরণাদভ্যয় হুর্গে ভারিতা রিপুসঙ্কটে ।  
দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাৎ তেন হুর্গা প্রকীর্তিতা  
কং ব্রহ্মা কং শিবঃ প্রোক্তমশ্রুসারকং মতম্  
ধারণাসনাদুদ্বাপি কাহ্যায়নৌ মতা বুধৈঃ ॥  
রৌদ্রাণি ঘোরকর্ম্মাণি কারণাচ্চ রৌদ্রী মতা ॥  
বিদ্যোত্তবতীর্থা দেবার্থং হতো ঘোরো মহাতটঃ  
অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিদ্যাকসিনী ॥  
জয়ন্তী জয়নাখ্যাতা অজিতা ন জিতা কচিৎ ।

তিনি সর্বকামার্থসাধিনী বলিয়া বিখ্যাতা ।  
শরণামাত্রেই তিনি বিষ, অগ্নি, ঘোর ভয়  
প্রভৃতি হইতে রক্ষা করেন, এইজন্যই পুরাণে  
তাঁহার নাম শরণ্যা । চন্দ্র, সূর্য, এবং বায়ু  
ইহারা দেবীর নেত্রত্রয়স্বরূপ, এইজন্য মুনিগণ  
তাঁহাকে ত্র্যম্বকা বলেন । দেবী যোগানলে  
স্বীয় তনু দখ কবিয়া পুনর্বার হিমালয়ে জন্ম  
গ্রহণ করিয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশ গৌর দেহ ধারণ  
করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম গৌরী ।  
নার-শব্দে জল বুঝায়, এই জল দেবীর আশ্রয়  
কিংবা তিনি সমুদ্রশায়িনী, এইজন্য তাঁহার  
নাম নারায়ণী । শরণামাত্রেই দেবী ইন্দ্রাদি  
দেবগণকে হুর্গম শক্রসঙ্কট-ভয় হইতে উদ্ধার  
করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হুর্গা । ‘ক’  
শব্দে ব্রহ্মা এবং ‘ক’ শব্দে শিব ; ইহাদিগকে  
ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম  
কাহ্যায়নী । ১—১০ । ইনি ঘোর রৌদ্র কর্ম্ম  
করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহার নাম  
রৌদ্রী ; ইনি দেবগণের কার্যাসিদ্ধির জন্য  
বিদ্যাচলে অবতীর্ণ হইয়া মহাসুর ঘোরকে  
বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি সেই  
বিদ্যাচলে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম

বিজিত্য পদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলম্ ।  
 বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা ।  
 সিংহমাক্রুহ কল্পান্তে নিহতো মহিষো যথা ।  
 মহিষয়ী ততো দেবী কথ্য বৈ সিংহবাহিনী ।  
 কালী দক্ষাপমানেন সর্বশক্রনিবহনী ।  
 কলনা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীয়তে ॥  
 কপালং ব্রহ্মকং জাতং করে ধারয়তে সদা ।  
 কপালী তেন সা প্রোক্তা পালনাত্মা কপালিনী ।  
 হৃদ্য কক্কং মহাদৈত্যং ব্রহ্মবিষ্মতয়ঙ্করম্ ।  
 তন্তু প্রবৃত্তং বৈ চর্ম্ম যুগুং বামকরে তথা ।  
 গৃগীহা নির্গতা তুমা সা চামুণ্ডা ততঃ স্মৃতা ॥১৭  
 নন্দতে সুরলোকেষু নন্দনে বসতেহথবা ।  
 হিমাচলে মহাপুণ্যে নন্দা দেবী ততঃ স্মৃতা ॥১৮  
 অল্পেনৈবেপকারেণ যস্মান্নোকে সুখপ্রদা ।  
 কোশেষধারণাদ্ বাপি সুপ্রসাদাথ কোশিকী ॥

বিজয়বাসিনী । ইনি সর্বত্রই জয় লাভ করেন  
 বলিয়া ইহার নাম জয়ন্তী । ইহাকে কেহ জয়  
 করিতে পারে না, এইজন্ত ইহার নাম অজিতা  
 মহাবল পদ্মনামক দৈত্যরাজকে জয় করিয়া-  
 ছিলেন বলিয়া ইহার নাম বিজয়া হইয়াছে  
 এবং লোকে তদবধি ইহাকে অপরাজিতা  
 বলে । দেবী কল্পান্তে সিংহে আরোহণ করিয়া  
 মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এই জন্ত  
 তাঁহার নাম মহিষয়ী এবং সিংহবাহিনী । দক্ষাপ-  
 মানকালে ইহার নাম কালী হইয়াছে কিংবা  
 ইনি কালে সমস্ত পদার্থই কলন ( সংহার )  
 করেন বলিয়া দেবগণ ইহার কালী নাম দিয়া-  
 ছেন । ইনি সর্বদা হস্তে ব্রহ্মকপাল ধারণ করেন  
 কিংবা পালন করেন বলিয়া ইহার নাম কপালী  
 ও কপালিনী । ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি  
 দেবগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর রুক্রনামক মহাদৈত্যের  
 বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম ও যুগু বামকরে ধারণ  
 করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চামুণ্ডা ।  
 ইনি সুরলোকে নন্দনক নন্দন্যে এবং মহা-  
 পুণ্যস্থান হিমাচলে সর্বদা বাস করিয়া আনন্দ  
 অনুভব করেন বলিয়া ইহার নাম নন্দা । ইনি  
 অল্প আরাধনা করিলেই লোকসকলের সুখ

কৈটভ বধঃ কৃৎয়া গৃহীতং তৎপুং যথা ।  
 তেন সা গীয়তে দেবী পুরাণে কৈটভেশ্বরী ॥২০  
 খেতং শুক্লং শিবং স্থানং স্থানং যস্মাদিহাগতা  
 মহাভাবসমুৎপন্না মহাশেতা ততঃ স্মৃতা ॥ ২১  
 ভাগ্যা বুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা সর্বদিক্কাযতোপমা ।  
 মহার্থসাধনৌ দেবী মহাভাগা ততঃ স্মৃতা ॥ ২২  
 সুবাহুদ্বন্দ্বা দেবী নন্দিনী নন্দী ত্বন্দুভির্নতা ।  
 তেষাঞ্চ বাদিনৌ ঐশহাং ত্রিদশেশ্বরী ॥ ২৩  
 ক্রোধো ভবঃ সমাখ্যাতো ভবঃ সংসারসাগরঃ ।  
 ভবঃ কামস্তথা সৃষ্টিভবানী পরিকীর্তিতা ॥ ২৪  
 মাতরাণ্যগ্রজা \* জ্যেষ্ঠা সরসস্বককারিণী ॥  
 তমোনিরয়গামিহাং তমোনিষ্ঠা বিনাশিনী ॥২৫  
 ব্রহ্মিষ্ঠা দেবমাতৃহাদ্ গায়ত্রী চরণাগ্রজা ॥ ২৬

সম্পাদন করেন বলিয়া ইহার নাম সুপ্রসাদা  
 এবং কোশেষ বস্ত্র ধারণ করেন বলিয়া ইহার  
 নাম কোশিকী । দেবী কৈটভাসুরকে বধ  
 করিয়া তদীয় পুরের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন,  
 এইজন্ত তাঁহার নাম কৈটভেশ্বরী । দেবী  
 মহাভাব আশ্রয় করিয়া খেত ও উজ্জয়ন মহা-  
 দেবকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম  
 মহাশেতা হইয়াছে । ভাগ্যশব্দের অর্থ বুদ্ধি  
 অথবা সকলের মহার্থ সাধন করেন, এইজন্ত  
 ইহার নাম মহাভাগা, দেবী ত্রিদশা অর্থাৎ  
 বালা-কোমার-যোবনবতী এইজন্ত তাঁহার নাম  
 সুবাহ । তিনি ত্বন্দুভির্নতায় অক্ষয়ধ্বনিজনক,  
 এইজন্ত তাঁহাকে নন্দিনী বলে । তিনি কথ্য  
 স্বরূপ অতএব নন্দী এবং দেবগণের ঐশ্বরী  
 বলিয়া ত্রিদশেশ্বরী । ১১—২০ । ভবশব্দের  
 অর্থ—রুদ্র সংসার এবং কাম ; ইহাদের সৃষ্টি  
 করেন বলিয়া দেবীর নাম ভবানী । দেবী সর্ব-  
 কালেই বিরাজ করেন, এই জন্ত মাতার  
 অগ্রেও ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এই-  
 জন্তই ইহার নাম জ্যেষ্ঠা । ইনি সর্বপ্রকার  
 তমঃ বিনাশ করেন বলিয়া ইহার নাম তমো-

বেদেষু চরতে যস্মাৎ তেন সঃ ব্রহ্মচারিণী ॥ ২৭  
 অপর্ণা সা নিরাহারী একাশী একপর্ণিকা ।  
 পাটলা পাটলাহারাদেবী লোকেষু গীয়তে ॥ ২৮  
 ধাত্রী মাতা সমাখ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে ।  
 জ্যাণাটিকৈব লোকনাং নাম ত্রৈলোক্যাধিকারিকা  
 ত্রিদৈর্ঘ্যার্চিতা দেবী দেবযাগেষু পূজিতা ।  
 ভাবগুহ্যস্বরূপা তু সাবিত্রী তেন সা স্মৃতা ॥ ৩০  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবদেবানাং লয়ক পরমং গতা ।  
 জ্যাণাং শুভদায়িত্বাং ত্রিশূলী তেন শঙ্করী ॥ ৩১  
 দক্ষিণধোক্তরং লোকং তথা ব্রহ্মায়ণং পরম্ ।  
 নমঃ সন্ন্যাসার্থস্বস্তং দৃষ্টৌ ত্রিভুজায়া মতা ॥ ৩২  
 পদৈর্গতিভির্বালীকৈকো ঋগাদিত্রিপদাথ বা ।  
 উৎপত্তিস্থিতিনাশেষু রজাদিত্রিগুণা মতা ॥ ৩৩

নাশিনী । দেবমাতা বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মচারিণী, চরণশ্রেষ্ঠা বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী এবং সর্ববেদে বিচরণ করেন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মচারিণী । ইনি নিরাহারী ছিলেন বলিয়া ইহার নাম অপর্ণা এবং একটী পর্ণমাত্র আহার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম একপর্ণিকা । পাটলাহার করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম পাটলা । ইনি জগৎকে ধারণ করেন বলিয়া ইহার নাম ধাত্রী । ধাত্রী-শব্দে জননী ও যিনি ধারণ করেন, তাঁহাকে বোধ হয়, স্মৃতরাং সেই ভগবতী ত্রিভুবনের জননী এবং ধারণকত্রী বলিয়াই তাঁহার নাম ত্রৈলোক্যাধিকারিকা হইয়াছে । নিখিল অমরগণ, সর্বনে অর্থাৎ যজ্ঞে সেই বিষ্ণু ভাব-স্বরূপা দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন, এইজন্মই সকলে তাঁহাকে সাবিত্রী বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন । তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবত্রেয়েরও লয়কারিণী এবং শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম ত্রিশূলী ও শঙ্করী হইয়াছে । সন্ন্যাসগামী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে দক্ষিণ ও উত্তরায়ণমার্গ এবং পরিণামে ব্রহ্মপদ এই তিনকে নয়না অর্থাৎ পাণ্ডয়াইয়া দেন বলিয়া ত্রিভুজা নামে প্রসিদ্ধা । তিনি চরণত্রেয়ে বলিকে বন্ধন করেন, ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রেয় তাঁহার

সর্বজ্ঞা সর্ববেদহাচ্ছান্তিহাচ্ছান্তিকৃত্যতে ।  
 অরূপা পরভাবহাদ্ বহুরূপা ক্রিয়াশ্রিকা ॥ ৩৪  
 জাতা শৈলেন্দ্রগেহে সা শৈলরাজস্মৃতা ততঃ ।  
 সাধ্বী পতিব্রতত্যাচ স্বন্দোৎপাদেন মাতৃকা ।  
 তারণাদ্রিপুশঙ্কাদেস্তুয়া লোকেষু গীয়তে ॥ ৩৬  
 বামং বিবুদ্ধরূপস্ত বিপরীতস্ত গীয়তে ।  
 বামেন সুখদা দেবী বামা তেন মতা বৃট্টে ॥ ৩৭  
 চিতি-চৈতন্যভাবহাচ্চৈতন্য বা চিতিঃ স্মৃতা ॥ ৩৮  
 মহান ব্যাপা হিতা সর্বং মহা সা প্রকীৰ্ত্তিতা ।  
 স্মৃতিঃ সংস্মরণাদেবী নিয়ন্তা চ নিয়ামনা ॥ ৩৯  
 মথনং মর্দনং প্রাচঃ শুভাদিভয়মাহবে ।  
 নিশুস্ত-শুস্তমথনৌ দেবী দেবেষু গীয়তে ॥ ৪০  
 রেবা তু নর্যদা দেবী নদী বা রেবতী মতা ।

তিনি চরণস্বরূপ, আর সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণ, পালন বিষয়ে সত্ত্বগুণ ও প্রলয়ে তমোগুণ আশ্রয় করিয়া থাকেন বলিয়াই ত্রিগুণা হইয়াছেন । সেই ভগবতী, সকলই জানেন, এজন্ত সর্বজ্ঞা ; শান্তিস্বরূপা এজন্ত শান্তি ; ক্রিয়া-স্বরূপা এজন্ত বহুরূপা এবং ব্রহ্মস্বরূপা এজন্ত তিনি অরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছেন । হিমালয়-গৃহে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া শৈল-রাজ-স্মৃতা ; তিনি অতীব পতিব্রতা এজন্ত সাধ্বী এবং কার্ত্তিকেশ্বকে উৎপাদন করেন বলিয়া মাতৃকা নামে বিখ্যাতা । ২৪—৩৫ । তিনি শত্রু প্রভৃতি অশ্বিন-ভয়-কারণ হইতে জ্ঞান করেন, এজন্ত ত্রিলোকমধ্যে সকলেই তাঁহাকে তারিণী বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে । বামশব্দের অর্থ বিবুদ্ধ বা বিপরীত ; সেই দেবী, বিবুদ্ধ বা বিপরীতচারীকেও সুখদাম করিয়া থাকেন বলিয়া বৃষ্ণগণ তাঁহাকে বামা, হৃদয়মধ্যে চৈতন্যরূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চৈতন্য বা চিতি এবং সমুদয় বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এজন্ত মহা-প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মথন শব্দের অর্থ মর্দন, তিনি সমরক্ষেত্রে শুভাদি-ভয় মর্দন করিয়াছেন, এজন্ত তাঁহার নাম নিশুস্ত-শুস্ত মথনৌ হইয়াছে । রেবা শব্দের



**सप्तविंशोऽध्यायः ।**

অতিথগুনরক্ষা বা লোকে দেবী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৪১  
 স্বামী \* শৃঙ্গটকাকারা কুণ্ডলী বা সমুদ্ভবে ।  
 স্বরবাক্ষন উৎপত্তৌ বেদমাতা ততঃ স্মৃতা ॥ ৪২  
 বৃহদশ্ব শরীরঃ যদপ্রমেয়ঃ প্রমাণতঃ ।  
 বৃহদ্বিস্তীৰ্ণমিত ক্রমঃ ব্রাহ্মী দেবী ততঃ স্মৃতা ॥ ৪৩  
 পূজাতে যাংসৈর্দেবৈর্মহাশৈশব প্রমাণতঃ ।  
 ধাতুৰ্নহেতি পূজায়াং মহাদেবী ততঃ স্মৃতা ॥ ৪৪  
 সেবাতে যাংসুতৈঃ সৰ্বৈস্তাশৈশব ভজতে যতঃ  
 ধাতুৰ্ভজতে সেবায়াং ভগবত্যেব সা স্মৃতা ॥ ৪৫  
 তুষ তুষ্ণৌ স্মৃতো ধাতুস্তশ্ব তুষ্ণে নিপাতনে ।  
 স্বজতোষা প্রজাস্তপী স্বাপ্তী তেন প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৪৬  
 মহানিতি চ যোগেষু প্রধানশৈশব কল্পাতে ।  
 ত্রিগুণা ব্যতিরক্তা সা পুরুষশ্চেতি চোচ্যতে ।  
 ত্রিগুণাগর্ভোহভূদ্ বুদ্ধা তেন বুদ্ধিৰ্ভূতা অসৌ ।

অর্থ নশ্বাদা নদী বা দেবী এবং অতির অর্থ  
বিশ্বনাশ, সূতরাং সেই দেবী অখিল বিশ্ব  
বিদূরিত করেন বলিয়াই তাঁহার নাম রেবতী  
হইয়াছে। তিনি স্বর ও বাজনের উৎপত্তি-  
ময়ে শৃঙ্গাটিকাকারী ঋক্ষী এবং কুণ্ডলীরূপে  
বিরাজ করিয়া থাকেন, এইজন্যই সকলে  
তাঁহাকে বেদমাতা বলেন। তাঁহার শরীর  
বৃহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও অপ্রমেয়, এই  
कारणेই তাঁহার নাম ব্রাহ্মী। মহ-ধাতুর  
অর্থ পূজা, সূতরাং সমুদয় সুরাসুরগণ সেই  
দেবীকে পূজা করেন, তাঁহার শরীরও অতি  
মহৎ, এইজন্যই সকলে তাঁহাকে মহাদেবী  
বলে। অখিল অমরনিচয় তাঁহাকে ভজনা  
অর্থাৎ সেবা করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার  
নাম ভগবতী হইয়াছে। ৬৬-৪৫। তুমি ধাতুর  
অর্থ তুষ্টি অর্থাৎ সন্তোষ, সেই দেবী সন্তুষ্টচিত্তে  
প্রজা সৃজন করিয়াছেন বলিয়াই, তুষ্টি  
ও হৃষ্টী নামে অভিহিতা হন। যোগশাস্ত্রে  
ত্রিগুণময়ী সেই দেবীকে প্রধান ও মহান্ এবং  
গুণাতীতা. তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া উল্লেখ  
করা হইয়াছে তাঁহার বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ

\* अद्वौ इति पाठासुत्रम् ।

বিংশঃ বহুবিংশঃ জ্যেষ্ঠঃ সা চ সৰ্ব্বত্র বিদ্যতে ।  
 তস্মাৎ সা বহুরূপত্বাৎ বহুরূপা শিবা মতা ॥ ৩৮  
 এতে চ অসতে লোকা ন একা ন চ সা স্মৃতা  
 একা চ নাংশতো লোকা একানাংশা চ সা স্মৃতা  
 যোগী শক্রাদযো দেবঃ সনকাদ্যাম্বপোধনাঃ ।  
 তেষাং স্বামী তথা যোগী ঈশ্বরী প্রভুপালনা ॥  
 আয়েন্দ্রিয়মনাদীনাং সংযোগো যোগ উচ্যতে ।  
 তেষাং বা যোজনাদ্ যোগী যোগৈশ্বর্যববোধনা  
 স্মৃতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়া সংশ্রণোচ্চ বা ।  
 লক্ষ্মীর্বা ললীনা বাপি ক্রমণাৎ কাস্তিকচ্যতে ।  
 স্বরাঃ স্রবণশীলবাৎ জ্যেষ্ঠা সপ্তস্বরান্বিতা ।  
 অতি প্রাপণদানেন্বা তেন দেবী সরস্বতী ॥ ৩৯  
 গায়নাদগমনাদ্বাপি গায়ত্রী ত্রিদশার্চতা ॥ ৪০

উৎপন্ন হন, এজন্ত তাঁহার নাম বুদ্ধি। বিশ্ব  
বহুবিশেষ এবং সেই শিবাও নানারূপে সমস্ত  
বিরাজ করিতেছেন, এইজন্তই তিনি বহুরূপা  
নামে বিখ্যাত। তিনি একা হইয়াও অংশরূপে  
নহে অর্থাৎ পূর্ণরূপে সমুদয় লোক ব্যাপিয়া  
আছেন, এইহেতু তাঁহার নাম একানংশ  
হইয়াছে। যোগীগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং  
সনকাদি তপোধনগণের স্বামী বলিয়া সকল  
তাঁহাকে যোগী, ঈশ্বরী ও প্রভুপালনা বলিয়া  
নির্দেশ করেন। পণ্ডিতগণ আত্মা মনঃ-ইন্দ্রিয়-  
গণের সংযোগকেই যোগ বলিয়াছেন, তিনি  
তাঁহাদিগকে যোজনা করিয়া থাকেন বলিয়াই  
বা তাঁহার নাম যোগী। বিশিষ্টরূপে যোগ-  
পর্য্যকে স্মরণ ও সিদ্ধি করিয়া দেন, এইজন্ত  
তিনি স্মৃতি ও সিদ্ধি নামে অভিহিত হন।  
তাঁহারই রূপায় সকলে 'শ্রী' অর্থাৎ সম্পত্তি  
ও সৌন্দর্য লাভ করায় তাঁহার নাম লক্ষ্মী  
ললনা ও কান্তি হইয়াছে। সপ্তবিশ্বস্বরযোগে  
তাঁহাকে স্মরণ করা যায় বলিয়া তিনি সপ্ত-  
স্বরাস্বিকা এবং অস্তির অর্থ প্রাপণ বা দান,  
সুতরাং তিনি সেই সপ্তস্বর দান করিয়া  
থাকেন, এজন্ত সরস্বতী নামেও অভিহিত  
হন। অমরগণের অরাধ্য সেই পরমেশ্বরীকে  
সকলেই গান করে অথবা তিনি সর্বত্র গমন

সাধনাং সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধিকা বাথ ঈশ্বরী ।  
 আমিত্যক্ত জ্ঞানসিদ্ধিহাং সিদ্ধির্চর্যা প্রকীৰ্ত্তিতা  
 স্মরণাচ্চিস্তনাদ্ বাপি শোধ্যতে সহ পাতকাং ।  
 তেন শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা দেবী ক্রুদ্রতনৌ হিতা ॥  
 মহাগজঘটাটোপসংযোগে নরবাজিনাম্ ।  
 স্মরণাচারতে বণান তেন সা কাণ্ডবারিণী ॥৫৭  
 বিচিত্রকাৰ্য্যকরণা অচিহ্নিতকলপ্রদা ।  
 স্পেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীৰ্ত্তিতা ॥৫৮  
 আশ্বেদনশীলহাদবীক্ষণপরাধবা ।  
 অধীক্য কুরুতে যস্মাদ বীক্ষা সা ততঃ স্মৃতা ।  
 ঋগ্‌যজুঃসামভাগেন সাক্ষবেদগতাপি বা ।  
 ত্রয়ীতি পঠ্যতে লোকে দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধনৌ ॥ ৬০  
 পশ্বাদিপালনাদেবী কৃমিকর্ম্মান্তকারণাং ।

করেন, এইজন্ত তাঁহার নাম গায়ত্রী, এবং  
 তিনি নিখিল কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, এই  
 নিমিত্ত তাঁহার নাম সাধিকা ও সিদ্ধি হই-  
 য়াছে। তিনি সকলের স্বামী, এইহেতু  
 তাঁহাকে ঈশ্বরী এবং জ্ঞানবান্ধ, তাঁহার  
 সাক্ষৎকার-সিদ্ধি হয়, এইজন্ত বা সিদ্ধি  
 বলিয়া উল্লেখ করে। ক্রুদ্রতনু-স্মৃতা সেই  
 দেবীকে স্মরণ বা চিন্তামাত্রেই নিখিল পাপ-  
 রাশি হইতে শুদ্ধি লাভ করা যায় বলিয়া তিনি  
 শুদ্ধি নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। গজবাজি-  
 সঙ্কুশ ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার স্মরণ করিবা-  
 মাত্র তিনি শত্রু নিক্ষিপ্ত কাণ্ড অর্থাৎ শরজাল  
 নিবারণ করেন বলিয়া, তাঁহার নাম কাণ্ড-  
 বারিণী এবং সেই অচিন্ত্য-কলপ্রদা দেবী  
 জগতে স্পন্দ ও ইন্দ্রজালবৎ বিচিত্র কার্য্য  
 করেন বলিয়া মায়া নামে অভিহিতা হইয়া  
 থাকেন। তাঁহারই রূপায় আশ্বেদন অর্থাৎ  
 আশ্বদর্শন হয়, কিংবা তিনি সম্যকরূপে সমস্ত  
 পরিদর্শন করেন, অথবা পরিদর্শনপূর্ব্বক সৃষ্টি  
 প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার  
 অধীক্য নাম হইয়াছে। দৃষ্টাদৃষ্ট কলপ্রদ যিনী  
 সেই ভগবতী, ঋক্‌ যজুঃ ও সামএই ভাগত্রে  
 বিভক্ত সমস্ত সমুদয় বেদের অধিষ্ঠাত্রী, এই  
 ত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধা। ৪৬—৬০। পশ্বাদি-

বর্তনাদ্ বারণাদ্ বাপি বার্তা সা এব গীয়তে ॥  
 নয়ানয়গতা লোকে বিকল্পেন নিরাময়াঃ ।  
 দণ্ডনায়নাদ্ বাপি দণ্ডনীতিরতি স্মৃতা ॥ ৬২  
 ক্রিয়া বারণরূপত্বাং সরণাচ্চ সরিষতা ।  
 গাজমা গমনাক্ষা লোকে দেবী বিভাব্যতে ॥  
 যমস্ত ভাগিনী মাতা যমুনা তেন সা মতা ॥ ৬৪  
 প্রভা প্রসাদশীলহাজ্জ্যোৎস্না চন্দ্রক'মালিনী ।  
 রজনী কীর্ত্তিতা দেবী অর্তিপ্রাপ্তির্মতা বুধৈঃ ॥  
 রাজৌতি তেন সা লোকে পরিণামসুখপ্রদা ।  
 ভয়ং নরকমাংসঃ স্তাং কু-গতিপ্রাপণেষু চ ॥ ৬৬  
 অবতি রক্ষণে জ্ঞানে ভগবত্যেব মঙ্গলা ।  
 ত্রিদেবান্নিগুণাঃ কালো সূশর্ম্মা শাস্তিঃ কীর্ত্ত্যতে

পালন এবং কৃষিকর্ম্মের কারণ বলিয়া, কিংবা  
 সর্ব্বত্র বর্ত্তন অর্থাৎ অবস্থিত এবং জীবগণকে  
 অপথ হইতে বারণ অর্থাৎ নিবারণহেতু সকলে  
 তাঁহাকে বার্তা বলিয়া থাকেন। তিনি পানী-  
 দিগকে দণ্ড বিধান ও সূকৃতিশালদিগকে  
 সৎপথে নয়ন অর্থাৎ প্রবৃত্ত করেন বলিয়া নীতি  
 ও অনীত-বোধিকা সন্দেহনাশিনী দণ্ডনীতি  
 বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। নিখিলক্রিয়া-সম্পাদনের  
 কারণ বলিয়া এবং সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বত্র গমন  
 করেন বলিয়া সরিৎ নামে প্রসিদ্ধা। তিনি  
 'গাং' অর্থাৎ পৃথিবীতে গমনাগমন করেন,  
 এইজন্ত জগতে সেই দেবীর নাম গঙ্গা  
 হইয়াছে। তিনি যমের ভাগিনী ও মাতা বলিয়া  
 যমুনা নামে বিখ্যাতা। তাঁহার অলৌকিক  
 প্রভা ও প্রসন্নতা আছে বলিয়া, সকলে  
 তাঁহাকে চন্দ্র-নক্ষত্রমালিনী জ্যোৎস্না বলে।  
 বুধগণ রজনী-শব্দের অর্থ দেবী ও অর্তি  
 শব্দের অর্থ প্রাপ্তি বলেন, স্মৃতরাং ঐ দেবীর  
 নিকট অখিল অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া  
 জগতে তাঁহার নাম পরিণামসুখ-প্রদা রাজি  
 হইয়াছে। জ্ঞানিগণ, ভয় শব্দের অর্থ নরক ও  
 কুগতিপ্রাপ্ত এবং অবতি অর্থে রক্ষা ও পরি-  
 জ্ঞান বলিয়াছেন এই জন্ত তিনি জীবগণকে  
 নরকভয় হইতে রক্ষা ও কুগতিপ্রাপ্তদিগকে  
 পরিজ্ঞান করেন বলিয়া তাঁহার নাম ভগবতী ।

ললয়ে ভূষণে বাধ ত্রিশূলী শূলপূজনা ।  
 হিংসা হিংসনশীলহাদ বলনাচ্চ মতা বলা ॥ ৬৭  
 দয়া দানস্বরূপেণ কৃপয়া চ কৃপা মতা ।  
 দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ বংশানামিহ সর্বশঃ ॥ ৬৮  
 আদিহাদদিতিঃ খ্যাতা দিতিদৈত্যপ্রসূয়নাং ।  
 ভাস্করাচ্চ করা যন্ত সুরারিবিনিবারিণঃ ॥ ৬৯  
 ভাস্ক দীপ্তৌ স্মৃতৌ ধাতুর্ভাস্করা তেন চর্চিকা ।  
 দৈত্যাস্তককরৌ দেবৌ দৈত্যাস্তা তেন সা স্মৃতী ॥  
 বহুনি যন্ত রূপাণি চরাণি চ স্থিরাণি চ ।  
 দেবমাত্মস্বতীর্থানি বহুরূপা ততো উমা ॥ ৭১  
 অবগন্তদনার্থে চ ধাতুর্বর্ষা নিপাত্যতে ।  
 অবণা তেজসোহপাঞ্চ সাবিত্রী তেন সা স্মৃতী ॥

ত্রি-শব্দে ত্রিকা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবত্রয়, সম্বাদি গুণত্রয় ও তিনকাল বোধ হয়, আর সুরা-শব্দে শাস্তি ও 'ল' শব্দে লয় বা ভূষণ, স্মৃতরাং তিনি পূর্বোক্ত দেবাদিকে শাস্তি পাওয়ান ও লয় করেন এবং সকলের ভূষণ-স্বরূপ বলিয়া ত্রিশূলী হইয়াছেন। তিনি, হিংসনশীল বলিয়া কিংবা সকলকে বলপূর্বক সংহার করেন বলিয়া হিংসা; দানস্বরূপা বলিয়া দয়া ও সকলের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন বলিয়া কৃপা নামে প্রসিদ্ধা। তিনি, কি স্বর্গীয়, কি পার্থিব, নিখিল বংশেরই কারণ-রূপে আদিতে অবস্থিতা বলিয়া তাঁহার নাম অদিতি এবং দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়া-ছেন, এজন্ত দিতি নাম হইয়াছে। ভাস্ক ধাতুর অর্থ দীপ্তি, স্মৃতরাং তাঁহার দৈত্যনিবারক বরনিকর ভাস্কর অর্থাৎ দীপ্তিশীল, এজন্ত তিনি ভাস্কর নামে কথিতা হন এবং তিনি দৈত্যগণের অন্ত অর্থাৎ সংহারকারিণী বলিয়া তাঁহার নাম দৈত্যাস্তা হইয়াছে। ৬১—৭০। তিনি দেব-মাতৃস্বাদি বহুবধ চরিত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া সেই উমা বহু-রূপী নামে প্রসিদ্ধা। অ-ধাতুর অর্থ অবণ অর্থাৎ স্তম্ভন (করণ); বর্ষা অর্থাৎ জলাদির করণ তৎকর্তৃক নিপাতিত হয় বলিয়া তাঁহার অবণা নাম, তিনি উপাস্তা বলিয়া

অবেতি রক্ষণে ধাতু অধিপ্রকটনে তথা ।  
 অবা বভা শিবা তেন অমরাসুরবন্দিতা ॥ ৭৩  
 ভীষণী শক্রসিংহস্ত ভীষণং বা করোতি চ ।  
 ভীষণী তেন সা নিত্যং পুরাণে চোপগীয়তে ।  
 যম্মাকীরয়তে লোকান্ বৃন্তিমেষাং দদাতি চ ।  
 ডুধাঞ্ ধারণে ধাতুস্তম্মাক্রাত্রী মতা বৃধৈঃ ॥ ৭৫  
 শঙ্কুঃ কৌলকমিত্রাভবৌ পংক্তিক্রমস্তথা ।  
 শিরসো রাজতে যন্তাঃ শঙ্কুবেণী মতা বৃধৈঃ ॥ ৭৬  
 বরান বৃণস্ত্যমুং দেবা বরদা চ বরাথনাম্ ।  
 ধাতুর্বর্ষা বরণে প্রোক্তস্তেন সা বরদা মতা ॥ ৭৭  
 হস্তঃ শরীরমিত্যভিহস্তঞ্চ গগনং তথা ।  
 জ্যোতীঃষি গ্রহনক্ষত্রা জ্যোতির্হস্তা ততঃ স্মৃতী

সাবিত্রী নামে অভিহিতা হন। •অব-ধাতুর অর্থ রক্ষা এবং অধিপ্রকটন তিনিই উহার কত্রী, এইজন্ত তাঁহাকে অবা বলে। সেই শিবাই দেবতা ও অসুর গণের বন্দনীয় বলিয়া বভা নামে কীৰ্তিতা হন। তিনি, প্রবল পরাক্রান্ত শক্রগণের ভীষণী অর্থাৎ ভয়প্রদা কিংবা ভীষণ কার্য্য করিয়া থাকেন এজন্ত পুরাণ-শাস্ত্রে ভীষণী নামে কীৰ্তিতা হইয়াছেন। ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ, স্মৃতরাং তিনি, নিখিল লোক ধারণ করিয়া আছেন এবং সকলকে জীবিকা দান করিয়া পোষণ করিতেছেন, এ নিমিত্ত বৃধ-গণ তাঁহাকে ধাত্রী বলিয়া থাকেন। শঙ্কু-শব্দের অর্থ কৌলক অর্থাৎ গৌজ এবং বেণী-শব্দের অর্থ 'মুণ্ডপঙ্ক্তি' (শ্রেণীবদ্ধ নুমুণ্ড—মুণ্ডমালা), তিনি বিশ্বমণ্ডলের কৌলক-স্বরূপ অর্থাৎ সকলেই তাঁহাতে আবদ্ধ এবং তদীয় গলদেশে মুণ্ডমালা বিরাজিত, এজন্ত তাঁহার নাম শঙ্কুবেণী হইয়াছে। ব-ধাতুর অর্থ প্রার্থনা, দেবগণ তাঁহার নিকটে যাহা প্রার্থনা করেন, তাঁহার নাম বর এবং ঐ দেবী, প্রার্থনাকারীদের প্রার্থিত বর প্রদান করেন বলিয়া তিনি বরদা নামে প্রসিদ্ধা। হস্ত-শব্দের অর্থ শরীর ও আকাশ এবং জ্যোতিষ-শব্দে গ্রহনক্ষত্র, এজন্ত তাঁহার

ঐশ্বর্য্যঃ পরমঃ যন্ত বশে চৈব সুরাসুরাঃ ।  
 ইদি পরমৈশ্বর্য্যে চ ইন্দ্রাণী তেন সা শিবা ॥ ৭৯  
 ক্রট্যাদি উচ্যতে কালঃ কালশাস্ত্রে বিনাশনে ।  
 ভদ্রং করোতি সা ধাতা ভদ্রকালী মতা ততঃ ॥  
 শক্তি যা জগতঃ কর্ত্তুং সর্গানুগ্রহসংগ্রহান ।  
 শক্তি শক্তৌ স্মৃতো ধাতুঃ শিবা শক্তিস্ততঃ স্মৃতা  
 বসতাদৃষ্টা সর্বেষু ভূতেশ্বত্বহিতাম্ চ ।  
 ধাতুর্বসু নিবাসে তু বাসনঃ তেন সা মতা ॥ ৮২  
 ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী ব্রহ্মশ্রেয়স্বক বা মতা ।  
 ক্রদশ্রেয়স্ব ক্রদাণী রোদ্রঃ হস্ত করোতি বা ॥ ৮৩  
 মহাদেবাঃ সমুপমা মহান্তে বৌদ্ধান্তে যতঃ ।  
 মাহেশ্বর্য্যো তদুর্বস্থা মাহেশী তেন সা মতা ॥ ৮৪

আকাশময় শরীরে নিখিল জ্যোতিঃ অর্থাৎ  
 গ্রহ ও নক্ষত্রগণ বিরাজ করিতেছে বলিয়া,  
 তাঁহার নাম জ্যোতির্হস্তা হইয়াছে । ইন্দ্র-  
 ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য, সুররাঃ তিনি পরম  
 ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং সমুদয় সুরাসুরগণ তাঁহার  
 বশীভূত, এজন্য সকলে তাঁহাকে ইন্দ্রাণী  
 বলিয়া থাকে । কালশব্দের অর্থ ক্রট্যাদি  
 সময় শেষ ও মৃত্যু, এজন্য তিনি সর্বসময়ে,  
 মৃত্যুকাল ও শেষেও ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল  
 বিধান করিয়া থাকেন বলিয়া, ভদ্রকালী  
 নামে বিখ্যাতা । শক্তি ধাতুর অর্থ শক্তি  
 সুররাঃ জগতের সৃজন পালন ও লয় করণে  
 তাঁহার শক্তি আছে বলিয়া, সকলে সেই  
 শিবাকে শক্তি বলিয়া থাকে । বসুধাতুর  
 অর্থ অবস্থিতি; তিনি সর্বপ্রাণীর অন্তরে  
 মঙ্গলের জন্ম অবস্থিতি করেন, এ নিমিত্ত  
 তাঁহার নাম বাসনা হইয়াছে । তিনি ব্রহ্মার  
 উৎপাদিকা এবং ব্রহ্মশক্তি বলিয়া ব্রহ্মাণী,  
 আর ক্রদের শক্তি অথবা বোদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর  
 দানবগণকে সংহার করেন বলিয়া, কিংবা  
 ভয়ঙ্কর কার্য্য করেন, এজন্য ক্রদাণী নামে  
 প্রসিদ্ধা । তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্ন  
 হইয়াছেন ও মহান্তে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে  
 সকলে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করে এবং সেই  
 ঐশ্বর্য্যের শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, এ

কুমার-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা ।  
 কুমার-রিপুহন্ত্রী চ কোমারী তেন সা স্মৃতা ॥ ৮৫  
 শম্বচক্রগদাধারী বিষ্ণুমাতা তথারিহা ।  
 বিষ্ণুরূপাথবা দেবী বৈষ্ণবী তেন গীয়তে ॥ ৮৬  
 বরাহ-রূপধারী চ বারাহো যঃ স উচ্যতে ।  
 বারাহ-জননী চাথ বারাহী বরবাহিনী ॥ ৮৭  
 ইন্দ্রাণী ইন্দ্রজননী শাক্তৌ শক্রপরাক্রমা ।  
 বজ্রীক্ষুশকরা দেবী বজ্রী তেনোপগীয়তে ॥ ৮৮  
 চণ্ডঃ বৌভৎসমিত্যাহুঃ ব্রহ্মশিরো মতম্ ।  
 স্বামী যুগ্মঃ মতকান্ঠৈর্দেবগণঃ করণাচ্চ বা ॥ ৮৯  
 চামুণ্ড কীর্ত্তিতা দেবৈর্বাভূতাঃ প্রবরা তু সা ।  
 একা গুণাত্মা ত্রৈলোক্যে তস্মাদেকা স উচ্যতে  
 দেবী সা পরমার্থেতি বদন্তে ভিন্নদর্শিনঃ ।  
 তত্র বুদ্ধেরমোহাচ্চ দৃষ্টোস্তানি ক্রবাস্তি চ ॥ ৯১

জন্ম তাঁহার নাম মাহেশী হইয়াছে । তিনি  
 কুমাররূপধারিণী, কুমার-জননী এবং কুমার-  
 রিপু-নাশিনী বলিয়া কোমারী নামে প্রসিদ্ধা ।  
 তিনি শম্ব-চক্র-গদা-ধারিণী, বিষ্ণুজননী এবং  
 বিষ্ণুরূপিণী, এজন্য সেই রিপুনাশিনী দেবী  
 বৈষ্ণবী নামে কথিতা হন । তিনি বরাহ-  
 রূপধারিণী এবং বরাহমূর্ত্তিধারী বরাহাব-  
 তারেরও উৎপাদিকা এজন্য তাঁহার নাম  
 বারাহী । ইন্দ্রজননী বলিয়া ইন্দ্রাণী, শক্র-  
 তুলা পরাক্রমশালিনী বলিয়া শাক্তৌ এবং  
 তাঁহার করে বজ্র ও অক্ষুশ থাকায় বজ্রী  
 নামে কীর্ত্তিতা হন । চণ্ড-শব্দের অর্থ ভয়ঙ্কর,  
 যুগ্ম-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ও মস্তক এবং, কাহারও  
 মতে যুগ্ম-শব্দে স্বামী এজন্য তিনি ভয়ঙ্কর  
 দৈত্যমস্তক ধারণ করিয়াছেন কিংবা তিনি  
 ভয়ঙ্করাকৃতি সকলের স্বামী ও ব্রহ্মরূপা  
 অথবা ব্রহ্মের উৎপাদিকা বলিয়া দেবগণ  
 সেই মাতৃগণ-প্রধানা দেবীকে চামুণ্ডা নামে  
 কীর্ত্তন করেন । একমাত্র সেই গুণত্রয়ময়ী  
 দেবীই ত্রিলোক মধ্যে বিরাজ করিতেছেন  
 বলিয়া সকলে তাঁহাকে একা বলিয়া থাকেন,  
 ভিন্নদর্শী মানবগণ তাঁহাকে পরমার্থা বলিয়া  
 নির্দেশ করেন এবং বুদ্ধিবলে অনেক



ব্রহ্মাণং কারণং কেচিৎ কেচিদাহদিবাকরম্ ।  
 কেচিদ্ ক্রদ্রং পরমেন আহর্ষিকুং তথাপরে ॥১২  
 কারণান্ত স্মৃতা হোতে করণার্থে সুবোক্তম ।  
 একা সা তু পৃথক্লেণ শিবা সর্বত্র বিষ্ণুনা ॥১৩  
 যথা তু বাজাতে বর্গৈবিচিত্রৈঃ স্ফটিকো মণিঃ ।  
 তথা গুণবশাদেবী নানাতাবেষু বর্ণাতে ॥ ১৪  
 একো ভূত্বা যথা মেঘঃ পৃথক্লেণাবতিষ্ঠতে ।  
 বর্ণতো রূপভৈশ্চৈব তথা গুণবশাজ্জয়া ॥ ১৫  
 নভসঃ পতিন্তঃ তোয়ং যাত্তি স্বাদৃশং যথা ।  
 ভূমে বসবিশেষেণাশ্রয়ঃ সৈব শক্তিরাহ ॥ ১৬  
 যথা দেবাবশেষেণ বাগদেকঃ পৃথগ্ হুবেৎ ।  
 ত্যক্তো বা স্ফটিকো বা নপা গুণবশাক্রমা ॥ ১৭  
 যথা বা গাইপত্যগ্নিঃ সঙ্গমস্ত্যক্তঃ ব্রজৎ ।  
 দক্ষিণাহবনৌযাদ ব্রহ্মাদিসু নপা চ সা ॥ ১৮  
 একমেন পৃথক্লেণ শ্রেষ্ঠো দদৌ নিঃশর্তৈঃ ॥

দৃষ্টান্তও দেপাইয়া থাকেন । ৮১—৯১ ।  
 কেহ ব্রহ্মাকে, কেহ দিবাকরকে, কেহ  
 ক্রদ্রকে এবং কেহ বা শ্রেষ্ঠকে হেতু স্বরূপকে  
 জগন্নের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, ঐ  
 সকল সুবোক্তমগণ নানা প্রসোজনে কারণ-  
 রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু নাস্তিক  
 একমাত্র সেই শিবাষ্ট পৃথকরূপে সর্বত্র  
 বিরাজমান। এক স্ফটিক মণি যেমন  
 নানা বর্ণে প্রকাশ পায়, সেইরূপে সেই  
 দেবীও সর্বাদি গুণ-ভাবতমা বশতঃ নানা-  
 ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকেন। এক মেঘ  
 যেমন বর্ণ ও আকৃতি অনুসারে পৃথক  
 পৃথকরূপে অসম্ভব কবে গগনমণ্ডল ভ্রমে  
 পতিত এক সলিল যেমন ভূমির রসবিশেষে  
 মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদ প্রাপ্ত  
 হয়, বায়ু যেমন এক হইলেও দেবাবশেষ-  
 সংসর্গে তুর্গন্ধ ও সুগন্ধরূপে ভিন্নভাব ধারণ  
 করে এবং একগাইপত্যগ্নি যেরূপ অন্ত-  
 সংসর্গে দক্ষিণ ও আহবনৌযাদি নামে পৃথক  
 হইয়া থাকে; তদ্রূপ সেই দেবী শিবা,  
 এক হইয়াও সর্বাদিগুণবশতঃ ব্রহ্মাদি নানা

তস্মাভক্তিঃ পরা কার্য্য সর্ববর্গপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৯২  
 দেবায়্যা এষ সিক্তান্তঃ পরমার্থো মহামতে ।  
 এষা বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ স্বর্গৈশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥১০০  
 দেব্যা বাস্তু মদং সমং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
 ইজাতে পূজাতে দেবী অন্তর্যামিনী সদা ॥  
 সর্বত্র শক্তি দেবী তন্মহা ভূমিভিত্তি স্যু ।  
 রম্যেযুপাং তথা বায়ো বোমহর্গে চ সর্বশঃ ॥  
 এবং বিদ্যাহিৎ দেবী সদা পূজা নিজানতা ।  
 ক্রদ্রণীং হেতু যাস্তবং স কক্ষ্যামব লীয় ত ॥  
 অপেক্ষা বেদে যো নাম বাহ্যর্থঃ নগর্ভৈর্নরৈঃ ॥  
 স হুতৈর্বজ্রভঃ সর্বৈঃ সদা পাপাঘ্নিনুচাতে ॥

দার্ভতে বিবাজ করিতেছেন। জ্ঞানিগণ,  
 নানা নির্দেশ দ্বারা সেই দেবীকে একা অথচ  
 পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। হে  
 মহামতে! সেই দেবীর বিষয়ে এই চরম  
 সিদ্ধান্ত; অন্বেষণ, স্বর্গ, কাম, মোক্ষ এই  
 চতুর্বিধ সিদ্ধির জন্ত তাঁহাকেই পরম ভক্তি  
 করা কর্তব্য। যত কিছু দেবতাই বল, যত  
 প্রকার যজ্ঞই বল এবং স্বার্থহীন বন তিনিই যে  
 সমস্ত তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।  
 যেমাত্র সেই দেবীই পরিদৃশ্যমান স্বাবর-  
 জঙ্গমাত্মক বিশ্বমণ্ডলে পদব্যাগ্নি রহিয়াছেন।  
 কি অন্ন কি পেষ, সকলই তিনি; জীবগণ  
 সর্বত্র তাঁহারই পূজা ও ভজনে যজ্ঞ করিয়া  
 থাকে। সেই দেবী নানানামে নানামূর্তিতে  
 সর্বত্র মঙ্গল বিধান করিতেছেন। সদপ্রকার  
 বৃক্ষ পৃথিবী বায়ু আকাশ ও স্বর্গ প্রভৃতি  
 সকল স্থানেই তাঁহার আশ্রয় আছে। জ্ঞানী  
 ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপ জ্ঞানিয়া সর্বদা  
 অর্চনা করবেন। যে তাঁহার ঈদৃশ ভাব  
 অবগত হইতে পারে, সে পরিণামে তাঁহাতেই  
 লীন হইয়া থাকে। যে মানব পূর্বোক্ত  
 প্রকার ধাত্তব্যজ্ঞ তাঁহার অকটীমাত্র নামও  
 বিদিত হইতে পারে সে সর্বপ্রকার দুঃখ ও  
 অশিল পাতক হইতে সর্ব মুক্ত থাকে। হে

## দেবীপুরাণ ।

ন হি পাপকৃতে: শক্র চিন্তে ভবতি চৰ্চিকা ।  
তস্মাৎ স্বং পরমা ভক্ত্যা প্রপদ্য শরণং শিবাম্  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যা নামনিকৃতির্নাম  
সপ্তত্রিংশোহধ্যায়: ॥ ৩৭ ॥

### অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শক্র উবাচ ।

কেনোপায়েন সা দেবী বরদা ভবতে নৃণাম্ ।  
সর্বেষাং হিতকামানাং তথা ক্রাহ পিতামহ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

হিমবদ্ভিক্যামলয়ৈর্ধ্বা ব্যাপ্তা বনুন্ধরা ।  
শিবামলনন্দাদৈর্লোক্য ব্যাপ্তা পরাপরা: ॥ ২  
তথা দক্ষিণবিক্র্যাদৈর্মলয়াচ্চ যদন্তরম্ ।  
মঙ্গলা সা হিতা দেবী দুর্গা তত্র প্রপূজ্যতে ॥ ৩  
উত্তরং বিক্র্যভাগস্ত পশ্চিমোদধিপূর্বগা ।  
কুরুক্ষেত্রান্তরালস্ত জয়ন্তী শিব-অংশকী ॥ ৪

শক্র ! যে ব্যক্তি পাপাচারী তাহার হৃদয়-  
ক্ষেত্রে কখনই সেই ভগবতী প্রকাশ পান না,  
অতএব তুমি পরম ভক্তি সংকারে সেই  
শিবারই শরণাপন্ন হও । ১২—১০৫ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

### অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

শক্র কহিলেন,—হে পিতামহ ! দেবী কি  
উপায়ে হিতাভিলাষী নিখিল মানবগণকে  
অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন, তাহা আমি  
নিকটে কীৰ্ত্তন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—  
হিমালয়, বিক্র্যা ও মলয়াচ্চ যেমন বনুন্ধরাকে  
পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ  
সেই দেবী ভগবতী ও শিব, মঙ্গলা ও নন্দাদি  
মূর্তিতে পরাপর সমুদয় লোক ব্যাপিয়া বিরাজ-  
মানা আছেন । বিক্র্যপর্বতের দক্ষিণ এবং  
মলয় পর্বতের উত্তর যে ভূভাগ, তথায়  
মঙ্গলাদেবী বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানে

কুরুক্ষেত্রোত্তরং ভাগং হিমবদক্ষিণেন চ ।  
নন্দা দেবী কুলান্দ্র দেব্যান্তত্র প্রপূজয়েৎ ॥  
কালিকায়া তথা তারা উমা সর্বনগেশু চ ।  
তথা কিক্ষিকাদ্যা যা ভৈরবী ঠাত বিষ্ণতা ।  
রুদ্রাণী চ কুশস্থল্যাঃ তদ্রকালী জলন্ধরে ।  
মহালক্ষ্মীঃ কোলাখ্যে কালরাত্রী চ সহগা ॥ ৭  
অহাখ্যা লোহিতা দেবী পূজ্যতে গন্ধমাদনে \*  
উজ্জয়িনী উজ্জনী জম্বুমাগে তথা হিতা ॥ ৮  
মহাকালীতি বিখ্যাতা বৈদেহে ভদ্রকালিকা ।  
এতা ইন্দ্রাবতারাত্মা মহাদেব্যাঃ সুরারিহাঃ  
পূজিতাশ্চিস্ততা বৎস সর্বকামফলপ্রদা: ॥ ৯  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবাবতারে স্থানকথনং  
নামাষ্ট্রিংশোহধ্যায়: ॥ ৩৮ ॥

ভগবতী দুর্গার পূজা করা কর্তব্য । পশ্চিম-  
মাগরের পূর্ববর্তী বিক্র্যপর্বতের উত্তর,  
কুরুক্ষেত্রের অভ্যন্তরে জয়ন্তী নামে প্রসিদ্ধা  
শিবাংশসমুদ্ভূতা শিবাদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন ।  
কুরুক্ষেত্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণ  
যে ভূভাগ, তথায় নন্দাদেবী বিরাজমানা  
আছেন, সেই স্থানে ঐ দেবীর অঙ্গাদি  
দেবতাগণকে অর্চনা করিবে । এইরূপ  
কিক্ষিকাদি পর্বতে ভৈরবী এবং অস্তান্ত  
অখিল শৈল-মধ্যে কালিকা তারা ও উমাদেবী  
অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । কুশস্থলীতে রুদ্রাণী,  
জলন্ধরে ভদ্রকালী, কোলাখ্য পর্বতে মহালক্ষ্মী  
সহ-পর্বতে কালরাত্রী, গন্ধমাদন পর্বতে  
অহানায়ী লোহিতবর্ণা দেবী পূজিতা হইয়া  
থাকেন । এই প্রকার উজ্জয়িনীতে উজ্জনী-  
দেবী জম্বুমাগে মহাকালী এবং বৈদেহ-দেশে  
ভদ্রকালিকা অবস্থিতা আছেন । হে বৎস  
ইন্দ্র ! অনুরনাশিনী এই সকল মহাদেবীকে  
অর্চনা কিংবা মনোমধ্যে চিন্তা করিলেও  
প্রদান করিয়া থাকেন । ১—৯ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

\* চার্বুদে তথা ইতি বা পাঠঃ ।

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ০০

শৌনক উবাচ ।

যেষু যেষু চ তীর্থেষু পূজিতা সুরসন্তমৈঃ ।  
পূর্বমিত্রাদিভির্দেবৌ তীর্থাঃস্তানী প্রববৌহি নঃ  
মমুক্রবাচ ।

ব্রহ্মণা পুঙ্করে দেবী পূজিতা সিদ্ধিকামিনা ।  
কার্ত্তিক্যাং সর্বদেবৈশ্চ তত্রৈব মুনিসন্তমঃ ১২  
হিমবঙ্গিরো মহাপুণ্যে নন্দা ক্রদ্রেণ পূজিতা ।  
নৈমিষে চ তথারণ্যে বিষ্ণুনা পূজিতা শিবা ৷  
মলয়াধ্যে নগে দেবী অম্বা সুর্য্যেণ পূজিতা ।  
সর্বকামপ্রসিদ্ধার্থং গঙ্গাখণ্ডকধারিণী ৷৪  
কামাখ্যা \* জামদগ্ন্যেন কিঙ্কিক্যে পৰ্বতে হুতা  
দেবী মাহেশ্বরী শক্র পূজ্যতে কাশিকাশ্রমে ৷  
সর্বকামসুসিদ্ধার্থং রজ্জতি বেদপৰ্বতে ।  
যজ্ঞেভ্যোমাত্মজো দেবীং কামাখ্যে গিরিকন্দরে ৷  
কাশ্যপো যজতে দেবীঃ সরস্বত্যাশ্রুটে শুভাম্ ।  
পূর্বসিদ্ধৌ যজ্ঞেদেবীঃ সনকে নাম ভাবিতঃ ৷

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—পূর্বে উক্ত দেবী,  
অমরবর ইন্দ্রাদি কর্তৃক যে যে তীর্থে পূজিতা  
হইয়াছিলেন আমার নিকটে সেই সেই তীর্থের  
নামোল্লেখ করুন । মমু কহিলেন,—হে মুনী-  
সন্তম ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণ কর্তৃক সিদ্ধি-  
কামনায় পুঙ্কর-তীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণমাতে দেবী  
পূজিতা হন । পরম পবিত্র হিম্মালয়ে বরুণদেব  
নন্দাদেবীর, নৈমিষারণ্যে ভগবান্ বিষ্ণু শিবর,  
মলয়-পৰ্বতে ভগবান্ ভাস্কর অম্বাদেবীর,  
পরশুরাম সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধি-বাসনায় কিঙ্কিকা-  
পৰ্বতে খড়্গখণ্ডকধারিণী কামাখ্যাদেবীর  
এবং কাশিকাশ্রমে মাহেশ্বরীর পূজা করিয়া  
ছিলেন । সর্বকাম-সুসিদ্ধির নিমিত্ত বেদপৰ্বতে  
মঙ্গল, কামাখ্যা গিরিতে মঙ্গলের অমুজ্ঞন,  
সরস্বতী নদীতটে কাশ্যপ, পূর্বসিদ্ধুতীরে

\* কামাখ্যেতি পাঠান্তরম্ ।

দক্ষিণে বামনামা চ কার্ত্তিকেয়সমধিতাম্ ।  
লঙ্কায়ঃ যজতে দেবীং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ৷  
পশ্চিমে বরুণো দেবো যজতে ভাবিতোহম্বসা ।  
উত্তরে নন্দিকালো চ কৈলাসে তো প্রপু-তুঃ ৷  
অগস্ত্যশিষ্যা মুনয়ো যজন্তি ভাবিতাং শিবাম্ ।  
কথাশ্রমে মহাপুণ্যে ধর্ম্মারণ্যে সদাশিবাম্ ৷ ১০  
কুধনামা মুনীশ্রেষ্ঠো যজতে কাশ্যপাত্মজঃ ।  
মহাকালে মহাদেবী কোটিতীর্থে সুরোত্তমৈঃ ।  
পূজিতা সর্বকামাণি প্রযচ্ছত্যাবিচারণাং ১১  
ভদ্রাখ্যে তু বটে দেবী তুষ্টিআসীং পুরন্দরে ।  
মাকাতা নাম রাজেন্দ্রহৃদয়ে যঃ প্রশংসিতঃ ১২  
দিলীপস্ত তথা দেবী তুষ্টিকারেহরিসঙ্গমে ।  
গোকর্ণে রাজসেনস্ত অজাপানস্ত দণ্ডকেণ ১৩  
ধবস্তরেঃ পুরা তুষ্টি গণ্ডক্যাঃ সঙ্গম্যে মূনে । \*  
আত্রেয়স্ত মহাশোণে নদে তুষ্টি তু অম্বিকা ১৪  
মহোদয়ে মহাদেবী পণ্ডরামেণ ভোষিতা ।

একাগ্রীচিতে সনক এবং দক্ষিণসাগরতীরে  
বামনামা ঋষি কার্ত্তিকেয়সমধিতা দেবীর  
অর্চনা করিয়াছিলেন । রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ  
লঙ্কায়, পশ্চিমে বরুণদেব একাগ্রীচিতে জল  
দ্বারা, উত্তরে কৈলাস-গিরিতে নন্দী, কাল  
এবং অগস্ত্য-শিষ্যগণ শিবর অর্চনা করিয়া-  
ছেন । পরম পবিত্র ধর্ম্মারণ্য কথাশ্রমে  
কাশ্যপাত্মজ মুনিবর কথ সদাশিবাকে পূজা  
করিয়াছিলেন । এইরূপ সুরোত্তমগণ কর্তৃক  
কোটিতীর্থময় মহাকালে উক্ত মহাদেবী  
পূজিতা হইয়া 'ইহা দেওয়া কর্তব্য কি না'  
এইরূপ বিচার না করিয়া সকলকে সর্বাভীষ্ট  
প্রদান করেন । যিনি পূর্বে মাকাতা নামে  
রাজেন্দ্র ছিলেন এবং যিনি তৃতীয় যযস্তরে  
পরম, প্রশংসনীয় ইন্দ্র হন, তাঁহার প্রতি, যে  
স্থানে ভদ্রবট অবস্থিত, তথায়, দেবী প্রীত  
হইয়াছিলেন এবং 'কাবেরীসঙ্গমে দিলীপের  
প্রতি, গোকর্ণে রাজসেনের প্রতি, দণ্ডকে  
অজাপানের প্রতি, গণ্ডকীসঙ্গমে ধবস্তরির  
প্রতি প্রসঙ্গ হন । হে মূনে ! মহাশোণনদে  
আত্রেয়ের প্রতি অম্বিকা পরিতুষ্ট হইয়া-

কোটিমুণ্ডেতি বিখ্যাতা পীঠক্ষেত্রশিবোপরি ॥  
 মহারাজেতি \* যা দেবী মুণ্ডিপীঠগতা মূনে ।  
 সর্বভৌমশিবৈশ্বর্য্যঃ পীঠং রামেন কল্পিতম্ ॥১৬  
 খণ্ডমুণ্ডা তথা দেবী অপরা তেন পূজিতা ।  
 গতিং দিত্যাং গতা যেন সহ নক্ষত্রচ্যবিনিঃ ॥  
 মলয়দ্রৌ তথা দেবী অঘোরা নাম পূজিতা ।  
 জামদগ্ন্যোন লঙ্কাদ্রৌ কালিকেশ্বরি তথা পূজা ॥১৭  
 পুন্ডিরা বিজয়া নাম শাকদ্বীপে মহাদেবী ॥ ১৮  
 কুশদ্বীপে তথা চণ্ডা সর্পিদেবীঃ প্রপূজিতা ।  
 ক্রৌঞ্চেশ্বরীযোগিনী নাম শালালেশ্বরী রাক্ষসী \*  
 মন্দরৈ ধূতিমা খাতা রামভদ্রে জয়াবতা ॥ ২০  
 পুন্ডরে কৌর্দাতে দেবী নামা নারায়ণী চ ।  
 জলমধ্যে গতা দেবীঃ প্রবাহেলা প্রকৌর্কিতাঃ ॥  
 পর্ব্বতৌর্কগর্তী দেবী ধারণা ধারণা মতা ।  
 এতাঃ পৌবাণিকা দেবী জামদগ্ন্যোন পূজিতাঃ

ছিলেন। মহোদয়-ক্ষেত্রে পরশুরাম যিনি  
 পীঠক্ষেত্র শিবোপরি কোটিমুণ্ডা নামে  
 বিখ্যাতা, তাঁহাকে প্রসঙ্গ করেন। ১- ১৫।  
 হে মূনে! মহাবাজা নামে প্রসিদ্ধা যে দেবী  
 মুণ্ডিপীঠ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন; পরশু-  
 রাম সমুদয় ভূমণ্ডলমধ্যে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ-  
 নিচয়ের সহিত তাঁহার পীঠ কল্পনা করেন;  
 তিনি খণ্ডমুণ্ডা নামে অপর দেবীকেও পূজা  
 করিয়াছিলেন, যাহাতে দিব্যগতি লাভ  
 করেন। উক্ত জামদগ্ন্য, পূর্বে মলয়াদিতে  
 নক্ষত্রচারিগণের সহিত অঘোরানায়ী দেবী।  
 এবং লঙ্কাদিতে কালিকার ও শাকদ্বীপে  
 মহোদয় বিজয়া দেবীরও অর্চনা করেন।  
 পূর্বে কুশদ্বীপে চণ্ডাদেবী নিখিল দেবগণ  
 কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন। ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে  
 যোগিনী, শালালদ্বীপে বরাক্ষসী, মন্দর-পর্ব্বতে  
 ধূতিমা রামভদ্রে জয়াবতা, পুন্ডরে নারায়ণী,  
 জলমধ্যে প্রবাহেলা এবং পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে  
 ধারণাদি নামে যে সকল পূবাণ-প্রসিদ্ধা  
 দেবী আছেন, \* মহৎ-অধর্ম্ম-বিনাশের জন্ত

মহাধর্ম্মবিনাশার্থং ব্রহ্মণামিত্তেজসা ।  
 মহাদেবী পুরারাধা বর্ষাখ্যে তু আশ্রমে ॥  
 তপস্ত্যতি গোবিন্দঃ পূজিতঃ পদ্মজন্ম ॥  
 এবং সর্বগত দেবী মন্ত্রবিদ্যাগমেষু চ ॥ ১৪  
 সংখ্যতা মাতৃতন্ত্র চ ভৈরবৈ কমে চ ভৈবে ॥  
 পুন্ডর শ্রুতেন দেবৈঃ পূজিতা রম্যবহনঃ ।  
 মহাগতং কিং বলং দেবীবিদ্যানাক্ষ মহেশ্বর ॥২৬  
 ঈশ্বর টোচা।

যদ্যপাং পরমং বীর্ষ্যং বিদ্যানাং পরমং বশম্ ।  
 জ্ঞানী কথয়িস্যামি সংক্ষেপাদ্ ভৃগুনন্দন ॥২৭  
 ব্রহ্মণা কথিতং পূর্বে তচ্ছব্দ সমাহিতঃ ।  
 আসৌন্দর্য্যো বলো নাম মহাবগপরাক্রমঃ ॥২৮  
 দেবগন্ধার্ষ্যক্ষণাং চন্দ্রেন্দুভয়কারকঃ ।  
 যেন বর্ষ্যমঃ সূর্য্যো ভগ্ন আজৌ প্রপীড়িতঃ ॥  
 অনিলানলযক্ষাণ্ড বক্রাশ্চ বশীকৃতঃ ।  
 সযমা যেন নাগেন্দ্রা মহাভাগা মহাবলঃ ॥৩০

জামদগ্ন্যাদিগণ সকলকেই পূজা করিয়া-  
 ছিলেন। পূর্বে অমিত্তেজা ভগবান ব্রহ্মা,  
 যে স্থানে ভগবান গোবিন্দ ব্রহ্মাকর্তৃক  
 পূজিত হইয়া নিরন্তর তপস্যা করিতেছেন,  
 সেই বদ্যাকাশ্রমে মহাদেবীর আরাধনা  
 করেন। সেই সর্বব্যাপিনী দেবী এইরূপে  
 কি মন্ত্র, কি বিদ্যা, কি আগম, কি মাতৃতন্ত্র  
 এবং কি ভৈরবতন্ত্র, সর্বত্রই অবস্থিতা  
 আছেন। পূর্বে শুকাচার্য্য, দেবদেব রম-  
 বাহন মহেশ্বরকে দ্বিজেন্দ্রা করিয়াছিলেন, হে  
 দেব! মন্ত্র এবং বিদ্যার কি প্রকার শক্তি?  
 ১৬—২৬। মহেশ্বর বলিয়াছিলেন,—হে ভৃগু-  
 নন্দন! মন্ত্র এবং বিদ্যার পরম বলঃ পূর্বে  
 ব্রহ্মা এই বিষয় বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি  
 সংক্ষেপে বলিতেছি। তুমি সমাহিত হইয়া  
 শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মনামক এক মহা-  
 বলপরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি  
 অগ্নি অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে ভয়  
 করিত। উক্ত দৈত্যরাজ, সংগ্রামে ভগবান  
 বিষ্ণু, ভাস্কর ও যমকে পরাজয়পূর্ব্বক পীড়ন  
 করিয়াছিল এবং অনল, অনিল, বক্র ও



গুরুভ্যঃ কৃতো ভূতাঃ সদাজ্ঞামতিবর্তিনঃ । ১০০  
যেন সংলিখ্য শৈলেন্দ্রঃ কনুকাকারকারিতঃ ॥  
ক্রৌড়ার্থং যেন বিপ্রশ্রুত গিরিঃ প্রথিতা ভূবি ।  
ভেন দেবাঃ সবজ্ঞাদাঃ দ্বিনিসংস্ফুট চান্দিতঃ ।  
দনং স্তানন্তু পাতালং যস্য শরদাঃ শতম্ ।  
তথা হে ভগবান্নর মানং তাজ্জ গতা শুকম্ ॥  
পৃচ্ছন্তি বিনয়াৎ সর্কে শকন্তু হিতকাংকিণঃ ।  
কেনোপায়েন দেবানাং স্বর্গবাসী ভবেদ্রুত ॥  
ভবেব শাপবেতা নো হিতঃ শকন্তু নিত্যশঃ ।  
পশ্চোদধিনিগগানামতিপাতা ভব ইন \* ।  
এবং পৃষ্ঠেঃ স দেবৈঃ শুকরুচনমরবীৎ ॥

বৃহস্পতিবচনং ।

যদয়ং দানবঃ শক্র ন যুদ্ধে ভবতে বশঃ ।

যক্ষগণকে বশীভূত করিয়াছিল । উক্ত বল-  
শুর, মহাবিশ্বের মহাভাগ নাগেন্দ্রগিকেও  
বন্ধনপূর্বক সতত আক্রাবহ ও গুরুভ্যকেও  
ভূতা করিয়াছিল । সেট অশুরবর বল,  
শৈলরাজকে কোদিত করিয়া ক্রৌড়া-শুটিকার  
সদৃশ এবং ক্রৌড়ার্থ গিরিনিরূপকে ভূতলে  
বিস্তৃত করিয়াছিল । অন্ধার সম্বিত স্বর্গবাসী  
দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীকৃত করিয়া শত  
বৎসরের জন্য পাতাল-তলে তাঁহাদিগের  
বাসস্থান প্রদান করে । অনন্তর ইন্দ্র  
হিতৈষী অখিল অমরবৃন্দ, ভয়োদ্বিগ্ন-মানসে  
মান পরিত্যাগপূর্বক বৃহস্পতির শরণাপন্ন  
হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজ !  
কি উপায়ে দেবগণ স্বর্গধামে অবস্থিতি  
করিতে পারে, তাহা প্রকাশ করুন । পনিই  
আমাদিগের মধ্যে সর্বশাস্ত্রবেত্তা, বিশেষতঃ  
সততই সুররাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব  
কৃৎখরূপ পঞ্চসাগরে নিমগ্ন আমাদিগকে উদ্ধার  
করিয়া আমাদিগের পর্বততুল্য পোতস্বরূপ  
হউন । তখন বৃহস্পতি সুরগণকর্তৃক এইরূপ  
কথিত হইয়া কহিলেন,—হে শক্র ! ঐ

বলেন কক্ষমায়াতি অজয়ঃ সঙ্গরে যতঃ । ৩৬

অতঃ কপটমাস্ত্রাণি প্রার্থনীয়ঃ ক্রতুঃ প্রতি ।

গতাঃ সর্কে ততঃ শাস্তা যত্র দেবো জনাৰ্দ্দিনঃ ॥

মধুবেন তপো দদশ দৃষ্টে ভবসমাকুলঃ ।

ক্রৌড়াগ্নাসনআলাপেঃ সর্কে নে সঙ্কশা ভূগম্

সংপৃচ্ছতাশ্রুতঃ সর্কে কিমাত্যাবদন সুরাঃ ॥

দেবা উচুঃ ।

বলেন বলিনা দেব সর্কে নিত্রানিতা বহম্ ।

মায়াবো অংবধে ক্রান্তা নাটোপায়ে ভবতঃ কচিৎ

বিস্করবচ ।

কবোমি ভবতামিহে কিস্তাসৌ বলসংযুতঃ ।

সার্বিকো নববেতা চ সর্কশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৪১

গুঢ়মন্ত্রবিচারী স্মাৎ ধর্ম্মেককৃতনিশ্চয়ঃ ।

ক্রান্তা মায়াঃ কথং কর্তুং শক্যতে স্তবসন্তমাঃ ॥ ৪২

পরেব ভবনে বিদ্যা মম দত্তাথ শূলিনা ।

দানবকে যুদ্ধে বলপূর্বক বশ বা নিধন

করিতে পারিবে না । কারণ সে সংগ্রামে

অজেয় । অতএব এক্ষণে কপটতা অব-

লম্বনপূর্বক যুদ্ধের নিমিত্ত তাহার শরীর

প্রার্থনা করাই কর্তব্য হইতেছে । বৃহস্পতির

এবংবধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় সুরগণ,

সুস্থচিত্তে যথায় ভগবান্ জনাৰ্দ্দিন অবস্থিতি

করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন ।

অতঃপর দেব মাধব, অখিল অমরবৃন্দকে

ভয়বাকুল দেখিয়া ক্রমে অর্ঘ্য, আসন ও

মধুরালাপে সমাদর করত জিজ্ঞাসা করি-

লেন,—হে সুরগণ ! কি উদ্দেশে আগমন

হইয়াছে ? তখন দেবগণ কহিলেন,—হে

দেব বলবান্ বলাশুর হইতে আমরা সকলে

অতিশয় ত্রাসাযত হইয়াছি । এক্ষণে মায়া-

বিতা বাতীত তাহাকে বধ করিবার অন্য

কোন উপায় নাই । ২৮—৪০ তখন বিষ্ণু

কহিলেন,—আমি অবশ্যই তোমাদিগের ইষ্ট

সাধন করিব, কিন্তু সেই বলাশুর, অতীব

বলবান্, সার্বিক, নীতিজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রার্থপারগ,

গুঢ়মন্ত্রবিচারী ও পরম ধর্ম্মপরায়ণ ; সুতরাং

হে সুরসন্তমগণ ! কিরূপে তাহার নিকটে

\* অত্রিঃ পোতো ভবেদ্রুতম্ ইতি কচিৎ  
পাঠঃ ।

মোহিনী নাম বিখ্যাতা মোহং সা কুরুতে ভূশম  
অতোহহং তন্ত নাশায় অরামি পরমেশ্বরীম ।  
অরিতা পরমাং বিদ্যাং দ্বিজভাবো জনার্দনঃ ।  
মধ্যাক্ষঃ স্রবশ্চ বেদপাঠী সবিম্বরী ॥ ৪১ ॥  
পরিগ্রহী হতাশস্ত কপয়ন্নবৌজপন ॥ ৪৬ ॥  
যজ্ঞার্থং যাজনাং কন্ত করোমি কথাতাং মম ।  
তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যতেজাতঃ যুক্তে বিপ্রৈঃস্বদং সুরঃ  
বলন্তে যজ্ঞনিষ্পত্তিং করোতি দ্বিজসত্তম ।  
হেমকূটে মহাশৈলে তিষ্ঠতে দান বোক্তমঃ ॥ ৪৮ ॥  
সর্ব্বজ্ঞোহপি মহামায়। বঞ্চনায় তদা গতঃ ॥ ৪৯ ॥  
মোহিনীঃ জপমানস্ত বিদ্যাং পরমাসিদ্ধদাম্ ।  
বিচিহ্নং দম্বরাজস্ত পুত্রং সর্ব্বপুরোক্তমম ॥ ৫০ ॥  
প্রাবিশদ্বৈদবাদাত্মা পঠমানে জনার্দনঃ \* ।  
স্বারং গহাসুরৈস্তস্ত কুধ্যাং প্রাধ্যায়নং তদা ॥ ৫১ ॥

যায়া প্রকাশ করি? তবে ভগবান্ শূলপাণি  
যে মোহিনীনামে এক পরম বিদ্যা আমাকে  
দান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই মোহ  
বিধান করিতে সমর্থ, এজন্য এক্ষণে আমি  
তাহার বিনাশার্থ সেই পরমেশ্বরীকেই অরণ  
করি। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিয়া পরম  
মোহিনী বিদ্যা অরণ করত মধ্যাবধ শরীর  
ও স্রবশসম্পন্ন বেদপাঠপরায়ণ সান্নিক বিপ্র-  
রূপ ধারণপূর্ব্বক জপ সমাপন করিয়া বলি-  
লেন,—আমি যজ্ঞের জন্ত কাহার নিকট  
প্রার্থনা করিব বল? তখন দেবগণ তাঁহাকে  
সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত  
বিপ্রমুণ্ডি দেখিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম!  
বলাসুর তোমার যজ্ঞ সমাধা করিবে। সেই  
দানববর এক্ষণে হেমকূট মহাগিরিতে  
অবস্থান করিতেছে। তৎকালে ভগবান্  
বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ হইলেও পুত্রম সিদ্ধিদায়িকা  
মোহিনী-বিদ্যা জপ করত মহামায়ার আচ্ছন্ন  
হইয়া বলাসুরের বঞ্চনার্থ বেদ পাঠ করিতে  
করিতে গমনপূর্ব্বক দানবরাজের সর্ব্বপুরোক্তম

\* অত্র কচিং 'দানবস্ত পুত্রং রম্যং জ্ঞানসে  
কং প্রহোক্তম' পদ্যার্থমিদমধিকং দৃষ্টতে।

স্বারপালো বদন্ত্যেবং স্রবশ্চ বেদধ্বনিং শুভম্ ।  
পুরাণি রত্নানি শুভং দদামি যাচ্যং যৎ তব ॥ ৫২ ॥  
ইষ্টং দানং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বর্ণতক মহামতে ।  
তেনোক্তং দর্শনং স্বাঃস্ব দীপতাং দম্বসত্তম ॥ ৫৩ ॥  
তদ। স পূর্ব্বমাদিষ্টঃ প্রেষয়ামাস তং নৃপম্ ।  
বলিনং বলসম্পন্নং দানবং সুরমর্দকম্ ॥ ৫৪ ॥  
দানোদ্যতকরং ভদ্রং দৃষ্ট্বা প্রীত্যাভ্যবত ।  
কিমায়াতো ভবাংস্তাত্ৰ কার্য্যং বিপ্র তদুদ্दिश ।  
মোহিনীঃ জপমানস্ত বদতে দ্বিজকেশবঃ ॥ ৫৬ ॥  
দ্বিজ উবাচ ।

অহং নংপ্রেষিতো দেবৈর্কিঞ্চি মাং কস্তপাশ্রয়ম্  
যজ্ঞাঃ সৈলৈঃ সমারক্কা ঋষিভিঃশাস্ত্রাধিপ ॥ ৫৭ ॥  
তন্ত নিষ্পাদনার্থায় আগতোহহং তবাস্তিকম্ ।  
দানং মে দীপতাং রাজন্ সিধ্যতে যেন ভগবদম্

বিচিহ্ন পুরমধো প্রবেশ করিলেন। পরে  
পুত্রস্বারে প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি  
করিতে লাগিলেন। তখন সেই কল্যাণকর  
বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বারপাল বলিল,—  
দ্বিজবর! আপনি নগর রত্ন ও অস্ত্র যাতা  
কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রার্থনা করেন তাহাই  
দান করিব। হে মহামতে! আপনার অভি-  
লষিত ত্বর্ণত হইলেও প্রাপ্ত হইবেন। তখন  
ভগবান্ বলিলেন,—হে দম্বসত্তম স্বারিন্।  
আমাকে রাজদর্শন দান কর। তৎকালে  
স্বারপাল বলাসুরের নিকটে গমনপূর্ব্বক তৎ-  
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দানার্থ উদ্যতভূজ মহা-  
বলপরাক্রান্ত সুরশক্ত দানবরাজের নিকটে  
তাঁহাকে প্রেরণ করিল। অনন্তর বলাসুর  
তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিপ্রযুক্ত হৃদয়ে  
কহিল,—হে বিপ্র! আপনি কি নিমিত্ত এ  
স্থানে আগমন করিয়াছেন? আপনার কি  
উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন। তখন দ্বিজরূপী ভগ-  
বান্ 'কেশব মোহিনী মম' জপ করত কহি-  
লেন,—হে অনুরাধিপ! আমি কস্তপপুত্র,  
দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। ইন্দ্রাদি  
দেবগণের সহিত ঋষিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করি-  
য়াছেন, আমি সেই যজ্ঞ নিষ্পাদনের জন্ত

## একোনচত্বারথশোহাধ্যায়ঃ ।

বল উবাচ ।

যেন সংসিধ্যতে যজ্ঞো দেবানাং তো বিজ্ঞোস্তম  
তদ্ যাচয় ধনং দারান্ শির অদ্য দদামি তে ॥৫১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যেন সংসিধ্যতে যজ্ঞো দেবানামশুরাধিপ ।  
তদেদং তচ্চ আদিষ্টং সত্যমব্রাবয়োরপি ॥ ৬ ॥

বল উবাচ ।

যাচ্যতাং যেন তে-কার্ধ্যং সত্যং বিপ্র দদামি তে  
সংস্মৃত্য মোহিনীং বিদ্যাং বদতে দ্বিজসত্তম ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ন মে ধর্নৈর্ন দারৈর্ব। ন ভূম্যা গজবাজ্জিতঃ ।  
রৈভৈঃ কার্ধ্যং মহাবাহো দেবযজ্ঞেশুরাধিপ ॥৬২॥  
যেন নিষ্পাদ্যতে যজ্ঞঃ সুখদশ্চ দিবৌকসাম ।  
তমহং যাচয়ামি হাং দৌরতাং তদ্রুহং মম ॥৬৩॥

তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি । অতএব  
হে রাজন্ ! যাহাতে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়,  
এরূপ বস্তু আমাকে দান কর । বলানুর  
কহিল,—হে বিজ্ঞোস্তম ! যাহাতে দেবগণের  
যজ্ঞ সাধা হয়, তাহা প্রার্থনা করুন ; অদ্য  
আপনাকে আপনার প্রার্থনীয় ধন-দারাদি  
যাহা কিছু, অধিক কি আমার মস্তক যদি  
প্রার্থনা করেন, তাহাও প্রদান করিতেছি ।  
ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে অশুরাধিপ ! যাহাতে  
দেবগণের যজ্ঞ সম্পন্ন হয় তাহাই তুমি দান  
করিবে এবং আমিও তাহাই আদেশ করিব,  
এ বিষয়ে আমাদের সত্য রহিল । বলান-  
ুর বলিল,—হে বিপ্র ! আপনার যাহা  
প্রয়োজন তাহাই প্রার্থনা করুন ; আমি  
সত্য করিতেছি তাহাই প্রদান করিব ।  
বলানুরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া  
দ্বিজবর মোহিনী-বিদ্যা শ্রবণ করত কহি-  
লেন,—হে মহাবাহো অশুরাধিপ ! উক্ত  
দেবযজ্ঞ নিষ্পাদনার্থধন, দারা, ভূমি রক্ত বা  
তুষ্ণ মাতঙ্গাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই,  
যাহাতে অশুরগণের ঐ যজ্ঞ নিষ্পন্ন ও সুখ-  
দায়ক হয়, আমি তোমার নিকট তাহাই  
প্রার্থনা করিতেছি, তুমি দ্বারায় আমাকে

এতৎ কার্ধ্যং ভদ্র মম স্ববীণাক বিশেষতঃ ।

দেবার্ঘ্যং তব কাশ্বেন সিধ্যতে তদ্বাখ্যোক্তমম ॥৬৪॥

তদা দত্তা তদ্বস্তেন দানবেন মহাশ্বনা ।

বিবুনাপি স চক্রেণ শিরস্তা ভুতোহশুরঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রাকৃতিং দেহমুৎসৃজ্য দিব্যকায়মভূৎ তদা ।

তস্তাবয়বসজ্জাতা বজ্রাদ্যা রত্নজাতয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

লোচনেষু চ ক্রোজাংসি পদ্মরাগাণি চাভবন্ ।

বিভূষণাত্মদানেন কাশ্মো রত্নাকরোহভবৎ ॥ ৬৭ ॥

এবং স ঘাতিতঃ শুক্রং বিদ্যামম্ববলেন চ ।

বিদ্যয়া মোহয়িত্বা তু ন চাশ্রয়েণ ন সঙ্গরে ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদ্ বিদ্যাবলং সর্বং হুঃসহং সিদ্ধিদায়কম্ ।

শ্রিতং ভক্তিমা বিপ্র মনেষ্পিতকলপ্রদম্ ॥৬৯॥

অথ দৈবৈর্গতে স্বর্গং সুতস্তম্ মহাবলঃ ।

সুবলঃ সাগরোপাশ্ঠীহুতরাদাযুযুৎসুকঃ ॥ ৭০ ॥

সংক্রুদ্ধো দেবরাজস্ত বধায় বধকাজ্জয়া ।

তাহাই প্রণীত কর । হে ভদ্র ! দেবগণের  
প্রীতির জন্য এই কার্ধ্য আমার ও স্ব-  
গণের প্রয়োজনীয় । উহা আর কিছুই  
নহে, ঐ যজ্ঞ, তোমারই শরীর দ্বারা  
সম্পন্ন হইবে ॥৫৫—৬৪॥ অনন্তর মহাত্মা  
দানব স্বীয় শরীর সমর্পণ করিলে, ভগ-  
বান্ বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা অশুররাজের  
মস্তক ছেদন করিলেন । তখন দানব, পঞ্চ-  
ভূতময় দেহ বিসর্জন করিয়া দিব্য দেহ  
ধারণ করিল । তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে  
জগতে হীরক ও তেজোময় পদ্মরাগাদি  
রত্ন সকল উৎপন্ন হইল এবং সৎপাত্রে প্রদান  
হেতু তাহার শরীর রত্নাকর হইল । হে শুক্র !  
ভগবান্ বিদ্যামম্ববলে সেই বলানুরকে এই-  
রূপে মোহিত করিয়াই নিধন করেন । যুদ্ধে  
অস্ত্রাঘাতে সে নিহত হয় নাই । অতএব হে  
বিপ্র ! বিদ্যা-মম্ববল অতীব হুঃসহ, ভক্তি-  
ভাবে উহাকে শ্রবণ করিলে উহা সমুদয়  
অতীষ্ট-বিষয়ই প্রদান করিয়া থাকে । অনন্তর  
অমরবৃন্দ অশুরপুরে গমন করিলে, বলানুরের  
তনয় মহাবলপরাক্রান্ত সুবলানুর তদ্রূপভা-  
বণে সাতিশয় জুড় হইয়া অশুররাজের

দিব্যং রথবরং ক্রহ মনোগামি সদগম্য । ৭১  
 পাদরক্ষসমোপেতং বহুশস্যমাকুলম্ ।  
 কামগং সর্ষপক্রমামপ্রধ্বং মহাবলম্ ॥ ৭২ ॥  
 সারথিবহুশস্যস্তে যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ ।  
 জয়েতি তুজ্জয়ো দেবৈঃ সারথিঃ সৌবলাহভবৎ  
 পাদরক্ষো মহাবাহুঃ সূমায়ো মনিসহঃ ॥  
 কৃষ্ণদৈত্যধিপো নে ১ দত্তাশ্রমো মনাবলঃ ॥  
 যেন বিষ্ণুঃ সবেশশ্চ সত্যং সমুদ্রে জিতঃ ।  
 ন জিতঃ স সূর্যঃ সৌন্দর্যকামপুংসঃ গমৈঃ ॥  
 অথ তদনুরাগৈন্দ্রঃ পিতৃবৈরাগলোহভবৎ ।  
 জিজ্ঞাস্ত বহুবদেবান হোতুবজ্জিহ্বাভাননঃ ॥  
 যং যং পশ্যামি নৈকোন্দ্রচন্দ্রকং পাবকং বশুম  
 তং ভ্রাতৃভিদ্ভবৎ ক্রুদ্ধঃ পশং ক্রুদ্ধ ইবাজয়া ॥ ৭৭

বধের জন্য যুদ্ধ কাববার বাসনায় উত্তর সাগর-  
 কুল হইতে মনের তায় গমনশীল, উত্তমতম  
 তুরঙ্গগণ কর্তৃক আকৃষ্ট, পাদরক্ষক-সমবৃত্ত  
 নানাবিধ অশ্ব-শস্ত্রে সুসজ্জিত কামগামী,  
 নিখিল রিপুনচয়ের অপ্রধ্বণীয় এবং সাতশয়  
 সারথান্ দিবারথে আরোহণপূর্বক বহির্গত  
 হইল। যুদ্ধ-শাস্ত্রবিশারদ, বহুশস্য, দেব-  
 গণের তুজ্জয়, জয়নামক অশুর সূবলের সারথ্য  
 পদ গ্রহণ করিল। মহাবাহু, মন্ত্রণাভিজ্ঞ  
 সূমায়নামক অশুর তাহার পাদরক্ষক এবং  
 মহাবল-পরাক্রম কৃষ্ণনামক দৈতাপতি তাহার  
 সেনাপতি হইল। উক্ত কৃষ্ণাশুর যুদ্ধে বহুবার  
 ভগবান বিষ্ণু ও বাসবকে পরাজয় করে, কিন্তু  
 ত্রক্ষা বিষ্ণু প্রভৃতি সমুদয় দেবগণের সহিত  
 সুররাজ একবারও তাহাকে পরাভূত কারিতে  
 সমর্থন হন নাই। অনন্তর দেবগণকে সন্দর্শন  
 করিয়া সেই দানবাজের পিতৃবৈরাগল পার-  
 বর্জিত হওয়ায় সে তখন পাবকের তায়  
 প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং প্রদীপ্ত হতাশনে  
 আহুতিপ্রদ হোতার তায় দৃশ্যমান হইতে  
 লাগিল। কোপম-স্বভাব ব্যক্তি যেরূপ প্রভুর  
 আজ্ঞায় পশুর প্রতি ধাবমান হয়, তক্রূপ, সেই  
 দৈত্যবর ইন্দ্র, চন্দ্র, পাবক, বশু প্রভৃতি  
 যে কোন দেবতাকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ-

এবং তে দানবৈর্দেবা বহুধামর্ষকাঙ্ক্ষিতঃ ।  
 দৃষ্ট্বা চ পীড়িতাঃ সর্বে ইন্দ্রায় শরণং গতাঃ ॥  
 যাবৎ সমাজং ক্রহা তে ব্রহ্মবকুপুৰন্দরাঃ \*  
 সমাগতাস্তদা সৈন্তাঃ সৌবলা বলগর্ভিতাঃ ॥  
 দত্তোদাতকরাঃ কেচদৈন্দ্রা নিপুংসধারিণঃ ।  
 শযাপদরাশ্চাত্তা ক্রশকুশধারিণঃ ॥ ৮০  
 শত্রুশতাক্রৌঞ্চসমশ্রয়ী তথা পরে ।  
 বক্ষী দ্রুতি বৈদ্রশূন্যঃ ক্রকটী পবে ॥ ৮১  
 ধাবন্তো হস্তাশু গজাস্তোহুগামাঃ ।  
 দত্তজাস্তে সুরান সমানযোধ্যাস্ত তদাহবে ।  
 অথ ভগ্নংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবান দেবপার্ষদান্ ॥  
 উদযাদ্রিসমুং ক্রুদ্ধং গজরাজং সুভূষিতম্ ॥ ৮৩  
 সিন্দুরাকরণাগাঢ্যং ঘণ্টাচামরমাণ্ডিতম্ ।  
 চতুর্দন্তং শরুপাঢ্যং মহাবেগং মহাবলম্ ॥ ৮৪  
 গজো দনুজসৈন্তশ্চ কালসর্প ইবাভবৎ ॥ ৮৫

ভরে তাহার প্রতি বেগে ধাবিত হইতে আরম্ভ  
 করিল। এইরূপে অমর্ষপায়ণ দানবগণ কর্তৃক  
 অখিল সুরেন্দ্র দৃষ্টিমাত্রে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের  
 শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর যে স্থানে ত্রক্ষা,  
 বিষ্ণু, পুরন্দর প্রভৃতি সমবেত হইয়া আসীন  
 ছিলেন, বলগর্ভিত সূবলসৈন্তানিচয় তথায়  
 উপস্থিত হইল। সেইসকল দৈত্যগণের  
 মধ্যে কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে শর-চাপ,  
 কাহার হস্তে ক্রকট, কাহার শকু, কাহার  
 শত্রু, কাহার শতচক্র কাহার সহস্রশ্রী,  
 কাহার প্রকাণ্ড এক বক্ষ এবং কাহার বা হস্তে  
 রহং পক্ষত।, কেহ বা পট্টধারী, কেহ বা  
 বৈদ্রধারী, কেহ বা শূলধারী এবং কেহ বা  
 ক্রকটধারী। তাহার সাক্ষ্যেই মহাবাহু এবং  
 কেহ গজে, কেহ উষ্ট্রে এবং কেহ বা সিংহপৃষ্ঠে  
 অধিষ্ঠিত। তৎকালে, সেইসকল দানবগণ,  
 দেবগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।  
 অনন্তর সুররাজ, সুরেন্দ্রকে সমরে বিমুখ  
 দেখিয়া সিন্দুরাগ-রঞ্জিত, ভূষণজালে ভূষিত,  
 ঘণ্টাচামরমাণ্ডিত, চতুর্দন্ত, সূন্দরকায়, মহা-



অথ তত্র স্থিতকেশ্রঃ দৃষ্টো জ্ঞানো মহাবলঃ ।  
 ছাগরাজঃ সমাক্রম্য দীপ্তশক্তিং ব্যধাবয়ৎ ॥ ৮৬  
 তং দৃষ্টো মহিষঃ ধর্মো দণ্ডপানির্মিতাবলঃ ।  
 আকুচশিখরশ্চক্ৰকালকেতুসমধিরঃ ॥ ৮৭  
 কৃতান্তো নির্ভব ইব বজ্রদণ্ডো মহাবলঃ ।  
 এবম্ভু নির্ঝতির্ঘোষে পুরুষে চ তদানুজঃ ॥ ৮৮  
 খড়্গপানিঃ সুরভ্রাঙ্কঃ শক্রকৃষ্ণাঙ্গনপ্রভঃ ॥  
 বহুসৈন্ত সমাদায় ইন্দ্রসৈন্তং সমাগতঃ ।  
 বক্রণা বাক্রৈর্ঘোর্ধৈর্ধৃষগঃ পাশধারকঃ ।  
 কৃষ্ণসারং সমাদায় অক্ষুশৈন সমাবণঃ ॥ ৯০  
 বিমানে কামগে যক্ষো গদাধারী মহাবলঃ ।  
 কুবেরো যক্ষকে তীতির্জিহ্বাস্ত্র সমাগতঃ ॥ ৯১  
 ক্রুদ্রাশ্চেশানপূর্বাদ্যা রুঘুগাঃ শূলপানিনঃ ।  
 আদিত্য রথগাঃ সর্ষে বিশ্বেদেবঃ সবারুহাঃ ॥

বেগশালী, মহাবলধারী, প্রচণ্ডস্বভাব ও  
 উদয়াদিত্য জায় সমুন্নত গজরাজ ঐরাবনে  
 আরোহণ করিলেন তৎকালে সেই মাতঙ্গ-  
 রাজকে দানবসৈন্তের কালভুজঙ্গের সদৃশ  
 বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর পুরন্দরকে  
 ঐরাবতাক্রুত দেখিয়া মহাশক্তিমান অগ্নিদেব,  
 ছাগরাজে আরোহণপূর্বক প্রদীপ্ত শক্তি ধারণ  
 করিলেন। তদর্শনে মহাবল দণ্ডপানি ধর্ম-  
 রাজ যম এবং কৃতান্তের জায় কঠোর বজ্রদণ্ড  
 ধারী মহাবলপরাক্রান্ত চিত্রশূপ কালকেতু  
 সহিত মহিষোপরি আরোহণ করিলেন। এই-  
 রূপ খড়্গপানি, লোহিতলোচন, উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ-  
 ঙ্গনবৎ ক্ষেত্রপ্রভা সম্পন্ন নির্ঝক্তি ঘোষে ও  
 তদীয় অনুজ পুরুষে অধিরোহণপূর্বক বহু-  
 তর সৈন্ত লইয়া ইন্দ্রসৈন্ত-মধ্যে যোগদান  
 করিল। পাশপানি বক্রণদেব, মৎস্তে আরোহণ  
 করিয়া স্বীয় সৈন্ত-নিচয়ের সহিত তথায়  
 উপস্থিত হইলেন এবং বায়ুদেব অক্ষুশ-হস্তে  
 কৃষ্ণসারমুগে ও মহাবলশালী গদাধারী যক্ষ-  
 রাজ কুবের, কামচারী বিমানে আরোহণপূর্বক  
 কাটি কোটি যক্ষগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায়  
 আগমন করিলেন। ঈশান প্রভৃতি একাদশ  
 ন্দ্র, হস্তে শূল লইয়া বুধে, দ্বাদশ আদিত্য

অশ্বিনো চাশ্বগৌ তত্র নাগা যক্ষা গ্রাহেশ্বরাঃ ।  
 নক্ষত্রা বহুরূপাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ৯২  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তদা নন্দো সৈন্তাগোপা সুরোত্তমো  
 মহাঐবাহবে তস্মৈর্ঘোদাং ন নুমোচ সঃ ॥ ৯৪  
 সেনা ভ্রমর্গপাতাল-আপুর্বির্দগাননা ।  
 কোট্যর্কবিদ্যুতসুখ্যা পদ্যপদ্যপ্রমাণিতা ॥ ৯৫  
 অসংখ্যাতা মহাবাহো সেনা তত্র সুনোত্তমম্ ।  
 দৃষ্টো ত সুবলো বাণৈবভাববর্ত মেঘবৎ ॥ ৯৬  
 সমস্তাচ্ছাদয়িত্বা ত প্রারণোদ্য ইবাশ্বভিঃ ।  
 নন্দা ধনুর্বাণেণ বাদাযানস্বনেন চ ॥ ৯৭  
 অথ নাদং তদা শ্রবণ চাস্রবং ভয়কারকম্ ।  
 শক্তিং দীপ্তাং সমামা দানবান মর্দয়ন শিগী ॥  
 কৃষ্ণী নাম মহাদৈত্যো নেত্রা যঃ সৌবলে বীলে  
 জলনস্ত রথকোহ দীপ্তশলো মহাবলঃ ॥

ও মহাবলপরাক্রান্ত সমুদয় বিশ্বেদেব রথে  
 অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বে এবং নাগ, গ্রাহেশ্বর,  
 বহুবিধ নক্ষত্র ও সিদ্ধ বিদ্যাধর প্রভৃতি  
 সকলে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া  
 সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তৎকালে,  
 সুরোত্তম ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবসৈন্তের রক্ষক  
 হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে  
 মহাবাহো। সেই অসংখ্য সৈন্ত-নিচয়,  
 কোটি কোটি, অযুত অযুত, অর্কবিদ্যুত অর্কবিদ্যুত, ও  
 পদ্য পদ্য পরিমিত দলবদ্ধ হইয়া দিগ্দিগন্ত  
 পরিবাপ্ত করত স্বর্গ হইতে পানাল পর্যন্ত  
 অবস্থিত হইল। অতঃপর দানবরাজ সুবল,  
 সুররাজকে সন্দর্শন করিয়া ধুবুকের টঙ্কারশব্দ  
 বাদাধ্বনি ও রথনির্ঘোষ সহকারে সিংহনাদ  
 করত, জলধর যেমন চতুর্দিক্ আচ্ছাদন  
 করিয়া জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শরজাল  
 বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর, অনলদেব,  
 সুবলাসুরের সেই শতাবন সিংহনাদ-শব্দে  
 প্রদীপ্ত শক্তি উৎকৃষ্ট করিয়া দানবগণকে  
 মর্দন করিতে আরম্ভ করায় নানাপ্রকার  
 আয়ুধনিচয়ে দেদীপ্যমান, মহাবল পরাক্রম-  
 শালী, সুবল সেনাপাত কৃষ্ণীনামক মহাদৈত্য

নানায়ুধমহাসংঘজলিতকুমিত্তনলঃ । ১০০  
 শূলং হত্যাশনে প্রেষ্য সুরসৈন্তভয়প্রদম্ ।  
 তৈঃ শূলৈঃ পাবকৌ সেনা বহুধা ভয়জাসিতা ।  
 দৃষ্ট্বা শক্তিং সূদীপ্তান্ত সন্ধিক্ষেপানুরোস্তমৈ ।  
 তাং সূতেজাং মহাবেগাং সূর্য্যাবুতসমপ্রভাম্ ॥  
 বিবিধা নিশিতৈর্বাণৈর্দদাহ চ চুণাগ্নিবৎ ।  
 শরৈঃ সস্তাডামানাপি অনিবর্য্যা যদাসুরাঃ ॥  
 তদা শিলাং বিনাশায় শক্তিং চিক্ষেপ দানবঃ ।  
 অথ শিলাহতাং শক্তিং দৃষ্ট্বা দেবসুরোস্তমঃ ॥  
 শিলাং মূদগরঘাতেন হত্বা দৈত্যং স্তপাতমৎ ।  
 শক্তিকোট্যা হতং দৈত্যং বৈগতাসুং রথোপরি  
 কক্কীঃ দৃষ্ট্বা হতং শম্ভো মমুনা অভ্যধাবত ।  
 শম্ভ উবাচ ।

হত্যাশন মহাবাহো যাগাদৌ তব চাহতিঃ ।  
 অস্তথা কক্কিমোহেন সংগ্রামে তব কা স্থিতিঃ ॥

অগ্নিদেবের রথ লক্ষ্য করিয়া দেবসৈন্তগণের  
 ভয়প্রদ এক শূল নিক্ষেপ করিল । হত্যাশনের  
 প্রতি যখন ঐ শূল প্রেরিত হয়, সেই সময়  
 তাহার মুখমণ্ডলে ক্রান্তি হুসুভূত হইয়াছিল ।  
 অনন্তর অগ্নিদেব, নিজ সৈন্তগণকে সেই শূল-  
 ভয়ে সান্তিশয় ভীত দেখিয়া দানবরাজের প্রতি  
 প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । তখন  
 দানববর, অযুত-সূর্য্যসম-প্রভাশালিনী শক্তিকে  
 মহাবেগে আসিতে দেখিয়া নিশিত শরনিকরে  
 বিদ্ধ করিয়া চুণাগ্নির জ্বায়া সুরসৈন্তগণকে দগ্ধ  
 করিতে লাগিল এবং যখন দেখিল সুরগণকে  
 শরভাঙনে নিবারণ করা দুঃসাধ্য, তখন সুর-  
 নিচয়ের সংহারার্থ এক শিলাময়ী শক্তি নিক্ষেপ  
 করিল । অনন্তর সুরোস্তম পাবকদেব, নিজ  
 শক্তিকে দানবের শিলাশক্তিঘাতে ভগ্ন  
 দেখিয়া মূদগরঘাতে দানব-প্রেরিত শক্তি চূর্ণ  
 করিয়া সেই দৈত্যবরকে নিপাতিত করিলেন ।  
 তখন শম্ভু নামক অসুর, কক্কীকে শক্তিপ্রহারে  
 রথোপরি গতজীবন দেখিয়া, সাক্ষাৎ কোণের  
 জ্বায়া, অগ্নিদেবের প্রতি ধাবমান হইয়া  
 কহিল,—ওহে মহাবাহু হত্যাশন ! যজ্ঞাদিতে  
 কুমি যথার্থই আহতি প্রাপ্ত হইয়া থাক, নতুবা

যা শক্তিঃ শূলিনা দত্তা দহতঃ সৌবলং বলম্ ।  
 সা তেহদ্য সুবলান্ গৃহ পাততি প্রাণ-আসবন্  
 পণ্যস্রীব যথা লোভাৎ কামুকানাং বরাহতে ।  
 এব তে শে শিতে শক্তিস্তদ্বি সংস্থানমেঘাতে  
 অথ জন্ম তদাকালে শম্ভবাক্যানিলেরিতঃ ।  
 ত্বন্দুতির্দানবেস্ত নাং সৈন্তমধ্যাং সমুখিতঃ ॥  
 কিং বাটকোঃ শিতাভমলোঃ প্রমদা এব ভয়তে  
 বৈরনির্যাতনাং শম্ভ বরং কক্কী ভবান ভবেৎ  
 ভবে হতেহথ গোবিন্দে শূক্রে বা সত্তহে হতে  
 অস্তথা বিকলং জন্ম উন্নতশিতুচেষ্টিতম্ ॥ ১১১  
 আমহ্য ত্বন্দুতিঃ শম্ভঃ গজক সমকহ সঃ ।  
 ইন্দ্রায়াতিমুখোহধাবজ্জলিতঃ গৃহ চায়ুধম্ ॥ ১১২  
 শূলং শূলিন্যাকারং সর্কায়ুধনিবারণম্ ।

কক্কী মুর্ছিত হইয়াছে বলিয়া এই ভীষণ রণ-  
 ক্ষেত্রে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছ ? মহেশ্বর  
 যে শক্তি দান করিয়াছেন, আজ সেই শক্তি,  
 সুবলাসুরের সৈন্তনাশক তোমার জীবনরূপ  
 আসব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করত পান করিবে ।  
 হে দুর্কৃষ্ণে ! বারাজনা যেরূপ অর্ধলালসার  
 কামুক পুরুষদিগের প্রিয়া হয়, অর্থাৎ তাহা-  
 দিগের হৃদয় ক্ষেত্রে বাস করে, এই শক্তিও  
 আজ সেইরূপ তোমার হৃদয়ে স্থান লাভ  
 করিবে । শম্ভু এইরূপ কহিতেছে এমন  
 সময়ে ত্বন্দুতি-নামক দানব, শম্ভাসুরের বাক্য-  
 রূপ বায়ুতে চালিত হইয়া দানবেস্তগণের  
 সৈন্তমধ্য হইতে গাজোখান পূর্ব্বক কহিল,—  
 ওহে শম্ভু ! শিতগণের জ্বায়া, বৃথাবাক্যে  
 প্রয়োজন কি ? রমণীগণই বাক্য দ্বারা বৈর-  
 নির্যাতন প্রকাশ করিয়া থাকে, সূতরাং বাক্য-  
 ব্যয়ে প্রয়োজন নাই ! হয় বৈরী নিপাত কর,  
 না হয় কক্কীর জ্বায়া দশা প্রাপ্ত হও । যদি  
 মহেশ্বর, বিষ্ণু, কিংবা কার্তিকেয়ের সহিত  
 সুররাজকে নিধন করিতে পারি, তবেই  
 আমার জন্মকে সার্থক জ্ঞান করিব, নতুবা  
 উন্নত বা শিতুর চেষ্টির জ্বায়া আমার জন্ম  
 বিকল । দানববর ত্বন্দুতি শম্ভুকে এইরূপ  
 কহিয়া মাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রদীপ্ত আয়ুধ-

মুমোচ স তু ইন্দ্রা ইন্দ্রোহপি অগিতাশনিম্ ।  
শূলাপবারণং কেম্য সর্বাযুধভয়ঙ্করম্ ॥ ১১৩  
তঃ বজ্রং অগিতমৈন্দ্রং শূলভিন্নং দ্বিধাকৃতম্ ।  
কুমৌ পপাত বিকলং ভ্রমাণাং চেষ্টিতং কৃতম্ ॥  
বজ্রে হতে তথা চৈব বৃহস্পতিমহামতিম্ ।  
গোপেন্দ্রং শরণং জঘূর্গু হীষা সুররাট্ তদা ॥  
বলো হতঘরা চ স্ত্রাং সুবলস্ত চতুর্ভুজঃ ।  
সশস্ত্রো হৃদুভির্নাথি কেনোপায়েন শাম্যতাম্ ॥  
পশু বজ্রং ন বজ্রায় দণ্ডং দণ্ডায় ন প্রভো ।  
বিহ্বলং দেবসৈন্ত্যন্ত্ স্যযুধং গজবাহনম্ ॥  
ভাস্ত্রোপায়ং কথং সংখ্যে বধায়াথ শমায় চ ।  
কথয়ন্ত সুরশ্রেষ্ঠ শরণাগতবৎসল ॥ ১১৮  
দেবাঃ সবাহনাঃ সর্বে রক্ষণীয়া মহাহবে ।

নিচয় গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া  
শঙ্করের ত্রিশূলতুলা সর্বাঙ্গনিবারক এক শূল  
ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্রও  
শূলনিবারণার্থ সর্বাযুধশ্রেষ্ঠ প্রদীপ্ত বজ্রাঙ্গ  
নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ইন্দ্রপ্রেরিত সেই  
প্রজ্জ্বলিত অশনিও হৃদুভির শূলাঘাতে দ্বিধা  
বিভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায় তাঁহার  
অম বিকল হইল। ১১৫—১১৮ । তখন সুর-  
রাজ বজ্রকে বিকল দেখিয়া মহামতি  
বৃহস্পতিকে অগ্রবক্তা করত নারায়ণের শরণা-  
গত হইলেন এবং কহিলেন,—হে নাথ !  
আপনি বলাসুরকে নিহত করিয়াছেন বটে,  
কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা চতুর্ভুজ অধিক সুবল,  
শস্ত্র ও হৃদুভি এক্ষণে কি উপায়ে শাসিত  
হয়, তাহার উপায় করুন। হে প্রভো ! দেখুন,  
সমুদয় সুরসেনা মাতঙ্গাদি বাহন ও নিখিল  
আয়ুধের সহিত বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি  
করিতেছে। বজ্র আর বজ্রের কার্য্য  
করিতে সক্ষম নহে এবং যমদণ্ডও আর  
দণ্ড বিধানে সমর্থ হইতেছে না; এক্ষণে  
এই ঘোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উদ্ধাদিগের  
বিনাশ বা শাসনের কিরূপ উপায় বলুন।  
হে সুরশ্রেষ্ঠ; আপনি শরণাগত-বৎসল,  
অতএব এই ভীষণ সময় হইতে সবাহন

সুবলং বলসম্পন্নং নয়োপায়সমবিতম্ ॥ ১১৯  
কুঃসহং সুরসংঘস্ত বাসবস্ত বিশেষতঃ ।  
এবমুক্তা তথা মম্বী বিররাম পিতামহঃ ॥ ১২০  
উবাচ সৌষ্ঠবাঃ বাণীঃ মাধবো রিপুনাশনঃ ।  
বিকুরুবাচ ।  
যা সা আদ্যা পরা শাক্তাঃ শঙ্করী মম্বসত্ত্ববা ।  
পদবর্ণবিভাগেনী সা তে কেমায় বাসব ।  
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মহাতত্বা মহাঘরা ॥ ১২২  
শঙ্করং ভোযুয়িত্বা তু সা ময়া পদমালিনী ।  
বিদ্যাষ্টকসমায়ুক্তা কেম্য কেমায় সানঘ ॥ ১২৩  
দানবো বলসংযুক্তো বিদ্যামত্নবলেন চ ।  
যদি বাতি বশং কর্ত্তুমশ্বথ্য অজয়ো তবেৎ ॥  
তদা বিকুঃ সুরেন্দ্রস্ত বৃহস্পতিমক্লদগণৈঃ ।  
গত্বা শঙ্কুং মমারাদ্য অনুরাণাং বর্ধৈষিণঃ ॥ ১২৫

নিখিল দেবগণকে রক্ষা করা কর্তব্য।  
মহাবলসম্পন্ন, নীতি ও উপায়জ্ঞ দানবগণ  
সুবলকে অখিল সুরগণের, বিশেষতঃ সুর-  
রাজের সর্বথা কুঃসহনীয় জানিবেন। সুর-মম্বী  
বৃহস্পতি ও ইন্দ্র এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে,  
রিপুদলনকারী ভগবান্ মাধব, মধুর  
বাক্যে কহিলেন,—হে বাসব ! পদবর্ণ-  
বিভাগানুসারে মম্বসত্ত্ববা কল্যাণকরী যে পরমা  
আদ্যাশক্তি, তিনিই তোমার নিঃসন্দেহ  
মঙ্গলবিধান করিবেন। হে অনঘ ! এক্ষণে  
তুমি আমার সহিত শঙ্করকে তুষ্ট করিয়া  
যদি সেই মহাক্রাশ্বরূপা সর্বকল্যাণময়ী  
মহাপ্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার, তাহা  
হইলে তিনি অষ্টবিদ্যার সহিত তোমার  
গুণদায়িনী হইবেন। উক্ত মহাবলশালী  
দানব, বিদ্যামত্ন-বলেই বনীভূত হইবার সম্ভব,  
নতুবা অস্ত্র উপায়ে তাহাকে পরাজয় করিতে  
পারা যাইবে না। অনন্তর ভগবান্ বিকু  
দম্বজ-দলের নিধন বাসনার ইন্দ্র ও বৃহস্পতি  
প্রভৃতি দেবগণের সহিত ভগবান্ শঙ্করের  
নিকটে গমনপূর্বক তাঁহাকে বধাবিধি অর্চনা  
করিয়া ভূতিবাক্যে কহিলেন,—হে অখিল-

জয় হুং জয়তাং \* শ্রেষ্ঠ পঞ্চমস্ত তনুময় ।  
 গুণহীন গুণহীনা জগতঃ পালনে স্থিতঃ ॥ ১২৬  
 উৎপত্তিস্থাপনে নাশে রজঃস্বতমোময়ঃ ।  
 অরূপ বহুরূপ হুং বচসামপাগে চরঃ ॥ ১২৭  
 সৰ্বগঃ সৰ্বরূপেষু সৰ্বভাববাস্তিতঃ ।  
 জাহি মাং দানবানৌকমহার্ণবগচ্ছ হবিম্ ॥ ১২৮  
 সমুদ্রং গগনাদিত্যং বসুং চান্মন বিলোকয়ন ।  
 শাস্তিঃ বিধায় জগতঃ কেমং কুরু ত্রিশূলিন ॥  
 এবং গদগদয়া বাচ্য বিজ্ঞাপ্য মধুসূদনঃ ।  
 তুচ্ছোষ চ তদাথাসৌ সোমঃ সোমার্দ্ধশেখরঃ ॥  
 বরং বরয় গোবিন্দ যৎ জেহুদি বাবস্থিতম্ ।  
 যমাত্মাধবো রুষ্টিঃ সুবলঃ দুন্দুভিঃ বধ ॥ ১৩১  
 এবম্বু ষাচিতে কুদে প্রতিজ্ঞাতে ববে হরে ।  
 চিন্তিতা পরমা শক্তিবিদ্যাষ্টক-সমষ্টিতা ॥ ১৩২

জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ । আপনার জয় হউক ।  
 হে পঞ্চমমুকপ ! আপনি গুণাতীত হ'লেও  
 জগৎপালনে ব্যাপ্ত । আপনি অরূপ হইয়াও  
 বহুরূপে নিবাস করিতেছেন, অতএব আপনার  
 মহিমা বাক্যাতীত । আপনি জগতের সৃষ্টি-  
 বিষয়ে রজোগুণময়, পালনবিষয়ে সত্ত্বগুণময়  
 এবং সংহার-বিষয়ে তমোগুণময় । আপনার  
 গতি সর্বত্র ! আপনি সৰ্বভূতে সমভাবে  
 অবস্থিত, অতএব হে গুণবন । আমি  
 দানবসৈন্যরূপ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি,  
 আমাকে রক্ষা করুন । হে ত্রিশূলধারিন !  
 আপনি বসু আদিত্য ও গগনদেবতা প্রভৃতি  
 নিখিল সুরগণের প্রতি একবার রূপাদৃষ্টি  
 করিয়া জগতের শাস্তি বিধানপূর্বক মঙ্গল  
 করুন । ভগবান্ মধুসূদন, গদগদবাক্যে  
 এইরূপ কহিলে, শশাঙ্কশেখর ভগবান্ মহেশ্বর,  
 পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে গোবিন্দ !  
 অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর । তখন মাধব  
 আনন্দিত হইয়া “সুবল ও দুন্দুভিকে সংহার  
 করুন” এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্

তৎ গতা শিবা চাগ্রে মূর্তিভূতা ব্রবীতি সা ।  
 যৎ কার্য্যং দেবদেবেশ তদাদিশয় মে প্রভো ॥  
 তদা দেবেন তুষ্টেন উক্তা সা সুবলং বধ ।  
 তাবৎ সঞ্চিন্ত্য দেব্যা পূৰ্ব্বং সোহহং হতো ময়া  
 বিরূপেণ চ \* হস্তবো নাযুধেনাসুরাধমঃ ॥ ১৩৪  
 এবং সা যৌবনং রূপং তাক্রা রুদ্ধান্তবৎ তদা ।  
 শিরাজালে সন্নদ্ধা নিশ্বাসা কোটরেক্ষণা ।  
 প্রাববেশৈব দেব্যোষ্ঠবিকাশে নাগবন্ধন ॥ ১৩৫  
 অর্দ্ধালঙ্কৃতকণে চ বামোন্ধরসংস্থিতা ।  
 পীঠসংস্থেন যাম্যেন বিম্বাদে পরমে স্থিতা ॥  
 বিরতাস্তা সঙ্কম্পস্তী শতায়ুতসমাসমা ।  
 বিদ্যাভিরষ্টভির্মায়া গুপ্তা গুপ্তাভিঃ সংস্থিতা ॥  
 পৃথি পর্বতরাজস্ত্রোণস্ত্র সুমহাশ্রনা ।  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাদ্বীপে মধ্যো সা মধ্যসংস্থিতা ॥

কুদ্ “তাহাই হইবে” বলিয়া অঙ্গীকারপূর্বক  
 অষ্টবিদ্যাসমষ্টিতা পরমা শক্তিকে স্মরণ করিয়া  
 মাত্র সেই সর্বমঙ্গলময়ী শক্তি মূর্তিমতী হইয়া  
 সমুখে আগমন করত কহিলেন,—হে দেব-  
 দেবেশ ! হে প্রভো ! আমাকে কি করিতে  
 হইবে আজ্ঞা করুন । তখন দেব মহেশ্বর  
 “সুবলাসুরকে সংহার কর” এইরূপ কহিলে,  
 সেই দেবী মনে মনে ভাবিলেন,—আমি  
 তাহাকে পূর্বেই বিনাশ করিয়া রাখিয়াছি,  
 তাহাই হউক, সেই অসুরাধম অস্ত্রাঘাতে  
 বিনিষ্ট হইবে না, বিপরীত রূপ ধারণ করিয়া  
 তাহাকে সংহার করিতে হইবে । ১৪৪—১৩৪  
 এইরূপ বিবেচনা করিয়া যৌবনরূপ পরিত্যাগ  
 পূর্বক রুদ্ধা হইলেন । তৎকালে তাহার  
 শরীর, শিরাজালে ব্যাপ্ত ও মাংসশূন্য, নেত্রদ্বয়  
 কোটরস্থিত, ওষ্ঠদ্বয় বিবর্ণ, মস্তকে নাগবন্ধন,  
 কাণ্যুর্গল অর্দ্ধালঙ্কৃত, বাম উরুতে বাম কব ও  
 পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ কর বিস্তৃত, মুখবিবর  
 বিফারিত এবং অঙ্গ সকল কম্পাঙ্কিত দৃশ্যমান  
 হইতে লাগিল । দেখিলে বোধ হয়, তিনি  
 পরমবিষণ্ণ ও শতায়ুত বৎসরবয়স্কা । অনন্তর



বিদ্যাষ্টকং ততস্তস্মা দিশশ্চ বিদিশৈঃ স্থিতম্ ।  
বৃষাসংহজবর্হিঃ সর্পাবিগা পরা ॥ ১৩৯  
সবলে ঋক্ষবাজে চ সর্গনি ৷ মহাবল ৷  
রুক্ষণারে গণিসারে বসুর্বাজে স্থিতা পরা ॥  
তা বিদ্যাঃ শতধা ভূহা কলধামসর্গকণাঃ ।  
পরিভ্রাণায় দেবানাং মর্ত্যালোকে নৃণাদিষু ॥ ১৪১  
অন্তঃস্থায় বিশেষণ পুলিন্দশববাদিষু ।  
লোকান্তরেণ মার্গেণ বামাচারেণ সিদ্ধিদা ॥ ১৪২  
বেষ্ঠাসু গোপবালাসু তুড়ুহুণসেসে চ ।  
পীঠে হিমবতশ্চাল্লজীলঙ্কর-মবৈদিশে ॥ ১৪৩  
মহোদরে বরেন্দ্রে চ রুঢ়ায়াং কোশলে পুরে ।  
ভোটদেশে সকামাখ্যে কিঙ্কিক্ষো চ নগোত্তমে  
মলয়ে কোলুনামে চ কাঞ্চীক হস্তিনাপুরে ।  
উজ্জয়িনীক তা বিদ্যা বিশেষেণ ব্যবস্থিতাঃ ॥  
প্রতিস্থানে স্থিতাঃ শুক্র শিবাদ্যা উদ্ধকেশিকাঃ

সেই দেবী মায়ঃ এইরূপভাবে ক্রৌঞ্চনামক  
মহাঈশ্বরমধ্যে সুবিশাল দ্রোণ নামক পক্ষ-  
পথে গুপ্ত ভবে অবস্থিত অষ্টবিদ্যার স্থিত  
অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই সকল  
মহাবলশালিনী অষ্টবিদ্যা কেহ রাম, কেহ  
সিংহ, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে, কেহ ময়ূরোপরি,  
কেহ গরুড়পৃষ্ঠে, কেহ ভল্লকে ও কেহ অতি  
ক্রমগমনশীল রুক্ষসাবে আরোহনপূর্বক দেবীর  
অষ্টদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই  
সকল দেবীগণই দক্ষিণাচার পূজনীয়া কুল-  
দেবতাদিরূপে শতধা বিভক্ত হইয়া দেবগণের  
পরিভ্রাণার্থ মর্ত্যমণ্ডলে নৃণাদির নিকটে এবং  
বিশেষতঃ অন্তঃপুত্র রমণীগণের নিকটে বাস  
করিতেছেন । পুলিন্দশববাদির জাতিদ্বয়কে  
এই দেবীগণ সমাজাবরুদ্ধ বামাচারে সিদ্ধ  
দান করিয়া থাকেন । বেষ্ঠা, গোপবাল,  
তুড়ু হুণ ও খমদেশ, হিমবৎপীঠ, জালঙ্কর,  
বিদিশা, মহোদয় বরেন্দ্র ও রাঢ় দেশে এক  
কোশলপুরে ভোটদেশে কামাখ্যা গিরিবর  
কিঙ্কিমা ও মলয় কোলু ও কাঞ্চীদেশ,  
হস্তিনাপুর ও উজ্জয়িনীতে এই সকল বিদ্যাব  
বিশেষরূপে অধিষ্ঠান আছে । হে শুক্র !

দৃষ্টাঃ ক্রৌড়ান্ত তালু বালৈর্কালতস্তে তু জন্তকাঃ ।  
অষ্টেবা গুহরাজস্তা সখায়হে \* ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪৬  
এবং তা বাপায়িত্ব তু বিদ্যা লোকানশেষতঃ ।  
সুবলস্তা বদার্থায় স্থিতা আবৃত্য তাঃ পথঃ ॥  
সুবলোহপি তদা চক্রে শরভকগ্রতো রণম্ ।  
দ্রোণাদিঃ বা বৃং হস্তং হরয়া বলবাহনম্ ॥ ১৪৮  
মহাবথোঘনাদেন বাদ্যাবেষ চাস্বরম্ ।  
ধ্বজৈশ্চত্রাঃ পট্টৈশ্চ নাদিতং ছাদিতং তথা ॥  
তথ্য হিম্মনঃপথে দৃষ্টা এতাঃ পরিণতাবলম্ ।  
অবৃত্তা সংস্থিতাঃ মার্গং দিগ্ভুখানীব ভাস্করম্ ॥  
তদা দানবনেতা যেষ বদতে ভ্রাজতাঃ পথম্ ।  
অন্তঃস্থায় বদন্তঃ পৃষ্ঠে ক্ষেপং ন স্তাস্মি ॥  
অথ বৃদ্ধা বচঃ শ্রুত্বা দানবেন প্রভাষিতম্ ।  
বদতে সাত্তথা কুত্বা দানবে তু প্রকামিতম্ ॥

এ-দ্বির উদ্ধকেশিকা শিবাদি সর্বত্রই  
বিরাজমান আছেন । বালতস্তে জন্তকা  
নামে প্রসিদ্ধ ঐ সকল দেবী, শিশুগণ কর্তৃক  
দৃষ্ট হইয়া ক্রুড়া কুরিয়া থাকেন । সতত সুর-  
রাজের সাহায্যার্থে অষ্টবাবভক্তা বিদ্যাদেবী-  
গণ একপ নানামূহতে অখিল লোক ব্যাপিয়া  
অবস্থিতা আছেন । তৎকালে ঐ দেবী সকল,  
সুবলসুপের নিবন-বাসনায় তাহার গমনমার্গ  
অধিকারপূর্বক অবস্থিত করিতে লাগিলেন ।  
এদিকে দানবনাথ সুবলও সসৈন্য সবাহন  
সুরপতিব নিবন-বাসনায় সংগ্রামার্গে শরভ-  
না-ক দানবকে অগ্রে লগ্ন হইয়া দ্রোণ-  
পক্ষপাতিমুখে যাত্রা করিল, তদীয় বখানিকর  
ও নানাবিধ বাদ্যের ধ্বনিতে এবং পতাকা-  
শ্রেণী ও মতিপত্যানচয়ে গগনগুণ শব্দিত ও  
আচ্ছাদিত হইল । অনন্তর দানব-সেনাপতি  
শরভ, দ্রোণপক্ষিতে সেই বৃদ্ধা অবলাকে  
পথ, দিগ্ভুগ ও ভাস্করকে আবরণপূর্বক  
অবস্থিত দেখিয়া কহিল,-- বৃদ্ধে ! পথ

\* গুহসহায়হে বা সখায়তা ইতি কচিৎ  
পাঠঃ ।

আপুৰুষ \* প্রবন্ধেণ অস্তথা ন শুভং তব ।  
 অক্কেমং ভবতে তেষাং যোমাং বৃদ্ধাং ন মম্বতে  
 তদা দানবনেত্রা যো গৃহীত্বা তাং করে কিল ।  
 উখাপয়দ্ গতাশুঃ স পপাত ধরণীতলে ॥ ১৫৪  
 নেতারং নিহতং দৃষ্ট্বা শম্ভো নামাশুরোত্তমঃ ।  
 অধাবত তদা দেব্যা ধরণ্যাং স নিপাতিতঃ ॥  
 তদা তু শুবলঃ ক্রুদ্ধো গহ্বা দৈবীং করে কিল  
 গৃহীতি তাবৎ পতিতঃ স নিকতো বিগতাসবঃ ॥  
 এবং তান্ দানবান্ সৰ্বান্ বিনাহুবনিপাতনে ।  
 পশ্চান্ত মরুতো হৃষ্টোস্ত্যক্তশক্ভাঃ পিতামহ ॥ ১৫৭  
 ভূতযোনিহিতা দেব্যাঃ শূলাসিশরশক্তিভূৎ ।

পরিভ্যাগ কর ; তাহা না হইলে, মাতঙ্গ ও  
 রন্ধনিচয়ে দলিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে  
 হইবে । তখন সেই বৃদ্ধারূপী আদ্যা-শক্তি,  
 দানববাক্য অবগ করিয়া অস্তম্ভাবে কাহিলেন,  
 —দেখ, আমি দানব-সহবাসে বাসনা করি-  
 য়াছি, অতএব আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ  
 করত গমন কর, নতুবা তোমার মঙ্গল হইবে  
 না । যে ব্যক্তি আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করে,  
 তাহার ভাল হয় না । বৃদ্ধার তাদৃশ বাক্য  
 অবগে দানবনায়ক যেমন তাঁহার হস্ত ধারণ-  
 পূর্বক উত্তোলিত করিতে প্রবৃত্ত হইল, অমনি  
 গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে শয়ন করিল । অনন্তর  
 শম্ভু নামক অশুর, সেনাপতিকে নিহত দেখিয়া  
 দেবীর অভিযুখে ধাবমান হইবামাত্র ভূমিতলে  
 নিপাতিত হইল । তৎকালে অশুররাজ শুবল,  
 ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন দেবীর নিকটে গমনপূর্বক  
 তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, তৎক্ষণাৎ সেও  
 পঞ্চ প্রাণ হইয়া ভূতলে পড়িল । এইরূপে  
 সেই দানবগণকে বিনাশুদ্বে নিপাতিত দেখিয়া  
 দেবগণ পরম পরিতুষ্ট ও নিঃশঙ্ক হইলেন ।  
 ১৩৫—১৫৭ । তৎকালে, দেবীর অমুচর যে  
 সকল ভূতগণ—কেহ শূল, কেহ অসি, কেহ  
 শর ও কেহ শক্তি ধারণপূর্বক অবস্থান

ঘৃণ্টাডমকবেণুনি বরকাপি চ বাদয়ৎ ॥ ১৫৮  
 শরভশম্ভো হতো দৃষ্ট্বা হৃদ্ধুভিবন্দপিতঃ ।  
 মাধবস্ত বধার্থায় বিরধেন ব্রজেৎ কিল \* ॥ ১৫৯  
 তাবদেবৌ মহালক্ষ্মা মহাবিদ্যা সুরারিহা ।  
 নিহত্য দাক্ষণ্যমাজৌ হৃদ্ধুভিং সংনিপাত্য সা ।  
 কপালে কুধিরং কুত্বা শ্চোনকাদ্যান মহাগ্রহান ॥  
 শিবাদ্যাং তর্পয়েদেবৌ দৈমিতার্থকলপ্রদাম্ ।  
 এবং তান্ দানবান্ হত্বা মর্দীবলপরাক্রমান্ ।  
 অবধান্ সৰ্বদেবানাং বাসবে কেমদাতবৎ ॥  
 কেমং দেবেষু সা দেবী কুত্বা দৈত্যপতিঃ কেমম্  
 কেমকরী শিবেনোক্তা পূজ্যা লোকে ভবিষ্যতি  
 অনেনৈব চ রূপেণ বিদ্যাষ্টকসমর্ষিতা ।  
 একা বা নগরাস্তঃস্থা পূজিতা স্থাপিতা শুভা ॥  
 প্রাসাদে পাঠকুডো বা পুস্তকে জলবহিগা ।

ক'রতেছিল ; তাহার ঘণ্টা, ডমক, বংশী  
 প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল ।  
 অনন্তর, দানববর হৃদ্ধুভি শরভ ও শম্ভুকে  
 এইরূপে বিনাশিত দর্শনে বলমদে মত্ত হইয়া  
 ভগবান্ মাধবের বধার্থ পদব্রজেই গমন  
 করিতে লাগিল । তৎকালে অশুরনাশিনী  
 সেই দেবী মহাবিদ্যা মহালক্ষ্মীর সহিত দাক্ষণ্য  
 সংগ্রাম-ক্ষেত্রে হৃদ্ধুভিকে বিনাশপূর্বক নর-  
 কপালে কুধির লইয়া শ্চোনাদি মহাগ্রহ এবং  
 দৈমিতার্থ-কলপ্রদা শিবাদিদেবীকে প্রদান  
 করত পরিতুষ্ট করিলেন । সেই দেবী,  
 এবম্প্রকারে নিগিল অমর বৃন্দের অবধা মহা-  
 বলপরাক্রান্ত দানবগণকে বিনাশ করিয়া  
 দেবরাজ ইন্দ্রের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন ।  
 এইরূপে দৈত্যপতিকে বিনাশপূর্বক দেবগণকে  
 কেম অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করায় ভগবান্  
 শকর\* তাঁহাকে বলেন, জগতে তুমি আজ  
 হইতে কেমকরী নামে পূজনীয় হইবে ।  
 যাহারা অদৃষ্টবিদ্যার সজ্জিত কিংবা কেবল এই  
 মূর্তি নগরপ্রান্তে স্থাপনপূর্বক অর্চনা করে,  
 তাহাদিগের পবন শুভ হয় । প্রাসাদে, চিত্র-

নিহিংশে পূজয়েৎ ক্লেমাং সৰ্বকামফলপ্রদাম্ ।  
 দমনী পদমালা চ ত্রীঘোষবজ্রশাসনা ।  
 অস্ত্রং প্রত্যঙ্গিরাদেব্যাঃ পূজয়েৎ সমুদাহতা ।  
 এতাভিঃ স্থাপনং কার্য্যং শিবসনশবাস্তগম্ ।  
 কন্তাসংহে দ্বিজ সূর্যো ভবতে সৰ্বকামদম্ ।  
 যতো দেবী ভবেদ্ বৃদ্ধা পিতরো বৃদ্ধরূপিণঃ ।  
 পিতৃগে তু রবো.তস্মাৎ স্থাপিতব্যা শুভার্থিভিঃ  
 হেমাदिमनिरत्नानि দেবীকোदिशु স্থাপনে ॥১৬৮  
 পাঞ্জাণি চ বিচিত্রাণি কুৰ্য্যানানাগ্রহাদিবু ।  
 শতেন কারয়েদেবং সহস্রং সন্নিবেশনে ।  
 আজ্ঞানং দারসৰ্ব্বং দদ্যাৎ তৎস্থাপকে শুভে  
 যতঃ সংসারাহঙ্করণে নাত্যঃ শক্তো গুরুং বিনা  
 ততো দেবী চ দ্রষ্টব্যো গুরুৰ্ভজপ্রদায়কঃ ।  
 স্থাপকো তৈরবাদীনাং যো ভবেদ্ দ্বিজসন্তমঃ ।

পটে, পুস্তকে, জলে, অনলে কিংবা খড়্গে  
 এই কেমহরী-মূর্তির পূজা করিলে সৰ্ব্বাভীষ্ট-  
 লাভ হইয়া থাকে । দমনী, পদমালা, ত্রীঘোষ  
 ও বজ্রশাসননামক দেবীর অস্ত্রনিচয়েরও পূজা  
 করা বিধেয় । হে দ্বিজ ! সূর্য্য কন্তারামিগত  
 হইলে ঐ সকল অস্ত্রের সহিত শিবরূপ-শবা-  
 সনস্থিতা দেবীকে স্থাপন করিলে সৰ্ব্বাভীষ্ট-  
 লাভ হয় । যেহেতু দেবী বৃদ্ধারূপিণী হইয়া-  
 ছেন এবং পিতৃগণও বৃদ্ধরূপী, সেইহেতু  
 সূর্য্য পিতৃদিকগত হইলে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে,  
 শুভপ্রার্থী ব্যক্তিদিগের তাঁহাকে স্থাপন করা  
 কর্তব্য । ৩ দেবীকে স্থাপন-কালে দেবীর  
 উদ্দেশে স্বর্ণ, মণি, ও রত্ন এবং নানা গ্রহাদি-  
 উদ্দেশে বিচিত্র পাত্র সকল দান করা বিধেয় ।  
 যে ব্যক্তি, দেবীর মূর্তি গঠন করিবে, তাকে  
 শত মুদ্রা, যে গৃহাদি নির্মাণপূর্ব্বক সংস্থাপন  
 করিবে, তাকে সহস্র মুদ্রা এবং যে ব্রাহ্মণ  
 প্রতিষ্ঠা করিবে, তাকে আশ্রা পত্নী ও সৰ্ব্বস্ব  
 দান করিবে । যেহেতু গুরু ভিন্ন আর কেহই  
 সংসার হইতে নিস্তার করিতে সমর্থ নহেন,  
 সেই হেতু দেবীকে মন্ত্রদাতা গুরুরূপে দর্শন  
 করিবে । যে দ্বিজের তৈরবাদি-মূর্তি-স্থাপন-

স গুরুৰ্ভজসিদ্ধান্তদাতা সৰ্বজগদ্ধিতঃ ।  
 গ্রহনাগেশলোকানাং দেবানাং স্থাপনে হিতঃ ।  
 বিশেষবলিপূজাদিবেত্তা দেবীনিবেশকঃ ।  
 ধাতুভ্রমেণ বর্ণেন মৎস্তমাংসসুরাদিভিঃ ॥ ১৭৩  
 দেবীভ্যাঃ স্থাপনং শস্তং ভয়দং ভবতেহন্তথা ।  
 বিপ্রি তা দেবতা বিপ্র তর্পণীয়া তু রাজসী ।  
 তামসী ভমসা পূজ্যা সুরষ্টা ন তু সান্বিকী ।  
 মজ্জাঃ পদমলোখা ন ক্লেমায়াঃ স্থাপনে পরে ॥  
 পূজনে বা কচিচ্ছতা নৈষ্টিকা ন কদাচন ।  
 কুলমার্গ তথা ধাম মাতৃদক্ষিণবেদিকা ॥ ১৭৬  
 দেবীপূজাবিধৌ শস্তা ন মন্দা ন চ নৈষ্টিকাঃ ।  
 ন সিদ্ধান্তৈকতা বহু ন চ দেবৈকতা বিতা ।  
 জ্যৈষ্ঠধানা যতো দেবী বিদ্যামন্ত্রৈর্যতো যজ্ঞে ॥

কর্তা, মন্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞ এবং নিখিল জগৎসি-  
 গণের হিতকারী তিনিই গুরুযোগ্য । যিনি  
 গ্রহ, নাগেশ্বর ও দেবগণের স্থাপন-বিষয়ে  
 দক্ষ এবং বলি-পূজাদি-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ,  
 তিনিই দেবীর স্থাপনকারী হইবেন । ধাতুভ্রম  
 স্বর্ণপাত্রস্থ মৎস্ত, মাংস ও সুরাদি দ্বারা  
 দেবীগণের সহিত কেমহরী দেবীর স্থাপন  
 প্রশস্ত, অন্তথা ভয়-জনক হইয়া থাকে । হে  
 বিপ্র ! ঐ দেবীগণের মধ্যে ঐহাকে রাজসিক  
 ভাবে অর্চনা করা হয়, তাঁহাকে রাজসী,  
 ঐহাকে তামসিক ভাবে অর্চনা করা হয়,  
 তাঁহাকে তামসী এবং ঐহাকে সান্বিক ভাবে  
 পূজা করা হয়, তাঁহাকে সান্বিকী জানিবে ।  
 তন্মধ্যে রাজসী ও তামসী দেবীই অন্যায়সে  
 প্রসঙ্গ হইয়া থাকেন, সান্বিকী দেবী সেরূপ  
 নহে । উক্ত কেমহরী দেবীর স্থাপন ও  
 পূজাবিষয়ে অবিশুদ্ধ মন্ত্র এবং নৈষ্টিক ব্রহ্ম-  
 চারী কখনই প্রশস্ত নহে । কুলচার পৈতৃক-  
 ভবন মাতৃগণ ও দক্ষিণাশ্র বৈদ্য দেবীর  
 পূজাবিষয়ে প্রশস্ত । মূর্খ, নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী,  
 কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত-বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত এবং সর্বদা  
 কেবল দেবধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি প্রশস্ত নহে ।  
 যেহেতু দেবী, জ্যৈষ্ঠধানা সেই হেতু

এবং যঃ পূজয়েদেবীং স্থাপয়েদ্ বা দ্বিজোত্তমঃ  
স্থাপয়ন্ত তথানে ন পূজাপয়ন্তি মানবঃ ।

স লভতে হিহান্ কামানিহ লোক দ্বিজোত্তম ॥  
লিখিত্ব ধায়েদ্ ভক্ত্যা বাহো কণ্ঠে বলেবরে ॥  
রাজ্যঃ স্বাস্থ্যসৌভাগ্যং প্রাপ্নুয়াদবিসারণাৎ ॥  
পরত্র ভৈরবং স্থানং ব্রহ্মবিশ্বমুস্কলম্ ।  
লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং দেবীপূজনাৎ ॥  
স্মরণাৎ পরমাঙ্গিপ্র ধারণাদ্ বা স্তুতিপিতাঃ ।  
বিদ্যানাস্তু প্রভাবেণ লভতে মনোমুগ্ধকম ॥  
চতুষ্টয় বিদ্যাসু যথাবোধং মহাকলম্ ।  
বিজয়াদিযু বিখ্যাতং সর্বাভ্যুদয়কাবকম্ ॥ ১৮৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নিদামহাপ্রভাব-  
ক্ষেমকরৌপ্রাত্তর্ভবৌ নামৈকেন-  
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

বিদ্যাময় দ্বারা তাঁহার পূজা করা কর্তব্য।  
যে দ্বিজবর, এইপ্রকারে দেবীকে স্থাপন বা  
অর্চনাপূর্বক পূজকের যথাবিধি সংকার  
করিতে পারে, সে দ্বিজোত্তম। সে, ইহা করে  
সুখকর নিখিল অভীষ্ট বিষয় লাভ করিয়া  
থাকে। যে ব্যক্তি লিখিত্ব দেবীকে অর্চন-  
পূর্বক বাহু, কণ্ঠে কিংবা অপর কোন স্থলে  
দেবীকবচ ধারণ করে সে যে অনাগাসে উৎ-  
জীবনে রাজ্য, আয়ুঃ, পুত্র ও সৌভাগ্য এবং  
দেহান্তে ব্রহ্ম বিশ্ব-পূজিত ভৈরবলোক প্রাপ্ত  
হয়, তাহার জ্ঞান কিছুমাত্র সংশয় নাই।  
হে বিপ্র। একাগ্রচিত্তে দেবীকে স্মরণ, দেবীকে  
স্তবাদি-পাঠ এবং দেবীকবচাদি ধারণ করিলে  
বিদ্যাগণের প্রভাবে সশাভীষ্টলাভ হইয়া  
থাকে। হে ঋক! এই আমি তোমার নিকটে  
বিজয়াদি চতুষ্টয় বিদ্যার যেপ্রকার বোধ  
ও তাঁহাদিগের অর্চনাদিতে যেপ্রকার মহা-  
কললাভ হয় এবং উহা যেরূপ অভ্যুদয়কারক,  
তাহা কীর্তন করিলাম। ১৬৫—১৮৩।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

মহাধর্মাসুরো ব্রহ্মন কেনোপায়েন ব্রহ্মণা ।  
নির্জজ্ঞতে যুদশৌভু সর্বদেবভয়ঙ্করঃ ।  
এনং কোতুহলং দেব শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বতঃ ॥  
মন্ত্রকবাচ ।  
ক্রৌঞ্চাবেঃ স্থাপমিত্রস্ত তপোনিব্রসমুখিতম্ ।  
হোমাবসানিকং ঘোরমসুখং কৃষ্ণপশ্চিমম্ ॥ ২  
তং দৃষ্ট্বা মহতীং পূজাং ব্রহ্ম চামুণ্ডা ভৈরবৈঃ ।  
ধাতর্মহান পূজায়াং মহাধর্মো ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩  
পূর্বং দেবাসুরে যুদ্ধে তারকেন মহাত্মনা ।  
আত্মনা ভগব দ্রবুঃ দাদশৈর্মার্গারভৈঃ ॥ ৪  
কুণ্ডলাগবতীর্নাম মার্গাদৈকজপশ্চিমৈঃ ।  
নোমিত্যে বাসুদেবস্ত সর্বদেববৈষ্ণবাঃ ॥ ৫  
কলস্ত্র বরো দত্তস্তে : দমুমহাধরঃ ।  
সাহায্যং সঙ্গং তং তে বিধিয্যতি সমাজয়া ॥ ৬

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

শৌনক কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! অখিল  
অমরবৃন্দ ও যাহাঁকে শঙ্কা করিহেন যুদ্ধ বিশা-  
বদ সেই মহাধর্মাসুরকে ভগবান ব্রহ্মা কি  
প্রকারে জয় করিয়াছিলেন নদ্বিষয়ে যথার্থরূপ  
শ্রবণ করিহে আমরা নিতান্ত কোতুহল হই-  
তেছি। মন্ত্র কহিলেন, পূর্বে ঐ অসুর,  
কৃষ্ণধর্মো নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে কোনসময়ে  
সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে স্থাপমিত্রনামক কোন  
যাযি নিজ হোম ও তপস্তা বিঘ্নাচুবণে প্ররুত  
দোষিয়া চামুণ্ডা ও অষ্টভৈরবের সহিত  
কার্তিকেয়ের মহতী অর্চনা পূর্বক তাহাকে  
নিবারণ করেন। পরে মহা-ধাতুর অর্গ পূজা  
এবং তাহার নিবারণার্থই উক্ত পূজা করা হই-  
য়াছে, এই বিবেচনায় সকলে তাহাকে মহা-  
ধর্মো নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে  
যে সময়ে দেবাসুরের সংগ্রাম হয়, তৎকালে  
মহাত্মা তারকাসুর অখিল অমরগণের সংহার  
মাননে উজ্জ-পাশ্চিমভেদে দ্বিবিধ ভগবৎপ্রীতি-  
কর মহাভূতস্বরূপ, মার্গাদিনামক দ্বাদশাবধ



। তদা বিকোরাদেশাদ্ বরলকো মহানুরঃ ।  
 মাতিশক্তি ধর্ম্মাখ্যং সত্রক্ষেত্রং ব্যাপোহয় ॥ ৭  
 এবং তন্ত সমাদেশান্নহাধর্ম্মা পুস্তকবান ।  
 চক্রাদদমাদায় ক্রহিগন্ত বিনাশিনে ॥ ৮  
 তবান যত্র সেন্সত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি সোহনুরঃ ।  
 দ্রাবাধনযুক্তান্না কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলার্ধিনঃ ॥ ৯  
 তন্তস্ত মহানুরমভবচ্ছরদাং শতম্ \* ।  
 ব্রহ্মান্নাং তদা তস্মিন্ সুরাসুরজিঘাংসয়া ॥ ১০  
 গাবৎ স্তন্দনমাকুটমুগ্ধসেনং মহানুরম্ ।  
 ঈষ্টা বলং তদা তেষাং দেবী ব্রহ্মেণ চিস্তিতা ।  
 গাবৎ পরং সমাহ্বায় সর্বদেবনমকৃত্য ।  
 যোগতা কণমাত্রেন উগ্রসেনবধৈষিণী ॥ ১২

। ন দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবকে পরম  
 পরিতুষ্ট করে । পরে তাহাকে ভগবান্ এইরূপ  
 প্রদান করিলেন যে, হে বৎস ! মদীয়  
 রাজ্যায় সংগ্রামক্ষেত্রে মহাধর্ম্মানুর তোমার  
 হাতে অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে তাদৃশ  
 গাভ্য করিবে । অনন্তর মহানুর তারক,  
 র প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর আদেশানুসারে মহা-  
 র্ম্মানুর-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিল,—ওহে !  
 চুমি ভগবদাজ্যায় ব্রহ্মার সহিত ইন্দ্রকে  
 বিভাজিত কর । তখন শিবাব্রাহ্মণপরায়ণ সেই  
 মহাধর্ম্মানুর তাহার এবংবিধ বাক্যে সাতিশয়  
 আনন্দিত হইয়া চক্র ও অঙ্গদ ধারণপূর্ব্বক  
 ব্রহ্মার বিনাশ-বাসনায় যে স্থানে দেবরাজের  
 গহিত ব্রহ্মা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায়  
 উপস্থিত হইল । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণের  
 গহিত অভীষ্ট কলাভিলাষী সেই দানববরের  
 কৃষ্ণাষ্টমীতে আরম্ভ হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত  
 ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল । তৎকালে সেই ভীষণ  
 সংগ্রামক্ষেত্রে সুর ও অসুর পরস্পর পরস্পরের  
 বিনাশ মানসে বদ্ধপরিকর হইয়া তুলুল যুদ্ধ  
 হতে লাগিলেন । তাদৃশ যুদ্ধ হইতেছে  
 এমত সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা, মহানুর উগ্র-  
 সেনকে রথারূঢ় ও দানবগণের ভীষণ পরাক্রম

বিনিবৃত্তা তু সম্পূজ্য বধায় দম্বসত্তমে ।  
 মুগ্ধং সংপীড়য়েদেবী উগ্রসেনস্ত নামকম্ ।  
 ততস্তং পীড়িতং দৃষ্ট্বা উগ্রসেনেন দানবম্ ॥ ১৩  
 ইন্দ্রায় প্রেষয়াৎ শক্তিং যমদণ্ডসমপ্রভাম্ ।  
 ইন্দ্রোহপি বজ্রনারাচৈর্বহধোগমতাড়য়ৎ ॥ ১৪  
 উগ্রসেনস্তদা ক্রুদ্ধ ইন্দ্রং খড়্গেন তাড়য়েৎ ।  
 খড়্গাহতস্তদা চেল্পে গজোপরি নিষপবান্ ॥  
 দেবী দৃষ্ট্বা তদা চেল্পং মূর্চ্ছিতং ব্রণবিহ্বলম্ ।  
 উগ্রসেনস্ত সংক্রুদ্ধা আগ্নেয়াস্ত্রং প্রযুক্তবান্ ।  
 তেনাহতস্তদা উগ্রো দহমানঃ সস্তন্দনঃ ॥ ১৫  
 বাকুণং প্রেষয়ামাস শমায় জলনাপহম্ ॥ ১৬  
 বায়ব্যাং প্রক্ষিপেদেবী তদা বাকুণশাস্ত্রয়ে ৮  
 বিক্ষিপ্তমেঘসংঘাতং ভয়পাদপভূধরম্ ॥ ১৭  
 যুগারূঢ়ং তদা দেবং পাশাকুশধরোদ্যতম্ ।

দর্শন করিয়া, একাগ্রচিত্তে অখিল দেবগণের  
 আরাধ্যা দেবী আদ্যাশক্তিকে স্মরণ করিবা-  
 মাত্র উগ্রসেনের বধাভিলাষে তিনি তৎক্ষণাৎ  
 তথায় উপস্থিত হইলেন । তখন সেই দেবী,  
 ব্রহ্মাকর্তৃক পূজিতা ও দানবের নিধনার্থ  
 নিযুক্তা হইয়া উগ্রসেনের সেনাপতি মুগ্ধানুরকে  
 পীড়িত করিলেন । অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত  
 দানববর উগ্রসেন, মুগ্ধকে পীড়িত দেখিয়া  
 ইন্দ্রের প্রতি যমদণ্ডসম প্রভাশালিনী এক  
 শক্তি নিক্ষেপ করিলে পর, ইন্দ্রও বজ্র ও  
 নারাচাস্ত্রে উগ্রসেনকে বহুপ্রকারে তাড়িত  
 করিলেন । ১—১৩ । তখন উগ্রসেন ক্রুদ্ধ  
 হইয়া ইন্দ্রকে খড়্গ দ্বারা আহত করায় তিনি  
 রথোপরি পতিত হইলে, দেবী ভগবতী  
 তাঁহাকে ব্রণবিহ্বল হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইতে  
 নিরাক্ষণ করিয়া সকোঁধে উগ্রসেনের প্রতি  
 আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । তখন দানব-  
 পুত্রব উগ্রসেন, সেই আগ্নেয়াস্ত্র প্রভাবে রথের  
 সহিত দহমান হইয়া সস্তাপশাস্ত্রের নিমিত্ত  
 অগ্নিনিবারক বাকুণাস্ত্র ত্যাগ করিলে, দেবীও  
 তাহার নিবারকার্য্য বায়ব্যাং নিক্ষেপ করিলেন ।  
 তৎকালে পাশাকুশধারী যুগারূঢ় শাক্য বায়ু-  
 দেবকে আবির্ভূত হইয়া মেঘমালাকে ইতস্তত

বেষ্টরিয়া ততশ্চোত্রং মহাবলপরাক্রমম্ । ১৮  
উগ্রসেনবলং হৃদ্য স চ পাশেন পাশিতঃ ।  
অন্ত শরাসনং হিহা হৃদ্য চোত্রো নিপাতিতঃ ।  
ইতি স্কীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে উগ্র-  
সেনবধো নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০ ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

উগ্রসেনে হতে তাত কিং কুৰ্ব্বাৎ স মহানুরঃ ।  
কুৰ্ব্বশ্মা মহাবাহো তন্মে ক্রহি মহানুরে । ১  
মহুরুবাচ ।

হতে চোত্রো তদা ক্রুৎ কুৰ্ব্বশ্মা মহানুরঃ ।  
বালে মহাবলং চক্রে ব্রহ্মেন্দ্রং পরিরক্ষসে ॥ ২  
এবং স তর্জয়িত্বা তু দেবীং চক্রেণ ভাডয়ৎ ।  
সিংহং পঞ্চেশুভির্ভিষা পুনর্দেবীং ব্যভাডয়ৎ ॥ ৩  
দেবী ক্রুৎ তদা বৎস কুৰ্ব্বং বজ্রেণ ভাডয়ৎ ॥ ৪

সকালিত্বে এবং পাদপঞ্জেণী ও শৈলরাজিকে  
ভয় করিতে অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে  
প্রদক্ষিণপূর্বক মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ  
উগ্রসেন-সৈন্যগণকে সংহার করত পাশ দ্বারা  
তাঁহাকে বন্ধন করিলেন । এবং পরে তাহার  
শরাসন ছেদনপূর্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে  
নিপাতিত করিলেন । ১৪—১৯

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—হে তাত ! উগ্রসেন  
নিহত হইলে পর অতিমহানুর সেই কুৰ্ব্বশ্মা  
কি করিল ? হে মহানুরে ! তবিসর আমার  
নিকটে কীর্তন করুন । মনু কহিলেন,—উগ্র-  
সেন হত হইলে মহানুর কুৰ্ব্বশ্মা কোথাবিত  
হইয়া দাক্ষ্য সংগ্রাম করিতে লাগিল এবং  
দেবীকে কহিল,—হে বাসে ! তুমি আমার  
সহিত সংগ্রাম করিয়া ব্রহ্মা ও ইন্দ্রকে রক্ষা  
করিতেছ । এইরূপ তর্জন করত দেবীকে

বজ্রাহতং তদা কুৰ্ব্বং রথোপস্থগতং যদা ।  
তদা ক্রুৎ সমাধাবদেব্যা দণ্ডকরোদ্যতঃ ॥ ৫  
আস্রান্তং তং শরৈর্দেবী পঞ্চাভির্যশাসনম্ ।  
প্রেষয়ামাস সংক্রুৎ তদা কুৰ্ব্বন্ত সারথিষু ॥ ৬  
হতে কুৰ্ব্বশ্মাধারে কুৰ্ব্বশ্মা মহাবলঃ ।  
পাদপঞ্চক্রমায়া দেব্যাঃ সমমুখো যযৌ ॥ ৭  
আস্রান্তং তং মহাবাহুং শরৈঃ সন্নতপর্কতিঃ ।  
বিদ্ধা হৃদি শিরস্তস্ত চক্রঘাতেন পাতয়ৎ ॥ ৮  
এবং তং কুৰ্ব্বশ্মাণং মহাবলপরাক্রমম্ ।  
সঙ্গরে নিহতং বৎস ব্রহ্মেন্দ্রপরিরক্ষিতম্ ॥ ৯  
ইতি স্কীদেবীপুরাণে দেবাবতারে কুৰ্ব্বশ্মবধো  
নামৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ ৬

চক্র দ্বারা এবং তদীয় বাহন সিংহকে পঞ্চ শর  
দ্বারা ভাঙিত করিয়া পুনরায় শরজালে তাঁহাকে  
বিদ্ধ করিল । হে বৎস ! তখন দেবী সান্তিশয়  
রোষাধিতা হইয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রহার  
করিলেন এবং যেমন সেই বজ্রাহত কুৰ্ব্বশ্মা-  
নুরকে রথোপরি পতিত দেখিলেন, অমনি  
তৎকালীণ সে এক ভীষণ দণ্ড লইয়া দেবীর  
অভিমুখে ধাবমান হইল । অনন্তর দেবী  
তাঁহাকে সেইরূপে আসিতে দেখিয়া মহা-  
ক্রোধভরে পঞ্চ-শরাঘাতে তাহার সারথিকে  
যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । ১—৬ । তখন  
সারথিকে নিহত দেখিয়া মহাবলশালী কুৰ্ব্বশ্মা  
চক্র গ্রহণপূর্বক পাদচারে দেবীর অভিমুখে  
ধাবিত হইতে লাগিল । তৎকালে দেবী,  
সেই মহাবাহু অনুররাজকে আগমন করিতে  
অবলোকন করিয়া সন্নতপর্ক শরনিকরে তাহার  
হৃদয় বিদ্ধ করত চক্রাঘাতে তদীয় মস্তক  
ভূতলে পাতিত করিলেন । হে বৎস ! সেই  
দেবী ভগবতী, মহাবল পরাক্রান্ত মহাধর্ম-  
ানুরকে রণক্ষেত্রে এইরূপে সংহার করিয়া  
ভগবান্ বিরিঞ্চি ও অনুররাজকে রক্ষা করিয়া-  
ছিলেন জানিবে । ৭—৯ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

বিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

চেষুশে চোগ্রকৃষে চ হতে ভস্মিন্ মহাবলৈ ।  
স্বাভ্যন্তরাদেবীঃ পূজয়া বাগ্ভিঃ সাধন  
হং দেবী পরম্যা নো ব্রহ্মাদীনাং ভয়ানবে ।  
যা কৃষে মহাঘোরঃ ক্রীড়য়া বিনিপাতিতঃ ৷২  
হং বুদ্ধিঃ তাকর্মেধা চ কাস্তিদৌষ্টিবতিবশঃ ৷  
কাম চ পরমা দেবী ভস্মিন্ ক্রহিণাদিষু ৷ ৩  
কণায় নৃপাণাং মর্ত্যে হং দেবি পূজিতা ।  
জলক্রে মহাদেবী পীঠস্থানগতা শিবা ৷ ৪  
লংগাঃ স্থিয়ো দেবি ভবিষ্যন্তি বরপ্রদাঃ ।  
চক্রানাং ভয়গাঃ সর্বাঃ সর্বকামকলপ্রদাঃ ৷ ৫  
গান্ধরুপধর্ম্যেণ ধর্ম্মিণাং কামদায়িকাঃ ।  
হানে স্থানে ভবিষ্যন্তি দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধিকাঃ ৷ ৬  
লয়ে সহবিদ্ধে চ হিমবত্য়াদিয়াদিষু ।  
ব্রগোপে নারকালে \* নীচাক্ষে পর্বতে তথা  
কামাধোদ্রুদেশে চ জীরাঙ্জ্যে † কাশিকাবনে

বিচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—উক্ত উগ্রসেন ও কৃষ্ণ-  
য়া নামক প্রচণ্ড দানব নাযকষয় নিহত  
হলে সুরগণ সান্ত্বয় আনন্দিত হইয়া  
বৌকে পূজা করত ভতিবাক্যে শান্ত  
রিলেন ; কহিলেন,—হে দেবি ! আপনিই  
যাদিগের ভয়সাগর হইতে একমাত্র  
কাকজী । আপনি অনায়াসে ভীষণ দুর্দমনীয়  
কর্ম্মানুরকে সংহার করিলেন । হে দেবি !  
আপনিই ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণের বুদ্ধি,  
ধা, তক্তি, কাস্তি, দৌষ্টি, মতি বশঃ ও পরম  
কাকজী । হে দেবি ! আপনি নৃপতিদিগকে  
না করিবার জন্ত মর্ত্যলোকে জলকরতীরে  
দেবীপীঠনামক স্থানে শিবানামে অবস্থিতা  
পূজিতা হইতেছেন । হে দেবি ! মলয়,

\* নবে কালে ইতি পাঠান্তরম্ ।

† লম্পকে চিত্রদেশে চ জীরাঙ্জ্যে ইতি  
চিঃ পাঠঃ ।

কামরূপে তথা কাক্যাং চম্পায়াঞ্চ বৈদিশে ।  
বরেন্দ্রে চোড়িভয়ান চ মনাক্ষে শিখরে তথা ।  
কুশস্থলে জলে চোলে ত্রিণাকনকাকরে ৷ ৯  
সিংহলে বেণুদণ্ডে চ কান্তকুজেন্থ বৈদিশে ।  
নবদুর্গস্থলে কুহা ত্রিমুণ্ডা তত্র কীর্তিতা ৷ ১০  
দেব্যাঃ সর্বার্থদাতারঃ সর্বকামকলপ্রদাঃ ।  
বৈদিশে মধ্যগা দেবী সিংহাসনে বাবস্থিতা ৷ ১১  
উর্দ্ধজয়াবহা দেবী মহাকালোতি \* বিখ্যতা ।  
পর্য জম্বুকনাথুস্ত বহিভাগগতা যুনে ।  
ভদ্রকালোতি বিখ্যাতা মহালক্ষ্মীগিরৌ স্মৃতা ৷ ১২  
যত্র সা সাধিতা বিদ্যা পদমালাবিরাজিতা ।  
যত্নাভয়াং তথা চান্তা নন্দিকেশো যথাশুবান্ ।  
রাজৌ জগতা মহাবাহৌ সা বিদ্যা শশিনঃ কল্প ।

সহ, বিদ্যা, হিমাশয়, চিত্রগোপ, নারকাল,  
নীচাক্ষ ও উদয়াদি পর্বতে, লঙ্কা, উগ্রদেশ,  
জীরাঙ্জ্য, কাশিকাবন, কামরূপ, কাকী, চম্পা,  
বৈদিশ, বরেন্দ্র, উড়িষ্যান, মনাক্ষ, শিখর,  
কুশস্থল, জলচোল, ত্রিণাকনকাকর, সিংহল,  
বেণুদণ্ড ও কান্তকুজ ইত্যাদি স্থানে আপনার  
অংশ-সমুত্ত নানা স্ত্রী-মূর্তি সকল প্রকাশ  
পাইবে । সেই সমুদয় দেবীগণ, ভক্তবৃন্দের  
ভয় মোচনপূর্বক সর্বপ্রকার অশুভ কল  
প্রদান এবং যুগান্থরুপ ধর্ম্মাচারী ধার্ম্মিক  
নবগণের অভিলাষ পূরণ করিবেন । নব-  
দুর্গস্থলে ত্রিমুণ্ডা নামে অভিহিতা হইবেন ।  
ঐ সমস্ত দেবীই সর্বার্থদায়িনী ও সর্বকাম-  
কলপ্রদা । বৈদিশদেশ-মধ্যগতা সিংহবাহিনী  
দেবী উর্দ্ধজয়াবহা নামে প্রসিদ্ধা এবং হে  
যুনে ! জম্বুকনাথনামক পর্বতের বহিময়  
অংশে অবস্থিতা মহাকালী নামে বিখ্যাতা  
ও মহালক্ষ্মী গিরিতে ভদ্রকালী নামে অপর  
এক দেবী আছেন । ঐ পর্বতে ভগবান্  
যত্নাভয়, উক্ত পদমালাবিরাজিতা মন্ত্রাসিকা  
বিদ্যাদেবীকে এবং অপর বিদ্যাকেও সাধনা

\* উর্দ্ধজয়াবহা লোকে কালরাজোতি  
পাঠান্তরম্ ।

বিনাশম্বেদমহামৃত্যু/মপমৃত্যুঃ ন সংশয়ঃ ॥ ১৪  
কলাং কলাং যদা চন্দ্রে। গচ্ছতে রবিমণ্ডলম্ ।  
কলাং কলাং জপেদ্রাত্ত্রৌ দিবা চন্দ্রে বিবন্ধিতে  
জরামৃত্যুভয়ং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাডিপাতকম্ ।  
শমতে সা ন সন্দেহো বিদ্যা জপ্তা মহামুনে ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে স্থানপ্রশংসা নাম  
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কথং বিদ্যা তু সা প্রাপ্তা নন্দিয়া যুধবাহনাৎ ।  
কথং তাং লভতে তাত রামো নন্দিসকাশতঃ ।  
এবং সৰ্বং যথাস্তায়ং কথমস্ব মহামুনে ॥ ২  
মহুরুবাচ ।

মহাদেবৌ হি দং ঘোরং হত্বা দেবেন বিকুনা ।

করেন, পরে নন্দিকেশ্বর, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়  
হইতে আর্তি করেন । হে মহাবাহো ! কৃষ্ণপক্ষে  
রাত্রিতে উক্ত বিদ্যামন্ত্র জপ করিলে নিঃসন্দেহ  
অপমৃত্যু বা মহামৃত্যু হইতে আশঙ্কা বিদূরিত  
হইয়া থাকে । যে সময়ে চন্দ্র কলা-কলারূপে  
সূর্য্যামণ্ডলমধ্যে প্রবেশ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে,  
রাত্রিকালে এবং যে সময়ে চন্দ্রকলা পরিবর্তিত  
হইতে থাকে অর্থাৎ শুক্লপক্ষে দিবাভাগে,  
বিদ্যামন্ত্র জপ করিবে । হে মহামুনে ! উক্ত  
বিদ্যা জপ করিলে, তিনি নিঃসন্দেহে জরা ও  
মৃত্যুভয় এবং ঘোর ব্রহ্মহত্যাদি পাতক উপ-  
শামত করিয়া থাকেন । ১—১৬ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—নন্দিকেশ্বর, ভগবান্  
শঙ্কর হইতে কিরূপ সেই বিদ্যাকে প্রাপ্ত হন  
এবং পরশুরামই বা কিপ্রকারে নন্দিকেশ্বর  
হইতে লাভ করেন, হে মহামুনে ! আপনি

দত্তাপরাজিতা চন্দ্রে তেন চন্দ্রো বৃধে পুনঃ ॥ ৩  
ক্রমাৎ পুরুষং প্রাপ্তা যাবৎ পাণ্ডুস্তাদয়ঃ ।  
তথা সা কীর্ত্তিতা লোকে সৰ্বকামপ্রসাধিকা ॥ ৪  
পদমালা মহাবাহো ঘোরযুদ্ধে প্রকাশিতা ।  
পুষ্পাখ্যা মৃত্যুনীশায় নন্দিনে মৃত্যুহা মুনে ॥ ৫  
দত্তা বিদ্যা মহাবাহো তেন রামস্ত কীর্ত্তিতা ।  
অমরনাশনার্থায় তেন জপ্তা মহামুনা ॥ ৬  
যেন পূৰ্ব্বং জিতা দেবা ব্রহ্মদিয়া বহুধা যুধি ।  
শশাপ কালিকা ক্রুদ্ধা বিয়েশস্ত বর্ধৈষণম্ ॥ ৭  
মহাসুর সুরভ্রাস যথাহঃ শিববাহিনীম্ ।  
বাধসে বিশ্বকোপেন তদা স্বঃ পশুনা হতঃ ॥ ৮  
ব্রাহ্মকোপসমুদ্ভূতে বহৌ দাহং গমিষ্যসি ।

এই সকল বিষয় আমার নিকটে যথার্থরূপে  
কীর্ত্তন করুন । মন্ত্ৰ কহিলেন,—উক্ত মহা-  
দেবী ঘোর অসুর সংহার করিবার পর, ভগ-  
বান্ বিষ্ণু, চন্দ্রকে সেই অপরাজিতা-দেবীমন্ত্র  
দান করেন, তাহাতেই চন্দ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াও  
পুনরায় বর্দ্ধিত হন । অনন্তর ক্রমে চন্দ্র হইতে  
পুরুষবা ও পুরুষবা হইতে ক্রমে ক্রমে পাণ্ডু-  
পুত্রাদিও লাভ করিয়াছেন । হে মহাবাহো !  
ঘোর-সংগ্রামক্ষেত্রে প্রকাশিতা উক্ত মন্ত্রা-  
খিকা দেবী জগতে সৰ্ব্বাভিষ্টদায়িনী বলিয়া  
কথিতা আছেন এবং পূর্বে মৃত্যুভয়-বিনাশার্থ  
মহেশ্বর নন্দীকে মৃত্যুভয়হারিণী পুষ্পাখ্যা  
বিদ্যামন্ত্র দান করেন । হে মহাবাহো ! তৎপরে  
নন্দী পরশুরামকে দান করিলে, উক্ত মাহাত্ম্য  
ও দানবনাথ অমরাসুরের সংহারজন্য সেই  
মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন । পূর্বে উক্ত অমরাসুর,  
যুদ্ধে বহুবার ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণকে  
পরাসূত করে এবং একদা বিয়েশ্বর দেব-  
গজাধনকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া,  
ভগবতী কালিকা ক্রুদ্ধা হইয়া অভিসম্পাত  
করেন যে, রে মহাসুরাসুরগণের ভয়প্রদ !  
তুই যখন মন্দীয় পুত্র গজেন্নের, ঐশ্বর্য্যলব্ধকে  
পীড়িত করিতেছিস, তখন নিঃসন্দেহ গজা-  
ধনের কোপহেতু তুই পরশুরামের কঠার-  
ঘাতে আহত হইয়া, তাহারই কোপানলে



এ ৎ পূৰ্বে স শাপেন অময়ঃ শাপিতোহসুৰঃ ।  
জটীখ্যং পৰ্বতং গতা চ্চাৰ তুচ্ছং তপঃ ।  
কলমূলকণাহারঃ পণীশ অথ বাগ্‌যতঃ । ১০  
যপহোমাক্রিয়াসক্তঃ কেশবান্নাধনে রতঃ ।  
দ্রৌহিণ্যত্রতভূয়িষ্ঠঃ সমচিত্তঃ সমাধিগঃ ।  
চচাল তপসা দেবান্ প্রভূতান্দিবৈৰুদগণান্ ।  
কাত্রং ত্রতং সমাধায় তাবৎ তুষ্টো জনাৰ্দ্দনঃ । ১১  
অজয়ত্বং মহাবাহুর্দেবাসুৰভয়ঙ্করঃ ।  
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো নাশং ব্যাহে ত্রিজিষ্যসি । ১২  
পঞ্চত্রিংশৎ ক্রমাদ্বাহান্ ভিষ্মা গত্বাসুরাধিপ ।  
ন যোদ্ধব্যং ত্বয়া বৎস ষট্‌ত্রিংশত্ত ভবাস্তকঃ । ১৩  
এবং পূৰ্বে মহাবাহো তপসা স সুরাসুরান্ ।  
বিজিত্য ক্রৌড়তে তাত পৃথিবীং বনকাননাম্ ॥

দক্ষ হইল। অমরাসুর এইরূপ অভিলাষপ্রসূত হইয়া, জটীখ্যপর্বতে গমনপূর্বক কত্রিযধ্মানু-সীরে দ্বন্দ্ব তপোব্রতানে প্রবৃত্ত হইল। সে যৌনাবলম্বনপূর্বক কখন কেবলমাত্র কলমূল কণা ও কখনও বা গলিতপত্রমাত্র ভক্ষণ করত প্রভূত চান্দ্রায়ণত্রত ও জপহোমাদি-কার্যে আসক্ত থাকিয়া সংযতচিত্তে সমাধি হইয়া ভগবান্ কেশবকে আরাধনা করিতে লাগিল। তাহার তপ প্রভাবে জননিধিচয়ের সহিত স্বর্গবাসী নিখিল দেবগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ জনাৰ্দ্দন পরিতুষ্ট হইয়া, সম্মুখে আগমনপূর্বক বলিলেন,—বৎস! তুমি নিঃসন্দেহ মহাভূজ-বলসম্পন্ন ও অজেয় হইবে। সমুদয় সুরা-সুরগণ তোমাকে ভয় করিবে, কিন্তু ব্যা-মধ্যেই তোমার মৃত্যু হইবে। ১—১২। হে বৎস অসুরাধিপ! তুমি কদাচ পঞ্চত্রিংশৎ ব্যাহ অতিক্রমপূর্বক গমন করিয়া কাহীরও সহিত যুদ্ধ করিও না; কারণ, পঞ্চত্রিংশৎ ব্যাহের পরবর্তী ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাহেই তোমার অন্ত হইবে। হে মহাবাহো! পূর্বে সেই দানবপতি, তপোবলে বলীয়ান হইয়া নিখিল সুরাসুরগণকে পরাজয়পূর্বক পৃথিবীস্থ সমুদয় জলভাগ ও কাননাদি স্থলভাগে ক্রৌড়া

ধ্বজান্ দেবান্ পিতৃন জিত্বা স্বযান্  
: মুখগানভিজিবৎ ।  
পরিভ্রমদ্যথাকামঃ ত্রিদশৈরনিবারিতঃ । ১৫  
দণ্ডকং বনমাসাদ্য যত্র দেবো গজাননঃ ।  
রামমিত্রং সুহৃষ্টোজ্জ্বা ব্যাহতবিশারদঃ । ১৬  
অস্ত্রগ্রাম্যপ্রণেতা চ নিসর্গজ্ঞানপূর্বকঃ ।  
তত্র গতা মহাবাহো স্মৃতিং প্রত্যযাচ সঃ । ১৭  
অগস্ত্যাহুহিতাং দেবীং গজবক্রপ্রিয়াং সদা ।  
তদা ক্রুদ্ধঃ পরশুধুগ্ লাঘবেন বলেন চ ।  
বিনিব্ব্যসো স্তসদ্বকো গজবক্রসুহৃদ্যুনে । ১৮  
রাম উবাচ ।

স্বীয়তামসুরশ্রেষ্ঠ সঙ্গরীয় শমায় চ ।  
অস্তথা অদ্য তে বক্কে পতঃ পিবতি শোণিতম্  
রামবাক্যশরৈবিদ্ধো অমরো মন্যুনা তদা ।  
মুমোচ সহসা বাণান্ প্রাবৃষীব ঘনো জলম্ ॥ ২০  
তন্ত বাণঘনাবিক্রমং ককুভোহস্তং ন লভ্যতে ।

করিত। হে তাত! সে এইরূপে ধ্বজ, দেবতা ও পিতৃগণকে পরাজয় করিয়া প্রধান প্রধান ঋষিদিগকেও আক্রমণার্থ ধাবমান হইত। যথেষ্ট পরিভ্রমণবিষয়ে দেবগণও তাহাকে নিবারণ করিতে পারিতেন না। একদা যে দণ্ডকারণ্যে ব্যাহতব-বিশারদ, নানাবিধ অস্ত্রপ্রণেতা, পরশুরামের পরম মিত্র গজানন সানন্দচিত্তে অবস্থিত ছিলেন, তথায় সেই দানব, স্বাভাবিক অজ্ঞান-বশতঃ উপস্থিত হইয়া যিনি সর্বদা গজা-ননের পরমপ্রিয়া, অগস্ত্য-কন্যা সেই দেবী স্মৃতিকে প্রার্থনা করিল। হে মুন্যে! তখন সেই গজানন-সুহৃৎ পরশুরামলগ্নুতাহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্তগণের সহিত যুদ্ধসজ্জা করত নির্গত হইলেন এবং বলিলেন,—ওহে অসুরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধের জন্ত এবং অভিমান শাস্তির জন্ত কিয়ৎ-কাল এই স্থানে অবস্থান কর, নতুবা আজ আমার এই কুঠার তোমার বক্ষঃস্থল বিদারণ-পূর্বক শোণিত পান করিবে। তখন দানববর অমর, পরশুরামের ঈদৃশ বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া রোষকষার-চিত্তে সহসা বর্ষাকালীন

নীহারশতসহস্রে নিশাঙ্কে শশিনঃ কয়ে । ২১  
 ততস্তঃ বাণতমসাক্ষরং দৃষ্টাংগজাননঃ ।  
 স্মৃতিং পৃষ্ঠতো দৃষ্টা ক্রমাদ্ব্যাহান্‌ বিনির্ম্ময়ে ।  
 ককপকৌ উরস্তস্ত দণ্ডাতোগঃ সমগুনঃ ।  
 সন্ধ্যাতাঃ প্রাকৃত্য ব্যাহাঃ সপ্ত প্রোক্তাঃ ক্রমাদিমে ।  
 প্রদধ্যো দৃঢ়কোশদ্যাঃ সোনারোরসকুক্ষিকঃ \* ।  
 প্রতিষ্ঠাঃ স্প্রতিষ্ঠাঃ সজয়ো বিজয়তথা । ২৪  
 সূণাকর্ণো বিশালশ্চ বীজাতঃ স চ স্মৃথঃ ।  
 ধ্বংসচৌ কুবলয়ো দুর্জয়শ্চ তথা পরঃ । ২৫  
 ভোগো গোমুত্রশকটোমকরোহথ পতঙ্গকঃ †  
 যশ্চ সর্বভোক্ত্রো দুর্ঘটশ্চ স্মসংযতঃ । ২৬  
 বজ্রগোধা সমুদ্বালঃ কাকপকস্তথাপরঃ ।  
 অর্জুচক্ষ্রো মহাব্যূহঃ ককটঃ শূল এব চ । ২৭  
 অরিষ্টচাচলচাপি তথাপ্রতিহতো মতঃ ।

জলদজাল বেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, তজপ  
 শরজাল ঘোচন করিতে লাগিল। অনন্তর  
 ককপকৌর রজনীশেবে শিশিরাচ্ছন্ন হইয়া  
 বিষণ্ণল বেমম প্রকাশ পায় না, তদীয় নিবিড়  
 শরজালে আবৃত হইয়াও তজপ লক্ষিত হইতে  
 লাগিল। অতঃপর ভগবান্‌ গজানন,  
 জামদগ্ন্যকে দানবশরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া স্মৃতি  
 দেবীকে পশ্চাতে রাখিয়া যথাক্রমে ব্যাহনিচয়  
 নির্মাণ করিলেন। কক, পক, উরস্ত, দণ্ড,  
 আভোগ, মগুন ও সংঘাত-ক্রমিক এই সপ্ত  
 ব্যাহ প্রাকৃত ব্যাহ নামে অবিহিত হইয়া থাকে  
 এক প্রদধ্য, দৃঢ়, কোশদ্য, সোন, আয়ারস,  
 কুক্ষি, প্রতিষ্ঠা, স্প্রতিষ্ঠা, সজয়, বিজয়,  
 সূণাকর্ণ, বিশাল, বীজাত, স্মৃথ, ধ্বংস, সূচী,  
 কুবলয়, দুর্জয়, ভোগ, গোমুত্র, শকট, মকর,  
 পতঙ্গ, মগুন, সর্বভোক্ত্র, দুর্ঘট, স্মসংযত,  
 বজ্রগোধা, সমুদ্বাল, কাকপক, অর্জুচক্ষ্র,  
 ককট, শূল, অরিষ্ট, অচল ও প্রতিহতনামক

\* প্রদধ্যো দৃঢ়কোশদ্যাঃ শোণার্য চ স  
 ইতি পাঠান্তরম্।

† পতঙ্গকঃ ইতি কচিং পাঠঃ।

প্রাকৃতেষ্বরহিতান্‌ ব্যাহান্‌ যট্‌জিংশতঃ মহামুনে ।  
 ভূত্বংসুতাস্বজজাত রচয়ামাস আহবে । ২৮  
 আকারৈর্নামকৈশ্চ রথনাগধপতিভিঃ ।  
 কুর্ধ্যাৎ ক্রমাদ্ব্যাহান্‌ শতশোহথ সহস্রশঃ । ২৯  
 বিষয়ে চ সমে ভূমৌ তির্ধ্যাগনুপজাদলে ।  
 অবাপঃ প্রত্যাবাপশ্চ কার্ষ্টৈশ্চ বলাবলম্বনে \* । ৩০  
 তন্নিম্ন গজাননস্তাত সপতাকান্‌ সতোদ্রপান্‌ ।  
 তুর্ধ্যশাখরবোপেতান্‌ কৃষ্টা বুদ্ধঃ সমুৎসাহেৎ ৩১  
 অমরোহপি তদা ক্রুদ্ধঃ ক্রমাদ্ব্যাহান্‌ ব্যাহোদ্রয়ৎ  
 প্রতিব্যূহৈর্ধ্বাযোগং যাবৎ জিংশৎ সমাধিক।  
 পঞ্চতিস্তাবতো ব্যাহান্‌ স বিয় অরিমর্দনঃ ৩৩  
 যট্‌জিংশে চ তথা ব্যাহে তিদ্ধ্যামানে সুরারিণা ।  
 রায়ঃ শরাসনং সজ্যমিযুভিঃ সন্নিবারয়েৎ । ৩৪

প্রাকৃত ব্যাহতিরিক্ত যে যট্‌জিংশৎ প্রকার  
 ব্যাহ আছে, হে মহামুনে! পার্শ্বতীনন্দন  
 ভগবান্‌ গজানন, যুদ্ধার্থ তাহাই রচনা করি-  
 লেন। ১৩—২৮। আর যথাক্রমে রথ, মাতঙ্গ,  
 তুরঙ্গ ও পদাতিক সৈন্ত দ্বারা তাহাদিগের  
 আকার ও নামের অল্পরূপ শত শত, সহস্র  
 সহস্র ব্যাহ সকল প্রস্তুত করিয়া পুনরায় সম,  
 বিষম, বক্র, জলপ্রায় ও জনশূন্য স্থানে কার্য্যের  
 বলাবল দর্শন করত অবাপ ও প্রত্যাবাপ  
 প্রকৃতি ব্যাহও নির্মাণ করিলেন। হে তাত!  
 অতঃপর গজানন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাহ সকল  
 প্রবেশনির্গম-পঞ্চযুক্ত, পতাকা-শ্রেণীতে সূশো-  
 ভিত এবং তুর্ধ্য ও শাখরবে নিনাদিত করিয়া  
 সংগ্রামে উদ্যত হইলে, অমরাসুরও রোষাধিত  
 হইয়া যথাযোগ্য প্রতিব্যাহ সকল রচনাপূর্ব্বক  
 জিংশৎ বৎসরের অধিক কাল ব্যাহিত সমুদ্র  
 সৈন্তগণের সহিত সংগ্রাম করিল। পরে  
 রিপুনাশন অমরাসুর, এইরূপে পঞ্চজিংশৎ  
 ব্যাহ তৈদ করিয়া যে সময়ে যট্‌জিংশৎ ব্যাহ  
 ভেদ করে, সেই সময়ে পরশুরাম, শর-  
 নিকরে তাহার শরাসন ও জ্যা ছেদন করিয়া

\* অবাপঃ প্রত্যাবাপশ্চ কার্ষ্টৈশ্চ বলাবলম্বনে  
 ইত্যধিকঃ কচিং পাঠঃ।

তদাময়ঃ স্তব্ধকৃৎ পরান্ প্রতি শরৈর্হনেৎ ॥  
 হিমা শরাসনং রামং পরশুং ব্যাধ পঞ্চভিঃ ।  
 শরৈরুৎসাহ্যাকারৈর্দশভিত্ত্যভ্যেচ্ছিরঃ ॥ ৩৬  
 তদা শরাহতঃ রামঃ কৃষ্টা পার্শ্বতীনন্দনঃ ।  
 মহামেঘনির্দানেন স্মৃষোচ বাকুণঃ শরম্ ।  
 বিদ্যাৎপূর্বমহারাবমুদ্রধ্বনিসমাকুলম্ ॥ ৩৭  
 অলিঙ্গবরাব্রাবি শিখির্দুর্দ্রসঙ্কুলম্ ।  
 কেকিভিঃ সদা যুগ্মঃ চাতকেচ্ছাপ্রবর্তকম্ ॥ ৩৮  
 শীনলোহিতমধ্যান্তগরলেন্তসমপ্রভম্ ।  
 ছানয়ন্তো দিশঃ সর্বাঃ পুরয়ন্তো নবাবৃতিঃ ॥ ৩৯  
 পাশোদ্যাতকরং ঘোরমমরো পরিপাত সঃ ।  
 রথনাগাশপাদাতং হস্তমানং সহস্রধা ॥ ৪০  
 ন সংখ্যা বিদ্যাতে তাত ঘাতমানস্ত দানবান্ ।  
 তদাময়ঃ স্তব্ধকৃৎ ব্যাধব্যাগ্নঃ ব্যচিস্তয়ৎ ॥  
 সারঙ্গরথমাক্রুতং সপতাকাধ্বজাকুলম্ ।

কেনিলেন । অনন্তর অমর, রোষাকুলিতহৃদয়ে  
 অপর শরাসন গ্রহণপূর্বক প্রতিশর দ্বারা  
 পরশুরামের শরনিকর নিবারণ করত পঞ্চ  
 শরে তাঁহার ধনু ও কুঠার ছেদন করিয়া  
 উৎসাদ্ধ দশ শরে তদীয় মস্তক তাড়িত  
 করিল । তখন পার্শ্বতীনন্দন, পরশুরামকে  
 শরাহত দেখিয়া মেঘবৎ গভীর গর্জন করত  
 বাকুণ্য ত্যাগ করিলেন । গভীর শব্দায়মান  
 জলধরমালায় পরিব্যাপ্ত এই অস্ত্র হইতে অগ্রে  
 বিদ্যাৎ ও পরে ভীষণ ধ্বনি হইতে লাগিল ।  
 তদর্শনে চাতকগণ জলপানে প্রবৃত্ত হইল এবং  
 জ্বর, ময়ূর ও ভেকগণ রব করিয়া উঠিল ।  
 গরল ও করিতুলা দেহপ্রভাসম্পন্ন, অঙ্ককারময়  
 এই অস্ত্রে নীল-লোহিতবর্ণ লক্ষিত হইতে  
 লাগিল । সেই ভীষণ পাশ-পাণি বাকুণ্য  
 সমূহ দিগ্ভ্রমণ আচ্ছাদনপূর্বক নব-জলধারায়  
 পরিপূর্ণ করত সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ  
 ও পদাতিক সৈন্তগণকে নিপাত্ত করিয়া  
 অমরাপুরের উপর পতিত হইল । হে তাত !  
 তৎকালে সেই বাকুণ্যে যে কত শত দানব  
 নিহত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই । তখন  
 দৈত্যগণ অমর নাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বার-

নগাশিখরোৎখাতভগ্নপ্রাসাদতোরণম্ ॥ ৪২  
 বাকুণং নাশরামাস জলাস্তং পাবনং তদা ।  
 তদা রামেণ ক্রুদ্ধেন আগ্নেয়ং চিস্তিতং শরম্ ॥ ৪৩  
 শিলাকং ছাগমাক্রুতং সপ্তজিহ্বাঃ তদানকম্ ।  
 শক্তিহস্তঃ মহা-উগ্রঃ কালারিসমভেজসম্ ॥ ৪৪  
 দহন্তঃ দানবীং সেনাং তস্মীকুর্ষকরাচরম্ ।  
 তদা দানবনাথেন যুক্তং নারায়ণং শরম্ ॥ ৪৫  
 শম্ভচক্রগদাহস্তঃ ধগপৃষ্ঠব্যবহিতম্ ।  
 তদা শকাঃ সুরা জয়ন্তেন রামো নিপাতিতঃ ॥  
 বিমুক্তোভয়মমোঘায়া সুরার্চনৈব সংকৃতিঃ \* ।  
 অকুয়া সংকয় যাত্তি অরিসৈন্তং কদাচ ন ॥  
 দিব্যা ন সংকৃতিশাস্ত রামবাটৈরসংকৃতেঃ ।  
 তদা রামেণ ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিবারণেশ ॥ ৪৬

ব্যাগ্ন অরণ করিল । ২১—৪১ । অতঃপর উক্ত  
 পবনাস্ত্র ধ্বজপতাকা-শোভিত সারঙ্গ-যোজিত  
 রথে আরুঢ় হইয়া তরুজি, শৈলশিখর,  
 প্রাসাদ ও তোরণাবলী ভগ্ন করত বাকুণ্যনামক  
 জলাস্তকে তিরোহিত করিল । তদর্শনে জামদগ্ন্য  
 রোষাধিত হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র অরণ করিলেন ।  
 তখন সেই শিলাক, ছাগাক্রুত, সপ্তজিহ্বা  
 শক্তিহস্ত, প্রলয়কালীন অনলের ছায় প্রভা-  
 সম্পন্ন, মহাভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রকে চরাচরগণের  
 তস্মীকরণে প্রবৃত্ত এবং দানবসেনা দগ্ধ  
 করিতে দেখিয়া দানবনাথ অমর নারায়ণ্য  
 ত্যাগ করিল । তখন সমুদয় সুরবৃন্দ, শম্ভচক্র-  
 গদাধারী গক্কাক্রুত সেই মহাস্ত্রকে নিরীক্ষণ-  
 পূর্বক এইরূপ শঙ্কিত হইলেন যে, নিশ্চয়ই  
 অদ্য জামদগ্ন্য ইহাতে নিপাতিত হইবেন ।  
 সুরার্চনবিষয়ে সংকার ঘেঁরুপ ব্যর্থ হইবার  
 নহে, তজ্জগ এই অমোঘ অস্ত্র যখন নিকিণ্ত  
 হইয়াছে, তখন প্রতিপক্ষীয় সৈন্তগণকে বিনষ্ট  
 না করিয়া কখনই প্রশমিত হইবে না ।  
 পরশুরাম কোন প্রকারেই সামান্ত শর-নিকরে  
 উহা সংহার করিতে পারিবেন না । দেবগণ  
 এইরূপ চিন্তা করিতেছেন • এমত সময়ে,

অধ্বানেন সংকৃতি ইতি পাঠ্যকরম্ ।

নারায়ণবিষাতার্থং চিস্তিতং চতুরাননম্ ।  
 মুগ্ধমেখলাদণ্ডাখ্যং স্রবদৰ্ভকৃতাজিনম্ ।  
 হুঙ্কারবাবহুলমাগত্য পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৪২  
 তদা ভয়ং মহানাসৌন্দর্যোষু চ সুরেষু চ ৫  
 অমোঘে দিব্যবপুশে অসংহার্যো মহাবলে ॥ ৫০  
 দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মবিষ্ণুজ্ঞে কথং মোঘে নিরর্থকে ।  
 অকুহা নায়কানাঙ্ক স্বস্বস্থানং ব্রজন্তি তে ॥ ৫১  
 এবং তে যুদ্ধসংরুদ্ধে দৃষ্টাঃ তে ব্রহ্মবিষ্ণুজ্ঞে ।  
 গজাননোহপি সক্ষিস্ত্য যত্নং পাশপাতং শরম্ ॥  
 মৃত্যুরূপং মহাকাশং যুগাস্তাশ্বিসমপ্রভম্ ।  
 পঞ্চবজ্রং মহাঘোরং দশবাহুং ত্রিলোচনম্ ॥ ৫৩  
 সৌম্যং ঘোরং সুঘোরাস্তমূৰ্দ্ধকেশং ভয়োৎকটম্  
 জটাজালেন্দুগজাহিধাবমানং শিবাস্তকম্ ॥ ৫৪

পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত নারায়ণাস্ত্রের  
 বিষাতার্থ ব্রহ্মাস্ত্র স্মরণ করিলেন । ঐ অস্ত্রের  
 কটিতে মনোহর মেখলা এবং হস্তচতুষ্টয়ে দণ্ড  
 অক্ষয়মালা স্রব ও দৰ্ভ বিরাজ করিতেছে ।  
 অনন্তর যখন ঐ ভয়াবহ অস্ত্র ঘন ঘন হুঙ্কার  
 করত আগমনপূর্বক নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে  
 উপস্থিত হইল, তখন কি সুর কি অসুর,  
 সকলেই মহাভীত হইয়া ভাবিল,—এই  
 অমোঘ, দিব্যবপুঃ অসংহার্য, মহাবলসম্পন্ন  
 বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মনামক দিব্য অস্ত্রদ্বয়, কখনই  
 ব্যর্থ হইবার নহে । সকলে এইরূপ চিন্তা করত  
 নিজ প্রভুকে নিবেদন না করিয়াই স্ব স্ব  
 স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল । ৪২—৫১ ।  
 এইরূপে মারয়িণাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্রকে যুদ্ধপ্রস্তুত  
 দেখিয়া দেব গজাননও পাশপতাস্ত্র স্মরণ  
 করিলেন । যুগান্তকালীন অনলতুলা ভীষণ-  
 প্রভাসম্পন্ন ঐ শিবাস্ত্রক অস্ত্রের রূপ ও  
 শরীর অতি ভয়ঙ্কর । উহার দশ হস্ত, পঞ্চ মুখ  
 ও প্রত্যেক মুখে তিন তিন লোচন এবং ঐ  
 সকল মুখ অতি ভয়ঙ্করদৃষ্টি । উহা সৌম্য অথচ  
 ঘোরদর্শন উহার উর্দ্ধোন্নত জটাজালমধ্যে  
 চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে এবং ভীষণ  
 সর্পরাজ ও সুরশৈবালিনী প্রবলবেগে  
 ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছেন । উহার ।

ধেগুবীণাশচটকডমক-রাবসঙ্কুলম্ \* ।  
 উদ্ধাদগুজলজ্জালং গোনাশকৃতভূষণম্ ॥ ৫৫  
 ললয়েখলনাগেশ্বরং গজচর্ম্মার্জবাসসম্ ।  
 কেকরং তর্জয়ানন্ত শূলধট্টাঙ্গবারিণম্ ॥ ৫৬  
 গ্রসমানং সমস্তেদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।  
 পুরতো বিঘ্ননাথস্ত লেলিহানং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৭  
 বহু তাত ভয়ং কিং তে যেনাহং স্মারিতং ত্বয়া  
 কেন বা কস্ত নাশায় ত্বরয়া মে উদীরয় ॥ ৫৮  
 এবং তং পূজয়িত্ব তু অময়োপরি মোচিতম্ ।  
 তদা স নন্দমানস্ত ভিষ্মা দীনববাহিনীম্ ॥ ৫৯  
 বিদার্য্য ব্রহ্মবিষ্ণুজ্ঞমধ্যে গহ্বা বিচার্য্য চ † ।

হস্তস্থিত বেণু ও বীণা পরস্পর সংঘটিত  
 হইতেছে এবং সেই সংঘটনশব্দ, ডমক-  
 ধ্বনিতে তুমুল হইয়া উঠিতেছে । চতুর্দিকে  
 শিবা, গৃধ্র ও বায়সগণ বেষ্টিত রহিয়াছে এবং  
 শিবাগণের ভীষণ চীৎকারে সকলেরই  
 হৃদয় শঙ্কিত । উহার অঙ্গ হইতে উদ্ধাদগুর  
 প্রজ্জ্বলিত জালা সকল নির্গত হইতেছে এবং  
 সর্ষপশরীর বৃহৎ বৃহৎ ভুজগ-নিচয়ে অলঙ্কৃত ।  
 উহার পারধান রক্তার্জ গজচর্ম্ম, এবং  
 কটিদেশে নাগেশ্বরমেখলা বিরাজমান । শূল-  
 ধট্টাঙ্গধারী ললজিহ্বা ঐ ভীমদর্শন পাশপত  
 বক্রদৃষ্টিতে সকলের প্রতি তর্জন করত  
 যেন স-চরাচর ত্রৈলোক্যকে গ্রাস করিতে  
 উদ্যত হইয়াই বিঘ্ননাথ গজাননের সম্মুখে  
 অবস্থানপূর্বক কহিলেন,—বৎস ! তোমার  
 কি ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যেজন্তু আমাকে  
 স্মরণ করিয়াছ ? তুমি কি কারণে এবং  
 কাহারই বা বিনাশার্থ স্মরণ করিলে ?  
 ত্বরয় আমার নিকটে ব্যক্ত কর । ৫২—৫৮ ।  
 অনন্তর দেব গজানন, সেই পাশপত অস্ত্রের  
 যথা বিধি অর্চনাপূর্বক অময়াসুরের প্রতি  
 নিক্ষেপ করিবামাত্র সে গর্জন করিতে করিতে

\* শিবাবভয়চাসীদ গৃধ্রবায়সবেষ্টিতম্  
 ইতি অধিকং কচিং পাঠান্তরম্ ।

† নিবার্য্যেতি পাঠান্তরম্ ।



দানবাস্তং তদা চক্রঃ কোটিধা বহুধা মহৎ ॥ ৬০.  
কৃত্বাস্তং দানবানাস্তং অস্ত্রাণাং ভেদনং তথা ।  
অময়ং ষাতিয়িত্বা তু আগতস্তং স্বকারণম্ ॥ ৬১  
তেন শূলপ্রহারেণ বিগতানুর্নহাবলুঃ ।  
প্রাকৃতং দেহমুৎসৃজ্য গণলোকং সমাবযৌ ॥ ৬২  
তে চ অস্ত্রাণি সম্পূজ্য স্বঃ স্বঃ স্থানং বিসর্জিরে  
হতে তস্মিন্ মহামায়ে সর্বদেববিকটকে ॥ ৬৩  
দণ্ডকে পূজিতা দেবী কুদ্রাগীতি তদা মতা ।  
নবম্যাং কুজবারেণ কুন্তসংহে তু ভাস্বরে ॥ ৬৪  
কৃষ্ণপক্ষে তু ষামার্ক্যে অময়ো বিনিপাতিতঃ ।  
গণাঃ সম্পূজিতা দেবৈর্দেবী চ বিধিনা ততঃ ।  
সর্বাধাধাবিঃ স্তুত্বা দেবা যাতা নৃপাস্থথা ।  
পূজা স্নানং তথা দানং কৃতমেতেষু কামিকম্ ।  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে দেবাবতারে ত্রৈলোক্যাভ্যু-  
দয়েঃ সমবধৌ নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

দানবসৈন্য ভেদ করত ব্রাহ্ম ও বৈকবাস্ত্রের  
মধ্যস্থলে গমন করিল এবং উক্ত উভয়ান্ত্র  
বিদারণপূর্বক তস্যথা কোটি দৈত্যের প্রাণ  
বিনাশ করিল। সেই অস্ত্র, এইরূপে অসংখ্য  
দানবগণকে সংহার ও অস্ত্রান্ত্র অস্ত্রদিগকে  
বিদারণপূর্বক অময়াসুরকে নিহত করিয়া  
পুনরায় গজাননের নিকটে গমন করিল।  
এ দিকে সেই মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যবর  
অময়, পাণ্ডপত-শূল-প্রহারে জীবনু, বিসর্জন-  
পূর্বক পঞ্চভূতময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া  
গণলোকে গমন করিল। ভগবান্ গজাননও  
দিব্যাস্ত্রনিচয়ের পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ  
করিলেন। নিখিল দেবগণের ভীষণ কটক-  
স্বরূপ, মহামায়া সেই অময়াসুর নিহত হইলে  
ঐ দণ্ডকারণ্যে কুদ্রাগী নামে প্রসিদ্ধা দেবী  
পূজিতা হন। সূর্য্য কুন্তরাশিগত হইলে  
কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবার নবমী তিথিতে অর্ধপ্রহর  
সময়ে উক্ত অময়াসুর নিপাতিত হইলে পর,  
দেবগণ, নিখিল অমুচরগণের সহিত দেবীকে  
ষথাবিধি পূজা করেন। অনন্তর সুরগণ ও  
অস্ত্রান্ত্র নৃপতি সকল, সর্বপ্রকার বাধা হইতে  
মুক্ত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। উক্ত

### চতুঃচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মধুকবাচ ।

গজাননোহপি স্বস্থানং গতৌ মালব্যকুধরম্ ।  
রামোহপি পৃথিবীং জিহ্বা দ্বিজদেবেষু বিস্তসৎ ॥  
স্তুত্বরাজ্যস্তদা তাত দেবীরাকারয়ৎ পুনঃ ॥ ২  
সাগরাস্তে মহাপুণ্যং যশোদযুস্তরার্ণবে ।  
তত্রস্থামানয়দেবীং কালিকাং কালনাশিনীম্ ॥ ৩  
অযোধ্যায়াম্ মহাদেবী তেন সা সন্নিবেশিতা ।  
তদংশা পূর্বমাপ্যাতা বা তুর্গা নব কীর্তিতা ॥ ৪  
মহোদয়ে মহাবাহো হে চাক্ষে বৈদিশে স্থিতে ।  
মৃত্যুঞ্জয়ঃ মহাপুণ্যঃ যত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ ॥ ৫  
ভূগুণা পূজিতা দেবী সা সা বৈ কালিকা \* মতা  
রামেণ জামদগ্ন্যেন সর্বকামসমুদয়ে ॥ ৬

সময়ে পূজা, স্নান ও দান করিলে যথাক্রি-  
লম্বিতকলপ্রদ হইয়া থাকে। ৫৯—৬৬।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

### চতুঃচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।\*

মধু কহিলেন,—হে তাত ! অনন্তর ভগ-  
বান্ গজানন, স্বীয় বাসস্থান মালব্য-পর্বতে  
গমন করিলে, পরশুরাম সমুদয় পৃথিবী জয়  
করিয়া, দেবতা ও দ্বিজগণকে অর্পণপূর্বক  
পুনরায় দেবীদিগকে আহ্বান করিতে  
লাগিলেন। তিনি সাগর-পারে উত্তরসাগর-  
মধ্যে যশোদনামক পরম পবিত্র স্থানে অব-  
স্থিতা কালনাশিনী কালিকা দেবীকে আনয়ন-  
পূর্বক অযোধ্যায় সংস্থাপন করিলেন। পূর্বে  
যে তাঁহার অংশস্তুতা নবতুর্গার কথা উল্লেখ  
করিয়াছি, হে মহাবাহো ! মহোদয়ে সেই নব-  
তুর্গা এবং বৈদিশদেশে তাঁহার অপর দুই  
মূর্ত্তি অবস্থিতা আছেন। মৃত্যুঞ্জয়নামক যে  
মহা পুণ্যক্ষেত্র, যে স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি  
সতত সন্নিহিত, জমদগ্নকুমার পরশুরাম সর্বা-  
ভীষ্টসিদ্ধি-বাসনায় তথায় অবস্থিতা কালিকা  
দেবীর যথাবিধি অর্চনা করিলেন। ১—৬।

বৈতালিকা ইতি পাঠান্তরম্ ।

তথাহেতুপি চ যে চান্দ্র দেবীভক্তা বজ্রতি ১।  
 তে বিদ্যাসুখশোহর্ষাদি সুখং প্রাপ্নোত্যুত্তমম  
 কামিকং কামিকা দেবী মদ্যাদ বৈ মনরালয়ে ।  
 মন্দাকৈ নাপ্নয়েদেবী সর্বকামাংস্ত অথিক্য ।।  
 তারা মন্দারশিখরে কামিকং মদতে কলম্ ৷ ৭  
 বৈরোচনেন মনুনা কঙ্কার্কে চন্দ্রপর্কতে ।  
 পঞ্চমূর্তিগতা দেবী পূজিতা সর্বকামদা ৷ ৮  
 মেধা গৌরী যথা যকৌ জালাখ্যা বিদ্যাবাসিনী ।  
 পূজিতা সংকতা ব্রহ্মন সর্বকামকল্পপ্রদা ৷ ৯  
 কিকিছো ভৈরবী দেবী সর্বকামান প্রবজ্রতি ।  
 বিছো বিদ্যাটবী নাম পূজিতা তলসধরে ।  
 পঞ্চাত্তা পূজিতা দেবী অর্পয়ত্যাং ব্যাপোহতি ।  
 এবং সংহানরূপেণ পূজিতা ভাবিতাশ্রুতিঃ ।  
 সর্বকামপ্রদা তাত ভবেৎ সর্বসুখাবহা ৷ ১১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে ত্রৈলোক্যা-  
 ভ্যুদয়ে দেব্যা মহাতাগ্যাং নাম চতু-  
 স্তহারিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ৪৪ ৷

এইরূপ অস্তোত্র যে সকল দেবীভক্ত তথায়  
 তাঁহাকে পূজা করে, তাহারা বিদ্যা, আয়ু  
 যশ ও অর্ষাদি এবং পরম সুখলাভ করিয়া  
 থাকে। আর মনরাচলে কামিকা নামে,  
 মন্দাক পর্কতে অথিক্য নামে এবং মন্দার-  
 গিরিশিখরে তারা নামে যে দেবী আছেন,  
 তাঁহারাও ভক্তগণের অতীন্সিত কল প্রদান  
 করিয়া থাকেন। দানববর বৈরোচন কর্তৃক  
 সূর্য্যদেব কঙ্কারাশির অর্কগত হইলে, চন্দ্র-  
 পর্কতে মেধা, গৌরী, যকৌ, জালা ও বিদ্যা-  
 বাসিনী নামে পঞ্চমূর্তিময়ী সর্বকামপ্রদা দেবী  
 ভগবতী পূজিতা হন। 'হে ব্রহ্মন! ঐ সকল  
 দেবীকে যথাবিধি অর্চনাপূর্ব্বক স্তব করিলে,  
 সর্বপ্রকার অতীষ্টকল প্রদান করিয়া থাকেন।  
 কিকিছাপর্কতে ভৈরবী নামে এবং বিদ্যা-  
 পর্কতে বিদ্যাটবী নামে যে দেবী আছেন,  
 তাঁহাদিগকে পূজা করিলেও সর্বপ্রকার বাহিত  
 বিষয় সিদ্ধ হয়। সধর-পর্কতলে পঞ্চাত্তা  
 নামে যে দেবী আছেন, তিনি পূজিতা হইলে,  
 অপমৃত্যুভয় দূর করেন। হে তাত! পাব্র-

পঞ্চচহারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শব্দ উবাচ ।

ব্রহ্মনৈব তু ভ্রব্যোণ মহাপুণ্যং যথা ভবেৎ ।  
 ভদহং শ্রোতুমিচ্ছামি গ্রহযোগং সুরেশ্বর ৷ ১

ব্রহ্মেবাচ ।

শুশু বৎস প্রবাক্যামি যথা হং পরিপূচ্ছসি ।  
 অম্লক্লেশং মহাপুণ্যং গ্রহক'তিথিযোগিকম্ ।  
 ভূতপূর্ণাষ্টমীযোগং শিবযোগেষু চৌত্তমম্ ।  
 যুগবর্গক ভাগ্যক উমায়ী ভূতবাসরে ৷ ৩  
 দৈবযোগান্ যদা যজী পুষ্যক'রবিবাসরম্ ।  
 কন্দযোগস্তদা কার্য্যঃ সর্বকামপ্রসাধকঃ ৷ ৪  
 বারেন বাধ্যদা সূর্য্যঃ সপ্তমী বিজয়া যতা ।  
 তদা তু ভবতে ভানোর্য্যগঃ সর্বকণাবহঃ ৷ ৫

চেতা মানবগণ সেই দেবী ভগবতীর ঐ মূর্তি  
 সকল পূজা করিলে সর্বপ্রকার সুখ ও অতীষ্ট  
 কল প্রদান করিয়া থাকেন। ১—১১।

চতুস্তহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৪৪ ৷

পঞ্চচহারিংশ অধ্যায় ।

শব্দ কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! যেহু  
 গ্রহাদিযোগে যাগ করিলে সামান্ত ভ্রব্যেই  
 মহৎ পুণ্যকল লাভ হইয়া থাকে, এবং অকার  
 গ্রহযোগ আশি শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা  
 বলিলেন,—হে বৎস! তুমি যে অম্ল ক্লেশ  
 সাধ্য অথচ মহাপুণ্যজনক গ্রহ নক্ষত্র ও তিথি  
 যোগ-ষটিত্ যোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে,  
 আমি তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি অরণ কর।  
 শুক্রবারে পূর্ণাষ্টমী যোগ, নিখিল শিব যোগের  
 মধ্যে উত্তম। দৈবযোগবশতঃ শুক্রবার  
 সপ্তমী তিথিতে রোহিণ্যাদি যুগলনামক  
 নক্ষত্র ও পূর্ব্বকতনৌ নক্ষত্র এবং রবিবার  
 যজীতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে তৎকালে  
 কন্দযোগ কর্তব্য; তাহা হইলে সর্বপ্রকার  
 অতীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। রবিবারে সপ্তমী  
 হইলে সেই সপ্তমীর নাম বিজয়া; একালে

শশিরিক্তাসংযোগে আর্জকে মাতরানু চ ।  
মবম্যাং মঙ্গলাযোগে ভাহুমুদিনিং যশ ॥ ৬  
অষ্টম্যাং চন্দ্রাহে অবশেন সুখাবহম ।  
অহিগ্রহে কুজাহে তু গণেশে তন্ত চাভনি ॥ ৭  
পুনর্কসৌ গুরোর্বারে দাদশ্মাং অবশেন বা ।  
সোমগ্রহে তদা যোগঃ বিকোঃ সর্বার্থসাধকম্ ।  
দ্বিতীয়ায়াং যদা সৌম্যো কৃত্তিকঃ স্তবেৎ কটিং  
গ্রহযোগস্তদা কার্ধ্যাঃ সর্বাশাশ্বপ্রদায়কঃ ॥ ৯  
বাতী শনিচতুর্থী চ উমায়াগে বরা স্মৃতা ॥ ১০  
উত্তরানু চ সর্কানু ভাহুর্পৌর্ণাষ্টমীষু চ ।  
শান্ত্যভীষেকযোগেষু সর্বিদ্যাবহাষ্টমী ॥ ১১  
গুরোরেকাদশী পুষ্যে রোহিণ্যাং বা যদা শনিঃ  
সুতসৌভাগ্যাকামায় যোগঃ ক্রতুবিদায়কে ॥ ১২  
পূর্ণিমানু চ সর্কানু অষ্টমী দাদশীষু চ ।  
চতুর্দশী চ তৃতীয়ায় গ্রহযোগে ততেষু চ ।  
সর্বেষাং স্তবতে যোগো ভক্তিপূর্বো মহামুনে ।

ভাহুযোগ করিলে সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয় ।  
সোমবার রিক্তাতিথিতে আর্জা বা কৃত্তিকা  
মঙ্গল রবিবার নবমীতে মঙ্গলযোগ, সোমবার  
অষ্টমীতে অবশা, মঙ্গলবার উত্তরভাদ্রপদ  
নক্ষত্রে চতুর্থী, বৃহস্পতিবার পুনর্বসুনক্ষত্রে  
চতুর্থী এবং সোমবার দাদশীতে অবশানক্ষত্র  
যোগ হইলে যদি বিষ্ণুযোগ অমুষ্ঠিত হয়, তাহা  
হইলে সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে । কদাচিৎ  
বুধবার দ্বিতীয়াতে কৃত্তিকানক্ষত্র যোগ হইল  
ঐ সময়ে সর্বাশাশ্বপ্রদায়ক গ্রহযোগ করিবে ।  
বাতীনক্ষত্রবৃদ্ধ শনিবারে চতুর্থী উমাযোগের  
প্রশস্তি তিথি । রবিবার পূর্ণি অষ্টমীতে  
উত্তরাষাঢ়া, উত্তরকল্পনী ও উত্তরভাদ্রপদ-  
নক্ষত্রযোগে শান্তি-কার্য্য অতিষেক ও যোগ  
করিলে সন্নাভীষ্ট লাভ হয় । ১—১১ ।  
বৃহস্পতিবার একাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র কিংবা  
যে সময়ে শনি রোহিণীনক্ষত্রে অবস্থিত  
তৎকালে ক্রতুর ও বিনায়কের যোগ করিলে  
পুত্র ও সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । হে  
মহামুনে ! যে কোন পূর্ণিমা অষ্টমী দাদশী  
চতুর্দশী ও তৃতীয়া তিথিতে শুভনক্ষত্র ও

মঙ্গসাধনজব্যং ক্রতুযোগাদবাধ্যতে ।  
ঐমেধাজ্ঞানবাৎসল্যমুমায়াগান্নবানুনে ॥ ১৪  
যোগজ্ঞানঃ যশঃসিদ্ধঃ মহাদেবাদবাধ্যুনাৎ ।  
আরোগ্যং সপ্রতাপহং ভাকরাৎ প্রাণ্যতে এবম্  
গতিমিষ্টাং যথাকালং প্রযচ্ছতি ত্রিবিক্রমঃ ।  
বিদ্রো ন ভবতে তন্ত যন্ত পশ্চেষ্টিনায়কম্ ॥  
দিগতারির্ভবেৎ যষ্ঠাৎ স্বন্দঃ দৃষ্টো মথৈ কণাৎ  
মাতৃযোগান্নহাসিকিঃ সর্বেষামপি জায়তে ॥ ১৭  
স্তবতে ধনবান্ পুংসঃ প্রথমাং হতাশনাৎ ।  
দুর্গাপবর্গসংসিদ্ধির্দুর্গায়াগাৎ প্রজায়তে ॥ ১৮  
মাঘাদৈর্দ্যমঙ্গলাং সৌম্যাং জ্যৈষ্ঠাদৈর্দ্যমঙ্গলাং যজ্ঞেৎ  
ইষাদৈঃ কালিকাদ্যাং যষ্টয়া বিধিনা মুনে ॥  
ইতি ঐদেবীপুরাণে দেব্যবতারে ত্রৈলোক্য-  
ভ্রাদয়ে উদয়তিথ্যং যোগামহাশ্রয়কীর্তনং নাম  
পঞ্চচর্চারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

শুভগ্রহ-যোগ হইলে ভক্তিপূর্বক সমস্ত  
দেবতারই যোগ হইয়া থাকে । ক্রতুযোগ  
হইতে মঙ্গসাধন-জব্য, উমাযোগ হইতে  
ঐ, মেধা, জ্ঞান ও বাৎসল্য,  
শিবযোগ হইতে যোগজ্ঞান ও প্রকৃত যশ এবং  
ভাকরযোগ হইতে আরোগ্য ও প্রতাপ  
নিঃসন্দেহ লাভ করা যায় । ভগবান্ নারায়ণের  
যোগ করিলে তিনি যথেষ্ট অশীষ্ট গতি দান  
করেন । যে ব্যক্তি যজ্ঞহলে কিম্বদন্তকে দর্শন  
করে, তাহার কোনরূপ বিয় হয় না । বর্জ-  
তিথিতে যজ্ঞে স্বন্দকে নিরীক্ষণ করিলে তৎ  
কণাৎ মানব শত্রুশূন্ত হইয়া থাকে । মাতৃকা-  
গণের যোগ করিলে সকলেরই মহাসিদ্ধি লাভ  
হয় । হতাশন-যজ্ঞ করিলে প্রথম দিবসেই  
পুরুষ ধনবান হইয়া থাকে । দুর্গাযোগকালে  
মানবের প্রথমে দুর্গভোগ ও পরিণামে মোক্ষ  
পদ লাভ হয় । হে মুনে ! কর্তব্যপ্রকার পুণ্য-  
লাভের নিমিত্ত মানবগণ মাঘাদি মাসচতুর্দশীতে  
মঙ্গলাদেবীকে, জ্যৈষ্ঠাদি চারিমাसे ব্রহ্মাণীকে  
এবং আশ্বিনাদি মাসচতুর্দশীতে যথাবিধি

## ষট্চছারিংশোধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবীগুণত্রয়াবিষ্টমণ্ডপঃ কোটিবিস্তরম্ ।  
 ব্রহ্মাদিস্তম্ভপৰ্য্যন্তমুৎপন্নং সচরাচরম্ ॥ ১  
 অশ্বে হিরণ্যগৰ্ভস্ত যৎ তব্ধং গৰ্ভসংশ্রিতম্ ।  
 তজ্জ্যোৎপন্নমিদং বোম রূপাণি দ্যৌর্মহৌ ভবেৎ  
 অধোৰ্কঃ কাঞ্চনময়শ্চতুরশোচ্ছিত্তো মহান্ ।  
 উৎপন্নঃ স চতুঃশৃঙ্গো মেরুদৈবত্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৩  
 পৃথিবী পদ্মং দিশঃ পত্রং মেরুস্তম্ভ তু কর্ণিকা ॥  
 যুগাক্কোটিবিস্তম্ভঃ তত্র কুত্বা রথং রবিঃ ।  
 দেবীঞ্চ শংবৃত্তো দেবৈর্বাতি তস্ত প্রদক্ষিণম্ ॥  
 তন্মিন্ মেরৌ ত্রয়স্বিন্শদ্বসন্তে যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ  
 কুত্বা একাদশজ্যেয়া আদিত্যা দ্বাদশৈব তু ॥ ৬

কালিকাদি দেবীকে যাগ দ্বারা অর্চনা  
 করিবে । ১২—১৯ ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

## ষট্চছারিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই ত্রিগুণময়ী দেবীর  
 গুণত্রয় হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সচরাচর  
 কোটি কোটি মণ্ডপ সমুৎপন্ন হইয়াছে । প্রথমে  
 এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সেই প্রকৃতি হইতে যে সগৰ্ভ  
 মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়, পরে ঐ মহত্ত্ব হইতে  
 ক্রমে এই আকাশ, রূপ, স্বৰ্গ ও পৃথিবী  
 প্রোত্ৰুত হইলে, ঐ পৃথিবী হইতে আরও  
 উর্ধ্বে কাঞ্চনময়; চতুরশ, অতুল্য, বৃহৎ শৃঙ্গ-  
 চতুঃশ্যোভিত, দেবগণের বাসভূমি সূমেরু  
 পর্বত প্রকাশ পাইয়াছে । ঐ পৃথিবীরূপ  
 পদ্মের দিক্ সকল পত্ররূপ ও সূমেরু কর্ণিকা-  
 স্বরূপ সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপ ভগবান্ ভাস্কর,  
 কোটি চক্র ও যুগযুক্ত সুবিস্তীর্ণ রথে আরো-  
 হণপূর্বক দেবগণে বৃত্ত হইয়া, প্রতিদিন সেই  
 পৃথিবীপদ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন ।  
 পূর্বোক্ত সূমেরু-গিরির উপরে যজ্ঞভাক্  
 একাদশ কুত্ব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু ও

তথৈব বসবো হৃষ্টো অশ্বিনৌ যৌ চ যাজ্ঞিকৌ ।  
 বহুন্ বদন্তি তু পিতৃন্ কুত্বাঃশ্চৈব পিতামহান্  
 প্রপিতামহানা দিত্যানশ্বিনৌ চান্ননস্তম্ভম্ ॥ ৮  
 পিতৃন্ ভূয়ঃ প্রচক্ষিষ্যে ঋতুসংবৎসরার্ভবান্ ।  
 অতো যজ্ঞভূজামেষাং পৃথক্ নামানি মে শৃণু ॥  
 অজৈকপাদহিঃশ্রুস্তষ্টা কুত্বশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।  
 হরশ্চৈবাপি সৰ্বশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১০ ॥  
 বুধাকপিচ শম্ভুশ্চ কপদৌ রৈবতস্তথা ।  
 ঈশরৌ ভুবনশ্চৈতে কুত্বা একাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥  
 আদিত্যানাস্ত নামানি বিষ্ণুঃ শক্রশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।  
 অর্য্যমা চৈব ধাতা চ মিত্রোহথ বরুণস্তথা ॥  
 বিবস্বান্ সবিতা চৈব পুষা যষ্টা তথৈব চ ।  
 অংশো ভগশ্চাতিভেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতা  
 ক্রবো ধবশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানিলোহনলঃ ।  
 প্রত্যাষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোহষ্ট প্রকৌর্ভিতাঃ ॥  
 নাসত্যশ্চৈব দশশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবপি !  
 বিশ্বেদেবান্ প্রবক্ষ্যামি নামতস্তান্ নিবোধ মে

অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই ত্রয়স্বিন্শৎসংখ্যক দেবত  
 অবস্থিত আছেন । বুধগণ ঐ অষ্টবসুকে  
 পিতৃগণ, কুত্বদিগকে পিতামহ, দ্বাদশ আদি-  
 ত্যকে প্রপিতামহ এবং অশ্বিনীকুমারযুগলকে  
 স্বীয় শরীরস্বরূপ বলিয়া থাকেন । পুনরায়  
 ঋতু সংবৎসর প্রভৃতি পিতৃগণের বিষয় পরে  
 উল্লেখ করিব, এক্ষণে ঐ সকল যজ্ঞভাক্  
 কুত্বাদি দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম কীৰ্ত্তন  
 করিতেছি, শ্রবণ কর । ১—১১ অজৈক-  
 পাৎ, অহিঃশ্রু, যষ্টা, কুত্ব, হর, সৰ্ব, ত্র্যম্বক  
 বুধাকপি, শম্ভু, কপদৌ এঃ রৈবত এই  
 একাদশ কুত্ব ভুবনমণ্ডলের ঈশ্বর । আদিত্য-  
 গণের নাম—বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা,  
 মিত্র, বরুণ, বিবস্বান্, সবিতা, পুষা, যষ্টা,  
 অংশ এবং ভগ এই দ্বাদশ আদিত্য আর  
 ক্রব, ধব, সোম, আপ, অনিল, অনল,  
 প্রত্যাষ ও প্রভাষ, এই অষ্ট বসু এবং নাসত্য  
 ও দশ নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অতিহিত  
 আছেন । এক্ষণে বিশ্বেদেবগণের নামোন্ম



ক্রতুর্দকঃ সুরঃ সত্যঃ কামঃ কালো ধৃতিঃ কুরুঃ  
মহুমান্ রোচমানস্ত বিধেদেবা দশ স্মৃতাঃ ॥ ১৬  
বর্তমানা ইমে দেবাঃ শৃণু মনস্তরোত্তবান্ ।  
যামাশ্চ তুষিতাশ্চৈব তথৈব বশবর্তিনঃ \* ॥ ১৭  
সত্য্য অদ্ভুতরজসঃ সাধ্যাশ্চ তদনন্তরম্ ।  
যট্শু মনস্তরেষেতে দেবা দ্বাদশ দ্বাদশ ॥ ১৮  
যাম্য গত্যস্তথা যন্তে সত্যৈঃ সতুষিতৈঃ সহ ।  
এতে যজ্ঞভুক্তো দেবা নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতাঃ ।  
অতীতান্ বর্তমানাশ্চ পুনশ্চাপি নিবোধ মে ।  
আদিত্যা মরুতো রুদ্রঃ কশ্যপস্তাশ্বজাঃ স্মৃতাঃ ।  
বিধেহথ বসবঃ সাধ্যা বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মশূনবঃ ।  
এবং ধর্ম্মশূতঃ সোমস্বতীয়ো বসুকচ্যতে ॥ ২১  
ধর্ম্মোহপি ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ।  
অত ইত্থান্ মনুশ্চৈব নামতিষ্ঠ নিবোধ মে ।  
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্বঃ ততঃ স্বারোচিষঃ স্মৃতঃ ॥

করিতেছি, শ্রবণ কর । ক্রতু, দক্ষ, সুর, সত্য,  
কাম, কাল, ধৃতি, কুরু, মহুমান্ ও রোচমান  
এই দশজন বিধেদেব । এই সকল দেবতা,  
বর্তমান সপ্তম মনস্তরে বিদ্যমান আছেন,  
আর অপর মনস্তরে যে সকল দেবতার  
উদ্ভব হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর । প্রথমে  
যাম্য এবং পর পর তুষিত, বশবর্তী, সত্য,  
অদ্ভুতরজাঃ ও পরে সাধ্যানামক দ্বাদশ-দ্বাদশ  
সংখ্যক দেবতা গত ছয় মনস্তরমধ্যে প্রাহর্ভূত  
হন । উক্ত যাম্য ও তুষিতের সহিত  
সত্যাদি সমস্ত দেবগণ গত হইয়াছেন । ঐ  
সকল যজ্ঞভুক দেবগণ নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত  
থাকেন । যে সকল দেবতা অতীত হইয়াছেন  
ও স্বাহারা বর্তমান আছেন, তাহাদিগের বিষয়  
পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বোক্ত দ্বাদশ  
আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও মরুদগণ কশ্যপ-  
পুত্র এবং বিধেদেক, বসু ও সাধ্যগণ । সোম-  
নামক যে ধর্ম্মপুত্র, তিনিই তৃতীয় বসু এবং  
পুরাণে ধর্ম্ম ব্রহ্মপুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন ।  
একণে ইন্দ্র ও মনুগণের নামোল্লেখ করি-

তথৈব চ সবর্তিনঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষষ্ঠথা ।  
ইত্যেতে যজ্ঞতিক্রান্তাঃ সপ্তমঃ সাম্প্রতো মনুঃ ॥  
বৈবস্বত ইতি জ্ঞেয়ো ভবিষ্যাঃ সপ্ত চান্নরে ।  
তেষামাদ্যোহর্কসাবর্ণির্ধর্ম্মসাবর্ণিঃ চ ॥ ২৫  
তন্মাক্ত ভবসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণির্জিত্যতঃ ।  
পঞ্চমো দক্ষসাবর্ণিঃ সাবর্ণিঃ পঞ্চ কৌর্তিতঃ ॥ ২৬  
রৌচ্যো ভৌত্যশ্চ দ্বাবস্তাবিত্যেতে মনবো মতাঃ  
ইন্দ্রশ্চ বিশ্বভুক জ্ঞেয়ো বিপশ্চিৎ তদনন্তরম্ ॥  
বিভুঃ প্রভুঃ শিখী চৈব তথৈব চ মনোজবঃ ।  
ওজস্বী সাম্প্রতিস্থলো বলির্ভাব্যনন্তরম্ ॥ ২৮  
অদ্ভুতান্দিবশ্চৈব দশমমন্নিষ্প্র উচ্যতে ।  
শুশান্তিঃ সূকৌর্তিঃ ঋতধামা দিবস্পতিঃ ॥ ২৯  
ইতি ভূতা ভবিষ্যাশ্চ ইন্দ্রা জ্ঞেয়াশ্চতুর্দশ ॥ ৩০  
কাশ্যপোহত্রিংশিষ্ঠশ্চ তরদাজোহথ গৌতমঃ ।  
বিখ্যামিত্রো জমদগ্নিঃ সপ্তেতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ।  
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মরুতোহগ্নান্ পিতৃন গ্রহান  
প্রবহো নিবহশ্চৈব উদহঃ সংবহস্তথা ॥ ৩২

তেছি, শ্রবণ কর । প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, তাহার  
পর স্বারোচিষ এবং ক্রমে উত্তম, তামস,  
রৈবত ও চাক্ষুষ, এই ছয়জন মনু অতীত  
হইয়াছে, সাম্প্রতি বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু  
এবং অপর যে সপ্তসংখ্যক মনু হইবে, তাহা-  
দিগের মধ্যে প্রথম অর্কসাবর্ণি, পরে ক্রমে ধর্ম্ম-  
সাবর্ণি, ভবসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি ও পঞ্চম দক্ষ-  
সাবর্ণি, এই পঞ্চজন সাবর্ণি নামে বিখ্যাত, আর  
রৌচ্য ও ভৌত্যানামক অপর মনুদ্বয়; এই  
চতুর্দশ মনু । প্রথম ইন্দ্র, বিশ্বভুক, অনন্তর  
ক্রমে বিপশ্চিৎ, বিভু, প্রভু, শিখী, মনোজব  
ও ওজস্বী । এই ওজস্বীই বর্তমান ইন্দ্র ।  
ইহার পর বলিরাজ ইন্দ্র হইবে এবং পরে  
ক্রমান্বয়ে অদ্ভুত, ঋতাদিব, শুশান্তি, সূকৌর্তি,  
ঋতধামা ও দিবস্পতি । অতীত ও ভবিষ্য এই  
চতুর্দশ সংখ্যক ইন্দ্র জানিবে । ১৮—৩০ ।  
কাশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, তরদাজ, গৌতম, বিখ্যামি-  
ত্র ও জমদগ্নি এই সপ্তজন ঋষি । ইহার পর  
বায়ু, অগ্নি, পিতৃগণ ও গ্রহগণের বিষয়

প্রবাহো বিবর্তৈশ্চ পরিবাহত্বেষ চ ।  
 অন্তরীক্ষে চ বাহু তে পৃথগ্গার্গবিচারণাঃ ॥ ৩৩  
 মহেন্দ্রপ্রবিত্তজ্ঞান মকুতঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ।  
 সূর্য্যগ্নিচ তুচির্নাম বৈদ্যাতঃ পাবকঃ স্মৃহঃ ।  
 নির্মধ্যাঃ পচমানোহগ্নিহবঃ প্রোক্তা ইমেহবঃ ॥  
 অগ্নীনাং পুত্রপৌত্রাশ্চ চহ্মারিংশরৈব তু ।  
 মকুতামপি সর্কেষাং বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তসপ্তকাঃ ॥ ৩৪  
 এবং সাংবৎসরো হগ্নির্জীবন্তস্ত জজিরে ।  
 ঋতুপুত্রার্জবাঃ পঞ্চ ইতি সর্গঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫  
 সাংবৎসরস্ত প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ।  
 সাংবৎসরস্ত তীয়স্ত চতুর্থস্ত্রয়ৎসরঃ ।  
 পঞ্চমো বৎসরস্তেষাং \* তদেতিঃ পঞ্চতির্ভূগম্  
 তেষু সাংবৎসরো হগ্নিঃ সূর্য্যস্ত পরিবৎসরঃ ।  
 সোমঃ সাংবৎসরস্তেষাং বায়ুশ্চৈবাত্মবৎসরঃ ॥  
 ক্রতুস্ত বৎসরো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চাদা যে যুগাঙ্ককাঃ ।

বলিতেছি । প্রবহ, নিবহ, উবহ, সাংবহ, প্রবাহ,  
 বিবহ ও পরিবাহ, এই সপ্ত বায়ু বাহু অন্ত-  
 রীক্ষে পৃথক পৃথক পথে বিচরণ করিয়া থাকে ।  
 পূর্বে দেবরাজ বায়ুকে সপ্তখণ্ডে বিভাগ  
 করায় ঐ সপ্তপ্রকার হইয়াছে । সূর্য্যগ্নির নাম  
 তুচি, বৈদ্যাতগ্নির নাম পাবক ও পচমান  
 অগ্নির নাম নির্মধ্য, এই ত্রিবিধ অগ্নি নির্দিষ্ট  
 আছে । ঐ অগ্নিদের পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা  
 উনপঞ্চাশৎ এবং উক্ত সপ্ত বায়ুরও প্রত্যেকের  
 সপ্ত সপ্ত পুত্র জানিবে । এইরূপ অগ্নিরূপ  
 সাংবৎসর হইতে ঋতু সকল উৎপন্ন হইয়াছে  
 এবং আর্জব নামে পঞ্চ ঋতুপুত্র, ইহাই  
 সনাতন সৃষ্টি । উক্ত সাংবৎসর প্রথম, দ্বিতীয়  
 পরিবৎসর, তৃতীয় সাংবৎসর, চতুর্থ অম্ববৎসর,  
 এবং পঞ্চম বৎসর, এই পঞ্চ সাংবৎসরাদিতেই  
 যুগ হয়, উহাদের মধ্যে সাংবৎসর অগ্নি, পরি-  
 বৎসর সূর্য্য, সাংবৎসর চন্দ্র, অম্ববৎসর বায়ু  
 এবং বৎসর ক্রতুরূপ জানিবে । বৃহৎপতির

\* বৃহৎসংহিতায়াময়ং বৎসর ইবৎসর-  
 ধেনাতিহিতঃ । তৎসম্যক্তঃ পাঠশ্চেন্দ্রীকিরেত  
 তদা পঞ্চমেবৎসর ইতি আর্ষসঙ্গিগর্ভঃ শ্লোকঃ ।

দ্বাদশপঞ্চাশা ভিন্নাঃ ষষ্টিভেদাঃ তুর্য্যগমাৎ ॥ ৩৬  
 বিষ্ণুঃ তুর্য্যজাঃ শক্রশ্চ \* অগ্নিষাভা তত্বেষ চ ॥  
 অহিত্রপ-পিতৃ-বিশ্ব-সোম-ইন্দ্রাগ্নি-অগ্নিঃ ।  
 ভগো দ্বাদশমন্তেষাং যুগানাং দ্বাদশো মতঃ ॥ ৩৭  
 প্রভবো বিভবঃ গুরুঃ † প্রমোদোহথ প্রজাপতিঃ  
 অদিত্যো জীমুখো ভাবো মুখা ‡ ধাতা তত্বেষ চ  
 ঈশরো বহুধাতুশ্চ প্রমাথী বিক্রমো ॥ ৩৮  
 চিত্রভানুঃ সূতানুশ্চ তারণঃ পার্শ্বিষো বায়ুঃ ॥ ৩৯  
 সর্কজিৎ সর্কধারী চ বিরোধী বিকৃতঃ খরঃ ।  
 নন্দনো বিজয়শ্চৈব জয়ো মন্যধঃ ॥ ৪০  
 হেমলব্ধো \* বিলম্বশ্চ † বিকারী শর্করী প্রবঃ ।  
 শোভকৃৎ ৩৩৭ ক্রোধী বিশ্বাবসুঃ পরাতবঃ ॥ ৪১  
 প্রবজঃ কীলকঃ সোম্যঃ সাধারণ-বিরোধকৃৎ ‡ ।

গতিবিশেষবশতঃ উক্ত দ্বাদশ-যুগাঙ্কক পঞ্চ  
 বৎসর দ্বাদশ-পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হওয়ায়  
 ষষ্টিপ্রকার । উক্ত দ্বাদশ যুগের মধ্যে প্রথম  
 বিষ্ণু, দ্বিতীয় তুর্য্যজা, তৃতীয় শক্র, চতুর্থ  
 অগ্নিষাভা, পঞ্চম অহিত্রপ, ষষ্ঠ পিতৃ, সপ্তম বিশ্ব,  
 অষ্টম সোম, নবম ইন্দ্র, দশম অগ্নি, একাদশ  
 অরী ও ভগ নামে দ্বাদশম যুগ কথিত আছে ।  
 প্রভব, বিভব, গুরু, প্রমোদ, প্রজাপতি,  
 অদিত্য, জীমুখ, ভাব, মুখা, ধাতা, ঈশর,  
 বহুধাতু, প্রমাথী, বিক্রম, যুয, চিত্রভানু,  
 সূতানু, তারণ পার্শ্বিষ, বায়ু, সর্কজিৎ, সর্ক-  
 ধারী, বিরোধী, বিকৃত, খর, নন্দন, বিজয়, জয়,  
 মন্যধ, হৃদ্বিধ, হেমলব্ধ, বিলম্ব, বিকারী, শর্করী,  
 প্রব, শোভকৃৎ, ৩৩৭, ক্রোধী, বিশ্বা-  
 বসু, পরাতব, প্রবজ, কীলক, সোম্য, সাধারণ,

\* শাক্র ইতি পাঠান্তরম্ ।

† গুরু ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ যুবেতি বৃহৎসংহিতাসম্মতঃ পাঠঃ ।

¶ বিক্রম ইতি পাঠান্তরম্ ।

\* হেমালব্ধ ইতি কচিং পাঠঃ ।

† বিলম্বী ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিরোধকৃদিত্তি বৃহৎসংহিতাসম্মতঃ পাঠঃ

পরিবাদী \* প্রমাণী চ † আনন্দো রাক্ষসোহনলঃ  
 পিঙ্গলঃ কামরূক্ষ সিকার্থো রৌদ্রহর্ষতিঃ ।  
 হুম্বুভী কধিরোদগারী রক্তাকঃ ক্রোধনঃ কয়ঃ ।  
 ষষ্টিসংবৎসরাদ্যন্তে যুগৈর্দাদশতিঃ হিতা ।  
 তুরোর্দাদশমাসান্তে বৎসরমুদয়াস্তম্যৈঃ ।  
 নঃয়া স্বাক্ষবিত্তেনে পঞ্চধা পরিবর্তনম্ ॥ ৪৭  
 অমুগচ্ছতি কালোহংসঃ ব্রহ্মাদিকলনোহথ বা ।  
 হুম্বুগুণবিত্তেনে কলতে স চরাচরম্ ॥ ৪৮  
 কার্ত্তিকং শোভনমকং সৌম্যম্ মধ্যমং মতম্ ।  
 পুষ্যমাঘৌ শুভৌ বর্ষৌ মধ্যমৌ কাঙ্কমাঘবৌ ।  
 বৈশাখঃ প্রবরন্তেষাং মধ্যমঃ শুচিসংক্রান্তঃ ।  
 আষাঢ়ো মধ্যমঃ ‡ প্রোক্ত উৎকৃষ্টঃ শ্রাবণো মতঃ  
 ভাদ্রপদো মধ্যকলঃ শ্রেষ্ঠকলোহাধিনো বর্ষঃ ।  
 কৃত্তিকারোহিণী কায়মাষাঢ়ে নাত্ত সংক্রান্তম্ ॥

বিরোধকৃৎ, পরিবাদী, প্রমাণী, আনন্দ, রাক্ষস,  
 অনল, পিঙ্গল, কামরূক্ষ, সিকার্থ, রৌদ্র, হর্ষতি  
 হুম্বুভী, কধির, উদগারী, রক্তাক, ক্রোধন ও  
 কয় এই ষষ্টি প্রকার সংবৎসর দ্বাদশ যুগের  
 আদ্যন্তমধ্যে অবস্থিত থাকে। বৃহস্পতির  
 উদয়াস্তে নক্ষত্রবিশেষবশতঃ বিশেষ বিশেষ  
 নামক দ্বাদশ মাসান্তে এক এক বৎসর হয়। ঐ  
 বৎসর সকলও পঞ্চধা পরিবর্তিত হইয়া থাকে।  
 উহা হুম্বু ও হুম্বুগুণভেদে ব্রহ্মাদি সমুদয় চরা-  
 চরকে কলন অর্থাৎ লয় করেন বলিয়া উহার  
 নাম কল। ৩১—৪৮। বৃহস্পতির উদয়াস্তের  
 দ্বাদশ মাসে যে বৎসর হয়, তন্মধ্যে কার্ত্তিক-  
 নামক বর্ষ শুভপ্রদ, সৌম্য অর্থাৎ অগ্রহায়ণ  
 বর্ষ মধ্যম, পুষ্য ও মাঘনামক বর্ষদ্বয় শুভ-  
 দায়ক, কাঙ্কন ও মাঘব নামক বর্ষ মধ্যবিধ।  
 বৈশাখ নামক বর্ষ, বর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং  
 শুচি ও আষাঢ় নামক বর্ষদ্বয় মধ্যম।  
 আষাঢ়বর্ষ উৎকৃষ্ট, ভাদ্রপদনামক বর্ষ মধ্যবিধ  
 ও আশ্বিননামক বর্ষ শ্রেষ্ঠ। পূর্বোক্ত বৎসরের

অগ্নেবাং হৃদয়ঃ বিদ্ধি যথাপুণ্যন্ত বৎসরম্ ।  
 এতৈঃ শুভৈঃ শুভং ক্রুরহর্ষতন্ত অশুভং ভবেৎ  
 মধ্যমং প্রভবং বর্ষমৌতয়ঃ সন্তি নো ভয়ম্ ।  
 চত্বারো বিভবাদ্যাস্ত শোভনা বিযুতা এতৈঃ ।  
 অজিরাদ্যাত্তাত্ত্রীণি মধ্যমাবপরৌ মতৌ ।  
 দৈবরৌ বহুধাত্তন্ত শুভৌ পাশৌ প্রমাণিনৌ ।  
 আদ্যে যে মধ্যমে বর্ষে যুগেহম্মিঃ শুভতীক্ষ্ণকে  
 শ্রেষ্ঠমাদ্যং চতুর্থম্ মধ্যং প্রোক্তং দ্বিতীয়কম্ ।  
 ত্রীণি চাত্ত্রানি শ্রেষ্ঠানি সর্বকামকলানি চ ।  
 পঞ্চমে প্রবরমৈকং সর্বাধারীতি সম্ভবম্ ॥ ৫৬  
 শেবাঃ কষ্টকলাঃ সর্কে সর্বদোষভয়াবহাঃ ।  
 চত্বারঃ শোভনাঃ বর্কেযুগে অন্ত্যমশোভনম্ ।  
 আদ্যাস্ত সপ্তমে বর্ষাশ্চত্বারৌ ভয়দা মতাঃ ।  
 শোভনমস্তিমং বর্ষং সর্বকামকলপ্রদম্ ॥ ৫৮  
 অষ্টমে দ্বৌ শুভৌ চাদ্যাবশুভঃ মধ্যমং মতম্ ।  
 মধ্যো যে চান্তিমে বর্ষে শুক্লচারবণাম্বপ ॥ ৫৯

কৃত্তিকা ও রোহিণীনক্ষত্র শরীর স্বরূপ,  
 পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র নাভিস্বরূপ  
 এবং পুষ্যা অগ্নেয়্যা ও মঘানক্ষত্র হৃদয় স্বরূপ  
 জানিবে। গ্রহত্বকি থাকিলে ঐ বর্ষ সকল  
 শুভ এবং ক্রুর-গ্রহ-আশ্রিত হইলে অশুভ  
 হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত প্রভব নামক বর্ষ মধ্যম,  
 উহাতে অতিবৃষ্টি-অনাড়্যাদি ভয় থাকে না।  
 বিভবাদি বর্ষচতুষ্টয় যদি ক্রুরগ্রহ বর্জিত হয়,  
 তাহা হইলে উহা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। অজি-  
 রাদি বর্ষদ্বয় শুভ ও তৎপর বর্ষদ্বয় মধ্যম।  
 দৈবর ও বহুধাত্ত নামক বৎসরদ্বয় শুভ ও  
 প্রমাণী নামক বর্ষদ্বয় অশুভ। বর্তমান তৃতীয়  
 যুগে আদি দুই বর্ষ মধ্যম, চতুর্থ যুগে আদি  
 শ্রেষ্ঠ ও দ্বিতীয় মধ্যম এবং তৎপরবর্তী  
 অপর বর্ষদ্বয় শ্রেষ্ঠ ও সর্বকাম-কলপ্রদ।  
 পঞ্চমযুগে একমাত্র সর্বাধারী নামক বর্ষই  
 শ্রেষ্ঠ, আর অবশিষ্ট নিখিল বর্ষই কষ্টজনক  
 এবং সর্বপ্রকার দোষ ও ভয়ের উৎপাদক।  
 ষষ্ঠযুগে প্রথম চারি বর্ষ শুভজনক ও অস্তিম  
 বর্ষ অশুভকর। সপ্তম যুগে আদি বর্ষ চতুষ্টয়  
 ভয়জনক ও অস্তিম বর্ষ শুভকর এবং অখিল

\* পরিভাবীতি পাঠান্তরম্ ।

† প্রমাণীতি বৃহৎসংহিতাসম্মতঃ পাঠঃ ।

‡ হৃদয় ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

আদ্যমস্তৌ চ ন শুভৌ নবমে যে পরে শুভে ।  
 দশমে মধ্যমঃ ষ্ঠমাদ্যমস্তৌ চ নিন্দিতৌ ॥ ৬০ ॥  
 তদ্বদেকাদশে বিদ্যাদাদ্যমস্তৌ চ শোভনম্ ।  
 যুগে শুক্লবশাৎস শুভাশুভকলং নুণাম্ ॥ ৬১ ॥  
 জন্মকৃতকর্মেষু \* অষ্টাঙ্গগতেষু চ ।  
 পরিবর্তাঃ সদা কষ্টাঃ শেযাঃ সর্বৈ শুভাবহাঃ ।  
 কুর্শ্বকালবিভাগেন যথা চারগমেন তু ।  
 শুভাশুভ দেশানাং প্রযচ্ছন্তি মহাগ্রহাঃ ॥ ৬২ ॥  
 আগ্নেয়াদিবিভাগেন ত্রিকর্ণ† নবধাকৃতম্ ।  
 কুর্শ্বাঙ্গং ভবতে লোকো যত্রোৎ পৃথিবী স্থিতা ॥  
 কেচিৎ কালং বদন্ত্যন্তে স্বভাবমাগমেহপরে ।  
 গ্রহভাবগতং সর্বং দৃশ্যতেহুস্মিন শুভাশুভম্ ॥

অভ্যষ্ট কলপ্রদ । অষ্টম যুগে আদি বর্ষদ্বয়  
 শুভ, মধ্যম অশুভ এবং বৃহস্পতির গতি  
 বশতঃ অন্ত্য-দ্বিবর্ষ মধ্যম বলিয়া উল্লিখিত  
 আছে । নবমে আদিবর্ষ ও অষ্টম বর্ষদ্বয়  
 অশুভ এবং আদির পরবর্তী অপর দুই বর্ষ  
 শুভ । দশম যুগে মধ্যম ষ্ঠম এবং আদি  
 বর্ষদ্বয় ও অষ্টম বর্ষদ্বয় নিন্দিত ॥ ৪৯—৬০ ॥  
 একাদশ যুগে ও দশম যুগের ত্রায় বর্ষের  
 শুভাশুভ জানিবে । অষ্টম যুগে কেবল  
 আদ্য বর্ষই প্রশংসনীয় । হে বৎস! বৃহ-  
 স্পতির গতিবিশেষ বশতই পূর্বোক্ত বর্ষ  
 সকল মানবগণের শুভাশুভ কল প্রদান  
 করিয়া থাকে । জন্মনক্ষত্র এবং তৃতীয়,  
 চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ রাশিতে  
 বৃহস্পতি গমন করিলে সর্বদা ক্রেশ এবং  
 অপর স্থানে গত হইলে শুভ হইয়া থাকে ।  
 কুর্শ্ববিভাগানুসারে কালবিশেষে সঞ্চারণনা-  
 নুসারে গ্রহগণ দেশবিশেষে শুভাশুভ কল  
 প্রদান করেন । কৃত্তিকা প্রভৃতি ভরণীপর্যন্ত  
 সাতাইশ নক্ষত্র নয় ভাগ করিলে, তিনটি  
 তিনটি নক্ষত্র পাওয়া যায় । তাহাতেই  
 কুর্শ্ববিভাগ হয় । সমস্ত লোকই কুর্শ্বের অঙ্গ,

\* ধর্ম্মেষু ইতি পাঠান্তরম্ ।

† ত্রিবর্ণম্ ইতি কল্পিতঃ পাঠঃ ।

জম্বুদ্বীপে তু বৈ দেশে ব্যবহারো ভবেদুণাম্ ।  
 তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ মুনিপুঙ্গব ॥ ৬৬ ॥  
 মিথিলা মেখলা কাঞ্চা অহিচ্ছত্রা পুরঞ্জকাঃ ।  
 সূর্য্যাবর্তা নাম পুরী কোষা দ্বীপাশ্চ শোভনাঃ  
 পাটলিপুত্রং তীরভুক্তি গঙ্গাধারং যমুনাস্তরম্ ।  
 আনন্তপুরং পৃথ্বী মধ্যহতং ন দৃশ্যতে কুরৈঃ ।  
 মগধা অঙ্গবঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাঃ পূর্ব্বসাগরম্ ।  
 মাহেন্দ্রীবিষয়ং গঙ্গা মিলিতা যত্র সাগরে ॥ ৬৯ ॥  
 সমতটং বর্দ্ধমানশ্চ শিরোপেঠৈবিনশ্রুতি ॥ ৭০ ॥

এই পৃথিবীও কুর্শ্বোপরি অবস্থিতা । কেহ  
 কেহ কালকে, অপর স্বভাবকে শুভাশুভের  
 কারণ বলেন; কলে কিন্তু গ্রহভাবই সমগ্র  
 শুভাশুভের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত । জম্বু-  
 দ্বীপান্তর্গত যে দেশসমূহ লইয়া কুর্শ্বের ব্যবহার  
 হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহা আমি সংক্ষেপে  
 বলিতেছি,—মিথিলা, মেখলা, কাঞ্চা, অহি-  
 চ্ছত্রা, পুরঞ্জক, সূর্য্যাবর্তা, কোষদ্বীপ, পাটলি-  
 পুত্র, তীরভুক্তি, গঙ্গাধার, যমুনার সমীপবর্তী  
 প্রদেশ এবং আনন্তপুর, কুর্শ্বের মধ্য; \*  
 অর্থাৎ কৃত্তিকাদি ত্রিনক্ষত্রের আয়ত্ত; এই  
 সব নক্ষত্র কুরগ্রহদূষিত হইলে ঐ সকল  
 দেশ নষ্ট হয়, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পূর্ব্ব-  
 সাগর, মাহেন্দ্রী, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, সমতট  
 এবং বর্দ্ধমান—কুর্শ্বের মস্তকস্থ নক্ষত্রত্রয়  
 কুরগ্রহদূষিত হইলে, বিনষ্ট হয় ॥ ৬১—৭০ ॥

\* কুর্শ্ব পূর্ব্বমুখ হইয়া উৎপৃষ্ঠভাবে শয়ান ।  
 কুর্শ্বের মধ্যভাগে কৃত্তিকাদি তিন নক্ষত্র;  
 মস্তক পূর্ব্বদিকে, তথায় আর্দ্রাদি তিন নক্ষত্র ।  
 উত্তরপদ ঈশানকোণে, দক্ষিণপদ অগ্নিকোণে,  
 পূর্ব্বপদ ঈশানকোণে, পশ্চিমপদ বায়ুকোণে,  
 পুচ্ছ পশ্চিমদিকে, দক্ষিণকক্ষ দক্ষিণদিকে,  
 আর বামকক্ষ উত্তরদিকে । কৃত্তিকা হইতে  
 পূর্ব্বক্রমে তিন তিন নক্ষত্র পলাদিতে  
 জানিবে । ঈশানকোণে ভরণী, অশ্বিনী,  
 রেবতী; উত্তরদিকে উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বভাদ্র-  
 পদ, শতভিষা; ইত্যাদিক্রমে কুর্শ্বাঙ্গ-বিভাগ



## ষট্চছাবিংশোধ্যায়ঃ

কামরূপং বিদেহাশ্চ নেপালং রৈবতো গিরিঃ ।  
কাশ্মীরৌড়ম্বরশ্চৈব উত্তরপাদে বিনশ্চতি ॥ ৭১  
কৈকেয় অচ্ছাদবনং চিত্রং কৈলাসমেরুঞ্চ ।  
কনকভূমিরদেশাঃ কুল্লোপহতে বিনশ্চতি ॥ ৭২  
বাহ্লিকা মথুরা বীথী পুরুষপুরী চ কাকোলী ।  
পার্শ্বে মা চ মহী পশ্চিমপাদে চ বিনশ্চতি \* ॥  
বৈদিশশ্চ সৌবীরা সিন্ধুবালমহারাষ্ট্রাণি ।  
সৌরাষ্ট্রপুরাধিগতা দেশাঃ পুচ্ছে বিনশ্চতি ॥  
অবন্তিকা বিদর্ভাশ্চ কাঞ্চীপুরিকাঃ সিংহলাঃ ।  
বনং মলয়বাসী চ লঙ্কাপুরী তথৈব চ ।  
চক্রাক্ষং দক্ষিণে পাদে হতে নশ্চতি পীড়িতাঃ ॥

কামরূপ, বিদেহ, নেপাল, রৈবতগিরি, কাশ্মীর  
ও ঔড়ম্বর দেশ—উত্তরপাদস্থ নক্ষত্রত্রয়  
কুরগ্রহ-দূষিত হইলে বিনষ্ট হয়। কৈকেয়,  
আচ্ছাদবন, চিত্র, কৈলাসপর্বত, অমেরুপর্বত  
কনকভূমি প্রভৃতি উত্তরদেশ—বামকৃষ্ণ  
নক্ষত্রত্রয় দূষিত হইলে বিনষ্ট হয়। বাহ্লিক,  
মথুরা, বীথী, পুরুষপুরা, কাকোলী প্রভৃতি  
দেশ—পশ্চিম-পাদস্থ নক্ষত্রত্রয় ( ধনিষ্ঠা  
শ্রবণা ও উত্তরাষাঢ়া ) কুরগ্রহপীড়িত হইলে  
বিনষ্ট হয়। বৈদিশ, সৌবীর, সিন্ধু, বাল-  
রাজ্য মহারাষ্ট্র এবং সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ  
—পুচ্ছস্থ নক্ষত্রত্রয় কুরগ্রহ দূষিত হইলে,  
বিনষ্ট হয়। অবন্তী, বিদর্ভ, কাঞ্চীপুরী, সিংহল,  
বন, মলয়পর্বত, লঙ্কাপুরী এবং চক্রাক্ষদেশ—

হইবে। বলা বাহুল্য, তাহা হইলে, অগ্নি-  
কোণে পূর্বকল্পনৌ, মঘা ও অশ্লেষানক্ষত্রের  
আরম্ভ হয়। বৃহৎসংহিতা চতুর্দশ অধ্যায়ে,  
আর নারদসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই কুর্ম-  
বিভাগ আছে। তবে দেশ-নামভেদ প্রভৃতি  
বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, তাহার  
মীমাংসা কালাদিভেদে কর্তব্য। ( অমুবাদক )

\* বাহ্লীকামথুরাবীথী পুরুষপুরা চ কাকো-  
লীপীড়িতাঃ। য়ে মোচমহী পশ্চিমপাদে  
বিনশ্চতি ইতি পাঠান্তরম্।

নর্মদায়া মহীমধ্যং বৈজয়ন্তী চ কোঙ্কণম্ ।  
পুরুষপুরনামা চ সহ্যাদ্যাশ্চ \* মহাগিরিঃ ।  
অরণ্যং গোপুরং ভীমং কুল্লো দক্ষিণসংযুতম্ ।  
বেগং কোশলকান্তারহরকুটমহাধ্বনাঃ ॥ ৭৭  
বেধাতটং সমস্তঞ্চ গতা পূর্বাভূতিসঙ্গতাঃ ॥ ৭৮  
বিনশ্চতি হতাঃ কুরৈগ্রহৈকুৎপাতস্চিতাঃ ।  
সূর্য্যোদয়মস্তাদিসংক্রান্তৌ ক্রমপীড়িতাঃ ॥ ৭৯  
তিথ্যগুণগতশ্চ মধ্যাহ্নে অন্তমিতে অধোমুখে  
রবিচরতে ।  
অর্দ্ধনিশাধীঃ শয়িতঃ ক্রমতে উর্দ্ধং প্রভাতে তু  
বিনিবিষ্টস্ত বকারাদৌ শয়িতৌ গরভৈতিভিল ।  
কৌলবে চোচ্ছিত্তৌ রাশিঃ রবিঃ সংক্রমতে সদা

দক্ষিণপাদস্থ নক্ষত্রত্রয় কুরগ্রহ, পীড়িত হইলে  
বিনষ্ট হয়। নর্মদা, মহীমধ্য, বৈজয়ন্তী,  
কোঙ্কণ, পুরুষপুর, সহ্যগিরি, অরণ্য, গোপুর  
এবং ভীমরাজ্য ( ভীমরাজ্য )—দক্ষিণকৃষ্ণ  
নক্ষত্রত্রয় পীড়িত হইলে বিনষ্ট হয়। বেগ,  
কোশল, কান্তার, হরকুট, মহাপথ, বেধাতট  
প্রভৃতি দেশ—পূর্বাপাদস্থ নক্ষত্রত্রয় উৎপাত-  
সূচক-কুরগ্রহ-পীড়িত হইলে বিনষ্ট হয়।  
সূর্য্যের উদয়াস্তাদি-সংক্রান্তি-স্থলেও পীড়াক্রম  
অবগত হওয়া যায়। মধ্যাহ্নে তিথ্যকুগামী  
হইয়া সংক্রমণ, অন্তসময়ে অধোমুখে সংক্রমণ,  
অর্দ্ধরাত্রে শয়ানভাবে সংক্রমণ, প্রভাতে উর্দ্ধ-  
ভাবে সংক্রমণ, বব, বালব, বণিজ এবং বিষ্টি-  
করণস্থ সূর্য্যের উপবিষ্ট-ভাবে সংক্রমণ, গর-  
বরণ ও তৈতিলকরণস্থ সূর্য্যের শয়ানভাবে  
সংক্রমণ, আর কৌলবকরণস্থ সূর্য্যের উর্দ্ধভাবে  
সংক্রমণ হইয়া থাকে। তবে কৌলবকরণা-  
দিশ্চ সূর্য্যের অন্তময়ে সংক্রমণাদি উৎপাত-  
সূচক জানিবে। সংক্রমণকালে মেঘ, বৃষ,  
কর্কট, সিংহ, তুল্য, ধনু, মকর, বা কুম্ভরাশি

\* পুরুষপুরং নারায়ণী সদাধ্যাশ্চ ইতি  
পাঠান্তরম্।

ধনুঃসিংহবৃষকৃত্তিকপচয়সংঘৈঃ সদাবরৈঃ \*

কৈবল্যম্ ।

অহুশচর্যৈঃ কুরৈস্তৈর্হুঁষ্টা লোকনাশায় । ৮২  
অ ই উ এ কাস্তকা । ও ব বি বু রোহিণী ।  
বে বো ক কি যুগাশিরাঃ । কু ষ ও হু অর্জি ।  
কে কো হু হি পুনর্কশুঃ । হু হে হো ড পুয়া ।  
ভি ডু ডে ডো অগ্নেয়া । ম মি যু মে মধ্য ।  
মো ট টি টু পূর্বকন্তনী ।  
টে টো প পি উত্তরকন্তনী ।  
পু ষ ণ ঠ হস্তা । পে পো র রি চিত্রা ।  
ক রে রো ত স্বাতী । তি তু তে তো বিশাখা ।  
ন নি হু নে অশ্বরাধা । নো য় যি যু জ্যেষ্ঠা ।  
যে যো ড তি মূল্য । ভু ধ ক চ পূর্বাষাঢ়া ।  
তে তো জ জি উত্তরাষাঢ়া ।  
জু জে জো থ অর্ভিজৎ ।

তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, একাদশ হইলে শুভদায়ক,  
আর তাহা না হইয়া যদি পাপগ্রহ-দূষিত  
হয়, তাহা হইলে লোকের বিনাশ হইয়া  
থাকে † । ৭১—৮২ ।

১ চু চে চো ল । ২ লি লু লে লো । ৩ অ  
ই উ এ । ৪ ও ব বি বু । ৫ বে বো ক কি ।  
৬ কু ষ ও হু । ৭ কে কো হু হি । ৮ হু হে  
হো ড । ৯ ভি ডু ডে ডো । ১০ ম মি যু মে ।  
১১ মো ট টি টু । ১২ টে টো প পি । ১৩  
পু ষ ণ ঠ । ১৪ পে পো র রি । ১৫ ক রে  
রো ত । ১৬ তি তু তে তো । ১৭ ন নি হু  
নে । ১৮ নো য় যি যু । ১৯ যে যো ড তি ।

\* বরৈরিত্যজ ববে ইতি পাঠান্তরম্ ।

† এই শ্লোকের নানা অর্থ হয় । বিশেষ,  
পাঠ ভেদও আছে । ‘বরৈঃ’ এইখানে আমি  
‘চরৈঃ’ পাঠ করিয়া উপদ্রুত-অনুবাদ করি-  
য়াছি । ‘বরৈঃ’ পাঠের অর্থ,—ধনু, সিংহ, বৃষ  
এবং কৃত্তিকাশি সংক্রমণকালে তৃতীয়াদি হইলে  
ও বরগ্রহ কিনা শুভগ্রহ তাহাতে থাকিলে  
শুভ হয় ইত্যাদি । ( অনুবাদক )

খি খু খে খো অবণা । গ গি ও গে ধনিষ্ঠা ।

গো শ শি শু শতভিষা ।

শে শো দ দি পূর্বভাদ্রপদা ।

হু ধ ঝ ঞ উত্তরভাদ্রপদা ।

দে দো চ চি রেবতী ।

চু চে চো ল অশ্বিনী । লি লু লে লো ভরণী ।

এতৈর্বাণকটৈঃ \* সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্

আদ্যাক্ষরম্ নামেন বুধ্যা কথ্যং শুভাশুভম্ ।

বিশাখাদিহিতৈ হৃদ্যে উৎপাতমৃত্যাকারকি ।

সিদ্ধিবোগাশ্চ † জায়ন্তে আদ্যন্তাঃ স্বাতিপশ্চিমা

বিশ্ববোদ্ধশশকাতা ‡ পঞ্চদশ চতুর্দশ ।

বিশে হৃদ্যাশ্চ ক্রদ্যাশ্চ হৃদ্যায়াঃ শনিপশ্চিমাঃ ।

ছায়া সর্বেষু কার্যেষু সাধনায় প্রকীৰ্ত্তিতা ।

বিবাহমঙ্গলাদীনাং সপ্রতিষ্ঠাভিষেচনম্ । ৮৬

যাজ্ঞাপুৰ্যাভিষেকে চ ছায়াসংসাধনৌ শুভা ॥ ৮৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণেহত্নাদয়পাদে কালব্যব-

হায়াঃ ষষ্ঠচত্বারিংশোধ্যায়ঃ । ৪৬ ।

২০ ভু ধ ক চ । ২১ তে তো জ জি । জু জে

জো থ । ২২ খি খু খে খো । ২৩ গ গি ও

গে । ২৪ গো শ শি শু । ২৫ শে শো দ দি ।

২৬ হু ধ ঝ ঞ । ২৭ দে দো চ চি ।

এই সব অক্ষর-অনুসারে ত্রৈলোক্যের  
নামাদ্যক্ষর দ্বারা বিবেচনা করিয়া সকলের  
শুভাশুভ বক্তব্য । ছায়া ও ছায়াচক্র সকল  
কার্যেরই সাধনোপযোগী । এই ছায়া হইতে  
যখন বোধ হইবে, হৃদ্য বিশাখাদি নক্ষত্রে  
স্থিত, তখন কার্য করিলে উৎপাত-মৃত্যু  
হইয়া থাকে । আর অশ্বিনী হইতে স্বাতী  
পর্যন্ত নক্ষত্রস্থিত বোধ হইলে, কার্যসিদ্ধি  
জানিবে । বিশ, বোদ্ধশ, পঞ্চদশ, চতুর্দশ,  
জ্যোতিষ, স্বাদশ এবং একাদশ সংখ্যা হইতে  
হৃদ্যাশি শনি পর্যন্ত সপ্তগ্রহ অনুভব করিবে ।  
যাজ্ঞা, পুৰ্যাভিষেক, প্রতিষ্ঠা, অভিষেক

\* ঋকাকটৈঃ ইতি কাপি পাঠঃ ।

† সিদ্ধিবোগাশ্চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ শকাতা ইত্যজ সত্যাগ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

বর্গাঃ ক-চ-ট-ত-পাদ্যাঃ

লোহিতভৃৎসৌম্য-স্রোরাণম্ ।

সূর্য্যন্ত অকারাদ্যাঃ শশিনো বর্ণা যকারাদ্যাঃ  
মেঘাদিষু নবভাগার্থে স্ববর্ণাঃ ক্রমেণ সমাধিগতাঃ  
বর্ণে চ পরিসমাপ্তে পূর্ব্ববদানভ্যতে ক্রয়ঃ ।  
স্বরব্যঞ্জনসংযোগো ভূতস্বগতা যথাযোগম্ ॥ ৩  
জাহ্না সর্ব্বমশেষঃ ধর্ম্মাদিকমারভেরিত্যম্ ॥ ৪  
কর্ত্তব্যঃ পক্ষমাসস্বয়নসমাদিষু ॥ ৫  
পিতরঃ সর্ব্বদেবানাং গ্রহাদীনাং নিবোধত ।  
আর্তবাঃ পিতরো জ্ঞেয়া যো জাহ্না ঋতুস্বনবঃ ।  
প্রপিতামহা ঋতবঃ পক্ষাশদ্ ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥ ৭  
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষাক্তাশ্চ তে ত্রিধা ।  
আদিত্যশ্চৈব সৌমশ্চ লোহিতাকো বৃধস্তথা ॥ ৮

এবং বিবাহাদি মঙ্গল কার্যে ছায়াসাধন  
গুণাবহ ॥ ৮৩—৮৭ ॥

ষষ্ঠচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ এবং পবর্গ যথা-  
ক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বৃধ, বৃহস্পতি এবং শনির ।  
অকারাদি স্বর সূর্য্যের, যকারাদি বর্ণ চন্দ্রের ।  
বর্ণ-সমূহের মেঘাদি রাশির নবভাগগত । বর্ণ  
পরিসমাপ্ত হইলে আবার প্রথম বর্ণ হইতে  
আরম্ভ কর্ত্তব্য । অর্থাৎ চন্দ্রবর্গ—যবর্গের পর  
কি 'বর্গ' এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎক্ষণে  
বলা উচিত, 'কবর্গ' ইত্যাদি । যথাসম্ভব স্বর-  
ব্যঞ্জনসমূহ হইতে উৎপন্ন । কু, তব এবং  
লুতাপ্রভৃতি শব্দে মিলাইয়া দেখ । জটী  
( বঙ্গকাল ), দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন এবং  
বৎসরাদিতে যখনই ধর্ম্মাদি-কার্য্য করিবে,  
তখনই এইরূপে গুণাগুণ সময় পরীক্ষা  
করিবে । এক্ষণে পিতৃগণ ও গ্রহ প্রভৃতি  
দেবগণের বিষয় অবগত কর । বাহারা ঋতু-  
গণের পুত্র, সেই পিতৃগণ আর্তব নামে  
আজিহিত । ঋতুগণ পিতামহ ; ( মূলে পার্শ্ব-

বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ তথা চৈব শনৈশ্চরঃ ।  
বাহশ্চ ধূমকেতুশ্চ এতে নবগ্রহাঃ সূতাঃ ॥ ১০  
জৈলোক্য ইমে নিত্যং ভাবাতাববিচেকাঃ ।  
আদিত্যশ্চৈব সৌমশ্চ বাবেভৌ মণ্ডলৌ গ্রহৌ  
বাহুয়াগ্রহস্তেবাং শেবান্তরাগ্রহাঃ সূতাঃ ।  
নক্ষত্রাধিপতিঃ সৌম্যো গ্রহরাজো দিবাকরঃ ।  
পঠ্যতে চাগ্নিগাদিত্য উদকং চন্দ্রমাঃ সূতঃ ।  
আদিত্যং পঠ্যতে শত্ৰুকমাং বিদ্যাগ্নিশাকরম্ ।  
পিতামহস্ত বিজ্ঞেয়স্বতীমোহদারকো গ্রহঃ ।  
কন্তপন্ত সূতঃ সূর্য্যঃ সৌম্যো ধর্ম্মসূতঃ সূতঃ ।  
দেবানুরক্ত বৌ চ ভাহুমন্তৌ মহাগ্রহৌ ।  
প্রজাপতিসূতাবেতাবুভৌ শুক্রবৃহস্পতৌ ॥ ১৪  
বৃধঃ সৌম্যব্রজঃ জীমান্ সূর্য্যপুত্রঃ শনৈশ্চরঃ ।  
সৈবহিকেশ্যঃ সূতো বাহুঃ কেতুশ্চ ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।  
সর্ব্বেষাক্ত গ্রহাণাং বৈ অধস্তাচরতে রবিঃ ।  
রবেরুর্জ্জগৎপতঃ সৌম্যঃ সৌম্যরক্ষতমণ্ডলম্ ।  
নক্ষত্রেষ্টো বৃধস্ক্রুৎ বৃধাদুর্জ্জগৎ ভার্গবঃ ।  
তন্মাদদারকশ্চোর্জ্জগৎ তন্ত চোর্জ্জগৎ বৃহস্পতিঃ ॥

প্রমাদ আছে ) পক্ষাশৎ-সন্যক পিতৃপুত্র, ব্রহ্মার পুত্র ; ভাহারা অগ্নিষাক্ত, সৌম্য এবং বর্হিষদ্ এই তিন ভাগে বিভক্ত সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, বাহ এবং কেতু ইহারা নবগ্রহ । ১—২ । নবগ্রহই জৈলোক্যের গুণাগুণসূচক । সূর্য্য এবং চন্দ্র এই দুই মণ্ডলগ্রহ ; বাহ ছায়াগ্রহ এবং অবশিষ্ট তরাগ্রহ । চন্দ্র নক্ষত্রাধিপতি আর সূর্য্য গ্রহরাজ । সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র জল, সূর্য্য, শিব, চন্দ্র শিবা । মঙ্গলগ্রহ ব্রহ্মা । সূর্য্য কন্তপের-পুত্র ; চন্দ্র ধর্ম্মের পুত্র ; দুই ভেদস্বী মহাগ্রহ বৃহস্পতি ও শুক্র দেবগুরু ও অনুর-গুরু । ইহারা উভয়ে প্রজাপতিবরের পুত্র । জীমান্ বৃধ চন্দ্রের পুত্র, শনি সূর্য্যের পুত্র । বাহ সিংহিকাতনয়, আর কেতু ব্রহ্মার পুত্র । সূর্য্য সকল গ্রহের নিম্নে বিচরণ করেন, সূর্য্যের উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর নক্ষত্রমণ্ডল । নক্ষত্র মণ্ডলের উর্ধ্বে বৃধ, বৃধের উর্ধ্বে শুক্র, শুক্রের উর্ধ্বে মঙ্গল, মঙ্গলের উর্ধ্বে বৃহস্পতি, তদুর্ধ্বে শনি ;

তন্মাত্রাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্ধ্বং তন্মাত্রাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্ধ্বং ।  
 ঋষিত্যশ্চ ক্রবশ্চোর্ধ্বমায়াস্তং ত্রিদিবং ক্রবে ॥ ১৮  
 আদিত্যানিলয়ো রাত্ত্বঃ কদাচিত্ সোমমার্গতঃ ।  
 সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিত নিত্যং কেতুঃ প্রসপতি ॥ ১৯  
 নবযোজনসহস্রাণি বিস্তারো ভাস্করস্ত তু ।  
 বিস্তারাত্ ত্রিগুণকান্ত পরিণাহে তু মণ্ডলম্ ॥ ২০  
 দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ ॥  
 ত্রিগুণঃ মণ্ডলকান্ত যথৈব সবিভুক্তথা ॥ ২১  
 চন্দ্রতঃ সোড়শভাগো ভার্গবস্ত বিধীয়তে ।  
 ভার্গুবাৎ পাদদ্বীনস্ত বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ॥  
 বৃহস্পতেঃ পাদদ্বীনো বক্রসৌরাবুদাহৃতৌ ।  
 বিস্তারমণ্ডলাভ্যাস্ত পাদদ্বীনস্তয়োবুধঃ ॥ ২৩ ॥  
 বৃহত্তূল্যানি ঋক্ষাণি সর্কহুশ্বানি যানি তু ।  
 যোজনান্নপ্রমাণানি তেভ্যো হুশ্বং ন বিদ্যতে ॥  
 রাত্ত্বঃ সূর্য্যপ্রমাণস্ত কদাচিত্ সোমসম্মিতঃ ।  
 তন্মাত্রা গ্রহপ্রমাণস্ত কেতুশ্চনিয়তঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫

শনির উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল । ঋষিমণ্ডলের উর্দ্ধে  
 ক্রব । স্বর্গক্রবের সহিত সপ্তর্ষি । রাত্ত্ব কখন  
 সূর্য্যমণ্ডলে, কখন বা চন্দ্রমণ্ডলে থাকেন ।  
 কেতু নিত্য সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া বিচরণ করেন ।  
 সূর্য্যের বিস্তার নয়সহস্র যোজন । মণ্ডলের  
 বিস্তার, সূর্য্যবিস্তার অপেক্ষা তিনগুণ বেশী ।  
 সূর্য্যর বিস্তার অপেক্ষা চন্দ্রের বিস্তার দ্বিগুণ  
 অধিক । সূর্য্যমণ্ডল সূর্য্য অপেক্ষা যেমন  
 ত্রিগুণ অধিক, তদ্রূপ চন্দ্রমণ্ডল চন্দ্র অপেক্ষা  
 ত্রিগুণ বেশী । শুক্র, চন্দ্রের ১০ মৌল ভাগের  
 একভাগ । বৃহস্পতি, শুক্র হইতে এক-  
 চতুর্থাংশ হীন । মঙ্গল এবং শনি বৃহস্পতি  
 অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ হীন । শনি-মঙ্গল  
 অপেক্ষা বৃহৎ এক চতুর্থাংশ হীন ।  
 হীনতা নিজ বিস্তার ও মণ্ডলবিস্তার  
 উভয় পক্ষেই বুঝিবে । নক্ষত্রগণের পরিমাণ  
 বুধের তুল্য । সর্কহুশ্বা নক্ষত্র যে নক্ষত্র,  
 তাহাদের পরিমাণ অর্ক যোজন । তদপেক্ষা  
 ক্ষুদ্র নক্ষত্র নাই । রাত্ত্ব কখন সূর্য্যের স্তায়  
 পরিমাণসম্পন্ন হয়, কখন বা চন্দ্র-সমপরিমাণ  
 হইয়া থাকে । গ্রহগণের প্রমাণ রাত্ত্ব হইতেই

ভূলোকঃ ভুবঃ স্বলোকঃ ত্রৈলোক্যমিদমুচ্যতে ।  
 মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥  
 ভূলোকঃ পার্শ্বিবো লোকো অন্তরীক্ষঃ ভুবঃ স্মৃতঃ  
 ভাব্যা লোকা দ্বিবি হেতচ্ছেদা উর্দ্ধঃ যথাক্রমম্  
 ভূতস্তাধিপতির্হৃদিস্ততো ভূতপতিস্ত সঃ ।  
 বায়ুর্নভসোহধিপতিস্তেন বায়ুর্নভস্পতিঃ ।  
 ভাব্যস্ত সূর্য্যোহধিপতিস্তেন সূর্য্যো দিবস্পতিঃ  
 গন্ধর্বাঋষসশ্চৈব গুহকাঃ সহ রাক্ষসৈঃ ।  
 ভূলোকবাসিনঃ সর্কৈ অন্তরীক্ষচরান্ শৃণু ॥ ২১  
 মরুতঃ সপ্তাভিঃ ক্ষকৈঃ ক্রদাস্তথৈব চাশ্বিনৌ ।  
 আদিত্যা বসবঃ সর্কৈ \* তথৈব চ গবাঃ গণাঃ  
 চতুর্থে তু মর্হলোকে তিষ্ঠন্তে কল্পবাসিনঃ ।  
 প্রজানাং পতিভিঃ সর্কৈঃ সেব্যতে পঞ্চমো মহান্  
 ময়ুঃ সনৎকুমারাদ্যা বৈরাজশ্চ সূতাশয়ঃ ।  
 যঠে তু সংস্থিতা হেতে দেবা দেববিবোধকাঃ ॥

হয় । কেতুর পরিমাণ-সৈহর্য্য নাই । ১০—২৫  
 ভূলোক, ভুবলোক এবং স্বলোক্য  
 ত্রৈলোক্য । ভূলোকাদিভ্য, আর মহলোক,  
 জনোলোক, তপোলোক, এবং সতালোক  
 এই সপ্ত লোক । ভূলোক পার্শ্বিবলোক,  
 ভুবলোক অন্তরীক্ষলোক, অবশিষ্ট সকল  
 লোকই ভাব্য নামে অভিহিত এবং  
 তৎসমস্তই স্বর্গের অন্তর্গত । এই লোক  
 সকল যথাক্রমে উর্দ্ধ । অগ্নি ভূতগণের  
 ভূলোকের অধিপতি, এইজন্ত তাঁহার নাম  
 ভূতপতি । বায়ু নভঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোকের  
 অধিপতি, এইজন্ত তিনি নভস্পতি নামে  
 অভিহিত । সূর্য্য ভাব্যালোকের অধিপতি,  
 এইজন্ত তিনি ভাব্যাধিপতি নামে অভিহিত ।  
 গন্ধর্ব্ব ঋষরা এবং রাক্ষসগণ ভূলোকবাসী ।  
 অন্তরীক্ষচর কে কে, তাহা শুন । সপ্তত্রেণীতে  
 বিভক্ত বায়ু, একাদশ ক্রদ্র, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়  
 অন্তরীক্ষচর । আদিত্যগণ, বসুগণ এবং  
 সুরাভি প্রভৃতি গোগণ স্বলোকবাসী । চতুর্থ  
 মহলোকে কল্পাস্তহায়ী দেবগণের বাস ।

স্তবেগে পাঠান্তরম্ প্রামাণিকং 'স্বর্গে' মূলকম্



সত্যং সপ্তমো লোকে হপুনর্ভববাসিনা ।  
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হপ্রতীষাতলক্ষণঃ ॥৩৩  
মহীতলাং সহস্রাণাং শতাদুর্দ্ধং দিবাকরঃ ।  
দশ তানি এবৈবাবদ্বিগুণে দ্বিগুণান্তরে ॥৩৪  
দশযোজনকোট্যন্ত ভূমেরুর্দ্ধং এবঃ স্মৃতঃ ।  
ত্রয়োবিংশতিলক্ষাণি ত্রৈলোক্যোৎসেধ উচ্যতে  
দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ  
লোকান্তরমধৈকৈকং এবাদুর্দ্ধং বিধীয়তে ॥ ৩৬  
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।  
ভূতা বিদ্যাধরাশ্চৈব অষ্টৌ তে দেবযোনয়ঃ ॥  
তে ব্রহ্মাণ্ডস্ত মধ্যস্থাঃ পরতলমসারতম ।  
ততোহগ্রিবায়ুরাকাশঃ ততো ভূতাদিক্রচ্যতে ॥  
ততো মহান প্রধানশ্চ প্রকৃতিঃ পুরুষস্ততঃ ।  
পুরুষাদীশ্বরো জ্যৈষ্ঠো যন্ত শক্ত্যাবৃতং জগৎ ॥  
শিবোমা ভানু দেবানাং পরাপরতরা মতা ॥ ৪০

ইতি ত্রীদেবৌপুত্রাণে ত্রৈলোক্যভূতদয়ে গ্রহ-  
গতির্নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

জনলোকে প্রজাপতিগণের বাস । মনু,  
বৈরাজ ও সনৎকুমারাদি ঋষি বর্ষলোকে  
অবস্থিত ; ইহারা দেবাসুরের জ্ঞানদাতা ।  
সপ্তম সত্যলোক, সত্যলোকের অধিবাসী-  
গণের পুনর্জন্ম নাই । সত্যলোকের নামান্তর  
ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের প্রতিঘাত নাই ।  
মহীতল হইতে শত-সহস্র যোজন উর্দ্ধে  
সূর্য্য, তদুর্দ্ধে এব পর্ধ্যস্ত গ্রহনক্ষত্রগণ ক্রমে  
ক্রমে সম বা দ্বিগুণাদি অন্তরে অবস্থিত ।  
মহীতলের পর এবলোক পর্ধ্যস্ত দশটি স্থান ।  
এব ভূমি হইতে দশকোটী যোজন উর্দ্ধে ।  
ত্রৈলোক্যের উৎসেধ ত্রয়োবিংশতি লক্ষ  
যোজন । এবের উর্দ্ধ লোক সকল ( মহঃ  
প্রভৃতি ) ক্রমে ভূইলক্ষ যোজন করিয়া অন্তর ।  
দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ভূত  
এবং বিদ্যাধর এই অষ্ট দেবযোনি । ইহারা  
সকলেই ব্রহ্মাণ্ডমধবর্তী । তৎপরে সবই অন্ধ-  
কারাবৃত । অনন্তর তেজ, বায়ু আকাশ,  
অহঙ্কার, মহত্ত্ব, প্রকৃতি এবং পুরুষ—পূর্ব  
পূর্ব কারণ জানিবে । পুরুষেরও পূর্ব দেব,

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

রাক্ষা চান্নমতী চৈব দ্বিবিধা পূর্ণিমা তথা ।  
সিনীবালী কুহুশ্চৈব অমাবস্তা দ্বিধৈব তু ॥ ১  
অমা নাম রবে রশ্মিচন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
যন্মাৎ সোমো বসত্যন্তামমাবাসী ততঃ স্মৃতা ॥  
পূর্ব্বোদিতে কলাভিন্নে পৌর্ণমাস্তাং নিশাকরে  
পূর্ণিমান্নমতী জ্যেষ্ঠা পশ্চান্তমিতভাকরে ॥ ৩  
যন্মাৎ তামনুমন্তস্তে দেবতা পিতৃভিঃ সহ ।  
তন্মাদান্নমতী নাম পূর্ণিমা চ তদা স্মৃতা ॥ ৪  
যদা চান্তমিতে সূর্য্যো পূর্ণচন্দ্রস্ত চোদগমঃ ।  
যুগপৎ সোত্তরা রাক্ষা তদান্নমতিঃ পূর্ব্বিকা \* ॥  
রাক্ষাং তামনুমন্তস্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ ।  
রঞ্জন † চৈব চন্দ্রস্ত রাক্ষেতি কবয়োহব্রবন্ ॥

ঈশ্বরের শক্তিতেই জগৎ আবৃত । ( এই  
জন্তই ) শিবভূগা জ্যোতি সর্বদেবগণের মধ্যে  
শ্রেষ্ঠতর ॥২৬—৪০

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—পূর্ণিমা দ্বিবিধ, রাক্ষা  
এবং অন্নমতি । অমাবস্তাও দ্বিবিধ, সিনীবালী  
এবং কুহু । অমানারী রবিদৌষিতি, চন্দ্রলোকে  
প্রতিষ্ঠিত ; সোম এই অমারশ্মিতে বাস  
করেন বলিয়া, এই তিথির নাম অমাবাসী । যদি  
পূর্ণিমায় কলানান চন্দ্র সূর্য্যাস্তের কিয়ৎপূর্বে  
উদিত হয়, তাহা হইলে, সে পূর্ণিমা, অন্নমতি  
নামে অভিহিত । সেই পূর্ণিমা অর্থাৎ চতুর্দশী-  
যুক্ত পূর্ণিমা দেবপিতৃগণের অন্নমত, এইজন্ত  
তাহার নাম অন্নমতি । সূর্য্যাস্ত হইলে, অথবা  
সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্রের  
উদয় হয়, সেই পূর্ণিমা রাক্ষা, আর পূর্ব পূর্ণিমা  
অন্নমতি । চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা অন্নমতি আর

\* পূর্ব্বিকৈত্যা পূর্ণিমা ইতি পাঠঃ ।

† ব্যজনা ইতি পাঠান্তরম্ ।

সিনীবালীপ্রমাণস্ত কীর্ণশেফে নিশাকরঃ ।  
 অমাবস্তাং বিশত্যর্কং সিনীবালী ততঃ স্মৃতা ॥  
 কুহ্মেতি কোকিলেনোক্তে যঃ কালস্ত সমাপ্যতে  
 তৎকালসংজ্ঞা য়েকা বৈ অমাবস্তা কুহুঃ স্মৃতা ॥  
 অল্পমতা শরাঃ কার্ঘ্য। সিনীবালী কুহুঃ বিন\* ।  
 এতাসাং বিনবঃ \* কালঃ কুমাভে তু কুহুঃ স্মৃতা  
 কলাঃ যোক্তশ সোমস্ত ওক্রে বর্জয়তে রবিঃ ।  
 অমৃতেনামৃতং কৃষ্ণে শীঘ্রস্তে দৈবতৈঃ ক্রমাৎ ॥  
 প্রথমাং পিবতে বহুবিধীয়াঃ তপনঃ কলাম্ ।  
 বিষ্ণুদেবাকৃতীয়াস্ত চতুর্থীস্ত প্রজাপতিঃ ॥ ১১  
 পঞ্চমীং বক্রগচাপি বজ্রীং পিভতি বাসবঃ ।  
 সপ্তমীমুযয়ো দিব্যা বসবোহষ্টৌ তথাষ্টমীম্ ॥ ১২

তদন্তির পূর্ণিমা রাকা, ইহাই হইল বচনস্বয়ং  
 তাৎপর্য। চন্দ্রের রজনকারিকা বলিয়া শেষ  
 পূর্ণিমার নাম রাকা। কীর্ণশেফ চন্দ্র যে অমা-  
 বস্তায় সূর্য্যে প্রবেশ করেন, তাহাই সিনীবালী  
 অর্থাৎ চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তা সিনীবালী।  
 কোকিলের শব্দের নাম কুহু।\* যে কৃষ্ণবর্ণ  
 কোকিলে পর্য্যাপ্ত, তাদৃশ-কৃষ্ণবর্ণযুক্ত বস্তুরও  
 সংজ্ঞা কুহু; অতএব একবিধ অমাবস্তাই  
 তাদৃশ কুহুপদ-বাচ্য। অর্থাৎ চতুর্দশীযুক্ত তির  
 যে অমাবস্তা তাহাই চন্দ্রদর্শন-শূন্য, অতএব  
 গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, এইজন্যই তাহার নাম কুহু। সূর্য্য,  
 ওক্রপক্ষে অমৃত দ্বারা চন্দ্রের যোক্তশকলা  
 বর্জিত করেন; আর কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ  
 ক্রমে সেই অমৃত পান করেন। ১—১০।  
 বহু অমৃতাস্রক-প্রথমকলা পান করেন, সূর্য্য  
 দ্বিতীয়কলা পান করেন। বিষ্ণুদেবগণ  
 তৃতীয়কলা পান করেন, প্রজাপতি চতুর্থকলা  
 পান করেন, বক্রগ পঞ্চমকলা পান করেন,  
 বসুপুত্র, † বর্জকলা পান করেন, দেবর্ষিগণ  
 সপ্তমকলা পান করেন, অষ্টবসু অষ্টম কলা

\* বিনবঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† মোকোহ্মঃ বহু ন দৃশ্যতে ।

‡ মূলে 'বাসবঃ' পাঠ আছে, পরে 'ইন্দ্রঃ'  
 বলিয়া উল্লেখ আছে, সুতরাং বাসব অর্থে ইন্দ্র

নবমীং কৃষ্ণপক্ষস্ত পিবতীত্যঃ কলামপি ।  
 দশমীং বক্রগচাপি ক্রমাৎ একাদশীং কলাম্ ॥ ১৩  
 দ্বাদশীস্ত কলাং বিষ্ণুর্ধনদন্ত জয়োদশীম্ ।  
 চতুর্দশীং পশুপতিঃ কলাং পিবতি নিত্যশঃ ॥ ১৪  
 ততঃ পঞ্চদশীকৈঃ পিবন্তি পিতরঃ কলাম্ ।  
 কলাবশিষ্টৌ নিম্পীতঃ প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ১৫  
 অমীয়াং বিশতি রশ্মৌ অমাবাসী ততঃ স্মৃতা ॥  
 পূর্বাভে প্রবিশত্যর্কং মধ্যাহ্নে তু বনস্পতিম্ ।  
 অপরাহ্নে বিশত্যপ্সু সূর্য্যোনিং বারিসম্ভবঃ ॥  
 আগঃ প্রবিষ্টঃ সোমস্ত শেখরা কলমৈকয়া ।  
 তুণ্ডমলতারুকং নিম্পাদয়তি চৌবধৌ ॥ ১৬  
 তমোবধিং স্থিতং গাবশ্চরন্ত্যোহপঃ পিবন্তি চ ।  
 তদনন্তরগতং গোভ্যঃ কীরদ্বয়মুপগচ্ছতি ॥ ১৭  
 তৎ কীরদ্বয়তঃ কুহু মন্ত্রপুতং বিজাতয়ঃ ।  
 বাহ্যকারববর্জকানৈজুহ্বত্যাহতয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২০

পান করেন, কৃষ্ণপক্ষের নবমকলা ইন্দ্র পান  
 করেন, বায়ু পান করেন দশম কলা, বক্রগ  
 একাদশ কলা পান করেন, বিষ্ণু দ্বাদশ কলা  
 পান করেন, কুবের জয়োদশকলা পান করেন,  
 শিব নিত্যই চতুর্দশকলা পান করেন, আর  
 পিতৃগণ পঞ্চদশকলা নিত্য পান করেন।  
 নিম্পীত চন্দ্র, কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে  
 সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমানারী সূর্য্যরশ্মিতে  
 মিলিত হন, এইজন্য অমাবস্তার নামান্তর  
 অমাবাসী। বারিসম্ভব চন্দ্র পূর্বাভে সূর্য্যে,  
 মধ্যাহ্নে বনস্পতিতে এবং অপরাহ্নে সূর্য্য  
 উৎপত্তিস্থান জলে প্রবিষ্ট হন। চন্দ্র অবশিষ্ট  
 এক কলা লইয়াই জলে প্রবিষ্ট হন এবং তুণ্ড,  
 ওম্ব, লতা ও বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া ওষধি  
 সম্পাদন করেন। গোগণ চরণ সময়ে ওষধি-  
 স্থিত চন্দ্রামৃত এবং জলস্থিত চন্দ্রামৃত পান  
 করে, তাহাই গবাদে মিলিত হইয়া দুগ্ধরূপে  
 পরিণত হয়। বিজাতিগণ অমৃতরূপে পরিণত

হইবে না। তবে 'বাসব' পাঠ হইতে পারে,  
 তাহার অর্থ হয় দিনাতিমানী দেব ।

হতমরিবু দেবার পুনঃ সোমঃ বিবর্জয়েৎ ॥ ২১  
এবং সাক্ষীরভে সোমঃ কৌণ্ঠাপ্যায়তে পুনঃ ।  
তন্মাৎ সূর্য্যঃ শশাক্ত কয়রুকী বিধেদিতুঃ ॥ ২২

ইতি জীদেবৌপুত্রাণে চন্দ্রকয়রুকী নামাষ্ট্র-  
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপকাশোহধ্যায়ঃ ।

অশ্বোবাচ ।

যদয়ং বদতে লোকো-বালিশস্যায়মহামতে ।  
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি চন্দ্রসূর্য্যোপরাগিকম্ ॥ ১  
যদি সত্যময়ং ব্রহ্মন্তেজোরশিদিবাকরঃ ।  
তৎ কথং তুদরন্তে ন ব্রাহ্মণা ভাস্রসাৎ কৃতঃ ॥ ২  
অথবা ব্রাহ্মণাক্রম্য শত্রুবক্তং প্রবেশিতঃ ।  
তৎ কথং দশনৈস্তৌকৈঃ শতধা ন বিখণ্ডিতঃ ॥ ৩  
বিমুক্তশ্চ পুনর্দৃষ্টস্তথৈবাখণ্ডমণ্ডলঃ ।  
ন চাস্তাপহৃতং তেজো ন স্থানাদপসারিতঃ ॥ ৪

হৃদয়ে ব্রাহ্মণ-বর্ষক-প্রভৃতি দ্বারা মন্ত্র-  
পুত করিয়া হোম করেন। দেবোদ্দেশে  
অগ্নিতে হোম করিলে, তাহা পুনরায় চন্দ্রের  
রুদ্ধিকারণ হয়। চন্দ্র এইরূপ কয়প্রাপ্ত ও  
পুনরাপ্যায়িত হইয়া থাকেন; অতএব সূর্য্যই  
চন্দ্র-কয়রুদ্ধির হেতু। ১১—২২।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপকাশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামতে! লোকে  
গুঢ়তা-প্রযুক্ত চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ-সম্বন্ধে যে কথা  
বলে, তাহাযবে আমার কথা এই,—যদি সত্যই  
তেজোরশি দিবাকরকে ব্রাহ্ম গ্রাস করে, ত  
উদয়স্থিত সূর্য্যতেজে ব্রাহ্ম ভাস্র হয় না কেন?  
অথবা ব্রাহ্ম যদি আক্রমণ করিয়া শত্রু সূর্য্যকে  
বুধপ্রবিষ্টই করে, ত সে তাঁর দশন-দ্বারা  
তাঁহাকে শতধা খণ্ড খণ্ড না করে কেন? সূর্য্য  
বুধ হইলে, তেমনই ত তাঁহাকে অখণ্ড-মণ্ডল

যদি বা কেবল নিম্নীতঃ কথঃ দীপ্তভরো ভবেৎ ।  
তন্মাৎ তেজসাঃ রাশী রাহোর্বিভ্রং গমিষ্যতি ॥ ৫  
তস্যার্থঃ সর্বদেবানাং সোমঃ সৃষ্টঃ স্বয়মুবা ।  
তদ্রহস্যমুতকাপি সত্ত্বতং সূর্য্যতেজসা ॥ ৬  
শিবন্ত্যমুরং দেবাঃ পিতৃরশ্চ বধ্যমুতম্ ।  
অমশ্চ ত্রিশতশ্চৈব ত্রয়ত্রিংশং তথৈব চ ।  
অমশ্চ ত্রিসহস্রানু দেবাঃ সোমঃ পিবন্তি য়ে ॥ ৭  
রাহোরপ্যমুতং ভাগং পুরা সৃষ্টং স্বয়মুবা ।  
তন্মাৎ তদ্রাহরাগত্য পাতুমিচ্ছতি পর্কশ্চ ॥ ৮  
উদ্ধত্য পার্থিবীং ছায়াং মন্ত্রাকারায় তমোময়ঃ ।  
পাতুমিচ্ছন ততশ্চেন্দ্রমাচ্ছাদয়তি ছায়য়া ॥ ৯  
ওক্রে চ চন্দ্রমভ্যোতি কৃকো পর্কশি ভাকরম্ ।  
চন্দ্রমণ্ডলসংহৃত চন্দ্রমেব জিহ্বাংসতি ॥ ১০  
তন্মাৎ পিবতি তং ব্রাহ্মন্তমুতান্নিনাশয়ন ।  
অবিহিংসন যথা পদ্যং পিবতি ভ্রমরো মধু ।  
চন্দ্রস্বয়মুতং তদ্বদতেদা ব্রাহ্মরশ্মিতে ॥ ১১

দেখা যায়। তেজের অপহৃত, স্থানচ্যুতি কিছুই  
ত ইহার হয় না। যদি বা কোন প্রকারে  
সূর্য্য নিম্নীত হন, তাহা হইলে, আবার  
দীপ্তভর হইয়া উঠেন কিরূপে? (কৌণ  
হওয়াই ত সম্ভব।) অতএব তেজোরশি  
সূর্য্য ব্রাহ্মর মুখে প্রবিষ্ট হন না; কিন্তু, স্বয়মু,  
সর্ব-দেবগণের তস্যার্থ চন্দ্রসৃষ্টি করিয়াছেন,  
চন্দ্রের অমৃত সূর্য্য-তেজ হইতেই সমুত্ত।  
দেবগণ জলময় অমৃত পান করেন, পিতৃগণ  
বধ্যমুত পান করেন। ত্রিশত তেত্রিশ  
এবং তিন সহস্র তিন দেবতা সোমপায়ী।  
স্বয়মু, ব্রাহ্মরও অমৃতভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন।  
এইজন্য ব্রাহ্ম পর্কে পর্কে আসিয়া তাহা  
পান করিতে ইচ্ছা করে। তমোময় ব্রাহ্ম,  
পৃথিবীচ্ছায়া গ্রহণ করিয়া অমৃতপানেচ্ছার  
তদ্বারা চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে। ওক্রেপকে  
চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হয়, আর অমাবস্তার  
সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়। সূর্য্যমণ্ডলেও  
উপস্থিত হয় চন্দ্রামৃতপানেরই উদ্দেশে।  
ব্রাহ্ম চন্দ্রের শরীর বিনষ্ট না করিয়া  
অমৃত-মাত্রই পান করে। ভ্রমর যেমন

চন্দ্রকান্তো মণির্ধ্বং তু হিনং করতে কণাৎ ।  
কররপি ন হীয়েত তেজসা নৈব মুচ্যতে ॥ ১২  
যথা সূর্য্যমণিচাপি সূর্য্যাত্ত্বংপাদ্য পাবকম্ ।  
ন ভবত্যঙ্গহীনোহপি তেজসা নৈব মুচ্যতে ।  
এবং চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ ছাদিতাবপি রাহুণা ।  
যতেজসা ন মুচ্যতে নান্ধহীনো বভূবতুঃ ॥ ১৪  
পর্ব্বস্বৰ্গ চ চন্দ্রস্ত মাণিক্যকলসাকৃতিঃ ।  
সোমদৈবতসংযোগাচ্ছায়াযোগাচ্চ পার্থিবে ।  
রাহোশ্চ বরলকার্ষে প্রকরেদমৃতং শনী ॥ ১৫  
অদোহকালে সংপ্রাপ্তে বৎসং দৃষ্ট্বা যথা চ গোঃ  
স্বাদাদেব করেৎ কীরং তথেন্দুঃ করতেহমৃতম্  
পিতেব সূর্য্যো দেবানাং সোমৌ মাতেব লক্ষ্যতে  
যথা মাতুঃ স্তনং পীত্বা জীবন্তি সর্ব্বজন্তবঃ ।  
পীত্বামৃতং তথাসোমাৎ তপ্যন্তে সৰ্ব্বদেবতাঃ  
সভূতং পর্ব্বযোগেষু তথায়ং করতে শনী ।  
তং করন্তং যথাভাগমুপজীবন্তি দেবতাঃ ॥ ১৯  
তন্মিন্ কালে সমভ্যোতি রাহুরপাবকর্ষতে ।

পদ্ম-বিনাশ নষ্ট করিয়া তাহার মধু পান  
করে, সেইরূপ রাহু চন্দ্রের অমৃত পান  
করে । ১—১১ । চন্দ্রকান্তমণি যেমন কণমধ্যে  
হিমকরণ করিয়া কয় প্রাপ্ত হয় না,—তেজো-  
হীন হয় না, সূর্য্যকান্তমণি যে রূপ সূর্য্যকিরণ-  
যোগে অগ্নি উৎপাদন করিয়াও অঙ্গহীন হয়  
না বা তেজোমুক্ত হয় না, তদ্রূপ চন্দ্র-সূর্য্যও  
রাহু কর্তৃক আচ্ছাদিত হইলেও তেজোহীন-  
অঙ্গহীন হন না । পর্ব্বকালে সোমদেবতার  
অধিষ্ঠান, পৃথিবী-চ্ছায়াযোগ এবং রাহুর  
বরলাভ-হেতুক মাণিকা-কলসাকৃতি চন্দ্রমণ্ডলে  
অমৃতকরণ হয় । দোহনকাল উপস্থিত হইলে,  
বৎস-দর্শন-মাত্রে গাভীস্তন হইতে যেমন দুগ্ধ  
করিত হয়, তদ্রূপ চন্দ্র হইতে অমৃত করিত  
হয় । সূর্য্য দেবগণের পিতৃস্বরূপ, আর চন্দ্র  
মাতৃস্বরূপ । যেমন মাতৃ-স্তনপান করিয়া  
জীবগণ জীবনরক্ষা করে, তদ্রূপ চন্দ্রের অমৃত  
পান করিয়া দেবতারাও তৃপ্তিলাভ করেন ।  
পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে চন্দ্র হইতে পূর্ব্ব  
উপমানস্বয় অমৃতকরণ হয় । করিতামৃতচন্দ্র

সর্ব্বমর্ধ্বং ত্রিভাগং বা পাদং পাদার্দ্ধমেব বা ।  
আক্রম্য পার্থিবৌ চ্ছায়া যাবতী চন্দ্রমণ্ডলম্ ।  
স্মৃতঃ স ভাগো রাহোশ্চ দেবভাগাশ্চ শেষকাঃ  
ত্ৰ্য্যপ্তং বিধায় দেবানাং রাহোঃ পর্ব্বগতস্ত চ ।  
চন্দ্রো ন কয়মায়াতি তেজসা নৈব মুচ্যতে ॥ ২২  
তিথিভাগাশ্চ যাবন্তঃ পুনস্বর্কপ্রমাণতঃ ।  
পর্ব্বচ্ছায়াস্থিতঃ কালস্তাবানেব প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৩  
অতো রাহুপুরঃ সোমঃ সোমাদূর্ধ্বং দিবাকরঃ ।  
পর্ব্বকালে স্থিতিশ্বেবং বিপরীতা পুনঃপুনঃ ॥ ২৪  
অতশ্ছাদয়তে রাহুরভবচ্ছায়াশ্চাকরো ।  
রাহুরভবকসংস্থানঃ সোমমাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি ।  
উদ্ধত্য পার্থিবীং ছায়াং ধূমমেব ইবোশ্বিতঃ ॥  
চন্দ্রস্ত যদবষ্টকং রাহুণা ভাস্করস্ত বা ।  
নাম্না চ খণ্ডিতং তস্ত কেবলং শ্রামলীকৃতম্ ॥ ২৬  
কর্দমেণ যথা বস্তুং গুরুমপ্যুপহন্ততে ।

সকল দেবতার উপজীব্য । তৎকালে রাহু  
আসিয়াও আবার টানাটানি করে । পৃথিবী-  
চ্ছায়া চন্দ্রমণ্ডলের সর্বাংশ, অর্ধ, ত্রিভাগ,  
পাদ, বা পাদার্ধ, যতখানি অধিকার করে,  
ত তখানিই রাহুর ভাগ, অবশিষ্ট ভাগ দেবতা-  
দিগের । চন্দ্র দেবগণের পর্ব্বদিন এবং  
সমাগত রাহুর ত্ৰ্য্যপ্ত-বিধান করিয়াও কয়-  
প্রাপ্ত বা তেজোহীন হন না । ১২—২২ ।  
সূর্য্যপ্রমাণে তিথির অংশ ( সন্ধিকাল ) যতটুকু  
হইতে পারে, পর্ব্বচ্ছায়াকাল তাবমাত্র । রাহু  
চন্দ্রকে আবরণ করে ; অতএব চন্দ্র রাহু  
অপেক্ষা উর্ধ্বে, আর চন্দ্রের উর্ধ্বে দিবাকর,  
পর্ব্বকালে এইরূপ অবস্থান হয় । অস্ত সঙ্কল্প-  
বিপরীত অবস্থিতি, অর্থাৎ তখন চন্দ্র উর্ধ্বে,  
সূর্য্য নিম্নে, রাহু নিম্নে এই কারণেই মেঘের  
স্তায় চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে । রাহু  
পৃথিবীচ্ছায়া উদ্ধৃত করিয়া ধূমবর্ণ মেঘাকারে  
চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে । রাহু চন্দ্র  
ও সূর্য্যের যে অংশ আচ্ছাদন করে, সেই  
অংশ খণ্ডিত নামে ব্যবহৃত হয় বটে ; কিন্তু  
কলে খণ্ডিত হয় না, কেবল শ্রামলীকৃত হইয়া  
থাকে । গুরুবস্তু যে রূপ একদেশে বা



একোদশে তু সৰ্বং বা রাহুণা চন্দ্রমাস্তথা ।  
প্রকালিতং তদেবাপ্স পুনঃ শুক্লবর্ণং ভবেৎ ।  
রাহুমুক্তং ভবেৎ তদগ্নিস্বর্ণলং চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ২৮  
রাহুণাচ্ছাদিতৌ বাপি দৃষ্টৌ চন্দ্রদিবাকরৌ ।  
বিপ্রাঃ শান্তিপরা ভূত্বা পুনরাপ্যায়ষ্মত্ৰিতম্ ॥ ২৯  
এবং ন গৃহতে সূর্য্যচন্দ্রমাস্তত্র গৃহতে ।  
অবধাস্তং ন পশ্যন্তি মাতৃষা মাংসচক্ষুষা ।  
জগৎসম্মোহনকৈব গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৩০  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে গ্রহণবিকল্পো নার্মৈকোন-  
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

এতে কণা মুহূর্ত্তাশ্চ লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাঃ পুয়া ।  
যামাহঃপক্ষমাসাশ্চ ঋত্বয়নসমা যুগাঃ ॥ ১  
ষষ্ঠ্যদকালসংখ্যাতা গ্রহযোগবলোদ্ভবা ।  
শুভাবহা যথা তাত তথা নো বক্তুমর্হসি ॥ ২

সর্বাংশে কর্দমোপহত হয়, চন্দ্রও সেইরূপ  
রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আবার কর্দমোপহত  
শুক্লবর্ণ প্রকালিত হইলেই পুনরায় উজ্জ্বল  
শুক্লবর্ণ হয়, সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডলও রাহুমুক্ত  
হইলে পুনরায় নির্মল হইয়া থাকে। চন্দ্র-  
সূর্য্যকে রাহুচ্ছন্ন দেখিলে, যতক্ষণ তাঁহাদের  
রাহুমুখ-নির্গম না হয়, তাবৎ ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম-  
কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপে দেখা  
গেল, সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে গৃহীত হন না, চন্দ্রই  
গৃহীত হন। অনভিজ্ঞ মাতৃষ, মাংসচক্ষে তাহা  
দেখিলে পায় না। বাস্তবিকই চন্দ্র-সূর্য্যের  
গ্রহণ জগতের সম্মোহজনক। ২৩—৩০ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—এই যে কণা, মুহূর্ত্ত  
লব, কাষ্ঠা, কলা, গ্রহণ, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু,  
অয়ন, বৎসর, যুগ, এবং গ্রহচারসম্বৃত্ত কাল-  
সংস্কর যষ্টিবৎসর, যাহাতে শুভাবহ হয়,

মন্ত্রকবাচ ।

সংবৎসরপ্রমাণেন দেব্যা কৃতপুরোহিতাঃ ।  
যষ্টব্য বিধিনা তাত সর্বকামপ্রসিদ্ধিদা ॥ ৩  
মহাভয়বিনাশায় মহারিপুবধায় চ ।  
মহাভ্যাদয়কামায় মহাসিদ্ধিকলায় চ ॥ ৪  
পূজয়েদ্ যাজয়েদেবোঃ যষ্টিয়া পরমেশ্বরীম্ ।  
ঋতুনাগকৃতা পীড়া যক্ষরক্ষোগ্রহোদ্ভবা ॥ ৫  
সংবৎসরমহাদোষজনকমুপমর্দকাঃ ॥ ৬  
কেতুখা শশিরাহুখা ভৌমার্কিসিতভানুজাঃ ।  
শময়েদ্যজমানস্ত দেবীহোমরতস্ত চ ॥ ৭  
মণ্ডলাদ্যবিভেদেন মহান্নানাভিষেকৈঃ ।  
চন্দ্রসম্পূর্ণপুষ্যার্ককলরত্নাভিনুজ্ঞৈঃ ॥ ৮  
মঙ্গলা মঙ্গলং ধত্তে বিধিনা পুজিতা মুনৈঃ ।  
উৎপাতকোভনির্ঘাতবিকৃতীনাং শমায় চ ।  
কথয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণুৈকমনাধুনা ॥ ৯  
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা শিবা শান্তিধৃতিঃ কমা ।  
ঋদ্ধির্হাকররতিঃ সিদ্ধিভুষ্টিঃ পুষ্টিঃ শ্রিয়া উমা ॥  
দীপ্তিঃ কান্তির্ঘণা লক্ষ্মীরৌরীতি প্রকীর্তিতাঃ ॥

তাহা আমাদিগকে বলুন। মন্ত্র বলিলেন,—  
হে তাত! পুরোহিত আশ্রয় করিয়া এক  
বৎসর সর্বকাম-সিদ্ধিদায়িনী দেবীকে যথাবিধি  
পূজা করিবে। মহাভয়-বিনাশ, মহাশত্রুবধ,  
মহামঙ্গল-স্পৃহা এবং মহাসিদ্ধি ফলোদ্দেশে  
দেবী পরমেশ্বরীর যষ্টিবার পূজা ও হোম  
করিবে। ঋতুপীড়া, নাগপীড়া, যক্ষ-রাক্ষস-  
গ্রহপীড়া, বর্ষদোষ, জন্মনক্ষত্র-পীড়া, শনি,  
রাহু, কেতু, মঙ্গল, শুক্র এবং সূর্য্যাদি জনিত  
পীড়া দেবী-হোমরত যজমানের বিনষ্ট হয়।  
মণ্ডলাদি-ভেদে মহান্নানাভিষেক, পূর্ণচন্দ্র  
পুষ্যানকজে কল-রত্ন দ্বারা সেই মঙ্গলাদেবীকে  
যথাবিধি পূজা করিলে তিনি মঙ্গল করেন।  
উৎপাত, কোভ, নির্ঘাত প্রভৃতি বৈকৃত উৎ-  
পাতের শান্তির জন্য যাহা কর্তব্য, তাহা বলি-  
তেছি, এক্ষণে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ১—৯ ।  
মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, শিবা, শান্তি, ধৃতি,  
কমা, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, উন্নতি, সিদ্ধি, ভুষ্টি, পুষ্টি,  
ঐ, উমা, দীপ্তি, কা বশাদেবী, লক্ষ্মী

বিংশতিশ্চোত্তমা দেব্যাঃ সত্ত্বতাব্যাবহিতাঃ ।  
 প্রথমা সংহিতা বৎস সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ১২  
 ব্রাহ্মী জয়াবতী শক্তিরাজিতা চাপরাজিতা ।  
 জয়ন্তী মানসী মায়ী দিতিঃ শ্বেতা বিমোহিনী ।  
 শরণ্যা কোশিকী গৌরী বিমলা রতিমালসা ।  
 অরুণতী ক্রিয়া তুর্গা রাজস্যা ইতি চাপরাঃ ॥ ১৪  
 মধ্যভাগে হিতা দেব্যা যুগানামন্ততাপরাঃ ॥  
 কালী রৌদ্রা কপালী চ ঘণ্টাকর্ণা ময়ূরিকা ।  
 বহুরুপা সুরূপা চ ত্রিনেত্রী ত্রিপুহারিকা ॥  
 মাহেশ্বরী কুমারী চ বৈষ্ণবী সুরপূজিতা ।  
 বৈবস্বতী তথা ঘোরা করালী বিকটাদিতিঃ ॥  
 চর্চিকা চেতি চান্তরা দেব্যৈলোক্যবিক্রতাঃ ।  
 পূজিতব্যা হুনিষ্ঠে সর্বকামপ্রসাদিকাঃ ॥ ১৮  
 ত্রিংশদুত্তরগচ্ছবকরকোরগৈর্হুতাঃ ।  
 ভাবকালাত্রয়াঃ কার্ঘ্যা দ্রব্যরূপকলপ্রদাঃ ॥ ১৯  
 প্রত্যেকশঃ সমস্তা বা কর্তব্যা হুনিষ্ঠয়া ॥ ২০  
 অথবা যুগভেদেন পঞ্চ পঞ্চ প্রপূজিতাঃ ।

এবং ঈশ্বরী এই বিংশতি উত্তম-দেবতা  
 প্রথম ভাগহিতা, সত্ত্বতাবে অবহিতা এবং  
 সর্বসিদ্ধিদায়িনী । ব্রাহ্মী জয়াবতী, শক্তি,  
 অরাজিতা, অপরাজিতা, জয়ন্তী, মানসী,  
 মায়ী, দিতি, শ্বেতা, বিমোহিনী, শরণ্যা,  
 কোশিকী, গৌরী, বিমলা, রতি ইচ্ছা,  
 অরুণতী, ক্রিয়া এবং তুর্গা, ইহার রজঃ-  
 প্রকৃতি ও অপর নামে অভিহিতা; এই  
 সব দেবী মধ্যভাগে অবস্থিতা এবং যুগান্ত-  
 বিনাশিনী । কালী, রৌদ্রা, কপালী, ঘণ্টাকর্ণা  
 ময়ূরিকা, বহুরুপা, সুরূপা, ত্রিনেত্রী, ত্রিপুহা,  
 অধিকা, মাহেশ্বরী, কুমারী, বৈষ্ণবী, সুর-  
 পূজিতা, বৈবস্বতী, ঘোরা, করালী, বিকটা,  
 অদিতি এবং চর্চিকা, এই ত্রৈলোক্য-বিক্রতা  
 দেবীগণ অন্তভাগে অবস্থিতা । হে হুনিষ্ঠে !  
 সুরাসুর-গচ্ছবক-রাক্ষস-সমগ্ৰ সর্ব-  
 কামপ্রদায়িনী দেবীদিগকে পূজা করা বিধেয় ।  
 ইহার সময় ও চিত্ততত্ত্বের আদ্যন্ত । দ্রব্যাহ-  
 সাত্ত্ব কলনান ইহার করিয়া থাকেন । হে  
 হুনিষ্ঠ ! প্রত্যেকের বা সকলের পূজা করা

বর্ষেৎমকৃতা দেব্যা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রদায়িকাঃ ২১  
 নবসপ্তকভেদেন কল্পেশ্বরভূনুরৈঃ ।  
 ব্রহ্মা পিতামহো বিষ্ণুর্জনার্দন প্রভৃতিভিঃ ॥ ২২  
 মাতরো ভেদ ভবেন বহুসুরাস্তে বিবোধিতাঃ  
 দৈবদেব্যোপকারায় ময়া এতে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 গ্রহভেদেন তা দেব্যা নবসংখ্যাঃ প্রপূজিতাঃ ।  
 ধ্বংসক সংহৃত্য গা আগব \* ইতি কীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 ময়া গ্রহে জলে বৎস সর্বে শুদ্ধারপূর্বকাঃ ॥ ২৫  
 নমস্কারান্তসংযুক্তাঃ পূজায়াং হোমে চ বাহ ।  
 লোকপালাঃ প্রকর্তব্যাঃ দশধা তান্ত দেবতাঃ ।  
 নাগান্তাবস্তভেদেন অনন্তাদ্যা বিজাতিকাঃ ।  
 সূর্যা দাদর্শভেদেন কদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ।  
 এবং সর্বগতা দেব্যাঃ পঞ্চভূততত্ত্বহিতাঃ ॥ ২৭  
 পঞ্চধা তাঃ সমাখ্যাতা দাদর্শভির্ভূতা শিবা ॥  
 একান্তা নৈকভেদেন সর্বমঙ্গলসাংখ্যাঃ ।  
 প্রভবাদিপ্রভেদেন কথয়ামি শৃণু তৎ ॥ ২৯  
 সিংহাসনহিতা দেবী জটামুকটমণ্ডিতা ।  
 শূলান্ধনুজঘারী চ বরদাত্তয়চাপধ্বক ॥ ৩০

বিধেয় । অথবা ষষ্টিবৎসরে দাদর্শ-যুগভেদে  
 উক্ত ষষ্টিদেবতার মধ্যে পঞ্চ পঞ্চ দেবী সুবর্ণ-  
 রত্ন দ্বারা নির্মিত করিয়া পূজা করিলে দৃষ্টকল  
 ও অদৃষ্টকল সিদ্ধ হয় । তৎপরে ইহাদের শুদ্ধ  
 ময় সকল কথিত হইয়াছে, সেই সব ময় পূজার  
 উপযোগী । গ্রহভেদে নবসংখ্যক দেবীর পূজা  
 করা বিধেয় । \* গ্রহপূজার প্রণবাদি-নমস্কারান্ত  
 ধ্বংস ইত্যাদি কতিপয় ময় কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।  
 হোমে ময়শেষে বহির্জায়া প্রয়োগ করিতে  
 হইবে । সেই পঞ্চমূর্ত্তি দেবতাই দিকপালভেদে  
 দশ, অনন্তাদি-নাগভেদে নাগসম-সংখ্যক,  
 সূর্যভেদে দাদর্শ এবং কদ্রভেদে একাদশ;  
 এইরূপে তিনি সর্বগতা ( বর্ষভেদে পঞ্চরূপা )  
 শিবাই ( যুগভেদে ) দাদর্শ ভূষিত হইয়া থাকেন ।  
 একা সর্বমঙ্গলাই প্রভবাদি ষষ্টিবৎসর ভেদে  
 যে নানাভেদ-সম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহা  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । সিংহাসনাসীন, জটা-

ধ্বংসকসম্বতা অসবক ইতি পাঠ্যম্ ।

দর্পণঃ শরৎকটক খড়্গমুদগারধরা শিবা ।  
 সুরূপা লক্ষণোপেতা, স্তন্বনী চাক্রতাবিনী ॥ ৩১  
 সর্বাভরণভূষানী সর্বশোভাসমধিতা ।  
 নেত্রজয়কুতোদ্যোতা সূর্য্যসোমহতাপনাঃ ॥ ৩২  
 এবংবিধা মহাদেবী গৃহে সপ্তাজ্জলা বরা ।  
 নবদ্বাদশমানা বা দ্বাদশোদ্ধং ন পূজয়েৎ ॥ ৩৩  
 প্রাসাদে করমানা সা যাবৎ পঞ্চদশকরা ।  
 কস্তাসাং মধ্যমাং যিকি ত্রিভুগাং ত্রিভুগা বরা ।  
 হৈমরাজতভাষা বা মহাহমণিচর্চিতা ।  
 হেমোখা সা সদা কার্যা সর্বকামপ্রসাধিকা ।  
 রাজতা আয়ুরারোগাং তামা সৌভাগ্যবর্ধনৌ \*  
 চিত্রসুজ্জচিতা দেবী গণগজকর্ণপূজিতা ॥ ৩৬  
 সমস্তরত্নখচিতা সর্বশোভাসমুজ্জলা ।  
 ভাবকার্য্যাসুরূপেণ প্রভবে স্থাপয়েৎ সদা ॥ ৩৭

মুকুটমণ্ডিতা, শূল-অক্ষহুত্র-বর-অভয়-ধনু-দর্পণ-  
 ব্যাণ-শেটক-খড়্গ-মুদগারধারিণী, সুরূপা স্তন-  
 কণা স্তন্বনী, শুভশংসিনী, সর্বাভরণ-ভূষিতা,  
 সর্ব-শোভা-সমধিতা, সূর্য্য-সোমবহ্নি-জিনয়ন-  
 সমুজ্জলা, মহাদেবীপ্রতিমা সাধারণ গৃহে  
 সপ্তাজ্জল, নবাজ্জল বা দ্বাদশাজ্জল করিবে ; তদুচ্চ  
 পরিমাণ সেই দেবী সাধারণ-গৃহে পূজনীয়  
 নহেন । প্রাসাদে একহস্ত হইতে পঞ্চদশহস্ত  
 পর্য্যন্ত দেবী পরিমাণ হইতে পারে । ইহার  
 মধ্যেও কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ  
 বিভাগ আছে । কনিষ্ঠ পরিমাণ হস্তমাত্র,  
 তদ্বিগুণ মধ্যম, তদ্বিগুণ হইতে উত্তম পরিমাণ ।  
 প্রতিমা সুবর্ণময়, রজতময় এবং তাম্রময় হইবে  
 এবং মহাহমণি চর্চিত হইবে । সুবর্ণময়ী  
 প্রতিমা সর্বকর্তৃস্বাধিনী, রজতপ্রতিমা আয়ু ও  
 'আরোগ্য প্রদান করেন । তাম্রমূর্ত্তি সৌভাগ্য-  
 বিবর্ধিনী । বিচিত্রসুজ্জ-শোভিতা দেবীগণ-  
 গজকর্ণগণপূজিতা, সমস্তরত্নভূষিতা এবং সর্ব-  
 শোভা-সমুজ্জলা দেবীপ্রতিমা চিত্তশুদ্ধি ও  
 কর্ম্মাসুরসারে প্রভব বৎসরে স্থাপন করিবে ।

\* অনন্তরং ঐশলপুত্রাঙ্করামেন বার্বা চ  
 মনবর্ধনৌ ।' ইত্যধিকঃ কচিৎ ।

এবং কৃত্বা শুভাং দেবীং প্রতিষ্ঠাং কারয়েৎ  
 মণ্ডপকার্জনাখাভিঃ কীরবৃক্ষসমুদ্বৈঃ ॥ ৩৮  
 দশ দ্বাদশ আরত্য যাবদ্ব্যস্তনতঃ তবেৎ ।  
 অষ্টোৎকৃষ্টঃ মূনিশ্রেষ্ঠ বেদী হস্তচতুষ্টিময় ।  
 তন্ত মধ্যগতা কার্যা সপ্তহস্তা অথাপরা ॥ ৩৯  
 ঈশানপূর্বেচ্চায়েয়ে দিগ্ভাগে মনতুষ্টিদে ।  
 দেবীগেহং প্রকর্তব্যং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৪০  
 একাদশকরং কার্য্যং যাবদ্ব্যস্তনতঃ শি বা ।  
 বিবৃদ্ধ্যা ক্রমশো বৎস অষ্টোৎকৃষ্টং বিধীয়তে ।  
 করাণাং ধনুযাণাং বা ঠৈশলং পকেষ্টকাঠজম্ ।  
 সর্বতোভদ্রাবিভাসং সাবষ্টমধ্যাপি বা ॥ ৪২  
 বিজয়াখ্যং জয়াং বাপি সগবাকবিভূষিতম্ ।  
 বেদ্যা শোভকব্যানাঢ্যং মন্তবারণশোভিতম্ ।  
 অনেকচিত্রপদ্মাঢ্যং পদ্মস্বস্তিকমণ্ডিতম্ ।  
 শঙ্খোৎপলকুতাপীড়ং হংসবহ্নিচর্চিতম্ ।  
 এবংবিধমহাসৌধং দেব্যর্থে কারয়েন্ বৃধঃ ।  
 তস্মিন্ প্রতিষ্ঠয়েদ্দেবীং বেদীং স্তম্ভৈঃ সঠৈঃ  
 কৃতাম্ ॥ ৪৫

১০—৩৭ । এইরূপ শুভদেবী নির্মাণ করাইয়া  
 প্রতিষ্ঠা করিবে । 'কীরবৃক্ষ সমুদ্র আর্জনাখা  
 দ্বারা দশ হস্ত বা দ্বাদশ হস্ত হইতে অষ্টোত্তর-  
 শত হস্ত পর্য্যন্ত যথাসম্ভব মণ্ডপ প্রস্তুত  
 করিবে । হে মূনিশ্রেষ্ঠ ! তন্মধ্যে চতুর্হস্ত,  
 সপ্তহস্ত বা অষ্টবিধ বেদী নির্মাণ কর্তব্য ।  
 ঈশানকোণ পূর্বাদিক বা অগ্নিকোণের  
 মধ্যে যেদিকে মন প্রস্তুত হয়, সেইদিকে সর্ব-  
 লক্ষণাক্রান্ত দেবীগৃহ কর্তব্য । 'একদশ-হস্ত  
 বা একাদশ-ধনু হইতে অষ্টোত্তরশত ধনু  
 পর্য্যন্ত দেবীগৃহের পরিমাণ ; শক্তি অমুসারে  
 এতন্মধ্যে যাহা হয় করিবে । দেবীগৃহ শিলাময়  
 পক-ইষ্টকাময় বা দারুময় হইবে । 'প্রাসাদ  
 সর্বতোভদ্রাকৃতি, সাবষ্টমধ্যবিজয় বা জয় নামক  
 হইবে, গবাকভূষিত হইবে । বেদী-শোভিত,  
 সর্গচিত্র, মন্তহস্তচিত্র, অনেকচিত্র পদ্মশোভিত  
 পদ্মস্বস্তিক তথায় থাকবে । উর্দ্ধদেশে শঙ্খ-  
 পদ্ম-চিত্র থাকিবে, আর হংস-ময়ূর-চিত্র  
 থাকিবে । দেবীর জন্ত এইরূপ মহাসৌধ জানী

পক্ষোদ্ধারকরা কার্য্য। সপাদং ক্রিতিগং পরম্ ।  
 পাদোনা চেষ্টকোদ্ধারং পূর্ব্বদ্বারসমেহপি বা ॥  
 নিম্পাদিতা যদা বেদী স্তম্ভতোরণভূমিতা  
 তদা মণ্ডপবিজ্ঞানসে তোরণং পরিকল্পয়েৎ ৪৭  
 সর্ব্বকামসমুদ্যমিষো মাসঃ প্রকৌষ্ঠিতঃ ।  
 চালনং স্থাপনং বাপি পুনঃ সংস্কারমেব বা ।  
 তন্মিন্ দেব্যাঃ প্রকর্তব্যং মহাস্তং কলকাক্ষতি ॥  
 স্বল্পবীজান্নহালাভং বপ্তা কালে অবাপুয়াৎ ॥  
 অধাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দেবীতোরণলক্ষণম্ ।  
 সর্ব্বাসাং যেন দেবীনাং স্বজনাং ভবিষ্যতি ৫০  
 ঋজুর্ভগ্নানিকারিতৈর্বেদীস্তম্ভৈঃ সঠৈঃ শুভৈঃ ।  
 কর্তব্য্য তদ্বদেবীনাং তোরণং বিস্তরোদ্ধরম্ ৫১  
 হস্তভূমিগতং কার্য্যং দৃষ্টং হস্তচতুষ্ঠয়ম্ ।  
 স্তম্ভোদ্ধোড়্ধরান্নখগ্নৈকৈঃ পূর্ব্বদিশৈঃ ক্রমাৎ ॥  
 সর্ব্বৈবাং শিরপটুং জিশূলং লাজনং শুভম্ ।  
 দর্ভচীবরবস্ত্রাঢ্যং স্ফুমাণং গন্ধচর্চিতম্ ॥

সাধকের কর্তব্য। তাহাতেই দেবীপ্রতিষ্ঠা করিবে। কুতিপয় সম-স্তম্ভযুক্ত বেদী করিবে বেদী উচ্চ পঞ্চহস্ত হইবে; কিন্তু তন্মধ্যে চতুর্থ ভাগের একভাগ ভূগর্ভে থাকিবে। তন্ময় পঞ্চহস্ত অর্থাৎ চতুর্হস্ত ভূমির উপর দেখা যাইবে। বেদী ইষ্টকনির্ম্মিত-গৃহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে অথবা দ্বারের সমন্বতপাতে হইবে। স্তম্ভ-তোরণ সমন্বিত বেদী সম্পাদিত হইলে, মণ্ডপতোরণ সম্পাদন করিবে। আশ্বিন মাস সর্ব্ব-অভীষ্ট-সিদ্ধিকর। কলাকাক্ষী মানব চালন, স্থাপন ও পুনঃসংস্কারাদি-কার্য্য সেই মাসেই করিবে। যথাকালে স্বল্পবীজ বপন করিলেও বপ্তার অধিক ফল লাভ হয়। এক্ষণে সকল-দেবীস্বাক্ষরেনই উপযোগী দেবীর সেই তোরণলক্ষণ বলিতেছি। সরল, ব্রণহীন, সম,

তোরণ কর্তব্য। ভূগর্ভে একহস্ত প্রোথিত থাকিবে, আর চতুর্হস্ত দেখা যাইবে। পূর্ব্বাদি চতুর্দিকে যথাক্রমে স্তম্ভোদ্ধ, উড়্ধর, অশ্বখ এবং প্রকরু-নির্ম্মিত হইবে। ৩৮—৫২। সকল তোরণেরই শিরপটে জিশূলচিহ্ন

বিজুয়েতি পদোচ্চারাং তোরণং সন্নিবেশয়েৎ ।  
 হরিচন্দ্রসমাকারান্ \* সুরবজ্রোজ্জলান্ সিতান্ ॥  
 ধূমন্তকুশিরীষাতান্ পুষ্পাশীড়বিচিজিতান্ ।  
 বহুরূপান্ স্বরূপাতান্ দেবাক্ষাভুজয়েদ্বজ্রজান্ ॥  
 ইন্দ্রাদিলোকপালানাং মধ্যে ছত্রং শূশোভনম্ ।  
 সুরভ প্রবরং শ্বেতং বৃষস্বস্তিকলাঙ্কিতম্ ॥ ৫৬  
 চতুর্হস্তপ্রমাণাস্তাঃ পতাকা হস্তবিস্তরাঃ ।  
 ঋজুর্ভগ্নবংশৈশ্চ উদ্ধয়েদ্বিজয়েতি চ ।  
 পদং দেব্যাঃ সমুচ্চাৰ্য্য যত্নে সর্ব্বকামিকম্ ৫৭  
 গজসিংহকূটৈঃ সঠৈঃ কলসৈর্বাহসংস্থিতৈঃ ।  
 পঞ্চবক্রৈঃ সমাচ্ছদৈঃ † পঞ্চবক্রৈঃ শরাবকৈঃ ৫৮  
 সঙ্ঘট্টৈর্বরকৈঃ ‡ শুভ্রৈশ্চিহ্নবর্হিভূকাদিভিঃ ।  
 বস্ত্ররত্নবিশেষৈশ্চ ভূষয়েদেবিবেদিকাম্ ॥ ৫৯  
 তীর্থতোয়সমুখাভিঃ সিকতাভিশ্চিত্তো যদা ।  
 তদা শাল্যাাদিচূর্ণো বৈ মোক্তিকাদিরজৈর্জলিখেৎ

থাকিবে। দর্ভ-বস্ত্রখণ্ড শোভিত, মালা-গন্ধ-চর্চিত তোরণ-বিজয় এই পদ উচ্চারণ করিয়া সন্নিবেশিত করিবে। (মূলে প্রামাদিক সিপি আছে।) পুষ্পশীর্ষ, গুরু, ধূম, শিরীষবর্ণ দেব-চিহ্নিত ধ্বজ তাহাতে উত্তোলন করিবে। ইন্দ্রাদি লোকপালের মধ্যে উত্তম ছত্র থাকিবে, সেই ছত্র সুরভ শ্বেত এবং বৃষ-স্বস্তিক-লাঙ্কিত হইবে। ধ্বজের প্রমাণ চতুর্হস্ত, পতাকার প্রমাণ একহস্ত। ধ্বজ সরল এবং অক্ষত হইবে। বিজয়-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিবে। যে তন্ত্রে সর্ব্বাভিলাষ-সিদ্ধি নিহিত আছে, সেই দেবীপদ উচ্চারণও তখন কর্তব্য। গজ, সিংহ, কলস, ময়ূর, শুক প্রভৃতি গঠিত ও চিত্রিত হইয়া তথাক্ষাতিবে (মূলে পাঠ প্রামাদিক।) দেবীর বেদীবস্ত্র ও রত্নবিশেষ-দ্বারা ভূষণীয়। বেদী প্রথমতঃ তীর্থতোয় সমুখিত-সিকতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিবে, তৎপরে, মোক্তিকাদিধূলি অতাবে

\* হরিবন্দসমাকারী ইতি পাঠান্তরম্ ।

† সমং ভূটৈঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ সচ্ছন্দো বারকৈঃ ইতি পাঠঃ ।



পদ্মং ধাগবিধানোর্থং মণ্ডলে ষাট্শং মতম্ ।  
অনেকানি চ শোভানি দর্শয়েদেবিমণ্ডলে ॥  
ঐন্দ্রাদি কুণ্ডং স্রবাদি পাত্ৰমৰ্ঘ্যাদি যান্ত্রিকম্ ।  
ফলানি গন্ধপুষ্পাণি পাত্ৰাণি সমিধানি চ ।  
মৃদবকলানি রত্নানি উদকানি সমাহরেৎ ॥ ৬৩  
অবিবাসনি পূর্বস্তু হোমং কৃৎস্না দিশাং বলিম্ ।  
দক্ষা স্নানং পুরা কৃৎস্না প্রতিষ্ঠাবিধিহোমিতে ॥ ৬৪  
গোত্রক্রমেণ যা দেব্যাঃ সংস্থিতা নৃপসত্তম ।  
তাঃ পূজা মূলমন্ত্রেণ স্বনামপদপূর্বিকাঃ ॥ ৬৫  
প্রতিষ্ঠা তানু কৰ্ত্তব্য্য বিদ্যামন্ত্রেণ যষ্টিভিঃ ।  
পূর্বাধিকা ন কৰ্ত্তব্য্য প্রমাণেন কদাচন ॥ ৬৬  
একাক্ষরাং সমারভ্য যাবদ্বাদশ-অক্ষরাঃ ।  
গৃহে তু শোভনা অৰ্চ্যা ধর্ম্যকামার্থমোক্ষদা ॥  
সর্বমঙ্গলমন্ত্রেণ আদ্যানাং স্থাপনং ভবেৎ ।  
পদমালেতি মধ্যানামস্ত্যানাং চর্চিকাপদৈঃ ॥ ৬৮

শীলিচূর্ণাদি দ্বারা যাগবিধানানুরূপ মণ্ডলোচিত  
পদ্ম চিত্রিত করিবে । মণ্ডলে নানাবিধ কারু-  
শোভা প্রদর্শন করিবে । ইন্দ্রাদি কুণ্ড, স্রবাদি  
পাত্ৰ, অৰ্ঘ্যাদি যান্ত্রিকপাত্ৰ, ফল, গন্ধ, পুষ্প,  
পত্র, সমিধ, মৃত্তিকা, বকল, রত্ন এবং জলাদি  
আহার্য করিয়া রাখিবে । পূর্বাধিনে অধিবাস,  
পরদিন স্নানান্তে নিত্য হোম, দিগ্‌বলি-দানাদির  
পর প্রতিষ্ঠা ও হোম কর্ত্তব্য । হে নৃপসত্তম !  
বংশানুক্রমে যে সব দেবতা প্রতিষ্ঠিত, স্বনাম-  
পদ-সঙ্ক-মূলমন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া  
প্রতিষ্ঠেয় দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা যষ্টি বিদ্যামন্ত্র  
দ্বারা কর্ত্তব্য \* । পূর্বোপেক্ষা অধিক প্রমাণ  
কদাচ কর্ত্তব্য নহে । এক অক্ষর হইতে আরম্ভ  
করিয়া দ্বাদশ অক্ষর পর্যন্ত শোভনা প্রতিমা  
গৃহে কর্ত্তব্য । তাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি  
লাভ হয় । প্রথম বিংশতি-দেবতার প্রতিষ্ঠা,  
সর্বমঙ্গল-মন্ত্র দ্বারা হইবে । মধ্যম দেবতা-  
দিগের স্থাপন পদমালা-মন্ত্র দ্বারা হইবে ।

\* ত্রৈলোক্যভেদে পূর্বোক্তক্রমে যে সব দেবতা  
অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের স্বনাম-সঙ্ক-মন্ত্র দ্বারা  
পূজা ও প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য । ( এ অর্থও হয় ) ।

দানং গোভূহিরণ্যাদি যেন বা ত্রীযতে শিবা ।  
আচার্য্যায় প্রদাতব্যং দ্বিজাদেঃ কস্তকাসু চ ॥  
তত্র দেয়ং সদা বৎস নৃপবকুজনস্ত চ ।  
প্রভবং বৎসরং কার্ধ্যং পীতবর্ণং স্নশোভনম্ ।  
চন্দ্রেন পটে লেখ্যং মধুসূদনরূপিনম্ ॥ ৭০  
তস্যা পূজা প্রকৰ্ত্তব্য্য যথাবিভববিস্তারৈঃ ॥ ৭১  
কুদ্রাদিত্যবহ্নি দেবা দেব্যাঃ পিতরমাতরঃ ।  
নাগযক্ষা মনুষ্যাশ্চ গ্রহাশ্চ বিবিধাঃ কণাঃ ॥ ৭২  
মুহূর্ত্তা ঋতবে্য যাজ্য অগ্ন্যানি ফলানি চ ॥ ৭৩  
এবং কৃৎস্না মহাযোগং প্রতিষ্ঠাং পূর্বগোদিতাম্,  
দেবীপীঠগতা বৎস পূজনীয়া দিনে দিনে ॥ ৭৪  
প্রাতঃকালং সন্ধ্যাকালং মহাপূজাং স্নমঙ্গলাম্ ।  
মন্ত্রজপঃ ক্রিয়াহোমঃ কর্ত্তব্যঃ সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ৭৫  
একভক্তেন নক্তেন অযাচিত-উপোষনৈঃ ।  
ক্ষীরাহারৈর্যতাহারৈঃ কন্দমূলফলাশনৈঃ ॥ ৭৬  
যবযষ্টিকগোধূমৈর্হাবস্যাকৃতভোজনৈঃ ।

অস্ত্য দেবতাদের প্রতিষ্ঠা চর্চিকা-মন্ত্র দ্বারা  
হইবে । গো, ভূমি, স্রবণাদির অথবা শিবা  
যাহাতে ত্রীত ইন, সে সব বছর দান  
আচার্য্যকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও কুমারদিগকে  
করিবে । হে বৎস ! তৎকালে রাজা ও  
বকুজনকে দানদ্বারা তুষ্ট করিতে হয় । পটে  
চন্দ্র দ্বারা প্রভববর্ষ অঙ্কিত করিবে ।  
প্রভব বর্ষ পীতবর্ণ, শোভন এবং মধুসূদন-  
স্বরূপ হইবে । এই প্রভববৎসরের পূজা  
যথাশক্তি কর্ত্তব্য । কুদ্র, সূর্য্য, বায়ু, দেব-  
গণ, দেবীগণ, ঐতিলোক, মাতৃগণ, নাগ,  
যক্ষ, মনুষ্য, গ্রহ, বিবিধক্ষণ, মুহূর্ত্ত, ঋতু,  
অগ্নাদির পূজা করিবে । হে বৎস !  
এইরূপ মহাযোগে পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া  
দেবী-পীঠদেবতা-পূজা প্রত্যহ " করিবে ।  
প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সন্ধ্যাকালে  
স্নমঙ্গল মহাপূজা করিবে । শেষে সর্বসিদ্ধির  
জন্য মন্ত্রজপ ও হোম কর্ত্তব্য । একস্তম্ভ,  
নক্তত্রতী, অযাচিতত্রতী, উপবাস-পরায়ণ,  
কৃৎস্নাহারী, যতাহারী, কন্দমূল-ফলাহারী, যব-  
গোধূমাহারী বা হবিষ্যাহারী হইয়া দেবীপূজা

কর্তব্যঃ যজনঃ দেব্যাঃ সৰ্বকালং জিতেন্দ্রিঃ  
অনেনৈব বিধানেন সৰ্বপাপকয়ো ভবেৎ ।  
মহাপাতকনাশায় ইন্দ্রেণ কৃতবান্ পুরা ॥ ৭৮  
বিজঃ স্বজানুরং হৃদ্য পিতৃন হৃদ্য স্যামিনা ।  
সুতঞ্চ ত্রঃ মনুনা শুকং গৌতমকান্তপৈঃ ॥ ৭৯  
এবং শুকিগতা বৎস শক্রদেবাঃ প্রজাপতী ॥ ৮০  
রাজার্ঘ্যং বনুনা কৃদ্বা ব্রহ্মণা হরিণা তথা ।  
কজ্জেন ত্রিপুরং দধ্বং বিকুনা শরভো হতঃ ॥ ৮১  
অনেনৈব বিধানেন বেদান্ শত্ৰুর্গৃহীতবান্ ।  
নষ্টাঃ কৃশ্ণতমুঃ কৃদ্বা প্রাপ্তবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৮২  
অবৃষ্টৌ কৃতবানাসীৎ ক্রতুদশরথেন চ ।  
অষ্টৈশ্চ মুনিশাঙ্গুল প্রজামুরীজাকাক্ষিভিঃ ।  
কৃতবান্ সুরগন্ধর্কৈর্ধকরকোমহানুপৈঃ ॥ ৮৩  
বেপুনর্ভক্তিমান্ হায় সৰ্বকালং যজন্তি চ ।  
তে যামায়ুঃপ্রিয়া ভ্রাতী স্বর্গে স্থানঞ্চ শাস্বতম্ ।  
যাবচ্চন্দ্রমাদিত্যৌ তাবৎ ক্রৌড়ন্তি তে সুখম্ ।

কর্তব্য। দেবী পূজা যখনই করুক না,  
জিতেন্দ্রিয় হইতেই হইবে। এই বিধান  
অবলম্বন করিলে সৰ্বপাপ বিনাশ হয়। বিজ-  
স্বজানুর-বধজনিত-মহাপাতক-নাশ কামনায়  
ইন্দ্র এই পূজা করিয়াছিলেন। স্যামিনী পিতৃ-  
বধপাপনাশ কামনায় এই পূজা করিয়াছিলেন।  
মধু পুত্রবধ এবং গৌতম কান্তপ শুক-পিতৃন-  
জনিত-পাপকয়-কামনায় এই ব্রত করিয়া-  
ছিলেন। হে বৎস! ইন্দ্রাদি দেবগণ ও  
প্রজাপতিস্বরূপ এইরূপে শুকি প্রাপ্ত হন। বনু  
রাজ্যের জন্ত এই পূজা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা  
এবং বিকুও এই পূজা করিয়াছিলেন। এই  
পূজাব্রত-প্রভাবে কজ্জের ত্রিপুরনাশ প্রভৃতি  
সম্পন্ন হইয়াছিল। দশরথ অনাবৃষ্টি সময়ে  
এই যজ্ঞই করিয়াছিলেন। হে মুনিশাঙ্গুল!  
প্রজা, আয়ু, এবং রাজ্যীভিলাষী অস্তান্ত  
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং স্ব রাজ্যের  
এই কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন। ৫৫—৮৩ ধারার  
ভক্তিবাবে, সৰ্বদা মহাদেবীর পূজা করেন,  
ঐহাদের আয়ুর্ভক্তি, সম্পত্তিও বিদ্যালাভ হয়  
এবং অন্তে স্বর্গে চিরবাস হইয়া থাকে। যত

স্বর্গে বিকুপুরে রম্যে চন্দ্রাৰ্কগ্রহকুবিতে ॥ ৮৪  
আগত্য ইহ জামন্তে নৃপা বেদার্থপারগাঃ ।  
দেবীভক্তাঃ সদাচারঃ সুধিনো বিগতীরয়ঃ ॥ ৮৫  
দেহান্তে শিবসামুজ্য প্রাপ্তবাস্তি পরাং গতিম্ ।  
ত্রৈলোক্যাত্মদয়ে পাদে প্রভবে মঙ্গলাদিভিঃ ।  
বিভবে বিজয়াং দেবীং শূলপদ্মাক্ষধারিণীম্ ।  
বরদোদ্যতাসংহৃদাং সৰ্বকামপ্রসাধনীম্ ॥ ৮৬  
কৃদ্বা হোমাদিনা তেন পূজয়েদ্বৎস ভার্গব ।  
সৰ্বদা সৰ্বকামান্ স পূৰ্ব্বোক্তান্ ভতে মুনৈঃ ॥ ৮৭  
ভজ্যং শুক্রে সমে কুৰ্যাদ্ ভদ্রাসনব্যবহিতাম্ ।  
নীলোৎপলকলহস্তাং শূলহস্তাক্ষধারিণীম্ ॥ ৮৮  
পুষ্পরাগকৃতশোভাং পূৰ্ব্বোক্তবিধিনা হুতাম্ ।  
কীরাতী পূজয়েৎ যত যত্নেন সুভাবিতঃ ।  
সৰ্বসীতোপহারেণ \* সুগন্ধকুসুমাদিভিঃ ।  
হোমং কীরয়িতৈঃ কুৰ্য্যান্নৈককন্ত মহামুনৈঃ ॥ ৮৯

দিন পৃথিবী, যতদিন চন্দ্রসূর্য্য, ততদিন  
ঐহারা স্বর্গে, চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহলোকে এবং রমণীয়  
বিকুলোকে সুখে ক্রৌড়া করেন। তৎপরে  
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদার্থ-পারগ,  
দেবীভক্ত, সদাচার-সম্পন্ন, সুধী এবং শক্র-  
হীন রাজা হইয়া থাকেন। দেহান্তে পরম-  
গতি—শিবসামুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।  
ত্রৈলোক্যাত্মদয়-পাদে প্রভববর্ষে মঙ্গলাদি  
পূজার কথা কথিত হইল। বিভববৎসরে  
শূলপদ্মাক্ষধারিণী, বরদা, সিংহবাহিনী, সৰ্ব-  
কামদায়িনী, বিজয়া-দেবীর সতত পূজা  
হোম প্রমুখকার্য্য দ্বারা যে ব্যক্তি আরাধনা  
করে, হে মুনৈ! ভার্গব! সে ব্যক্তি  
পূৰ্ব্বোক্ত-কলনাভ করে। ৮৪—৮৯। শুক্রে-  
বৎসরে, নীলোৎপল-কল-হস্তা, শূলহস্ত-  
ধারিণী, পুষ্পরাগশোভিতা, ভদ্রাসন-ব্যবহিতা  
ভদ্রাদেবীর পূৰ্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে  
পূজা করিবে। কুসুমাজপায়ী হইয়া যত্ন-  
ভাস-পুরঃসর শুকচিত্তে সুগন্ধ-কুসুমাদি দ্বারা

সর্বকামানবাপ্রোতি মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ।  
 রাষ্ট্রশাস্ত্র নৃপাণাঞ্চ জায়তে বুদ্ধিকৃতয়া ॥ ১০  
 শিবা বৃষাসনা কার্য্যা জিনেজা বরশালিনী ।  
 ডমরুগধারী চ শূল্য বৎসরাদ্বিতা ।  
 জটামুকুটার্দ্ধে শ্বাসুকীকৃতকঙ্কণা \* ॥ ১৪  
 স্থাপিতা পূর্ববিধিনা শিবাঈদ্যঃ পূজিতা যুনে ॥ ১২  
 পদ্মাবধনধিসর্পিষ্ঠিলহোমা বরপ্রদা ।  
 ভবতে যজমানস্ত দেশস্ত চ নৃপস্ত চ ॥ ১৬  
 শান্তিঃ প্রাপতো কার্য্যা পদ্মাসনব্যবহিতা ।  
 অক্ষহৃদকরা দেবী বরদোদ্যতপাণিনী ॥ ১৭  
 পূজিতা সিতগজাদিকীরাহারবৈর্মুনে ।  
 আদ্যাকামপ্রদা দেবী ভবতে নৃপশান্তিদা ॥ ১৮  
 স্থিতিরঙ্গিরসে কার্য্যা দণ্ডাসনব্যবহিতা ।  
 পদ্মদর্পণধারী চ সর্বাভরণভূষিতা ॥ ২১  
 স্থাপিতা পূর্ববিধিনা বামদেবাদিপূজিতা ।  
 মধুকীরাজ্যহোমাচ্চ সর্বকামপ্রসাধিকা ॥ ২০০

কমা তু জীমুখে কার্য্যা যোগপটোত্তরীয়কা ।  
 পদ্মাসনকুতাধারা বরদোদ্যতপাণিনী ॥ ১০১  
 শূল্যমেখলসংযুক্তা প্রশান্তযোগসংহিতা ।  
 সিতশ্লোপহারেণ সিতহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১০২  
 ভাবাখ্যে কারয়েদৃদ্ধিং পর্য্যঙ্কাসনসংহিতাম্ ।  
 দর্পণালোকনুয়না তিলকালকভূষিতাম্ ॥ ১০৩  
 মালাচামরশোভিতায়াং বেণুবীণাসদাপ্রিয়াম্ ।  
 সর্বরক্তোপহারেণ সর্বকামকলপ্রদা ॥ ১০৪  
 বুদ্ধিং মুখাধ্বরে কুর্ধ্যাৎ পটোপরি ব্যবহিতাম্ ।  
 রক্তমালাধরাং দেবীং বীজপূরবর \* প্রদাম্ ॥ ১০৫  
 মহাবিভবসারেণ গন্ধপুষ্পপবিজ্ঞকৈঃ ।  
 পূজিতা সংস্রুতা বৎস কলহোমা বরপ্রদা ॥ ১০৬  
 ধাতাখ্যে উন্নতিং কুর্ধ্যাৎ সর্বলক্ষণলক্ষিতাম্ ।  
 বীণাবাদনশীলাঞ্চ সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ১০৭  
 কুঙ্কমাঙ্কুরকপূরগন্ধপুষ্পানুপূজিতাম্ ।  
 সিতকুঙ্কমলোমা চ আয়ুরারোগ্যবুদ্ধিদা ॥ ১০৮

সর্বশীঠ-দেবতা পূজা পুরঃসর যে তাঁহার  
 পূজা করে এবং হে যুনে! হৃৎ-স্বত দ্বারা  
 একলক্ষ হোম করে, সে সর্বাভীষ্ট-প্রাপ্ত ও  
 ব্রহ্মহত্যাপাপ-মুক্ত হয়। আর সেই রাজ্যের  
 এবং পূজক-রাজার বিশেষ অভ্যুদয় হইয়া  
 থাকে। হে যুনে! অম্ববৎসর অর্থাৎ চতুর্থ  
 'প্রমোদ' নামক বৎসরে, বৃষাসনা, জিনেজা,  
 বর, ডমরু, সর্প এবং শূল্যধারিণী, জটামুকুট-  
 চন্দ্রভূষিতা, বাসুকিবলয়া, শিবাঈপূজিতা  
 শিবাকে পূর্বোক্ত-বিধিক্রমে স্থাপনপূর্বক  
 পদ্ম, বিষপত্র, দধি, স্বত এবং তিল দ্বারা  
 হোম করিবে। তাহাতে যজমান রাজা এবং  
 রাজ্যের বরদান করিয়া থাকেন। প্রজাপতি  
 বৎসরে, পদ্মাসনা, বর-অক্ষহৃদধারিণী শান্তিকে  
 কপূর, চন্দন, হৃৎ, অন্নাদি দ্বারা পূর্বোক্তক্রমে  
 পূজা করিলে, অতিলাভ-সিদ্ধি এবং রাজ-  
 শান্তি হইয়া থাকে। অদিরোবৎসরে দণ্ডা-  
 সনাসীনা, পদ্ম-দর্পণধারিণী, সর্বাভরণভূষিতা,  
 কামদেবাদি-পূজিতা 'স্থিতি'দেবীর পূর্বোক্ত

বিধি-অনুসারে স্থাপন ও মধু, হৃৎ, স্বত দ্বারা  
 হোম করিলে, সর্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। জীমুখ  
 বৎসরে, যোগপটোত্তরীয়া, পদ্মাসনা, বরশূল-  
 মেখলাধারিণী, প্রশান্তা, যোগাবলম্বিনী 'কমা'-  
 দেবীর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা এবং কপূর দ্বারা  
 হোম করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাববৎসরে,  
 পর্য্যঙ্কাসনসংহিতা, দর্পণালোকনপ্রসঙ্গা, মালা-  
 চামরশোভিতা, বেণুবীণাপ্রিয়া, তিলকালক-  
 ভূষিতা, 'বুদ্ধি' দেবী নির্মাণ করিয়া রক্তবর্ণ-  
 পুষ্প গজাদি সর্ববিধ উপচারে পূজা করিলে,  
 সর্বাভীষ্ট লাভ হয়। ১০—১০৪। বৎস।  
 মুখাবৎসরে পটোপরি আসীনা, রক্তমালা-  
 শোভিতা, বীজপূরবরধারিণী, 'বুদ্ধি'-দেবীর  
 মহাবিভবানুসারে, গন্ধ-পুষ্প-কুশ দ্বারা পূজা,  
 স্বত এবং কল দ্বারা হোম করিলে, তিনি  
 বরদান করিয়া থাকেন। ধাতা-বৎসরে সর্ব-  
 লক্ষণাবিতা, বীণাবাদনশীলা, সর্বাভরণভূষিতা,  
 'উন্নতি' দেবীর প্রতিমা করিয়া তাহাতে কুঙ্কম  
 অঙ্কুর, কপূর, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার

সিদ্ধীপরে প্রকর্তব্য। সিদ্ধার্থকধরপ্রদা ।  
 সিতচন্দনগন্ধাঢ্যা সিতপঙ্কজভূষিতা ॥ ১০৯  
 দণ্ডাসনস্থিতা দেবী প্রতিহার্যোপশোভিতা ।  
 স্তুতশ্রীকলহোমেন আয়ুরারোগ্যরাজ্যদা ॥ ১১০  
 বহুধান্তে সদা তুষ্টিঃ কলসোপরি সংস্থিতা ।  
 পাশাকুশকরা দেবী পদ্মমস্তিকধারিণী ॥ ১১১  
 মাদিরোদনগন্ধাঢ্যা মহার্ঘমণিভূষিতা ।  
 সর্বপীতোপহারেণ স্তুতহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১১২  
 প্রমাথিনীসমে পুষ্টির্নবযৌবনগর্ভিতা ।  
 ঋতুগন্ত-মহারূপা চন্দ্রমুদগধারিণী ॥ ১১৩  
 অশ্বারূঢ়া মহাদেবী কাশ্মীরাকুচচর্চিতা ।  
 বনমাট্যোপহারেণ মধুহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১১৪  
 বিক্রমে তু শ্রিমা কাৰ্ঘ্যা পদ্মাসনব্যবস্থিতা ॥ ১১৫  
 পদ্মশ্রীকলধারী চ করিণৈঃ কলসাধিতৈঃ ॥ ১১৬  
 স্নাপ্যমানা মহাদেবী সর্বাভরণভূষিতা ।  
 কুঙ্কমাঙ্কুরহোমেন সর্বভোগবরপ্রদা ॥ ১১৭  
 ইষে উমা প্রকর্তব্য। পদ্মোপরি ব্যবস্থিতা ।

পূজা এবম্ কপূর, কুঙ্কম ছায়া হোম করিলে, আয়ুর্কৃষ্ণি ও আরোগ্যরুচি হইয়া থাকে ।  
 দ্বৈত-বৎসরে সিদ্ধার্থ বরধারিণী, কপূর-চন্দন-  
 গন্ধশোভিতা, শুক্ল-পদ্ম-ভূষিতা, দণ্ডাসনাসীন।  
 প্রতিহার্য (নৃপুত্র) শোভিতা সিদ্ধিদেবী  
 স্তুত বিশ্বপত্রে হোমে, আয়ুর্কৃষ্ণি, আরোগ্য  
 এবং রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন । বহুধান্ত  
 বৎসরে, কলসোপরিস্থিতা পাশাকুশপদ্ম-  
 মস্তিকধারিণী, মাদিরোদনগন্ধাঢ্যা, মহার্ঘমণি-  
 ভূষিতা ‘তুষ্টি’ দেবী পীতবর্ণ-সর্ববিধ-বস্ত্র-  
 উপহার এবং স্তুতহোমে তুষ্ট হইয়া সিদ্ধিদান  
 করিয়া থাকেন । প্রমাথী-বৎসরে নবযৌবন-  
 গর্ভিতা ঋতুগন্তমুদগধারিণী, অশ্বারূঢ়া,  
 কুঙ্কমাঙ্কুর-চর্চিতা ‘পুষ্টি’দেবী বনমাট্য-উপ-  
 হারে এবং মধুহোমে সিদ্ধিদান করিয়া  
 থাকেন । করিগণ শুভে জলপূর্ণ কলস লইয়া  
 উদ্ভাষা স্নান করাইতেছে—সেই পদ্মাসনা,  
 পদ্মশ্রীকলধারিণী, সর্বাভরণভূষিতা মহাদেবী  
 শ্রিমা- (শ্রী) কমলা দেবী বিক্রম বৎসরে কুঙ্কমা-  
 ংকুর হোমে তুষ্ট হইয়া সর্বভোগবর প্রদান

যোগপটোত্তরাসঙ্গমুগসিংহপরীকৃত ॥ ১১৮  
 ধ্যানধারণসন্তাননিকরুণনিয়মে স্থিতা ।  
 কমণ্ডলুসহজ্রাক্ষবরদোদ্যতপাণিনী ॥ ১১৯  
 গ্রহমালা বিরাজন্তী জয়াদ্যৈঃ পরিবারিতা ।  
 পদ্মকুণ্ডলধারী চ শিবার্চনরতা সদা ॥ ১২০  
 গন্ধমাল্যোপহারেণ চন্দনাঙ্কুরধূপিতা ।  
 কর্পূরাঙ্কুরহোমেন সর্বকামকলপ্রদা ॥ ১২১  
 চিত্রভানো সমে দৌষ্টিশ্চন্দ্রাসনব্যবস্থিতাম্ \* ।  
 রক্তগন্ধোপহারেণ সর্বদা ভাবপূজিতা ।  
 রক্তচন্দনহোমেন স্তুতমিশ্রেণ সিদ্ধিদা ॥ ১২২  
 স্তূভানো কারয়েৎ কাস্তিঃ নীলোৎপলব্যবস্থিতাঃ  
 সর্বাভরণভূষাক্ষৌঃ কলসোৎপলধারিণীম্ ॥ ১২৩  
 জাতীপুষ্পমালাধরীঃ মদকপূরচর্চিতাম্ ।  
 পূজিতা ভাবযোগেন জাতীহোমাদ্বরপ্রদা ॥ ১২৪  
 যশা তারণনামে তু শম্মপুষ্পকধারিণী ।  
 পর্যাক্কোদরসংস্থা তু পীতবর্ণা সূচর্চিতা ॥ ১২৫

করিয়া থাকেন । ১০৫—১১৭ । বৃষ বৎসরে  
 পদ্মোপরিস্থিতা, যোগপটোত্তরীয়া মুগসিংহ-  
 পরীকৃত, ধ্যান-ধারণাদি-যোগসম্পন্ন, কমণ্ডলু-  
 অক্ষহস্তবরধারিণী, গ্রহমালাবিরাজ-মানা,  
 জয়াদিবেষ্টিতা, পদ্মকুণ্ডল-শোভিতা, শিবার্চন-  
 পরায়ণা ‘উমা’ দেবীকে গন্ধমালা উপহার  
 প্রদান, চন্দনাঙ্কুর ধূপপ্রদান এবং কর্পূরাঙ্কুর-  
 হোমে তুষ্টিসম্পাদন করিলে সর্বাভাষ্ট-প্রাপ্তি  
 হয় । চিত্রভানু বৎসরে চন্দ্রাসনাসীনা ‘দৌষ্টি’  
 দেবীকে রক্তচন্দনোপহারে শুদ্ধচিত্তে সর্বদা  
 পূজা করিলে এবং স্তুতমিশ্রিত রক্তচন্দন দ্বারা  
 হোম করিলে তিনি সিদ্ধি প্রদান করিয়া  
 থাকেন । ‘স্তূভানু’ বৎসরে, নীলোৎপলাসনা,  
 সর্বাভরণভূষিতা, কলসকমলধারিণী, জাতী-  
 কুঙ্কমমালা-শোভিতা, মুগমদকপূরচর্চিতা  
 ‘কাস্তি’ দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে  
 শুদ্ধচিত্তে পূজা করিলে এবং জাতীপুষ্প দ্বারা  
 হোম করিলে তিনি বরদান করিয়া থাকেন ।

\* অতঃপরঃ করিণোচ্ছলধারী চ সিংহাসন-  
 ব্যবস্থিতা ইতি পদ্যাক্ষমধিকং কচিৎ ।



পারিজাতকপুস্পাঢ্য যক্ষগন্ধানুলেপন।  
নাগকেশরহোমেন যথেষ্টকলদায়িকা ॥ ১২৬ ॥  
পার্শ্বিবে কারয়েন্নক্ষীং পদ্মগর্ভব্যবস্থিতাম।  
পদ্মপুরকহস্তাঞ্চ মহার্ঘমণিভূষিতাম ॥ ১২৬ ॥  
শ্রামাদীং গন্ধপুস্পাঢ্যং কক্ষুর্ধ্যাদিভির্চর্চিতাম  
পূজিতামুপহারেণ স্বতহোমবরপ্রদাম ॥ ১২৭ ॥  
বায়েশ্বরী প্রকর্তব্য। বৃষযুগ্মব্যবস্থিতা।  
জটামুকুটভালেন্দু-ত্রিশূলোরগভূষণা ॥ ১২৮ ॥  
মণিমৌক্তিকশোভাঢ্য। সিতচন্দনচর্চিতা।  
পূজিতা কুমুদৈর্হৃদৈঃ সর্বকামফলপ্রদা ॥ ১২৯ ॥  
এতাশ্চোত্তমভাগস্থাঃ পূজিতাঃ সংস্কৃতাঃ শিবাঃ  
সর্বকামপ্রদা দেব্যা নৃপরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৩০ ॥  
সর্বাসাং পায়সং দদ্যাৎপহারং বিলেপনম্।  
চন্দনাঙ্কুরকর্পূরবিশ্বপদ্মানি পূজনম।  
হোমং ক্ষীরস্বতং শস্তং তিলকোদ্রসমম্বিতম্।

ভারণ বৎসরে শঙ্খপুষ্পধারিণী, পর্যাক্ষমধ্যস্থিতা,  
পীতকর্ণা উত্তমানুলেপন-চর্চিতা, পারিজাত-  
পুষ্প-শোভিতা, যক্ষগন্ধানুলেপন। 'যশা'  
দেবীর পূজা ও নাগকেশরপুষ্প দ্বারা হোম  
করিলে ইচ্ছানুরূপ ফল হইয়া থাকে। পার্শ্বিবে  
বৎসরে পদ্মমধ্যস্থিতা, পদ্মপুরকধারিণী, মহার্ঘ-  
মণিভূষিতা, শ্রামাদী লক্ষ্মীপ্রতিমা গঠন  
করাইয়া গন্ধপুষ্প, কক্ষুরী প্রভৃতি অনুলেপন,  
ইত্যাদি উপহারে লক্ষ্মীর পূজা করিলে এবং  
স্বতহোম করিলে, তিনি বরদান করিয়া  
থাকেন। বায় নামক বৎসরে ঈশ্বরীমূর্তি  
নির্মাণ করিবে। জটা, মুকুট, চন্দ্র, ত্রিশূল এবং  
সর্প, এই গুলি তাঁহার ভূষণ। মণিমুক্তাদি  
দ্বারা তাঁহার মূর্তি শোভিত করিয়া এবং  
সুগন্ধ-স্বেতচন্দন-বিলেপন করিয়া মনোহর  
পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে, তিনি সকল কামনাই  
পূর্ণ করেন। এই সকল দেবীগণের ভক্তি-  
পূর্বক পূজা এবং স্তুবাদি করিলে সর্বাভীষ্ট-  
সিদ্ধি হয় এবং নৃপতিগণের রাজ্যবৃদ্ধি হয়।  
চন্দন, অঙ্কুর, কর্পূর, বিশ্বপদ্ম, পদ্মপুষ্প,  
ইত্যাদি উপহার দ্বারা সকলেরই পূজা করিবে  
এবং সকলকেই পায়স-নৈবেদ্য প্রদান

জিতদ্বন্দ্বেন কর্তব্যং ক্ষীরপায়সভোজিনা ॥ ১৩২ ॥  
সর্বলোকোপকারায় আশ্বিনশ্চ শুভায় চ।  
সর্বপাপবিশুদ্ধার্থং সর্বাভ্যুদয়হেতুকম্।  
দেবীনাং পূজনং শস্তং সংবৎসরভয়াপহম্ ॥ ১৩৩ ॥  
( ইত্যাদ্যো দেবীপুরাণে সংবৎসরদেবতা-  
প্রথমবিংশতিবিধিঃ ॥ )

ব্রাহ্মী হংসাসনা কার্যা মুগ্ধমেখলাভূষিতা।  
চতুর্ভুজা সর্কুর্বাণা দণ্ডকাষ্ঠকমণ্ডলুঃ ॥ ১ ॥  
অক্ষহৃদধরা দেবী অ্রবহস্তা চ ধারিণী।  
যোগপটকরদ্বাজী বেদোপগারিত-আননা ॥ ২ ॥  
কৃতা প্রতিষ্ঠয়েদ্যন্ত সর্বজিহ্বর্ষকে শুভে।  
পূর্বোক্তেন বিধানেন সর্বমঙ্গলস্থাপনে।  
যো বিধিবিহিতস্তাত সোহপাঠেইব প্রকীর্তিতঃ ॥  
হোমজাপাবালং গন্ধশালিযষ্টিককুঙ্করাঃ।  
পায়সং দধিভক্তঞ্চ লডুকান্ পূপকাংস্তথা ॥ ৪ ॥  
ধ্বজমালোপহারঞ্চ কুমুদাঙ্কুরোচনাঃ।  
মণিমৌক্তিকদামানি কৃতা দেবীং নিবেশয়েৎ ॥ ৫ ॥

করিবে। ক্ষীর, স্বত, তিল এবং মধু মিশ্রিত  
করিয়া হোম করিবে। ক্ষীর কিংবা পায়সমাত্র  
ভোজন করিয়া থাকিয়া সর্বভুংখাদি পরিত্যাগ-  
পূর্বক, সর্বসাধারণের এবং আপনার মঙ্গলের  
জন্য, সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট করিবার জন্য দেবী-  
গণের পূজা করাই প্রশস্ত; ইহাতে সর্ববিধ  
অভ্যুদয় লাভ হয় এবং সংবৎসর-ভয়াদি  
কিছুমাত্র ও থাকে না। ১১৮—১৩২। ব্রাহ্মী-  
মূর্তি মুগ্ধমেখলা-ভূষিতা এবং হংসাক্রড়া  
করিতে হয়। ইনি চতুর্ভুজী এবং ইহার  
হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষহৃদ ও অ্রব।  
ইনি যোগপটে আসীনা এবং ইহার মুখ হইতে  
সর্বদা বেদোচ্চারণ হইতেছে। যে ব্যক্তি  
সর্বজিৎ নামক বর্ষে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে  
ইহার প্রতিষ্ঠা করে, সে যথোক্ত ফল পায়।  
পূর্বে যেরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে, ইহার  
প্রতিষ্ঠা কার্য ও সেইরূপ বিধিপূর্বক করিতে  
হয়। হোম, জপ, বলি, গন্ধ, শালি, যষ্টিক,  
কুঙ্কর, পায়স, দধি, লডুক, অপুপ, ধ্বজ,

সৰ্বকামানবাপ্নোতি যুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ।  
 অশ্বমেধসমং পুণ্যং লভতে চাবিচারণাং ॥ ৬  
 কেমারোগ্যং সুভিক্ৰম তস্মিন দেশে প্রজায়তে  
 যত্রেয়ং ক্রিয়তে পূজা ত্র্যক্ষৌমুদিতা মানবঃ ॥ ৭  
 তুষ্টিং যুগং প্রকর্তব্যং সূর্য্যরূপং সুতেজসম্ ।  
 গোব্রাহ্মণনৃপাণাঞ্চ যজমানসুখাবহম্ ॥ ৮  
 জয়াবতী প্রকর্তব্যা সৰ্বধারী তু বৎসরে ।  
 শরশার্ঙ্গধরা দেবী সৰ্বাতরনভূষিতা ॥ ৯  
 রক্তগন্ধানুলিষ্টাক্ষী সৰ্বশক্রনিবহিণী ।  
 যন্ত পূজয়তে ভক্ত্যা স লভেতৈর্পিতং ফলম্ ॥  
 শাক্তী বিরোধিনামে চ বজ্রহস্তা গজে স্থিতা ।  
 সুরূপাঙ্কুশহস্তা চ হারকেরয়ভূষিতা ॥ ১১  
 গণগন্ধৰ্বসংযুক্তা সিদ্ধচারণমৈবিতা ।  
 মহাবিভবসারং পূজনীয়া নৃপোত্তমৈঃ ॥ ১২  
 বহ্নালঙ্কারগন্ধাদৈঃ পুষ্পধূপপবিত্রকান ।  
 দদ্যাডক্তোপহারস্ত সৰ্বকৃত্তবিরুদ্ধৈঃ ॥ ১৩

মালা, কুঙ্কুম, অঙ্কুর, রোচনা, মণি, মুক্তা  
 প্রভৃতি উপহারে দেবীর পূজা করিয়া স্থাপন  
 করিবে। ঐরূপ করিলে সৰ্বার্থ-সিদ্ধি হয়  
 সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয়, অশ্বমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি  
 হয় এবং সেই দেশের মঙ্গল, আরোগ্য ও  
 সুভিক্ৰম অক্ষুর থাকে। যে স্থানে দেবী ত্র্যক্ষীর  
 পূজা করা হয়, তথায় সূর্য্য, তেজঃসম্পন্ন হইয়া  
 শুভকর হন এবং যুগ ও তুষ্টি হইয়া গো, ব্রাহ্মণ,  
 রাজা এবং যজমান প্রভৃতি সকলের হিতসাধন  
 করেন। সৰ্বধারী নামক বৎসরে জয়াবতী-  
 মূর্ত্তি সৰ্বাতরনভূষিতা করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিবে।  
 ইহার গাজে রক্তচন্দন। ইনি সকল শত্রুভয়  
 বিনষ্ট করেন। যে ব্যক্তি ইহার পূজা করে,  
 সে অভীষিত ফল লাভ করে। বিরোধী  
 বৎসরে শাক্তী দেবীর মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া  
 পূজা করিবে। ইহার হস্তে বজ্র, গজোপরি  
 আরোহণ করিয়া এক হস্তে অঙ্কুশ ধরিয়া  
 আছেন। ইনি সুরূপা, হারকেরুদি অল-  
 ঙ্কারে ভূষিতা এবং গন্ধৰ্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও  
 প্রমথগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। বহ্ন, অলঙ্কার,  
 গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা নরপতিগণ শক্তি অনুসারে

গজাঙ্কি \* শুগ্গলং হোমং কীরসর্পিঃপরিপ্লুতম্ ।  
 লৈকৈকং হবম নস্ত সৰ্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ১৪  
 আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দদাতি ত্রিদশেশ্বরী ॥ ১৫  
 অজিতা বিকৃতে কার্ঘ্যা মকরাসনসংস্থিতা ।  
 পাশাঙ্কুশধরা দেবী স্বরূপা বিভবার্ধিতা ॥ ১৬  
 জাতীকাশোকপুষ্পৈশ্চ পূজনীয়া সুভাবিতৈঃ ।  
 হোমমেলাহুচং কুষ্ঠং পয়োহারস্ত সিদ্ধিদা ॥ ১৭  
 খরৈঃপরাজিতা দেবী সিংহারুঢ়া মহাবলী ।  
 পিনাকৈবুকরা কার্ঘ্যা খড়্গাখেটকধারিণী ॥ ১৮  
 ত্রিনেত্রা জটাভারেন্দ্রবাসুকৌকুতভূষণা ।  
 কুহা সর্বোপহারস্ত প্রতিষ্ঠাবিধিচৌদিতম্ ॥ ১৯  
 স্থাপনং কার্ঘ্যে তাত ততঃ পূজা পুরাতনী ।  
 মহাবিভবভাবেন হোমং চন্দনকুঙ্কুমম্ ॥ ২০  
 দধিতক্ৰং যতং ক্ষীরং নৈবেদ্যং দ্বিজতর্পণম্ ।  
 কতাতোজনপূজা চ সঙ্গকামফলপ্রদা ॥ ২১

ইহার পূজা করিবে। রক্তবর্ণ উপচারে ইহার  
 পূজা করিলে ক্ষত্রিয়গণের বৃদ্ধি হয়। ১—১৩।  
 ক্ষীর, সর্পি ইত্যাদি দ্বারা লক্ষ হোম করিলে  
 ইনি কামনানুযায়ী ফল দান করেন এবং  
 আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই দান  
 করেন। বিকৃত নামক বৎসরে অজিতামূর্ত্তি  
 নিৰ্ম্মাণ করিবে। অজিতামূর্ত্তি মকরাসনে সমা-  
 রুঢ়া। ইনি পাশাঙ্কুশধারিণী, স্বরূপা এবং  
 ঐশ্বর্য্যাবিতা। জাতী অশোক ইত্যাদি পুষ্প  
 দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ইহার পূজা করিতে হয়।  
 এলা, ত্বক্, কুষ্ঠ এবং ছক্ দ্বারা হোম করিলে  
 ইনি সর্বসিদ্ধি দান করেন। খর নামক বৎসরে  
 অপরাজিতামূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি  
 সিংহারুঢ়া, হস্তে ধনুর্কাণ কুন্ত, শূল-  
 অসি। ইহার তিনটি নেত্র, মস্তকে জটা,  
 ললাটে চন্দ্র এবং অঙ্গে বাসুকি আভরণ।  
 পূর্বোক্ত বিধিপূর্ব্বক নানাবিধ উপচার দ্বারা  
 ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভবানুসারে পূজা  
 করিবে। চন্দন কুঙ্কুমাদিবলেপন, দধির যত-  
 কৌরাদি নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ

জয়ন্তী নন্দনে কার্যা কুম্ভশূলসিধারিণী ।  
খোটকবাগ্রহস্তা চ পূজনীয়া সুবাসিটৈঃ ॥ ২২  
এলাকুম্ভমকপূরগন্ধলডুকপূরকৈঃ ।  
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামাংস্তরগো গহোমনৈঃ ॥ ২৩  
বিজয়ে মানসৌ কার্যা স্তন্দনে সংব্যবস্থিতা ।  
ঘণ্টামুদগরধারী চ বজ্রাকুশকরোদ্যতা ॥ ২৪  
সর্ষাভরণভূষাকৌ সর্ববেদনমস্কৃতা ।  
চম্পকোশীবপুর্নাগপূজনাং সর্বকামদা ॥ ২৫  
মায়া জয়ে প্রকর্তব্য্য বহুরূপা সুশোভন ।।  
পাশাকুশধরা দেবী মালাচামরধারিণী ॥ ২৬  
শ্রামবর্ণা সুরূপাঢ্যা পীতবস্ত্রপরিচ্ছদা ।  
সহকারকৃতাপীড়া মদকুম্ভমচর্চিতা ॥ ২৭  
হেমরত্নমণিবজ্রপূজিতা বিধিনা মনে ।  
কীরপায়সদানেন সর্বহোমা চ সিদ্ধিদা ॥ ২৮  
দিতিং দৈত্যানুতাং দেবীঃ মন্থথে পূজয়েন্মুনে ।  
দণ্ডাসনস্থিতাং তদ্রাং সর্ষাভরণভূষিতাম্ ॥

ও কুমারীভোজন করাইবে। তাহা হইলে সর্বকামনা সিদ্ধি হইবে। নন্দন বৎসরে জয়ন্তীমূর্তি করিবে। ইনি কুম্ভ, শূল এবং অসি, খোটক ধারণ করিয়া আছেন। এলা-ইচ, কুম্ভম, কপূর, গন্ধ-লড্ডুকাদি দ্বারা ভক্তি-পূর্বক পূজা এবং হোম করিলে ইনি শুভফল দান করেন। বিজয় নামক বৎসরে মানসৌ মূর্তি করিবে। ইনি স্তন্দনারূঢ়া। ঘণ্টা, মুদগর, বজ্র এবং অকুশ ধারণ করিয়া আছেন, ইহার অঙ্গ সর্ষাভরণে ভূষিত এবং সকল দেবতাই ইহাকে নমস্কার করেন। চম্পক, উশীর, পুর্নাগ, প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে সর্বসিদ্ধি দান করেন। জয় নামক বৎসরে সুশোভন বহুরূপা মায়ামূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। তাহার হস্তে পাশ, অকুশ, মালা এবং চামরণ ইনি শ্রামবর্ণা, সুরূপা এবং পীতবস্ত্রধারিণী। ইহার মস্তকে সহকারপল্লবের মালা এবং সর্ষাঙ্গ শুভ্র-চন্দন লিপ্ত। হেম, রত্ন, মণি, বজ্র প্রভৃতি উপহার এবং কীর পায়সাদি নৈবেদ্য দ্বারা পূজা ও হোম করিলে সর্বসিদ্ধি দান করেন। মন্থথ নামক বৎসরে দৈত্যপূজিতা দিতি-

কলমৌলোৎপলকরামুৎসঙ্গশিশুভূষিতাম্ ।  
ফলগন্ধোপহারেণ হবনাচ্চ শুভপ্রদাম্ ॥ ৩০  
খেতা তুর্গুধবর্ষাক্ষে খেতপক্ষজভূষিতা ।  
দণ্ডাকুম্ভত্রধারী চ ব্রহ্মমোগমাস্থিতা ॥  
জপহোমার্চনদানগন্ধকারবারিপ্রিয়া ।  
রসনিধাসহোমেন সেব্য্য তু শুভদায়িকা ॥ ৩২  
বিমোহিনী হেমলম্বে পীতবর্ণা মৃগাসনা ।  
ধ্বজশূলাক্ষধারী চ বেহুস্তা ধ্বনিপ্রিয়া ॥ ৩৩  
সুরূপা যৌবনস্থা চ হারকেয়ুরভূষিতা ॥  
মধুপায়সহোমেন পূজয়া চ শুভপ্রদা ॥ ৩৪  
বলম্বে কারয়েদে যঃ শরণাং বরদাভয়াম্ :  
সিংহাসনসমাসীনান্নাতপত্রবিভূষিতাম্ ॥ ৩৫  
শ্রামচন্দনকোশীরচর্চিতাং সিতবাসসম্ ।  
কুম্ভমাণ্ডকহোমেন চিস্ততার্থপ্রসাধনীম্ ॥ ৩৬

মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি দণ্ডাসনসংস্থিতা এবং সর্ষাভরণে ভূষিতা। ইহার হস্তে ফল এবং নীলোৎপল ও উৎসঙ্গদেশে বালক। গন্ধপুষ্পাদি উপহারে পূজা ও হোম করিলে সিদ্ধিদান করেন। ১৪—৩০। তুর্গুধ নামক বর্ষে খেতামূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি ব্রতচারিণী এবং খেতপদ্মাসনে যোগাবলম্বন করিয়া আছেন। হস্তে দণ্ড এবং অক্ষমুত্র। ইনি কীরবারি-প্রিয়া এবং জপ-হোমাদি দ্বারা অর্চনা করিলে, শুভফল প্রদান করেন। হেম-বস্ত্র নামক বৎসরে বিমোহিনীমূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি মৃগাসনা এবং পীতবর্ণা। ইহার হস্তে ধ্বজ, শূল, অক্ষমুত্র এবং বেণু। ইনি সুরূপা, যুবতা এবং হার-কেয়ুরাদি অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা। মধু এবং পায়সাদি দ্বারা হোম ও পূজা করিলে, ইনি সিদ্ধিদায়িনী হন। বলম্ব নামক বর্ষে শরণামূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি সিংহাসনারূঢ়া। ইনি সকলের প্রতি অভয় ও বর প্রদান করেন। ইহার মস্তকে ছত্র, পরিধান শুভ্রবস্ত্র এবং সর্ষাঙ্গ শুভ্র, চন্দন, উশীর প্রভৃতি অমুলেপন। কুম্ভম অণ্ডক ইত্যাদি উপহার দ্বারা পূজা এবং

কৌশিকোঃ কৌশিকাক্রুতাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ কপালিনীম্  
কঙ্কাকুণ্ডলস্তাক্ষ ত্রিশূলকরজাশ্বরাম্ ॥ ৩৭  
বলিমংসোদনাহার্যঃ কৃষ্ণগন্ধশ্রজপ্রধাম্ ।  
তুরুকাঙ্কুরহোমেন বিকারিভয়নাশিনীম্ ॥ ৩৮  
গৌরী শঙ্খানুবর্ণাভা শর্করী অভিধে ভবেৎ ।  
রঘুপদ্মাসনাসীনা সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ॥ ৩৯  
বরদোদ্যতরূপাঢ্যা সমমাল্যকলপ্রিযা ॥ ৪০  
তগাণ্ডকহোমেন কুঙ্কুমেণ শুভপ্রদা ।  
প্রণাম্যে বিমলা কার্ঘ্যা শুভহারেন্দুবর্চসা ।  
মুক্তাক্ষসূত্রধারী চ কমণ্ডলুকরা বধা ॥ ৪১  
নরাসনসমাক্রুতা শ্বেতমাল্যধরপ্রিযা ।  
দধিকীরোদনাহার্য কপূরযদর্চিতা ॥ ৪২  
সিতপঙ্কজহোমেন রাষ্ট্রায়ুর্নৃপবর্ধিনী ॥ ৪৩  
শোভকুদ্ভিত্তি কর্তব্য্য বসন্তোজ্জলভূষণা ।  
নৃত্যমানা শুভা দেবী সমস্তান্তরৈর্নৃত্যুতা ॥ ৪৪

হোমাদি কার্যে পরিতুষ্ট হইয়া সর্বার্থসিদ্ধি দান করেন। বিকারী বর্ষে কৌশিকীমূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি কৌশিকাক্রুতা, কৃষ্ণবর্ণা ও কপালিনী। হস্তে মুণ্ড এক ত্রিশূল। বলি মাংস, অন্ন, নৈবেদ্য ইহার প্রিয় এবং ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ চন্দন ও মালা দান করিতে হয়। তুরুকা, অঙ্কুর ইত্যাদি দ্বারা হোম করিলে সর্কভয় বিনষ্ট করেন। শর্করী বর্ষে গৌরীমূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। শঙ্খ এবং চন্দনের ত্রায় ইহার বর্ণ, রঘু ও পদ্ম আসন হস্তে অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলু। ইহার মূর্তি সুপ্রসঙ্গ, যেন বুরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়া আছেন। সকল মালা এবং সকল ফল ইহার প্রিয়। কুঙ্কুম, অঙ্কুর ইত্যাদি দ্বারা পূজা এবং হোম করিলে শুভফল প্রদান করেন। প্রবাধ্য বর্ষে বিমলামূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি মুক্তাশর এবং চন্দ্রের ত্রায় শুভবর্ণা, হস্তে মুক্তা, অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলু। ইনি নরাসনে আক্রুতা, শ্বেতমালা এবং শ্বেত বস্ত্র ইহার প্রিয় দধি, কীরান্ন, নৈবেদ্য, কুঙ্কুমাদি বিলেপন, শ্বেতপদ্মাদি দ্বারা পূজা এবং হোম করিলে নৃপতিগণের ঐশ্বর্য্য ও রাজ্যবৃদ্ধি করেন।

বৌগাবাদনশীলা চ মদকপূরচর্চিতা ।  
অশোকশ্রজহোমেন সর্ষকামকলপ্রদা ॥ ৪৫  
শুভকুল্লালসা কার্ঘ্যা করিণীপৃষ্ঠসংস্থিতা ।  
বজ্রদর্পণহস্তা চ সিতচন্দনচর্চিতা ॥ ৪৬  
হারকেয়ুরশোভাঢ্যা সুরভ্রবসনোজ্জলা \*  
পর্ণটৌদনপূজায়াং জলহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ৪৭  
ক্রোধিত্তুরুতী দেবী সিতবাসা ত্রিতে স্থিতা ।  
পদ্মপুষ্পোদককরা চন্দনেণ সূচর্চিতা ॥ ৪৮  
হোমাধ্যয়নশীলা চ ফলকন্দাশনাপ্রিয়া ।  
উশীরাকুরহোমেন সংবৎসরভয়াপহা ॥ ৪৯  
বিম্বাবসৌ ক্রিয়া কার্ঘ্যা যজ্ঞাঙ্গকৃতভূষণা ।  
অবমেখলধারী চ গুরুরক্তসিতোজ্জলা ॥ ৫০  
পটৌপরি সমাসীনাং পূজয়েৎ যন্ত ভাবিতঃ ।  
চম্পকোশীরপুরাগৈঃ স লভেতেপিপিতান্ মুনে ॥

শোভকুৎ বর্ষে রতিমূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি সর্ষদা নৃত্যপ্রিযা ও সমুজ্জল বিবিধ ভূষণে অলঙ্কতা। ইহার গাত্রে কপূরাদি বিলেপন এবং ইনি বৌগা বাদন করিতে ভালবাসেন। অশোকপুষ্প ও মালা দ্বারা পূজা করিলে সর্ষকামনা সিদ্ধ করেন। শুভকুৎ বর্ষে লালসা (ইচ্ছা) মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি করিণী-পৃষ্ঠে আক্রুতা। ইহার হস্তে দর্পণ ও মালা, গাত্রে শুভচন্দন রক্তবস্ত্র এবং হারকেয়ুরাদি বিবিধ অলঙ্কার। পর্ণট, ওদন নৈবেদ্য দ্বারা পূজা জপ ও হোমাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সিদ্ধি দান করেন। ক্রোধী বর্ষে অরুতী দেবীর মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে, ইনি ত্রিধারিণী। ইহার পরিধান শুভবস্ত্র, হস্তে পত্র, পুষ্প এবং জল, এবং সর্ষাঙ্গে চন্দন বিলেপন—ইনি স্বয়ং হোম এবং অধ্যয়নশীলা। কন্দ, মূল, ফল ইহার প্রিয়। উশীর, অঙ্কুর ইত্যাদি দ্বারা পূজা-হোমাদি করিলে, সংবৎসরভয় বিনষ্ট করেন। বিম্বাবসু বর্ষে ক্রিয়ামূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ইনি পটৌপরি সমাসীনা। হস্তে অব ও মেখলা পরিধান গুরু-রক্তবস্ত্র এবং যজ্ঞাঙ্গই



দুর্গা দিগ্গজমন্তানিপৃষ্ঠগা অবিহুদনৌ ।  
চর্ম্মাসিশরপিলাকধারিণী মহিষাপহা ॥ ৫২  
তচ্ছিরোখণ্ডহাকায়ৈস্তম্ভটৈঃ পরিবারিতা ।  
রক্তশ্রগন্ধনেত্রৈশ্চ কীরপায়সভোজনৈঃ ॥ ৫৩  
বেষ্টিতা নাগপাশেন কোচিষ্টিরী গতাসবঃ ।  
দেবীশূলহতাং কার্ঘ্যা সর্কে তেষাঃ সুখাননাঃ \*  
পাদোপমাসনে চৈক একোহ বিনিবেশিতঃ ।  
এবংবিধেন রূপেণ পরাবসুসমে কৃতাম্ ॥ ৫৪  
পূজয়েৎ সততং যন্ত গন্ধধূপশ্রাদ্ধাদিভিঃ ।  
হেমরাজতপাত্রৈশ্চ কীরপায়সভোজনৈঃ ॥ ৫৫  
স লভেতেষ্পিতান্ কামান্ ত্রিগুণা জীবতে সমাঃ  
অমুক্তানাস্তু দেবীনাং হোমং কীরুঘৃতং মতম্ ।  
আয়ুধং খড়্গশূলঞ্চ নৈবেদ্যং ঘৃতপায়সম্ ॥ ৫৬  
( ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে সংবৎসরদেবতা  
দ্বিতীয়বিংশতিবিধিঃ ॥ )

ইহার ভূষণ । যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে চম্পক,  
উশীর, পুরাগ প্রভৃতি দ্বারা ইহার পূজা করে,  
সে ঈশ্বরত্ব ফল প্রাপ্ত হয় । ৩১—৫১। দুর্গাদেবী  
মন্তাদিগ্গজপৃষ্ঠে আরুঢ়া । ইনি শক্রবিনাশিনী,  
হস্তে চর্ম্ম, অসি, ধনু এবং বাণ । ইনি  
মহিষঘাতিনী । ইহার চতুর্দিকে অসুরসৈন্য  
বেষ্টিত করিয়া আছে । তাহাদের সকলেরই  
গলদেশে রক্তমালা এবং সকলেরই চক্ষু রক্ত-  
বর্ণ এবং সকলেই কীর-পায়সাদি ভোজনে  
উন্মত্ত । কেহ কেহ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া প্রাণ  
পরিত্যাগ করিয়াছে । কেহ বা দেবীর শূলবিদ্ধ  
হইয়া দেবীর প্রতি মুখভঙ্গি করিয়া আছে ।  
কো অসুর দেবীর পদতলস্থিত আসনে  
নিবিষ্ট হইয়া আছে । পরাবসু বর্ষে এইরূপে  
নির্মাণ করিয়া বিচিত্র-শোভাসম্পন্ন করিয়া  
যে ব্যক্তি গন্ধ ধূপ ও মালা দ্বারা এবং স্বর্ণ  
রৌপ্যাদি পাত্রের নিহিত কীর-পায়সাদি নৈবেদ্য  
দ্বারা সর্বদা দেবীর পূজা করে, তাহার সর্ব-  
কামনা সিদ্ধ হয় এবং আয়ু তিনগুণ বৃদ্ধি পায় ।

\* পার্বত্যায়সসুখাননাঃ ইতি কচিং পাঠঃ ।

কালী প্রবঙ্গনামে তু দণ্ডপাশোদ্যাত্তো ভবেৎ ।  
কৃষ্ণগন্ধোপহারেণ পূজিতা শুভদায়িকা ॥ ১  
রৌদ্রী তু কৌলকে কার্ঘ্যা মুণ্ডকর্ভুকধারিণী ।  
রক্তগন্ধোপহারেণ পূজিতা শুভদায়িকা ॥ ২  
সৌম্যো কপালিনী কার্ঘ্যা ত্রিশূলবরধারিণী ।  
পীতরক্তোপহারেণ হোমেন চ বরপ্রদা ॥ ৩  
সাধারণে সঘণ্টা তু ঘণ্টাকর্ণা ত্রিশূলিনী ।  
রক্তকৃষ্ণোপহারেণ সর্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৪  
বিরোধকৃষ্ণমুদ্রায়া ময়ুরাসনসংস্থিতা ।  
পাশশাক্তকর্ণা দেবী ত্রিনেত্রা অলকোজ্জ্বলা ॥ ৫  
গন্ধপুষ্পোপহারেণ চন্দনাঙ্কুরচর্চিতা ।  
পূজিতা ভাবহোমেন সর্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৬  
পরিবাদ্যাং যজ্ঞদেবীং বহুরূপাং নরাসনাম্ ।  
শূলখড়্গধরীং বৎসং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৭

যে সকল দেবীর বিশেষ বলা হয় নাই, তাঁহা-  
দের আয়ুধ খড়্গ এবং শূল ; এবং কীর দ্বারা  
হোম এবং ঘৃত-পায়স নৈবেদ্য । ৫২—৫৬ ।  
প্রবঙ্গ নামক বৎসরে কালীমূর্তি নির্মাণ  
করিবে । ইহার হস্তে দণ্ড এবং পাশ । কৃষ্ণ-  
চন্দন ও কৃষ্ণ উপহার দ্বারা পূজা করিলে ইনি  
শুভদায়িকা হন । কৌলক বৎসরে রৌদ্রমূর্তি  
নির্মাণ করিবে । ইহার হস্তে মুণ্ড এবং  
কর্ভুক । রক্তচন্দনাদি উপহারে পূজা করিলে  
ইনি শুভফল প্রদান করেন । সৌম্য নামক  
বৎসরে কপালিনীমূর্তির পূজা করিবে । ইহার  
হস্তে শূল এবং কপাল । পীত ও রক্ত উপ-  
হারে পূজা করিলে তিনি বরদায়িনী হন ।  
সাধারণ নামক বৎসরে ঘণ্টাকর্ণা দেবীর পূজা  
করিবে । ইহার হস্তে ঘণ্টা এবং ত্রিশূল । রক্ত  
এবং কৃষ্ণ উপহারে পূজা করিলে সর্বকামনা  
সিদ্ধ হয় । বিরোধকৃষ্ণ নামক বৎসরে ময়ুরাসন-  
স্থিতা ময়ুরা দেবীর পূজা করিবে । ইহার  
হস্তে পাশ এবং শক্তি, ইহার তিনটি নেত্র  
এবং মস্তকেব কেশরাশি অতিশয় সমুজ্জ্বল ।  
গন্ধ পুষ্প চন্দন, অঙ্কুর ইত্যাদি উপহারে  
তাঁহার পূজা ও হোম করিলে সর্বকামনা  
সুসিদ্ধ করেন । পরিবাদী বৎসরে বহুরূপা

গুরুভক্তাসিতপীঠৈর্গন্ধপুষ্পবিভূষিতৈঃ ।  
 পূজিতা ভাবহোমেন বলিদানেন তুষ্টিনা ॥ ৮  
 প্রমাথনে সুরূপা তু হারকেয়ুরভূষিতা ।  
 দণ্ডাসনসমাক্রান্তা পদ্মশক্তিকধারিণী ॥ ৯  
 মধুমালাশ্রজাপীড়া সর্বগন্ধোপচর্চিতা ।  
 বলিমাল্যোপহারেণ হবনেন শুভপ্রদা ॥ ১০  
 আনন্দাখ্যে ত্রিনেত্রা তু শূলপট্টশধারিণী ।  
 জটোরগশরচ্ছত্রভূষিতা শিবরূপিণী ॥ ১১  
 গন্ধমাল্যোপহারেণ পূজিতা সিতপঙ্কজৈঃ ।  
 প্রবচ্ছতি শুভান্ কামান্ জপহোমপরায়ণা ॥ ১২  
 রিপূর্বা রাক্ষসে কার্ঘ্যা বজ্রচক্রধরুর্করা ।  
 পূজিতা গন্ধমাল্যৈশ্চ বলিহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১৩  
 অনলে অধিকা দেবী শূলহস্তাকধারিণী ।  
 রক্তবল্লুপহারেণ পূজনা হবনা শুভা ॥ ১৪

মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে । ইনি নদা-  
 সনা এবং সর্বাভরণে ভূষিতা । ইহার হস্তে  
 খড়্গ এবং শূল ; গুরু, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ  
 গন্ধ, পুষ্প ধূপাদি বিবিধ উপহারে পূজা,  
 বলিদান এবং হোমাদি দ্বারা ইনি তুষ্ট হইয়া  
 আনন্দ দান করেন । “প্রমাথী” বৎসরে  
 “সুরূপা” দেবীর পূজা করিবে । ইনি দণ্ডাসনে  
 সমাসীনা এবং হারকেয়ুরাদি অলঙ্কারে  
 ভূষিতা । ইহার হস্তে পদ্ম এবং শক্তি, গাড়ে  
 সর্ববিধ স্নানার্থ বিলিপন যন্তকে মধুকমালা ।  
 গন্ধ মালা এবং বলিদানাদি উপচারে পূজা  
 করিলে শুভফল প্রদান করেন । “আনন্দ”  
 নামক বৎসরে শূল-পট্টশধারিণী ত্রিনেত্রামূর্তি  
 নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে । ইনি শিবরূপিণী,  
 যন্তকে জটা, সর্প এবং চক্র । গন্ধমালা, খেত-  
 পদ্ম ইত্যাদি উপচারে পূজা জপ এবং হোম  
 করিলে শুভফল প্রদান করেন । ১—১২ ।  
 “রাক্ষস” বৎসরে রিপূজা দেবীর পূজা করিবে  
 ইহার হস্তে বজ্র, চক্র এবং ধনু । গন্ধমালাদি  
 উপহারে পূজা বলি এবং হোম করিলে ইনি  
 সর্বসিদ্ধি দান করেন । “অনল” বৎসরে  
 অধিকা দেবীর পূজা করিবে । ইহার হস্তে শূল

মাহেশ্বরী বৃষাক্রান্তা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী ।  
 বৌণা-বাদনশীলা চ হারকেয়ুরভূষিতা ॥ ১৫  
 চন্দনাগুরুদিগ্ধাজী জাতিচম্পকপূজিতা ।  
 বলিসোমলহাহারা হবনা পিঙ্গলে শুভা ॥ ১৬  
 কালযুক্তে কুমারী তু ময়ুরাসনশক্তিভূঃ ।  
 ত্রিদণ্ডী বালরূপা চ রক্তমালাসমুজ্জ্বলা ॥ ১৭  
 রক্তবাসা বলিগন্ধা কোদ্রমাংসাবপ্রিয়া ।  
 পূজিতা বিধিবদেবী হবনা তুরগং শুভা ॥ ১৮  
 সিদ্ধার্থে বৈকবী কার্ঘ্যা শম্ভুচক্রগন্ধাঙ্গা ।  
 বনমালাকুতাপীড়া বনমালাশ্রোভনা ॥ ১৯  
 পূজিতা গন্ধপুষ্পাঢ্যা জাতীচন্দনচম্পকৈঃ ।  
 বলিলডুকদানেন সর্পিষা হবনা শুভা ॥ ২০  
 রৌদ্রে সুরবরাধ্যক্ষা গজরাজোপরিস্থিতা ।  
 বজ্রাঙ্কুশধরা দেবী হারকেয়ুরভূষিতা ॥ ২১

এবং অক্ষ সূত্র । রক্তবর্ণ উপহার এবং বলি-  
 দানাদি দ্বারা পূজা করিলে শুভফল দান  
 করেন । “পিঙ্গল” বৎসরে মাহেশ্বরী-মূর্তি  
 নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে । ইনি বৃষাক্রান্তা,  
 ত্রিনেত্রা এবং শূলধারিণী । অঙ্গে চন্দন অঙ্কুর  
 ইত্যাদি বিলিপন এবং হার-কেয়ুরাদি ভূষণ ।  
 ইনি বৌণাবাদনে যত্নবতী । জাতি, চম্পক  
 ইত্যাদি পুষ্প দ্বারা পূজা বলিদান এবং  
 হোমাদি করিলে শুভফল দান করেন ।  
 “কালযুক্ত” বৎসরে কুমারী মূর্তি নির্মাণ করিয়া  
 পূজা করিবে । ইনি ময়ুরাসনা ত্রিদণ্ডী এবং  
 শক্তিদারিণী । ইহার কণ্ঠে রক্তমালা, পরিধান  
 রক্তবস্ত্র, দেখিলে বালিকার স্থায় বোধ হয় ।  
 মধু, মদ্য এবং মাংস ইহার প্রিয় । বিধিপূর্বক  
 পূজা করিলে সর্বসিদ্ধি দান করেন । “সিদ্ধার্থী”  
 নামক বৎসরে বৈকবীমূর্তি নির্মাণ করিয়া  
 পূজা করিবে । ইনি গুরুভাসনা এবং শম্ভু-  
 চক্রধারিণী । ইহার যন্তকে ও শিখা-প্রদেশে  
 বনমালা । জাতি, চন্দন, চম্পক প্রভৃতি পুষ্প  
 দ্বারা পূজা, বলিদান, লডুক এবং হুতাদি  
 নৈবেদ্য দান করিলে দেবী শুভফল দান  
 করেন । ১৩—২০ । “রৌদ্র” বৎসরে সুর-  
 পূজিতামূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে ।

শীতগন্ধোপহারেণ বলিমালানিবেদনৈঃ ।  
কুঙ্কমাঙ্কুরকপূরহবনেন বরপ্রদা ॥ ২২  
বৈবস্বতী প্রকর্ষত্যা তুর্ন্যতো মহিষোপরি ।  
শুকরাস্তা কপালেন পিবন্তী দণ্ডধারিণী ॥ ২৩  
রক্তমালাকৃতাপীড়া গন্ধাসবসুপূজিতা ।  
বলিহোমাজ্জাদানেন সর্বকামফলপ্রদা ॥ ২৪  
হৃদুভাখো অঘোরা তু করালবদনোজ্জগা ।  
সিংহচর্ষধরা দেবী কৃষ্ণচর্ষপরিচ্ছদা ॥ ২৫  
মুণ্ডমালা কপালক শূলহস্তা বলিপ্রিয়া ।  
সর্বগন্ধোপহারেণ পুরহোমেন শান্তিদা ॥ ২৬  
করালৌ কধিরোদগারী উর্দ্ধকেশা ভয়াননা ।  
মুণ্ডমালাধরা দেবী কর্তৃকাপিশিতাননা ॥ ২৭  
সর্বকৃষ্ণোপহারেণ মাংসাসবপ্রপূজনা ।  
বিষাঙ্কুরহকৌজ্রহবনা শুভদায়িকা ॥ ২৮

ইনি গজাক্রতা, হস্তে বজ্র এবং অকুশ ও  
ইহার ভূষণ, হাত ও কেয়ুর । অশীতল চন্দন,  
বালা, কুঙ্কম কপূর প্রভৃতি উপহার এবং বলি-  
প্রদানাদি দ্বারা পূজা করিলে, তিনি ভক্ত-  
গণকে বর প্রদান করেন । “তুর্ন্যতি” বর্ষে  
বৈবস্বতী নির্মাণ করিবে, তিনি মহিষাক্রতা,  
শুকরের স্তায় তাঁহার মুখ, কপাল-পাত্র দ্বারা  
পানাসক্তা এবং দণ্ডধারিণী । তাঁহার শিখাদেশে  
রক্তমালা ; গন্ধপুষ্প, বলি, যপ হোমাদি দ্বারা  
ইহার পূজা করিলে, ইনি সর্বকামনাফল  
প্রদান করিয়া থাকেন । “হৃদুভ” বর্ষে  
অঘোরামূর্তি নির্মাণ করিবে । ইনি করাল-  
বদনা । ইহার পরিধান সিংহচর্ষ এবং সর্বাঙ্গে  
কৃষ্ণচর্ষের পরিচ্ছদ । ইহার গলদেশে মুণ্ডমালা  
হস্তে কপাল এবং শূল । ইনি বলিপ্রিয়া,  
সর্ববিধ বলি, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা এবং  
হোমাদি-কার্য্যে পরিতুষ্টা হইয়া শান্তি দান  
করেন । “কধিরোদগারী” বর্ষে করালৌ-মূর্তি  
নির্মাণ করিবে । ইহারও মুখ অতি  
ভয়ঙ্কর । ইনি উর্দ্ধকেশা এবং মুণ্ডমালা-  
ধারিণী, ইহার মুখবিবর সর্বদা মাংস-  
পরিপূরিত । সমুদয় কৃষ্ণবর্ণ উপহার দিয়া  
ইহার পূজা করিতে হয় । মদ্য, মাংস ইহার

রক্তাঙ্কে বিকটা কার্ঘ্য উষ্ট্রাক্রতা মহাকুজা ।  
পাশদণ্ডকরালান্তা সর্বস্ব ভয়ঙ্করা ॥ ২৯  
কৃষ্ণগন্ধামূলিগন্ধী বৃষ্টিকশলভাবিতা ।  
বসানাসবমংস্তাদা জবাকুমুদচর্চিতা ॥ ৩০  
ভেনাহ্যক্তা মহাকাল সার্কমাংসবলিপ্রিয়া ।  
জপহোমার্চনা দেবী সর্বগন্ধবলিপ্রিয়া ॥ ৩১  
ক্রোধেন তু দিতিঃ কার্ঘ্য দেবমাতা বহুপ্রজা  
ভদ্রাসনসমাক্রতা গীতিভিক্ষালকৈবর্তা ॥ ৩২  
কলপুষ্পাপহস্তা চ শিশুপালনক্রোধনা ।  
চতুর্কর্ণধরা দেবী কৌরাহারস্ত সিদ্ধিদা ॥ ৩৩  
পূজিতা পঙ্কজোদীরৈশ্চন্দনাঙ্কুরচর্চিতা ।  
কলককোলহোমা ষ্ট স্তবকৌরাশনা শুভা ॥ ৩৪  
কয়ে তু চর্চিকা কার্ঘ্য প্রেতাক্রতা মহাকুজা ।  
উর্দ্ধকেশোৎকটা কামা নির্মাংসমাম্ববন্ধনা ॥ ৩৫

অত্যন্ত প্রিয় । বিষপত্র, অঙ্কুরচন্দন, স্তব,  
মধু, প্রভৃতি দ্বারা ইহার পূজা করিলে, ইনি  
শুভফল প্রদান করেন । “রক্তাঙ্ক” বর্ষে  
বিকটা-মূর্তি নির্মাণ করিবে । ইনি উষ্ট্রাক্রতা,  
ইহার প্রকাণ্ড বাহু, হস্তে পাশ এবং দণ্ড,  
করাল বদন, দেখিলে সকল জন্তুরই ভয়োদ্ভেক  
হয় । ইহার সর্বাঙ্গে কৃষ্ণচন্দন, বৃষ্টিক এবং  
শলভগণ ইহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, মাংস  
বসা, মংস্তাদি ইহার খাদ্য, জবাপুষ্প দ্বারা  
ইহার অর্চনা করিতে হয় এবং আর্জ-মাংসযুক্ত  
বলি ইহার প্রিয় । সর্ববিধ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা  
পূজা, জপ এবং হোমাদি দ্বারা ইহাকে  
পরিতুষ্টা করিতে হয় । ২১—৩১ । “ক্রোধন”  
বর্ষে দিতিমূর্তি নির্মাণ করিবে । ইনি দেবমাতা  
এবং বহুপ্রজা । ইনি ভদ্রাসন-সমাক্রতা এবং  
বালকগণ গান করিতে করিতে ইহার চারি  
দিকে বেষ্টন করিয়া আছে । ইহার হস্তে কল  
এবং পুষ্প, ইনি শিশুপালনে রত, ইহার  
চতুর্বিধ বর্ণ । যে ব্যক্তি পঙ্কজ, উদীর চন্দন,  
অঙ্কুর, কলপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া, কৌর-  
স্তুতাদি নৈবেদ্য প্রদান করে, ইনি তাহার  
সর্বকামনা পূর্ণ করেন । “কয়” বর্ষে চর্চিকা  
মূর্তি নির্মাণ করিতে হয় । ইনি প্রেতাক্রতা

নাগাভরণভূষাক্ষৌ করালবদনোজ্জ্বলা ।  
 খড়্গখট্টাঙ্গধারী চ কর্তৃকামগুণধারিণী ॥ ৩৬  
 মাতৃগাং প্রবণা দেবী সর্বদেবনমস্কৃতা ।  
 হৈমা বা রত্নবাক্ষা বা শৈলা বা চিত্রজাপি বা  
 স্থাপ্যা পূর্ববিধানেন সর্বকামপ্রসাদিনী ॥ ৩৭  
 মাতৃচক্রাগতঃ কার্যো বীণাহস্তঃ সুরেশ্বরঃ ।  
 তুঙ্গকুর্ভৈরবো বাথ অস্তে বিদ্রোহরো ভবেৎ ॥  
 গজবজ্রো মহাকাযো লক্ষোদররহোদরো ।  
 পরশমোদকং বামে করে যামোহক্ষুদ্রকম্ ॥  
 বরদঃ দণ্ডমংস্ত্রাং বা বামার্দ্ধে যুবতী থবা ।  
 সুরূপা শোভনা কার্যা রতিনাম্রী গজাননে ॥  
 সর্বাভরণশোভাদি উভয়োরপি কাব্যেৎ ॥  
 বিদ্রোহে গর্জমানস্ত উপবীতঃ মণোরগম্ ॥ ৪১  
 দেবীপট্যাংশস বীতা মণিকঙ্কণচর্চিতা ।  
 হারকেয়ুরশোভাভিস্তলকালকভূষিতা ॥ ৪২  
 কুহা তু দীপবর্ণেন যজ্ঞভেদেন চেশ্বরম্ ।  
 বহিনা ভবতে দেবী ওঙ্কারা নমচণ্ডিকা ॥

এবং উর্দ্ধকেশা । ইহার প্রকাণ্ড বাহু, বিকট চক্ষু, সর্বাঙ্গে নির্যাস-স্নায়বন্ধন, সর্পভূষণ, করালবদন, খড়্গ এবং খট্টাঙ্গ ঈশ ও গলদেশে যুগ্মমালা । দেবী চর্চিতকা মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং সর্বদেবতারই পূজনীয়া । স্বর্ণময়ী, রত্নময়ী, কাষ্ঠময়ী, শৈলময়ী কিংবা চিত্রময়ী, যে কোন মূর্তি পূর্বোক্ত বিধানানুসারে স্থাপন করিলে, সর্ব কামনাফল সিদ্ধ হয় । মাতৃচক্রের অগ্রভাগে বীণাহস্ত তুঙ্গ কিংবা ভৈরবমূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে এবং পশ্চাচ্চাগে বিদ্রোহর গণেশের মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে । গণেশ-মূর্তি, গজবজ্র, স্থলকায এবং লক্ষোদর । তাঁহার বামহস্তে পরশ এবং মোদক, দক্ষিণ হস্তে অক্ষুদ্র এবং খড়্গ দান, অথবা দণ্ড ও মংস্ত্র । তাঁহার বামভাগে রতিনাম্রী-সুরূপা যুবতীমূর্তি । নানাবিধ আভরণে উভয়েরই শোভা সম্পাদন করিতে হয় । গণেশের স্বক্ৰদেশে গর্জনশীল মহাসর্প উপবীতাকারে থাকিবে । দেবীর পরিধান পটবস্ত্র ; আভরণ মণিকঙ্কণ হার কেয়ুরাদি এবং তদীয় ললাটদেশে তিলক ও

এতৎসর্জনজপহোমপ্রতিষ্ঠামজ্ঞকর্ম্মণি ।  
 মজ্জা দেবায় দেবায়্যাঃ স্বাহান্তো হোমেনে মুনৈ ॥  
 যাসাং বাহনহোমেজ্যাবলিস্নায়ুধকল্পনা ।  
 নোদিতা বৎস দেবীনাং তাসাং শূনু যথাবিধি ।  
 বৃষাসনা প্রকর্তব্য্য ত্রিশূলায়ুধধারিণী ॥ ৪৫  
 দধোদনং প্রকর্তব্য্য বলিগন্ধং সিতং মতম্ ॥  
 হেমু ক্ষৌরং স্নতং ক্ষৌদ্রং তিলা যবফলানি চ  
 সামান্তানাং সমস্তানাং বিদ্যাষ্টকসমুদ্রকম্ ॥ ৪৭  
 ঋতুমট্কং প্রকর্তব্য্য বসস্তাদি যথাবিধি !  
 বলো যুবানমধ্যা চ কৃকানবভবোজ্জ্বলা ॥ ৪৮  
 গৌরী বৃদ্ধা শিশুশ্চেতি স্ত্রীযুগ্মা ঋতবো মতাঃ ॥  
 একাদশ প্রকর্তব্য্যঃ সর্বে কুদ্রাস্তিশূলিনঃ ।  
 জটাতারেন্দুচক্ষাঙ্গা বাসুকীর্তকঙ্কণাঃ ॥ ৫০  
 ত্রিনেত্রাঃ সিতবর্ণাভাঃ সর্বদেবনমস্কৃতাঃ ।  
 পূজিতাঃ সংস্কৃতা বাপি সর্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৫১

অলকা রেখাদি দ্বারা ভূষিত । ( মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য ) যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা, জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা এবং যজ্ঞকর্ম্ম সমাধান করিবে ; আর হোম-মন্ত্রের আদিত্তে দেবায়, কিংবা দেবো এবং অস্তে স্বাহাপদ প্রয়োগ করিবে । হে বৎস ! যে সকল দেবীর বাহন, হোম পূজা বলি, আয়ুধাদির বিষয় কথিত হয় নাই, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি । তাঁহাদের বৃষ আসন, আয়ুধ ত্রিশূল, বলি দধোদন, এতদ্ভিন্ন ক্ষৌর স্নত, মধু, তিল, যব, ফল প্রভৃতি নৈবেদ্য । সমস্ত মাতৃগণের মূর্তি এবং অষ্টবিদ্যামূর্তি, মূদ্রার সাহিত্য স্থাপন করিবে । বসস্তাদি ছয় ঋতুমূর্তি যথাবিধি নিৰ্ম্মাণ করিবে । ঋতুসকল যুগ্ম স্ত্রীমূর্তিস্বরূপ ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ এবং গোম্মা । এই সকল ঋতুমূর্তি যথাক্রমে বালা যুবতী, মধ্যা, কিশোরী, বৃদ্ধা এবং শিশু । এতদ্ভিন্ন একাদশ কুদ্র করিতে হয় । ইহারা সকলেই ত্রিশূলধারী, মস্তকে জটাতার, ললাটে চন্দ্র রেখা এবং অঙ্গে সর্পাভরণ । সকলেই ত্রিনেত্র এবং শুভবর্ণ । সমস্ত দেবগণ ইহাদের নমস্কার করিয়া থাকেন । ইহারা পূজিত এবং স্নত হইলে সর্বকামফল প্রদান করেন ।



মহালক্ষ্মীঃ প্রকর্তব্য্য নৃত্যমানা কপালিনী ।  
কর্তৃকামুণ্ডখট্টাঙ্গৌ নৃপালাধরধারিণী ॥ ৫২  
কুম্মাণ্ডা নাম প্রেতস্থা দন্তরা বর্ষরা গিরৌ ।  
পূজিতা নবমাসে তু সর্বকামপ্রদায়িকা ॥ ৫৩  
( ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে সংবৎসরদেবতা-  
তৃতীয়বিংশতিবিধিঃ ॥ )

বিষ্ণুঃ সূর্যোহভবয়েষে যুগং বিষ্ণুঃ প্রকৌষ্ঠিতম্  
সর্বাভরণশোভাঢ্যং রক্তমালাধরপ্রিয়ম্ ।  
বহুনা পূজয়েদেবং কালযুক্তেন ভাবিতঃ ॥ ১  
সর্বকামানবাপ্নোতি যুগপীড়াদ্বিমুচ্যতে ।  
দানং হোমাজাগোভূমিং দধা গোমেধমাশ্রুয়াৎ  
রমে শুক্লোহভবৎ সূর্য্যঃ সুরেজাযুগ উচ্যতে ।  
যষ্টব্যো মণিবৈদূর্য্যগন্ধপুষ্পপবিত্রকৈঃ ॥ ৩  
বৃষাশ্বাশ্চ গজা দেয়া দক্ষিণা কনকং পিবা ।  
অশ্বশ্চসমিধা হোমং যুগপীড়াং ব্যাপোহতি ॥ ৪  
অথবা মিথুনে কার্য্যঃ শুক্লকোতি যুগং জয়েৎ ।

আরও মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিতে  
হয়। ইনি কপালধারিণী, সর্বদা নৃত্যমানা,  
হস্তে মুণ্ড ও খট্টাঙ্গ এবং পরিধান রাজ-  
যোগা বস্ত্র। কুম্মাণ্ডনাম্নী দেবী,—ইনি  
প্রেতাসনা বর্ষরা-পক্ষতে নয়মাস ইহার  
পূজা করিলে তিনি সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন।  
মেশরাশিহ সূর্য্য বিষ্ণুস্বরূপ এবং যুগও  
বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া কথিত আছে, অতএব  
তখন নানাবিধ আভরণ, রক্তবস্ত্র, রক্তমালা  
প্রভৃতি দ্বারা শোভিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক  
হোমাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। তাহা  
হইলে সর্বার্থসিদ্ধি হয় এবং যুগপীড়া হুইতে  
বিমুক্ত হওয়া যায়। হোমীয় স্বত, গো, ভূমি  
ইত্যাদি দান করিলে গোমেধযজ্ঞের ফলভোগ  
করে। বৃষরাশিতে শুক্ল সূর্য্য এবং বৃহস্পতি  
যুগ। বৈদূর্য্যাদি মণি, গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি নানা  
বিধ উপহার দ্বারা উহাদের পূজা করা কর্তব্যঃ  
বৃষ, অশ্ব, হস্তী অথবা স্বর্ণ ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণ  
দিতে হয়। ঐ কালে অশ্বশ্চ-সমিধ দ্বারা হোম

রক্তপীতোপচারেণ হেমবস্ত্রকলাশনৈঃ ॥ ৫  
যবা গাবঃ প্রদাতব্য্য যুগপীড়ানিবারণাঃ ।  
হোমং বিন্ধতি নাভ্যন্ত আয়ুঃসম্পদদায়কম্ ॥ ৬  
ধাতা কর্কিণি যষ্টব্যো যুগং বহুিং প্রপূজয়েৎ ।  
সিংহরক্তোপহারেণ গন্ধপুষ্পপবিত্রকৈঃ ॥ ৭  
বিক্রমোৎপন্নবৈদূর্য্যহেমহারকৃতশনৈঃ ।  
যুগসূর্য্যো প্রকর্তব্যো সর্বকামফলপ্রদৌ ॥ ৮  
কুকুমাকুরুকপূর-রক্তপুষ্পোপশোভিতৌ ।  
আদ্যন্তবলম্বয়েণ পূজিতৌ যুগভেদিনৌ ॥ ৯  
সিংহে মিত্রোতি যষ্টব্যো যুগং যষ্টা প্রপূজয়েৎ ।  
হেমেশ্রনৌলজৌ কার্ক্যৌ যুগসূর্য্যো স্নশোভনৌ  
মালতীবকুলাশোককুরুটকুসুমোজ্জলৌ ।  
পদ্মস্বস্তিকধারৌ ভৌ পূজিতৌ বরদায়কৌ ॥ ১১  
যষ্টব্যো বরুণঃ কন্তো অহিব্রহ্মো যুগং তথা ।  
পুষ্পরাগময়ং সূর্য্যং যুগং মোক্তিকজং কুরু ॥ ১২

করিলে যুগপীড়া বিনষ্ট হয়। অথবা মিথুনহ  
সূর্য্যকে শুক্লস্বরূপ কল্পনা করিয়া রক্ত ও পীত-  
বর্ণ নানাবিধ উপহার, স্বর্ণ, বস্ত্র, কল, আসন  
ইত্যাদি দ্বারা যজ্ঞন করিবে। এই কালে  
গোদান এবং যবদান করিলে যুগপীড়া বিনষ্ট  
হয় এবং হোমকার্য্য আয়ু ও সম্পদদায়ক হয়।  
কর্কটরাশিতে বিধাতা সূর্য্য এবং অগ্নি যুগ।  
গন্ধ-পুষ্পপবিত্রাদি খেত এবং রক্ত নানাবিধ  
উপহার দ্বারা পূজা করিবে এবং বিক্রমমণি,  
বৈদূর্য্যমণি, রত্নহারাদি উপহার প্রদান করিবে।  
কুকুম, অঙ্কুর, কপূর ইত্যাদি দ্বারা যুগসূর্য্যের  
উপাসনা করিলে এবং যুগনক্ষত্রদিনে আদ্যন্ত  
মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূজা করিলে সর্বাভীষ্ট  
সিদ্ধ হয়। সিংহরাশিতে মিত্র সূর্য্য এবং  
বিশ্বকর্মা যুগ। স্বর্ণ এবং ইশ্রনৌলমণি দ্বারা  
ইহাদের মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া মালতী, বকুল,  
অশোক, কুরুবক প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা পূজা  
করিবে। ইহার উভয়েই পদ্ম এবং স্বস্তিক-  
ধারী, ভক্তগণের প্রতি অজ্ঞ ও বর দান  
করিয়া থাকেন। ২—১১। কঙ্কারাশিতে বরুণ  
সূর্য্য এবং অহিব্রহ্ম যুগ। পদ্মরাগমণি এবং  
মুক্তাফল দ্বারা ইহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া

শতপত্রিকপুষ্পৈশ্ব কপূরাঙ্কুচচিহ্নিতো ।  
 দত্তামৌক্তিকদানো তু যুগপীড়াবাপোহকো ॥ ১৩  
 ভবতো যুগস্বর্ঘ্যো তু আয়ুরারোগ্যস্বর্ধিকো ॥  
 বিবস্তান্ সপ্তমে কার্য্যঃ পিতৃপশ্চ যুগস্তথা ।  
 শত্ৰুফটিকজো দেবো রজতে পরিকল্পিতো ॥  
 গন্ধপুষ্পোপহারেণ বস্ত্রাভরণভূষিতো ।  
 জপহোমঃ প্রকর্তব্যঃ বসবস্ত্ৰ শিবেন চ ॥ ১৬  
 সর্বকামানবাপ্নোতি যুগপীড়াং নিবারয়েৎ ॥ ১৭  
 বৃশ্চিকে সবিতা স্বর্ঘ্যো বিধেতি যুগমুচ্যতে ।  
 তৌবজ্জনীনসমুত্তো হেমধারাসুসঙ্কিতো ॥ ১৮  
 রক্তপীতাকর্ণশূকবস্ত্রসংবীতর্জচ্চিতো ।  
 কৃষ্ণা কুঙ্কুমগন্ধাঢ্যো পঙ্কজোৎপলমালিনো ॥ ১৯  
 হোমঃ দেবদলঃ নাগঃ স্তবকীরবিমিশ্রিতম্ ।  
 লঙ্কেদং দক্ষিণা দেয়া গাবো বস্ত্রং মণিঃ ভূবশ  
 যুগস্বর্ঘ্যো ভবেৎ পূজা পঞ্চমং ত্রিচতুর্থকৈঃ ।  
 সর্বকামানবাপ্নোতি যুগপীড়াং বিনশ্চতি ॥ ২১  
 পুষা ধনুষি যষ্টব্যো যুগং সোমো বিধীয়তে ।  
 মহানীলভবঃ স্বর্ঘ্যঃ শুভিকায়ঃ তথা যুগম্ ॥ ২২

শতপত্রাদি পুষ্প, কপূর, অঙ্কুর প্রভৃতি উপহার  
 দিয়া পূজা করিবে। এই সময়ে মুক্তাকল দান  
 করিলে যুগপীড়াদি বিনষ্ট হয়। কারণ, যুগ এবং  
 স্বর্ঘ্য ইহারা লোকের আয় এবং আরোগ্য  
 দান করেন। সপ্তম রাশিতে বিবস্তান্ স্বর্ঘ্য  
 এবং পিতৃপতি যুগ। রজত, শত্ৰু কিংবা  
 ফটিক দ্বারা ইহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া  
 বিবিধ বস্ত্রাভরণে ভূষিত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি  
 দ্বারা পূজা এবং হোমাদি করিবে। তাহা  
 হইলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ এবং যুগপীড়া বিনষ্ট  
 হইবে। বৃশ্চিক রাশিতে সবিতা স্বর্ঘ্য এবং  
 বিধ যুগ; বজ্জনীনসমুত্ত ইহাদের মূর্তি বিবিধ  
 স্বর্ণাভরণে ভূষিত, পরিধান রক্ত, শুক প্রভৃতি  
 নানাবিধ বস্ত্র। কুঙ্কুম-চন্দনাদি বিলিপন এবং  
 পদ্মমালাদি প্রদান করিয়া দেবদল কাষ্ঠ দ্বারা  
 হোম করিবে, স্তবমিশ্রিত কীরাদি-নৈবেদ্য,  
 রত্ন, ভূমি, গো, বস্ত্র ইত্যাদি দক্ষিণা দিয়া যুগ-  
 স্বর্ঘ্যের পূজা করিলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ এবং  
 যুগপীড়া বিনষ্ট হয়। ধনু রাশিতে পুষা স্বর্ঘ্য

যুগস্বর্ঘ্যো তু হোমস্তো সিতকুঙ্কুমচিহ্নিতো ।  
 বস্ত্রপুষ্পাঙ্কততোযধুমনৈবেদ্যপূজিতো ॥ ২৩  
 দিবাদাপ্রথমাস্তে চ সর্বকামকলপ্রদো ।  
 যুগপীড়ানিবারাধ যষ্টব্যো রবিসংযুগো ॥ ২৪  
 যষ্টব্যস্তষ্টো মকরে ইন্দ্রাগ্নিযুগসংযুতঃ ।  
 কুরুবিন্দেন্দ্রনোলোথো পট্টোপরি সুসঙ্কিতো ॥  
 চন্দ্রনাঙ্কুরকপূররোচনামদর্শিতো ।  
 রক্তবস্ত্রশূকপাট্যো মহার্ঘমণিভূষিতো ॥ ২৬  
 দক্ষা কীরোদনং ধূপং পঞ্চনিধ্যাসসম্ভবম্ ।  
 হোমঃ কৃষ্ণা মধুসর্পিঃসমিধারক্তচন্দনৈঃ ॥ ২৭  
 ততঃ কমাপ্রয়েদেনো যুগবহিদিবাকরো ।  
 মণ্ডলাস্তেন কুন্তেন হোমামুদ্রাক্তেন চ \* ॥ ২৮  
 দ্বিজানাং দক্ষিণাং দক্ষা সর্বযাগকলং লভেৎ ॥  
 যুগপীড়া ন জায়েত তস্মিন্ দেশে মহামুনে ।  
 যত্রাযং বিধিসম্পন্নঃ সযুগঃ পূজ্যতে রবিঃ ॥ ৩০

এবং চন্দ্র যুগ। মহানীল-মণি দ্বারা স্বর্ঘ্যের  
 এবং শুভিক দ্বারা যুগের মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া  
 কুঙ্কুম, বস্ত্র, পুষ্প, অঙ্কত, ধূপ, নৈবেদ্যাদি  
 উপহার দ্বারা পূজা করিবে। দিবস প্রথম ও  
 শেষভাগ ইহাদের পূজার কাল। এই কালে  
 যুগস্বর্ঘ্যের পূজা করিলে কামনা সিদ্ধি এবং  
 যুগপীড়া বিনষ্ট হয়। মকর রাশিতে বিধকর্যা  
 স্বর্ঘ্য এবং ইন্দ্রাগ্নি যুগ। কুরুবিন্দ ইন্দ্রনীলাদি  
 দ্বারা উভয়ের মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া উত্তম পট্টে  
 স্থাপন করত চন্দন, অঙ্কুর, কপূর, হরিদ্রাদি-  
 লে ন করিবে। রক্তবস্ত্র এবং মহামুদ্রা রত্নাদি  
 দ্বারা উভয়কে ভূষিত করিয়া পঞ্চনিধ্যাস-ধূপ  
 এবং পায়সাদি দিয়া পূজা করিবে। পূজাশেষে  
 মধু, সর্পি, সমিধ এবং রক্তচন্দনাদি দ্বারা হোম  
 করিয়া উভয়ের নিকটে কমা প্রার্থনা করিবে।  
 মণ্ডল, পূর্ণকুণ্ড হোমমুদ্রা অঙ্কতাদি পূজার  
 অঙ্গ। অবশেষে ত্র্যক্ষণগণকে দক্ষিণা দান  
 করিবে। এইরূপ করিলে সর্বযজ্ঞের কল  
 লাভ হয়। যে দেশে এইরূপ বিধিপূর্বক যুগ-  
 স্বর্ঘ্যের পূজা করা হয়, তথায় যুগপীড়া হইতে

\* মন্ত্রেণ ধ্যানমুদ্রাক্তেন তু ইতি পাঠান্তরম্।

কুন্তে অশতি যষ্টবো যুগাধিনসমায়ুতো ।  
 হেমপট্টকতো দেবো যুগস্বর্ঘ্যো স রাজতো ॥ ১  
 বেদিপট্টপরিচ্ছন্নো কর্পূরমদচর্চিতো ।  
 কুণ্ডকুর্চককোরণপুষ্পাঙ্গীভাবভূষিতো ৩২  
 দধা দেবদলং ধূপং সত্বকৃৎ বসাবিতম্ ।  
 পঞ্চাঙ্গেন তু মন্ত্ৰেণ হোমং কৃৎ কামাপয়েৎ ৩৩  
 বিজানাং দক্ষিণং দধা বাজপেয়কলং লভেৎ ।  
 ব্রহ্মহত্যাং বাপোহেত যুগপীড়া ন জায়তে ৩৪  
 ইন্দ্রায় কথিতকৈদং ব্রহ্মঘন্তোপশান্তয়ে ৩৫  
 মৌনে ভোগাহতিতে জীচো যুগকাপি ভগং তথা  
 যষ্টবো যুগস্বর্ঘ্যো তো পক্ষেন্দ্রমণিসংকিতো ৩৬  
 হেমরাজতপাত্রস্থো জাতিকামদচর্চিতো ।  
 করবীরকৃতাপীড়ো কর্ণিকারশ্রজাধিতো ৩৭  
 রক্তবস্ত্রপরিচ্ছন্নো ধূশাঙ্করুগন্ধিনো ৩৮  
 দধিদধ্যোদনক্ষোরপায়সং বলিভোজনৈঃ ।  
 হুত্বা চাদিত্যদেবেন যুগানামুদয়েন তু ৩৯

পারে না । ১২--৩০ । কুন্ত রাশিতে সূর্য্য এবং  
 যুগ অশ্বিনীকুমার ইহাদের রজতময়ী মূর্ত্তি  
 নির্মাণ করিয়া পরিচ্ছন্ন বেদিকায় স্বর্ণপট্টে  
 স্থাপন করত কর্পূরাদি স্নগন্ধ দ্রব্য বিলেপন  
 করিবে এবং কুন্দ কুর্চকাদি পুষ্পের মালা  
 গাঁথিয়া উভয়কে ভূষিত করিবে । অনন্তর  
 দেবদল এবং রসাবিত তুবকধূপ দান করিয়া  
 পঞ্চাঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে এবং হোমান্তে  
 কামা প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা  
 দিবে । এইরূপ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের  
 কল হয়, ব্রহ্মহত্যা দি জনিত পাপ নষ্ট হয়  
 এবং যুগপীড়া আক্রমণ করিতে পারে না ।  
 ব্রহ্মবধ জনিত পাপশাস্তির জন্ত ইন্দ্রকে এইরূপ  
 বিধি কথিত হইয়াছিল । মৌনরাশিতে ভগ  
 নামক সূর্য্য এবং যুগ । ইন্দ্রনোলাদি মণি দ্বারা  
 উভয়ের মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া স্বর্ণপট্টে কিংবা  
 রজতপট্টে স্থাপন করত স্নগন্ধ দ্রব্য বিলেপন  
 করিবে, শিখাপ্রদেশে করবীরমালা এবং  
 মস্তকে কর্ণিকার মণি দ্বারা ভূষিত করিবে ।  
 অনন্তর রক্তবস্ত্র, অঙ্কুর, ধূপ, দধি, দধ্যোদন,  
 ক্ষীর, পায়স প্রভৃতি নৈবেদ্য উপহার প্রদান

দধা দানং বিজাতীনাং হেমভূষিতবাসগৌ ।  
 ততঃ কামাপয়েদেতা ব্রহ্মমেধকলপ্রদো ॥ ৪০  
 ব্রহ্মহত্যাশ্রুতাপানপিতৃহত্যা বিশোধনো ।  
 'তো যুগাকৌ প্রযথৈবো মূর্ত্তিসংস্থো স্প্রশোভনো  
 যুগপীড়াবিনাশায় সর্ব্বকামকলপ্রদো ।  
 মেঘাদিবিকুসুম্যন্ত নারায়ণযুগাধিতঃ ।  
 পূজাঃ ব্রহ্মোক্তান্ত্যয়েন প্রতিমামণ্ডলেহপি বা ।  
 মণ্ডপং মণ্ডপা যত্র মুচ্যন্তে কৰ্ম্মণৌহতভাৎ ।  
 সংবৎসরভয়াদ্ ঘোরান্নমণ্ডলাচ্চাথ মণ্ডলম্ ।  
 অলং পর্য্যাপ্তভূষায়াং মণ্ডলং তেন চোচ্যতে ।  
 বসনাভবণাচ্চিত্তরঞ্জনং রাজতা মতা ॥ ৪১  
 সমস্তুতকৃতং ক্ষেত্রং পূর্ব্বোক্তরূপে ভূবি ।  
 মণ্ডলং লক্ষণোপেতং তত্র কার্য্যং মহামুনে ॥ ৪২  
 প্রান্তরত্রেখ মধ্যো বা যথানাতমথানলে ।  
 সূত্রেণ বস্ত্রনা শুক্লিং ন চাদিশতি বর্জিতম্ ॥ ৪৩

করিয়া উভয়ের হোম করিবে । হোমান্তে  
 ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি দান করিয়া  
 কামা প্রার্থনা করিবে । এইরূপ করিলে অশ্ব-  
 মেধ যজ্ঞের কল লাভ হয় এবং ব্রহ্মহত্যা,  
 শ্রুতাপান, পিতৃহত্যা দি জনিত মহাপাপ বিনষ্ট  
 হয় । যুগপীড়া-বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ  
 স্প্রশোভিত মূর্ত্তিমান যুগস্বর্ঘ্যের পূজা করা  
 কর্তব্য ; তাহা হইলে সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি হয় ।  
 মেঘাদি দ্বাদশ রাশিতে যে নারায়ণাদি সূর্য্য  
 এবং যুগপূজার বিষয় উক্ত হইল, ইহা প্রতিমা  
 কিংবা মণ্ডলে করিতে হয় । মণ্ডল শব্দের অর্থ  
 অগুত কৰ্ম্ম কিংবা ভয়, স্মৃত্যং অগুত কৰ্ম্ম  
 কিংবা সংবৎসরাদি ভয় হইতে পরিত্রাণ করে  
 বলিয়া ইহার নাম মণ্ডপ ও মণ্ডল হইয়াছে ।  
 অথবা অলং শব্দে পর্য্যাপ্ত-ভূষা, ইহা নানা-  
 বিধবর্ণে ভূষিত বলিয়া, ইহার নাম মণ্ডল । হে  
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বোক্তর দেশে সমস্তুত-স্থানে  
 সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মণ্ডল করিতে হয় ।  
 পূর্ব্বোক্তর অথবা মধ্য স্থানে করিলেও কোন  
 ক্ষতি নাই । সূত্রপাত না করিয়া মণ্ডল নির্মাণ  
 করিলে উহা ঠিক বিগত হয় না ; তবে  
 বাহাদের হস্ত স্পর্শকৃত, তাঁহারা হস্ত দ্বারাও

হস্তানাং পুরুষাণাং বা তত্রস্থং সুপরীক্ষিতম ॥  
 বর্ণশুদ্ধাদিরূপেণ কুঞ্চিতং সমদৰ্শনম্ ॥ ৪৮  
 তস্মিন্ মানবিভাগস্ত বুদ্ধ্যা ভাগত্বয়ং কুরু ।  
 কর্ণিকাকেশরাস্তাগ্রে সৰ্বপত্রাণি লেখয়েৎ ॥  
 দলগ্রাণি মূলভাগে পঞ্চরঙ্গধ্বজেহথবা ॥ ৪৯  
 ত্রিবর্ণমেকবর্ণং বা দ্বারং পদ্মাসমানি তু ।  
 চতুরেকেষথ বা প্রাচ্যাং বীথী পত্রবিহঙ্গমৈঃ ॥  
 নবনভং পিবা বৎস পদ্মনীলোৎপলোৎপলৈঃ ।  
 শক্রাদিমথ বজ্রাদি লিখেদ্বিন্দুগতাপি বা ॥ ৫১  
 মুক্তলকলপ্রবালেথো পুষ্পাবাগকৃতা রজা ।  
 সিতকুম্ভমরাগৈর্বা নীলৈর্মরকটৈরপি ॥ ৫২  
 শালিষষ্টিকচূর্ণৈর্বা যবগোধূমজাথবা ।  
 কোমুস্তরজনৈভঙ্গপত্রচূর্ণকৃতা শুভা ॥ ৫৩  
 যবাকুলোচ্ছ্রেয়া রেখা সমা পুঞ্জবিবর্জিতা ।  
 সৰ্বশোভাসমায়ুক্তং মণ্ডপঞ্চ বিকল্পয়েৎ ॥ ৫৪  
 শূলাক্ষুশকরে কুৰ্ঘ্যাৎ শঙ্করাক্ষে শিবঃ যজেৎ ॥

করিতে পারেন । ৩১—৪৬ । 'প্রথমতঃ একপ  
 ভাবে বর্ণ বিস্তার করিবে, যেন ঠিক সমান-  
 ভাবে সৰ্বত্র দেখা যায় । তদনন্তর মানবিভা-  
 গানুসারে বিভক্ত করিয়া পুনর্বার তিনভাগে  
 বিভক্ত করিবে । কর্ণিকা এবং কেশরের শেষ-  
 ভাগে পত্রগুলি অঙ্কিত করিবে । দলের  
 অগ্রভাগগুলি মূলদেশে থাকিবে, অথবা পঞ্চবর্ণ  
 ধ্বজসমীপ পর্য্যন্ত থাকিবে । দ্বার পদ্মের  
 অনুরূপ হইবে, বর্ণত্রয়-সমন্বিত বা একবর্ণও  
 করিতে পারে । চতুর্দিকেই অথবা একপত্র  
 পূর্বাদিকেই বিহঙ্গমাদি চিত্র করিবে । বৎস !  
 মণ্ডল নবনভ হইবে, পদ্ম, নীলপদ্ম ও  
 কলারাদি চিত্র তথায় থাকিবে । ইন্দ্রাদির  
 প্রতিমূর্তি বা বজ্রাদি অঙ্কনবিন্দুস্থানে করিবে ।  
 মুক্তাকলচূর্ণ প্রবালচূর্ণ, পুষ্পারামণিচূর্ণ, কর্পূর,  
 কুম্ভুম, মরকতমাণিচূর্ণ, শালিতণ্ডুলচূর্ণ যবচূর্ণ,  
 গোধূমচূর্ণ, কুমুদ, হরিদ্রা অথবা ভঙ্গপত্রচূর্ণ  
 মণ্ডল-চিত্রের শুভ । এই সকল রজোরৈখ্য  
 সমান হইবে, একযব হইতে এক অঙ্গুলি পর্য্যন্ত  
 রেখার উচ্চতা হইবে । একস্থলে পুঞ্জীভূত

পদ্মস্বস্তিকনারাচখড়গাক্ষে তু শিবাং যজেৎ ॥  
 মালারূপাক্ষপদ্মাক্ষে বোমাক্ষে তু দিবাকরম্ ।  
 শক্তির্বিহঙ্গমস্ত্রাক্ষে কন্দং পীত্বা যুগে গণান ॥  
 শ্রবদণ্ডাক্ষমালাক্ষে কমণ্ডলুকরস্বজম্ ।  
 বজ্রাকপালশূলাক্ষে দেবাঃ স্বস্বায়ুধেহঙ্কিতে ॥  
 বসবো দণ্ডভুজারৈশ্চক্রশঙ্খাঙ্কিতৈর্হরিম্ ।  
 শূলবোমাসিচক্রাক্ষে শিবস্বর্ঘ্যাদিকাহরিম্ ।  
 মষ্টব্যঃ সৰ্বকামেণ ভোগদারোগ্যদা যুনে ॥  
 রিপুহা সিদ্ধিদা বৎস স্বাক্ষমট্‌কপ্রপুজিতা ।  
 মূলমন্ত্রেঃ স্বকৈর্বাথ ওঙ্কারেণাভিষোজিতৈঃ ॥ ৫৯  
 চন্দনাঙ্কুরকপূরমদরোচনকুম্ভমৈঃ ।  
 গন্ধধূপাদিনির্ঘাসতুরুক্কনসশর্করৈঃ ॥ ৬০  
 চম্পকোৎপলপদ্মানি জাতী-কুজকমালিকা ।

হইবে না, মণ্ডল সৰ্বশোভায়ুক্ত হইবে । মণ্ডল  
 বিচিত্র শিবাদিমূর্তি বা শূল অক্ষুশ চিহ্নে শিব-  
 পূজা করিবে, পদ্ম, স্বস্তিক, নারাচ এবং খড়্গ  
 ভূগাপূজা করিবে ; মাল্য, বস্ত্র, পদ্ম, এবং শূন্ত  
 চিহ্নে স্বর্ঘ্যপূজা করিবে ; শক্তি ময়ূর এবং স্বর্ঘ্য-  
 চিহ্নে কার্ত্তিকেশ্বরের পূজা করিবে । যুগ চিহ্নে  
 গণপূজা কর্তব্য । শ্রব, দণ্ড, অক্ষমালা এবং  
 কমণ্ডলুচিহ্নে ব্রহ্মার পূজা কর্তব্য । কপাল-  
 চিহ্নে বা শূলচিহ্নে একাদশ রুদ্র পূজা  
 করিবে । অপরাপর দেবতাগণ স্বস্ব অস্ত্র-  
 চিহ্নে পূজনীয় । দণ্ড এবং ভুজার-চিহ্নে  
 বসুপূজা, শঙ্খচক্র-চিহ্নে হরিপূজা কর্তব্য ।  
 (এতাদৃশ অধিক চিহ্নদানে অশক্তি হইলে)  
 শূলচিহ্ন, শূন্তচিহ্ন, খড়্গচিহ্ন, চক্রচিহ্ন দিবে  
 আর তাহাতে সর্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্ত শিব,  
 স্বর্ঘ্য, ভূগা এবং বিষ্ণুর পূজা করিবে । হে  
 যুনে ! ভোগ এবং আরোগ্যলাভ তাহাতে  
 হইয়া থাকে । হে বৎস ! মূল দেবতার ষড়ঙ্গ-  
 পূজা তথায় করিলে শক্রনাশ ও কার্য্যসিদ্ধি  
 হয় । পূর্বোক্ত দেবপূজা তত্তৎ মূলমন্ত্রদ্বারা বা  
 প্রণবাদ মন্ত্র দ্বারা কর্তব্য । ৪৮—৫৯ । চন্দন,  
 অঙ্কুর, কর্পূর, রোচনা, কুম্ভুম, সুগন্ধ ধূপ,  
 নির্ঘাস, তুরুক্ক, চম্পক, উৎপল, পদ্ম, জাত,



বিশ্বপত্রাণি পুষ্পাণি নবপত্রাণি \* পত্রিকা ॥ ৬১  
নিবেদ্য স্মৃতভক্তাদি স্মৃতপূর্ণাদি লডডুকাঃ ।  
বলিঃ শালোদনঃ ক্ষীরদধিক্কৌর্জবিমিশ্রিতঃ ॥  
পদ্মোন্ননীলবজ্রাদিরত্নানি বহুধানি চ ।  
অণ্ডজোহণ্ডজভেদানি বিচিত্রাণ্যাহতানি চ ॥  
ধ্বজমালাবিত্তানি চাকরূপাণি কারয়েৎ ।  
পতাকাচামরাদীনি বহুধা পি কল্পয়েৎ ॥ ৬৪ \*  
কিঙ্কিণীশবহুলং ঘণ্টাশববরাকুলম্ ।  
কর্তব্যং দেবতাগাং বিচিত্রেন্দ্রন্দোপমম্ ॥ ৬৫  
শুচিসন্নকো মনঃকো মৌনৌ ধ্যানপরায়ণঃ ।  
গতকামভয়াবন্দো রাগমৎসরবর্জিতঃ ॥ ৬৬  
আত্মানং পুণ্ড্রিহা তু স্নগন্ধং সিতবাসসম্ ।  
সুমুহূর্তে যজেদেবান্ স্বকীয়াসনসংস্থিতান্ ॥  
আহ্বানেনার্ঘ্যপাদানি হেমপাত্রেণ দাপয়েৎ ।  
রত্নবিজ্ঞাতপুষ্পদধিদূর্কাকুশাস্তিলাঃ ॥  
সামান্তং সর্বদেবানামর্গোহং পরিকল্পিতঃ ।

কুল, নবমানিকা, বিশ্বপত্র প্রভৃতি সস্তুত অন্ন  
এবং সস্তুত লডডুকাদি বিবিধ উপচার, ক্ষীর,  
দধি, স্নত এবং মধুমিশ্রিত শালোদন বলি,  
পদ্মরাগমণি, ইন্দ্রনীলমণি বজ্রমণি প্রভৃতি  
বিবিধ রত্ন, বিচিত্র ধৌত কার্পাস এবং পটুবস্ত্র  
ধ্বজ, মালা, চন্দ্রাতপ ইত্যাদি বিবিধ মনোহর  
উপহার প্রদান করিতে হয়। বহুবিধ পতাকা,  
চামর সজ্জিত করিয়া কিঙ্কিণী এবং ঘণ্টাশব্দে  
দেবগৃহ সর্বদা কোলাহলময় করিয়া ইন্দ্রালয়ের  
স্থায় বিচিত্র শোভাসম্পন্ন করিতে হয়। মনঃক  
বাক্তি পবিত্রভাবে মৌন এবং ধ্যানপরায়ণ  
হইয়া কাম, ক্রোধ, ভয়, দুঃখ, রাগ, মৎসর-  
ভাব প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক অগ্রে গন্ধ-  
পুষ্পাদি দ্বারা অঙ্গাপূজা করিবে; তৎপরে  
শুভমুহূর্তে স্ব স্ব আসনস্থিত দেবতাগণের  
পূজা করিবে। পাদ্য এবং অর্ঘ্য দিবার  
সময়ে উহা স্বর্ণপাত্রে লইয়া দেবতার  
সম্বোধন করিয়া প্রদান করিবে। রত্ন,  
বিশ্বপত্র, অক্ষত, পুষ্প, দধি, দূর্কা,

অভাবাদধিদূর্কাদেবানসং বাধ কল্পয়েৎ ॥ ৬৯  
দধার্ঘ্যং পূজনং কাঁধ্যং দেবাস্তলোকপালয়োঃ ।  
গণমাতৃগ্ৰাহণাঞ্চ কলাদিশরদাং যুগাম্ ॥ ৭০  
মুদ্রাদিদর্শনং কার্যমর্ঘ্যং দধা জপাদিবম্ ।  
কৃতা দেবায় তদধ্বা বালিদানং গ্রহাদিষু ॥ ৭১  
বলিভূতপিশাচেষু দেবরক্ষোগণেষু চ । \*  
শিবাদিজন্তুকান্তানাং নাগানাং পয়পায়সন ।  
কুমরাং পিতৃদেবানাং হবির্ঘকেষু চাসবম্ ॥ ৭২  
দৈত্যানাং মৎস্রমাংসানি দেবীনাং পুনমোদকম্\*  
বলিপূজাপ্রদানান্তে ততো হোমং সমারভেৎ ॥  
হস্তাদিনাথিতে কুণ্ডে সমাখ্যাত্তে সমীকৃত্তে ।  
ওষ্ঠমেকাঙ্গুলং কুর্ধ্যান্নালৌ দ্বাদশ চায়তা ॥ ৭৪  
অষ্টবিস্তারসামান্তা গজওষ্ঠসমোপমা । \*  
চতুরঙ্গুলমানেন প্রথমা মেখলা ভবেৎ ॥ ৭৫\*  
একোনা দ্বৈ তৃতীয়া তু এবং কুণ্ডং শুভাবহম্ ।

কুশ, তিল, এইগুলি সকল দেবতারই  
সাধারণ অর্ঘ্যসামগ্রী। ইহাদের অভাবে  
দধিদূর্কাদি যথালোভ বস্তু দ্বারা কিংবা মনে  
মনে কল্পনা করিয়াও অর্ঘ্যদান করিতে  
পারা যায়। অর্ঘ্যদানান্তর প্রথমতঃ সকল  
পূজার অঙ্গীভূত লোকপাল, গণ, মাতৃ, গ্রহ,  
শরদাদি ঋতু, কাল, যুগ প্রভৃতির পূজা করিতে  
হয়। মুদ্রা দর্শনে এবং অর্ঘ্য দান করিয়া  
জপাদি করিবে, জপান্তে দেবতার উদ্দেশে  
জপ সমর্পণ করিয়া গ্রহ, ভূত, পিশাচ, দেব,  
রক্ষ প্রভৃতিকে বলি উপহার প্রদান করিবে।  
শিবা, জন্তুকাদি এবং নাগগণের পায়স বলি,  
পিতৃ ও দেবগণের কুমর ( তিলাদিমিশ্রিত )  
বলি, এইরূপ যক্ষগণের স্নত ও মধু, দৈত্য-  
গণের মৎস্র এবং মাংস, দেবীগণের মোদকাদি  
বলি প্রদান করা কর্তব্য। বলি প্রদানান্তে  
হোম আরম্ভ করিবে। সমাখ্যাত সমীকৃত  
হস্তাদি-পরিমিত কুণ্ডে ওষ্ঠ একাঙ্গুল, নাভি  
দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তৃত হইবে, নাভির সাধারণ  
বিস্তার অষ্টাঙ্গুল, প্রথম মেখলার পরিমাণ

চতুরস্রঞ্চ পূর্বাদিমধ্যমদলসন্নিভম্ ॥  
 অর্ধেন্দুকটাকারং বৃত্তং পঞ্চদশমষ্টকম্ ॥  
 পদ্মাকারং প্রকটবাং কুণ্ডকেশানগোচরে ॥ ৭৭  
 শাখা অশ্বখা ত্রীণী অক্ষা বৈককটী পিবাঃ ॥  
 খদিরানববিষাদো অক্ষং হস্তাদৈর্ঘ্যং চ ॥ ৭৮  
 অক্ষুষ্ঠপরিণাহাচ্যং দণ্ডকুণ্ডকভূষিতম্ ॥  
 ভুজং ভুজরৌ দ্বৌ তু মধ্যং রেণোচ্ছিতাঙ্কিতম্ ॥  
 অক্ষা সার্ককরা কার্ঘ্যা দণ্ডং বৃত্তং সুশোভনম্ ॥  
 ষড়ঙ্গুলপরিণাহং ভ্রাময়ন্ত \* বিনির্গতম্ ॥ ৮০  
 দ্ব্যঙ্গুলং মূলদেশে তু কুণ্ডং পুষ্করমূলগম্ ॥  
 কর্ণিকা তদ্বিজানীয়াং ত্রিভাগেণ তু পুষ্করম্ ॥  
 বেদী সমাঙ্গুলা কার্ঘ্যা পঞ্চবৃত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥  
 ত্রীণি শতং সমং কার্ঘ্যমগ্রং নূর্য্যং ষড়ঙ্গুলম্ ॥  
 গোক্ষণাকৃতিশোভাচ্যং কণ্ঠসঙ্গুলিরজ্জগম্ ॥  
 স্রুতং নিষ্ক্রমণং কার্ঘ্যং যবত্রয়সু বোদ্ধিতম্ ॥ ৮৩

চারি অঙ্গুলি, দ্বিতীয় মেখলা তিন অঙ্গুলি আব  
 তুলী। মেখলা দুই অঙ্গুল পরিমিত হইবে;  
 এইরূপ হইলে, কুণ্ড শুভাবহ হয়। পূর্বাদিকে  
 বা ঈশানকোণে কুণ্ড নির্মাণ করিবে। কুণ্ড  
 চতুর্কোণ, অর্ধচন্দ্রতুল্য, বৃত্ত অশ্বখপত্রাকৃতি,  
 পঞ্চকোণ, অষ্টকোণ অথবা পদ্মাকৃতি  
 হইবে ৬০—৭৭। অক্ষ অশ্বখাদি শাখানির্মিত  
 হইবে, আর অক্ষ খদির-বিশ্ব-কাষ্ঠাদি-নির্মিত  
 হইবে; তাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে একহস্তাদি  
 হইবে। অক্ষের পরিণাহ অক্ষুষ্ঠ পরিমিত  
 হইবে। তাহাতে দণ্ড ও কুণ্ড থাকিবে। মধ্য-  
 রেখাঙ্কিত পুষ্করদ্বয় তাহাতে থাকিবে।  
 অক্ষ অর্ধহস্ত পরিমিত হইবে, তাহাতে  
 বৃত্ত ও দণ্ড থাকিবে। পরিণাহ ষড়ঙ্গুল  
 হইবে। মূলদেশে পুষ্করমূলস্থ দ্ব্যঙ্গুল কুণ্ড  
 হইবে; পুষ্করের তিন বিভাগ কর্ণিকা  
 হইবে। বেদী সমাঙ্গুলা ও পঞ্চবৃত্তা  
 হইবে। খাত সমাখাত এবং ষড়ঙ্গুল অগ্র  
 করিবে, দেখিতে গো-কর্ণের স্থায় হইবে।  
 কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে, রজ্জ

এবং অক্ষ অক্ষা ক'র্যো তাত্যাং হোমং সুখাবহা  
 শমোগভারণী কার্ঘ্যা দৈর্ঘ্যাক্ষুপ্ৰমাণিতা ॥ ৮৪  
 বিতস্তিপরিণাহাচ্যা মধ্যং বৈ যোড়শাঙ্গুলম্ ॥  
 বৃত্তং করদ্বয়োপেতং দশাঙ্গুলসু বৃতিগম্ ॥ ৮৫  
 আপীড়ং তং সমং কার্ঘ্যং মধ্যো আয়সবন্ধনম্ ॥  
 ষটিকাক্ষারযোগার্গ \* শণ-বজ্জু যথাবিধি ॥ ৮৬  
 সুদৃঢ়া বহিমস্ত্রেণ \* জাতিত্ব তু পাত্রয়েৎ ॥ ৮৭  
 অভাবে সূর্য্যকান্তে চ তদভাষ্যং করৌষজা ॥  
 সীমান্তায়তনাগারে আনয়েৎ তাম্রভাজনে ॥ ৮৮  
 শরাবে মৃন্ময়ে পাত্রে কুণ্ডে পূজাষিতে চ সৈৎ ॥  
 অগ্নিচক্র বধানেন সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৮৯  
 হৈমরাজহ গাত্রাণি কাষ্ঠশৈলমুদানি চ ॥  
 রত্নাদানি চ পাত্রাণি শুভদেবাক্তিতানি চ ॥  
 অর্ঘ্যনৈবেদ্যপূজার্গং বলিদানঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৯০

এইরূপ হইবে; যবত্রয়-পরিমিত স্রুত তথা  
 হইতে নির্গত হয়, এইরূপ থাকিবে। এইরূপ  
 অক্ষ অব করিবে, তদ্বারা হোম করিলে শুভ  
 হয়। দৈর্ঘ্যে হস্ত-প্রমাণ, বিতস্তি পরিণাহ,  
 যোড়শাঙ্গুল মধ্য একটি শমাপটু অরণি,  
 আর বৃত্ত করদ্বয়োপেত দশাঙ্গুল বৃতিসম্পন্ন  
 লৌহবন্ধনসম্বিত আপীড় অর্থাৎ মৃদনদণ্ড  
 করিবে, তাহা শণ-বজ্জু দ্বারা বন্ধ করিবে।  
 তাহা পূজা করিয়া অরণিমধ্যে পাতিত করিবে।  
 (ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উত্তোলন করিবে) অভাবে  
 সূর্য্যকান্তমণিসমুত্ত, তদভাবে করৌষসমুত্ত অগ্নি  
 গ্রহণ করিবে। সীমান্ত আয়তনাদি হইতেও  
 তাম্রপাত্র অথবা মৃন্ময় শরাবাদি পাত্র দ্বারা  
 বহি আনয়ন করিতে পারা যায়। প্রথমে  
 কুণ্ডের পূজা করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন  
 করিবার পর অগ্নিচক্র-বিধানানুসারে  
 সমস্ত কার্ঘ্য সম্পন্ন করিবে। অর্ঘ্য নৈবেদ্যাদি  
 পূজোপকরণ জন্ত স্বর্ণপাত্র প্রশস্ত। অভাবে  
 রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, প্রস্তরপাত্র  
 এবং মৃন্ময়পাত্র। রত্নাদিপাত্র দেবগণের  
 আকাজিক। বলিদানানন্তর যথাবিধি হোম

যস্মাদেবং বিধানেন হোমং কৃৎস্বা যথাবিধি ।  
মণ্ডলং দর্শয়েৎস ওচৌ ভক্তে উপোষিতে ।  
মন্ত্রপুতেন হস্তেন দৃষ্টা তু শিরসি সজম্ ।  
পুষ্পাণি করয়োদৃষ্টা মণ্ডলাঙ্কে ক্ষমাপয়েৎ ।  
পতিতং যত্র দেবোর্কে তদংশং তং বিহ্মুনে ।  
এবং দৃষ্টো শিবো বৎস গহ্বা বহিং ক্ষমাপয়েৎ  
পূর্ণাহুতিপ্রদানঞ্চ দৃষ্ট্বা পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ১৩  
সর্বকামানবাপ্নোতি বিগল্যাঘো মহামুনে ।  
স্নাতো মঃ ঘাকুস্তাষ্টৈঃ সর্বব্যাধেবিমুচ্যতে ॥ ১৪  
গোভূমিঃ স্নানানি রত্নবাজ্রগজাদি চ ।  
আচার্যায় প্রদাতব্য্য আত্মানঞ্চ নিবেদয়েৎ ।  
দ্বিজানাং দক্ষিণা দেয়া কন্তুকান্শং বিশেষতঃ ।  
লোকে পূজা প্রকর্তব্য্য যথাইক্রমমাগতা ॥ ১৬  
দীনাঙ্করূপণানাঞ্চ অন্নং দেয়ঞ্চ সমদা ।  
কামকৌটপতঙ্গেষু ভূমৌ দব্যোদনং কিপেৎ ॥ ১৭  
সর্বদা সমভূতানাং সুপং কার্য্যং সুখার্জিনা ।

সমাপন করিয়া, উপবাসী এবং পবিত্র ভক্তকে  
মণ্ডল প্রদর্শন করাইবে এবং স্বঃস্তে মন্ত্রপুত  
করিয়া তাহার মস্তকে মান্য পরাইয়া দিয়া  
তাহার হস্তে পুষ্পাদি প্রদান করিবে । তদনন্তর  
তাহাকে মণ্ডলের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা এবং  
নমস্কারাদি করাইয়া অগ্নিসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা  
করাইবে । অনন্তর পূর্ণাহুতি দিবে । পূর্ণাহুতি  
দিবার সময় উহা দর্শন করিতে, পাপ হইতে  
বিমুক্ত হয় এবং সর্বার্থসিদ্ধি লাভ করে । মঙ্গল  
কুস্ত এবং অর্ঘ্যজলে স্নান করিলে সর্বব্যাধি  
বিনষ্ট হয় । গো, ভূমি, স্বর্ণ, বসু, রত্ন, অশ্ব,  
হস্তী ইত্যাদি আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া তাহার  
নিকটে আত্মসমর্পণ করিবে । ব্রহ্মণ ও কুমারী-  
গণকে বিশেষরূপে দক্ষিণা প্রদান করিবে ।  
লোক সকলের মধ্যেও যাহারা পূর্বাপর অগ্রে  
পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন, অগ্রে তাঁহা-  
দের পূজা করিয়া পরে যথাক্রমে সকলেরই  
সম্মানাদি করিতে হয় । দীন, অন্ধ, দুঃখী  
প্রভৃতি সকলকেই অন্নদান এবং ক্রমি, কীট,  
পতঙ্গ প্রভৃতিকে ভূমিতলে দধ্যন্ন দিবে ।  
১৮—১৭। সুখার্থী হইলে, স্বাবর জন্ম প্রভৃতি

স্বাবরং জন্মং বাপি ক্রতুরাজ্যং ন হিংসয়েৎ ।  
এবং যুগাদিভির্দেব্যো বহুভেদাঃ সভাস্করাঃ ।  
যন্ত মণ্ডলকুণ্ডাং কৃৎস্বা চিত্রেহথবা যজেৎ ।  
নাসাবাধ্যাত্মিকাদৌনি দুঃখানি কচিদাপ্নুয়াৎ ॥  
আধিব্যাধিকৃতা পীড়া তস্মিন দেশেহপি নো  
ভবেৎ ।  
সুভিক্ষং ক্ষেমবৈরাগ্যং গজবাজ্রসদোজ্জলম্ ।  
হেমরত্নাকরাকীর্ণং রাষ্ট্রং তন্তু প্রজায়তে ॥ ১০৩  
পূজ্যন্তঃ কালবয়ী স্ফাচ্ছশালী বসুন্ধরা ।  
যত্র-ইষ্টেরতাবিপ্ৰা গাবো ভূবি পয়োহম্বিতাঃ ।  
পতিব্রতা সদা নার্য্যো ভূত্যাঃ স্বামিপরাযণঃ ।  
নোপসর্গোহপমৃত্যুর্কা তত্র দেশে ভবেৎ কচিৎ  
যত্রেৎ সততা পূজা দেবীনাং ক্রিয়তে মুনে ॥  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবীসংবৎসরমণ্ডলবালি-  
হরণবিধানং নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

সকলকেই সুখী করতে চেষ্টা করিবে; কাহারও  
প্রতি হিংসা করা উচিত নহে । এইরূপ যুগ-  
সূর্যাদি-ভেদে দেবীর বহুবিধ রূপ । যে ব্যক্তি  
মণ্ডল, কুণ্ড অথবা চিত্রমধ্যে দেবীর পূজা করে,  
তাহাকে আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ ভোগ করিতে  
হয় না । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে দেশে সর্বদা এই-  
রূপ দেবীর পূজা হয়, সেই দেশে আধি, বাধি  
ইত্যাদি উপাশ্রিত হইতে পারে না । সেই  
রাজ্যমধ্যে সকল কালেই সুভিক্ষা এবং মঙ্গল,  
বৈরাগ্য, গজ, অশ্ব, স্বর্ণ, রত্ন প্রভৃতি আকর  
হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে । মেঘসমূহ  
যথাকালে বৃষ্টি দান করে, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ  
হয় । ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞাদি-কার্য্যে রত থাকেন ।  
গাভী সকল দুগ্ধবতী হয়, নারীগণ পতিব্রতা  
এবং ভূত্যাগণ প্রভুপরাযণ হয় এবং কোন  
উপসর্গ কি অপমৃত্যু কিছুই হইতে পারে  
না । ১৮—১০৫ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

## একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

যেষাং দেবী ইহামৃত হিতায় সমুপাশ্রিতা ।  
 স্বার্থসিদ্ধৌ পরার্থে বা ভবন্তী কথয়ামি তে ॥ ১'  
 মঙ্গলাশাকস্তরী \* কালী দেব্যা যা ত্রিবিধা তম্বুঃ  
 ঘোরহা কুরুহা বৎস শুভা কন্দকনাশিনী ॥ ২  
 দমনী মহিষঘ্নী চ তথা চ মহিষাসুরা ।  
 এতা মূলগতা দেব্যাঃ ষষ্টিধা কোটিধাপবাঃ ॥ ৩  
 এতেষাং শাস্ত্রবেত্তারো দেবীপূজাবিধৌ শুভাঃ  
 মাতৃমণ্ডলবেত্তা চ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহপি বা ॥ ৪  
 প্রতিচারী বিশো বাপি শূদ্রো বা তত্ত্ববিদ যদি  
 পূজাবিধৌ ভবেৎ শ্রেষ্ঠো ন মন্দো ন কুণীলবঃ ॥  
 ন নৈষ্ঠিকো বিশাস্ত্রো বা পুঙ্কো ভবতে শুভঃ  
 অবিধৌ যঃ শিবাং পূজোত্তাপরেণ নিয়োজিতঃ  
 স যাতি নরকং ঘোরং স্বামী রাজা চ নশুতি ॥

## একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—লোকে স্বার্থসিদ্ধি এবং  
 পরার্থসিদ্ধির জন্য যে দেবীর আশ্রয় গ্রহণ  
 করে, এক্ষণে তাঁহার বিষয় বলিতেছি । মঙ্গলা,  
 শাকস্তরী এবং কালী, দেবীর এই ত্রিবিধ  
 শরীর ঘোরহা, কুরুহা, কন্দকনাশিনী, দমনী,  
 মহিষঘ্নী এবং মহিষাসুরাদি ভেদে ঐ মূল-  
 প্রকৃতিই ষষ্টি প্রকার । এতদ্ভিন্নও দেবীর  
 কোটি কোটি মূর্তি আছে । এই সকল দেবী-  
 গণের পূজাদি বিষয়ে, ঐহারা শাস্ত্রজ্ঞ এবং  
 মাতৃমণ্ডলাদি বিষয় অবগত আছেন,  
 তাঁহারা ই স্বার্থ অধিকারী । কি ব্রাহ্মণ,  
 কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, তত্ত্বজ্ঞ হইলে  
 দেবীর পূজাবিধিতে সেই-ই শ্রেষ্ঠ । মন্দ,  
 কুণীলব, নৈষ্ঠিক এবং অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূজক  
 হইতে পারে না । অপর কুর্ভুক নিয়োজিত  
 হইয়া যদি কোন ব্যক্তি অনিয়মে দেবীর পূজা  
 করে, তাহা হইলে সে নরকে যায় এবং স্বামী

\* মঙ্গলাস্তরী ইতি পাঠঃ কাপি ।

ভৃশ্মাচ্ছিববিধা দেবী বিষ্ণুভাগবতৈঃ শুভৈঃ ।  
 পূজিতঃ শিববৎ সূর্য্যঃ শিবঃ সর্বকলপ্রদঃ ॥ ৭  
 অগ্রেবা শিবসিদ্ধান্ততিলকাদিপ্রবেদিত্তিঃ ।  
 মাঠরোক্তবিধৌ বাপি সর্বকামপ্রদায়কঃ ॥ ৮  
 অহং বেদবিধিনা গ্রহনাগাপরে সুরাঃ ।  
 সূশাস্ত্রবিধিমাশ্রিত্য পূজিতাঃ ফলদা নৃণাম্ ॥ ৯  
 বৈপুর্নিত্যাভ্যুৎ কুর্ধ্যামুপদেশজনশ্চ চ ।  
 তস্মাৎ পরার্থমুদ্दिष्ट পূজা বিধিশুভাবহা ॥ ১০  
 মধুরাম্মা দিনা কেচিৎ তুষ্যন্তে কটুকৈঃ পরে ।  
 কষায়লবণৈস্তিক্তৈরেবং ভিন্না নৃণাং মতিঃ ॥ ১১  
 দেবা মূর্তিগতাঃ স্তৃলাঃ শব্দগা ধ্যানগাঃ পরে ।  
 স্বার্থসিদ্ধৌ পুরার্থে বা মনসা যান্তি চিস্তিতাঃ ॥  
 তথাপি উপকারেণ জাতিভেদক্রিয়াদিভিঃ ।

বা রাজা বিনষ্ট হয় । দেবী শিবস্বরূপা, এইজন্ত  
 শিবপূজা করিবে ; শিব বিষ্ণুস্বরূপ, এইজন্ত  
 ভাগবত ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করিবে ; সূর্য্য বিষ্ণু  
 হইতে অভিন্ন, সূতরাং তাঁহারও পূজা করিবে,  
 তাহা হইতে সর্বকলই লব্ধ হইবে । ঐহারা  
 শিব-সিদ্ধান্ত-তিলকাদি অবগত আছেন,  
 তাঁহারা অগ্রেই ইহাদের পূজা করিয়া  
 থাকেন । মা রোক্ত বিধিপূর্বক পূজা করিলে  
 ভগবান্ সূর্য্য সর্বকাম পূর্ণ করেন । আমি  
 অন্যান্য দেবগণ এবং গ্রহনাগাদি সকলেই  
 শাস্ত্রবোধিত বিধানানুসারে পূজিত হইলে,  
 যথাশাস্ত্র ফল প্রদান করিয়া থাকেন । বিপরীত  
 হইলে দেশের অমঙ্গল, রাজার অমঙ্গল এবং  
 সাধারণের অমঙ্গল হইয়া থাকে । অতএব  
 পরার্থসিদ্ধির জন্য পূজা করিতে হইলে, যথা-  
 শাস্ত্র শুভাবহ বিধানানুসারে করিতে হয় ।  
 মধুস্যাগণ কেহ মধুরপ্রিয়, কেহ অম্লপ্রিয়, কেহ  
 কটুপ্রিয়, কেহ লবণপ্রিয়, কেহ তিক্তপ্রিয়,  
 সূতরাং সকলের চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন, দেবগণও  
 সেই প্রকার, স্বার্থসিদ্ধি এবং পরার্থসিদ্ধির  
 জন্য মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে কেহ  
 সন্তুষ্ট হন, কেহ নাম উচ্চারণে, কেহ ধ্যানে,  
 কেহ বা মনে মনে স্মরণ মায়েই সন্তুষ্ট হইয়া



শিবে বিবর্জয়েৎ কুন্দমূলস্কন্ধং হরৌ তথা ॥ ১৩  
 দেবীনাং কাকমন্দারৌ সূর্য্যে কেশবৃত্তং মৃগম্ ।  
 এবং বিধিং সমাশ্রিত্য পূজয়েন্নভতে কলম্ ॥ ১৪  
 হেমপাশ্রেণ সর্বাণি ভূততে বৈ হিতান্ মুনৈ ।  
 অর্ঘ্যং দত্ত্বা তু রৌপ্যেণ অমুরাজ্যাসুতাল্লভেৎ  
 তাত্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃগয়সম্ভবৈঃ ।  
 বান্ধবপাত্রাণি পাত্রাণি নৈষ্ঠিকাদিষু কারয়েৎ ॥  
 শৈলানি কুরজাতীনঃ রক্তাদি সর্বকামিকম্ ।  
 ধাতুভূতানি পাত্রাণি নুপরাষ্ট্রবিরুদ্ধয়ে ॥ ১৭  
 ত্রপুসীসকলোহানি অস্ত্রাণি কারয়েৎ ॥ ১৮  
 বিবাহযজ্ঞশ্রাদ্ধেষু প্রতিষ্ঠাসু বিশেষতঃ ।  
 পাত্রাণ্যাকাংক্ষাং কার্য্যঃ পাত্রাণ্যেবেত্তমানি চ ॥  
 পাত্রেষু পৃথিবী তৃক্ষা সূক্ষা পাত্রেষু ধার্য্যতে ।  
 বেদাঃ সোমং ক্রতুর্ঘজাঃ পাত্রাণ্যেবং বিদ্বর্ষাঃ  
 বলিহোমক্রিয়াদৌনি বিনা পাত্রে ন সিদ্ধতি ।  
 তস্মাদ্ যজ্ঞাক্রমেণৈতঃ পাত্রকাণ্ডাং মহামুনে ॥ ২১

থাকেন । ১—১২ । তথাপি জাতিভেদে,  
 ক্রিয়াভেদে, সকলেরই বিবিধ উপচারে পূজা  
 করা কর্তব্য । মহাদেবের পূজায় কুন্দ ফুল  
 নিষিদ্ধ, বিষ্ণুপূজায় ধূতুর, দেবী পূজায় অর্ক  
 এবং মন্দার পুষ্প নিষিদ্ধ । এইরূপ বিধি-  
 পূর্বক পূজা করিলে, ফল লাভ হয় । স্বর্ণপাত্রে  
 কার্য্য করিলে মঙ্গল লাভ করে । রৌপ্য  
 পাত্রে অর্ঘ্যদান করিলে আয়, রাজ্য এবং  
 পুত্রলাভ হয় । তাত্রপাত্রে সৌভাগ্য, মৃৎপাত্রে  
 ধর্ম্ম লাভ হয় । নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে কাষ্ঠপাত্র  
 প্রশস্ত, কুর জাতিগণের পক্ষে প্রস্তরপাত্র  
 প্রশস্ত । উত্তম ধাতুপাত্র হইলে নুপতির  
 রাষ্ট্রবৃদ্ধি হয় । অন্যান্য জাতির পক্ষে রক্ত,  
 সীসক, লৌহ প্রভৃতি পাত্র প্রশস্ত, ইহা কথিত  
 আছে । বিবাহ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠাদি  
 কার্য্যে পাত্রেই আদর, কারণ ঐ সকল কার্য্যে  
 পাত্রই প্রধান । পাত্রগুণেই পৃথিবী তৃক্ষ হইয়া-  
 ছিল, পাত্রগুণেই সূক্ষা উখিত হইয়াছিল ।  
 বেদ, চন্দ্র, ক্রতু, যজ্ঞ এই সমুদায়কে পণ্ডিতগণ  
 পাত্র বলিয়া থাকেন । পাত্র ব্যতীত বলিহোম-  
 ক্রিয়াদি কিছুই সিদ্ধ হয় না । অতএব যজ্ঞের

যে যন্ত আয়ুধঃ প্রোক্তস্তস্ত তন্নাহ্ননং ভবেৎ ।  
 বাহনধ্বজচ্ছত্রেষু নাহ্ননং পরিকল্পয়েৎ ॥ ২২  
 ঘটত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রকোত্তমং পরিকীর্তিতম্ ।  
 রস অঙ্গুলকোনন্তুন পাত্রং কারয়েৎ কচিৎ ॥ ২৩  
 নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতানি চ ।  
 শঙ্খনীলোৎপলাকারান্ পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥  
 রত্নাদিরচিতান্ কুর্ঘ্যাৎ কাঞ্চীমূল্যসমাকৃতান্ ।  
 যথালোভং মহালাভং পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥  
 বিনা পাত্রাণি যঃ কুর্ঘ্যাৎ প্রতিষ্ঠাং যাজিকাং ক্রিয়াম্  
 বিফলা ভবতে সর্বা বাহনাদিধনাপহা ॥ ২৬  
 বলিহীনে তু হৃতিক্ষং গন্ধহীনে অভাগ্যতা ।  
 ধূপহীনে চ উদ্বেগং বস্ত্রহীনে ধনক্ষয়ম্ ॥ ২৭  
 রক্তহীনে হরেস্তার্ঘ্যং পতাকৈঃ কুণ্ডনাথকম্ ।  
 ছত্রহীনে হরেচ্ছত্রং বিতানে মরকৎ ভবেৎ ॥  
 বেদীহীনে তু বালং শ্রাবণগং পুরম্ চ ॥ ২৮  
 কলসৈর্বন্ধুনাশচ ভবতে মুনিসত্তম ।  
 তোরণানামভাবে তু হরেজ্জাতীশচ বান্ধবান্ ॥  
 অবকুণ্ডবিহীনে তু যজ্ঞং লুপ্তাতি রাক্ষসাঃ ।

প্রধান অঙ্গ পাত্র দক্ষিণ বাহুরূপ । যে দেব-  
 তার যে আয়ুধ বলিয়াছি, সেই সেই দেবতার  
 সেই সেই চিহ্ন । বাহন, ধ্বজ, ছত্র প্রভৃতি  
 সর্বত্রই চিহ্ন বলিত করিবে । ঘটত্রিংশৎ  
 অঙ্গুল পরিমিত পাত্র শ্রেষ্ঠ । ছয় অঙ্গুলের নূন  
 পাত্র করিবে না । পুণ্ডরীক, শঙ্খ, নীলোৎপল  
 ইত্যাদির ন্যায় বিচিত্রাকার পাত্র প্রশস্ত  
 করিবে । যেরূপে পাত্রের শোভা হইতে পারে,  
 এরূপ ভাবে রত্নাদি-খচিত করিয়া পাত্র প্রশস্ত  
 করিবে । পাত্র ব্যতীত যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাদি  
 যাজিক ক্রিয়া সমাধান করে, তাহার কর্ম্ম  
 বিফল হয়, প্রত্যা ত, ধন-বাহনাদি বিনষ্ট হয় ।  
 বলিহীন ক্রিয়া করিলে হৃতিক্ষ হয় । গন্ধহীন  
 হইলে, মন্দভাগ্য হয় । ধূপহীন হইলে, উদ্বেগ  
 বস্ত্রহীন হইলে, ধনক্ষয় ; রক্তহীন হইলে ভার্ঘ্য  
 বিনষ্ট হয় ; ছত্রহীন হইলে, ছত্রহীন হয় ; চন্দ্রা-  
 তপহীন হইলে, মরক হয় ; বেদীহীন হইলে,  
 পুর-নগরাদি সর্বত্র ঝটিকা হয় ; কলসহীন  
 হইলে, বন্ধুগণের সহিত শত্রুযুদ্ধ হয় ; তোরণা-

রজোহীনে তু দোৰ্ভাগ্যং প্রাপ্নুয়াৎ কারকঃ সদা  
দক্ষিণারহিতে সৰ্বং ভবতে অবিচারণাৎ ।  
মন্ত্রবিদ্যাবিহীনস্ত সস্পৃগমপি নশ্রুতি ॥ ৩১  
পাত্ৰমন্ত্রসমাবুক্তঃ সৰ্বদোষান্ নিবারয়েৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পাত্ৰবিধিনামৈক-

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥

মন্ত্রকবাচ ।

শূণ্ শোনক ভব্ধেন অপমৃত্যুনিবারণম্ ।  
সৰ্বকামপ্রদং পুণ্যং রবিষাগমমুত্তমম্ ॥ ১  
গ্রহমাদিত্যেভ্যেদেন আদিত্যং মকরে যজেৎ ।  
হস্তমাত্রে শুভে পদে কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বল ॥ ২  
কুক্ষুমাদিরজৈর্লেক্ষ্যমষ্টপত্ৰং রবেগৃহম্ ।  
আদিত্যং পূজয়েন্মথো পৰ্বপত্রে নিশাকরম্ ॥ ৩

ভাবে, জাতি ও বন্ধু বিনষ্ট হয়; অথবা ও কুণ্ড-  
বিহীন হইলে, রাক্ষসগণ যুক্ত নষ্ট করে;  
রজোবিহীন হইলে যজ্ঞকারী ব্যক্তির সৌভাগ্য  
হয়। দক্ষিণাহীন হইলে সমস্তই বৃথা এবং  
মন্ত্রবিদ্যাবিহীন হইলে, সম্পূর্ণ হইলেও  
তাঁহা বিনষ্ট হয়। অতএব পাত্ৰ-মন্ত্রাদি  
সৰ্বলক্ষণ-সম্পন্ন করিয়া সৰ্বদোষ নিবারণ  
করিবে। ১৩-৩২।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

মন্ত্র বলিলেন,—হে শোনক! শ্রবণ কর,  
একপাশে অপমৃত্যু-নিবারক, সৰ্বকামপ্রদ, শ্রেষ্ঠ  
রবিষাগের কথা বলিতেছি। মাসভেদে গ্রহ-  
গণের যাগ বিহিত আছে। তন্মধ্যে মাঘ মাসে  
রবিষাগ করিতে হয়। কুক্ষুমাদির রেণু দ্বারা  
একচতুপরিমিত, উজ্জ্বল কর্ণিকা এবং কেশর-  
যুক্ত একটি অষ্টদলপদ্য নিৰ্ম্মাণ করিবে, ইহাই  
রবির গৃহ। মধ্যস্থানে আদিত্যের পূজা

মঙ্গলং বহুপত্ৰং দক্ষিণেন বৃধং যজেৎ ।  
শনিং নৈঋতপত্ৰং সুরেজ্যং বক্রণালয়ম্ ॥ ৪  
বায়বো নৈঋতকেশস্ত ভার্গবকোত্তরে যজেৎ ॥ ৫  
কেতুং শিবাপ্তং দেয়ং যাগে সৰ্বভুতোদয়ে ।  
আদিবর্ণকৃত্যারং আদিত্যং শত্ৰুনা যজেৎ ।  
শেষা বাক্রবর্ণেন অষ্টধা তিদিতেন তু ।  
গৃকপুষ্পং পবিত্রস্ত হৃদয়েন প্রদাপয়েৎ ॥ ৭  
বরদাভয়মুদ্রো তু মধ্যো বোমং প্রদর্শয়েৎ ।  
সৰ্বরক্তোপাচারস্ত আদিত্যায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ৮  
স্বং স্বং বর্ণং গ্রহাণ স্ত দেয়ং পুষ্পবিলেপনম্ ॥ ৯  
হোমং তিলাজ্যাকৌদ্ভস্ত পায়সস্ত নিবেদয়েৎ ।  
এবং কৃতা জপং দেয়মাদিত্যায় সুসংখ্যয়া ॥  
জ্ঞানং শিষ্যায় কৰ্ত্তব্যং মন্ত্রপুত্রেণ বারিণা ।  
সৰ্বকামানবাপ্নোত যো বিধিঃ কারয়োদয়ম্ ॥  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে আদিত্যযোগো নাম  
দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

করিবে। পূর্বদলে চন্দ্রের, অগ্নিদলে মঙ্গলের,  
দক্ষিণদলে বুধের, নৈঋতদলে শনির, পশ্চিমদলে  
বৃহস্পতির, বায়ুদলে রাহুর, উত্তরদলে শুক্রের  
এবং ঈশানদলে কেতুর পূজা করিবে। আদি-  
বর্ণের সহিত শত্ৰুবর্ণের যোগ করিয়া সেই  
মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবে এবং অবশিষ্ট  
গ্রহগণের বক্রণমন্ত্র অষ্টধা ভিন্ন করিয়া তদ্বারা  
পূজা করিবে। সুপবিত্র গৃকপুষ্পাদি মন্ত্রপাঠ-  
পূর্বক প্রদান করিবে। ১—৭। বরদ এবং  
অভয়মুদ্রা এবং মধ্যো বোমমুদ্রা প্রদর্শন  
করিবে। আদিত্যপূজায় সমুদয় রক্তবর্ণ  
উপচার দান করিবে। অতীত গ্রহগণের স্ব স্ব  
বর্ণানুসারে পুষ্প বিলেপনাদি প্রদান করিবে।  
তিলাজ্যমধুমিশ্রিত হোম করিয়া পায়সাদি  
নিবেদন করিবে। অনন্তর যথাসক্তি জপ  
করিয়া তাঁহা সূর্য্যোদ্দেশে সমর্পণ করিবে।  
কার্য সমাধা হইলে মন্ত্রপুত্ৰ জল দ্বারা শিষ্যকে  
জ্ঞান করাইবে। একপাশে বিধিপূর্বক কৰ্ম্ম করিলে  
সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। ৮—১১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

আদিত্যং ভাস্করং সূর্য্যং রবিং ভানুং দিবাকরম্  
অষ্টারং তেজস্বীং \* ভাবং জয়ন্তং † শুভদং শিবম্  
মকরাদিপ্রভেদেন আদিত্যাদি শুভোদয়ম্ ।  
যষ্টব্য্য হস্তমাত্রে তু দ্বিবিদ্য ‡ ধনুষাবধি ।  
শুভদোয়ং জয়ং ভাগ্যং কল্যাণমপরাজিতম্ ।  
মঙ্গলমষ্টসিদ্ধিকং বিভবং শুভদং শুভম্ ॥ ৩ ॥  
ইষ্টাখ্যং ব্যাধিনাশক মকরাদৌ সমারভেৎ ।  
সর্বপাপহরা যাগাঃ সর্ব-আয়ুর্ধনপ্রদাঃ ॥ ৪ ॥  
সর্বরোগবিনাশায় সর্বৈ কৰ্ম্মাঃ সুখায় চ ।  
নিত্যং শ্বেতোপহারেণ আয়ুরারোগ্যদায়কাঃ ।  
সুতসৌভাগ্যাকামেন কার্য্যা রক্তোপচারিকা ।  
পীতেন গ্রহনাশার্থং কৃৎকৈঃ শক্রনিবারণম্ ।  
গ্রহণাং যজ্ঞনং কার্য্যং সমস্তং বলিপূজনম্ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত, যথাক্রমে আদিত্য, ভাস্কর, সূর্য্য, রবি, ভানু, দিবাকর, অষ্টা, তেজস্বী, ভাব, জয়ন্ত, শুভদ এবং শিব, ইহাদের যাগ করিবে। তাহা হইলে শুভোদয়, জয়, সৌভাগ্য, কল্যাণ, অপরাজয়, মঙ্গল, অসিদ্ধি সম্পদ, ইষ্টসিদ্ধি এবং ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই যাগ সর্বপাপ-বিনাশক এবং আয়ু ও ধনপ্রদ। ১—৪। সুপাখী ব্যক্তির পক্ষে এবং ষাঁহার সর্বরোগবিনাশের জন্য ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই যাগ করা কর্তব্য। আয়ুর্কামী ও আরোগ্যকামী শ্বেতোপহারে নিত্য পূজা করিবে, সুতাপী এবং সৌভাগ্যার্থী রক্তোপহারে পূজা করিবে, গ্রহপীড়া-নাশ করিবার জন্য পীঠ উপহারে পূজা করা উচিত এবং শক্র নিবারণ জন্য কৃষ্ণ উপহারে পূজা করা কর্তব্য। এই গ্রন্থযুক্ত বলি

\* ভোজিনম্ ইতি কচিং পাঠঃ ।

† যজন্তম্ ইতি কচিং পাঠঃ ।

‡ নিবৃদ্ধ্যা ইতি পাঠান্তরম্ ।

কলরয়োষধৌগন্ধবীজধাতুসুদাদিত্তিঃ ৭

সপ্তোদকং সমশ্লেণ স্নাত্বা ভাগ্যাক্রমো ভবেৎ ।  
গজানানং তুরগানাকং রবিশক্রে সমল্লিতম্ ॥ ৮ ॥  
স্নানং হোমং প্রকর্তব্যং লক্ষ্যযুতসহস্রকম্ ।  
মাতরাণাং সদা চক্রং হেমরাজততাম্রজম্ ॥ ৯ ॥  
পূজনং বিধিনা বিপ্র সংবৎ-যজ্ঞাপহম্ ॥ ১০ ॥

ইতি ত্রিদেবীপুরাণে গ্রহমাতৃবিধিনাম  
ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

মমুকবাচ ।

সহস্রং লক্ষণোপেতং বৈদূর্য্যে কারয়েচ্ছিবম্ ।  
হৈমপীঠকং বজ্রাকং তত্র মাতরং সর্বদা ॥ ১ ॥  
হৈমপীঠং সূশোভাঢ্যং বজ্রাকং তত্র মাতরং ।  
চচ্চিকাদায়াঃ প্রকর্তব্যাঃ পূর্বাাদেপরিবল্লিতাঃ ॥ ২ ॥  
মহাভয়বিনাশায় ঋতুযাগপ্রপূজিতাঃ ।  
শিবং কদ্রং সদা বৎস কণিকায়াম্ নিবোধিতম্ ॥

পূজাদি সমস্তই মমুপাঠপূর্ব্বক করিবে। কল, রক্ত, ওষধি, গন্ধ, বীজ, ধাতু এবং মূর্ত্তিকা জল-মধ্যে মিশ্রিত করিয়া মমুপুত ঐ সপ্তোদক দ্বারা স্নান করিলে মহাভাগ্যধর হয় এবং অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অধীশ্বর হয়। লক্ষ, অযুত, কিংবা সহস্র হোম করিতে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা তাম্র দ্বারা মাতৃচক্র নির্মাণ করিয়া, বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে সংবৎসর ভয় বিনষ্ট হয়। ৫—১০।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

মমু বলিলেন,—বৈদূর্য্য এবং বজ্রাদিমাণ-খচিত, সহস্র লক্ষণযুক্ত স্বর্ণ পীঠ প্রস্তুত করিবে এবং তন্মধ্যে পূর্বাাদক্রমে মাতৃকাগণের মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ঋতু অনুসারে ঐ সমস্ত মাতৃকাগণের পূজা করিলে মহাভয় বিনষ্ট হয়। কণিকামণ্ডো মহাদেব কদ্রকে স্থাপিত করিয়া

মহাবিভবসারেণ বস্তুগন্ধঃ সুপুজিতম্ ।  
 প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ মনোহতীষ্টান্ সদা  
 জনৈঃ ।  
 তস্য পূজা প্রকর্তব্যা গেহে সর্বত্র কালিনে ।  
 জপহোমার্চনং পূজা ত্রিকালং সততং ভবেৎ ।  
 কুঙ্কমাঙ্কুরকর্পূর-মদ-চন্দন রোচনাঃ ।  
 গন্ধপুষ্পাশ্চ দাতব্যাঃ সিতনিষ্ঠাসিসিক্কাঃ ॥ ৬ ॥  
 সর্বাভয়বিনাশায় প্রমাতী পিঙ্গলাপি বা ।  
 শনিসূর্যা চ রাহুখা ক্ষয়াদিমহদাপদঃ ॥ ৭ ॥  
 অত্র জন্মকর্ম্মত্যাগাঃ সমং শাস্ত্যবিচারণাৎ ।  
 তাত্ৰপাত্রে প্রকর্তব্যা গ্রহভাবপ্রকল্পিতা ॥ ৮ ॥  
 রক্তচন্দনমিশ্রণে তায়েন মর্ততেজিতা \* ।  
 রক্তকরবীরপুষ্পৈর্মজ্জপূতাপুজিতাঃ ॥ ৯ ॥  
 ব্যোমে বা মণ্ডলে বাপি সর্বকামফলপ্রদা ।  
 অর্কপলাশখদিরা অপামার্গোহথ পিঙ্গলা ॥ ১০ ॥  
 ত্রীকলা শমী দুর্বা চ কুশাগ্রাঃ সমিধো মতাঃ ।  
 ধূপং গুগ্গুলুলোধক সর্জচোলদলং পরম ॥ ১১ ॥

বিভবানুসারে বস্তু-গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় । গ্রহগণের পক্ষে সকল কালেই তাঁহার পূজা করা উচিত । পূজা, জপ, হোমাদি, ত্রিকালেই করিতে হয় । কুঙ্কম, অঙ্কুর, কর্পূর, চন্দন, রোচনা, গন্ধ, পুষ্প এবং ধূপাদি দ্বারা সকলের পূজা করিলে, উৎপাতাদিজনিত সর্বাধ ভয় বিনষ্ট হয় এবং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি স্থানস্থিত শনি, সূর্য্য, রাহু প্রভৃতি গ্রহপীড়ার শাস্তি হয় । তাত্ৰপাত্রে যথামত গ্রহগণ সন্নিবেশিত করিয়া রক্তচন্দন মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইয়া রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা মজ্জ পাঠপূর্ব্বক পূজা করবে । আকাশে কিংবা মণ্ডলে গ্রহগণের পূজা করিলে সর্বকামনা-ফল সিদ্ধ হয় । অর্ক, পলাশ, খদির, অপামার্গ, পিঙ্গল, ত্রীকলা, শমী, দুর্বা এবং কুশ এই সকল গ্রহগণের সমিধ । গুগ্গুলু, লোধ, ধূনা, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, ত্রীবেষ্টক, কুড়, অঙ্কুর ও গুগ্গুলু ; এইগুলি যথাক্রমে

\* সততেজিতা ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্রীবেষ্টককুষ্ঠক রক্ষারিগুগ্গুলং তথা ।  
 শুভোদনং রবেদেয়ং পায়সং হবিষাষিতম্ ॥ ১২ ॥  
 দধ্যোদনং বুধে দেয়ং শুরো ক্ষীরোদনং তথা ।  
 স্নাতান্নং তিলমাস্নান্নং মাংসং চিত্রোদনং তথা ॥  
 গাং সুরক্তাং রবৌ দ্যাচ্ছ্রুজাঃসোমে বৃষং কুজে  
 কাঞ্চনং বস্তুমশ্বক গাং সুরক্ষামজায়সম্ ॥ ১৪ ॥  
 দক্ষিণাং গন্ধপুষ্পাদিঃ স্বঃ স্বঃ বণঃ প্রদাপয়েৎ ।  
 হোমঃ হাদিপূজায়ৈ শতমষ্টাধিকং পি বা ॥ ১৫ ॥  
 অষ্টাবিংশতিহোমস্ত যথাপ্রাপ্তিবিধীয়তে ।  
 লক্ষহোমং প্রকর্তব্যং সর্বপীড়াবিহারণম্ ॥ ১৬ ॥  
 গায়ত্র্যা গ্রহমজ্জৈশ্চ কুশাভ্যাজাতবেদসৈঃ ।  
 ঐন্দ্রবারুণশ্চায়ৈবায়ুয়ামসবৈবকবৈঃ ॥ ১৭ ॥  
 হোমং শতসহস্রস্ত অষ্টোৎকৃষ্টং বিধীয়তে ।  
 সর্বপীড়াবিনাশায় কোটিহোমং শুভাবহম্ ॥ ১৮ ॥  
 যবব্রাহ্মতং ক্ষীরং কঙ্গুং প্রশান্তিকং শুভম্ ।  
 পঞ্চজোশীরবিষাঅদলং হোমে প্রকৌর্তিতম্ ॥  
 সর্বশাস্ত্যর্থকুশলৈগ্রহমাতৃপ্রপূজকৈঃ ।

সূর্য্যাদি গ্রহের ধূপ । সূর্য্যকে শুভান্ন এবং স্নাতমিষ্ট্র পায়স দান করিবে । ১—১২ । বুধকে দধ্যোদন, রহস্পতিকে ক্ষীরোদন, এইরূপ স্নাতান্ন, তিলান্ন, মাংসান্ন, মাষ, চিত্রোদন প্রভৃতি গ্রহগণকে দান করিবে । রবির দক্ষিণা রক্তবর্ণ গো, চন্দ্রের শৃঙ্গী, মঙ্গলের বৃষ, বুধের কাঞ্চন, রহস্পতির বস্তু, শুক্রের অশ্ব, শনির কৃষ্ণগাভী, রাহুর লোহখড়্গ এবং কেতুর ছাগ দক্ষিণা । গ্রহগণের গন্ধ পুষ্পাদি, স্ব স্ব বর্ণানুসারে প্রদান করিবে । গ্রহপূজা বিষয়ে অষ্টোত্তর শত হোম করিতে হয়, অভাবে অষ্টাবিংশতি বা অষ্টসংখ্যক করিলেও চলে । সর্বপীড়া-নিবারণ জন্ত, লক্ষ হোম করিতে হয় । গায়ত্রী গ্রহমজ্জ এবং অন্যান্য জাতবেদা ইত্যাদি মজ্জ দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিতে হয় । সর্বপীড়া-বিনাশার্থে কোটি হোম করিতে পারিলে শুভাবহ হয় । যব, ব্রাহ্ম, স্নাত, ক্ষীর, কঙ্গু ইত্যাদি দ্বারা হোম করিলে শাস্তি-কারক হয় । পঞ্চজ, উশীর, বিষদল, আত্মদল ইত্যাদিও হোমকার্য্যে প্রশস্ত । বীহার সর্ব-



হোমঃ কার্যঃ সদা বিপ্র সর্বশান্তিপ্রদায়কৈঃ ॥  
গ্রহকৃত্যোপসর্গাদি ঋতুমাংসমাঃ শুভাঃ ।  
যক্ষরক্ষঃকৃত্য পীড়া লক্ষহোমাং প্রশাম্যতি ॥২১  
ইতি শ্রীদেবৌপুরাণে মাতৃগ্রহলক্ষহোমবিধির্নাম  
চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

সর্বলোকোপকারায় সংক্ষেপায় তু বিস্তরাৎ ।  
উৎপাতশমনীঃ শান্তিঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।  
মনু কবাচ ।

অপচ্যরেণ লোকানামুপসর্গ মহাত্মনাম্ \* ।  
অপরক্তা বিনাশায় সৃজন্তে দেবতা মূনে ॥ ২  
উৎপাতান্ বিবিধাকারান্ ত্রিধাবস্থান-উৎথিতান্  
দিব্যাস্তরীক্ষান্ ভৌমাংশ্চ যথাবস্তান্ নিবোধত

শাস্তার্থকুশল, গ্রহ ও মাতৃকাগণের পূজা  
করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ হোম  
করিলে সর্বশান্তি লাভ হয় । গ্রহপীড়া, উপ-  
সর্গাদি ঋতুপীড়া, মাসপীড়া, সংবৎসরপীড়া  
এবং যক্ষরক্ষাদিকৃত পীড়া প্রভৃতি সমুদায়ই  
লক্ষ হোম করিলে শান্ত হয় । ১৩—২১ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—একটী সর্বলোকের  
শান্তির নিমিত্ত, সংক্ষেপে উৎপাতনাশিনী  
শান্তির বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি । মনু  
বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ । লোক সকলের  
অত্যাচার দেখিয়া তাহাদের বিনাশসাধনার্থ  
দেবতাগণ নানাবিধ উপসর্গ সৃষ্ট করিয়া  
থাকেন । উৎপাত বিবিধাকার হইলেও স্বর্গ,  
অস্তরীক্ষ এবং ভূমি, এই ত্রিবিধ স্থান হইতে

পাপাত্মনামিতি পাঠান্তরম্ ।

স প্রাচীদিশং বা বর্ততে । অথ যদাস্ত  
মণির্মণিককুন্তস্থানীদারনমযশোব্রাজকুলবিবাদো  
বা তায়নচ্ছত্রশয্যাসনাবসথার্কজগৃহৈকদেশঃ  
প্রভজ্যতে । গজবাজ্রিমুখাঃ প্রথিয়ন্তে  
হাস্তনৌ বা মাদ্যতি ইত্যেবমাদৌনি তাস্তেতানি  
সর্বাণি ইন্দ্রদৈবতান্শ্রুতানি প্রায়শ্চিত্তানি  
ভবন্তি । ইন্দ্রং বিখ্য অবারুযমিতি স্থানীপাকং  
কুহ্য । পঞ্চভিরাজ্যাহতীজুহোতি । ইন্দ্রায়  
স্বাহা । শচীপত্যে স্বাহা । বজ্রপাণয়ে স্বাহা ।  
ঐশ্বর্যায় স্বাহা । সর্বপাপশমনায় স্বাহোতি ।  
ব্যাহতীশ্চ পৃথক্ কুহ্য ॥ ১ ।

স দক্ষিণাং দিশমম্বাবর্ততে । অথ যদাস্ত  
শরীরে চাবিষ্টানি ভবন্তি । ব্যাধয়োহনেকবিধাঃ  
স্বপ্নমম্বপ্নাতিভোজনমভোজনমভিনিদ্রা আলস্যং

উহা সমুখিত হয় ; যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ  
কর । ১—৩ ।

প্রথমতঃ পৃথক্দিগের কথা বলিতেছি ;  
যদি মণি মণিক \* কুন্ত, স্থানী প্রভৃতি হঠাৎ  
বিদৌর্ণ হইয়া যায়, অযশ বা ব্রাজকুলবিবাদ উপ-  
স্থিত হয়, বাতায়ন, ছত্র, শয্যা, আসন, গৃহ,  
ইত্যাদির কোন স্থান ভগ্ন হইয়া যায়, অশ্ব,  
হস্তী প্রভৃতি মরিয়া যায়, হস্তিনী মাতিয়া উঠে,  
ইত্যাদি ইন্দ্রকৃত অন্তত । ইহার প্রায়শ্চিত্ত  
—মন্ত্রপাঠপূর্বক স্থানীপাক করিয়া † পঞ্চ  
আজ্যাহতি দ্বারা ইন্দ্রের হোম করিবে ।  
হোমান্তে মহাব্যাহতি হোম স্বতন্ত্র করিবে ।  
একণে দক্ষিণদিগের কথা বলিতেছি ;—যখন  
এই শরীরমধ্যে বহুবিধ ব্যাধি উপস্থিত হয়,  
নিদ্রাবস্থায় বিবিধ স্বপ্ন এবং একবারে স্বপ্ন  
না দেখা যায়, অতিভোজন, এবং অল্পভোজন,

\* মণিক—প্রকাণ্ড মৃৎপাত্র ( ইত্যাদি ) ।

† মন্ত্র সকল মূলে দ্রষ্টব্য । প্রত্যেক  
অন্তত-শান্তিতে পঞ্চ আজ্যাহতি দ্বারা পৃথক্  
হোম করিতে হয় ।

গৃহস্থারেণ বা সর্পোহপগচ্ছতে । কপোতঃ  
প্রবিশতি । স্ত্রী-শরীরে বা রোহতি । কৃষ্ণ-  
স্ত্রীদর্শনমাদেশম্ ইত্যেবমাদৌনি । তান্তেতানি  
সর্বাণি ষমদৈবতান্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি  
ভবন্তি । নাকৈ নুপণমিতি স্থানৌপাকং কৃৎস্না  
পঞ্চভিরাজ্যাহতিভিরভিজুহুয়াৎ । সর্কত  
প্রণবাদিস্বাহাস্ততা । যমায় স্বাহা । প্রেতাধি-  
পতয়ে স্বাহা । দণ্ডপাণয়ে স্বাহা । ঈশ্বরায়  
স্বাহা । সর্বপাপশমনায় স্বাহেতি । ব্যাহতিভিঃ  
পৃথক্ কৃৎস্না । ২ ।

স প্রভূদীচীং দিশমবাবর্ততে : অথ যদাস্ত  
ক্ষেত্রে সংস্থেযু ধাত্তেযৌতয় আরণ্যপশুমৃগাশ্চা-  
রোহন্তি, আখ্যপতঙ্গপৈশীলিকশাশকভৌমক-  
সুশ্লকশলভ ইত্যেবমাদৌনি । তান্তেতানি  
সর্বাণি বরুণদৈবতান্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি  
ভবন্তি । বরুণং বা বিশাদণ্ডমিতি স্থানৌপাকং  
কৃৎস্না পঞ্চভিজুহুয়াৎ । বরুণায় স্বাহা । অপা-  
ম্পতয়ে স্বাহা । পাশপাণয়ে স্বাহা । সর্বপাপ-  
শমনায় স্বাহা । ঈশ্বরায় স্বাহেতি । ব্যাহ-  
তিভিঃ পৃথক্ কৃৎস্না । ৩ ।

স প্রভূদীচীং দিশমবাবর্ততে । অথ যদাস্ত  
মণিক--কনক--রজত--ধববস্ত্রবজ্র--বৈদূর্যমণি--  
বিয়োগা ভবন্তি । আরন্তকাণি চাবিপদ্যন্তে ।

অতিনিদ্রা, আলস্য, গৃহস্থারে সর্পের আগ-  
মন বা গৃহমধ্যে কপোত প্রবেশ করে অথবা  
স্ত্রীলোকের শরীরে আরোহণ করে এবং  
অসম্ভাবিত কৃষ্ণস্ত্রী দর্শন হয়, ইত্যাদি ষমকৃত  
অভুত । পশ্চিমদিক্ সম্বন্ধে বলিতেছি :—যখন  
ক্ষেত্রমধ্যে ধাত্ত সমস্ত পক্ষ হইয়া উঠে, ঐ  
সময়ে ঈতি ( অর্থাৎ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শনভ  
মুষিক, খগ এবং রাজার অতিনৈকট্য ) উপ-  
স্থিত হয়, ক্ষুদ্র মুষিক, পতঙ্গ, পিপীলিকা, শশক,  
ভৌমক, সূক্ষ্ম পতঙ্গ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, এই  
সমস্ত বরুণ-কৃত অভুত । এক্ষণে উত্তরদিক্  
সম্বন্ধে বলিতেছি ;—যখন মণি, স্বর্ণ, রৌপ্য,  
বস্ত্র, বজ্রমণি, বৈদূর্যমণি প্রভৃতির বিয়োগ হয়,

মিত্রাণি বা বিরজ্যন্তে \* বেষ্মনি মধুনি বা  
পীয়ন্তে । অলাবুনি বা জায়ন্তে । বস্মী-  
কাশোদ্ধয়ন্তে । শুকবৃক্ষাঃ প্ররোহন্তি তৈলং  
তাজয়ন্তি † ৮ রাজ্যাবল্লভহুর্দ্বি । হেতাংক  
বায়সং শ্মশানে ধূমো জায়তে । অশ্বতরৌব  
গর্ভং গৃহ্নাত, ইত্যেবমাদৌনি । তান্তেতানি  
সর্বাণি বৈশ্রবণদৈবতান্ভুতানি প্রায়-  
শ্চিত্তানি ভবন্তি । আদিত্যং দেবমিতি স্থানৌ-  
পাকং কৃৎস্না পঞ্চভিরাজ্যাহতিভিজুহুয়াৎ ।  
বৈশ্রবণায় স্বাহা । যক্ষাধিপতয়ে স্বাহা হিরণ্য-  
পাণয়ে স্বাহা । ঈশ্বরায় স্বাহা । সর্বপাপশমনায়  
স্বাহেতি । ৮ ব্যাহতিভিঃ পৃথক্ কৃৎস্না । ৪ ।

স পৃথিবীমবাবর্ততে । অথ যদাস্ত পৃথিবী  
স্মৃতি কুজতি কম্পতি ধূমায়তি অকস্মাৎ  
সলিলমুদগিরতি, অকালে চ বৃক্ষাঃ পুষ্পকলা  
নির্বর্তন্তে ইত্যেবমাদৌনি । তান্তেতানি সর্বাণি  
অগ্নিদৈবতানি অভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি  
ভবন্তি । অগ্নিং হুতমিতি স্থানৌপাকং কৃৎস্না  
পঞ্চভিরাজ্যাহতিভিরভিজুহোতি । অগ্নয়ে  
স্বাহা । অর্চিস্পাণয়ে স্বাহা । ঈশ্বরায় স্বাহা ।  
সর্বপাপশমনায় স্বাহেতি । ব্যাহতিভিঃ  
পৃথক্ পৃথক্ কৃৎস্না । ৫ ।

আরক কার্য্য বিনষ্ট হয়, মিত্রের বিপদ, গৃহমধ্যে  
মধুহ্রক হওয়া, অলাবু উৎপন্ন হয়, গৃহমধ্যে  
বস্মীক হয়, শুকবৃক্ষ পুনর্জীবিত হয়, তৈল  
উচ্ছলিত হয়, রাত্ৰিকালে ইন্দ্রধনু-দর্শন, হেত  
অশ্ব এবং হেত বায়স এবং শ্মশানে ধূমদর্শন,  
অশ্বতরীর গর্ভদর্শন ইত্যাদি উপস্থিত হয়,  
তখন জানিবে যে, ঐ সমস্ত বৈশ্রবণকৃত  
অভুত । এক্ষণে পৃথিবী সম্বন্ধে বলিতেছি ;—  
পৃথিবী স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া যায়, পৃথিবী  
হইতে শব্দ সমুৎপন্ন হয় কিংবা পৃথিবী কম্পিত  
হয়, হঠাৎ ধূম বা সলিল নির্গত হওয়া, অকালে  
বৃক্ষাদির ফল এবং পুষ্পোদগম, এই সকল

\* বিপদ্যন্তে ইতি পাঠান্তরম্ ।

তৈলাচ্ছিদ্যন্তে ইতি পাঠান্তরম্

সোমস্তরীক্ষমধাবর্ততে . অথ যদাস্তস্তদা  
বর্ষাণি চোদাঃ পতন্তি, নিপতন্তি, ধূমায়ন্তি,  
দিশো দহন্তি, কেতবশ্চোদন্তি, গবাং  
শৃঙ্গেষু কধিরং অবন্তি, অতঃপাং হিমায়ন্ত-  
পতন্তি, ইত্যেবমাদীনি । তান্তেতানি সর্বাণি  
সোমদৈবতান্যন্তুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি ।  
সোমং রাজানমিতি স্থানীপাকং কৃৎবা পঞ্চতি-  
রাজ্যাহুতিভিরভিজুহোতি পৃথক্ পৃথক্ সোমায়  
স্বাহা । নক্ষত্রাধিপত্যে স্বাহা । সৌরপাণয়ে  
স্বাহা । ঈশ্বরায় স্বাহা । সর্বপাপশমনায়  
স্বাহেতি ব্যাহুতিভিঃ পৃথক্ কৃৎবা ॥ ৬ ॥

স দিবমধাবর্ততে । অথ যদাস্তা বিহাতা বাতা  
বায়ন্তে, অস্ত্রেষু কধিকাণি দৃশ্যন্তে, খরকরভ-  
কঙ্কালুক-গৃধ্রশ্চেন-ভাসবায়স-কপোতগোমায়ু-  
সংস্থান্যপলপাংসুমাংসপশুস্বীকধিরবর্ষাণি প্রব-  
র্তন্তে ইত্যেবমাদীনি । তান্তেতানি সর্বাণি  
বায়ুদৈবতান্যন্তুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি  
ইদং বিষ্ণুবিচক্রম ইতি স্থানীপাকং কৃৎবা পঞ্চতি-  
রাজ্যাহুতিভিরভিজুহোতি । বিকবে স্বাহা ।  
সর্বাধিপত্যে স্বাহা । চক্রপাণয়ে স্বাহা । ঈশ-  
্বরায় স্বাহা । সর্বপাপপ্রশমনায় স্বাহেতি ।  
ব্যাহুতিভিঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৭ ॥

ভূমিকম্পো দিশাং দাহো গ্রহদ্বন্দ্বস্ত জায়তে ।  
গগনে দৃশ্যতে কেতুরাদিত্যশ্চৈব কম্পতে ॥  
আদিত্যাজ্জায়তে ছিদ্রং কৃকবর্ণো হি জায়তে ।  
বিপরীতাং নদীকৈব কধিরক প্রবাহয়েৎ ॥

অগ্নিদেব-কৃত অদ্ভুত ! অন্তরীক্ষ সহস্র  
বলিতেছি,—অকালে ভূরিবৃষ্টি, উদ্ধাপতন,  
চারিদিকে ধূমদর্শন, দিগুদাহ, কেতুদগ্ন, গো-  
শৃঙ্গে কধিরশ্রাব, অতিশয় হিমপাত ইত্যাদি  
চন্দ্রকৃত অদ্ভুত । এক্ষণে স্বর্গসম্বন্ধে বলি-  
তেছি ;—খর, করভ, কঙ্ক, পেচক, গৃধ্র,  
শ্চেন, বায়স, কপোত প্রভৃতির গাত্রে  
প্রস্তর, পাংগু, মাংস, রক্তাদি বর্ষণ হয়, এই  
সকল বায়ুকৃত অদ্ভুত । ভূমিকম্প, দিগুদাহ,  
গ্রহযুদ্ধ, গগনে কেতুদর্শন, সূর্য্যের কম্পন,  
সূর্য্যমণ্ডলে ছিদ্রদর্শন এবং সূর্য্যমণ্ডল

শিলা বা প্রবতে যত্র রবিস্বর্গে যদা কচিৎ ।  
গগনাং জায়তে দিব্যং নির্ঘাতকৈব জায়তে ॥  
অত্যদ্ভুতং মহাঘোরং সৃষ্টিসংহারকারকম্ ।  
রাজ্যোপসংহারকৈব রাজানাং কধিকারকম্ ॥

ইত্যেবমাদীনি ।

তান্তেতানি সর্বাণ্যন্তুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি  
গৃহে গৃহে ভবেচ্ছান্তির্মাতৃগাং পূজনং বলিঃ ।  
দানং ক্রদ্রং জপেয়মিতি ভাকরেজ্যা গ্রহার্চনম্  
লক্ষহোমং মহাহোমং কোটিহোমং পুরোদিতম্  
গোভূহিরণ্যবস্ত্রাভিলদানং শুভাবহম্ ।  
পায়সং দধিকীরাজ্যং দেয়ং সর্কেষু ভোজনম্ ॥  
এবং প্রজায়তে শান্তিস্ততো দ্রব্যানি আহরেৎ ।  
তানি তোয়েন প্রোক্ষীয়াৎপহার্ণাণি যানি তু ॥

অথ পূর্বাঙ্কে যথাবদাজ্যোহুতিং হুত্বা  
দূর্কাতপদধিসর্পিঃ-সর্বপান্ ফলবতী অপামার্গং  
তিলত্রীহিবর্ণমিধাত্তেতাচ্ছাহরেদাবাহয়েদ্ বা  
স্নাতঃ প্রয়তঃ শুচিঃ শুচিবাসাঃ সৃণুগুণলিপ্য  
নিত্যতন্ত্রেনোদনকৃষরযবাগৃশকুপায়সং দধিমধু-

কৃকবর্ণ হওয়া, বিপরীত ভাগে নদীর স্রোত  
এবং কধিরপ্রবাহ, নদীমধ্যে শিলা ভাসিয়া  
যায়, গগনে নির্ঘাত-শব্দ ইত্যাদি মহাঘোর  
অদ্ভুত হইলে সৃষ্টিসংহার, রাজ্যসংহার এবং  
রাজার মৃত্যু উপস্থিত হয় । এই সকল অদ্ভুত  
উপস্থিত হইলে ঘরে ঘরে শান্তি করিতে হয় ।  
মাতৃগণের পূজা, বলি, দান, ক্রদ্রমন্ত্রজপ,  
সূর্য্যপূজা, গ্রহপূজা, লক্ষহোম, মহাহোম,  
কোটিহোম, গো-ভূমি-সংবস্ত্র-অন্নাদি দান,  
তিলদান ইত্যাদি করিবে, লোকসকলকে  
পায়স, দধি, কীর, স্নাতাদি ভোজন করাইবে ;  
এইরূপে শান্তি করিতে হয় । প্রথমতঃ সমস্ত  
দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া জলপ্রোক্ষণ করিবে ।  
দূর্ক, আতপ, দাধ, সর্পি, সর্বপ, অপামার্গ,  
তিল, যব, ত্রীহি ইত্যাদি উপকরণ পূর্বাঙ্কে  
আয়োজন করিয়া রাখিতে হয় । পরদিন স্নান  
করিয়া শুচি-বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুচিতাবে  
সৃণুগুণ উপলিপ্ত করিবে । অনন্তর নিত্য

স্বতাক্ষা. পৃথক্ চ বরঃ সর্কেষাং বা পায়সঃ  
ততঃ । অগ্নিমুপসমাধায় জুহুয়াৎ যথাবদিত ॥৮

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে মহাভূতদয়ে পাদে  
সান্নিদেবকীসর্কেষাংপাতশান্তিনাম  
পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্রঃ বিষ্ণুঃ অব্যবঃ সমুদ্রব্যাসঃ ঈশঃ ।  
রথীতমঃ রথীনাং বা রাজানাং শতপতিঃ পতিম্  
নাকৈ সুপ-মুপদ্যাৎ পতন্তুঃ হৃদা রেবন্তো  
অভ্যচক্ষত হা ।

হিরণ্যপক্ষঃ বক্রণশ্চ দূতঃ স্যমশ্চ ভূরণাং ॥ ২  
যোনৌ শকুনঃ

বক্রণঃ বা বিশাদন্তঃ সমুচামিহ্রঃ হবামহে ।  
পরিব্রজে চ বাহোজ্জগদ্বাসা স্রবম্ ॥ ৩  
আদিত্যঃ দেবঃ সবিতা মন্তোঃ কবিক্রতুমর্চাসি  
সত্যসবং রত্নধামভিপ্রিয়মতিকবিম্ ।

উর্দ্ধং যশ্চামতিভা আদিত্য তৎসবৌমনি ।  
হিরণ্যপাণিহিমিমীতে সূক্রতুং রূপাদ্যঃ ॥ ৪  
অগ্নিঃ হুতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসম্ ।  
অশ্ব যজ্ঞশ্চ সূক্রতুম্ ॥ ৫

সোমং রাজানমবনে, অগ্নিমশ্বারভাগহে ।  
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং, ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৬  
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদম্ ।  
সমুদ্রমশ্চ পাংডুলে ॥ ৭

বাত আবাতু ভিষজং, শস্ত্র ময়োত্তনকুদে  
প্রণতায়ংষি তর্ষৎ ॥  
গৌরুশ্চিমাংস সসলিলানি তক্ষতোকপদী  
দ্বিপদী সা চতুষ্পদী ।

তজ্জাহুসারে ওদন, কষর, ফাগ, শকু পায়স,  
দধি, মধু, স্নাত ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া কিংবা  
পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবে অথবা পায়স দ্বারা  
হোমই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৫ ।

অষ্টোপদৌ নবপদৌ ভূমী সহস্রাক্ষরী পরমে  
ব্যোমন্ ॥  
কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পুরুষঃ পুরুষঃ পরি  
এবানো ।

দূর্কে প্রতন্তু সহস্রেন শতেন চ ॥ ইতি ॥ ৮  
যথৈব যজ্ঞে তথৈব বন্ধুর্যাসতে ন প্রতানাসি ।  
অুথৈনমভিবাদ্য বাচয়তি ।  
ঋবাসি ঋবোহয়ং যজমানোহস্মিন্নায়তনে  
প্রজয়া ভূয়াসমিতি ॥ ৯ ॥ পত্ন্যভিরিতিচৈবং—  
যং যং কামং কাময়তে, সোহস্মৈ কামঃ সমু-  
দ্যাতে যো জানাতি ন জীয়তে হস্তি শক্র-  
মভিদা সং ॥ ১০

ভবেদ্ বসুসহস্রজিৎ (?)  
হৈহৈরস্তং মা বিপৌষ্টং দৌর্ঘমাযুর্বাশ্রুতম্ । (?)  
ক্রৌড়ন্তো পুত্রৈর্নপ্ত্যভির্নোদমানো চ স্নেগৃহে ॥ ১১  
পুনঃ পত্নীমাগ্নরদাদায়ুসা সহ বর্চসা ।  
দৌর্ঘায়ুরস্তাধ্যঃ পতিজীবতি শরদঃ শতম্ ॥ ১২  
মমুক্রবাচ ।

স্থালীপাকাদিকঃ কর্মবিধিকচ্যতে ॥ ১৩  
পারিসমুহোপলিপোয়ালিথোদ্ধৃত্যভ্যাক্য অগ্নি-  
মুপসমাধায় দক্ষিণতো ব্রহ্মাসনমাস্তার্য্য প্রণীয  
পবিত্রার্য্য আত্মবদাসাদ্য পবিত্রীকৃত্বা প্রোক্ষণীয়  
সংস্কৃত্য আত্মবৎ প্রোক্ষ্য নিরুপ্যার্থমবিস্মৃত্য  
পর্য্যগ্নি কুর্যাৎ ॥ ১৪

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

\* মমু বালিলেন—এক্ষণে স্থালীপাকাদি  
কর্মের অনুষ্ঠান বলিতেছি । প্রথমতঃ যথা-  
ক্রমে পারিসমূহন, উপলিপ, উল্লিখন, উদ্বর্তন,  
অভ্যাক্ষণাদি কার্য্য সমাপন করিয়া অগ্নিসমীপে  
স্থালী আনয়ন করিবে । দক্ষিণভাগে ব্রহ্মার  
আসন বিস্থত করিয়া তথায় কুশ পাতিয়া  
প্রোক্ষণাদি সংস্কার করিবে । সংস্কারানন্তর  
উত্তমরূপে নিরুপণাদি করিয়া অগ্নির উপর

\* এই অধ্যায়ের প্রথমে কতকগুলি বেদ-  
মন্ত্র ( উহা অপ্রকাশ ) ।



অবঃ প্রতাপ্য সংযজ্যভূক্য পুনঃ প্রতাপ্য  
নিদধ্যাদ্ সন্তাপোৎপূয়াবেক্ষ্য প্রোক্ষণীয় চ ॥

পূর্ববত্ৰপযমনান্ কুশানাদায় সমিধোহত্যা-  
দায় পৰ্য্যাক্ষ্য জুহ্বাৎ ॥ এষ এব বিধির্ঘত্র-  
কচিৎকোমঃ ॥ ১৬

পরিসমূহনাদিভির্দেবতাভির্কিতাগমজ্ঞাংশ্চ  
বাধ্যাস্তামঃ ॥ ১৭

যদেবা দেবহেলনমিতি পরিসমূহনম্ । মান  
স্তোকইতু্যপলেপনম্ । হাং বৃত্তেষিন্দ্রসৎপতি-  
মিতুল্লিখ্য, ব্রজঙ্গচ্ছেতি উক্লুত্যা, দেবস্তা হেতি  
অভ্যাক্ষ্য, অগ্নিমহেতি অগ্নিমুপসমাধায়, সমি-  
ধাগ্নিং ঐবস্তুত ইতি সমিদাধানং দদ্যাৎ ॥

ময়ি গৃহ্যামীত্যগ্রেহক্ষতাং কৃত্বা হিরণ্যগর্ভ ইতি  
দক্ষিণতো ব্রহ্মা ।

আপো হি ঐতু্যন্তরতঃ প্রণীতা ।

কয়া নশ্চিত্র ইতি প্রণীতা পরিতঃ পরিস্তরণম্ ॥

পবিত্রে স্তো বৈকব্যাবিক্তি পবিত্রচ্ছেদনম্ ।

ঐষে হোর্জেহেত্যাজানিরূপণম্ ॥ ১৯

জাতারমিতি অবঃ প্রতাপ্য ।

অনিশিতোষি সপত্ন্যক্দিতি কৃত্যতিসম্মার্জনম্  
প্রাচ্যাসং রক্ষতি পুনঃ প্রতপনম্ ।

সবিতুর্কঃ প্রসব তৎ পুনামি ইতু্যৎপবনম্ ।

তদেব গিরিতার্চনা ধুরসীতি পৰ্য্যাক্ষণম্ ॥ ২১

এবং লক্ষণসংযুক্তং সর্বহোমেষু যাজিকম্ ।

বিধানং বিহিতং তস্মৈ ব্রহ্মণামিত্তেজসা ॥ ২২

অন্তথা যে প্রকুর্ষন্তি সূত্রমাশ্রিত্য কেবলম্ ।

নিহিত করিবে । অবসংস্কার,—প্রথমতঃ উহা  
প্রতপ্ত করিবে । তৎপরে সংশোধন ও  
অভ্যাক্ষণ করিয়া পুনর্বার প্রতপ্ত করিবে,  
অনন্তর স্থাপন, পূজন, প্রোক্ষণ, উপযমনাদি  
সংস্কার করিয়া সমিধ গ্রহণ করিবে, তৎপরে  
সমিধ প্রোক্ষণ করিয়া হোম করিবে ।  
সকল হোমেই এইরূপ বিধিপূর্বক কার্য্য  
করিতে হয় । ১৩—১৬ । \* ব্রহ্মা সকল

\* অনন্তর যে যে বেদমন্ত্র দ্বারা পরিসমূহ-  
নাদি সংস্কার করিতে হয়, উহার উল্লেখ আছে ।

নিরাশাস্তত্র গচ্ছন্তি সর্কে দেবা ন সংশয়ঃ ॥ ২৩

যদেবা দেবহেলনং দেবাশ্চ কুমারয়ম্ ।

অগ্নিস্মৃতিস্মাদেন সো বিশ্বান মুকুত্বংহসঃ ॥ ২৪

ইতি পরিসমূহনমন্ত্রঃ ॥

মা নঃ স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু

মা নোহশ্বেষু ধীরিষঃ । সোনাবীরান্ কুদ্ভ-

ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদা সমিত্বা হবামহে ।

ইতু্যপলেপনমন্ত্রঃ ।

হাং বৃত্তেষিন্দ্র সৎপতিং ন বস্বাং কাষ্ঠা সর্বতঃ

সহস্রাশ্চত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্টয়া মহন্তবানোহত্রিঃ ।

গামগ্নং রথ্যামিন্দ্রসংকিরসদ্রাজং ন জিগ্মাষে ॥

ইতু্যল্লিখনমন্ত্রঃ ॥

ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠামং বর্ষতু তে দ্যৌর্কধান ।

দেবসাবিতঃ পবনমস্তাং পৃথিব্যাং শতেন

পাঠৈর্যোহস্মান দ্বৈষ্টি যক্ বযং দ্বিস্তমতো

মামোক ॥ ২৭

ইতু্যাক্ষরণমন্ত্রঃ ॥

সমিধাগ্নিং ঐবস্তুত, যুতৈর্বোধয়ত্৷তিথিম্ ।

অস্মিন হব্যা জুহোতি না ॥

সুসমিধায়সো বিশে, যুতং তৌবং জুহোতি ন ।

অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ২৮

ইতি সমিদাধানমন্ত্রঃ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে,

ভূতস্ত জাতঃ পতিরেক আসৌৎ ।

সদাধার পৃথিব্যোং দ্যামুতেমাম্,

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২৯

ইতি ব্রহ্মমন্ত্রঃ ॥

আপো হি ঐষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্ক্বে দধাত নঃ

মহে রণায় চক্ষসে ॥

যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ ।

উপতীরিব মাত্রঃ ॥ ৩০

ইতি প্রণীতাপূরণমন্ত্রঃ ॥

কয়া নশ্চিত্র আভুবদুতীসদাবৃধঃ সখা কয়া ।

সচিষ্টয়া বৃত্তা ॥ ৩১

হোমেই এইরূপ লক্ষণযুক্ত যাজিকবিধি  
শাস্ত্রে বিহিত করিয়াছেন । ইহার অন্তথা  
করিয়া কেবল সূত্রানুসারে কর্ম করিলে,

ইতি প্রণীতাপরিস্তরণমন্ত্রঃ ।

পবিত্রে হো বৈকব্যো

সবিস্তবঃ প্রয়ব তৎপুনাশি ॥ ৩২

ইতি পবিত্রচ্ছেদনমন্ত্রঃ ।

ঐষে হোহেজ্জ্বা বাঘবঃ স্বঃ,

দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু ।

শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ম্মণে ॥ ৩৩

ইতি আজ্যানিরূপণমন্ত্রঃ ।

জাতারামস্ত্রমবিতারমিস্ত্রং

হবে হবে স্ত্রহবং শূরমিস্ত্রং হ্রয়ামি ।

শক্রং পুরুহুতমিস্ত্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাশ্বিনঃ ॥

ইতি স্রবপ্রতপনমন্ত্রঃ ।

অহিষিতাসি সপত্নিকিদ্ধাজিনীঃ

হারাজেধ্যায়ৈ সম্যাজ্জিতা ।

আদিত্যৈরানানীশ্রাণো ॥ ৩৪

ইতি সমূহনমন্ত্রঃ ।

বিকোর্বৈশ্মাহুর্জিহ্বা দত্তেন স্বা চক্ষুষা পশুতি  
৩৬ ॥ ইতি সম্যাজ্জনমন্ত্রঃ ।

প্রতাপ্ত বক্ষঃ প্রতাপ্তা অবাতি যোনিষ্টপ্তং

বকোনিষ্টপ্তা অরাক্ষয়ঃ পুনঃ ॥ ৩৭

ইতি প্রতাপনমন্ত্রঃ ।

ধূরসিধূর্বস্তঃ নূর্বহাং যা অশ্মান

ধূর্বতি ধূর্বতং যদ্ বয়ং ধূর্বামঃ ।

দেবানামাস বদ্ধিতমঃ স্বস্তিতমঃ প্রপ্রিতমঃ

জুষ্টতমঃ দেবহুতমঃ আহুতমাসি হবির্ধানঃ

দৃষ্টহুতসীদ্ধামীতে যজ্ঞপতীবীবো ॥ ৩৮

ইতি পৰ্য্যাক্ষণমন্ত্রঃ ।

প্রজাপত্যে, স্বাহা । ইন্দ্রায় স্বাহা । অগ্নয়ে

স্বাহা । সোমায় স্বাহা । অমরীক্ষায় স্বাহা ।

ওঁ ভূঃ স্বাহা । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ওঁ স্বঃ স্বাহা ইতি

মূলহোমাহুতয়ঃ ॥ ৩৯

দেবগণ নিরাশ হইয়া তথা হইতে চলিয়া  
যান ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ৷২২-২৩। †

এবং বৈদিকে অগ্নিঃ সংস্কৃতো ভবতি ॥ ৪০

অধাতঃ পরিস্তরণদেবতাঃ কথ্যন্তে ॥ ৪১

পরিসমূহনে কাশ্চপঃ । উপলোপনে বিবেদেবাঃ

উল্লোপনে মিত্রাবরণো । উল্লোখনে পৃথ্বী । অভ্য-

ক্ষেপে গন্ধর্বাঃ । অগ্ন্যাসাদনে সর্কঃ । দক্ষিণ-

সদনে ব্রহ্মা । উত্তরতঃ প্রণীতাপুরণে সাগরাঃ ।

স্তরণে নাগাঃ । অধাবসদনে শতক্রতুঃ । পবিত্র-

বন্ধনে পিতরঃ । প্রোক্ষণীয়ে সংস্কারে মাতরঃ ।

জুহ্বনে স্রবে স্রবায়াক্ষ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

আজ্যোৎপবনে বসবঃ । অধিশ্রয়েণ বৈবস্বতঃ ।

পর্য্যাক্ষণে মরুতঃ । উদ্বাসনে স্বন্দঃ । উৎ-

পবনপ্রত্যাৎপবনে চন্দ্রোদতো । আজ্যাবেক্ষে

দিশঃ সর্কঃ । পবিত্রধারণে পবিত্রায়ামুদেবী ।

ইধাশ্চৈব লক্ষ্মীঃ । বিশ্বস্ত বিশ্বাভুতানি ॥ ৪২

পূর্বোক্তানাস্ত বহু নামেকমানীষ্য পাবকম্ ।

হোমকৰ্ম্ম প্রকর্তব্যং বিধিঃ জাত্বা মহামুনে ॥ ৪৩

এতা বৈ দেবতাঃ প্রোক্তাব্রাহ্মণানাং হিতায় বৈ

যজ্ঞেষু পশুবন্ধেষু সর্কযজ্ঞক্রিয়ানু চ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণেহত্য়াদয়ে পাণ্ডে

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

এইরূপে বৈদিক অগ্নি সংস্কৃত হয় । অতঃ-

পর পরিস্তরণ-দেবতা বলিতেছি । ৪০—৪১ ।

পরিসমূহনে কাশ্চপ, উপলোপনে, বিবেদেব,

উল্লোখনে মিত্রাবরণ, উল্লোখনে, পৃথ্বী, অভ্যক্ষেপে

গন্ধর্ব, অগ্ন্যাসাদনে সর্ক, দক্ষিণাসাদনে ব্রহ্মা,

উত্তরপ্রণীতাপুরণে সাগর, স্তরণে নাগ, অব-

সদনে শতক্রতু, পবিত্রবন্ধনে পিতৃগণ,

প্রোক্ষেপে মাতৃগণ, জুহ্বনে ব্রহ্মা, স্রবে বিষ্ণু,

স্রবায় মহেশ্বর, আজ্যোৎপবনে বসুধাধিশ্রয়েণ

বৈবস্বত, পর্য্যাক্ষরণে মরুৎ, উদ্বাসনে স্বন্দ,

উৎপবনে চন্দ্র, প্রত্যাৎপবনে আদিত্য, আজ্য

অবেক্ষে সর্কাদিক, পবিত্রধারণে এবং

প্রণীতায় উমাদেবী, ইন্ধনে লক্ষ্মী এবং বিশ্বাসে

† ইহার পর, পরিসমূহন, উপলোপন, উল্লোখন, উল্লোখন, সমিধাধান (ব্রহ্মবন্ধ), প্রণীতাপুরণ, প্রণীতা পরিস্তরণ, পবিত্রচ্ছেদন,

আজ্যানিরূপণ, স্রবপ্রতপন, সম্যাজ্জন, পুনঃ-প্রতাপন, পর্য্যাক্ষণ, এই পঞ্চদশ বিষয়ের পঞ্চদশ বেদমন্ত্রের উল্লেখ আছে ।

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

মম্বকবাচ ।

ধেমুং তিলময়ীমাদ্যাং দদ্যাদ্ যশ্চোত্তরায়ণে ।  
সৰ্বকামানবাশ্নোতি জৈষ্ঠ্যে জলময়ীং দদৎ ॥ ১  
পুষ্যে স্বতময়ীং দদ্যাৎক্ষেষ্ঠাহে বিধিনা মুনৈ ।  
ঐহিতান্নভতে লোকান্ স্থানেষু বিবিধেষু চ ॥ ২  
শৌনক উবাচ ।

প্রভবাদি ক্রিয়া তাত দেব্যাঃ যষ্টিরুদাহৃত্য ।  
বিস্তরাৎ পূজনং তাসাং কালান্তরকলপ্রদম্ ॥ ৩  
সংক্ষেপাদেকবায়স্থা দেবীমাতৃগ্রহাধিতাঃ ।  
ত্রিদৈবলোকপালেন সংযুক্তাঃ সৰ্বকামদাঃ ॥ ৪  
যষ্টিবর্ষকৃত্য পূজা মাসৈকেন প্রযচ্ছতি ।  
তথা কথয় মে সৰ্বং সৰ্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৫

মম্বকবাচ ।

হেমরাজততাম্রা বা কাষ্ঠাদ্যা মৃন্ময়াপি বা ।

বিশ্ব-ভূতগণ দেবতা । পূৰ্বোক্ত কোন বহি-  
মধ্যে যথাবিধি হোম করিবে । ব্রাহ্মণগণের  
হিতার্থে পশুবন্ধ এবং সৰ্ববিধ যজ্ঞকার্য্যে  
দেবতা কথিত হইল । ৪২—৪৪ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

মম্ব বলিলেন,—যে ব্যক্তি উক্তবায়ণে  
তিলময়ী ধেমু দান করে, সে সৰ্বার্থসিদ্ধি লাভ  
করে । এইরূপ যে ব্যক্তি জৈষ্ঠ্যমাসে জলময়ী,  
পৌষমাসে স্বতময়ী ধেমু শুভদিনে দান করে,  
সে সৰ্বত্রই সিদ্ধি লাভ করে । শৌনক  
বলিলেন,—ভাত ! আপনি দেবীর যষ্টিপ্রকার  
ভেদ বলিয়াছেন, তাহাদের সকলের পূজা করা  
অতি বাহুল্য এবং দীর্ঘকালে কল পাওয়া  
যায় । এমন কোন্ দেবী আছেন, যিনি মাতৃ-  
গণ, গ্রহগণ এবং লোকপালগণের সহিত  
পূজিত হইয়া একমাসমধ্যে যষ্টিবৎসর-কৃত  
পূজার কল দান করেন ; এক্ষণে তাহাই  
বর্ণনা করুন, ইহা সৰ্বলোকের সুখাবহ ।

চিত্রা বা রত্নজা বাপি কার্ঘ্যা দেবী পুন্ডরিকা ॥ ৬  
শুভদ্রব্যভবা চাক্ষা সিংহপদ্মগ্রহাধিতা ।  
মাতরোহভয়সংযুক্তা চার্চিতা মুকুটাদিতা ॥ ৭  
গণেশকন্দসম্পন্ন লোকপালসমম্বিতা ।  
অশ্বেশবিকুশিরসো নীলোৎপলকরা বরা ॥ ৮  
খড়গখেটকধারী চ শরচক্রকরাপি বা ।  
চন্দ্রসূর্য্যকরা কার্ঘ্যা শাবৎ যষ্টিহস্তাধিকা ॥ ৯  
দ্বিভূজাং ভাবরূপেণ কারয়েদুজকল্পনাম্ ।  
এবং কৃত্বা শুভাং দেবীং ক্রদমাণে গৃহে যজ্ঞেৎ ॥  
দ্বিবদ্ধা \* শতমষ্টৌ চ শরদশুমথাপি বা ।  
সৌম্যাস্ত্রে সৌখ্যসংস্থানাং যশ্চাস্ত্রৈজসং গৃহম্  
তস্ত পূৰ্ব্বে সমং কুণ্ডং কার্ঘ্যমৈন্দ্রসুখাবহম্ ।  
পূৰ্ব্বাস্ত্রং পশ্চিমাস্ত্রং বা যত্র বা রমতে মনঃ ।  
ততঃ পূজা জপং হোমং যজ্ঞস্তোত্রপ্রকীর্তনম্ ।  
যাত্রা মণ্ডলপূজা চ পুস্তকাদেশচ পাঠনম্ ॥ ১৩

হইবে । মম্ব বলিলেন,—স্বর্ণময়ী, রত্নময়ী,  
তাম্রময়ী, কাষ্ঠময়ী, মৃন্ময়ী, চিত্রময়ী অথবা  
রত্নময়ী পুন্ডরিকা সম্পন্ন দেবীমূর্তি নির্মাণ  
করিবে । অস্ত্রবিধ, শুভকর দ্রব্য সিংহ,  
পদ্ম এবং গ্রহগণ নির্মাণ করিবে । অহয়-  
সংযুক্ত মাতৃগণ, গণেশ, কার্তিক, লোক-  
পাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিরও মূর্তি নির্মাণ  
করিবে । দেবীকে দ্বিভূজা করিবে এবং  
উভয় হস্তে নীলোৎপল কিংবা খড়্গ ও খেটক  
কিংবা শব এবং চক্র কিংবা সূর্য্য ও চন্দ্র  
ধারিকিবে অথবা স্বীয় মনোভাবানুসারে দেবীর  
হস্ত কল্পনা করিবে । এইরূপ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন  
দেবী-মূর্তি নির্মাণ করিয়া একাদশ-হস্ত পরি-  
মিত গৃহমধ্যে, অথবা অষ্টোত্তর শত হস্ত,  
কিংবা ছয় দশ পরিমিত গৃহমধ্যে উত্তরদিকে  
স্থাপন করিবে এবং স্বয়ং উত্তরমুখে বসিবে ।  
তাহার পূৰ্বদিকে শুভাবহ যন্ত্র নির্মাণ  
করিবে । পূৰ্বমুখই হউক আর পশ্চিমমুখই  
হউক, যেদিকে মন হইবে, সেই দিকেই বসিয়া  
কার্ঘ্য করিবে । ১—১২ । অনন্তর পূজা, জপ,

\* দ্বিবদ্ধা ইতি পাঠান্তরম্ ।

লোকযাত্রা রথযাত্রা কার্যং হোমং দিনে দিনে ।  
 স্তুতকীরমধু ত্রীহিতিলবিষদলাদিকম্ ॥ ১৪  
 হোমং কার্যং স্নগন্ধৈশ্চ ধূপৈঃ পুষ্পৈঃ সদাৰ্চনম্  
 কপূরাঙ্কুরলিপাদি বিভানধ্বজচামরম্ ।  
 দেয়ং সৰ্বার্থসিদ্ধার্থং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

মেঘাদ্যারভ্য দেবীনাং পূজা কার্য্যা সদা যুনে ।  
 যাবৎ সংবৎসরং পূর্ণং সৰ্বকামফলার্থিভিঃ ॥ ১৬  
 দিলীপেন যথাপূৰ্বং পূজাং কৃত্বা ক্রমাগতম্ ।  
 সুরোত্তমে মহাকল্পে ভাগ্য-ঋদ্ধিস্বকামিনা ॥ ১৭  
 তথাচ অমরীষেণ অষ্টৈশ্চ নৃপসন্তমৈঃ ।  
 কৃতানীর্বাচনে বুদ্ধিস্তিথিকালক্রমাগতাঃ ॥ ১৮  
 যো বিভাজ্য পুরা হেকঃ কালবাপী মহেশ্বরঃ ।  
 সৰ্বদেবতত্ত্বভূত্বা প্রযচ্ছতি ফলং নৃণাম্ ॥ ১৯  
 যজ্ঞ আজ্যং তথা যুপং বেদোক্তারক্রমাধিতঃ ।  
 দত্তা ফলং দ্বিজাতিষু পুতৈঃ সৰ্বেষু ধর্মেষু ॥

হোম, যজ্ঞ স্তোত্র, কীর্তন, যাত্রা, মণ্ডলপূজা, পুষ্পকর্পাঠ, লোকযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি কার্য্য প্রতিদিন সম্পন্ন করিবে। স্তুত, কীর, মধু, ত্রীহি, তিল, বিষদল প্রভৃতি দ্বারা হোম করিবে, স্নগন্ধ ধূপ ও বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। সৰ্বপাপবিনাশ এবং সৰ্বার্থ-সিদ্ধির জন্তু কপূর অঙ্কুর বিলপন, চন্দ্রাতপ, ধ্বজ, চামর প্রভৃতি উপহার দান করিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহারা সৰ্বকামনাসিদ্ধির অভিলাষ করে, তাহাদিগকে বৈশাখমাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হইবে। পূর্বে সুরোত্তম-কল্পে সৌভাগ্যবান্দির জন্তু দিলীপ এইরূপে পূজা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। অমরীষ এবং অমৃত্যু নরপতীগণও তিথি-কালাদি অনুসারে ঐরূপে পূজা করিয়াছিলেন। যে মহাকালরূপী মহেশ্বর একমাত্র হইলেও আপ-নাকে বিভক্ত করিয়া সৰ্ব-দেব-স্বরূপ হইয়া যজ্ঞযাগলোকের স্তুত ফল প্রদান করেন, সৰ্ব-ধর্ম-পুত ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ, আজ্য, যুপ, বেদ

স চ মঙ্গলাং রূপাং কৃত্বা চাষ্টশতাং তনুম্ ॥ ২১  
 পুনাতি সৰ্বলোকান্ স ক্রিয়াভাবাজমৌশ্বরঃ ।  
 সৰ্বেষু চাগতা দেবী সৰ্বদেবৈরভিষ্টুতা ॥ ২২  
 বৈকবীতনুমাস্থায় স্থিতা সা ব্যবহারতঃ ।  
 বর্ণাশ্রমান্ গতান্ ধর্ম্যানযথাকামানক্রমাগতান্ \*  
 তথা তথা সুরেশান প্রযচ্ছতি নৃণাং সদা ।  
 রজস্তোমাং বিজানীয়াৎ সৃষ্টিহেতুং স্থিতৌ পুনঃ  
 বিষ্ণুঃ সত্ত্বং গতো নাশে কালঃ সততমাশ্রিতঃ ।  
 ত্রয়াণাং সমতা বৎস মহাদেবঃ সদাশিবঃ ॥ ২৫  
 স ঈশঃ সৰ্বদেবানাং নানাভেদগতঃ পুনঃ ।  
 ক্রিয়াখ্যাঙ্গানভেদেন শতধাতু সহস্রশঃ ॥ ২৬  
 ভেদো ন শকাতে বক্তুং লোকেষু স্বল্পবুদ্ধিষু ।  
 এবং বিদিত্বা ভিন্নেচ্ছা ইষ্টাপূর্তগতং বিভূম্ ।  
 পূজনীয়ং যুনিশ্রেষ্ঠ সৰ্বকামেশ্বরেশ্বরম্ ।  
 একানৈকবিভাগস্থং সৰ্বশাস্ত্রে ক্রিয়াযুতম্ ॥ ২৮  
 কামরূপী মহাদেবঃ বামনঃ ভবতে নৃণাম্ ।  
 সুরাসুরমনুষ্যাণাং যক্ষরক্ষোরগাদিষু ।

এবং ওক্তারাদির ফল দান করেন, তিনিই মঙ্গলারূপিণী অষ্টশত তনু ধারণ করিয়া পৃথক্ ভাবে লোক সকলকে পাবিত্র করেন। সেই দেবী সৰ্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী, দেবগণ তাঁহারই পূজা করিয়া থাকেন, তিনিই বৈকবী তনু ধারণ করিয়া লোক-ব্যবহার-সিদ্ধ বর্ণাশ্রমাদি ক্রমাগত ধর্ম রক্ষা করেন। আমি তদীয় রজোত্তম-সম্পন্ন হইয়া সৃষ্টি করি, বিষ্ণু সত্ত্বত্তম সম্পন্ন হইয়া পালন করেন এবং তমোত্তম সম্পন্ন হইয়া কাল সমস্ত নাশ করেন। এই তিনগুণের সমতাবস্থা-সম্পন্নই সদাশিব মহেশ্বর। ১৩-২৫। তিনিই সৰ্বদেবের ঈশ্বর, ক্রিয়ার্থ অজ্ঞান-ভেদে তিনি শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। স্বল্পবুদ্ধি লোকে তাঁহার অনন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিতে পারে না। তিনি ইষ্ট ও পূর্তগত, বিভূ, সৰ্বকামেশ্বরেশ্বর, এক হইয়া অনেকবিভাগ-সম্পন্ন, কামরূপী, মহাদেব কামরূপ এবং সৰ্বশাস্ত্রে ক্রিয়াসম্পন্ন, তাঁহার

\* যথাকালক্রমাগতান্ ইতি পাঠ কাচিৎকঃ ।



কলং প্রযচ্ছতি চেষ্টং সৰ্ববুদ্ধিঃ প্রভাবজম্ ।২২  
কৰ্মযজ্ঞস্তপোযজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ধ্যানশান্তিদম্ ।  
প্রযচ্ছতি কলং যন্মাং পঞ্চধা পরমেশ্বরঃ । ৩০  
তন্মাং তন্তু সদা চর্যা কর্তব্য্য হিতমিচ্ছতা ।  
হিতম্ চেষ্টসংশিদ্ধিনিরবদ্যং সুখং যতঃ । ৩১  
সৰ্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ধ্যানযোগং সদাভ্যাসেৎ ।  
তচ্চ ভক্তিক্রমাৎ প্রাপ্য ক্রমযোগান চান্তথা ।  
কৰ্ম পূজা জপো হোমং দেবার্চনাস্থাপনাদিকম্  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যাসদয়ে পাদে  
পূজাপ্রশংসা নাম সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

বৃহস্পতিক্রবাচ ।

কথং স রাজা ভাগ্যন্ত সৰ্বলোকাধিপো বিভূঃ ।  
কথঞ্চ দিব্যতাং যামাদিষ্ণুসায়ুজ্যতাং বিভো ॥১  
সৰ্বদেবেশ্বরস্তন্তু কথং তুষ্টুম্যাপতিঃ ।

পূজা করিলে তিনি সৰ্বকামনা সিদ্ধি দান করেন। সৰ্বভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূজা করিলে, তিনি সুরাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, সৰ্প প্রভৃতি সকলকেই ইষ্টফল প্রদান করেন। সেই পরমেশ্বর কৰ্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ধ্যান এবং শান্তি-কৰ্মের পঞ্চবিধ কল প্রদান করেন। অতএব মঙ্গলাকাজী ব্যক্তিগণ সৰ্বদা তাঁহার পূজা করিবে। তাহা হইলে ইষ্টেসিদ্ধি এবং বিঘ্নল সুখ অনুভব করিবে। সৰ্বদ্বন্দ্ব-বিমুক্ত হইয়া ধ্যানযোগ অধ্যাস করিবে, ভক্তি হইতে উহা লাভ হয় এবং ভক্তি ও পূজা, জপ, হোমাদি, দেবার্চনাদি কৰ্মযোগ দ্বারা ক্রমশঃ হইয়া থাকে। ইহার অন্তথা করিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। ২৬—৩৩।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

বৃহস্পতি বলিলেন,—দেব! সেই ভাগ্য নরপতি, কিরূপে সৰ্বলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কিরূপে দিব্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া

এতৎ কোতুহলং দেব শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ।  
ব্রহ্মোবাচ ।

কল্পে সুরোত্তমে পূৰ্বং কৈলাসে পৰ্বতোত্তমে ।  
দিবোন তপসা যুক্তং ভাগ্যক্ষে তোষিতং শিবম্  
তেন বরপ্রসাদেন সৰ্বলোকেশ্বরো দ্বিজাঃ ।  
ভাগ্যো হাসীন্মহাবাহো সৰ্বদেবৈরভিষ্টতঃ । ৪  
মেধাদিগুণসংযুক্তঃ কামক্রোধাদিবাজ্জতঃ ।  
সাংবৎসরস্তথামাত্যঃ পুরোধাভিষজাষিতঃ । ৫  
সাংবৎসরোহথ তত্ত্বজ্ঞ অমাত্যঃ সৰ্বশাস্ত্রবিৎ ।  
পুরোধা বেদপৌরাণদণ্ডেজ্যাথকশাস্ত্রবিৎ । ৬  
দশযজ্ঞক্রিয়াদেবী হিতকৃত্যহিতোহন্তথা । ৭  
ভিষজোহষ্টাঙ্গবেদাঙ্গো লঘুহস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
অনুরক্তান্তথা ভক্তা দ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বগুণাষিতম্ । ৮  
কোষং রত্নাদিসম্পন্নং সুভক্তমোরসম্মুতম্ । ৮

বিষ্ণুর সায়ুজ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা সৰ্বদেবেশ্বর উমাপতি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে আমার আশঙ্ক্যকোতুহল হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—পূৰ্বে সুরোত্তম কল্পে সেই নরপতি কৈলাসপৰ্বতে দিব্য তপস্তা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, তদীয় বরপ্রসাদে সৰ্বলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি মহাবাহু ছিলেন, দেবগণ সৰ্বদা তাঁহার প্রশংসা করিতেন, তিনি কাম-ক্রোধাদি-বিশৌন এবং মেধাদিগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সৰ্বদা সাংবৎসরিক, পুরোহিত এবং ভিষকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার সাংবৎসরিকগণ তত্ত্বজ্ঞ, অমাত্যগণ সৰ্বশাস্ত্রার্থবিৎ এবং পুরোহিত বেদপারগ ছিলেন। পুরোহিত, সৰ্বদা তাঁহার হিতসাধনের জন্ত ব্যগ্র থাকিতেন। তাঁহার পুরোহিত যে কেবল দশযজ্ঞাদি ক্রিয়াতেই নিপুণ ছিলেন, এমত নহে; তিনি দণ্ডশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র এবং অধৰ্মশাস্ত্রের মৰ্মজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার বৈদ্যগণ অষ্টাঙ্গ-বেদজ্ঞ ছিল এবং সকলেই লঘুহস্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। তাঁহার কোষ রত্নাদি-

ভাৰ্গ্য ইষ্টা হিতা মিত্য পুৰং হৰ্ষাসমাকুলম্ ।  
 অশ্বেভবাহনং পুষ্টং তন্ত চানীদ্বিজোত্তম ॥ ১  
 এবং সৰ্বগুণোপেতপুৰোধানুগতে স্থিতঃ ।  
 সাংবৎসরোদিতো কালে বিজয়ায় সমারভৎ ॥  
 ততঃ কালেন মহতা শঙ্করন্ত নৃপোত্তমঃ ।  
 তপশ্চরমহাতেজাঃ পুত্ৰায়ুতসমারভতঃ ॥ ১১  
 প্রাপ্তে সাংবৎসরে পুণ্যে যাগানি তু নিরাময়ে ।  
 ভাগ্যদ্বাদশী নাম সৰ্বভাগ্যপ্রদায়িনী ॥ ১২  
 তত্র কুৰ্ব্বা হরেরচাঃ যষ্টা পক্ষে যথাবিধি ।  
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠলক্ষণভবা যুনে ॥ ১৩  
 শঙ্করাক্ষরিং পুংসঃ উমেশং স্থাপয়েদ্ বলাৎ ।  
 ভক্ত্যা সৰ্বোপহাৰেণ দ্বাদশাবে তু মণ্ডলে ।  
 আদ্যেন চক্ররাজেন পূজিতং মধুসূদনম্ ॥ ১৪  
 তুতোষ তন্ত নৃপতেন্তেন ভাগ্যদ্বাদশীপুয়াৎ ।  
 তুষ্টেন দেবদেবেন বরং দত্তং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ১৫  
 অনিরুদ্ধস্ত ত্বং বৎস মম তুল্যো ভবিষ্যসি ।

সম্পন্ন, পুত্রগণ সুভক্ত, মহিষীগণ প্রিয়া এবং  
 মঙ্গলরতা, রাজপুরী হৰ্ষামালায় পরিবেষ্টিত  
 এবং অশ্ব হস্তী প্রভৃতি বাহন সকল বিলক্ষণ  
 হৃষ্টপুষ্ট ছিল। সেই সৰ্বগুণ-সম্পন্ন নরপতি  
 পুরোহিতের মতানুসারী হইয়া, দৈবজ্ঞ কথিত  
 শুভকালে বিজয় কার্ণের আরম্ভ করিয়া-  
 ছিলেন। ১—১০। তিনি পুত্রগণ-পরিবেষ্টিত  
 হইয়া সাংবৎসরমধ্যে নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন  
 করিয়াছিলেন। অনন্তর সৰ্ব-সৌভাগ্যদায়িনী  
 ভাগ্যদ্বাদশী তিথিতে ত্রিপুরা করিয়া যথাবিধি  
 একপক্ষকাল যাগাদি করিয়াছিলেন। হে  
 যুনে! তিনি সৰ্বলক্ষণ-সম্পন্ন উত্তম কাষ্ঠ  
 দ্বারা হরির এবং উমা-মহেশ্বরের মূর্তি নির্মাণ  
 করাইয়া বিবিধ উপহারে পূজা করিয়াছিলেন।  
 দ্বাদশাহে তিনি মণ্ডলমধ্যে মধুসূদনের পূজা  
 করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন;  
 তিনিই তাঁহাকে তাদৃশ সৌভাগ্য দান করিয়া-  
 ছিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহার প্রতি তুষ্ট  
 হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে,  
 —বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হই-  
 য়াছি, তুমি দিব্য অমৃত বৎসর রাজ্য করিয়া

শত্ৰুচক্রাসিপানিক্তং সৰ্বকামার্গতিষ্যসি ॥ ১৬  
 কুৰ্ব্বা দিব্যায়ুতং রাজ্যং মম সাযুজ্যযিষ্যসি ।  
 ভাগ্যদ্বাদশকল্প তেন চান্তাপি বা তিথিঃ ॥ ১৭  
 তস্মিন্ সম্পূজিতা দেবাঃ সৰ্বকামপ্রদায়কাঃ ।  
 প্রভবাদিসমশ্রেষ্ঠযুগে চৈব যনোরমে ॥ ১৮  
 ভাগ্যাখ্যা দ্বাদশী তাত অষ্টম্যাং বা তদৰ্চনম্ ।  
 যাগমণ্ডলপূজার্চাঃ হরিশুদ্ধিশ্চ কারয়েৎ ॥ ১৯  
 আচার্য্যায় প্রদাতবাং হেমগোভূতিনাদিকম্ ।  
 দক্ষিণা আত্মসারেণ পুনাতি নরকার্ণবাৎ ॥ ২০  
 যুগং ভাগ্যপ্রভাবেণ প্রযচ্ছতি কলং হরিঃ ।  
 যথাকালে চ ক্ষেত্রে চ একাপি কনিকা মতা ।  
 প্রযাতি শতধা বুদ্ধিং তথা চাদ্যে যুগে দ্বিজ ।  
 যথা ভাগ্যে তথা পৌক্ষে বাসবেহপি দ্বিজোত্তম  
 তুল্যং পুণ্যং বিজানীয়াৎ দ্বাদশামষ্টমীষু চ ।  
 তুষ্যাতে দেবদেবেশঃ শশাক্ষিকিশেশধরঃ ॥ ২১  
 পুত্ৰায়ুরাজ্যসৌভাগ্যং প্রযচ্ছতি জনার্দনঃ ।  
 যঃ পুনর্মাঘমাসেন করোতি হরিরৰ্চনম্ ॥ ২২  
 পদ্যে সুলক্ষণোপেতে বঙকৈরুপশোভিতে ।  
 তন্ত তুষ্যাতি দেবেশশ্চ কৃপাণির্জনাদনঃ ॥ ২৩  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যভূদয়ে পাদে  
 ভাগ্য-দ্বাদশী নামাষ্টপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

পরে শত্ৰুচক্রাদিধারী চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ  
 করিয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিবে। এই  
 ভাগ্যদ্বাদশী এবং একাদশী এবং এতদযুক্ত  
 অন্য কোন তিথিতে দেবতাদিগের পূজা  
 করিলে সৰ্বার্থ সিদ্ধ হয়। ভাগ্যদ্বাদশী এবং  
 অষ্টমীতে হরির উদ্দেশে যাগ, মণ্ডল পূজাদি  
 করিতে হয়। আচার্য্যকে গো, ভূমি, স্বর্ণ,  
 তিলাদি দক্ষিণা দান করিতে হয়। তাহা  
 হইলে, নরক হইতে পরিত্রাণ হয়; হরি যুগ  
 ও ভাগ্যপ্রভাবে ক্রিয়াকল প্রদান করেন।  
 যথাকালে ক্ষেত্রমধ্যে একটীমাত্র কনিকা  
 রোপণ করিলে, উহা যেরূপ শতধা বুদ্ধি পায়,  
 সেইরূপ আদ্যযুগে, ভাগ্য এবং অষ্টমী প্রভৃতি  
 সর্বত্রই তুল্যফল যত্ন ত হইবে। দ্বাদশী  
 এবং অষ্টমীতে পূজাদি করিলে, ভগবান্  
 চন্দ্রশেখর তুষ্ট হন এবং ভগবান্ জনার্দন

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সৰ্বকামপ্রসিদ্ধার্থঃ পূজনীয়া যথা শিবা ।  
তথা তে কথয়িষ্যামি শৃণু বৎস সন্মাসতঃ ॥ ১  
চৈত্রাদৌ যা প্ৰমাখ্যাতা পূজা সৰ্বার্থসাধনৌ ।  
তন্ত্ৰ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি ইষ্টাপূৰ্ত্তপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ২  
চৈত্রাং চিত্রকণাং পূজাং কৃৎবা তৃষ্টা কলং লভেৎ  
তৃতীয়ায়াস্ত বৈশাখে রোহিণীক্ষে প্রপূজয়েৎ ॥  
উদকুস্তপ্রদানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।  
ইন্দ্রাগ্নিদৈবতে ঋক্ষে পৌৰ্ণমাস্যং তথৈব চ ॥ ৪  
পূজাং কৃৎবা ভবেদ্ ব্রহ্মন্ বিগতাঘো নরোত্তমঃ  
অগ্নৌ পরিগ্রহঃ কার্যো দানং দেয়ং দিজাতিষু ॥  
ত্রয়াণামেকমাদায় অগ্নিং দেবীং প্রপূজয়েৎ ।  
অগ্নিগোত্রৌ ভবেৎ পুতঃ শেষাবর্ণশ্রিতং \* কলম

পুত্র, আয়ু, রাজ্য সৌভাগ্যাদি দান করেন ।  
যে ব্যক্তি, মাঘ মাসে নিচিত্রবর্গে সুলক্ষণ  
পদ্ম নির্মাণ করিয়া হরিপূজা করে, ভগবান  
জনার্দন তাহার প্রতি প্রসন্ন হন । ১১—২৫ ।  
অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

উনষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! সৰ্বকামনা-  
সিদ্ধির জন্য যেকূপে দেবীর পূজা করিতে হয়,  
এক্কেণে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর । চৈত্রাদি  
মাসে যে সৰ্বার্থসাধনৌ পূজা কথিত আছে,  
অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রকার বলিতেছি ।  
চৈত্র মাসে চিত্রানক্ষত্রে পূজা এবং যাগ  
করিলে, ইষ্ট কল লাভ হয় । রোহিণীনক্ষত্র-  
যুক্ত বৈশাখ মাসের তৃতীয়ায় দেবীর পূজা  
করিবে । এই দিবস জলপূর্ণ কুস্ত দান করিলে,  
ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । পৌৰ্ণমাসী তিথিতে  
বিশাখানক্ষত্রযুক্ত হইলে এই দিবস দেবীর  
পূজা করিলে, সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয় । অগ্নিঅয়ের

\* শেষে, কৃত্যবিত্তম্ ইতি কচিং পাঠঃ ।

মূলক্ষে পশুপাতেন জ্যেষ্ঠাং দেবীং প্রপূজয়েৎ ।  
সৰ্বকামানবাপ্নোতি ভাবতুন্ধেন কৰ্ম্মণা ॥  
আষাঢ়ে মাসি যো দেবীমাষাঢ়ক্ষে প্রপূজয়েৎ  
সৰ্বান কামানবাপ্নোতি দেবীলোকঃ গচ্ছতি ॥  
শ্রাবণে পূজয়েদ্ দেবীং প্রতিপদ্যাদিতঃ ক্রমাৎ  
ব্রহ্মমুৰ্ত্তিগতাং পৌষ্যে ভোজঙ্গমেহপি বা ॥  
অথবা সুবিধানেন পবিত্রারোহণং ভবেৎ ।  
ব্রহ্মাণ্যমাগণেশস্ত নাগশঙ্করতর্জুহিতা ॥ ১০  
রবিমাত্ররূপা তু মঙ্গলায়নরূপগা ।  
বৃষবিষ্ণুসমাকারা কামরূদ্রসমাকৃতৌ ॥ ১১  
শক্ররূপা প্রযষ্টেয়া দেব্যা গন্ধশ্রগাদিভিঃ ।  
প্রথমে চাশ্রমে পূজা গৃহকৰ্ম্ম ব্রতাদি চ ॥  
কৃৎবা কামানবাপ্নোতি বিগতাঘো মুনীশ্বরঃ ॥  
প্রোষ্ঠে পৌর্ণাম্নু কর্তব্য্যা পূজা জাগরণং নিশি ॥  
মহোৎসববিধানেন সৌভাগ্যমণিকলং লভেৎ ।  
অষ্টম্যাং রোহিণীক্ষে সোপবাসস্ত পূজয়েৎ ॥

মধ্যে যে কোন অগ্নিতে অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি  
হোম ও পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে  
যথাশক্তি দান করিবে । জ্যেষ্ঠ মাসে মূল-  
নক্ষত্রে ভক্তিভাবে বলিদানাদি দ্বারা দেবীর  
পূজা করিলে সৰ্বকামনা সিদ্ধ হয় এবং দেবী-  
লোকে গমন করে । আষাঢ় মাসে আষাঢ়া  
নক্ষত্রে ( পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া ) যে  
ব্যক্তি দেবীর পূজা করে, তাহার সৰ্বাভীষ্ট  
সিদ্ধ হয় এবং অস্ত্রে দেবীলোক-প্রাপ্তি হয় ।  
১—৮ । শ্রাবণ মাসে প্রতিপদাদি তিথিতে  
রোহিণী, রেবতী কিংবা অশ্লেষানক্ষত্রযুক্ত  
হইলে দেবীর পূজা করিবে, অথবা তাহারই  
রূপান্তর ব্রহ্মা, অগ্নি, উমা, গণেশ, নাগ, শঙ্কর,  
সূর্য্য, মাতৃগণ, মঙ্গলা, যম, শিব, বিষ্ণু, কাম,  
কৃত্ত, ইন্দ্র প্রভৃতির গন্ধ মালাদি বিবিধ  
উপহারে পূজা করিবে । গৃহস্থাত্রমে এইরূপ  
পূজা গৃহকৰ্ম্ম এবং ব্রতাদি করিলেই সৰ্বপাপ  
বিনষ্ট হয় এবং সৰ্বকামনা সিদ্ধ হয় । ভাদ্র  
মাসের পৌৰ্ণমাসীতিথিতে পূজাদি সমাপন  
করিয়া রাজিতে জাগরণ করিয় মাহোৎসবাদি  
করিবে, তাহা হইলে সৌভাগ্যমণি যজ্ঞের কল

বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সৰ্বকামসমৃদ্ধিদম্ ।  
 তত্রৈব কারয়েদেবীং পিতৃরূপাং মহোদয়াম্ ।  
 কল্যাণে চ রবৌ বৎস পূজনীয়া যথানিধি ।  
 ভোজকীং তিথিমাশ্রিত্য যাবচ্ছল্লার্কসঙ্গমম্ ॥১৬  
 তত্রাপি মহতী পূজা কৰ্ত্তব্য। পিতৃদৈবতে ।  
 ঋক্ষে পিণ্ডপ্রদানন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রী বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৭  
 আহবৈষু বিপন্নানাং জলাগ্নিভৃগুপাতিষু ।  
 চতুর্দশ্যাং ভবেৎ পূজা অমাবস্ত্যাক্ত কামিকৌ ।  
 কল্যাণে তু রবাবিষে শুক্রাষ্টমাং প্রপূজয়েৎ ॥  
 সোপবাসনিশার্কে তু মহাবিভববিস্তারৈঃ ।  
 পূজাং সমারভেদেব্যা ব্রহ্মক্ষে বরুণেহপি বা ।  
 পশুঘাতঃ প্রকৰ্ত্তব্যো গরুড়াজবধস্তথা ।  
 বলিহ্রপশু রক্ষাণাং কার্য্যঃ সৰ্বারিশান্তয়ে ॥  
 রথযাত্রা প্রকৰ্ত্তব্য। যা পুবা সংপ্রকৌৰ্ত্তিতা ।  
 মহোৎসবং মগাপুণ্যং তস্মিন্ দেবীং প্রপূজয়েৎ  
 তুলাশ্চে দীপদানেন পূজা কার্য্যা মহাত্মনা ।  
 দীপরক্ষাঃ প্রকৰ্ত্তব্য। দীপচক্রাস্তথা পবা ॥ ২৩

লাভ হইবে। রোহিণীযুক্ত অষ্টমী তিথিতে উপবাসী হইয়া পূজাদি করিলে সৰ্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ঐ সময়ে পিতৃ-রূপা দেবীর পূজা করিবে। আশ্বিন মাসে পঞ্চমী অবধি আরম্ভ করিয়া অমাবস্ত্য পর্য্যন্ত যথাবিধি দেবীর পূজা করিবে এবং তৎকালে পিতৃলোকেরও পূজা কবা উচিত। যাত্রা যুদ্ধে কিংবা জল, অগ্নি, এবং উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের পিণ্ডদান নিষিদ্ধ। চতুর্দশীর দিনও দেবীর পূজা করিবে, কিন্তু অমাবস্ত্যাব দিন কালিকার পূজা করিবে। আশ্বিন মাসের শুক্ল অষ্টমীতে উপবাসী হইয়া মহা সমারোহে অর্ধরাত্রে পূজা করিবে। পূর্বাষাঢ়া কিংবা অভিজিৎ নক্ষত্রে পূজা আরম্ভ করিবে। সৰ্বশাস্তির জন্ত ছাগাদি বলি প্রদান করিবে। এবং রক্ষা-গণকেও বলি উপহার প্রদান করিবে। পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে দেবীর রথযাত্রা মহোৎসব করিবে এবং সেই মহোৎসবে দেবীর পূজা করিবে। ২২-২২। কার্ত্তিক মাসে

দীপযাত্রা প্রকৰ্ত্তব্য। চতুর্দশ্যাং কুহু চ ।  
 সিনীবালীস্তথা বৎস তদা কার্য্যং মহাকলম্ ।  
 সৰ্বশেষে প্রকৰ্ত্তব্য। বলিপূজাহোমোৎসবম্ ।  
 দেবতানাং সমুখানং কার্য্যং পৌষাশু\*বুদ্ধিমান্  
 নৈরাজনং প্রকৰ্ত্তব্য। নুনাগতুরগাদিষু ।  
 কার্ত্তিকাং কারয়েৎ পূজাং যাগং দেবীপ্রিয়ং সদা  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তত্র পূজা মহাকলা ।  
 গাবোৎসর্গং প্রকৰ্ত্তব্য। নীলং বা বৃষমুৎসর্জেৎ ॥  
 সৰ্বযজ্ঞফলং ব্রহ্মন্ প্রাপ্নুয়াদবিচারয়ন্ ।  
 অশ্বাণাং পূজনং তত্র কৰ্ত্তব্য। সৰ্বসিদ্ধয়ে ॥ ২৮  
 মার্গে পূজা প্রকৰ্ত্তব্য। অহিব্রহ্মক্ষণা শুভা ।  
 সোমার্কে কারয়েৎ পূজাং সৰ্বকামফলপ্রদাম্ ॥  
 পুষ্যে পুষ্যাতিষেকন্তু কৰ্ত্তব্য। পূজয়েজ্জয়াম্ ।  
 চতুর্গ্যাং শুক্লমাঘস্ত মহাপূজা বিধীয়তে ॥ ৩০  
 মাঘ্যং পূজা প্রকৰ্ত্তব্য। দেবীং বৈ মঙ্গলাং যজেৎ  
 কাল্পনে পূজয়েদ্ দেবীং চণ্ডিকেতি চ যা মতা ॥

দীপমালা দান করিয়া পূজা করিবে। ঐ মাসে চতুর্দশী এবং অমাবস্ত্যাব দিন দীপমালা, দীপচক্র এবং দীপরক্ষাদি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ঐ দিবসে বলি পূজা, হোম এবং উৎসবাদি করিবে এবং দেবতাগণের অভু্যত্থান ও মনুষ্য, অশ্ব হস্তী প্রভৃতির নীরাজন করিবে। কার্ত্তিক মাসে দেবীর পূজা এবং যাগ করিতে হয়। এই যাগ দেবীর অত্যন্ত প্রিয়, ইহাতে মহা-ফলদায়ক ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের পূজা করিতে হয়; গবোৎসর্গ কিংবা নীলব্রষোৎসর্গ করিলে সৰ্ব যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ঐ দিবসে অশ্বপূজা করিলে সৰ্বসিদ্ধি লাভ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে উত্তরভাদ্রপদ ও যুগশিরা নক্ষত্রে দেবীর পূজা করিলে সৰ্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পৌষ মাসে পুষ্যাতিষেক করিয়া জয়া দেবীর পূজা করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্ল চতুর্থী তিথিতে মহাপূজা করিতে হয়। ঐ সময় দেবী মঙ্গলার পূজা করিতে হয়। কাল্পন মাসে দেবী চণ্ডিকার পূজা করিতে হয় এবং

পৌর্ণামী ইতি পাঠান্তরম্ ।



মাতৃগণ্যে বিশেষেণ তত্র পূজা বিধীয়তে ।  
এবং সৰ্বগতা দেবী সৰ্বদেবতাস্থিতা ।  
পূজিতা বিধিনা বৎস সৰ্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥৩২  
ইতি ঈদেবোপুরাণে ত্রৈলোক্যভূতায়ৈ পাদে  
একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

### ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

অশ্বমেধসং পুণ্যং বৃষোৎসর্গাদবাধ্যতে ।  
রেবত্যাঞ্চাশ্বিনে মাসি কার্তিক্যাঃ কার্তিকস্ত বা  
গোবিবাহোহথবা কার্যো মাঘ্যাং তৈব কাঙ্কনে-  
হপি বা ।  
শিবায়া মঙ্গলং চৈত্র্যতৃতীয়ায়াং মহাকলম্ ॥ ২  
অশ্বখডুঘরীয়াগং বিবাহে বিধিনা ভবেৎ ।  
সত্যোরণং ভবেৎ তীর্থে উৎসর্গংগোকুলেহপি বা  
চতশ্রো বৎসকা ভদ্রা দ্বৌ বা সন্তবতোহপি বা

মাতৃগণেরও বিশেষ পূজা করা উচিত । হে  
বৎস ! দেবী সর্বাধিষ্ঠাত্রী, দেবগণ তাঁহারই  
শরীরভেদে মাত্র, তাঁহার পূজা বিধিপূর্বক  
করিতে পারিলে সকল বাসনাই পূর্ণ  
হয় । ২৩—৩২ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

### ষষ্টিতম অধ্যায় ।

মহু বলিলেন, —আশ্বিন মাসের রেবতী  
নক্ষত্রে এবং কার্তিক মাসের রুদ্রিকা নক্ষত্রে  
বৃষোৎসর্গ করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় ।  
মাঘ মাসে অথবা কাঙ্কনে মাসে গোবিবাহ  
এবং চৈত্র মাসের তৃতীয়ায় দেবীর মঙ্গল পূজা  
ও অশ্বখডুঘরী যাগ করিতে হয় ! গোবিবাহ-  
কার্য তীর্থগানে অথবা গোষ্ঠমধ্যে বিবাহোক্ত  
বিধিপূর্বক সমাধা করিতে হয় । চারিটী, দুইটী  
অভাবে একটি দুইপুটী বৎসত্রীকে অল-  
ঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া উৎসর্গ করিবে

বৎসং সর্বাঙ্গসংপূর্ণং কলস্যা লোহিতো \* ভবেৎ  
অলঙ্কৃত্য যথাশোভা উৎসর্গং কারয়েন্মুনে ।  
বিবাহমেকবৎসৈকং নীলেন ভবতে সদ্ধা ॥ ৫  
যুগেণ অশ্বমেধস্ত যাগস্ত কলদায়কম্ ।  
জায়েরন্ বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ  
যজেষ্বা অশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসর্জেৎ ।  
লোহিতো যন্ত বর্ণেন শব্দবর্ণমুখো বৃষঃ ॥ ৭  
লাঙ্গুলশিরসশ্চৈব স বৈ নীলবৃষ স্মৃতঃ ।  
অঙ্কিতা স্ফজ্যতে পূর্বং গাঞ্চালঙ্কৃত্য সর্বতঃ ॥৮  
তপ্তেন বামতশ্চক্রং বামো শূলং সমালিখ্যৎ ।  
ধাতুনা হেমভাবেন আয়সেনাথ বাঙ্কয়েৎ ॥ ৯  
এবং কৃত্বা অবাপ্রোতি কলং বাজিমখোদিতম্ ।  
যমুদ্গিষ্ঠা স্ফজেদ্বৎসং স লভেতাবিচারনাৎ ॥ ১০  
যথা শিবো অজা অর্চ্য পূজিতা সর্বকামদা ।  
এবং দেবত্রয়ং জপ্ত্বা অনন্তং লভতে কলম্ ॥১১  
মঙ্গলাবিহিতং যচ্চ গোদানজং কলং তথা ।  
সহস্রক্রতবস্তেন বৃষোৎসর্গাদবাধ্যয়াৎ ॥ ১২

একটী নীলবৃষের সহিত বিবাহ দিবে । ইহাতে  
অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল হয় । এইজন্যই লোকে  
বহুপুত্র কামনা করে যে, যদি একজনও কখন  
গয়াধামে গমন করে, অথবা অশ্বমেধ যাগ  
করিতে পারে, অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে ।  
যাহার বর্ণ লোহিত এবং মুখ লাঙ্গুল ও মস্ত-  
কের বর্ণ শব্দের তায়, উহাই নীলবৃষ নামে  
কথিত আছে । বৎসত্রী ও বৃষ, এ উভয়কেই  
যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া অঙ্কিত করিয়া উৎ-  
সর্গ করিবে । শ্বণ অথবা লোহ-নির্মিত ত্রিশূল  
এবং চক্র উভয় করিয়া বামদিকে চক্র এবং  
দক্ষিণদিকে ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে । যাহার  
উদ্দেশ্যে এইরূপ বৃষ উৎসর্গ করা যায়, তিনি  
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন । ১—১০ ।  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের পূজা করিলে, যে  
সর্বকামনাফল লাভ হয় এবং তাঁহাদের মন্ত্র-  
জপাদি করিলে যে অনন্ত ফল হয়, গোদান-  
জন্ত যে ফল হয় এবং সহস্র যজ্ঞ কার্যের যে

\* বৎসিকা ইতি বা পাঠঃ ।

গন্ধাষ্টমে ভবেমার্গে গন্ধর্ব্বকলদায়িকা ।  
 কীর্ত্তমৌ মহাপুণ্যা চন্দ্রলোককলপ্রদা ॥ ১৩  
 দধা বিষ্ণুপদং যতি হবিষা রবিমণ্ডলম্ ।  
 মধুনা দেবতাঃ সর্বাঃ শিবঃ শালিকৃতান্নজৈঃ ॥ ১৪  
 ব্রাহ্মঃ নীবারপূজাতিৰ্মজলা সংপ্রযচ্ছতি ।  
 ইহৈব সৰ্ব্বকামাণি প্রদদ্যাৎ সৰ্ব্বমঙ্গলা ॥ ১৫  
 যথেষ্পিতানি লোকানাং শিবা পূৰ্ত্তেন পূজিতা  
 প্রযচ্ছতি সুরলোকে চেষ্টোত্তাপি সমস্ততঃ ॥ ১৬  
 প্রপারামতভাগানি দেবতায়তনানি চ ।  
 পূৰ্ত্তাধিতেষপি চেষ্টং হেমদানং মহামুনে ॥ ১৭  
 উপকল্পিতেষু যাগেষু যদি বিঘ্নোপজায়তে ।  
 তদা তুর্গাদিষু কার্ধ্যাং তিথিষু সৰ্ব্বকামদম্ ॥ ১৮  
 বৈশাখশুক্লস্ত তু যা তৃতীয়া  
 অসৌ ভবেৎ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে ।  
 নভশ্রমাসস্ত তমিস্রপক্ষে  
 ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥ ১৯

কল হয়, তৎসমুদায়ই এই ব্রহ্মোৎসর্গ হইতে  
 লাভ হইতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসে গন্ধা-  
 ষ্টমীতে পূজাদি করিলে, গন্ধর্ব্বলোকপ্রাপ্তি  
 হয় এবং কীর্ত্তমৌতে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হয়।  
 ঐদিন দধি দ্বারা পূজা করিলে বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি  
 হয়, স্বত দ্বারা পূজা করিলে, সূর্যালোক-প্রাপ্তি  
 হয়, মধু দ্বারা পূজা করিলে, সৰ্ব্বদেবতাস্বরূপ  
 হয়, শাল্য দ্বারা পূজা করিলে শিবলোক-  
 প্রাপ্তি হয় এবং নীবার দ্বারা পূজা করিলে,  
 ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। দেবী সৰ্ব্বমঙ্গলা এই-  
 রূপ পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ইহলোকে সৰ্ব্বা-  
 ভীষ্ট পূর্ণ করেন এবং অস্ত্রে সুরলোকেও ইষ্ট-  
 কল দান করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কুপ,  
 আরাম, ভাগ দেবতায়তনাদি পূৰ্ত্তকার্য্যেও  
 হেমদানাদি করিতে হয়। উপকল্পিত যাগাদি  
 কার্য্যে বিঘ্ন-আশঙ্কা হইতে পারে, এইজন্য  
 উহা তুর্গম স্থানে করা কর্ত্তব্য। ১১—১৮।  
 বৈশাখ মাসের শুক্লতৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের  
 শুক্লতৃতীয়া, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী,  
 মাঘ মাসের পূর্ণিমা, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ,

উপরাগে চন্দ্রমসৌ ববেশ্চ  
 তিশোহষ্টকায়াময়নদ্বয়ে চ ।  
 পানীয়মপ্যবতিলৈর্বিমিশ্রং  
 দদ্যাৎ পিতৃভ্যাঃ প্রযতো মনুষ্যঃ ॥ ২০  
 শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং  
 রহস্ত্রমেতৎ পিতরো বদন্তি ।  
 এতেষু কালেষু চ দানহোম-  
 মুৎসর্গখাতায়তনেষু দত্তম্ ।  
 অনন্তকল্পং সুরসিদ্ধগীতং  
 বেদেষু চেষ্টং মুনয়ো বদন্তি ॥ ২১  
 অথ চেজ্জীর্ণসংস্কারবিধিঃ পুণ্যো মহামুনে ।  
 দেবতাদিষু কৰ্ত্তব্যো মহাভোগকলেপ্সুভিঃ ॥ ২২  
 মূলদষ্টগুণং পুণ্যং জীর্ণসংস্কারকে ভবেৎ ॥ ২৩  
 তন্মাদনাথজীর্ণেষু কার্ধ্যাং সংস্কারণং মুনে ।  
 স্বকীয়ং পরকীয়ং বা যথাবিভবাবিস্তরৈঃ ॥ ২৪  
 স্বতো বা পরতো বাদ্য যন্ত সংস্করতে সুরান ।  
 স যাবচ্চন্দ্রসূর্য্যোগৌস্তাবৎকালং সুখী ভবেৎ ॥  
 লোকেষু তেষু দেবানাং বিরতন্তেষু হৃষ্টধীঃ ।

অষ্টকা, অয়নদ্বয়, এই সকল দিনে পিতৃলোক  
 সকলকে তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি দান করিতে  
 হয়। ঐ সকল দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে, সহস্র-  
 বৎসর-কৃত-শ্রাদ্ধের ফল হয়, পিতৃলোক  
 এইরূপ নির্দেশ করেন। ঐ সকল কালে দান,  
 হোম, উৎসর্গ, খাত, দেবালয়াদি দান করিলে,  
 উহার ফল অনন্ত হয়, ইহা সুরাসুর সিদ্ধগণ  
 প্রভৃতি সকলেই বলেন এবং বেদেও ঐরূপ  
 কথিত আছে ১৯—২১। যাহারা অক্ষয় পুণ্য-  
 ফল কামনা করেন, তাঁহারা জীর্ণ দেবালয়াদির  
 সংস্কার করিয়া উহা লাভ করেন। হে মুনে!  
 জীর্ণসংস্কারের ফল নূতন প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা  
 অষ্টগুণ অধিক, অতএব অস্বামিক জীর্ণদেবা-  
 লয়াদির সংস্কার করা উচিত। স্বকীয়ই হউক  
 আর পরকীয়ই হউক, বিভবানুসারে স্বতঃ  
 কিংবা পরপ্রেরিত হইয়াও যে ব্যক্তি জীর্ণ-  
 দেবালয়াদির সংস্কার করে, চন্দ্র সূর্য্য এবং  
 পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সেই  
 সেই দেবলোকে সুখ-ভোগ করে। গোমেধ

অথা গোমেঘযজ্ঞে পশুরোমসমাঃ সমাঃ ॥ ২৬  
বসতে দিবি হৃষ্টাস্তা জীর্ণসংস্কারকারকঃ ।  
অনাথা বা সনাথা বা পূজনীয়াঃ সদা সুরাঃ ॥ ২৭  
বিশেষেণ তু যে পূর্বাঙ্কে তে সততং যুনে ।  
পৃথুনা চেষ্টমানাদৌ মৈনাকে উমাশঙ্করম্ ॥ ২৮  
যযাতিনা চ গোমন্তে শঙ্করং হরিণা সহ ।  
কৈলাসে হ কুমারীণাং রঘুনা পূজিতং পুরাণ ২৯  
দিলীপেন তথা সভো ত্রিমূর্তিঃ কামিকেচ্চলে ।  
দক্ষিণা পিহিতং প্রাপ্তং দেবোষ্ট্রা ঈড়িতং কলম্ ॥  
অন্তেহপি ঋষয়ঃ সিদ্ধিঃ গতাঃ পূর্বেন কৰ্ম্মণা ।  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে দেবাবতারে পূজাবিধির্নাম  
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং মম বৎস যথাবিধি ।  
গন্ধধূপার্চনাদানৈর্নান্নাতিদমনোস্তবৈঃ ॥ ১

যজ্ঞ করিলে, যেকোন পশুরোম-সংখ্যক কাল  
স্বর্গভোগ করে, তদ্রূপ জীর্ণসংস্কারক ব্যক্তিও  
স্বর্গভোগ করে । অনাথই হউক আর সনাথই  
হউক, দেবগণ সর্বদা পূজনীয় । হে মুনি-  
শ্রেষ্ঠ ! পূর্ব পূর্ব মহাঅগণ সর্বদা এই কার্যে  
বত থাকিতেন । পৃথুরাজ মৈনাকপর্বতে  
পূর্বে উমা ও শঙ্করের পূজা করিয়াছিলেন,  
যযাতি গোমন্তপর্বতে হরিণের পূজা করিয়া-  
ছিলেন, রঘু কৈলাসপর্বতে অর্জুনারীষের  
পূজা করিয়াছিলেন এবং দিলীপ কামিকাচলে  
ত্রিমূর্তির পূজা করিয়াছিলেন । ইহারা সক-  
লেই 'আপন আপন অভীষিত কল প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন এবং পূর্বে ঋষিগণও পূর্বেকার্য্য  
করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ২২—৩১ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—চৈত্রমাস অবধি আরম্ভ  
করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত বিধিপূর্বক গন্ধ, পুষ্প,

সহোমং পূজয়েদ্দেবং সর্বকামানবাধুয়াৎ ।  
সর্বতীর্থাভিষেকস্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২  
উমাং শিবং হুতাশনং দ্বিতীয়ায়ান্ত পূজয়েৎ ।  
হবিষ্যমন্ত্রনৈবেদ্যং দেয়ং গন্ধার্চনং পুরা ॥ ৩  
কলমাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র উমায়াং যৎ প্রত্যায়িতম্  
তৃতীয়ায়াং যজ্ঞেদেবীং শঙ্করেণ সমকিতম্ ॥ ৪  
কুঙ্কমাকুরুকপূরমণিবস্ত্রসুরার্চিতম্ ।  
সুগন্ধপুষ্পধূপৈশ্চ দমনেন সুমালিতা ॥ ৫  
আন্দোলেন্দোলয়েদ্ বৎস শিবোমা তুষাতেসদা  
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং প্রাতর্দেয়া তু দক্ষিণা ॥ ৬  
হেমবস্ত্রাভূষাভ্রানি তাম্বুলানি অঞ্জানি চ ।  
সৌভাগ্যায় সদা স্ত্রীভিঃ কার্য্যং পূজসুখার্থিভিঃ ।  
গণেশে কারয়েৎ পূজাং লড্ডুকাদিভির্ভীষিতঃ ।  
চতুর্থ্যাং বিঘ্ননাশায় সর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ৮  
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননস্তাদ্যান্ মহোরগান্ ।  
ক্ষীরসর্পিষ্চ নৈবেদ্যং দেয়ং সর্ববিষাপহম্ ॥ ৯  
ষষ্ঠ্যাং স্কন্দস্ত কর্তব্য্য পূজা সর্বোপহারিণী ।

ধূপ, পুষ্পমালাদি দ্বারা পূজা করিবে । হোমের  
সহিত পূজা করিলে, সর্বকামনা পূর্ণ হয় এবং  
সর্বতীর্থাভিষেকের কল হয় । দ্বিতীয়া তিথিতে  
উমা, শিব এবং হুতাশন, ইহাদের পূজা করিয়া  
হবিষ্যম নৈবেদ্য দান করিবে, তাহা হইলে  
যথোক্ত কল লাভ হয় । তৃতীয়া তিথিতে  
কুঙ্কম, অশুরু, কপূর, মণি বস্ত্রাদি দ্বারা দেবী ও  
শঙ্করের পূজা করিবে ; সুগন্ধ পুষ্প, ধূপ,  
নৈবেদ্যাদি দান করিবে এবং দোলাকুড় করিয়া  
দেবী ও শঙ্করকে দোলাইবে, তাহা হইলে  
উভয়েই সন্তুষ্ট হইবেন । রাত্রিতে জাগরণ  
করিয়া প্রভাতে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, বস্ত্র, তাম্বুল,  
মালা জলপাত্রাদি দক্ষিণা দান করিবে । যে  
সকল স্ত্রী সৌভাগ্য ও পুত্রাদি কামনা করে,  
তাহারাও এইরূপ পূজা করিবে । চতুর্থী  
তিথিতে বিঘ্ননাশ এবং সর্বসমৃদ্ধির জন্ত  
লড্ডুকাদি দ্বারা গণেশের পূজা করিবে ।  
পঞ্চমী তিথিতে সর্ববিষ-বিনাশের জন্ত ক্ষীর-  
স্বতাদি নৈবেদ্য প্রদান করিয়া অনস্তাদি মহো-  
রগগণের পূজা করিবে । ষষ্ঠীতে সর্ববিধ

ইত্বেব সুখসৌভাগ্যমন্তে স্বন্দপুরং ত্রয়েৎ । ১০  
 ভাস্করস্ত তু সপ্তমাং পূজাং দম্ননকাদিতিঃ ।  
 কুৰ্ব্বা প্রাপ্নোতি ভোগাদৌন বিগতাবির্ষহাতপাঃ  
 মাতরাণাঞ্চ চাষ্ট্রমাং পূজাং সর্বার্থগাঙ্ককৌম ।  
 কৃতবান্নীভতে বৎস সিদ্ধিমিষ্টাং দম্ননকৈঃ ॥ ১১  
 নবমাং পূজয়েদেবীং মহামহিমমদ্ভিনীম ।  
 কুৰ্ব্বমাণ্ডককপূরৈধুপান্ধবজ্জদপণৈঃ ॥ ১২  
 দম্ননৈর্নরপট্টৈশ্চ বিজয়াখ্যপ্রদং লভেৎ ।  
 ধর্মরাজ্যে দশমাং পূজাং কার্য্যাসুগন্ধকৌম ॥ ১৪  
 বিগতাবিনিরাতস্ত ইহ চাস্তে পরং পদম্ ।  
 একাদশাং রম্যে পূজা কার্য্যে সর্বোপকারকা ॥ ১৫  
 ধনবান্ পুত্রবান্ কান্তা \* দম্ননলোকে মহীয়তে ।  
 দ্বাদশাং পূজয়েদ্বিষ্ণুং কপূরাঙ্ককচন্দনৈঃ ॥ ১৬  
 ত্বিস্মাশ্চ মহাবাহো কুর্ভা বিষ্ণুপদং লভেৎ ।  
 কামদেবসুয়োদশাং পূজনীয়ে যথাবিধি ॥ ১৭

উপহার দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা কর্ত্তব্য ।  
 ইহাতে ইহকালে সুখ-সৌভাগ্যাদি এবং অস্ত্রে  
 স্বন্দলোক-প্রাপ্তি হয় । — ১০। সপ্তমীতে নানা  
 বিধ উপহারে ভাস্করের পূজা করিলে ভোগাদি  
 লাভ এবং শত্রুগণ বিনষ্ট হয় । অষ্টমীতে  
 সর্বপ্রকার সুগন্ধ পুষ্পাদি উপহার দ্বারা  
 মাতৃগণের পূজা করিলে, ঐষ্টসিদ্ধি হয় । নব-  
 মীতে কুঙ্কম, অঙ্কুর, কপূর, ধূপ, ধ্বজ, দর্পণ,  
 নৈবেদ্য ইত্যাদি দ্বারা দেবী মহিমমদ্ভিনীর  
 পূজা করিলে বিজয়প্রাপ্তি হয় । দশমীতে  
 গন্ধপুষ্পাদি উপহারে ধর্মরাজের পূজা করিলে  
 সেই ব্যক্তি ইহলোকে শত্রু-শূন্য এবং নির্ভয়  
 হইয়া পরলোকে পরম পদ প্রাপ্ত হয় । একা-  
 দশী তিথিতে সর্ববিধ উপহার দ্বারা ধর্মপূজা  
 কর্ত্তব্য । তাহাতে ইহকালে ধনবান্ ও পুত্র-  
 বান্ হইয়া পরকালে সুন্দর লোক প্রাপ্ত হওয়া  
 যায় । হে মহাবাহো । দ্বাদশী তিথিতে কপূর  
 অঙ্কুর এবং চন্দন দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবে এবং  
 হবিষ্যন্ন ভোজন করিবে ; তাহাতে বিষ্ণুলোক  
 প্রাপ্তি হইবে । ত্রয়োদশী তিথিতে, রতিপ্রীতি-

রতিপ্রীতিসমায়ুক্তো অশোকমণিভূষিতঃ ।  
 কুন্তে বা নীতবস্ত্রে বা লেখ্যপত্রফলাদিতিঃ ॥ ১৮  
 গণ্ডশর্করনৈবেদ্যৈঃ সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ ।  
 চতুর্দশান্তে দেবাত্মা \* শশাঙ্কাক্ষিতশেখরম্ ॥ ১৯  
 কোরাতিসপনৈঃ শ্রাপ্যং ধূপপুষ্পসুগন্ধিতিঃ ।  
 পূজনীয়ং যথাস্ত্রায়ং দম্ননৈর্হোমসংযুতৈঃ ॥ ২০  
 বহ্নারমণপূজা চ কর্ত্তব্য মহতী শিবে ।  
 বিতানধ্বজছত্রঞ্চ দেয়ং কার্য্যাস্ত জাগরম্ ॥ ২১  
 মহাপুণ্যমবাপ্নোতি অশ্বমেধং শতাধিকম্ ।  
 পৌর্ণমাস্যে তথা কার্য্যে সর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২২  
 উন্মায় শচীযুক্তায় কামিকং লভতে কলম্ ।  
 এতং পঞ্চদশাহে তু যন্ত পূজাং প্রকুর্ষতে ॥ ২৩  
 সর্বঘরুপে দানকলানীমহবাণুয়াৎ †  
 বিচিত্রদেবভোগেষু ক্রীড়তে দিবি স্বেচ্ছয়া ॥ ২৪

সঙ্গী অশোকপুষ্প-মণিমণ্ডিত কামদেবকে ঘটে  
 অথবা শুক্লবস্ত্র-নিধিত 'চতুপটে' পত্র, ফল,  
 গণ্ড, শর্করা, নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে  
 অতুল সৌভাগ্য-প্রাপ্তি হয় । দেবগণের মধ্যে  
 চতুর্দশী তিথিতে এক চন্দ্রশেখরকেই ধূপ-পুষ্প  
 সুগন্ধি তদ্ব দ্বারা স্নান করাইয়া হোমসংযুক্ত  
 দম্ননমালাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে ।  
 ১১—২০। বহ্নি অন্ন এবং মণি দ্বারা শিবের  
 মহতী পূজা কর্ত্তব্য । চন্দ্রাতপ, ধ্বজ এবং  
 ছত্র শিবপ্রীতি উদ্দেশে দিবে, জাগরণ  
 করিবে । এইরূপ কর্ম্ম করিলে শতাধিক অশ্ব-  
 মেধের কলপ্রাপ্তি হয় । আর সপ্তাভীষ্টসিদ্ধি  
 জন্য পূর্ণমাতে শচীযুক্ত ইন্দের পূজা করিলে,  
 তাহাতে অভিলষিত কলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।  
 এইরূপ পঞ্চদশ তিথিতে যে ব্যক্তি পূজা  
 করে, সে ব্যক্তি সর্ববিধ যজ্ঞ, তপস্যা এবং  
 দানকল প্রাপ্ত হয় । এই জীবমাণ্ডে স্বর্গধামে  
 বিচিত্র দেব-ভোগ লাভ করত যথেষ্ট ক্রীড়া

\* 'দেবেশম্' ইতি পাঠঃ সমীচীনঃ ।

\* 'কাটো' বা 'অন্তে' ইতি পাঠঃ সমীচীনঃ ।

† কলানীমহবাণুয়াদিত সমীচীনঃ পাঠঃ



পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ পৃথিব্যাং ভবতে নৃপঃ ।  
বিগতাবিন্ সন্দেহ ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ২৫ ॥  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মহাভূদয়পূজানামৈক-  
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বৈশাখে তু প্রকর্তব্য পূজা পাটলজৈঃ শ্রজৈঃ \*  
সর্বকামমবাপ্নোতি জৈষ্ঠে পদ্মার্জ্জুনৈস্তথা ॥ ১ ॥  
আষাঢ়ে বিশ্বকহ্লারৈর্কিহিতং লভতে ফলম্ ।  
নোমালীকুশুমৈঃ পূজা নভে কার্য্য মহাকলা ।  
কদম্বচম্পকৈরীষে সর্বকামফলপ্রদা ॥ ২ ॥  
পূজা পঙ্কজমালত্যা সর্বাভূদয়দায়িকা ।  
শতপত্রিকয়া পূজা কার্ত্তিকে সর্বকামিকা ॥ ৩ ॥  
মার্গে নীলোৎপলা পূজা পুষ্যে কুজকজাস্তথা ।  
মাঘে কুন্দকুতা পূজা সর্বকামপ্রদায়িকা ॥ ৪ ॥

সে ব্যক্তি করিয়া থাকে । বথাকালে পুণ্যক্ষয়  
হইলে পৃথিবীতে আসিয়া নিঃসপত্ন রাজা  
হয়, সন্দেহ নাই ; ভগবান্ শিব এই কথা  
বলিয়াছেন । ২১—২৫ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৈশাখ মাসে, পাটল-  
পুষ্পমালা দ্বারা এবং জৈষ্ঠ মাসে পদ্ম ও  
অর্জ্জুন পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে সর্বাভীষ্ট  
লাভ হয় । আষাঢ় মাসে বিশ্ব ও কহ্লার  
পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে বিহিত ফলপ্রাপ্তি  
হয় । শ্রাবণ মাসে নবমালিকা পুষ্প দ্বারা  
এবং ভাদ্র মাসে কদম্ব ও চম্পক পুষ্প দ্বারা  
পূজা করিলে মহাকল লাভ হয় । আশ্বিন  
মাসে পদ্ম এবং মালতী পুষ্প দ্বারা পূজা  
করিলে সর্ব অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি হয় ।  
কার্ত্তিক মাসে শতদল দ্বারা পূজা সর্ব অভূ-

কান্তনে মরুপত্রোখা মাধবী শুভদায়িকা ।  
এবং সংবৎসরং চৈত্র্যাং যঃ কুর্যাদ্ গ্রহসত্তম ॥ ৫ ॥  
গন্ধপুষ্পান্নবস্ত্রৈশ্চ তস্মৈ পুণ্যফলং শৃণু ।  
হেমগোভূমিবস্ত্রান্নবিদ্যাদানফলং লভেৎ ॥ ৬ ॥  
বাজপেয়মহামেধরাজস্বয়শতাধিকম্ ।  
অশ্বমেধং পশুমেধং গোমেধং ক্রমশঃ ফলম্ ॥ ৭ ॥  
লভতে দক্ষিণাহোমং ত্রতাশ্চে বিধিনা দদৎ ।  
পূরণং ফলপুষ্পৈশ্চ বস্ত্রপট্টশ্রজান্রজম্ ॥ ৮ ॥  
স্বতকৌরদধিভক্তঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ।  
এবং ভাবানুরূপেণ যন্ত পূজাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯ ॥  
শিবায় স ভবেদ্ বৎস শিবস্থানচরঃ সদা ॥ ১০ ॥  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে প্রতিমাপূজা নাম  
দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

দয়ের হেতু । অগ্রহায়ণ মাসে নীলোৎপল  
দ্বারা এবং পৌষ মাসে কুজক পুষ্প দ্বারা  
পূজা করিলে, সকল প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি  
হয় । মাঘ মাসে কুন্দপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে  
সর্বাভীষ্ট প্রাপ্তি হয় । কাঙ্কন মাসে মরুপত্র-  
কৃত পূজা এবং চৈত্র মাসে মাধবীকুসুমকৃত  
পূজা মঙ্গল-জনক । যে সংবৎসর এইরূপ পূজা  
করিয়া চৈত্র-পূর্ণিমাতে গন্ধ, পুষ্প, অন্ন এবং  
বস্ত্র দ্বারা পূজা করে এবং ব্রহ্মশেবে যথাবিধি  
হোমদক্ষিণা প্রদান করে, হে মুনিসত্তম !  
তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কব । সুবর্ণদান,  
গোদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, অন্নদান এবং  
বিদ্যাদানের ফলপ্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে ।  
শত বাজপেয়, নরমেধ এবং রাজস্ব-যজ্ঞফল  
অপেক্ষা অধিক ফল, অশ্বমেধ পশুমেধ এবং  
গোমেধ-যজ্ঞের ফল ক্রমশঃ প্রাপ্তি হয় । ফল,  
পুষ্প, পট্টবস্ত্র, স্বত, কৌর, দধি এবং ভক্ত সতত  
প্রদান করিয়া ব্রত পূর্ণ করিলে, এই সকল  
অভিলষিত লাভ হয় । যে ব্যক্তি এইরূপে  
চিত্তশুদ্ধি সহকারে শিবপূজা করে, হে বৎস !  
তাহার শিব-মালোকা-প্রাপ্তি হয় । ১—১০ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

পাটলজাশ্রজা ইতি পাঠান্তরম্ ।

## ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

মম্বরুবাচ ।

মন্দরস্থং মহাদেবং ব্রহ্মা পূচ্ছতি শঙ্করম্ ।  
 কেষু কেষু চ স্থানেষু দ্রষ্টব্যোহসি ময়া প্রভো ॥  
 ঈশ্বর উবাচ ।

বারাণসী মহাদেবং প্রয়াগে তু মহেশ্বরম্ ।  
 নৈমিষে দেবদেবস্ত গয়ায়াং প্রপিতামহম্ ।  
 কুরুক্ষেত্রে বিহঃ \* স্থানং প্রভাসে বিশ্বরূপিণম্ †  
 পুণ্ড্রেরে তু অযোগন্ধং বিশ্বঞ্চ বিমলেশ্বরৈঃ ।  
 অট্টহাসে মহানাদং মাতেন্দ্রে তু মহাব্রতম্ ॥ ৩  
 উজ্জয়িনীয়াং মহাকালং ‡ সাকোটৌ তু মহোৎকটম্  
 শঙ্কুর্গো মহাতেজঃ গোকর্ণে চ মহাবলম্ ।  
 কুড্ধকোটাং মহাযোগী মহালিঙ্গং স্থলেশ্বরৈঃ ॥ ৫  
 হর্ষে চ হৃষিতকৈব সর্বং মধ্যমকেশ্বরম্ ।  
 কেদারে চৈব ঈশানং ক্রুদ্রং ক্রুদ্রে মহালয়ে ॥ ৬  
 সুবর্ণাক্ষে সহস্রাক্ষং রুষভে রুষভধ্বজম্ ॥ ৭

## ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

মম্বরু কহিলেন,—ব্রহ্মা মন্দর পর্বতস্থিত দেব-  
 দেব শিবের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে  
 প্রভো! কোন কোন স্থানে আপনাকে আমি  
 দেখিতে পাইব?” ঈশ্বর বলিলেন,—বারাণসীতে  
 মহাদেব, প্রয়াগে মহেশ্বর, নৈমিষে দেবদেব,  
 গয়ার প্রপিতামহ, কুরুক্ষেত্রে স্থানু, প্রভাসে  
 বিশ্বরূপি, পুণ্ড্রেরে অযোগন্ধ, বিমলেশ্বরতীরে  
 বিশ্ব, অট্টহাসে মহানাদ, মহেন্দ্রপর্বতে মহা-  
 ব্রত, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, সাকোট তীরে  
 মহোৎকট, শঙ্কুর্গো তীরে মহাতেজ, গোকর্ণ  
 তীরে মহাবল, কুড্ধকোটা তীরে মহাযোগী,  
 স্থলেশ্বর তীরে মহালিঙ্গ, হর্ষতীরে হর্ষিত, মধ্যম  
 তীরে সর্ব, কেদারে ঈশান, ক্রুদ্রমহালয় তীরে  
 ক্রুদ্র, সুবর্ণাক্ষ তীরে সহস্রাক্ষ, রুষভ-পর্বতে

\* ‘বিহঃ’ ‘বিহঃ’ ‘বিন্দু’ ইতি চ পাঠান্তরম্ ।

† শশিভূষণম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ মহানাদমিতি পাঠান্তরম্ ।

৭ শঙ্কুর্গো ইত্যাদি সাক্ষ্যলোকবিতরণ কচিরাতি

ভৈরবে ভৈরবাকারঃ ভবঃ শম্বপদে বিহঃ ॥ ৮  
 উগ্রঃ কনথলে চৈব ভদ্রকর্ণভূদে শিবম্ ।  
 দেবদাকুবনে দিগ্ধিঃ চণ্ডঃ মধ্যমজঙ্গলে \* ॥ ৮  
 উর্দ্ধরেতঃ তুরগে চ সুকলাস্তে কপর্দিনম্ ।  
 কুন্তিবাসঞ্চ একাত্রে সূক্ষ্মকান্তিকেশ্বরে ॥ ৯  
 ধ্যানাসিন্ধেশ্বরে যোগী গায়ত্রীকোত্তরেশ্বরে ।  
 বিজ্ঞানং নাম কাশ্মীরে জয়ন্তঃ মরুতেশ্বরে ॥ ১০  
 হরিশ্চন্দ্রে হরিকৈব পুরিশ্চন্দ্রে তু শঙ্করম্ ।  
 জটীঃ রামেশ্বরে বিদ্যাং সৌম্য † কঙ্কটকেশ্বরে  
 ভূতেশ্বরে ভাস্মগাত্রং জলনিঙ্গে জলেশ্বরম্ ।  
 ভিক্ষুকং করিকায়ান্ত বারাহং বিদ্যাপর্ষতে ॥ ১২  
 তাম্রং পশ্চিমসক্ষায়াং বিরজায়াং ত্রিলোচনম্ ।  
 ভূপ্তেশ্বরে ত্রিশূলী চ ত্রীশৈলে ত্রিপুস্তকম্ ।  
 জলনিঙ্গে বিহঃ কালং কপালী করবীরকে ॥ ১৩  
 দৌপ্তচক্রেশ্বরে বেদং নেপালে পশুপতিং পতিম্  
 ত্রীকারারোহণে কুটীং বেদীকায়ামুপতিম্ ‡ ।  
 গঙ্গায়াং সাগরে হৃদমোক্ষারমরকণ্টকে ।

রুষধ্বজ, ভৈরবে ভৈরব, শম্বপদ তীরে ভব,  
 কনথলে উগ্র, ভদ্রকর্ণ ভূদে শিব, দেবদাকুবনে  
 দিগ্ধী, মধ্যমজঙ্গল তীরে চণ্ড, তুরগতীরে  
 উর্দ্ধরেত, সুকলপ্রান্তে কপদী, একাত্রকাননে  
 কুন্তিবাস, আত্মতিকেশ্বর তীরে সূক্ষ্ম, ধ্যান-  
 সিন্ধেশ্বর তীরে যোগী, উত্তরেশ্বর তীরে গায়ত্রী,  
 কাশ্মীরে বিজয়, মরুতেশ্বর তীরে জয়ন্ত  
 হরিশ্চন্দ্র তীরে হরি, পুরিশ্চন্দ্র তীরে শঙ্কর,  
 রামেশ্বর তীরে জটী, কঙ্কটকেশ্বর তীরে সৌম্য,  
 ভূতেশ্বর তীরে ভাস্মগাত্র, জলনিঙ্গ তীরে  
 জলেশ্বর, করিক তীরে ভিক্ষুক, বিদ্যাপর্বতে  
 বরাহ, পশ্চিমসক্ষা তীরে তাম্র, বিরজাক্ষেত্রে  
 ত্রিলোচন, ভূপ্তেশ্বর তীরে ত্রিশূলী, ত্রীশৈলে  
 ত্রিপুস্তক, জলনিঙ্গ তীরে কাল, করবীর  
 তীরে কপালী, দৌপ্তবক্রেশ্বর তীরে বেদ,  
 নেপালে পশুপতিনাথ, ত্রীকারারোহণ তীরে

\* চণ্ডীশং মধ্যজঙ্গলে ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

† ‘সৌম্য’ ইতি পাঠঃ সমীচীনঃ ।

‡ দেবীকায়ামিতি সমীচীনঃ পাঠঃ

সপ্তগোদাবরে ভীমঃ স্বয়ম্ভূর্নকুলেশ্বরে ॥ ১৫  
কর্ণিকারে গণাধাক্ষং কৈলাসে চ গণাধিপম্ ।  
হেমকূটে বিরূপাক্ষং ভূভুবং গঙ্কমাদনে ॥ ১৬  
সিন্ধেশ্বরস্ত আকাশে পাতালে হৃটকেশ্বরম্ ॥ ১৭  
অষ্টষষ্টিস্ত নামানি দেবদেবস্ত ধীমতঃ ।  
পুরাণে চোপগীতানি ব্রহ্মণা চ স্বম্ভুবা ॥ ১৮  
যঃ পঠেৎ প্রাতঃকথায় স্নাতো বা যদি বা শুদ্ধিঃ  
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যাঃ শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মহাদেবশ্রী-  
ষষ্টিনামকৌর্ভনং নাম ত্রিষষ্টি-  
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

কুটী, বেদীকানদীতীরে উমাপতি, গঙ্গাসাগরে  
অম্ব, অমরকণ্টকে ওঙ্কার, সপ্তগোদাবর তীরে  
ভীম, নকুলেশ্বর তীরে স্বরভূ, কর্ণিকার তীরে  
গণাধাক্ষ, কৈলাসে গণাধিপ, হেমকূট পর্বতে  
বিরূপাক্ষ, গঙ্কমাদন পর্বতে ভূভুব, আকাশে  
সিন্ধেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর-রূপে  
অম্বাকে দেখিবে। ( মনু বলিলেন,—স্থান-  
ভেদে ) সর্বত্র দেবদেবের এই অষ্টষষ্টি নাম \*  
পুরাণে ব্রহ্মা কৌর্ভন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি  
প্রাতঃকালে উঠিয়া বা স্নানান্তে অথবা যখন  
হটক, পবিত্রভাবে, এই অষ্টষষ্টি নাম কৌর্ভন  
করে, সে ব্যক্তি সর্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে  
গমন করে । ১—১৯ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

\* চতুঃষষ্টি নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভ-  
বতঃ একটা শ্লোক পতিত হইয়াছে। তবে,  
হর্ষতীরে, হর্ষিত, সর্ব, মধ্যমক, ঈশ্বর, আর  
'কুট্র তীরে কুট্র, আলয় তীরে মহ' এই প্রকার  
কষ্ট কর্তৃত্ব অর্থ করিলে, ইহা হইতেই অষ্ট-  
ষষ্টি নাম মিলান যায়, কলে যাই হটক ।

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বৃষং গবীং সমাদায় যুবানৌ লক্ষণাষিতৌ ।  
হৈমশৃঙ্গৌ শক্রে রৌপ্যে সবস্তৌ পূজয়েন্মুনে ॥ ১  
শিবোমাং পূজয়িত্বা তু তদ্দিনে যঃ প্রযচ্ছতি ।  
শিবভক্তায় বিপ্রায় রোহিণ্যাং বা যুগেণবা ॥ ২  
ন বিয়োগো ভবেৎ তস্ত স্মৃতপত্নীপতিঃ কৃত্য ।  
বাতরংহসবৈমানৈর্গচ্ছেচ্ছিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩  
তত্র ভোগাংশ্চিরান্ ভুক্ত্বা ইহ আগত্য জায়তে  
সমৃদ্ধো ধনধান্তাভ্যাং পুত্রমিত্রসমাকুলঃ ॥ ৪  
বিগতারির্ভবেদ্ ব্রহ্মন ব্রহ্মশাস্ত্র প্রভাবতঃ ॥ ৫  
যো বা রত্নসমায়ুক্তং গোযুগং পূজয়েন্মুনে ।  
প্রযচ্ছতি শিবোমে টী ক্রীয়েতাং ভাবিতাশ্বনঃ ॥  
সর্বপাপঞ্চ দুঃখাভ্যাং বিমুক্তঃ ক্রীডতে সদা ।  
ইহ লোকে ভবেদ্রুতো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে গোরত্নব্রতঃ নাম  
চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনে! যুবা এবং  
লক্ষণাষিত গো-মিথুন আনিয়া তাহাদিগকে  
হৈমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া  
পূজা করিবে। যে ব্যক্তি রোহিণী বা যুগ-  
শিরোনক্ষত্রযুক্ত তদ্দিনে, শিব-তুর্গা পূজা করিয়া  
শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে তাহা দান করিবে, সে  
ব্যক্তি সম্ভাবানুসারে, পুত্র ও পত্নী বা পতি  
কর্তৃক বিমুক্ত হইবে না। বায়ুবেগগামী  
বিমানে আরোহণ করিয়া অন্তে শিবলোক  
গমন করিবে। তথায় বহুকাল ভোগ করিয়া  
শেষে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হইলে, এই  
ব্রতপ্রভাবে ধনধান্ত-সমৃদ্ধ, পুত্র মিত্র-পরিবৃত্ত  
এবং শত্রুবর্জিত হইবে। হে মুনে! যে  
ব্যক্তি রত্নসময়িত গো-মিথুন পূজা করিয়া  
'শিব আমার প্রতি ক্রীত হউন' ইহা ভাবনা  
করত দান করে, সে ব্যক্তি সর্বপাপ-দুঃখ-  
বিমুক্ত হইয়া সুখভোগী হয়, ইহলোকে ধন

## পঞ্চষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

তৃতীয়ায়ান্তে শুক্রায়াং লিখেন্দ্রযুগে শুভে ।  
 রোচনাসিতকান্মীরৈঃ শিবোমাং পূজয়েৎ ততঃ ॥  
 হেমরত্নস্রজৈর্বৎস মন্থযুগমুদীরয়েৎ ।  
 নদমানমন্তুঃ শঙ্খং যতুং পূর্বমুদাহৃতম্ ॥ ১  
 তেন জাপার্চনং হোমং কর্তব্যং দ্বিজসত্তম ।  
 অরিয়োগায় নারীণাং ব্রতরাজং সদা হিতম্ ॥ ২  
 সত্বেমং রত্নপুষ্পাঢ্যং সহস্রং দাপয়েদ্ধৃতম্ ।  
 মহাপুণ্যং মহাভাগ্যং সর্বকামপ্রদায়কম্ ॥ ৩  
 সুভ্রাতৃবিয়োগস্তু ন ভবেৎ তেন ভো দ্বিজ ।  
 ন ব্যাধিনোপসর্গাশ্চ বাবৎ তন্তুব্রজং মূনে ॥ ৪  
 তাবৎকালমুদ্যালোকে ক্রৌড়তে মুদিতশ্চিরম্ ।  
 হস্তমাত্রা তুণে কার্ধ্যা অসৃষ্টতর্জুনীগতা ॥ ৫

এবং পরলোকে পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া  
 থাকে । ১—৭ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৪

## পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—শুক্রপক্ষের তৃতীয়া  
 তিথিতে উত্তম বস্তুযুগলে, গোরোচনা, কর্পূর  
 এবং কুঙ্কুম দ্বারা শিবতর্গা অঙ্কিত করিয়া  
 মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্বক সুবর্ণরত্ন-মালা দ্বারা  
 পূজা করিবে । মন্ত্রগর্ভ শঙ্খধ্বনি করিবে ।  
 মন্ত্র যাহা, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । হে  
 দ্বিজসত্তম ! সেই মন্ত্র দ্বারাই জপ, পূজা  
 এবং হোম কর্তব্য । এই ব্রতরাজ-কালে  
 নারীগণের বিয়োগ-দুঃখ হয় না । সুবর্ণ,  
 রত্ন ও পুষ্প দ্বারা সহস্র হোম কর্তব্য । সেই  
 হোমকার্য্য মহাপুণ্যজনক মুহা-ফলজনক এবং  
 সর্বাভীষ্ট প্রদায়ক । হে দ্বিজ ! এই কর্ম্ম-  
 প্রভাবে পুত্রবিয়োগ এবং ভ্রাতৃবিয়োগ কদাচ  
 হয় না ; ব্যাধি বা অন্ত উপসর্গ তাহার  
 হয় না ; আর এক মন্থস্তরকাল সানন্দে  
 উদ্যালোকে ক্রৌড়া করে । ষোড়শান্ত মন্ত্র  
 উচ্চারণপূর্বক সুবর্ণপুষ্প, গন্ধ ও বিচিত্র

প্রদীপা যাবৎ সা দীপ্তা তাবদ্ভোজ্যং সমারভেৎ  
 দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু ষোড়শান্তেন ভাবিতঃ ।  
 হেমপুষ্পৈস্তথা গন্ধৈ রত্নৈশ্চৈত্রৈর্ঘর্ষার্থবিধিঃ ।  
 সংবৎসরং যথাক্রমং সর্বান কামানশুশ্রূষাৎ ॥ ৮  
 প্রদীপ্তনবমী বৎস হেমগোদাক্ষিণী মতা ।  
 ব্রতান্তে বিধিনা তেন সংগ্রা মে অপরাঞ্জিতঃ ॥ ৯  
 ভকতে শত্রুসংঘস্তা যথা দেবমহেশ্বরঃ ।  
 অনেনৈব বিধানেন গুণ্ণুলা গুড়িকাধ বা ॥ ১০  
 পূজয়িত্বা শিবাং মন্ত্রৈঃ প্রদীপ্তে হোময়েদ্বিধৌ ।  
 পূর্বোক্তা দক্ষিণা চাত্র ফলং বাজিমখোদিতম্  
 মনুক্রবাচ ।

গ্রহদোষাপসৃষ্টস্ত রাজো রাজসু চস্ত বা ।  
 মহিষ্যা বা মৃতাপত্য্য দ্বিজাতিষথ রাজানি ॥ ১২  
 বিপদগতে ফলং যন্ত সুপ্রযত্নকৃতোদ্যমে ।  
 গজাশ্বগোবৃষাণাক যত্র ধানিঃ প্রভাষতে ॥ ১৩

রত্ন দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে, অনন্তর  
 একহস্ত-পরিমিত তুণ অসৃষ্টতর্জুনীযোগে  
 ধারণপূর্বক তাহা প্রজলিত করিলে, যতক্ষণ  
 তাহা জলিতে পারে, সেই কালমাত্র ভোজন  
 করিবে \* । এইরূপ একবৎসর করিলে সর্ব  
 কাম্যবস্ত-প্রাপ্তি হয় । ১—৮ । এই কর্ম্ম  
 নবমী তিথিতে কর্তব্য । হে বৎস ! এই  
 ব্রতের নাম ‘প্রদীপ্ত-নবমী’ । এই ব্রতের  
 দক্ষিণা সুবর্ণ এবং গোরু । যথাবিধি এই  
 ব্রত সমাপ্তি করিলে, দেবদেব মহেশ্বরের  
 স্তায় সমরে শত্রুহৃন্দের অজেয় হওয়া যায় ।  
 গুণ্ণুলু-গুড়িকা ব্রতেরও এই বিধান । শুক্র-  
 পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শিবের পূজা করিয়া  
 হোম করিবে । দক্ষিণা পূর্ববৎ, ফল অশ্ব-  
 মেধ যজ্ঞেব তুলা । মনু বলিলেন,—রাজা  
 বা রাজপুত্র গ্রহদোষে কাতর হইলে, অথবা  
 মহিষীর মৃতাপত্য্য বা একদা অধিক সন্তান-  
 জন্মরূপ দোষ অথবা মনঃপীড়া উপস্থিত  
 হইলে, অথবা রাজা বিপন্ন হইলে, মহাযাগ

\* যতক্ষণ তাহা জলে, ততক্ষণের মধ্যে  
 ভোজ্য দান আরম্ভ করিবে ।



যত্র ভোগান্তরীক্ষে চ উপসর্গঃ প্রদৃশ্যতে ।  
 তত্র ত্রিযাম্যহাযোগং প্রাজ্ঞঃ পুষ্পাভিষেচনম্ ।  
 মূলং রাজ্য সমাখ্যাতস্তস্ত শাখা প্রজাদিকম্ ।  
 তদুপঘাতসংস্কারৈঃ শুভে বা অশুভেহপি বা ।  
 যত্রঃ কার্য্যঃ সদা বৎস মূলচ্ছাখাদিকং ভবেৎ ।  
 মূলে বিনষ্টে নশ্বস্তি শাখাদ্যাঃ কলসঙ্কয়াঃ ॥ ১৬  
 ততোহথ মূলরক্ষায়াং যত্নিতব্যঃ মহামুনে ।  
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স হি হেতুঃ প্রপদ্যতে ।  
 ব্রহ্মণা যা পুরা শাস্তির্নহেন্দ্রার্থঃ ব্রহ্মপতিঃ ।  
 ব্যাখ্যাতা কৌতুহিয়াসি হি তে শৌনক শৃণু তাম্ ।  
 পুষ্পাশ্রমং তথা পুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
 উৎপাতশমনং দিবাং যত্র কার্য্যাবধারণ্য ॥ ১৭  
 বল্লীকতুষকেশান্তিকটুকণ্টকবর্জিতৈঃ ।  
 শ্লিষ্টশ্লেষ্মাতিদৌর্গন্ধি বগতাক্ষৈ মণ্ডিতৈঃ ॥ ২০  
 কঙ্ককাপোতগুধোলুকাকাদিপরিবর্জিতৈঃ ।  
 শুশুভে চর্ম্মকাশোকে বকুলাম্রাশ্রয়াদৈঃ ॥ ২১

তরুণতরুবর্জিতপ্রত্যন্তে নিকৃপহতদল্যভিতে ।  
 সুমধুরবৃক্ষপ্রায়ে কলপলবণোভিতে ॥ ২২  
 পক্ষিণাবগণাকৌর্ণে কৃকবাকৃপশোভিতে ।  
 জীবজীবকহারীতশপত্রশুকাকুলে ॥ ২৩  
 চকোবকৃকবাবৎস-চক্রবাকোপশোভিতে ।  
 শিখিপারাবতশ্লীককোককোকিলনাদিতে ॥ ২৪  
 মধুপুষ্পমুরাপানমন্তবটচরণাকুলে ।  
 যাগং কুর্য্যাদ্বনোদেশে ক্ষেত্রারণ্যেহথ বা শুভে  
 হিমাশ্রো জুহুয়ন্তাবা সহৈ বিদ্যাচলেহপি বা ॥  
 নদীনাং পুলিনে বাথ সঙ্গমে বা মনোরমে ॥ ২৬  
 সিকতা-পঙ্ক-উৎকীর্ণে জলপক্ষিনথক্ষতে ।  
 প্রোৎপ্লুতহংসচ্ছত্রাভে গীতে কারণ্ডসারসৈঃ ॥ ২৭  
 সহস্রাক্ষসভারমো সয়ে ইন্দীবরেক্ষণে ।  
 বিকসৎকমলবদনা কণৎকলহংসভাষিনী ॥ ২৮  
 প্রোত্তিরকুটলকুচা নলিনী যত্র নিবাসিনী ।  
 গোময়মুগ্ধশুকুৎখুরাঃ ফেনলবাকুলে ॥ ২৯

এবং পুষ্পাভিষেচন কর্তব্য । বিপদের কল  
 সুপ্রযত্নকৃত কর্ষোদ্যমেও কার্য্যসিদ্ধি হয় ।  
 হস্তী অশ্ব, গো এবং ঘৃষের হানি হয় ।  
 যখন ভোম এবং আন্তরীক্ষ উপসর্গ উপস্থিত  
 হইবে, তখনও মহাযাগাদি কর্তব্য । রাজ্য  
 মূল, প্রজাদি তাঁহার শাখা । হে বৎস !  
 মূলসঞ্চিত অদৃষ্ট বশতঃ শুভাশুভ হইলে সতত  
 যজ্ঞ করা বিধেয় । মূল হইতেই শাখাদি হইয়া  
 থাকে । মূল বিনষ্ট হইলে শাখা কল ইত্যাদি  
 সকলই বিনষ্ট হয় । অতএব হে মহামুনে । মূল-  
 রক্ষায় যত্ন করা বিধেয় । রাজাই ধর্ম্মার্থ-কাম-  
 মোক্ষের হেতু । ব্রহ্মা ইন্দ্রের জষ্ঠী যে শাস্তি-  
 বিধি ব্রহ্মপতিকে বলিয়াছেন, হে শৌনক !  
 তুমি প্রভৃতি শ্রোতৃগণের নিকটে প্রত্যা  
 বলিতেছি । পুষ্পাশ্রম দিবা মহাপুণ্যজন্মক  
 এবং সর্বপাপবিনাশক । আর উপসর্গশাস্তি  
 যাহা হইতে হয়, সেই কার্য্য অবধারণ কর ।  
 ১—১৮ । “বল্লীক, তুষ, কেশ, অশ্বি, তৌক্ষ,  
 কণ্টক থাকিবে না, শ্লিষ্ট হইবে, শ্লেষ্মাদি-  
 সম্পর্ক বা দুর্গন্ধ থাকিবে না ; কঙ্ক, কপোত-  
 বিশেষ, গুধ, উলুক এবং কাকাদি থাকিবে

না । উত্তম শোভাসম্পন্ন হইবে, চম্পক,  
 অশোক, বকুল এবং আম্রবৃক্ষ শোভিত  
 হইবে । আর আম্রবৃক্ষবহুল ও শাদল  
 হইবে । নবীন তরুণতা, নধর নিখুঁত গাছের  
 পাতা, প্রচুর মধুর পাদপ, কল-পল্লব, পক্ষি-  
 শাবক, তাম্রচূড়, চকোর, হারীত, শতপত্র  
 (কাঠ-ঠোকরা), শুক, চকোরবিশেষ এবং  
 চক্রবাক শোভাসম্পাদন করিবে । ময়ূর, পারা-  
 বত শ্রীসম্পাদন করিবে, চক্রবাক এবং কোকিল  
 কুল গান করিবে, আর পুষ্পমধু-মুরাপানে  
 প্রমত্ত মধুকর-নিকরে পরিব্যাপ্ত থাকিবে” এই  
 প্রকার বনভূমিতে অথবা শুভ ক্ষেত্রারণ্যে যাগ  
 করিবে । ১৯-২৫ । হিমালয়, সহস্রপর্বত অথবা  
 বিদ্যাচলে হোম করিবে । নদীপুলিনে, মনো-  
 হর নদীসঙ্গমে, জলচরপক্ষি-নথক্ষত-উৎকীর্ণ  
 সিকতাপঙ্কে, ছত্রাকৃত উৎপ্লবমা-হংস-সঙ্কুল,  
 কারণ্ড-সারসোপগীত, ইন্দীবর-চক্ষু, বিকসৎ-  
 কমলবদনা, কণৎকলহংসভাষিনী, প্রোত্তির-  
 কোরকন্তনৌ, কমলিনী-শ্রেণীর আধারভূত সহ-  
 স্রাক্ষ-সভা-রমণীয় সরোবরে, গোময়, গোখুর-  
 চিহ্ন, গো-রোমমুগ্ধ-সম্মুত-ফেনলবযুক্ত, বৎস-

সুতসম্পূর্ণহকারগোবৎসবরবলিতে ।  
 সমুদ্রতীরে কুর্ঘ্যাক্ষ যজ্ঞাপাতাঃ সুতাগতাঃ ॥ ৫৮  
 রত্নসম্পূর্ণকোষাশ্চ নিবসন্তি নিরাকুলাঃ ।  
 সুনীলনিচুলাকীর্ণে উপাস্তে বা খগাশ্বিতে ॥ ৫৯  
 সিংহকোলগজানাঞ্চ যত্র একত্রভূমদা ।  
 বিভিম্নো যত্র আসতে খগা যুগসমস্থিতাঃ ॥ ৬০  
 তত্র কুর্ঘ্যাক্ষ সদা স্নানং যত্র মাতৃগৃহং শুভম্ ।  
 কাঞ্চীকলাপনুপুরজঘনোকুতরালসা ॥ ৬১  
 ক্রীমতী যুগেক্ষণা বা পরপুষ্পপ্রভাষ্ণিনী ।  
 গৃহে যত্র যুদা আসে তত্র কুর্ঘ্যাক্ষ বা যুনে ॥ ৬২  
 পূর্বোদকপ্রবনে ভূমৌ প্রদক্ষিণপথে জলে ।  
 শ্যাবিন্ধিকবিবরেঃ কৰ্কটাবসির্জিতৈঃ ॥ ৬৩  
 বর্ণগন্ধরসোপেতা ঘনান্নিক্স সমা শুভা ।  
 হস্তী সা বীজরোহাদৈর্ঘ্যবংশঃ সুপরীক্ষিতা ॥ ৬৪  
 গজা তাং শুভে মুহূৰ্ত্তে কোবেৰ্ঘ্যামধিবাসয়েৎ ॥  
 বলিপুষ্পোপহারঞ্চ মন্ত্রযুক্তং নিবেদয়েৎ ।  
 আগচ্ছন্ত সুরাঃ সৰ্ব্বৈ যত্র পূজাভিনামিণঃ ॥ ৬৫  
 দিশো দ্বিজা নগাশ্চৈব যে চাপ্যন্তেহংশভাগিনঃ

হানার্থ হস্তারব-সমাকুল এবং গোবৎস সমু-  
 ল্লক্ষন-শোভিত স্থানে, রত্নাকোষপূর্ণ পোত-  
 রাশি যথায় নিক্ষেপে স্থাপিত হয়, সেই  
 সুনীলনিচুলাকীর্ণ পার্শ্বশোভিত সমুদ্রতীরে,  
 অথবা সিংহ, হস্তী এবং বরাহগণ একত্র সহর্ষে  
 বাস করে, যুগপক্ষিগণ যথায় নির্ভয়, সেই  
 স্থানে পুষ্যান্নান সতত কর্তব্য । আর মাতৃ-  
 মন্দিরে অথবা হে যুনে ! কাঞ্চীনুপুর-ভূষিতা  
 জঘনোকুতরময়ী যুগলোচনা পরপুষ্পাংশিনী  
 ক্রীমতী যে গৃহে আনন্দে বিরাজমান, সেই  
 স্থানে পুষ্যান্নান কর্তব্য । পূর্বোত্তর-নিম্ন  
 প্রদক্ষিণ-পথ জলাশয়-সমীপবর্তী ভূভাগে  
 পুষ্য-স্নান কর্তব্য । শল্লকীগর্ভ, মুষিকগর্ভ ও  
 কৰ্কটগর্ভবর্জিত স্থানেই পুষ্যান্নান হইবে ।  
 উত্তরদিগে গিয়া উত্তমবর্ণ-গন্ধ-রসযুক্ত ঘন-  
 স্নিগ্ধ সম সুপরীক্ষিত বেদীর অধিবাসন শুভ  
 মুহূৰ্ত্তে করিবে । মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বলি-পুষ্প  
 উপহার দিবে । পূজাভিনামী দেবগণ, দিক-  
 সমূহ, দ্বিজগণ, নাগগণ এবং অন্যান্য এতদংশ

আবাহিবৎ ততঃ সৰ্ব্বান্বেবং ক্রমাৎ পুরোহিতঃ ॥  
 যঃ পূজাং প্রাপ্য যাতারো দত্তা শান্তিঃ মহীভুজে  
 কুহা পূজাং ততস্তাসাং রাত্রৌ তস্মিনপরাবসেৎ\*  
 স্বপ্নাঃ শুভাশ্চ গোবৎসদধিদেবাজ্ঞদর্শনম্ ।  
 দৃষ্টা দূর্বাঙ্কতরত্নকলরাজা জয়াবহাঃ ॥ ৪১  
 ছত্রচামরশঙ্খাঙ্কসিতবাসাদিদর্শনম্ ।  
 লভো বা সৰ্বকামানাং পুরণায় প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥  
 কলপুষ্পলতা বৃক্ষাঃ কীরিণঃ শুভদা মতাঃ ।  
 তেষামারোহণং শ্রেষ্ঠং প্রাসাদে বৃষভাদিষু ॥ ৪২  
 চন্দ্রার্কগ্রহণং শস্ত্রং পৰ্বতারোহণং শুভম্ ।  
 নিগড়ৈর্বন্ধনং স্বপ্নে বিদ্বিস্শচ জয়াবহাঃ ॥ ৪৩  
 পরিবর্তনং গিরিঃ কুর্ঘ্যাক্ষক্রমা চাবগৃহতি ।  
 বেষ্টয়েদ্ যন্ত প্রাসাদং শান্তেন্তস্ত† জয়ো ভবেৎ  
 ভবতে চেপ্সিতং সৰ্বং নাভৌ যন্ত তকুর্ভবেৎ ।  
 মৃতরোদনমাগম্যাগমনঞ্চ শুভাবহম্ ॥ ৪৪

নাভে অধিকারিগণ এই স্থানে আগমন  
 করুন । পুরোহিত এইরূপে তাঁহাদের আবাহন  
 করিয়া এই কথা বলিবেন যে, আগামী  
 কলা পূজা গ্রহণপূর্বক বাজাকে শান্তি প্রদান  
 করিয়া গমন করিবেন । অনন্তর তাঁহাদের  
 পূজা করিয়া যাত্রিতে তথায় শয়ন করিবেন :  
 স্বপ্নে গো, গোবৎস, দধি এবং দেবাজ্ঞা দর্শন  
 শুভ । স্বপ্নে দূর্বা, অঙ্কত, রত্ন এবং কল  
 দর্শন রাজার জয়াবহ । ছত্র, চামর, শঙ্খ,  
 পদ্ম এবং শুক্রবস্ত্রাদি দর্শন বা তৎপ্রাপ্তি  
 সৰ্ব্বাভীষ্টের পুরক । ২৬—৪২। স্বপ্নদৃষ্ট কীর-  
 যুক্ত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, শুভদায়ক । স্বপ্নে  
 সেই সব বৃক্ষে, প্রাসাদে এবং বৃষভাদিতে  
 যে আরোহণ তাহাও প্রশস্ত । স্বপ্নে চন্দ্র-  
 সূর্য-ধারণ এবং পৰ্বতারোহণ শুভসূচক ॥  
 স্বপ্নে নিগড়বন্ধন জয়সূচক । স্বপ্নে গিরিপরি-  
 বর্তন, শস্ত্র আলিঙ্গন এবং প্রাসাদ-বেষ্টন  
 জয়াবহ । স্বপ্নে স্বীয় নাভিতে বৃক্ষোৎপত্তি  
 দর্শন করিলেই সৰ্ব্ব অভীষ্ট লাভ হয় । স্বপ্নে

\* স্বপ্নে স্বয়ং ইতি পাঠান্তরম্ ।

† আশ্রিত্য ইতি পাঠান্তরম্ ।

স্বপ্নে তু কূপপঙ্কেষু গর্তায়া তরণং শুভম্ ।  
নদীষু তরণং শস্তং সমুদ্রোত্তরণং তথা ॥ ৪৭  
নির্জিত্য শক্রসৈন্তঞ্চ জয়ং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।  
কটকাদি-অলঙ্কারাঃ পুত্ররাজ্যসুখপ্রদাঃ ॥ ৪৮  
সুহৃদং জনবৈপক্ষীলাভাঃ স্ত্রীধনদায়কাঃ ।  
কুধিরাস্ত্রঃ পিবেদ্যস্ত তরতে বা যদি কচিৎ ॥ ৪৯  
মাংসার্জভক্ষণে লাভে লভতে চোহিতং কলম্ ।  
হাস্তনৃত্যরতোঃ সাহপাঠনাঃ কলিকারকাঃ ॥ ৫০  
যাম্যযানাজনাকুণ্ঠানয়নং ভয়মুতু দম্ ।  
পঙ্কজাগোধগামিত্বং কূপমুপ্রবেশনম্ ।  
উত্তরে ভয়দং স্বপ্নে রক্তমালাস্বরাগমঃ ॥ ৫১  
ধরোষ্ট্রকপিকাকোলুবরাহাহিনিগ্রস্থয়ঃ ।  
দৃষ্টাশুভান জপঃ কার্যো ধাতুজা না ফলপ্রদাঃ ।  
বাতপিত্তককোথেষু যানাগ্নিতরণাদিকাঃ ॥ ৫২  
গ্রীষ্মশরদসন্তেষু প্রকোপান কলপ্রদাঃ ।  
ক্রতানুকৌর্ভনে দৃষ্টমুভূতান গহিতাঃ ॥ ৫৩

স্বীয় মৃত্যু, রোদন এবং অগম্যাগমন শুভা ইহ ।  
স্বপ্নে কূপ, পঙ্ক, গর্ত, নদী বা সমুদ্র হইতে  
উত্তরণ শুভ । শক্রসৈন্তজয় স্বপ্ন দেখিলে জয়-  
লাভ হয় । বলগাদি অলঙ্কারস্বপ্ন পুত্র, রাজ্য  
এবং সুখসূচক । স্বপ্নে সুহৃদ, অঙ্গন এবং  
বীণাপ্রাপ্তি স্ত্রী-ধন-লাভ-সূচক । রক্তজল  
পান, রক্তজলে সন্তরণ, আর্জমাংসপ্রাপ্তি বা  
আর্জমাংস-ভক্ষণ স্বপ্নে দেখিলে অভীষ্ট লাভ  
হয় । স্বপ্নে হাস্ত, নৃত্য, রতি, উৎসাহ এবং  
অধ্যয়ন কলসূচক । স্বপ্নে দক্ষিণদিকে গমন  
এবং কৃষ্ণবর্ণা অঙ্গনা কর্তৃক নীত হওয়া ভয়  
ও মৃত্যুর হেতু । স্বপ্নে পঙ্ক্যাধোগমন, কূপ-  
প্রবেশ এবং উত্তরে রক্তমালা রক্তবস্ত্র ধারণ-  
পূর্বক গমন ভীতিসূচক । গর্দভ, উষ্ট্র, বাঁশুর,  
কাক, উলুক, বরাহ, সর্প ও বৌদ্ধ বিশেষ—  
স্বপ্নে ইহাদিগের দর্শন অন্তঃসূচক । অন্তঃ  
স্বপ্নদর্শনে জপ কর্তব্য । তবে ধাতুবৈষম্য  
সম্মত যে স্বপ্ন, তাহা কলপ্রদ নহে । গ্রীষ্ম,  
শরৎ, বসন্তে বাত-পিত্ত-কফ-প্রকোপমূলক  
যে গমন-তরণাদি স্বপ্ন, তাহা কলপ্রদ নহে ।

ন চেষ্টা যদি বা দৃষ্টাঃ প্রদোষে প্রথমে তথা ।  
মধ্যে মধ্যকলাঃ সর্ষে চান্তে শীঘ্রফলপ্রদাঃ ॥ ৫৪  
গোবিসর্গে চ যে দৃষ্টান্তে তথা পরিকৌর্ভিতাঃ ।  
দৃষ্টা স্বপ্নান শুভান যাগং কুর্য্যানিষ্ঠান কারয়েৎ  
জানং দেবার্চনং হোমং জপং শান্তিং সমারভেৎ  
কুহা শুভং ভবেৎ সর্বং ততো মণ্ডলমানিষেৎ  
চতুর্হস্তং সমারভ্য যাবদ্বস্তশতং ভবেৎ ।  
মণ্ডলং তত্র কর্তব্যমত উদ্ধং ন কারয়েৎ ॥ ৫৭  
বিমলং বিজয়ং ভদ্রং বিমানং শুভদং শিবম্ ।  
বর্দ্ধমানঞ্চ দৈবঞ্চ লভাঞ্চ কামদায়কম্ ॥ ৫৮  
রুচকং স্বস্তিকাখ্যঞ্চ দ্বিদশকেতি মণ্ডলাঃ ।  
সিতাদি হরিতান্তাশ্চ রজাঃ কার্যাঃ সুশোভনাঃ  
শালিষষ্টিককৌশুম্বরজনৌহরিপত্রজাঃ ।  
মণিবিজয়রাগাশ্চ ভস্মনা অভিমন্ত্রিতাঃ ॥ ৬০  
সিতসর্বপধূপাচ্যা রজাঃ কুহা তু পাতয়েৎ ।  
অশ্বরাজং স্তসেন্দ্রী সন্তবেতি পদং পি বা ॥ ৬১

দৃষ্টস্বপ্ন শ্রাবণ বা কৌর্ভন করিলেও ফল  
হয় না ; তবে স্বপ্নকল অনুভবের পূর কৌর্ভ-  
নাদি করিলে দোষ নাই । প্রথমপ্রদোষদৃষ্ট  
স্বপ্ন ফলজনক নহে । মধ্যরাত্রে দৃষ্ট স্বপ্ন  
মধ্যকল আর শেষরাত্রে দৃষ্ট স্বপ্ন শীঘ্রফল ।  
আর গো-মোক্ষণ কালে অর্থাৎ প্রত্যুসে দৃষ্ট  
স্বপ্ন সদ্যঃফলসূচক । শুভস্বপ্ন দর্শন করিলে  
অনন্তরই যাগ করিবে । তুঃস্বপ্ন দেখিলে  
অগ্রে জান, দেবার্চন হোম, জপ এবং শান্তি-  
কার্য করিবে । এই সকল করিলে শুভ হইবে ।  
তৎপরে মণ্ডল অঙ্কন করিবে । চতুর্হস্ত হইতে  
শত হস্ত পর্যন্ত মণ্ডল হইতে পারিবে । তদুর্দ্ধ  
মণ্ডল হইবে না । ৪৩—৫৭ । বিমল, বিজয়,  
ভদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্দ্ধমান, দেব,  
লভাঞ্চ, কামদায়ক, রুচক এবং স্বস্তিক এই  
দ্বাদশবিধ মণ্ডল । শুভ হইতে হরিত পর্যন্ত  
সুশোভন চূর্ণ কর্তব্য । শালি, যষ্টিক, কুমুদ,  
হরিত্রা এবং হরিৎপত্র দ্বারা এই সব চূর্ণ  
হইবে । ভস্মাভিমন্ত্রিত স্নেহসর্বপধূপাচ্য মণি-  
বিজয়রাগ চূর্ণ করিয়া পাতিত করিবে  
সম্ভব এবং অশ্বরাজমহা এতৎসমুদিত মহা পাঠ

সমোখানঃ শুভং কৃত্বা গোময়েনোপলিপিতম্ ।  
 চন্দনাঙ্কুরকর্পূরকোদধুপাধিকাসিতম্ ॥ ৬২  
 ভূভাগঃ সূমিতঃ সিদ্ধঃ পূর্বপশ্চিমচোত্তরম্ ।  
 যাম্যঃ স্বস্তিকমংস্তাদৈঃ সূত্রৈর্বোণ্ডাপত্রজৈঃ ।  
 পদ্মপত্রাষ্টকং মধ্যে দ্বিগুণং ত্রিগুণং পি বা ।  
 দ্বারানি সমসূত্রানি কর্ণিকাকেশরোজ্জলম্ ॥ ৬৪  
 পদ্মং তথাবশেষানি স্বস্তিকানুংপলানি চ ।  
 সব্যাবলম্বহস্তস্ত রজঃপাতং সমাচরেৎ ॥ ৬৫  
 মধ্যমানামিকাক্ষুঠৈকপবিষ্টা যথেষ্টয়া ।  
 অধোমুখাজুলিঃ কৃত্বা পাতয়েৎ তু বিচক্ষণঃ ।  
 সমা রেখা তু কর্তব্যাবিচ্ছিন্না পুঞ্জবজ্জিতা ॥ ৬৬  
 অক্ষুঠপর্ববৈপুল্যা সমঃ কার্ধ্যা বিজানতা ।  
 সংস্কৃতং বিষমং স্থূলং বিচ্ছিন্নকৃষরারতম্ ॥ ৬৭  
 পর্য্যন্তসর্পিভ্যং হস্তমালিখেন্ন কদাচন ।  
 সংস্কৃতো কলহঃ বিদ্যাভ্রকরেখে তু বিগ্রহম্ ॥ ৬৮

করিয়া চূর্ণপাতন যাজকের কর্তব্য। মণ্ডল-  
 স্থান সম গোময়োপলিপ্ত, চন্দন, অঙ্কুর,  
 কর্পূরচূর্ণ এবং ধূপ দ্বারা অধিবাসিত হইবে।  
 মণ্ডল-ভূভাগ উত্তমরূপে পরিমিত হইবে।  
 পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সমান হইবে।  
 সূত্রপাতে স্বস্তিক-মংস্তাদি রেখা হইবে।  
 মধ্যে অষ্টদল পদ্ম থাকিবে। অথবা তদপেক্ষা  
 দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইবে। দ্বার সকল সমসূত্র  
 হইবে। পদ্ম কর্ণিকা ও কেশর দ্বারা উ-  
 হইবে। অবশিষ্ট-ভাগে স্বস্তিক-চিহ্ন এবং  
 কল্লারনামক জলজ পুষ্পবিশেষের চিত্র  
 থাকিবে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা  
 এবং অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগে উচ্ছামত পঞ্চবর্ণ চূর্ণ  
 বিস্তার করিবে। চূর্ণ-বিস্তারসময়ে অঙ্গুলি  
 অধোমুখ করিবে। রেখা সকল সমান,  
 অবিচ্ছিন্ন এবং পুঞ্জবজ্জিত করিবে। অক্ষুঠ-  
 পর্ব অপেক্ষা অধিক স্থূল রেখা করিবে না;  
 আর সমস্থল রেখা কর্তব্য। পরস্পর মিলিত,  
 বিষম (সক-মোটা) অধিক স্থূল, বিচ্ছিন্ন,  
 কৃষরারত (খিচুড়ী-পাকান), প্রান্তবিসপী এবং  
 হস্ত মণ্ডল কদাচ কর্তব্য নহে। সংস্কৃতের  
 মণ্ডলে কলহ হয়। বক্ররেখ-মণ্ডলে যুদ্ধ হয়।

অতিস্থূলে ভবেষ্যাধিনিভ্যঃ পীড়া বিমিশ্রিতে ।  
 বিন্দুভির্ভয়মাপ্নোতি শত্রুপক্ষাঙ্গ সংশয়ঃ ॥ ৬৯  
 কৃশায়াঞ্চার্থহানিঃ স্তাদ্ বিচ্ছিন্নে মরণং ঐবম্ ।  
 বিপ্রযোগো ভবেৎ তস্ত ইষ্টদ্রব্যাসুতস্ত বা ।  
 অবিদিত্বা লিখেদ্যস্ত মণ্ডলস্ত যথেষ্টয়া ॥ ৭০  
 সর্বদোষানবাপ্নোতি যে দোষাঃ পূর্বভাষিতাঃ ।  
 চতুরঙ্গং চতুর্দারং লিখেন্ন মণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৭১  
 মণ্ডলস্ত প্রমাণেন পদ্মং দ্বারান সমালিখেৎ ।  
 হস্তোদ্যং ন চ কর্তব্যং পদ্মং বিপ্র কদাচন ॥ ৭২  
 নাদিকং চতুরঙ্গং লিখিতব্যং বিজানতা ।  
 প্রতাপায়ুস্বয়ো ধর্মো রাজ্যং শ্রীকৃপশান্ততা ॥ ৭৩  
 যোগাপ্তিরর্থলাভস্ত পূর্বদ্বারে তু মণ্ডলে ।  
 সিদ্ধির্বেদ্য যশঃ সৌখ্যমারোগ্যং জনবলভম্ ॥ ৭৪  
 সর্বকামার্থসিদ্ধিঞ্চ উত্তরে দ্বারমণ্ডলে ।  
 পুত্রমায়ুর্বলকৈব সৌভাগ্যং রিপুমর্দনম্ ॥ ৭৫  
 বাকুণীং দিশমাত্রিত্য নালস্ত পারিকল্পয়েৎ ।  
 সপ্তপাতালসৌনালং ভুবনান্তঃ প্রকীর্ত্ততম্ ॥ ৭৬

অতি স্থূল রেখায় ব্যাধি হয়। মিশ্রিত রেখায়-  
 পীড়া হয়। বিন্দুযুক্ত রেখা হইলে শত্রুভীতি  
 হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কৃশ রেখায়  
 অর্থহানি, বিচ্ছিন্ন রেখায় নিশ্চয় মরণ, আর  
 ইষ্ট দ্রব্য-বিয়োগ বা পুত্র-বিয়োগ তাহার  
 হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি না জানিয়া ইচ্ছা-  
 মত মণ্ডল-লেখন করে, তাহার পূর্বোক্ত সমগ্র  
 দোষ হইয়া থাকে। চতুরঙ্গ, চতুর্দার মণ্ডল  
 লেখনীয়। ৫৮-৭১। মণ্ডল-প্রমাণে পদ্ম  
 এবং দ্বার সকল লিখিবে। সর্বপ্র! হস্ত-  
 ন্যূন আর চতুর্হস্তের অধিক পদ্ম কদাচ কর্তব্য  
 নহে। মণ্ডল পূর্বদ্বারী হইলে প্রতাপ  
 আয়ুর্ভক্তি, স্বা, ধর্ম, রাজ্য, ঐশ্বর্য, শান্তি,  
 যোগলাভ এবং অর্থলাভ হয়। মণ্ডল উত্তর-  
 দ্বারী হইলে সিদ্ধি, মেধা, যশ, সৌখ্য,  
 আরোগ্য, লোকপ্রিয়তা এবং সর্বাভীষ্টসিদ্ধি  
 হয়। পুত্র, আয়ু, বল, সৌভাগ্য ও রিপু-  
 মর্দনও ইহার ফল। পশ্চিমদিকে পদ্মাল  
 করিবে। চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে সপ্ত পাতাল?



কর্ণিকা তু ভবেন্নেকবৌজৈগ্রহগণাঃ স্থিতাঃ ।  
 কেশরাস্ত ভবেন্নদ্যাঃ কণ্টকে পৰ্বতাঃ স্থিতাঃ ॥  
 অষ্টৌ দল দিশঃ প্রোক্তা এষ পদ্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ  
 সপ্তপাতালভূতালোকো নানন্ত পরিকৌৰ্ভতম ॥ ৭৮  
 ঐদৃশং কল্পিতং পদ্মং দেবদেবেন শম্ভুনা ।  
 ধ্বজতোরণসংযুক্তং পতাকাভিরলঙ্কৃতম ॥ ৭৯  
 ভূলোকস্ত কলা জেয়া \* দিগাত্মা শূন্তগোচরা ।  
 স্বর্লোকঃ কর্ণিকাখ্যাতৈল্লোক্যঃ পদ্মসংযুক্তম্  
 কর্ণিকায়াং জ্ঞেসেন্দ্রবৎ পূজাকালে মহেশ্বরম্ ॥ ৮০  
 মাত্রা গ্রহনাগাশ্চ যক্ষরক্ষা দিবাকরঃ ।  
 বসবো মুনিলোকেশাঃ সক্রদ্রা ভুবনাধিপঃ ॥ ৮১  
 লবাঃ কাষ্ঠাঃ ক্ষণা যামা রাত্রাঃ সর্ষাপসিতাঃ  
 পক্ষা মাংসা ঋতুর্বার্গে সমা যুগযুগান্তবঃ ॥ ৮২  
 কল্লাস্তাশ্চ মহাকল্লাঃ পদ্মে চৈবং সমালিখ্যেৎ ।  
 প্রথমে মণ্ডলে দেবং শিবং বিদ্যোশসংযুক্তম্ ।  
 গুণনায়কসংযুক্তং দ্বিতীয়াবরণে যজ্ঞেৎ ॥ ৮৩  
 সগ্রহং ভাস্করং প্রাচ্যামৈশান্তাস্ত পিনাকিনম্ ।

১ নাল । কর্ণিকা সূমেক । পদ্মবৌজৈ গ্রহগণ, পদ্মকেশরে নদীসমূহ ও পৰ্বতগণ কণ্টকে অবস্থিত । অষ্ট দল অষ্ট দিক্ । এইপ্রকার পদ্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নাল কেবল সপ্তপাতাল নহে, নাল ভূলোক-স্বরূপেও কৌৰ্ভিত । দেবদেব শম্ভুই ঐদৃশ ধ্বজতোরণ-সংযুক্ত পতাকালঙ্কৃত মণ্ডল-পদ্মের প্রবর্ত্তয়িতা । পদ্মই ত্রৈলোক্যস্বরূপ । দিক্শূন্ত-সমষ্টিত ভূলোক তাহার একদেশ । কর্ণিকা স্বর্লোক । কর্ণিকাতে মহেশ্বর, মাতৃগণ, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, হুধা, বসু, মুনি, লোকপাল, রুদ্র, প্রজাপতি, লব, কাষ্ঠা, ক্ষণ, প্রহর, রাত্রি, দিন, চরুপক্ষ, কৃকপক্ষ, মাংস, ঋতু, বৎসর, যুগ, যুগান্তর, কল্লাস্ত এবং মহাকল্লা এই সমস্ত পদ্মে লেখনীয় । প্রথম মণ্ডলে বিদ্যোশ্বর-সমষ্টিত শিব, দ্বিতীয় মণ্ডলে গণেশ-সমষ্টিত শিব পূজনীয় । পূর্বদিকে গ্রহগণ ও ভাস্কর, ঐশান কোণে শিব,

সৌম্যাস্তঃ কেশবঃ রুদ্রে পশ্চিমস্তাঃ পিতামহম্  
 তৃতীয়ে মণ্ডলারণ্যে মেদিন্তাম্বপকল্পিতে ।  
 নানারত্নাকরাকীর্ণে ভূয়ো দেবান্ সমালিখ্যেৎ ॥ ৮৫  
 পুরোহিতো যথাস্থানং নাগানযক্ষান্ পিতৃনুশ্রান্  
 গন্ধৰ্ব্বাপ্সরশ্চৈব মুনীন সিদ্ধান্ নিধাপয়েৎ ॥ ৮৬  
 গ্রহাশ্চ গ্রহনক্ষত্রৈঃ সক্রদ্রাশ্চৈব মাত্ররঃ ।  
 স্বন্দং বিষ্ণুং বিশাখক্ লোকপালান্ সুরস্রিয়ঃ ॥  
 বর্ণকৈর্বিবিধৈঃ কুহা কুটৈর্গন্ধগণাষিটৈঃ ।  
 যথা সম্পূজয়েদ্বিজান্ গন্ধমালাভুলেপনৈঃ ॥ ৮৮  
 ভক্ত্যরনৈকৈর্বিবিধৈঃ কলমূল্যমিষেস্তথা ।  
 পানৈস্ত বিবিধৈর্দৈন্য সুরাকীরাসবাদিভিঃ ॥  
 বিশেষাদিহিতা পূজা গ্রহযজ্ঞে ময়া পুরা ।  
 মাত্রাণাং সুরাণাঞ্চ সাপ্যজ্ঞৈবোপকল্লাতে ॥ ৯০  
 পিশাচদানবান রক্ষান্ মাংসমদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ ।  
 অভ্যঞ্জনাজ্ঞনতিলৈর্মাংসেন পিতরস্তথা ॥ ৯১  
 মুনয়ঃ সামযজুর্ভিঃ ঋগ্গন্ধেধূপমালাটকৈঃ ।  
 ত্রিমধুরেণ চ নাগানশেবৈর্বর্ণকৈস্তথা ॥ ৯২  
 ধূপাদ্যাহতিদানৈশ্চ দেবান্ রত্নদক্ষিণৈঃ ।

নৈর্দত্তকোণে কেশব এবং পশ্চিমদিকে ব্রহ্ম পূজনীয় । পুরোহিত, তৃতীয় মণ্ডলে যথাস্থানে নাগ, যক্ষ, দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব, অক্ষরা, মুনি, সিদ্ধ এবং পিতৃগণ স্থাপন করিবেন । গ্রহ, নক্ষত্র, রুদ্র, মাত্রগণ, স্বন্দ, বিষ্ণু, বিশাখ, লোকপাল ও সুরাঙ্গনাগণের মূর্ত্তি বিবিধ বর্ণ দ্বারা চিত্রিত করিয়া গন্ধ, মালা, অমুলেপন, বিবিধ ভক্ষ্য, কলমূল, আমিষ, সুরা-দ্রব্যাসবাদি নানাবিধ পানীয় দ্বারা তাহাদের পূজা করিবে । দেবগণের ও মাত্রগণের বিশেষ পূজাবিধি গ্রহযজ্ঞ প্রকরণে পূর্বে বলিয়াছি, এখানেও তাহাই জানিবে । ৫২—৯০ । • পিশাচ, দানব এবং রাক্ষসগণের পূজা মদ্য-মাংস দ্বারা করিবে । অথবা অভ্যঞ্জন, অঞ্জন, তিল ও মাংস দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিবে । ঋক-সাম-যজুর্বেদ পাঠ, গন্ধ ধূপ ও মালা দ্বারা মুনিপূজা করিবে । ত্বষ্ণ, শর্করা ও মধু এই ত্রিমধুর দ্রব্য দ্বারা নাগপূজা কর্তব্য । ধূপাদিদান

গন্ধৰ্বাপ্রসঙ্গো গন্ধৰ্বানৈশ্চ স্তুমনৈস্তথা । ১৩  
 শেষাশ্চ সার্ববর্ণিকে বলিগন্ধৈশ্চ পূজয়েৎ ।  
 প্রতিসরাণি পতাকাংশ্চ বস্ত্রাণ্যাতরগানি চ ॥১৪  
 সৰ্ব্বেষাঞ্চ প্রদেয়ানি সমস্তোপবিতানি চণ্ডী  
 দক্ষিণে পশ্চিমে চৈব বায়ব্যাং মণ্ডলস্ত বা ॥১৫  
 গ্রহযজ্ঞবিধানেন হোমং মাতৃমণ্ডোদিতম্ ।  
 কৃত্বা ভ্রুব্যোরিমৈবৎস যুথোক্তৈর্লক্ষণাবিতৈঃ ॥১৬  
 লাজাকতস্থতং কৌজং দধি ক্ষীরং সরীসৃপাঃ ।  
 সিদ্ধার্থাঃ স্তুমনোগন্ধধূপাশ্চ সসিতোৎকটাঃ ॥১৭  
 • গোৰোচনা তিলা দর্ভাঃ স্বর্ভুজানি কলানি চ ।  
 স্থতপায়সপূর্ণাংশ্চ শরাবান্ বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৮  
 পশ্চিমায়াস্ত বেদায়াং পূজয়েৎ স্নানকীভবেৎ ।  
 • কলসান্ সূদৃঢ়ান্ কুর্যাদ্লক্ষণেন বদামি তে ॥১৯  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পুষ্পাভিষেকচিন্তা  
 নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

এবং হোম দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে ।  
 দেবপূজাশেষে রত্ন দক্ষিণা দিবে । গন্ধ পুষ্প,  
 মালা দ্বারা গন্ধৰ্ব অপরৌগণের পূজা কর্তব্য ।  
 অপর সকলের পূজা সৰ্ব্ব-বর্ণেই গন্ধ ও বলি  
 দ্বারা করিবে । প্রতিসর, পতাকা, বস্ত্র, আভ-  
 রণ এবং যজ্ঞোপবীত সকলকেই প্রদেয় ।  
 মণ্ডলের দক্ষিণে, পশ্চিমে বা বায়ুকোণে গ্রহ-  
 যজ্ঞ-বিধানানুসারে মাতৃ-যজ্ঞোক্ত হোম  
 কর্তব্য । লাজ, অক্ষত, স্থত, মধু, দধি, হুঙ্ক,  
 শ্বেতসর্ষপ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, শর্করা, গোৰোচনা,  
 তিল, কুশ ও আর্ভব ফল এই সকল স্তুলক্ষণ  
 হোম-দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া স্থতপায়সপূর্ণ  
 শরাব ক্ষেপণ করিতে হয় । পশ্চিম বেদীতে  
 যে পূজা, তাহা স্নানের সাক্ষাৎ উপযোগী ।  
 তথায় সূদৃঢ় কলস স্থাপনাদি করিতে হয়,  
 লক্ষণানুসারে তাহা বলিতেছি । ১১—১৯ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

### ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

উৎপত্তিঃ লক্ষণমানং কথয়ামি মহামুনে ।  
 বাধকঃ কলসশ্চৈব \* যেন লোকে প্রকীর্তিতাঃ  
 অমৃতমধ্যমানে তু সৰ্ব্বদেবৈঃ সদানবৈঃ ।  
 মস্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥২  
 উৎপন্নমমৃতং তত্র মহাবীৰ্য্যপরাক্রমম্ ।  
 তস্তায়ং ধারণার্থায় কলসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৩  
 কলাং কলাং গৃহীত্বা বৈ দেবানাং বিশ্বকর্মাণা ।  
 নিষ্কিতোহয়ং সুরৈর্যস্মাৎ কলসস্তেন উচ্যতে ॥৪  
 কলসস্ত মুখে ব্রহ্মা গ্রীবায়াস্ত মহেশ্বরঃ ।  
 মূলে তু সংস্থিতো বিষ্ণুর্মধ্যে মাতৃগণাঃ স্থিতাঃ  
 শেষাশ্চ দেবতাঃ সৰ্বা বেষ্টয়ন্তি চতুর্দিশম্ ।  
 কুক্ষৌ তু সাগরঃ সপ্ত সপ্ত দ্বীপাশ্চ সংস্থিতাঃ ॥  
 নক্ষত্রাণি গ্রহাঃ সৰ্ব্বৈ তথৈব কুলপৰ্বতাঃ ।  
 হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুশ্চৈব চ ॥ ৭

### ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামুনে ! কলসের  
 উৎপত্তি, লক্ষণ এবং পরিমাণ কীর্তন করি-  
 তেছি । ধারণালীল কলস যে কারণে হয়,  
 তাহাও বলিতেছি । সকল দেবতার দানবগণ-  
 সমভিব্যাহারে মন্দর পর্বতকে মস্থনদণ্ড করিয়া  
 এবং বাসুকিকে রজ্জ্ব করিয়া, অমৃত মস্থন  
 করেন । তাহাতে মহাবীৰ্য্য পরাক্রম-হেতু  
 অমৃত উৎপন্ন হয় । অমৃত-ধারণের জন্তই কল-  
 সের উৎপত্তি হইয়াছিল । বিশ্বকর্মা দেবগণের  
 কলা কলা ( অংশ অংশ ) গ্রহণ করিয়া, ইহা  
 নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া, দেবতার ইহার  
 নাম রাখিয়াছেন কলস । কলসের মুখে ব্রহ্মা,  
 গ্রীবায় মহেশ্বর, মূলে বিষ্ণু এবং মধ্যে মাতৃগণ  
 অবস্থিত ; অবশিষ্ট সকল দেবতা কলসের  
 চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকেন । কলস-গর্ভে  
 সপ্তসাগর এবং সপ্তদ্বীপ অবস্থিত । গ্রহ,  
 নক্ষত্র, হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু,

\* ধারণাঃ কলসশ্চৈব ইতি পাঠান্তরম্ ।

রোহিতা মালাবস্ত্ৰা সূর্য্যকান্তিঃ পর্ব্বতাঃ ।  
 গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধুঃ সুভগা যমুনা নদী ॥ ৮  
 ঐরাবতী শতভূদা তথা বৈতরণী নদী ।  
 গোদাবরী নর্ম্মদা চ মহী নাম বৃহানদী ॥ ৯  
 কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঞ্চ একহংসং পৃথুদকম্ ।  
 অশ্বমেধং পুণ্ডরীকং গঙ্গাসাগরমেব চ ॥ ১০  
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি কলসে নিবসন্তি তে ।  
 গ্রহশাস্তিঃ পুষ্পিঃ ত্রীতিগায়ত্রিরেব চ ॥ ১১  
 ঋগ্বেদোহথ যজুর্বেদঃ সামবেদস্তথৈব চ ।  
 অথর্ববেদসহিতাঃ সর্বে কলসসংস্থিতাঃ ॥ ১২  
 নবৈব কলসাঃ পুণ্যাঃ শত্ৰুমূর্ত্তিসমুদ্ভবাঃ ।  
 গোভ্যোপগোভ্যো \*মরুতঃ সুমহান্শ্চ তথাপরঃ  
 মনোহরঃ খলভদ্রঃ পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।  
 বিরজস্তনুদূষশ্চ † যষ্টসপ্তমকাবুভৌ ॥ ১৪  
 অষ্টমস্থিত্রিযোপেতো নবমো বিজয়ঃ সূর্য্যঃ ।  
 নবৈব কলসাঃ খ্যাতা অধিদেবান নিবোধত ॥ ১৫  
 ‡ শূ বৎস যথা তেষাং দিশাং স্তাসৌ বাবস্থিতঃ

রোহিত, মালাবান্ এবং সূর্য্যকান্ত এই সব  
 কুলপর্ব্বত, ‡ গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, সুভগা,  
 যমুনা, ঐরাবতী, শতভূদা, বৈতরণী, গোদাবরী,  
 নর্ম্মদা, মহী এই সকল নদী ; আর কুরুক্ষেত্র,  
 প্রয়াগ, একহংস, পৃথুদক, অশ্বমেধ, পুণ্ডরীক ও  
 গঙ্গাসাগর ইত্যাদি যে সকল তীর্থ পৃথিবীতে  
 বর্ত্তমান, তৎসমস্তই কলসে অবস্থিত । গ্রহ,  
 শাস্তি, পুষ্পি, ত্রীতি, গায়ত্রী, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ,  
 সামবেদ এবং অথর্ববেদ সমস্তই কলসে অব-  
 স্থিত । ১—১২ । নব কলসই শিবমূর্ত্তিসমুদ্ভূত  
 এবং পবিত্র । গোভ্য, অপগোভ্য, মরুত,  
 সুমহান, ভদ্র, বিরজ, তনুদূষ, ইন্দ্রিযোপেত  
 এবং বিজয় নয়টি কলসের এই নয়টি নাম ।  
 ইহাদিগের অধিদেবতা এবং যে ভাবে দিকে  
 দিকে এই সব কলস স্থাপন করিতে হয়, তাহা  
 শ্রবণ কর । বিজয়নামক নবম কলসের অধি-

\* গোভ্যোপগোভ্যঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† স্তনুদূষশ্চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ কুলপর্ব্বতের নামভেদমাত্র জানিবে ।

নবমো যঃ সমাখ্যাতো বিজয়ো নাম নামতঃ ।  
 শিবস্তত্র স্থিতঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ১৬  
 স তু পঞ্চমুখঃ খ্যাতো লোকে সর্বার্থসাধকঃ ।  
 পঞ্চব্রহ্মাঙ্কো যস্মাৎ তেন পঞ্চমুখঃ সূর্য্যঃ ॥ ১৭  
 পশ্চিমে তু মুখে সদ্যো বামদেবস্তথোত্তরে ।  
 পূর্বে তৎপুরুষং বিন্দ্যাদঘোরঞ্চাপি দক্ষিণে ॥ ১৮  
 ঈশানঃ পঞ্চমো মধ্যে সর্ব্বোষাণুপরি স্থিতঃ ।  
 এতে পঞ্চ মুখা বৎস পাপনাশ গ্রহনাশনাঃ ॥ ১৯  
 সদ্যোজাতঃ ভবেচ্চক্ৰং বামদেবস্ত পীতকম্ ।  
 রক্তস্তৎপুরুষো জ্যেয়ো ঘোরঃ কৃষ্ণশ্চ এব চ ॥ ২০  
 ঈশানঃ পশ্চিমস্তেষাং সর্ব্ববর্ণসমস্থিতঃ ।  
 কামদঃ কামরূপী স্রাজ্জ্ঞানাদারঃ শিবাত্মকঃ ॥  
 ক্ষিতৌলো জ্যেষ্ঠকলসো দ্বিতীয়ো জলসম্ভবঃ ।  
 তৃতীযঃ পবনশ্চৈব চতুর্থস্ত হৃতাশ্বনঃ ॥ ২২  
 পঞ্চমো যজমানস্ত যষ্টশ্চাকাশসম্ভবঃ ।  
 সোমস্ত সপ্তমঃ প্রোক্ত আদিত্যশ্চ তথাষ্টমঃ ॥ ২৩  
 এতে চোৎপাদিতা দেব্যা শিবেনাধিষ্ঠিতাঃ পুরা  
 ইন্দ্রশ্চ মূর্ত্তয়শ্চাষ্টৌ সূর্য্যাস্তান্তনবঃ শিবঃ ॥ ২৪

দেবতা সর্ব্বপাপহারী সাক্ষাৎ শিব । শিব  
 পঞ্চানন বলিয়া জগতে বিখ্যাত ; পঞ্চব্রহ্মাঙ্ক  
 বলিয়া তিনি পঞ্চানন । পশ্চিমে সদ্যোজাত,  
 উত্তরে বামদেব, পূর্বে তৎপুরুষ, দক্ষিণে  
 অঘোর এবং মধ্যে সর্ব্বোপরি ঈশান অবস্থিত ।  
 হে বৎস ! এই পাপনাশক, পঞ্চমুখ, গ্রহ-  
 দোষের নিবারক । সদ্যোজাত চক্ৰবর্গ, বামদেব  
 পীতবর্গ, তৎপুরুষ রক্তবর্গ, অঘোর কৃষ্ণবর্গ এবং  
 সর্ব্বশেষোক্ত ঈশান সর্ব্ববর্গাত্মক । কামরূপী  
 জ্ঞানাদার শিব কামপ্রদ । প্রথম কলসের অধি-  
 দেবতা পৃথিবী, দ্বিতীয় কলসের অধিদেবতা  
 জল, তৃতীয় কলসের অধিদেবতা পবন, চতুর্থ  
 কলসের অধিদেবতা অগ্নি, পঞ্চম কলসের  
 অধিদেবতা যজমান, যষ্ট কলসের অধিদেবতা  
 আকাশ, সপ্তম কলসের অধিদেবতা চন্দ্র এবং  
 অষ্টম কলসের অধিদেবতা সূর্য্য । ১৩—২৩ ।  
 ইন্দ্রের এই অষ্টমূর্ত্তি দেবী উৎপাদন করেন  
 এবং শিব কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহাতেই অষ্ট  
 মূর্ত্তি শিবেরই হইয়াছে । প্রথম কলস পূর্ব্বদিকে

কিতীশ্রঃ পূর্বতো দ্যাম্ভঃ পশ্চিমে জনসন্তবঃ ।  
 বায়বো বায়বো দ্যাম্ভ অগ্নয়ে অগ্নিসন্তবঃ ।  
 নৈঋতে যজমানস্ত ঐশান্যাকাশসন্তবঃ । ২৫  
 সৌম্যমুত্তরতো যোজ্যঃ সৌরং দক্ষিণতো স্তম্ভে  
 স্তম্ভেবঃ কলসানাস্ত পূর্বরূপং বিচিত্রয়েৎ ।  
 কলসানাং মুখে ব্রহ্মা গ্রীবায়াং বিষ্ণুরেব হি ৥ ২৭  
 মধ্যে মাতৃগণাঃ সর্বে সেন্সা দেবাশ্চ পন্নগাঃ ।  
 কুক্কো তু সাগরাস্তেষাং সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ।  
 শিষ্যা চৈব তথোমা চ \* গন্ধর্বা ঋষয়স্তথা ।  
 পঞ্চভূতাস্তথাধারাস্তেষামধরতঃ স্থিতাঃ ৥ ২৯  
 পূর্ণাঃ পুতেন তোয়েন সিকাস্তেকাস্ততেজস্বিনাঃ  
 সরিৎসরঃসথাভেন তভাগৈন জলেন বা ৥ ৩০  
 বাপীকূপো ৫ দিবোন সামুদ্রেণ সুখাবহা ।  
 সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যাঃ সর্বকিঞ্চিদমাপকাঃ ৥ ৩১  
 অভিষেকে সদা গ্রাহাঃ কলসা ঐদৃশ : শুভাঃ ।  
 যাত্রাবিবাহকালে বা প্রতীষ্টায়ত্তকর্ম্মণি ৥ ৩২

স্থাপনীয়, দ্বিতীয় কলস পশ্চিমদিকে, তৃতীয়  
 কলস বায়ুকোণে, চতুর্থ কলস অগ্নিকোণে,  
 পঞ্চম কলস নৈঋতকোণে, ষষ্ঠ কলস ঐশান-  
 কোণে, সপ্তম কলস উত্তরদিকে এবং অষ্টম  
 কলস দক্ষিণদিকে স্থাপনীয়, এইরূপে কলস  
 স্থাপন করিয়া, পূর্বরূপ চিত্তা করিবে। কল-  
 সেরা মুখে ব্রহ্মা, গ্রীবায় বিষ্ণু, † মধ্যে মাতৃগণ,  
 ইন্দ্রাদি-দেবগণ ও নাগগণও কলসে অব-  
 স্থিত। কলসগর্ভে সমুদ্র, সপ্তদ্বীপা মেদিনী  
 লক্ষ্মী, উমা, গন্ধর্বগণ, ঋষিগণ ও আধারস্বরূপ  
 পঞ্চভূত কুন্তী-ন্যে অবস্থিত। নদী, সরোবর  
 ভূভাগ, বাপী, কূপ বা সামুদ্রেয় পরিভ্র-চৌর্যপূর্ণ  
 সুখাবহ প্রসিদ্ধ কলস মণ্ডলের পার্শ্বে উজ্জল-  
 রূপে অবস্থিত। এই নব কলস সর্ব-মঙ্গল-

\* তথা মাতৃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† পূর্বে লিখিত আছে, গ্রীবায় মহেশ্বর,  
 হরিরবের স্তম্ভে বালিয়া এই বচনবিরোধ  
 পরিহার্য্য। অথবা লিপিকর-প্রমাদে পাঠ-  
 পরিবর্তন হইয়াছে।

যোজনীয় বিশেষণ সর্বকামপ্রসাধকাঃ ।  
 মূতাপত্যা তু যা নারী যা চ বক্ষ্যা প্রকীর্তিতা ।  
 মূটগর্ভা অগর্ভা চ দুর্ভগা ব্যাধিপীড়িতা ।  
 এতাসান্ত সদা কার্য্যং আপন্নং পুষ্যমণ্ডলে ৥ ৩৪  
 সর্বরত্নৌষধীগন্ধকলপুষ্পসমধিতাঃ ।  
 গ্রহদোষে প্রদোক্তব্যঃ কল্যাণে মঙ্গলে তথা ৥  
 গ্রহান্ ধারয়তে যস্মান্নাতরা বিবিধাস্তথা ।  
 হ্রিতাংশ্চ মাঘোরাংশ্চেন তে ধারকাঃ স্মৃতাঃ  
 একৈকান্ত কলাং মূর্তৌ কিতাদীনাম্ যথাক্রমম্  
 সংস্থত্যা সংস্থিত্য যস্মাৎ তেন তে কলসাঃ স্মৃতাঃ  
 তৈমরাজততাম্রা বা মৃন্ময়া লক্ষণাধিতাঃ ।  
 পঞ্চমাস্তু দ্বৈপুণ্যমুৎসেধঃ ষোড়শাস্তু শ্রবণ ৥ ৩৮  
 কলসানাং প্রমাণস্ত মুখমষ্টাঙ্গুলং ভবেৎ ।  
 অষ্টমূর্তিহিতো যোহসৌ শিখাঃ পদ্মসংস্থতঃ  
 মূর্তয়োহষ্টৌ গণাস্তস্ত কর্ণিকায়াং শিবঃ স্থিতঃ ।  
 যে গণ স্তে দলানাং যে নাগা কলসাশ্চ তে ।  
 কলসাশ্চ গ্রহাঃ প্রোক্তা লোকপাণ্যাদিশ্চ তে

মঙ্গলা, সর্বপাপনাশক অভিষেকে সত্তত  
 গ্রাহ। যাত্রাকালে, বিবাহকালে, প্রতিষ্ঠায় ও  
 যজ্ঞে সর্বাভীষ্ট সাধক এই নব কলস স্থাপনীয়  
 মূতাপত্যা, বক্ষ্যা, মূটগর্ভা, অগর্ভা, দুর্ভগা এবং  
 রোগার্ভ রমণীদিগকে পুষ্যমণ্ডলে স্থান করা-  
 ইবে। গ্রহ-দোষ-শাস্তি, কল্যাণ কর্ম্ম ও মঙ্গ-  
 লার্থ স্থানে সর্ব-রত্ন-সর্বৌষধি গন্ধ-পুষ্পকল-  
 সমাধি কলস স্থাপন কর্তব্য। ২৪—৩৫। গ্রহ  
 ও মাতৃগণকে ধারণ করেন এবং মহাঘোর  
 দুর্ভাগ্য দূর করেন বলিয়া কলসগণ ধারক নামে  
 অভিহিত। পৃথিব্যাতির এক এক কলা গ্রহণ  
 করিয়া অবস্থিত বলিয়া ইহাদের নাম কলস।  
 কলস স্বর্ণময়, রক্তময়, তাম্রময় বা মৃন্ময় হইবে,  
 সূক্ষ্মকণযুক্ত হইবে, সুলভায় পঞ্চাঙ্গুল, উচ্চ-  
 তায় ষোড়শ অঙ্গুল কলসপ্রমাণ হইবে, আর  
 কলসমুখ অষ্টাঙ্গুল হওয়া আবশ্যিক। অষ্টমূর্তি  
 শিবই পদ্মে অবস্থিত। অষ্টমূর্তি শিবপ্রমথগণ  
 এবং শিব কর্ণিকাতে অবস্থিত। প্রমথগণই  
 পদ্মদল, পদ্মা ল নাগসমীপস্থ নাগগণই কলস।



এতৈঃ সৰ্বৈদাঃ নাপুমাংসকভবনং জগৎ ।  
 ত্রাধৈর্দৈঃ সৰ্বপাপাবশোধকৈঃ ॥ ৪১  
 ইতি ত্রীদেবীপুরাণে কলসোৎপত্তি-  
 নিবেশাধিদেবজ্ঞপকৌন্তনং নাম  
 ষট্‌ষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

### সপ্তমষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডাচ ।

ব্রহ্মাণ্ডে বীজপুষ্পানি কলসে ক্রিপেৎ ।  
 পুষ্পমালাশ্চ বহ্নাশ্চৈব সিতচন্দনচর্চিতাঃ ॥ ১  
 বজ্রমোক্তৈর্দৈর্ঘ্যমহাপদ্মৈশ্চ ফটিকৈঃ ।  
 সহস্রাতুল্যবস্ত্রৈশ্চৈব হস্তৈস্তথা ॥ ২  
 বীজপরককদম্বর-অম্রম্রম্র তদভিষেকৈঃ ।  
 যশোমৌক্তৈর্দৈর্ঘ্যমহাপদ্মৈশ্চ ফটিকৈঃ ॥ ৩  
 ব্রহ্মাণ্ডককর্পূরমদরোচনচন্দনম্ ।  
 মাংসকুষ্ঠকপূরপত্রচণ্ডাশ্বকম্ ॥ ৪  
 জাতীপত্রকলাগন্ধপৃষ্ঠাগোরীসপর্ণকম্ ।  
 রচাচারিত্রমম্রিষ্ঠা তুরুকং মঙ্গলাষ্টকম্ ॥ ৫

কলসগণ্ডি গ্রহ, লোকপাল ও দিক্‌সমূহ । এই সকল অম্রম্র শক্তিশালী সৰ্বপাপনাশক অলঙ্কারাদি গ্রহাদি কর্তৃকই এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ৩৬—৪১ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬ ॥

### সপ্তমষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা ১ করিলেন,—কলসমধ্যে নানারত্ন, বীজ, পুষ্প, ও নানাকলস নিবেশ করিবে । বহ্নমধ্যে শুক্রচন্দনচর্চিত পুষ্পমালা ও বজ্র, বৈদূর্য্য, মুক্তা, মহাপদ্ম ও ফটিক প্রভৃতি নানারত্ন, বিববধাতু, বিদ্য, উডুঘর, শুবাক, জম্বু, অম্র, দাঁড়। প্রভৃতি কল, যব, শালি, নীবার, গোমুখ, সিংহসর্ষপ প্রভৃতি শস্ত্র এবং কুঙ্কুম, মস্তক, কপূর, মদ, রোচন, চন্দন, মাংস, কুষ্ঠ, কপূর পত্র, তিস্তিড়ী, অম্বুরি, অঞ্জন, জাতীপত্র, গোবোচনা, রচা, মঞ্জিষ্ঠালতা তুরুক

দূর্বা মোহনিভূজা কণ্ডমূলী শতাবরী ।  
 ব । নাগবলা দেবী সহদেবা গজাহব্যা ॥ ৬  
 পূর্ণকোশা শিতা পাঠা শুভা সুরাসিকা নভম্ ।  
 ধ্যামক গজদন্ত শতপুষ্পা পুনর্নবা ॥ ৭  
 ব্রাহ্মী দেবী শিবা কদ্রা সর্বগন্ধানি কাঞ্চনম্ ।  
 সমাহৃত্য শুভান্তেতান্ কলসে স্তুনিধাপয়েৎ ॥ ৮  
 ধ্যানং বিজয়ং ধূপো চন্দ্রোদয়সংজ্ঞকম্ ।  
 সর্বরত্নমলকারং পট্টং কার্য্যং দ্বিহস্তবদম্ ॥ ৯  
 হস্তবিস্তার উচ্ছ্রায দশাঙ্গুল্যঃ স্তুশোভনম্ ।  
 স্নানার্থং সার্কহস্তস্ত পট্টং বস্ত্রাসনাধিতম্ ॥ ১০  
 শয্যাখ্যঃ দ্বিগুণঃ দৈর্ঘ্যাক্ষরূপানং সপীঠকম্ ॥ ১১  
 গজাঃ সিংহকৃতাটোপং হেমপত্রবিভূষিতম্ ।  
 সিংহাখ্যঃ সার্কবিস্তারী কুণ্ডাসনমথাপি বা ॥ ১২  
 সমপাদং গ্রহাখ্যং বা হেমপত্রবিভূষিতম্ ।  
 বজ্রেন্দ্রনীলকদ্রাখ্যং মহার্মমণিচর্চিতম্ ॥ ১৩  
 চতুষ্পাদোহথ বা কার্য্যস্তিমণ্ডলসমোহপি বা ।  
 ব্যাজ্রাচক্রপট্টে বা উপধানানি কারয়েৎ ॥ ১৪

দূর্বা, মোহিনী, শতমূলী, শতাবরী, বলা, নাগবলা, সহদেবা, পাঠা, শুভা, সুরাসিকা, ধ্যামক, গজদন্ত, শতপুষ্পা, পুনর্নবা, ব্রাহ্মী, শিবা, কদ্রা এবং সর্ববিধ গন্ধদ্রব্য ও কাঞ্চন এই সমুদয় মাস্তুলিক বস্ত্র মিশ্রণ করিয়া কলস-মধ্যে রাখিবে এবং কপূরাদি মাস্তুলিক দ্রব্যে স্তুনিধিত কল্যাণ ও বিজয়সংজ্ঞক ধূপঘর প্রজ্জলিত করিবে । সর্বরত্নালকার এবং উর্দ্ধে একহাত ও দৈর্ঘ্যে দুইহাত এক-খানি পট্টবস্ত্র পরিধানের জন্ত করিবে । একখানি সার্কহস্তপরিমিত স্নানবস্ত্র, এক-খানি গোলাকৃতি ও আসনাস্তরণ এবং ইহার দ্বিগুণ পরিমাণে একখানি শয্যাবস্ত্র করিবে এবং পরিমণ্ডলে এক ধনু একটি সিংহাসন করিবে । উহা নানা রত্নে ভূষিত এবং তাহাতে রত্নময় সিংহের ও গজের আকৃতি থাকিবে । স্তূপের গুণ্ডিতে আবৃত থাকিবে । বজ্র, ইন্দ্রনীল, কদ্র, প্রভৃতি মহা-মূল্য মণিতে অলঙ্কৃত থাকিবে । ১—১২ ।  
 উহার চারিটি পাদ (অর্থাৎ পায়া) কিংবা

অন্তৈৰ্বা বর্জিতৈশ্চৈর্মহতুলকপূরিताम् ।  
 শয্যা দৈর্ঘ্যার্দ্ধবিস্তীর্ণা চতুর্হস্তা সুলক্ষণা ॥ ১৪  
 বিতস্তাধিকমিচ্ছান্তি নৃপেশশঙ্কবিদ্যায়া ।  
 পদ্মপাদাশ্বপাদা বা গজসিংহপদাথ বা ॥ ১৫  
 দস্তিদস্তবিচিত্রা বা হেমরত্নবিভূষিতা ।  
 শুভপট্টোর্ণবাধাসা করিণ্যা হস্তমুচ্ছিতাঃ ॥ ১৬  
 কিম্বরাদ্যাঃ প্রকর্তব্যাঃ সর্বশোভাসমযিতাঃ ।  
 শুভবক্ষসমোপেতাঃ স্কুস্তা অথ সগ্রহাঃ ॥ ১৭  
 শিবোপলসমং মানং কার্যং বৈ শিববারণম্ ।  
 পদ্মশস্তিকসজ্জ্যট উৎপলং বিহগাধিতম্ ॥ ১৮  
 পদ্মবল্লীকৃতাপীড়ং হেমদন্তমুসকিতম্ ।  
 বজ্রপদ্মমহাপদ্মরাগবৈদূর্যভূষিতম্ ॥ ১৯  
 গজকুস্তসমাকারমর্দচ্ছত্রাকৃতাপি বা ।  
 সহস্রকন্দরৌমানং সপ্তমঞ্চ শতৈঃ পি বা ॥ ২০  
 নৃপেশসর্বলোকানাং ত্রিশতং দ্বিশতং পি বা ।  
 \* গী শয্যাসমা কার্য্যা মুহকৌষ্ঠকপূরকৈঃ ॥ ২১

মণ্ডলাকৃতি তিনটি পাদ থাকিবে । তাহাতে  
 ব্যাঘ্রাকৃতি উপাধান থাকিবে এবং চতু-  
 র্দ্ধিকে চারি হস্ত একটা সুলক্ষণা শয্যা  
 রচনা করিবে । উহার পাদ (অর্থাৎ পায়)।  
 পদ্মাকৃতি কিংবা গজাকৃতি বা সিংহাকৃতি  
 হইবে এবং গজদন্তে নির্মিত সেই পাদ  
 সকল কাঞ্চনাদিতে বিভূষিত থাকিবে । চতু-  
 স্পার্শ্বে কিম্বরাদির সুন্দর প্রতিমূর্তি নির্মাণ  
 করিবে । সম্মুখে পূর্ণ স্বর্ণকুস্তসমুদয় চর্ম্মরজ্জু  
 দ্বারা পাদসমূহে নিবদ্ধ রাখিবে । উপরিভাগে  
 শুভ্র প্রস্তরের সমান বর্ণ চন্দ্রাতপ নিবদ্ধ  
 থাকিবে তাহাতে পদ্ম, শস্তিক, উৎপল, পক্ষী  
 প্রভৃতির প্রতিমূর্তিতে কারুকার্যের বিলক্ষণ  
 পরিচয় থাকিবে এবং লতা, পত্র ও সুবর্ণ-  
 দস্তাদি দ্বারা তাহা সুশোভিত থাকিবে  
 এবং উহার চতুর্দ্ধিকে বজ্রপদ্ম, মহাপদ্মরাগ,  
 বৈদূর্য প্রভৃতি রত্নরাশি লদমান থাকিবে ।  
 রাজা সেই সিংহাসনের সম্মুখে অন্তান্ত রাজা  
 ও সাধারণের জন্ত হস্তিকুস্তাকৃতি বা অর্দ্ধ-  
 চন্দ্রাকৃতি সহস্র বা সপ্তশত কিংবা ত্রিশত বা  
 দ্বিশত শয্যা রচনা করিয়া সেই সকল শয্যায়

উপাধানং বিচিত্রস্ত কনকং যত্ বর্জুলম্ ।  
 রত্নাশ্চাকাটাকারান্ অবণাথাথ গণ্ডকান্ ॥ ২২  
 যানশয্যাকৃতি কার্য্যং বৃহতপাদং সুশোভনম্ ।  
 বিতস্তিকাকৃত্য কার্য্যা শিবপাদাকৃতিতিকা ।  
 এবং সমস্তং প্রতাগ্রং কৃৎবা শয্যাসনাদিকম্ ।  
 বস্ত্রালঙ্কারশোভাচামভিষেকং সমারভেৎ ॥ ২৪  
 ততো ধূপস্ত বৈচচর্ম্ম রোহিতমক্ষতম্ ।  
 সিংহস্তাথ তৃতীয়স্ত ব্যাঘ্রস্ত চ ততঃ পরম্ ॥ ২৫  
 চত্বারি তানি চর্ম্মানি তস্তাথেদ্যা অপস্তরেৎ ।  
 শুভে মুহূর্ত্তে সংপ্রাপ্তে পুষ্যযুক্তে নিশাবরে ॥  
 হেমং বা রাজতং তাত্ৰ কৌরবৃক্ষময়ং পি বা ।  
 ভদ্রাসনং প্রকর্তব্যং সার্কিকহস্তমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২৭  
 সপাদহস্তমানস্ত রাজ্যামণ্ডলিকান্তরা ।  
 সুসংহৃষ্টমনা রাজা হৈমন্তে দৌপ সংবশেৎ ॥ ২৮  
 দৈবজ্ঞামাতা-কঞ্চকিবন্দিপৌরসুহৃদবৃতঃ ।  
 দ্বিজবেদধ্বনিগীতপটুবাদারবাবিতঃ ॥ ২৯  
 মৃদঙ্গশঙ্খতুর্ঘ্যোচ্চ শুভশব্দৈহিতাশুভম্ ।

কোমল, বর্জুল ও সুবর্ণপ্রভ উপাধান সকল  
 রাখিবেন এবং সেই সভার আকারটা একটা  
 সুগোল গিরিশৃঙ্গের মত শোভমান হইবে ।  
 শয্যাসমুদয় বিতস্তিপরিমাণে উচ্চ থাকিবে  
 এবং শয্যাধার সমুদায়ের চরণ সকল সুগোল  
 ও সুশোভন হইবে । এইরূপ সমস্ত নৃতনশয্যা  
 ও আসনাদি বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত রাখিয়া  
 অভিষেককার্য্য আরম্ভ করিবেন । ১৩—২৩  
 প্রথমে অভিষেকস্থলে বৈশ্রচর্ম্ম, রোহিত-  
 চর্ম্ম, সিংহচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম যথাক্রমে চারিখানি  
 চর্ম্ম পাতিয়া আসনকল্পনা করিবেন । হেমন্ত  
 ঋতুতে চন্দ্রের পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থানকালে  
 শুভমুহূর্ত্তে রাজা আনন্দিতচিত্তে মন্ত্র, দৈবজ্ঞ,  
 জ্ঞাপাঠক, দেহরক্ষক ও অন্তান্ত পুংবাসী  
 সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া সুবর্ণে কিংবা রৌপ্যে  
 অথবা তাম্রে বা কৌরবৃক্ষের কাষ্ঠে নির্মিত  
 সার্কিকহস্ত পরিমাণে উচ্চ ও সপাদ একহস্ত  
 পরিমিত ভদ্রাসনোপরি পূর্বোক্তচর্ম্মে উপবেশন  
 করিবেন । তখন ব্রাহ্মণেরা মুহূর্ত্তে বেদগান  
 করিবেন, মৃদঙ্গ-শঙ্খ-তুর্ঘ্যাদি বাদ্যের সুন্দর

অহতক্ষৌমনিবসং নৃপং কদলছাদিতম্ । ৩০  
কলসৈর্বলপুষ্পাট্যোঃ সর্পিঃপুণৈশ্চ স্নাপয়েৎ ।  
অষ্টে-ষোড়শ-বিংশাষ্টশ্চমষ্টাধিকং পি বা ।  
কলসানাং সমাখ্যাতমধিকানামুস্তরাস্তরম্ । ৩১  
কল্যাণৈর্ন তু মন্ত্ৰেণ মঙ্গলেন জয়েন বা ।  
দেবীশত্ৰুভবেনাথ স্নাপ্যাজ্যেন অথাপি বা ।  
আজ্যং তেজঃ সমৃদ্ধিষ্টমাজ্যং পাপহরং পরম্ । ৩২  
আজ্যং সুরাণামাহার আজ্যো লৌকাঃ

প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তোমাসুরীক্ষদিবাং বা যা তু কলমমাগতম্ ।  
সর্বং তদাজ্যসংস্পর্শাৎ প্রণামমুপগচ্ছতি । ৩৪  
কদলমপনীয় ততঃ পুষ্পস্নানার্থপুষ্পিতৈঃ ।  
কলসৈঃ স্নাপয়েদ্রাজরাচার্য্যোহনেন মন্ত্ৰেণ । ৩৫  
সুরাস্নামভিষিক্তস্ত য়ে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনঃ ।  
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরুদগণাঃ । ৩৬  
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ ভিষগরৌ ।  
অদিতির্দেবমাতা চ স্বাহা সিদ্ধিঃ সরস্বতী । ৩৭  
কৌতিলীশ্চীহুতিঃ শ্রীশ্চ সিনীদালী কুহুস্তথা ।  
দিত্তিশ্চ সুরস্য চৈব বিনতা কক্রুরেব চ । ৩৮  
দেবপত্ন্যাশ্চ যা নোক্তা দেবমাতর এ৷ চ ।

সর্গাস্নামভিষিক্তস্ত শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ । ৩৯

ধ্বান হইতে থাকিবে এবং রাজাকে ক্ষৌমবসন  
পরাইয়া কদলে আচ্ছাদিত করিবে এবং  
সুগন্ধি পুষ্পে সুবাসিত ঘূতপূর্ণ কলস দ্বারা  
রাজাকে স্নান করাইবে। অষ্টটি কিংবা  
ষোলটি বা আটাইশটি অথবা একশত আটটি  
এই কয়টি উত্তরোত্তর অধিক ফলপ্রদ কলসের  
সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। অতঃপর রাজগুরু  
বা জার গাত্র হইতে কদল অপসারিত করিয়া  
পুষ্পবাসিত জলপূর্ণ কলস দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্ৰ  
দ্বারা স্নান করাইবেন। হে মহারাজ! দেবগণ  
ও প্রাচীন সিদ্ধগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,  
সাধ্যগণ, মরুদগণ, দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু,  
একাদশরুদ্র, স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়,  
দেবতান্ত্রিক জননী অদিতি ও দেবী স্বাহা,  
সিদ্ধি, সরস্বতী, কৌতিলী, লক্ষ্মী, হুতি, শ্রী,  
সিনীদালী, কুহু, দিত্তি, সুরস্যা, বিনতা ও কক্রু

নক্ষত্রাণি যুহুর্ভাশ্চ পক্ষাহে'রাত্রিসঙ্ঘাঃ ।  
সংবৎসরা দিনেশাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠাঃ কণা লবাঃ ।  
সর্কৈ হ্রামভিষিক্তস্ত কালস্তাবয়বাঃ শুভাঃ । ৪০  
বৈমানিকাঃ সুরগণাঃ সানবঃ সাংগরৈঃ সহ ।  
সরিতশ্চ মহাভাগা নাগাঃ কিম্পুরুষাস্তথা । ৪১  
বৈখানসা মহাভাগা দ্বিজা বৈহায়সাশ্চ য়ে ।  
সপ্তর্ষয়ঃ সদারাশ্চ ক্রবস্থানানি যানি চ । ৪২  
মরৌচিরিত্তিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ ।  
ভৃগুঃ সনৎকুমারশ্চ সনকোহথ সনন্দকঃ । ৪৩  
সনাতনশ্চ দক্ষশ্চ জৈগীষব্যোহথ নন্দনঃ । ৪৪  
একতশ্চ দ্বিত্যৈব ত্রিতা জাবালি-কাশ্চপো ।  
দুরয়ো হুস্বিনীতশ্চ কথঃ কাত্যায়নস্তথা । ৪৫  
মার্কণ্ডেয়ো দৌর্ঘতপা শুনঃশেকো বিদুরথঃ ।  
ঔর্যঃ সংবর্তকশ্চৈব চাবনোহদ্রিঃ পরাশরঃ । ৪৬  
দ্বৈপায়নো যবক্রৌতো দেবরাতঃ সহানুজঃ ।  
এতে চান্তে চামুনয়ো বেদব্রতপরায়ণাঃ । ৪৭  
সশিষ্যাস্তেহভিষিক্তস্ত সদারাশ্চ তপোধনাঃ ।  
পর্বতাস্তরবো বন্দ্যাঃ পুণ্যাস্তয়তনানি চ । ৪৮

এবং অন্যান্য দেবপত্নী ও দেবমাতৃগণ ও  
অপ্সরোগণ ইহারা সকলেই তোমাকে অভি-  
ষিক্ত করুন। ২৪-২৯। নক্ষত্র সমুদয়,  
যুহুর্ভূতনিচয়, পক্ষদ্বয়, দিবস, রাত্রি, সঙ্ঘা, কলা,  
কাষ্ঠা, কণ, লব ও সংবৎসর প্রভৃতি যে  
কিছু কালের অবয়ব আছে, তাঁহারা সকলে  
তোমার অভিষেক করুন। বিমানচারী দেব-  
গণ, পর্বত-সানুদেশ, নদীসমুদয়, সপ্তসাগর,  
মহাভাগ নাগগণ, কিম্পুরুষগণ, মহাভাগ  
বৈগানসরতধারী ও বায়ুভোজী ব্রাহ্মণগণ,  
সপ্তর্ষিমণ্ডল, বনসমুদয়, ক্রবস্থান সকল এবং  
মরৌচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা,  
ভৃগু, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, দক্ষ,  
জৈগীষব্য, নন্দন, একত, দ্বিত, ত্রিত, জাবালি,  
কাশ্চপ, দুরয়, হুস্বিনী, কথ, কাত্যায়ন, মার্ক-  
ণ্ডেয়, দৌর্ঘতপা, শুনঃশেক, বিদুরথ, ঔর্য,  
সংবর্তক, চাবন, অদ্রি, পরাশর, বাস, যব-  
ক্রৌত, দেবরাত, সহানুজ এই সকল ও অন্যান্য  
বেদোক্ত ব্রতশীল মুনিগণ এবং সশিষ্য সন্ন্যাস

প্রজাপতিদ্বিতীয়েণ গাবো বিশ্বস্ত মাতরঃ ।  
 বাহনানি চ দিব্যানি সর্বলোকান্চরাচরাঃ ॥ ৪০  
 অগ্নয়ঃ পিতরস্তারা জীমূতাঃ খং দিশো জলম্ ।  
 এতে চাত্তে চ বহবঃ পুণোঃ সঙ্কীর্ণনাঃ শুভৈঃ  
 তৌঘৈঃ স্যামভিযুক্তস্ত সন্ধ্যোৎপাতনিবহনৈঃ ॥ ৪১  
 ইত্যেবং শুভদৈবৈঃ তৈর্মৈদিবৈস্তথাপতৈঃ ।  
 শরৈর্নারায়ণৈ রৌদ্রৈর্দ্রক্ষ্যৈঃ সন্ধ্যৈঃ  
 আপোহিষ্ঠা হিরণ্যোতি সন্তবেতি তথৈব চ ॥ ৪২  
 সর্বমঙ্গলমঙ্গলৈর্বার্ষিকং কার্পাসিকং ত্রিমাং ।  
 শস্যবেগুরবৈকুণ্ঠ্যৈরাচাত্তো মঙ্গলৈর্নৃপঃ ॥ ৪৩  
 ততঃ সম্পূজয়েদেবান শুক্লং বিপ্রান ধ্বজায়ুধান  
 ছত্রং বাহুং গজানশ্বান পরিজগুনি ধারয়েৎ ॥  
 দেবেন বিজয়েনোদা অলঙ্কারানি পার্শ্বিকঃ ।  
 দ্বিতীয়াদ্যং ততো বেদাঃ গাহ্যহুয় ততঃশনম্ ॥  
 দেবানাং বদনং স্থানৈর্মিত্তানি তু লক্ষয়েৎ ।  
 স্বাহা কুদ্রায় চেষ্টেহথ বিষ্ণবে ব্রহ্মণে শিবৈ ॥

অত্চাত্ত তপস্বিগণ, পর্বতসমুদয়, বৃক্ষনিচয়, পবিত্র স্থান সকল ইহার সকলেই তোমার অভিষেক করুন। প্রজাপতি, দিতি, গো সকল, বিশ্ব-মাতৃগণ, দিব্য বাহন সকল, চরাচর অখিল লোকসমুদয়, অগ্নিগণ, পিতৃগণ, মেঘ-বৃন্দ, দিক্, সমুদয়, জল, আকাশ ইহারা ও অত্চাত্ত বহুতর পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ এই সর্বোপদ্রবনিবারক কলস-সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৪০—৪১। এই প্রকার আরও শুভপ্রদ দিব্য স্নানমন্ত্র সকল ও তদ্বিত্ত নারায়ণমন্ত্র, কুদ্রমন্ত্র, ব্রহ্মমন্ত্র ও ইন্দ্রমন্ত্র পাঠ করিবে। পরে রাজা স্বঃ আপোহিষ্ঠোতি, হিরণ্যোতি, সন্তবেতি, সর্ব-মঙ্গলেতি, মঙ্গলচতুষ্টয় পাঠ করিয়া কার্পাসবস্ত্র পবিধান করিবেন। তখন মাস্তুলিক শাখার বেগুর ও তুর্য্যের বাদ্য হুইতে থাকিবে। তখন রাজা দেবতা, শুক্ল, ধ্বজ, আয়ুধ, ছত্র, অশ্ব ও গজের পূজা করিয়া, বিজয়মন্ত্রে পরিবৃত্ত অলঙ্কারাদি ধারণ করিবেন এবং দ্বিতীয় দিনে পূজা বেদীতে স্থাইয়া দেবগণের মুখস্বরূপ অগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাহাতে কুদ্র, ইন্দ্র,

প্রজাপত্যে কুমারায় বিশ্বায় বিনায়কে ।  
 সূর্যায় গ্রহরাজায় বরাহায় ত্রিবিক্রমে ॥ ৪৭  
 মাতৃগাং বরদে মাত্রে চামুণ্ডায়ৈ স্বধেতি চ ।  
 নাগরাজায়ানন্তায় ততো রাজা সমাহরেৎ ॥ ৪৮  
 ক্রমেণ সংস্থিতে চর্ম্মগাপবিশেষরোধিপঃ ।  
 বৃষস্ত বৃষদংশস্ত কুরোশ্চ পৃষতস্ত চ ॥ ৪৯  
 তেষামুপরি সিংহস্ত ব্যাঘ্রস্ত চ ততঃ পরম্ ।  
 উপবিষ্টে পুনর্হোমং তৈর্মৈঃ সস্তুতৈস্তিলৈঃ ॥  
 কুদ্রা শেষং সমাপ্তিং স প্রাজ্ঞানিঃ সংস্থিতো  
 বদেৎ ।  
 বাস্তবদেবগণাঃ সর্বে পূজামাদায় পার্শ্বিকং ॥ ৬১  
 সিদ্ধিং দত্তা সুবিপুলং পুনরাগমনায় বৈ ।  
 নৃপতিরতো দৈবজ্ঞান পুরোধাস্চ দ্বিজানর্চয়েৎ  
 গোভূত্বিরণ্যরত্নৈশ্চ অন্তোনোপক্রমাগতান্ ॥ ৬৩  
 শূলদেবান পুরোদেবীন্ নদীকূলচতুষ্পদান্ ।  
 অভয়ঞ্চ জনৈ দেয়ং গজোৎসঙ্গং সমাচরেৎ ॥  
 অলঙ্কৃত্য যথাত্মায়ং সিতৌ তৌ বস্ত্রভূষিতৌ ।  
 দেবদেবীতি বিজ্ঞাপ্য বন্ধনস্থাস্চ মোচয়েৎ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, প্রজাপতি, কার্ত্তিক, বিশ্ব-নাশন গণেশ, গ্রহরাজ সূর্য্য, বরাহ ও ত্রিবি-ক্রম এই কয় দেবতাকে ওকারাদি স্বাহাস্ত্র নামে আহুতি দিবেন এবং ‘চামুণ্ডায়ৈ স্বধা’ বলিয়া মাতৃগণের মধ্যে বরদায়িনী মাতা চামুণ্ডাকে ও নাগরাজ অনন্তকে আহুতি দিবেন। পরে ক্রমশঃ উপর্যুপরি স্থাপিত বৃষ, বৃষদংশ, কুর, পৃষত, সিংহ ও ব্যাঘ্র এই কয় জন্তুর চক্ষের উপর উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় পূর্বোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে সতিল স্বত, হুতি প্রদানপূর্বক পূণাহুতি দিয়া, কুতাজ্জলি হইয়া বলিবেন,—দেবতারা সকলে আমার পূজা গ্রহণ করুন ও পুনরায় আগমনের জন্ত আমায় বিপুল সম্পদ প্রদানপূর্বক আমাকে রক্ষা করুন। এইরূপে দেবাহুতি সমাপন করিয়া দৈবজ্ঞ পুরোধিত ও ব্রাহ্মণদিগকে গোক, ভূমি সুবর্ণ ও রত্নাদি প্রদানে সন্তুষ্ট করিবেন এবং এক দম্পতীকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দেব ও দেবী বিবেচনায় পূজা করিবেন ও বন্ধ



নমো বিচিহ্নাঙ্গ স হৃষ্টা ন তু পুরহুতগমান্ ।  
বিভানুরূপভাবৈশ্চ পুরে পূজাং সমারভেৎ ॥৬৬  
সিংহাসনং সমাশ্রায় চতুর্কে স্তুতদ্যোতিতৈঃ ।  
নাস্তি লোকে স উৎপাতো যো হুনেন ন শাম্যতি  
মঙ্গলপ্রাপং নাস্তি যদস্মাদতিরিচ্যতে ।

আধিরাজ্যার্হিনো রাজঃ পুত্রজন্মভিকাজ্জিহ্বঃ  
তৎ পূর্বমভিষেকেন বিধিরেষ প্রশস্ততে ।  
দেবেন ব্রহ্মণে দত্তং তেনাপ্যুশনসে পুনঃ ॥ ৬৯  
উশনাচ্চ শুকঃ প্রাপ্তস্ততো দেবসভে গতম্ ।  
মহেন্দ্রার্থমুবাচেদং বৃহৎকীর্তির্বৃহস্পতিঃ ॥ ৭০  
স্থানমায়ুঃ প্রজারুদ্ধিঃ সৌভাগ্যকরমুত্তমম্ ।  
অনেনৈব চ তোষেন হস্তাশ্বা আপজ্ঞেতু যঃ ॥  
তস্মায়বিনির্মুক্তং পরাং বুদ্ধিমবাপুয়াৎ ।  
প্রতিসংবৎসরং কার্যমভিষেকস্ত পার্থিবৈ ॥ ৭২  
মাণ্ডলীকনরেন্দ্রাণাং সামন্তাধিপতৈঃ পি বা ।  
সামন্তানাং সদা কার্যং বিদ্বৈশ্বরমখং শুভম্ ॥৭৩

অপরাধীদিগের বন্ধন মোচন করিয়া নিজ  
বিভবানুসারে স্বভবনে উৎসব করিবেন । পরে  
চতুর্কোণে প্রজ্জলিত স্তুতপ্রদীপযুক্ত সিংহাসনে  
আরোহণ করিবেন । সংসারে এমন কোন  
উৎপাতই নাই, যাহা এই প্রক্রিয়ায় উপশমিত  
না হয় এবং এমন কোন মাতুলিক কর্মই নাই,  
যাহা ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে ।  
রাজার্থী বা পুত্রকাম রাজার পক্ষে এই অতি-  
ষেকাবধি প্রথমে নির্দিষ্ট আছে । এই বিধানটি  
প্রথমে মহাদেব ব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা শুক্রকে  
বলিয়াছিলেন । শুক্রাচার্য্য হইতে বৃহস্পতি  
অবগত হন, তাহাতেই দেবসভায় ইহার  
আগম আছে । কারণ, যশস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের  
কল্যাণার্থ দেবসভায় ইহা ব্যক্ত করেন । ইহাতে  
আয়ুর্বুদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ হয় । যিনি এই-  
রূপ মন্ত্রপুত সলিলে হস্তীকে বা অশ্বকে স্নান  
করান, তিনি নির্বাধি হইয়া উত্তরোত্তর বুদ্ধি-  
লাভ করেন । রাজার, সামন্তপতির ও মণ্ডলে-  
শ্বরের এই বিধানে প্রতিবর্ষেই অতিষেক  
হইবে । বিশেষতঃ এই বিনায়কবাগ সামন্ত-

স্থিয়া বা লক্ষণোপেতা যন্ত বা লভতেহমুখম্ ।  
তশ্চৈদং কারয়েৎ স্নানং সর্বকামপ্রসিদ্ধিদম্ ॥  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পুষ্যাভিষেকো নাম  
সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

### অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মন্ত্রকৃবাচ ।

গোতীর্থে ধনকামায় ধনকামায় সঙ্গমে ।  
মাতৃস্থানেষু সৌভাগ্যং স্নানানে মৃতপুত্রিকাম্ ॥  
জীর্ণে কূপে কাকবক্ষ্য্যং পুষ্করিণীতটে শুভে ।  
নিত্যং বিনায়কস্থানে স্নাপয়েত কুমারিকাম্ ॥২  
রক্তবাসোত্তরীয়াস্ত যন্তা নোৎপাদ্যতে নরঃ ।  
নদ্যাশ্চ পশ্চিমে কূলে লেখ্যস্তীর্থেষু চাগ্রতঃ ॥  
মাতৃগাং বামভাগে তু যজ্ঞস্থানেষু তাং দিশি ।  
তলে তু \* একবৃক্ষস্ত মধ্যো চৈব চতুঃপথে ॥ ৪

দিগের অবশ্যকর্তব্য, কিংবা যে নারী সুলক্ষণা  
বা সুখিনী হইবার প্রার্থনা করে, তাহাকেও  
এই সর্বাভীষ্টপ্রদ মন্ত্রে স্নান করা-  
ইবে । ৫২—৭৪ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

### অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

মন্ত্র কহিলেন,—ধন-কামনায় গোতীর্থে ও  
সঙ্গমস্থানে, সৌভাগ্য লাভের জন্ত মাতৃস্থান-  
সমুদয়ে স্নান করিবে । মৃতবৎসাকে স্নানানে  
এবং কাকবক্ষ্যাকে পুরাতন কূপে বা সুপরি-  
ষ্কৃত পুষ্করিণীতটে স্নান করাইবে । যাহার পুত্র  
হইতেছে না, সেই নারীকে রক্তবস্ত্র পরিধান  
করাইয়া প্রত্যহ গণেশ-সন্নিধানে স্নান করাইবে  
এবং নদীর পশ্চিম কূলে সোপানোপরি মাতৃ-  
গণের মূর্তি লিখিয়া একটা মন্ত্রমাকার অঙ্কিত  
করিবে, কিংবা উহা যজ্ঞভূমির অগ্নিকোণে  
বা একটা বৃক্ষের তলদেশে চতুঃপথের মধ্য

ঐশান্যামিতি পাঠান্তরম্ ।

নিখেৎ পূর্বেণৈব রণে শ্মশানে নৈর্ধ্বতে নিখেৎ  
 জীর্ণকূপে যথেষ্টপ্ত পূর্বতস্তোত্তবেণ তু ॥ ৫  
 ঐশান্ধ্যামেকলিঙ্গে তু যাম্যাং বন-আরাময়োঃ ।  
 ত্রিকটস্তোত্তরে ভাগে আধারস্তাষ্টপদে নিখেৎ  
 নৈর্ধ্বতে লেখামায়তনেষু পৃষ্ঠতঃ \* \* \* ।  
 বায়ব্যাং বাক্রণীমধ্যে গোষ্ঠে চৈব যথেষ্পয়া ॥ ৭  
 নৈর্ধ্বত্যাং যাম্যামধ্যে তু পুলিনে তু সমালিখেৎ ।  
 কোবেরী-ঐশানীমধ্যে সঙ্গমে চ সমালিখেৎ ।  
 তভাগাং পদশতেনৈব লিপেদ্বিক্রম্যথেষ্পয়া ॥ ৮  
 এতে স্থানা ময়াখ্যাতা স্থানশ্রেষ্ঠাশ্চ দোষকাঃ ।  
 ভয়ং মৃত্যুং করিস্যন্তি গোত্রোৎসাদং দরিদ্রতাম্  
 মজ্জসিদ্ধির্ন জায়েত সূতশ্চৈব বিনশ্যতি ।  
 কুলক্ষয়মতো যাতি সতৃত্যশশুবাক্ষবাঃ ॥ ১০  
 আদৌ ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাৎ কুব্বীত মণ্ডলম্  
 দশস্তামুসরাংশ্চৈব ক্ষুটিতাং বিষমাং তথা ।  
 কক্ষীকং গ্রামধানঞ্চ অন্তভাং তাং বিবর্জয়েৎ ॥

লিখিবে । যুদ্ধভূমিতে পূর্বদিকে ও শ্মশান-  
 স্থলে নৈর্ধ্বতকোণে লিখিবে না । পুরাতন  
 কূপের যে কোন দিকে লিগিলে পারিবে ।  
 পূর্বতের উত্তরদিকে, একলিঙ্গ স্থানের ঐশান-  
 কোণে, বন বা উপবনের দক্ষিণদিকে,  
 ত্রিকোটস্থানের উত্তরভাগে দেবালয়ের  
 ঐর্ধ্বতকোণে বা পশ্চিমদিক ও বায়ুকোণের  
 মধ্যে, গোষ্ঠে যে কোন দিকে, নদী-পুলিনে  
 দক্ষিণদিক ও নৈর্ধ্বতকোণের মধ্যভাগে  
 নদীসঙ্গম-স্থলে উত্তরদিক ও ঐশানকোণের  
 মধ্যভাগে এবং তভাগের একশত পদ অতি-  
 ক্রম করিয়া যে কোন দিকে যথেষ্টায়  
 লিখিবে । ১—৮ । এই আমি শ্রেষ্ঠ স্থান  
 সকল কীর্তন করিলাম । এক্ষণে তুষ্টি স্থান-  
 সমুদয় বলিতেছি ; যে সকল স্থানে উক্ত  
 কার্য্য করিলে ভয়, মৃত্যু, বংশনাশ ও দারিদ্র্য  
 হয়, মজ্জসিদ্ধি হয় না, পুত্র নষ্ট হয় । এবং  
 তৃত্য, পণ্ড, বন্ধু ও বাক্ষবেরসহিত স্বয়ং বিনষ্ট  
 হইয়া থাকে । প্রথমে ভূমির পরীক্ষা করিবে,  
 পরে মণ্ডল আঁকিবে । উচ্চাবচ, কার, ছিদ্র-  
 বহল, বাক্ষীক ও দুর্গমভূত্যাগ অত্যন্ত অন্ত-

দশস্তা ক্রেশবহলা উষরে তু ধনক্ষয়ঃ ।  
 ক্ষুটিতে মরণং জেয়ং বিষমে শত্রুতো ভয়ম্ ।  
 বল্লীকে অনপত্যার্থং গ্রামে ধানে অনির্ধ্বতম্ ॥  
 সুষমাং শাদ্রলাং ভূমিং কূর্ম্যপৃষ্ঠোন্নতা চ যা ।  
 পূর্বপ্রবা বৃদ্ধিকরী নরাণাঞ্চ শুভপ্রদা ॥ ১৩  
 মৃত্যোভয়ং দক্ষিণতোহর্থক্ষয়ং \* \* \* ।  
 পশ্চিমতো বলং দদত্যুত্তরতঃ ।  
 নৈর্ধ্বতে শস্যাদ্ভয়মাগ্নেয়ামগ্নিদাহশ্চ ॥ ১৪  
 ঐশান্ধ্যাং কামদা মহী বায়ব্যাং শত্রুতো ভয়ম্ ।  
 অষ্টৌ দিগ্ভিভাগা ময়াখ্যাতাস্ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ  
 গ্রহান পাপান্ হনেচ্ছতো রক্তোহপি চ গণান্  
 হনেৎ ।  
 কৃষ্ণঃ সর্বঃ তান \* হন্তি পীতকন্তু বিনায়কান্ ।  
 পিশাচান্ বাক্ষসাংশ্চৈব হরতে হরিতো রজঃ ।

জনক, সূত্রাং ঐ সকল স্থান ত্যাগ করিবে ।  
 কারণ উচ্চাবচ ভূমিতে ক্রেশভোগ, উষরে  
 ধনক্ষয়, গর্তময়ে মরণ ও দুর্গম ভূমিতে শত্রু-  
 ভয় উপস্থিত হয় । বল্লীক-ভূমিতে মণ্ডল  
 লিখিলে সম্ভান হয় না । যে ভূমি নব-ভূগম্য  
 ও সুষমা অথবা কচ্ছপের পৃষ্ঠেব মত যাকার  
 আকার, তাহাতেই ঐ কৰ্ম্ম করিবে । যে  
 ভূভাগের পূর্বভাগা নিম্ন, তাহাষ্ট মনুষ্যের  
 সর্ববিধ কল্যাণ ও অভ্যুদয় সম্পাদন করে ।  
 দক্ষিণাবনত ভূমিতে মরণভয়, পশ্চিমাবনত  
 ভূমিতে বলক্ষয় ও উত্তরাবনত ভূ-পৃষ্ঠে মণ্ডল  
 লিখিলে বলরুদ্ধি হয় । যে ভূমির নৈর্ধ্বতকোণ  
 নিম্ন, তাহাতে উক্ত কার্য্য করিলে শত্রুভয়,  
 অগ্নিকোণাবনত ভূভাগে অগ্নিভয়, ঐশানা-  
 বনত ভূমিতেই অস্তীষ্টলাভ হয়, বায়ুকোণ  
 নিম্ন থাকিলে শত্রুভয় উপস্থিত হয় । এই  
 অষ্টদিকের গুণ-দোষ পর্যালোচনা করিয়া পরে  
 কর্ম্মারম্ভ করিবে । যে ভূমির রক্ত রক্তবর্ণ,  
 তাহাতে কার্য্য করিলে, পাপগ্রহ দূরীভূত হয় ।  
 কৃষ্ণরজা ভূমিতে সকল অন্তত বিনাশ হয়,  
 পীতরজা ভূমিতে সকল বিষ দূর হয় ও হরি-

কুদ্রবক্ষা হরির্দেবী সর্বদেবন্ত পঞ্চমম্ ॥ ১৭  
আকাশাৎ কৃষ্ণকো জাতঃ পৃথিবীঃ হরিতাঃ বিতুঃ  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়পাদে  
কাম্যাস্তানস্থাননিক্রপণং নামাষ্ট্র-  
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

মন্ত্রকবাচ ।

সর্বকামপ্রদং পুণ্যং গুণযাগং বদামি তে ।  
হিতায় সর্বলোকানাং পার্থিবানাং বিশেষতঃ ॥ ১  
বিনায়কঃ কৰ্ম্মবিষ্মসিদ্ধার্থং বিনিম্বোজিতঃ ।  
গণানামাধিপত্যে চ কুদ্রেণ ব্রহ্মণা পুরা ॥ ২  
ভেনোপলক্ষিতং কৰ্ম্ম লক্ষণানি নিবোধত ।  
অপ্নেহবগাহতেহতার্থঃ জনং যুগ্মং চ পশুতি ।  
কাষায়বাসমশ্চেব ক্রবাদাংশ্চাবরোহতি ॥ ৩  
অস্ত্যৈজর্গদৈ ভক্টেভ্যঃ সৈহেকত্রাবতিষ্ঠতি ।

দ্বর্ণ ভূমিতে পিণাচ ও রাক্ষসাদির বিনাশ হয় ।  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও তুর্গা ইহাদিগকে যথা-  
ক্রমে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও হরিদ্বর্ণের ভূমির  
অধিষ্ঠাতা জানিবে । ১—১৮ ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মন্ত্র করিলেন,—এক্ষণে আমি সর্ব-  
লোকের হিতার্থে সর্বাভীষ্টপ্রদ পরম-পবিত্র  
বিশেষতঃ রাজাদের হিতকর গুণযাগের বিষয়  
বলিতেছি । পূর্বে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, গণেশকে  
সকল কৰ্ম্মের বিষ্ণু বিনাশন কার্যে ও গণ-  
সমূহের আধিপত্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন ।  
সেই গণেশের সন্তোষই এই কৰ্ম্মের মূল বলিয়া  
ইহার নাম গণযাগ । ইহা কোন্ সময়ে অবশ্য-  
কর্তব্য, তাহা বলিতেছি । যদি কেহ স্বপ্নে  
আপনাকে জনাধো নিমগ্ন দেখে এবং কেশ-  
হীন যুগ্ম বা কাষায়-বস্ত্রধারী ও বিকৃতমুখ  
ব্যক্তিদিগকে অবলোকন করে, কিংবা আপ-

ব্রজমানং তথা স্তানং মন্ততেহমুগতং পরৈঃ ।  
বিমনা বিকলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ ॥ ৪  
ভেনোপস্থষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ ।  
কুমারী ন চ ভর্তারমপহাং গর্ভিনী তথা ॥ ৫  
আচার্য্যহং শ্রোত্রিচ্চ শিষ্যো নাধায়নং তথা ।  
বানগ্রা তন্মু চাপ্রোতি কৃষীকৈব কৃষীবলঃ ॥ ৬  
অপনং তস্ম কৰ্ত্তব্যং পুনোহহি বিধিপূর্বকম্ ।  
গৌরসর্ষপককোলসুতোনোৎসাদিতস্ম চ ॥ ৭  
সর্বৌষধৈঃ সর্বগন্ধৈর্বিলিপ্তাশিরসস্তথা ।  
ভদ্রাসনোপাবেষ্টস্য স্মৃতি বাচ্য দ্বিজান্ শুভান্ ॥ ৮  
অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্ বল্লীকাং সঙ্গমাদ্ভক্ষাং ।  
স্মৃতিকাং রেচনাং সন্ধান্ গুগ্গলুকাপ্পানিক্ষিপেৎ  
যদা কৃতং হোকবর্গৈশ্চতুর্ভিঃ কলসৈর্হদাৎ ।  
চক্ষুণ্যালব্ধে রক্তে স্থাপ্য ভদ্রাসনং তথা ॥ ১০  
সহস্রাক্ষশতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্ ।  
ভেন হামতিষিঞ্চামি পাবমান্তঃ পুনস্ত তে ॥ ১১

নাকে উষ্ট্র-গর্দভাদি নিকৃষ্ট জন্তুর সহিত ও  
অস্ত্যজাতির সহিত একত্র অবস্থিত দেখে,  
কিংবা নিজের পশ্চাৎ কাহাকেও ধাবমান  
হইতে দেখে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির কোন  
কার্যই সফল হয় না ও সে অকারণ ক্রমশঃ  
বিষন্ন হইতে থাকে এবং তিনি রাজপুত্র হই-  
লেও সেই দুর্নিমিত্ত বশতঃ রাজ্যলাভ করিতে  
পারেন না । কুমারী হইলে সংপতি লাভে,  
গর্ভিনী হইলে সন্তান লাভে ও শিষ্য হইলে  
গুরুসন্নিধানে বেদ-শিক্ষায় বাক্যত হন । শুদ্ধ  
ব্রাহ্মণ হইলেও আচার্য্য হইতে ও উত্তম  
কৰ্ম্মক হইলেও সূক্ষ্মী লাভ করিতে পারেন  
না । তাহ'র সেই দুঃস্বপ্ন-দোষ-নিবারণের জন্ত  
পুণ্যদিনে যথাবিধি গৌরসর্ষপ ও ককোল-  
মিশ্রিত সর্বৌষধিজলে স্নান করাইয়া মন্তকে  
বিবিধ গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিয়া ভদ্রাসনে  
বসাইয়া উত্তম ব্রাহ্মণ দ্বারা স্মৃতিবাচন করা-  
ইবে এবং অশ্বশালা, হস্তিশালা, বল্লীকস্থান  
ও তীর্থ সঙ্গমাদি হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকা এবং  
চন্দন, গুগ্গলু ও রোচন জলমধ্যে নিক্ষেপ  
করিবে এবং ভদ্রাসনের সমীপে রক্তচক্ষুধারে

ভগং তে বরুণং রাজা ভগং সূর্য্যবহম্পতী ।  
 ভগং মিত্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো বিহুঃ ॥ ১২  
 যৎ তে কেশেযু দৌর্ভাগ্যং সৌমন্তে যচ্চ যুর্দ্ধনি ।  
 ললাটে কর্ণয়োঃ ক্লেবোরাপস্তদ্ব্যস্ত তে সদা ॥ ১৩  
 স্নাতস্ত সার্বপং তৈলং শ্রবেণোড়্বরেণ তু ।  
 জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সযোন পরিগৃহতে ॥ ১৪  
 সিতশ্চ সন্মিতশ্চৈব তথা শালকটকটাঃ ।  
 কুশাণ্ডরাজপুত্রাংশ্চ যজ্ঞে স্বাহাসমযুক্তম্ ॥ ১৫  
 নামভির্বল্লিমৈশ্চ নমস্কাবসমযুক্তৈঃ ।  
 দদ্যাৎ চতুস্পথে স্থপং কুশানাস্তৌর্য্য সর্ষতঃ ॥ ১৬  
 কুশাকুতাংস্তুল্যাংশ্চ পশুনৌদনমেব চ ।  
 মৎস্তান্ পকাংস্তথা বামান্ ধানানি বিবিধানি চ  
 পুষ্পাংশ্চিত্রান্ স্নগন্ধাংশ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি  
 মূলকং পুরিকাপুপাংস্তথৈবোণ্ডোরকশ্রজঃ ॥ ১৮  
 দধিপায়সময়স্বক শুভবেষ্টিতমোদকান ।  
 বিনায়কস্ত জননৌমুপতিষ্ঠেৎ ততোহন্বিকাম্ ॥ ১৯

হৃদয়ালে পুরিপূর্ণ একবর্ণের চারিটি কুণ্ড  
 স্থাপন করিবে এবং “যেমন পূর্বে ঋষিগণ  
 শতচ্ছিন্ন কলস দ্বারা দেবরাজের পবিত্র অভি-  
 ষেক করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তেমনি  
 অভিষেক করিতেছি ১০—১১ । রাজা বরুণ,  
 সূর্য্য, বৃহস্পতি, মিত্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিগণ সক-  
 লেই তোমার সৌভাগ্য জানিতেছেন । তোমার  
 কেশ সমুদায়ে, সৌমন্তস্থলে, ললাটে, কর্ণে, বক্ষে  
 যে কিছু দৌর্ভাগ্য আছে, সে সকল তাঁহারা  
 দূর করুন এবং ঈজীয় উদ্ভবপাত্রস্থিত সার্বপ  
 তৈল তোমার স্নানের সাহায্য করুক ।” এই  
 সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তস্থিত কুশ-  
 মুষ্টিয় সাহায্যে মস্তকোপরি কলসজল সেন্ন  
 করিবে এবং স্বাহাস্ত ও নমস্কারযুক্ত নাম  
 উল্লেখ করিয়া কুশাণ্ড রাজপুত্র প্রভৃতি বিষ-  
 দায়কদিগের আত্মতা প্রদ্বন্দ্বন করিবে । পরে  
 চতুস্পথে কুশচয় আকৃত করিয়া তদুপরি  
 সূর্য্যের পূজা করিবে এবং তাঁহাকে নানাবিধ  
 অন্ন, মৎস্ত, আম-মাংস বিচিত্র স্নগন্ধি পুষ্প,  
 ত্রিবিধ সুরা, দধি, পায়সার ও শুভনির্ম্মিত

দুর্কাসর্বপপুষ্পাণাং কুশার্ঘ্যপুষ্পমঞ্জলিম্ ।  
 রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যভগবতি দেহি মে  
 পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান কামাংশ্চ দেহি মে  
 ততঃ শুক্রাশ্রয়ধরঃ পুষ্পগন্ধানুলেপনঃ ।  
 ব্রহ্মণান্ ভোজনং দদ্যাদবস্তুযুগ্মাং গুরোরপি ॥ ২১  
 এবং বিনায়কং পূজ্যং গ্রহান্ পূর্ব্ববিধানতঃ ।  
 অসাধ্যেন প্রসাদেন গুরুদেবদ্বিজার্চনম্ ।  
 কৰ্ম্মণা ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ২২  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিনায়কমণ্ডলপূজাশ্রানবিধি-  
 র্নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

### সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ওঁ বিনায়কায় গৌ নমঃ । গাং হৃদয়ায় নমঃ ।  
 গীং শিরঃ । গুং শিখা । গৈং নেত্রে ।  
 গৌ কবচম্ । গং অস্ত্রম্ ॥ ১  
 এতৈঃ সর্ষং প্রকর্তব্যং মণ্ডলৈঃ সোপপাতকৈঃ

মোদকাদি প্রদান করবে এবং তথায় গণেশ-  
 জননৌ অধিকান্তেও দুর্কা, সর্বপ, পুষ্পাদির  
 অঞ্জলি প্রদানে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিবে,  
 —হে মাতঃ ! আমার সুন্দর রূপ, যশ, ভাগ্য,  
 পুত্র, ধন ও সকল অভীষ্ট প্রদান করুন ।  
 পরে শুক্রবসন পরিধানপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যে ও  
 স্নগন্ধি চন্দনে দেহরাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন  
 করাইবে । গুরুকে বস্ত্রপ্রদানে বরণ করিয়া  
 পূর্ব্ব-বিধানে গণেশকে ও নবগ্রহকে পূজা  
 করিবে । এইরূপ অর্চনা করিলে অস্ত্রের  
 হুস্ত্রাপ্য, গুরু, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রসাদ-  
 বলে অসামান্য সম্পদ লাভ হয় । ১২—২২ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

### সপ্ততিতম অধ্যায় ।

একণে গণেশের ব্রহ্মবিধান বলিতেছি ।  
 ওঁ বিনায়কায় গৌ নমঃ । গাং হৃদয়ায় নমঃ ।  
 গীং শিরসে স্বাহা । গুং শিখাটয় ববট্ । গৈং



বা হাশি শক্রহোয়াগ্নি-দিনরাত্র্যর্দ্ধগামি তু ॥ ২  
 এবং মণ্ডলবিস্তারিতৈর্মহরাজতভাস্করৈঃ ।  
 পটে বা লিখিতা ভূর্জে মন্দিরায়ুঃ প্রদায়কাঃ ॥ ৩  
 নরাণাং বাণযোধানাং তুরগেভ-রষোষ্ট্রযোঃ ।  
 নানাদ্যাক্ষরসংক্রান্তা হেমলেখনির্নাদীরাং ॥ ৪  
 মদকুক্ষুমকপূররোচনারপলেখিতাঃ ।  
 গোময়েন সবৎসায়্যা ভূমাবয়তি তেন তু ॥ ৫  
 পবনমাতৃমধ্যস্থং যোড়শানাস্ত কুদ্রগম্ ।  
 দ্বিগুণস্থং গুণাস্তমং মণ্ডলাভুগতং কৃতম্ ॥ ৬  
 পাণিকণ্ঠকটিবস্ত্রকদেবাবপটগম্ ।  
 মন্তুবারণসংক্রান্ত পূজিতং ধনপুত্রদম্ ॥ ৭  
 বস্ত্রহেমমালাগন্ধকস্তুর্বা গুরুচন্দনৈঃ ॥ ৮  
 ফলৈলাঘস \* \* \* \*  
 জাতীচম্পকউশীরপূজিতং স্নাতমধ্যাগম্ ॥ ৯  
 সিতভাবোপচারেণ আরোগ্যায়ুঃপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ১০  
 রক্তপীতাসিতানীলকামস্তম্ভনমোহজৈঃ ।  
 কর্তব্যং সর্বকার্যেষু কালকাত্ত সমুদ্রয়ে ॥ ১১  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়পাদে  
 রক্ষাবিধানং নাম সপ্ততিতমো-  
 হধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নেষে । গৌ কবচম্ । গঃ অশ্রম্ । এই কয় মন্ত্র  
 সুবর্ণ বা রক্তভের কলকে কিংবা পটে বা ভূর্জে  
 পত্রে মণ্ডলাকারে লিখিয়া ধারণ করিলে আয়ু-  
 র্দ্ধি হয় এবং বাণযোদ্ধা, অশ্ব, হস্তী, রথ বা  
 উষ্ট্রে, হস্তিমদে, কুক্ষুমে গো রোচনা দ্বারা  
 সুবর্ণের পাতে নামের আদ্যক্ষর মাত্র লিখিয়া  
 বাঁধিয়া দিলে কোন ভয়ই থাকে না এবং  
 সবৎসা গোক্ষর গোময় দ্বারা ভূমিতে যোড়শ  
 মাতৃমণ্ডল ৩ একাদশ কুদ্র লিখিয়া তন্মধ্যে ঐ  
 কবচ লিখিলে সকল আপদ দূর হয় । অথবা  
 ঐ রক্ষাকবচ হস্তে কণ্ঠে কটিদেশে ধারণ  
 করিলে বা পরিধেয়বস্ত্রমধ্যে বাঁধিলে ধন-পুত্র  
 লাভ হয় এবং মন্তু হস্তীতে আরুঢ় হইয়া বস্ত্র,  
 মালা, গন্ধ, চন্দন, কস্তুরী, অগুরু ও স্বর্ণভূষণে  
 বিভূষিত হইয়া লোকের পূজাপাত্র হন ।  
 স্নাতমধ্যস্থিত এই রক্ষামণ্ডল জাতীপুষ্প চম্পক  
 পুষ্প ও উশীর দ্বারা পূজিত এবং কপূর-

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পাণিষাভু কৃত্য রক্ষা বহুধা কুদ্রলাঙ্ঘিতা ।  
 তদ্বর্ণদসংখ্যাতা গজকুস্তম্বমাহবে ॥ ১  
 পরশৈস্তবিনাশায় পীতপুষ্পাদিপূজিতা ।  
 সর্বকামপ্রদা রক্ষা আদ্যবর্ণাণিপলাঙ্ঘিতা ॥ ২  
 আদ্যবর্ণকৃত্য স্তম্বা চন্দ্রমধ্যাগতা পুনঃ ।  
 সিতপুষ্পোপচারেণ জ্বরদাহশ্রমাপহা ॥ ৩  
 তেজোবর্ণগতা রক্ষা তমুগুরুকৃত্যভুগা ।  
 নাগাবিরূপসম্পূর্ণা বিষভূতজ্বাপহা ॥ ৪  
 বায়ুবীজকৃত্যপীড়া সপতাকা সিতাঙ্ঘিতা ।  
 চালনে পরশৈস্তব বিধিনামেন কল্লিতা ॥ ৫  
 বটকাঠে খফলকে বহিস্তম্বনবা \* মূনে ।  
 রক্ষ্যং তাঋফলকে জগীতনিবারণী ॥ ৬

ভাগোপচার সম্পন্ন হইলে আরোগ্য ও আয়ু-  
 র্দ্ধিপ্রদ হয় । রক্ত, পীত কৃষ্ণ, এবং আনীল  
 মণ্ডল কামস্তম্বন ও মোহনকার্য্যে কর্তব্য,  
 আর সর্বকার্য্যসমৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণ মণ্ডল  
 কর্তব্য । ১—১১ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় !

কুদ্রবীজ-লাঙ্ঘিত রক্ষামণ্ডল রাজতম-  
 নিবারক, দ্বাত্রিংশৎকুদ্রবীজ-লাঙ্ঘিত রক্ষামণ্ডল  
 গজকুস্তে স্থাপিত হইলে যুদ্ধজয় হয় । পীত-  
 পুষ্প-পূজিত রক্ষামণ্ডল পরশৈস্ত-বিনাশের  
 হেতু । আদ্যবর্ণ লাঙ্ঘিত রক্ষামণ্ডল সর্বকাম-  
 প্রদায়ক । আদ্যবর্ণ এবং যমবীজস্থিত  
 কপূর মধ্যাগত রক্ষামণ্ডল গুরু-পুষ্পোপ-  
 চারে পূজিত হইলে জ্বর, দাহ ও  
 শ্রম অপনোদন করে । তেজোবর্ণযুক্ত রক্ষা-  
 মণ্ডল নাগাধিশ্বরূপ, তাহাতে বিষ-ভূত-জ্বর  
 বিনষ্ট হয় । বায়ুবীজ-শোভিতমস্তক পতাকা  
 কপূরযুক্ত মণ্ডল পরশৈস্ত-উৎসাদনে বিহিত ।  
 বটকাঠফলকে লিখিত রক্ষামণ্ডল বহিস্তম্বনকর,

\* বহিস্তম্বনকর ইতি পাঠান্তরম্ ।

কীরচন্দ্রযুতাস্তহা দাহতাপশমে মতা ।  
কলহোমাথ বা মম্বা কলদা স্তততর্পণা ॥ ৭  
পুষ্পহোমা জঘং দদ্যানায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ।  
তর্পণাবসকুষ্ঠাদি সর্বকামফলপ্রদা ॥ ৮  
আদিত্যস্ত চ বর্ণেন কালবর্ণেন বা যুনে ।  
চতুর্বাহস্যযুক্তঃ পূজিতো মধুসূদনঃ ॥ ৯

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়পাদে  
রক্ষাতিমুর্তিস্থূর্ত্যতত্ত্বভেদপূজানামৈক-  
সম্প্রতিভমোহধায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বিসম্প্রতিভমোহধায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

দুর্গাণাঞ্চ পুরাণাঞ্চ প্রমাণায়ামসংস্থিতম্ ।  
যথাবচ্ছোতুমিচ্ছামি সর্বলোকসুখাবহাম্ ॥ ১  
বৃহস্পতিকবাচ ।

সৃষ্টাদৌ কথিতা ব্রহ্মণ ব্রহ্মণামিতভেজসা ।

তাত্মফলকৈ নিখিত রক্ষণমণ্ডল জরশীত-  
বিনাশক, তুষ্ণ, কর্পূর ও স্নাতমধ্যস্থিত রক্ষা-  
মণ্ডল দাহতাপপ্রশমের হেতু । রক্ষামঞ্জের  
কল দ্বারা হোম, স্তব দ্বারা তর্পণ করিলে  
সম্পূর্ণ ফল হয় । পুষ্প দ্বারা হোম করিলে  
জঘ, আয়ুর্ভিক্ষি, আরোগ্য এবং সম্পত্তি লাভ  
হয় । কুষ্ঠাদি দ্বারা তর্পণ করিলে সর্বকাম-  
ফলপ্রাপ্তি হয় । আদিত্যবর্ণ এবং কালবর্ণ  
দ্বারা ক্রদ্রতর্পণ ক্রদ্রদেবই বিধান করিয়াছেন ।  
সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রহ্লাদ এবং বাসুদেব এই  
চতুর্বাহস্যযুক্ত মধুসূদন পূজিত হইয়াও রক্ষা  
বিধান করেন । ১—২

একসম্প্রতিভম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বিসম্প্রতিভম অধ্যায় ।

বসিষ্ঠ বলিলেন,—দুর্গ এবং নগরের  
প্রমাণ, বিস্তার এবং সংস্থান-পরিপাটী যথাযথ  
অবণ করিতে অভিলাষী । কেননা, উহা  
সর্বলোকের সুখাবহ । বৃহস্পতি বলিলেন,—

স্বর্ভুলোকবিভাগস্ত পাতালতলবাসিনাম্ ॥ ২  
জম্বুদ্বীপে যথা লোকা নিবসন্তি সুখার্গিনঃ ।  
তথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথা শব্দুঃ পুরাববীৎ ॥ ৩  
সর্বেষাং সুরসজ্জানাং যথ ব্রহ্মা উবাচ হ ।  
পূর্বে নিকামচারিণ্যো হনিকেশাশ্রয়াবদন ॥ ৪  
প্রজাঃ সর্বাঃ সৃষ্টিত্যা ভয়দ্বন্দ্ববিবর্জিতাঃ ।  
পৃথুঃ শাসদিমাং পৃথ্বীং ধর্ম্যবদ্ব্যন্যবস্থিতঃ ॥ ৫  
প্রজা লোভং গতা বিপ্র কামক্রোধবলেন চ ।  
কামং স্ত্রীষু প্রবৃত্তাসু নিশুস্তব শগা যদা ॥ ৬  
তদা সদাভবৎ সিদ্ধিঃ কল্পবৃক্ষসমুদ্ভবা ।  
দেবাপি মেরুমাচ্ছরা দুর্গং দানবশঙ্করা ॥ ৭  
ততো ব্রহ্মা সমাধায় বিশ্বকর্ম্মমহামতিম্ ।  
গৃহাণি চক্রিণে তাসু প্রজাসু সূহেতবে ॥ ৮  
জলশীতাতপাদীনাং প্রতিঘাতায় চক্রিণে ।  
যথাত্রীতির্ঘথাযোগং নিবেতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥  
মকুধবনু নিম্নেষু পর্বতেষু নদীষু চ ।

হে ব্রহ্মণ! সৃষ্টি-প্রারম্ভে অমিতভেজা ব্রহ্মা  
স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের বিভাগ নির্দেশ  
করেন । আর লোকে সুখাভিলাষী হইয়া  
যেভাবে জম্বুদ্বীপে বাস করে, তাহা আমি  
বলিতেছি । এ প্রসঙ্গও শিব পূর্বে বলিয়া-  
ছিলেন, ব্রহ্মাও সকল দেবগণের নিকট  
তাহা কৌতূহল করেন । পূর্বে সকল লোকেই  
স্বচ্ছন্দচারী, গৃহহীন, সৃষ্টিচক্রে ও ভীতি-  
শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ববর্জিত ছিল । তৎপরে পৃথু  
রাজা ধর্ম্যপথে থাকিয়া এই পৃথিবী শাসন  
করেন । স্ত্রীজাতি যথেষ্টচারিণী থাকাতে  
লোকে কিছু ক্রমে কামক্রোধবলে লোভগ্রস্ত  
হয় । লোকে যখন শুষ্ক নিশুস্ত অশুরের  
অধীন, তখন কল্পবৃক্ষ হইতে ইষ্টসিদ্ধি  
হইত । দেবগণ তখন দৈত্যভয়ে স্তম্ভিত রূপ  
দুর্গ আশ্রয় করেন । অনন্তর ব্রহ্মা মহামতি  
বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করিয়া সেই সব লোকের  
জল, শীত ও রৌদ্রের কষ্ট দূর করিয়া সুখ-  
বিধানের উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন ।  
প্রীতি এবং উপকরণাদি সংগ্রহানুসারে পৃথক্  
পৃথক্ গৃহ নির্মিত হইল । মকুধমিতে, নিম্ন

সংপ্রযান্তি চ দুর্গানি ধাত্তং পর্বতমোদকম্ ॥ ১  
যথাকালং যথাদেশং সমেষু বিষয়েষু চ ।  
নগরং সন্নিবেশানি দুর্গাণ্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ১১  
ততস্ত্ব মাপয়ামাস সখেটানি পুরানি চ ।  
গ্রামানি চ যথাভোগং তথৈবাস্তঃপুরানি চ ॥ ১২  
তেষামায়াসবিজ্ঞানং সন্নিবেশান্তরাণি চ ।  
চকুস্ততো যথাপ্রজ্ঞং মিহা মিহান্মনোহস্কুলে ॥  
মানার্থানি প্রমাণানি তদা প্রভৃতি চক্রিরে ।  
তান্ন রেণু কচং লিঙ্কা যুকা যবক্রমষ্টধা ॥ ৪  
গুণিতা হস্কুলং বিপ্র যথাষ্টকমুদাহৃতম্ ।  
দেবাস্কুলং সমাপ্যাতং স্বং স্বং সর্বেষু চাস্কুলম্  
যবাস্কুলপ্রদেশাচ্চ হস্তকিস্কুধনুং যি চ ।  
দশ অস্কুলপর্কানি প্রাদেশ ইতি সংক্রিতং ॥ ১৬  
অস্কুঠস্ত প্রদেশিত্তা বাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে ।  
তালঃ স্মৃতো মধ্যময়া গোকর্ণচাপ্যনাময়া ॥ ১৭

স্থান, পর্বত এবং নদী সমীপে যে যে দুর্গ  
আশ্রয় কবা যায়, তাহা মরুদুর্গ, পর্বতদুর্গ  
এবং জলদুর্গ। দেশকালানুসারে সম-ল-  
স্থানে ও বিষমস্থানে দুর্গ স্থাপন কর্তব্য।  
তৎকালে নগর এবং দুর্গ সন্নিবেশিত হইল।  
সামান্ত্র নগর, গ্রাম এবং অন্তঃপুর, আর  
তৎসমুদয়ের নৈর্ঘা, বিস্তার, সন্নিবেশান্তর  
জ্ঞানানুসারে মাপিয়া মাপিয়া প্রস্তুত করা  
হয়। তৎপ্রভৃতি পরিমাণে যোগী মান-বাব-  
হার হইয়াছে। জালান্তরগত সূর্য্যাকিরণে  
যে সূক্ষ্ম ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা  
অসরেণু; অষ্ট অসরেণু এক লিঙ্কা, তিন  
লিঙ্কায় এক রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে  
এক গৌরসর্ষপ। ছয় গৌরসর্ষপে এক যব।  
অষ্টযবে এক অস্কুলি। ইহা দেবাস্কুল।  
সকল কার্য্যেই কিন্তু কর্তার অস্কুল মানদ্বলে  
গ্রাহ্য। যব, অস্কুল, প্রাদেশ, হস্ত, কিস্কু  
এবং ধনু এই সব পরিমাণ। দশ অস্কুলি-  
পর্কে এক প্রাদেশ। অস্কুঠ এবং তর্জুনীর  
বিস্তার, প্রাদেশ নামে অভিহিত। অস্কুঠ ও  
মধ্যমার বিস্তার তালসংজ্ঞক, অস্কুঠ ও অনা-  
মিকার বিস্তার গোকর্ণ এবং অস্কুঠ ও

কনিষ্ঠার বিস্তারিত্ত্ব দ্বাদশাস্কুল ইয়াতে।  
অরতিস্কুলানুক্রমঃ সংখ্যায়া হেকবিংশতিঃ ॥ ১৮  
চত্বারি বিংশতিশ্চৈব হস্তঃ স্মাদস্কুলানি তু ।  
কিস্কুঃ স্মৃতো দ্বিবিংশতিঃ দ্বিচত্বারিংশদস্কুলৈঃ ॥ ১৯  
চতুর্হস্তে ধনুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ ।  
ধনুঃসহস্রে দ্বৈ ক্রোশো গব্যুতির্দ্বিগুণং মতম্ ॥  
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রানি যোজনং ভবতে নৃণাম্ ।  
এবং মানবিভাগেন ব্যবহারঃ স্থিতো ভূবি ॥ ২১  
ক্রান্তোত্তরপ্লেবে ভূমৌ পুরং দুর্গঞ্চ শস্যতে ।  
চতুরশ্বমথারতং ত্রাশং দীর্ঘমথাপি বা ।  
পুং যথাক্রমাৎ শ্রেষ্ঠং মধ্যমোত্তমকন্ডসম্ ॥ ২২  
সমস্তাদ্ যোজনাশৃষ্টাবৈশ্রং দেবপুরং মতম্ ।  
দশহৈ বৈকবং প্রাচঃ ষষ্টিমানস্ত শাকরম্ ॥ ২৩  
দশ ত্রাশাং তথা পঞ্চ সামান্তং সার্বভৌমিকম্  
যোজনান্দীর্ঘমানানি পুর্বাণি সন্নিবেশয়েৎ ।  
মধ্যে রাজগৃহং কার্য্যং বিপ্রাণাকৌত্তরাদিতঃ ॥  
ক্রমাচ্ছৈবাণি কার্য্যানি প্রকৃতির্বাহকঃ পুর্বাৎ ।

কনিষ্ঠার বিস্তার বিতস্তি, বিতস্তি দ্বাদশাস্কুল।  
অরতি একবিংশতি অস্কুল। চতুর্বিংশতি  
অস্কুলে হস্ত। দুই অরতি এক কিস্কু; কিস্কু-  
পরিমাণ দ্বিচত্বারিংশৎ অস্কুলি। চতুর্হস্তে  
ধনু, দণ্ড, নালিকা, যুগ। দুই সহস্র ধনু  
(৮ সহস্র হস্ত) এক ক্রোশ। দুই ক্রোশে  
এক গব্যুতি। অষ্টসহস্র ধনু মাত্ৰযুগলের  
যোজন। এই প্রকার মান-ব্যবহার পৃথি-  
বীতে প্রচলিত। দেশানুগুণনিয় ভূভাগে  
নগর এবং দুর্গ স্থাপন প্রকৃত। চতুর্কোণ বৃত্ত,  
ত্রিকোণ এবং দীর্ঘ নগর যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ,  
মধ্যম, উত্তম এবং কনিষ্ঠ। চতুর্দিকে অষ্ট-  
যোজন যে নগর, তাহা বৈকবপুর, দ্বাদশ-  
যোজন নগর বৈকবপুর, ষষ্টিযোজন  
পরিমিত নগর শৈবপুর। ১—২৩। দশযোজন  
পরিমিত নগর ত্রাশপুর এবং যোজন পরিমিত  
নগর সামান্ত সার্বভৌমিকপুর। সাধারণ  
নগর ক্রোশ-পরিমিত হইবে। রাজগৃহ নগর-  
মধ্যে হইবে। উত্তরাদি দিক্চতুর্দিকে ত্রাশাদি  
চতুর্কর্ণের বসতি যথাক্রমে হইবে। তদন্ত

বসেয়রস্তথা দোষো বর্ণসঙ্করজো মহান ॥ ২৬  
 কৃত্রিমেষু চ দুর্গেষু চেষ্টপ্রাকারকল্পনা ।  
 চতুঃপঞ্চকমানেন কল্পয়েদ্বিধিনা যুনে ॥ ২৭  
 ষাটিকারচিতং কার্যং প্রণালীভিঃ সমন্বিতম্ ।  
 চতুর্দ্বাষ্টাথবা ত্রীণি দ্বৌ বা ভূমিবশান্তবেৎ ॥ ২৮  
 নবদুর্গাসমেতঞ্চ সশিবং ভূজগাবিতম্ ।  
 নগরং সর্বতোভদ্রং কর্তব্যং কচকং পি বা ॥ ২৯  
 স্বস্তিকং মধ্যমং কার্যং কুমারীপুরমেব চ ।  
 চতুঃপথচতুর্ভুজং সর্বকামসুখাবহম্ ॥ ৩০  
 ছিন্নকর্ণং বিনাসকং দুঃস্থিতং কুশদুর্বলম্ ।  
 নগরং ন প্রশংসন্তি গর্তবিক্রং বিভেদিতম্ ॥ ৩১  
 অগ্রতঃ স্বল্পপ্রাসাদং ছিন্নভ্রাণং বিদুর্বুধাঃ ।  
 দ্বিমুখং কর্ণহীনস্ত কুশং মধ্যেকুশং বিদুঃ ॥ ৩২  
 দুঃস্থিতং নিঃশ্রং যাম্যস্ত নৈখাতং ধনদুর্বলম্ ।  
 সৌম্যং সর্বসুখাচ্ছাদি পুরিতং বাকুণং বশম্ ॥  
 যাম্যাম্যুঃপ্রদং পূর্ণনগরং শ্রীতিবর্দ্ধনম্ ।

নৌচজাতির বসতি যথাক্রমে পুরবাছে হইবে ।  
 এইরূপ না হইলে মহান বর্ণসঙ্কর দোষ ঘটিয়া  
 থাকে । কৃত্রিম দুর্গে ইষ্টকের প্রাকার করিবে ।  
 চার পাঁচটি প্রাকার যথাবিধি কল্পনীয়  
 প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ খাত-পরিবৃত করিবে ।  
 খাতের প্রণালী রাখিবে । এই প্রণালী ভূমি-  
 বিশেষানুসারে চারিটি, আটটি, তিনটি বা  
 দুইটি কর্তব্য । নবদুর্গা, শিব এবং নাগ-  
 প্রতিমায়ুক্ত নগর সর্বতোভদ্র । কচক-নগরও  
 এইরূপ । স্বস্তিক নামক নগরের মধ্যে কুমারী-  
 পুর স্থাপনীয় । স্বস্তিক নগরে চারিটি চতুঃপথ  
 থাকিবে । স্বস্তিক-নগর সর্বকামসুখাবহ ।  
 নাসাহীন, কর্ণহীন, কুশ, দুঃস্থিত দুর্বল, গর্ত-  
 বিদ্ধ এবং বিভেদযুক্ত নগর প্রশস্ত নহে ।  
 নগর সম্মুখে প্রাসাদ অল্প থাকিলে সেই  
 নগর নাসাহীন ( বিনাস বা ছিন্নভ্রাণ ) নামে  
 অভিহিত । দ্বিমুখ নগর কর্ণহীন-পদবাচ্য ।  
 মধ্যে কুশ যে নগর, তাহাই কুশপদবাচ্য ।  
 দক্ষিণনিম্ন নগর দুঃস্থিত নামে অভিহিত ।  
 নৈখাতনিম্ন নগর দুর্বল বা ধনদুর্বল নামে  
 অভিহিত । উত্তরভাগে পরিপূর্ণ যে নগর, তাহা

ঈশবাসবসংপূর্ণ-সর্বরোগ্যসুখপ্রদম্ ॥ ৩৩  
 মধ্যং চতুঃপথোপেতং ন চ তং পীড়য়েৎ কচিৎ ।  
 ব্রহ্মস্থানং হিতং বিশ শিবস্ত স দা স্থিতঃ ॥ ৩৪  
 চতুর্কিংশতিনাড্যন্ত হস্তানষ্টশতং পরম্ ।  
 অত্র মধ্যং প্রশংসন্তি ব্রহ্মেৎকুষ্টবিবর্জিতম্ ॥  
 অথ কিছুশতান্ত্রষ্টৌ প্রাহুর্মুখ্যং নিবেশনম্ ।  
 নগরার্কঞ্চ বিকৃতং খেটং গ্রামং তদর্কতঃ ॥ ৩৭  
 নগরাদ্ যোজনং খেটং খেটাদ্গ্রামার্কযোজনম্ ।  
 দ্বিক্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমাচতুর্ধনুঃ ॥ ৩৮  
 ত্রিংশদ্বনুগ্রামমাত্ঃ সীমামার্গো দর্শনৈব তু ।  
 ধনুঃষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ কৃতঃ ॥ ৩৯  
 নবাজিরথনাগানামসহাধনুসংখরঃ ।  
 ধনুঃষি চৈব চত্বারি শাখারথাস্ত নিশ্চিতাঃ ॥ ৪০  
 ত্রিকরাশ্চাপরথাস্ত দ্বিকরাশ্চাপরথাকাঃ ।  
 জজ্ঞাপথশ্চতুঃপাদাস্তপদা দ্গৃহান্তরম্ ॥ ৪১

সর্বসুখানন্দজনক, পশ্চিমভাগে নগর সর্ব-  
 বশকারী এবং দক্ষিণভাগে পরিপূর্ণ যে নগর  
 তাহা আয়ুঃপ্রদ এবং শ্রীতিবর্দ্ধন । ঈশান-  
 কোণে বা পূর্বদিকে পরিপূর্ণ নগর সর্বরোগ্য-  
 সুখদায়ী । মধ্যপূর্ণ চতুঃপথোপেত নগর কদাচ  
 পীড়িত হইবার নহে । এইরূপ নগর ব্রহ্ম-  
 স্থান ; শিব তথায় সর্বদা অবস্থিত । হে  
 বিপ্র ! এরূপ নগর হিতজনক । দ্বাদশক্রোশ  
 অষ্টশত হস্ত মধ্যনগরের পরিমাণ, মধ্যনগর  
 সর্বদিকে সমান হইবে, হাসবুদ্ধি থাকিবে না ।  
 অষ্টশত কিছু মধ্য নিবেশন । খেট বা বিকৃত  
 নগরার্ক পরিমিত । গ্রাম, খেটের অর্ক । খেট  
 নগর হইতে যোজন মাত্র ব্যবহিত, খেট হইতে  
 গ্রাম অর্কযোজন । দুইক্রোশ হইল পরম সীমা ।  
 চারিধনু পরিমিত স্থান ক্ষেত্রসীমা । ত্রিংশৎ-  
 ধনুঃ গ্রামের নূন পরিমাণ । সীমাপথও দশ-  
 ধনুঃ । আর শ্রীমান্ রাজপথ দশধনু অর্থাৎ ৪০  
 হস্ত বিস্তীর্ণ হইবে । এইরূপ হইলে মনুষ্য,  
 অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগের অবাধ সঞ্চরণ হইতে  
 পারে । শাখাপথ চারিধনু হইবে । ২৪—৪০ ।  
 উপরথ্যা ( পথবিশেষ ) তিনহস্ত, অন্নরথ্যা  
 ( তদন্তর্গত পথ ) দুইহস্ত পরিমিত হইবে ।



ব্যতীপাদস্বর্গপাদঃ প্রাথম্যঃ পাদিকঃ স্মৃতঃ ।  
 অবচরঃ পরিচারঃ পাদমাত্রসমস্ততঃ ॥ ৪২  
 প্রাবৃত্তিকালে তু সাবিত্রী কৰ্তব্য। অন্তথা নহি ।  
 বাহ্যকার্য। পুৰ্ব্বাধিগত উষ্ট্রলোকবর্জিতঃ ॥ ৪৩  
 ন বিশেষ্যেচোকরঃ বক্তাঃ তস্মিন্ পালো ভবেদমৌ  
 এবং নগরেহংকে সিন্ধে পুরেষু চ মহামুনে ।  
 ততো মেঘাকৃতিঃ দুর্গঃ কল্পয়ন্তি নৃপোক্তমাঃ ॥ ৪৪  
 সহজং গিরিদুর্গকং কৈলাসং শাক্তরং যথা ।  
 তথা চাত্রাপি দ্রষ্টব্যং বহুতোয়গৃহাণি নম ॥ ৪৬  
 আখ্যাতঃ সম্পন্নঃ বিনা দৈবজলং শুভম্ ॥  
 সার্কিয়োজনমানস্ত যমঃ দৌৰ্ঘমখাপি বা ।  
 শ্রেষ্ঠং মধ্যং ভবেদকং পাদান্তঃ কৰ্ত্তব্যং ভবেৎ ॥  
 ক্রোশং ক্রোশাৰ্কিয়ং দুর্গং শ্রেষ্ঠমাত্মনোযিগঃ ॥  
 ইযুর্ন চটেতে যত্র অধস্তাৎ প্রেরিতো মুনে ।  
 পথস্তেন ধনুয়তা তত্র সংস্কারমাবভেৎ ॥ ৫০  
 চতুর্দিক্ স্বদেশান্তদুর্গং দৈবকৃতং নৃপম্ ।  
 কারঘ্নেয়ুক্রযোগ্যস্ত সপ্তগ্রামশতাবৃতম্ ॥ ৫১  
 দুর্গে কৃতে চতুর্দিক্ মণ্ডলং ন বিশতরৈঃ ।  
 বীকধাসারসংরোধাৎ পাকিগ্রাহভয়দাপি ।  
 দুর্গং চতুর্বিধং জ্ঞেয়মাপৎশ্রয়কারণম্ ॥ ৫২

জ্ঞাপ্যপথ চতুর্পাদপরিমিত ত্রিপদের পর  
 গৃহান্তরসংজ্ঞা। ব্যতীপাদ অর্কিপাদ পরিমিত,  
 প্রাথম্য (যজ্ঞীয় স্থানবিশেষ) পাদপরিমিত  
 হইবে। অবচার এবং পরিচার (স্থানবিশেষ)  
 চারিদিকে পদমাত্র পরিমিত। \* এইরূপ নগরে  
 মেঘাকৃতি দুর্গ রাজগণ নির্মাণ করিয়া থাকেন।  
 গিরিদুর্গ হইল স্বাভাবিক, যেহেতু শিবের দুর্গ  
 কৈলাস বহুজল-গৃহপূর্ণ গিরিদুর্গ পৃথিবীতেও  
 সেইরূপ দ্রষ্টব্য। সমুদ্র সার্কিয়োজন পরিমিত,  
 এতদপেক্ষা দৌৰ্ঘ দুর্গও শ্রেষ্ঠ। তদক দুর্গ মধ্য।  
 তৎপাদপরিমিত দুর্গ কনিষ্ঠ। উচ্চে ক্রোশ বা  
 ক্রোশাৰ্কি যে দুর্গ তাহা শ্রেষ্ঠ। প্রশস্ত ধাতুক  
 কৰ্ত্তব্য অধ্বাদেশ হইতে নির্মিত বাণ যে  
 পর্যন্ত উঠিতে পারে, দুর্গমান তদূচ্চ হইবে।  
 দুর্গ যাহাতে যুদ্ধযোগ্য হয়, তাহা কৰ্ত্তব্য। দুর্গ

\* মূলে পাঠ প্রমাদ আছে।

ওদকং পার্শ্বতঃকৈব ধাষনং বনজং তথা ।  
 চহারো মূলদুর্গে তু দ্বিতেদাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥  
 অন্তদ্বীপং স্থলকৈব শুভাপ্রাস্তরমেব চ ।  
 প্রোক্তং নিক্রদকং স্তম্ভমিরিগ্যাখ্যং তথৈব চ ॥  
 খাজনকৈব বিজ্ঞেয়ং স্তম্ভগহনমষ্টমম্ ।  
 আপো দ্বিধা গতা যত্র তদন্তদ্বীপমুচ্যতে ।  
 বিজ্ঞেয়ং তন্নদীদুর্গমিত্যুবাচোশনা স্বয়ম্ ॥ ৫৫  
 স্থলমুন্নতদেশঃ স্তাদগাঁধসলিলাবৃতম্ ।  
 জলদুর্গং দ্বিতীয়ং স্তাৎ তড়াগসরসোচ্চ যৎ ॥  
 গিরীণামস্তরালং যদেবদ্বারং সূদুর্গমম্ ।  
 শুভাখ্যং পর্বতং দুর্গং প্রবদন্তি মনৌষিগঃ ॥ ৫৭  
 প্রোক্তুর্দকবিচ্ছিন্নং সোপসারং সুসংস্কৃতম্ ।  
 প্রান্তরং গিরিদুর্গং স্তাৎ সর্বদুর্গমূলকণম্ ॥ ৫৮  
 বহির্নিঃসলিলং দুর্গং তুণরুপবিবর্জিতম্ ।  
 জ্ঞেয়ং নিক্রদকং স্তম্ভং সদাদুর্গবিধায়কৈঃ ।  
 এতদেককং বিজ্ঞেয়মিরিগং সোমরং বুধৈঃ ॥ ৫৯  
 স্থলকারজলোপেতং দ্বিতীয়ং ধাষনং মুনে ।  
 পূর্বমনুষ্যং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং সোমরং স্মৃতম্ ॥

সপ্তশত-গ্রামাবৃত হইবে। দুর্গের চতুর্দিকে  
 একপাতাবে বীকধাদি সমাবেশ করিবে, যেন  
 তাহাতে শত্রু প্রবিষ্ট হইতে না পারে।  
 বিপদের আশ্রয় দুর্গ চতুর্বিধ। জলদুর্গ, গিরি-  
 দুর্গ, মরুদুর্গ এবং বনদুর্গ। এই চতুর্বিধ মূলদুর্গ  
 দুই প্রকার ;—অন্তদ্বীপ, স্থল, শুভা এবং  
 প্রান্তর আর নিক্রদক, ঈরিণ, খাজন এবং  
 স্তম্ভগহন। দুইদিকে জল মুখায় প্রবাহিত,  
 সেই স্থান অন্তদ্বীপ। তাহাই নদীদুর্গ, ইহা  
 শুক্রবাক্য। অগাধ সলিলাবৃত উন্নত দেশ  
 জলদুর্গ। তড়াগ বা সরোবরের মধ্যস্থিত দুর্গও  
 জলদুর্গ। গিরির অন্তর্বর্তী দুর্গ শুভাধুর্গ।  
 প্রোক্তুর্দক-কোদিত সুসংস্কৃত প্রান্তরই  
 গিরিদুর্গ। গিরিদুর্গ সর্বদুর্গ হইতে উৎকৃষ্ট।  
 বাহিরে বৃক্ষ তুণ পর্যন্তবিবর্জিত বর্জলাশয়  
 শূন্য দুর্গই নিক্রদক-দুর্গ। ঈরিণদুর্গ দুই  
 প্রকার ;—কারভূমি ও স্থলকার-জলযুক্ত এক  
 প্রকার, মরুভূমি অপর প্রকার ; মরুভূমিরূপ  
 দ্বিতীয় ঈরিণদুর্গ কারযুক্ত এবং কারহীন এই

এতাবাস্ত বিশেষঃ স্তাঙ্কানং দ্বিবিধং পুনঃ ।  
 খণ্ডনাখ্যং পুনর্ভেদং সজ্জনাধারকর্মম্ ॥ ৬১  
 স্তোকবৃক্ষসমায়ুক্তং বনদুর্গং প্রকীর্তিতম্ ।  
 প্রোক্তুদ্রতকসংযুক্তং স্তম্বাখ্যং গহনং বিদুঃ ॥ ৬২  
 বনদুর্গং দ্বিতীয়স্ত প্রবদন্তি মনৌষিণঃ ।  
 নদীপর্বতদুর্গেষু চতুঃপার্শ্বিণি আবসেৎ ॥ ৬৩  
 বর্ণোক্তমহিতে তে হে সর্বকামপ্রসাধকে ।  
 ধাষনং বনদুর্গঞ্চ আটব্যাং তৎ প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৪  
 বসন্তি স্তেন বিধিনা যথোদ্দিষ্টেন তে মুনৈঃ ॥ ৬৫  
 অস্ত্রেহপি চ ভবিষ্যন্তি দুর্গাশ্রয়সমাপ্রিতাঃ ।  
 তেহপি তেষু যথাযোগ্যং তিতকার্যরতাঃ সদা ॥  
 খণ্ডক্ষেপিতসংস্কারং দ্রব্যানাং নিচয়ান্তথা ।  
 রক্ষাক্ষেপ যথাশাস্ত্রং কুর্যাদুর্গেষুতন্ত্রিতঃ ॥ ৬৭  
 দুর্গোৎপত্তেচ্চতুর্থাংশং দুর্গেষু বোপযোজয়েৎ ॥  
 খণ্ডক্ষেপিতসংস্কারং ক্রিয়াদৌ নিত্যকর্মণি ।  
 ভর্তৃব্যপোষণে পাদং কোষমর্কং প্রবশয়েৎ ॥  
 দেশকালবশাদপি কল্পনৌযৌ ব্যাঘ্রাব্যৌ ।  
 প্রাকারপরিখাদৌনাং কল্পয়েদ্ বা পৃথক পৃথক ॥

দুইপ্রকার । স্মৃতরাং মরুদুর্গই দুই প্রকার  
 হইল । অল্প বৃক্ষযুক্ত কর্দম-জলভূমিদুর্গই ধাঙ্কন  
 নামক বনদুর্গ । অতি উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ-  
 যুক্ত দুর্গই স্তম্বগহন দুর্গ । ইহা দ্বিতীয় বনদুর্গ ।  
 নদীদুর্গে এবং পর্বতদুর্গে রাজা যতপূর্বক বাস  
 করিবেন । এই দুর্গদ্বয়ই বর্ণশ্রেষ্ঠগণের হিত-  
 জনক এবং এই দুই দুর্গই সর্বকামসাধক ।  
 মরুদুর্গ এবং বনদুর্গ আটব্যা, অথাৎ জঙ্গলী ।  
 বন্য রাজাদের তাঁহা বাসযোগ্য । দুর্গাশ্রিত  
 রাজাঃমাত্রেই যথাসম্ভব, আশ্রয়দুর্গের হিত  
 কর্তব্য । দুর্গ সম্বন্ধে খণ্ডক্ষেপিতসংস্কার, দ্রব্য-  
 সঞ্চয় এবং রক্ষা নিরালম্বে রাজার কর্তব্য ।  
 রাজা দুর্গের আয়ের এক চতুর্থ অংশ দুর্গের  
 খণ্ডক্ষেপিত সংস্কারাদি কার্যেই লাগাইবেন ।  
 ভর্তৃব্য পোষণে এক চতুর্থ অংশ ব্যয় করিবেন,  
 অর্ক কোষে সঞ্চিত করিবেন । অথবা দেশকাল  
 বিবেচনা করিয়া ব্যয় অব্যয় স্থির করিবেন ।  
 সমগ্র দুর্গ-সংক্রান্ত ব্যয় একেবারে নির্ধারণ  
 করিবেন । অথবা প্রকার-পরিখাদির জন্ত

দ্রব্যানাং নিশ্চয়ার্থঞ্চ সারগ্রামান্ মহর্ষিকান্ ।  
 পরিখাধনং নিত্যং নিত্যং বপ্রবিবর্জনম্ ॥ ৭১  
 প্রাকারোপচয়ং নিত্যং নিত্যং ধাত্তাদিসংগ্রহঃ ।  
 শরীরস্ত শরীরীবা পোতৌ পোতস্ত বা যথা ।  
 তথা দুর্গস্ত কার্যেষু দুর্গাচারহিতো ভবেৎ ॥ ৭৩  
 আপদঃ সুলভা রাজ্যং তেষাং দুর্গঃ প্রতিক্রিয়া  
 দুর্গেষু মতিমাংস্তস্মিন্ন প্রমাদ্যোত কহিচিৎ ॥  
 সুপ্রভুতা বিরুধানাং সর্বলোকোপকারিণাম্ ।  
 স্বাম্যাদৌনামল্লচ্ছিত্তাবেকং দুর্গং বলং বিদুঃ ॥ ৭৫  
 কতোহপ্যাপৎপ্রতীকারৌ মহাদেবপ্রমাদতঃ ।  
 তস্করাঃ খণ্ডয়ন্ত্যেব নরং নিদ্রালু-কামিকম্ ।  
 আলস্তনিচয়োপেতং সাপসারসুরক্ষিতম্ ॥ ৭৭  
 যস্ত দুর্গং মহোত্তরুর্ভূষাং তস্ত মণ্ডলম্ ।  
 দুর্গং দুর্গগুণোপেতং যস্ত রাজ্যঃ সুসম্ভূতম্ ।  
 অনুচ্ছেদাঃ স শক্রনাং যাতি মিত্রাণি চাপদি ॥  
 অদুর্গস্ত পুনঃ শীঘ্রমভিযুক্তো বলীয়সা ।

পৃথক পৃথক ব্যয় নির্ধারণীয় । দ্রব্যসঞ্চয়ার্থ  
 মহাসমৃদ্ধ শস্তভূমিগ্রাম সকল স্থাপন করিবে ।  
 নিত্য পরিখা-ধনন, বিপ্রপূজা, প্রাকার বর্জন  
 এবং নিত্য ধাত্তাদি-সংগ্রহ কর্তব্য । শরীরী  
 যেমন শরীরের হিতে নিযুক্ত, পোতস্বামী যেমন  
 পোতহিতে তৎপর, সেইরূপ দুর্গস্বামী দুর্গহিতে  
 নিরত হইবেন । রাজাদের বিপদ সুলভ ।  
 দুর্গ সেই বিপদের প্রতিকারোপায় ।  
 অতএব বুদ্ধিমান রাজা সেই দুর্গবিষয়ে কখন  
 অসাবধান হইবেন না । আত্মপক্ষেই অবিরুদ্ধ  
 সর্বলোকোপকারী স্বাম্যাদি-উচ্ছেদে প্রতি-  
 বন্ধক বলিয়া দুর্গ এক প্রধান বলরূপে গণ্য ।  
 প্রমত্ত রাজার আপৎপ্রতিকার কদাচিৎ কোন-  
 রূপে হইলেও প্রহরিগণ নিদ্রালু এবং আলস্ত  
 যুক্ত হইলে, তস্করেরা তাহাদিগকে যেমন  
 বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আলস্ত সুরক্ষিত রাজা-  
 কেও নষ্ট করিয়া থাকে । ৪১—৬৭ । যে  
 নরপতির দুর্গ, শত্রুপক্ষীয়েরা আক্রমণ করিতে  
 না পারে ; দুর্গের যে সমস্ত গুণ থাকা  
 আবশ্যক, সেই সকল গুণরাশিতে ঐহার মণ্ডল  
 পরিপূর্ণ, শত্রুপক্ষীয়েরা তাহার কিছুই করিতে

উৎসেধবধবন্ধানামেকমাপোহ্যসংশয়ম্ ॥ ৭৯ ॥  
 তস্মাৎ সূকৃতরক্ষেষু দীর্ঘকালঃ সহিষ্ণবঃ ।  
 দুর্গেষু নিচয়াঃ কার্য্যা দ্বিগুণা দ্বাদশাদিকাঃ ।  
 অশেষশ্নেহধান্তাদি তৈষজালবণানি চ ॥ ৮০ ॥  
 শুকশাকাদিকবল্লরং ক্ষারগন্ধকৃপানি চ ।  
 অক্ষার্য যবসং কাষ্ঠং সারদাকুণি বেণবঃ ॥ ৮১ ॥  
 স্নায়ুলোহাশ্মচর্ম্মানি বন্ধারণ্য বিঘাণি চ ।  
 শস্ত্রমাবরণং যজ্ঞং বিঘাণান্ত্রিয়যুক্তাঃ ॥ ৮২ ॥  
 শরা ধনুঃ প্রাসাশ্চ কৃতার্য্যঃ কাণ্ডকল্পনাঃ ।  
 কচগ্রাহিণাকুদ্ধানাববজাঃ শণরজ্জবঃ ॥ ৮৩ ॥  
 দাত্তিক দূতয়ঃ কুণ্ডা ভূষুণ্ডা দুষয়ুস্তথা ।  
 ব্যাঘ্রী শতঘ্রী রোষণ্যা জলযজ্ঞানি মুদগরাঃ ॥ ৮৪ ॥  
 ইতোবমাদয়ঃ কার্য্যা নিচয়া দুর্গচিহ্নকৈঃ ।  
 পুরাণমিতি যদ্রব্যং কীটাদ্যপহতঞ্চ যৎ ॥  
 নবং প্রক্ষিপ্য তাবৎ তদ্রায়ং তৈশ্চৈব কারয়েৎ ।  
 তাবতা হি ব্যাঘ্রাভাবে দৃষ্টা কালাসহিষ্ণুতাম্ ॥

নবানাং পরিবর্তেন ক্ষিপেজ্জনপদেষু বা ।  
 রক্ষেদশকুলীমেকস্তা রক্ষেচ্ছতিকো দশ ॥  
 দশৈতাশ্চিহ্নং যৈদেকং চতুর্থাং শাংপুরস্ত বা ।  
 গর্ভাগমং মনুষ্যাণাং নিমিত্তং স্থানমেব চ ॥  
 কালমর্থপ্রমাণঞ্চ বিদ্যাশকুলাধিপঃ ।  
 মানুযাগ্রং কুটুম্বস্ত বিভবে যাতি জীবকে \* ॥  
 বায়ং বিবাহসদৃশং দানগ্রাহঞ্চ ততঃ ।  
 নাপৃষ্টা প্রবিশেৎ কশ্চিদায়াস্তং বা প্রবেশয়েৎ  
 কারণং মোক্ষকালঞ্চ বিজানীয়াদুয়োরাপি ।  
 অভ্যাগতোহন্তদেশীয়ো নৈকরাত্নাৎ পরং বসেৎ  
 সুস্থরন্তেহন্তদা তস্তা প্রবেশাতাব এব চ ।  
 অন্তদেশাগতং পণ্যং প্রবেশস্তং নিবাসিভিঃ ॥  
 দাতব্যং প্রতিপণ্যঞ্চ তৈরেব হি বিনিঃসৃতম্ ।  
 দুর্গোপযোগি যদ্রব্যং ধাত্তং বা বন্ধনাদিকম্ ॥  
 তস্তা কুর্ঘাদনির্কাহং কীটাদ্যপহতাদৃতে ।  
 নানিবন্ধো বসেৎ কশ্চিন্ন লিঙ্গী ন চ ভিক্ষকঃ ॥

না পারিয়, অবশেষে মিত্রতা করে। ষাঁহার  
 দুর্গ ভালরূপ নাই, বলবান্ শত্রু আক্রমণ  
 করিলে, তাঁহার উচ্ছেদ, বধ-বন্ধনাদির মধ্যে  
 একটা অবশ্যই হয়। অতএব দুর্গ সুরক্ষিত  
 করা উচিত এবং তথায় দীর্ঘকাল-স্থায়ী,  
 অন্ততঃ বার বৎসরের উপযুক্ত দ্রব্যাদি দ্বিগুণ  
 পরিমাণে রাখা উচিত। তৈলাদি নানাবিধ  
 শ্নেহদ্রব্য, ধাত্তাদি, লবণ, ঔষধ, শুকশাকাদি,  
 ক্ষার, তৃণাদি, অক্ষার যব, কাষ্ঠ সারকাষ্ঠ, বংশ,  
 স্নায়ু, লোহ, প্রস্তর, চর্ম্ম, বন্ধল, বিষ, শস্ত্র,  
 আবরণ, যজ্ঞ, শৃঙ্গ, শর, ধনু, প্রাস, কুদ্ধাল,  
 শণরজ্জু, দাত্ত, কুণ্ড, ভূষুণ্ডী, জলযজ্ঞাদি বিবিধ  
 যজ্ঞ, মুদগর ইত্যাদি আবশ্যিক দ্রব্য সমুদয়  
 দুর্গমধ্যে রাখা উচিত। দুর্গের যে সমস্ত  
 দ্রব্য পুরাতন এবং কীটাদিযুক্ত হইয়াছে,  
 তাহারই ব্যয় করিয়া, নূতন দ্রব্য সঞ্চয় করিবে  
 যখন দেখিবে, দুর্গের যাবতীয় দ্রব্যের ব্যয়  
 হইতেছে না, অথচ অধিককাল থাকিবে না,  
 তখন নূতন দ্রব্য পরিবর্তন করিয়া সেই সমস্ত  
 দ্রব্য জনপদমধ্যে দান করিবে। একজন  
 দশকুলের অধিপতি হইবে, তাহার আবার

দশশতের অধিপতি হইবে। এইরূপে  
 দশজনে নগরের এক-চতুর্থভাগ রক্ষা করিবে।  
 যে দশকুলের অধিপতি, সে মনুষ্যদিগের  
 গমনাগমন, বিপদাশঙ্কা, অর্থ কাল প্রমাণাদি  
 পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কুটুম্বের কোন কার্য্যাদি  
 উপস্থিত হইলে স্থানান্তরে যাইতে পারে।  
 বায়, বিবাহসদৃশ, দানগ্রহণ প্রভৃতি কোন  
 বিশেষ কার্য্য না থাকিলে কাহাকেও প্রবেশ  
 বা নির্গম করিতে দেওয়া উচিত নয়।  
 প্রবেশার্থী ও বহির্গমনার্থী এ দুইয়েরই প্রবেশ  
 ও নির্গমের কারণ অবগত হইবে এবং  
 তাহাদের পুনঃ প্রবেশাদির কারণও অবগত  
 হইবে। কোন বিপদাশঙ্কা না থাকিলে  
 অভ্যাগত বিদেশী ব্যক্তিকে এক রাত্রির জন্ত  
 বাস করিতে দেওয়া যায়। বিপদাশঙ্কা  
 থাকিলে প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। অন্তদেশাগত  
 কোন পণ্যদ্রব্য আসিলে স্থানীয় লোকে তাহা  
 লইয়া আপনাদের প্রতিপণ্য তাহাদিগকে  
 দিবে। ধাত্ত, বন্ধনাদি যে সকল দ্রব্য দুর্গোপ-

জীবিকৈঃ ইতি পাঠ্যম্ ।

ন শস্ত্রিণো ন চোন্নতো ন বাগ্জীবকুশীলবো ।  
 প্রবেশয়েন্ন চাক্ষাতান্ প্রাক্প্রাবিশ্যেচ্চ শোধয়েৎ  
 আয়ুধীয়েরশূতানি সদা দ্বারানি কারয়েৎ ।  
 আগামিনাঞ্চ নার্বানামুপভোগায় কল্প যৎ ॥ ১৬  
 বিক্রয়ং সৰ্বপণ্যানাং বহিঃ সূনাসুরাসু চ ।  
 অদ্বারেণপ্র বিষ্টশ্চদ্বারেণাসময়েহপি বা ॥ ১৭  
 দি 'দচ্ছেদনং দণ্ডো বধো রাজপরিগ্রহঃ ।  
 কুর্যাদগ্নিনিষেধার্থং সাতত্যাদবঘোষণম্ ॥ ১৮  
 প্রক্ষেপাং পটলেভ্যশ্চ তুণজাতং ঘনাত্যয়ে ।  
 মৌপহস্তাদমেধোন ন গর্ভৈর্নাপ্যবস্করৈঃ ॥ ১৯  
 গৃহকাষ্ঠভূগৈর্বাপি বিটমার্গং ন বোধয়েৎ ।  
 অন্তোন্তালোকে কৰ্ত্তব্যং স্থানকং স্থানকাস্তুরাৎ  
 প্রাকারবাল্হমেকৈকং চরেয়ুনিষি রক্ষিণঃ ।

যোগী, তাহা কীটাদি-বিদ্ধ না হইলে, বায়  
 করিবে না। বিশেষ কোন কার্য না থাকিলে  
 কাহাকেও বাস করিতে দিবে না। চিহ্নধারী  
 ভিক্ষুক, সশস্ত্র ব্যক্তি, উন্নত, বাগ্জীবী এবং  
 কুশীলব ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া  
 উচিত নয়। অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির প্রবেশ  
 নিষিদ্ধ এবং যদি পূর্বে কোনরূপে ঐরূপ  
 কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাকে  
 বহিষ্কৃত করা উচিত। ১৮—১৯। দ্বারদেশে  
 সর্বদা সশস্ত্র প্রহরী থাকিবে। যাহা ভবিষ্যতে  
 লাভ হইবে, তাহার অপেক্ষায় কোন কার্য  
 রাখিবে না। সমস্ত পণ্যদ্রব্য একেবারে  
 বিক্রয় করিবে না। মদ্যশালা বহির্দেশে  
 থাকা উচিত। প্রবেশদ্বার ভিন্ন অত্র কোন  
 স্থান দিয়া কিংবা অসময়ে প্রবেশদ্বার দিয়া  
 কেহ প্রবেশ করিলে, উত্তরপাদ ছেদন করিয়া  
 তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবে। অগ্নি-  
 ভয় নিবারণ জন্ত সর্বদা ঘোষণা প্রচার  
 করিবে। অগ্নিভয়ের কাল উপস্থিত হইলে  
 গৃহের চাল হইতে তুণাদি দূরে নিক্ষেপ  
 করিবে। গৃহকাষ্ঠ তুণাদি কিংবা কোন  
 অপবিত্র বস্তু দ্বারা কাহাকেও আঘাত করিবে  
 না। রাত্রিতে লম্পটদিগের গতিরোধ করিতে  
 চেষ্টা করা অসুচিত। আবাস স্থান একপভাবে

ভায়েব ভয়শঙ্কায়াং রাত্রি দরগতেহপি বা ॥ ১০১  
 নিরন্তরাণি কুবীত স্থানকানি প্রযত্বান্ ।  
 ব্যামিশ্রান্তেহপি কৰ্ত্তব্যঃ সৈনিকৈঃ পুরবাসিভিঃ  
 লেখ্যকা বৎসন্তজ্জাতিগোত্রসংখ্যাদিনক্ষিতাঃ ।  
 প্রকারাধিষ্ঠিতং পাদং পাদং সৰ্বত্রচারিণম্ ॥  
 আবদ্ধকবচং মধ্যে বলসার্কং নিবেশয়েৎ ।  
 উষ্ট্রাশ্বাশ্বতরারুঢ়ৈঃ শীঘ্রদূরপ্রযামিভিঃ ॥ ১০৪  
 সংশোধ্য পরিতো ভূমির্দুর্গস্ত দশযোজনাৎ ।  
 যতো যতো ভয়াশঙ্কা তত্র তত্র মহামতিঃ ॥ ১০৫  
 চরৈবিক্তায় রক্তাস্তং কস্ত যোগ্যাং সমাচরেৎ ।  
 ভাণ্ডাগারেষু যত্নেন কোষ্ঠাগারেষু নিত্যশঃ ।  
 জলশালানু সৈন্যজ্ঞাঃ প্রযোজ্যাঃ কুলজাঃস্থিরাঃ  
 ভীতা লুকাস্থা তস্তাঃ ভূতা বাসনিনঃ শঠাঃ ।  
 দাহমদারতা দুর্গে ন কার্যাস্থধিকারিণঃ ।  
 নিত্যং মন্ত্রিজনোপেতং ভিক্ষুশংবৎসরাধিতম্

করা উচিত, যেন এক স্থান হইতে অত্র স্থান  
 দেখা যায়। রাত্রিতে প্রাচীরের এক এক  
 ধারে এক এক জন প্রহরী বিচরণ করিবে।  
 কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকিলে কিংবা রাজ্য  
 দূরেদেশে গমন করিলে প্রাচীরের সকল  
 স্থানেই প্রহরী নিযুক্ত করিবে। পুরবাসী সৈন্য  
 গণ আপনাদের জাতি-সংখ্যাদিনিয়মাসুসারে  
 বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিয়া তাহাদের  
 সহিত মিলিত হইয়া পদচালনা করিতে করিতে  
 প্রাচীরের সকল স্থানে বিচরণ করিবে। সৈন্য-  
 গণ বন্দীকৃত হইয়া অর্ধেক পরিমাণে প্রাচী-  
 রের মধ্যস্থানে থাকিবে। উষ্ট্রারোহী, অশ্বা-  
 রোহী, অশ্বত্মারোহী এবং শীঘ্রগামী কতক-  
 গুলি সৈন্য দ্বারা দুর্গের দশযে জন অন্তর পর্যন্ত  
 সাবধানে রক্ষা করবে। যে যে স্থানে ভয়ের  
 আশঙ্কা থাকিবে, সে দ্বারা সেই সেই স্থানের  
 রক্তাস্ত অবগত হইয়া যথাযোগ্য প্রণীকারের  
 চেষ্টা করিবে। ধনাগার, কোষ্ঠাগার, জলশালা  
 প্রভৃতি স্থানে সদৃশজাত স্থিরবুদ্ধ লোক  
 নিযুক্ত করিবে। ভীত, লুক, বাসনগ্রস্ত, শঠ,  
 দাহরত, মদারত এই সকল লোককে কোন  
 বিশেষ অধিকারে নিযুক্ত করিবে না। মহা-



স্বত্রধারগণোপেতং নানাশিল্পিসমাকুলম্ ।

গ্রন্থকৃতোপসর্গাদিশমনেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০৯

বিষভূতোপহারাংশচ গাকড়িকাদিকাংস্তথা ॥

দ্বিজান বৈদ্যবিশেষকারণে সন্নিধৌ নৃপঃ ।

শশুগালান্ মহাহর্গে গোপুরাদিষু বর্জয়েৎ ॥ ১১০

এবং ক্রতে সদা বিপ্র পুঙ্কলাং লভতে শ্রিয়ম্ ।

পাতি গং সবলোপেতাং নিরাবাধাং সুখেনচ  
বসিষ্ঠ উবাচ ।

গোপুংসু প্রমাণস্তু শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

কৌদ্রদ্বানং প্রকর্তব্যং দিনক্সেষু কেষু চ ॥ ১১২

বৃহস্পতিকবাচ ।

পূর্বাদীন কারণেদ্বারান্ মহাহর্গেষু চৌস্তমান্ ।

দ্বাত্রিংশৎকরকোৎসেধমর্কেনৈব তু বিস্তরম্ ।

দ্বিতীয়ং মধ্যমং কার্যং করষোড়শকোঙ্কয়ম্ ॥ ১১৪

তস্য চার্কেন বিস্তারং তৃতীয়ং মনুমানগম্ ।

চতুর্থং ভানুমানস্তু রুদ্রমানস্তু পঞ্চমম্ ॥ ১১৫

ষষ্ঠং দশকরং কার্যং সপ্তমং গ্রহমানিতম্ ।

রাজগণ আপনাদের সন্নিধানে মন্ত্রী, বৈদ্য, বৈদ্য, স্বত্রধার, শিল্পী, শাস্তিকারী ব্রাহ্মণ, বিষবৈদ্য, ভূতশাণী, (ভূতের রোজা), গাকড়িক (যাংরা গাকড়-বিদ্যায় অভিজ্ঞ) ও বৈদ্য ব্রাহ্মণগণকে সর্বদা বাস করাইবেন। হর্গমধ্যে ও গোপুরাদি স্থানে কুকুর, শৃগালাদি জন্তু থাকা নিষিদ্ধ। এইরূপ করিলে রাজগণ অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া নির্বিঘ্নে পৃথিবী-পালন-জনিত সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—একপে আমি গোপুরের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। গোপুরের পরিমাণ এবং কোন্ দিন, কোন্ নক্ষত্রাদিতে তাহা করা উচিত, তাহা বর্ণন করুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হর্গের পূর্বাংশে দ্বার অতি উত্তমরূপে করাইবে, উর্কে বত্রিশ হাত এবং বিস্তার তাহার অর্ধেক (অর্থাৎ বোল হাত)। দ্বিতীয় দ্বার মধ্যমরূপ করিতে হয়, উহার পরিমাণ উর্কে বোল হাত, প্রস্থ আট হাত করিলেই চলে। তৃতীয় দ্বার চৌদ হাত, চতুর্থ দ্বার হাত, পঞ্চম এগার হাত, ষষ্ঠ

বসুমানং ভবেদ্বিপ্র দ্বারতশাষ্টমং মতম্ ॥ ১১৬

উচ্ছ্রায়াচার্কবিস্তারান্ দ্বারান্ কুব্বীত বুদ্ধিমান্

শৈলানি দৃঢ়কাষ্ঠানি নানাহেতিযুতানি চ ॥ ১১৭

উর্কমণ্ডপযুক্তানি বৌথিকোপবনাদিভিঃ ।

রাজস্থানসমায়ুক্তান্ বাতায়নসমমিতান্ ॥ ১১৮

মন্তবারণবিদ্যাঢ্যান্ ধ্বজকৈরুপশোভিতান্ ।

প্রজব্যালকৃতাপীড়ান্ পদ্মপত্রমনোহরান্ ॥ ১১৯

কারয়েদ্বিবিধান্ দ্বারান্ যথাশোভঃ যথাক্রমম্

\* \* \* যোঃশমানমর্থমানমথাপি বা ॥ ১২০

দ্বারং সর্বেষু হর্গেষু প্রবদন্তি মনৌষিণঃ ।

সকপাটার্গলোপেতং সর্কীলকমথাপি বা ॥ ১২১

ভুজগেন \* সমজ্ঞঢ্যান্ নাগবন্ধসুসজ্জিতান্ ।

আয়সাস্ত্রষ্টকৌলানি যথ'ভাগগতানি চ ॥ ১২২

কারয়েদ্বারসংস্থানি দ্বারে দ্বারান্তরাণি চ ।

দশ হাত, সপ্তম নয় হাত, অষ্টম দ্বার আট হাত করিতে হয়। উর্কের পরিমাণ যাহা বলা হইল, বিস্তার তাহার অর্ধেক, সর্বত্রই ধরিতে হইবে। দ্বারদেশের উর্কমণ্ডপে বৃহৎ প্রস্তর স্মৃদৃঢ় কাষ্ঠ, নানাবিধ অস্ত্রাদি সজ্জিত রাখিতে হয়। দ্বারদেশের সম্মুখে বিবিধ লতামণ্ডপ ও উপবনাদি থাকিবে। প্রত্যেক দ্বারের মধ্যে রাজার একটি বসিবার স্থান থাকিবে, প্রত্যেক দ্বারে বাতায়ন থাকিবে। দ্বারদেশে হস্তী, সর্প, পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া এবং স্থানে স্থানে ধ্বজা দিয়া দ্বারের শোভা সম্পাদন করিবে। সর্কীল হর্গের মধ্যম দ্বার বোল হাত, অথবা চৌদ হাত উচ্চ করিতে হয়। দ্বারের কবাট ও অর্গলাদি স্মৃদৃঢ় হইবে এবং লৌহনির্মিত আটটি কীল যথাস্থানে স্থাপিত হইবে। ১৬—১১১।

যে স্থানে দ্বারপালগণ সশস্ত্রে অবস্থান করে, তথায় মণ্ডপ অথবা লতামণ্ডপ নিৰ্ম্মিত করবে। হর্গের দ্বারদেশে দেবী মন্দির-মাদনীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া রাখিবে কিংবা গণেশ, কুবের

\* ভুজাকুশোতি পাঠান্তরম্ ।

মণ্ডপং বোধিকা বাধ যত্র শস্ত্রভূতো নরাঃ ॥১২৩  
 তিষ্ঠন্তি দ্বারপালাশ্চ নিত্যং সন্নিহিতাযুধাঃ ।  
 দুর্গেষু কারয়েদ্ দুর্গাং মহিষাসুরঘাতিনীম্ ॥১২৪  
 দ্বারস্থং গজবক্রং বা ধনদং বাথ পদ্মজম্ ।  
 ত্রিযুত্তরাসু রোহিণ্যাং দেবকাক্ষেষু চাথবা ॥১২৫  
 কারয়েৎ পুরদ্বারাদি সুলগ্নে গ্রহবর্জিতে ।  
 ময়া শুক্রযুতে বাথ দৃষ্টে বা চোদ্ধয়েৎথ বা ॥১২৬  
 শিলান্তাসে বলিঃ কার্য্যঃ প্রাসাদোক্তো যথাবিধি  
 হৈমং কুন্তং সরস্বং বা শাখাধঃ সনিবেশয়েৎ ॥  
 পুতনাশকুনৌ তত্র জন্তাদৌ পূজয়েদ্ গ্রহান ॥  
 দেবান্ যক্ষান্ গ্রহান নাগান্ পূজয়িত্বা যথাবিধি  
 দৈবজ্ঞান সূত্রধারাংশ্চ বস্তুহোমশ্রগাদিভিঃ ।  
 ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্যাংশ্চ পশুং শান্তৌ নিপাতয়েৎ  
 দদ্যাক্তশ্রজঃ কুন্তং ভক্ষ্যভোজ্যং চতুর্বিবম্ ।  
 কারয়েৎ সর্বলোকাদিমুৎসবং বিবিধং পুরে ॥  
 শঙ্খভেরীনির্নাদেন কুর্য্যাক্ষৌড়ম্বরাদিকম্ ।  
 শাখোদ্ধয়ং তথা কার্য্যং ছত্রং শ্বেতপতাকিকম্ ।

অথবা ব্রাহ্মণ মূর্তি নির্মাণ করিয়া রাখিবে ।  
 উত্তরকন্তুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ,  
 রোহিণী কিংবা দেবনক্ষত্রে গ্রহবর্জিত উত্তম-  
 লগ্নে পুরদ্বারাদি নির্মাণ করিবে । আমি ( বৃহ-  
 স্পতি ) এবং শুক্র, এই উভয়গ্রহযুক্ত, অথবা  
 উভয় দ্বারা দৃষ্ট কিংবা আমাদের উচ্চ লগ্নে  
 পুরদ্বারাদি নির্মাণ করা যাইতে পারে । দেবী-  
 সম্মুখে বলিপ্রদান করিয়া প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা বিধা-  
 নানুসারে পুরদ্বার-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন  
 করিবে । সরস্বী স্বর্ণকুন্ত পল্লবসংযুক্ত করিয়া  
 দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া পুতনা, শকুনি প্রভৃতি  
 জন্তুগণ ও গ্রহগণের পূজা করিবে । এইরূপে  
 দেব, যক্ষ, গ্রহ, নাগ প্রভৃতি পূজা করিয়া বস্তু-  
 মাল্যাদি দ্বারী সূত্রধার ও দৈবজ্ঞগণকে পরি-  
 তুষ্ট করিবে । ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচনপূর্বক বলি-  
 প্রদানাদি দ্বারা শান্তি বিধান করিবেন । দধি,  
 অক্ষত, মাণ্য, কুন্ত প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য এবং  
 নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য বস্তুর দ্বারা সাধারণ  
 লোকের উৎসব বিধান করিবে । প্রত্যেক  
 দ্বারে শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্য, স্থানে

এবং সমুচ্ছয়েচ্ছাখাঃ সর্বদ্বারেষু বুদ্ধিমান্ ।  
 পূর্বাংশ শোধয়েচ্ছান্ত স্বাতীপুষ্যসমুদগমে ॥১৩২  
 তেন পরাপি সংসিক্কাঃ শেবাঃ সিক্কাঃ পরা যুনে  
 দিগ্ভ্রাস্তঃ সুমহদোষো নৃপশ্চ তন্নিবাসিনাম্ ॥  
 উডুঘরং সমং কার্য্যকোদ্ধৌডুঘরকং পি বা ।  
 সার্কহস্তস্ত বিস্তীর্ণমুচ্ছয়ং হস্তমানিতম্ ॥ ১৩৪  
 শাখাং বিংশাংশহীনাস্ত যোড়শাংশামথাপি বা  
 ত্রিশাখমপি কর্তব্যং মধ্যদ্বারং বিপশ্চিতা ॥ ১৩৫  
 স্তম্ভা রুতাশ্চ দ্বাত্রিংশং যোড়শাষ্টাষ্টমেব চ ।  
 চতুর্ভাখ কর্তব্য্য যথাশোভং যথাপুরম্ ॥ ১৩৬  
 বিচিস্ত্যার্থং তথা শাস্ত্রং দুর্গদ্বারং নিবেশয়েৎ ॥  
 ঋদ্ধিমাপ্নোন্তি যেনাশু ভয়শোকবিবর্জিতম্ ॥  
 রাজা প্রজাশ্চ নন্দন্তি সমাগ্ধ্বারে কৃতে যুনে ।  
 সামান্তং লক্ষণং তাসাং সৌত্রং সর্বত্র শস্ত্রতে ॥  
 পুরদুর্গেষু কর্তব্যং যথাবৎ তন্নিবোধত ।  
 যাগোক্তমসমাক্রুতঃ সচ্ছত্রো বিশতে যথা ॥ ১৩৯

স্থানে আত্মশাখা, শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেতপতাকাদি  
 বিস্তার করিয়া উৎসব করিবে । স্বাতী কিংবা  
 পুষ্যানক্ষত্রে পূর্বাংশ শোধন করিবে, তাহা  
 হইলেই অন্ত্য অংশ সুসিদ্ধ হইবে । রাজার  
 কিংবা অধিবাসিগণের পক্ষে দিগ্ভ্রম অত্যন্ত  
 দোষাবহ । উর্দ্ধদেশে প্রস্থে ঋদ্ধিস্তপরিমিত  
 উর্দ্ধে একহস্ত-পরিমিত “উডুঘর” করিবে ।  
 দ্বার পরিমাণের বিশভাগের, কিংবা ষোল-  
 ভাগের একভাগ শাখার পরিমাণ হইবে ।  
 মধ্যদ্বারে তিনটি শাখা থাকা প্রয়োজন ।  
 দ্বাত্রিংশং, যোড়শ অথবা অষ্টসংখ্যক সূগোল  
 অথবা চতুষ্কোণ স্তম্ভ নির্মাণ করিবে ।  
 প্রয়োজনানুসারে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে দুর্গ-  
 দ্বার স্থাপন করিবে । দ্বারনির্মাণ সম্যকরূপ  
 হইলে রাজা ও প্রজাগণ ঐশ্বর্যলাভ করে  
 এবং ভয় শোকাদি কিছুই থাকে না । পুর-  
 দুর্গাদির সূত্রানুযায়ী সামান্ত লক্ষণ যথাবৎ  
 বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । দুর্গের প্রতোলী  
 ( অর্থাৎ উচ্চপথ ) একরূপভাবে করিবে, যেন  
 তাহার মধ্য দিয়া উচ্চ মাতঙ্গে আরোহণ  
 করিয়া ছত্রধারী ব্যক্তি যাত্রায়াত করিতে

তথা প্রতোলাঃ কন্তব্য। দুর্গে ধর্মার্থকামদাঃ ।  
অথবা আয়সঃ শুদ্ধাঃ শৃণু বিস্তরতঃ কলম্ ॥ ১৪০  
নবোদ্ধাঃ পঞ্চবিস্তারাঃ পূর্বাদেব বিবর্জিতাঃ ।  
ভবাদ্যাঃ পঞ্চবিস্তাণা যদ্বৃদ্ধা দক্ষিণা যতাঃ ।  
ঋগ্বেদসপ্তহত্যাতোয়া পঞ্চসপ্তহত্যাতুরা ।  
পঞ্চাঙ্গুলস্ত বৃদ্ধা \* বা সদা কার্য্যাস্ত গোপুরাঃ  
আয়মানবিহীনাস্ত দুর্গা রাজ্ঞো ভয়াবহাঃ ॥ ১৪৩  
নিত্যোদ্বিগতয়ত্রস্তত্নিবাসিজনাস্তুরাঃ ।  
সম্পূর্ণমানবাস্তসুখদা গোপুরাঃ সদা ॥ ১৪৪  
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি যথা যা পরিকীর্তিতাঃ  
শ্রিয়া কান্তির্হ্যতির্লক্ষ্মীজয়া ভদ্রাপরাজিতা ।  
অনস্তা শোভনা দুর্গাঃ পূর্বেণ পরিকীর্তিতাঃ ॥  
শান্তি + রুদ্ধির্ভবা দেবী কালী ঘোরাবিমোহিনী  
বিমলা চেতি যাম্যেন প্রতোলাঃ শুভদায়িকাঃ ॥  
রোচনা মঙ্গলা রোদ্রী উগ্রা চণ্ডা যশোবতী ।  
প্রাপ্তিদৌপ্তীতি বাকুণ্যাং বৌথিকাঃ সর্বকামদাঃ

পারে । দুর্গদ্বার লৌহ নির্মিত করিলে ভাল  
হয় । উর্দ্ধে নয় হাত, প্রস্থে পাঁচ হাত, এই  
পরিমাণে পূর্বদ্বার হইবে । দক্ষিণদ্বার উর্দ্ধে  
এগার হাত প্রস্থে পাঁচ হাত । অনস্তর ক্রমণঃ  
পঞ্চাঙ্গুল বুদ্ধি করিয়া পুরদ্বার নির্মাণ করিবে ।  
যে দুর্গের পরিমাণাদির কোন নিয়ম নাই, সেই  
দুর্গ রাজাদের ভয়াবহ হয় । ১২২—১৪৩ ।  
তথায যে সমস্ত লোক দাস করে,  
তাহাদের নিতা উদ্বিগত ও ভয় উপস্থিত  
হয় । যে পুরদ্বার পরিমাণাদি সকল বিষয়েই  
অঙ্গহীন নহে, তাহাতে বাস করিলে  
সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় । এক্ষণে তাহাদের নাম  
যথাক্রমে বলিতেছি । পূর্বদিকে শ্রী, কান্তি,  
হ্যতি, লক্ষ্মী, জয়া, ভদ্রা, অপরাজিতা,  
অনস্তা, শোভনা, দুর্গা; দক্ষিণদিকে শান্তি,  
বুদ্ধি, ভবা, দেবী, কালী, ঘোরা, বিমো-  
হিনী, বিমলা; পশ্চিমদিকে রোচনা, মঙ্গলা,  
রোদ্রা, উগ্রা, চণ্ডা, যশোবতী, প্রাপ্তি, দৌপ্তি ;

ইচ্ছা শ্রীতিঃ শুভা মাতা যশোদা ধনদা উমা ।  
শরণ্যা চেতি সৌম্যেন দুর্গে গোপুরিকা যতা ॥  
সুস্থিতা সুখমা কার্য্যা অবিদ্ধা সুমনোহরা ।  
সর্বলক্ষণসম্পূর্ণা পঞ্চসপ্তাথ ভূমিকা ॥ ১৪২  
মূলদ্বাদশহীনানি মালাদ্বারাণি কল্পয়েৎ ।  
শৈলানি কাষ্ঠচেষ্টানি বজ্রসৌধানি কারয়েৎ ॥  
লেপানি সর্বগন্ধানি প্রাসাদবিভবানি চ ।  
এবং লক্ষণসম্পন্নং দুর্গং যন্ত মহীপতেঃ ॥ ১৫১  
স পাতীহ ভয়াৎসর্বান লোকান কোষসমর্থিতান  
মধ্যামধ্যগতৈর্গেহৈঃ পাণ্ডুরূতগতৈঃ পরা ॥ ১৫২  
পদ্মশাস্তকগোমূত্রবস্ত্রাসুগতৈঃ পি বা ।  
পরদুর্গং বিনা কার্য্যং প্রাসাদগৃহভূষিতম্ ॥ ১৫৩  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পার্শ্ব  
গোপুরদ্বারলক্ষণং নাম দ্বিসপ্ততি-  
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

উত্তরদিকে বৌথিকা, সর্বকামদা, ইচ্ছা, শ্রীতি,  
শুভা, মাতা, যশোদা, ধনদা, উমা, শরণ্যা  
ইত্যাদি নামক গোপুর শুভাবহ হয় । পূর্ব-  
দ্বারের সর্বতোভাবে শোভা বৃদ্ধি করিবে ।  
পূর্বদ্বারের সন্নিকটে প্রস্তর ও কাষ্ঠাদি দ্বারা  
(বজ্রসৌধ) নির্মাণ করিবে । প্রাসাদের  
যে সমস্ত শোভা অবশ্যক, তৎসমুদয়ই পূর্ব-  
দ্বারে সজ্জ হইবে । যে নরপতির এইরূপ  
লক্ষণসম্পন্ন দুর্গাদি নির্মিত হয়, তাহার  
কিংবা অধীনস্থ প্রজাগণের কোন ভয় থাকে  
না । দুর্গের মধ্যে মধ্যে এক একটি গৃহ  
নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পদ্ম, শস্তিক, গোমূত্র  
প্রভৃতি পবিত্র দ্রব্য রক্ষা করিবে । নানাবিধ  
প্রাসাদ গৃহাদি দ্বারা দুর্গের শোভা সম্পাদন  
করিবে । ১৪৪—১৫৩ ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

\* যয-অঙ্গুলবৃদ্ধা ইতি পাঠান্তরম্ ।

† সা তু ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

## ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

মম্বকুবাচ ।

অধাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি অধোভূর্গনিবেশনম্ ।  
 যথা যন্ত প্রকর্তব্যং নৃপলোকসুখাবহম্ ॥ ১  
 যস্মিন্ বিশ্বং ভবেচ্চোদ্বিগ্নং ভূর্গং ভূর্গবিশারদঃ ।  
 তদধোভাগবাসস্ত কুর্ধ্যাৎ সর্বসুখাবহম্ ॥ ২  
 পূর্বনিম্নং শুভং ভূর্গং সর্বেষাং পুরবাসিনাম্ ।  
 আগ্নেয়ামগ্নিদাহস্ত যামো তক্ষরজং ভয়ম্ ॥ ৩  
 নৈঋতে নির্ধনা লোকা ভবন্তি ত্রিবিবাসিনঃ ।  
 'নির্ধন্য' ধনদীনাস্ত্বে অপরামানতে জনাঃ ॥ ৪  
 নিত্যোদ্বিগপরা বৎস বায়বাং সন্নতে গিরৌ ।  
 মুদ্রিতাঃ সর্বলোকাশ্চ ভূর্গে সৌম্যাংশনামিতে ॥ ৫  
 ঐশান্যঃ ধর্ম্মনিরতা ধনধান্তসমাকুলাঃ ।  
 ভবন্তি ত্রিবিবাসিনো ভূর্গে নিম্নগতে মুনৈঃ ॥ ৬  
 পূর্বভাগে নৃপচাধো বসে নিম্নং যদা ভবেৎ ।  
 আগ্নেয়ে তৈজস্যা বিপ্রাঃ সুখদাভয়দাস্তথা ॥  
 যামো অস্ত্যজনা বাস্তা নৈঋতে শশুকারিণঃ ।  
 বাক্রণে জলদ্রব্যাদি তথা শূদ্রজনাদয়ঃ ॥ ৮

## ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

মম্ব বলিলেন,—এক্কে রাজগণের সুখ-  
 বহ অধোভূর্গ নিবেশনের বিষয় বলিতেছি ।  
 উর্দ্ধভূর্গে বাস করা অপেক্ষা অধোভূর্গে বাস  
 করা অত্যন্ত সুখকর । পূর্বদিকে অধোভূর্গ  
 করিলে, পুরবাসী সকলেরই শুভাবহ হয় ।  
 অগ্নিকোণে অগ্নিদাহের ভয় এবং দক্ষিণে  
 তক্ষরের ভয় থাকে । নৈঋতকোণে করিলে  
 পুরবাসীগণ নির্ধন হয় । পশ্চিমদিকে করিলে,  
 নির্ধন ও ধর্ম্মহীন হয় । বায়ুকোণে করিলে  
 নিত্য উদ্বিগ্ন হয় । উর্দ্ধদিকে করিলে, প্রজাগণ  
 সুখী হয় । ঐশানকোণে করিলে, পুরবাসি-  
 গণের ধনধান্তাদি ও ধর্ম্মলাভ হয় । পূর্ব-  
 ভাগে রাজা বাস করিলে শুভ হয় ! অগ্নি-  
 কোণে তৈজস্বী ব্রাহ্মণগণ বাস করিলে সুখ-  
 সমৃদ্ধি হয় এবং কোন ভয় থাকে না । দক্ষিণ-  
 দিকে নীচ ব্যাক্তগণ, নৈঋতে অশুকারিগণ,  
 পশ্চিমদিকে জলদ্রব্যাদি এবং শূদ্রগণ,

গঙ্গগন্ধর্ব্বনিরতা বায়বো নন্দতে জনাঃ ।  
 সৌম্যো হট্টজলং কার্যমৈশান্যঃ দেবতাদিকম্ ॥  
 বিপরীতে মহান দোষঃ পূর্বে হট্টং নৃপান্তকম্ ।  
 ভবতে সুগদং বৎস যথাসংস্থানবাসিনাম্ ॥  
 ভূর্গং পূর্বঞ্চ নগরং কর্তব্যং মঙ্গলাযুতম্ ।  
 ন চ শূন্যানি বাসানি ধারয়েদেবতাদিবু ॥ ১১  
 ন গৃহং বৌথিকা ভূর্গং পুরে শীর্ণং বিধারয়েৎ ।  
 রাজভাগং ভবেৎ তচ্চ দেবতাদিষু বিত্তসেৎ ॥  
 দেবশ্চ শক্ৰঃ কার্য্যঃ সগণো মঙ্গলাযুতঃ ।  
 ভস্মিন্ নিত্যোৎসবাঃ সর্বে গৃহপ্রাসাদভূষিতাঃ ॥  
 বয়েষকুর্দ্ধগা লোকা বাধাশাশ্বতবর্জিতাঃ ।  
 অটব্যাদিষু ভূর্গেষু অধোবাসং ন কারয়েৎ ॥ ১৪  
 বসংস্থাদিগেহেষু মেঘাদিপরিবর্জিতাঃ ।  
 অধোভাগেন মেঘাদি ধারয়েন্মুনিসত্তম ॥ ১৫  
 ধারয়ন্ মহদাপ্রোতি ভয়ং রাজা অরাতিজম্ ।  
 রাষ্ট্রং রিপুবলেনৈব রাজা চ পরিপীড়্যতে ॥ ১৬

বায়ুকোণে গায়ক ও বাদ্যকরগণ, উত্তরে  
 রাজপ্রিয় ব্যাক্তিগণ বাস করিবে, ঐশান কোণে  
 দেবতাগণের স্থান । ইহার বিপরীত করিলে  
 অনিষ্ট হয় । রাজার বাসস্থান পূর্বদিকেই  
 প্রশস্ত । বৎস ! এইরূপ যথাস্থানে বাস  
 করিলে সকলেরই সুখসম্পদ হয় । কি ভূর্গ,  
 কি অস্তঃপুর, কি নগর, সকল স্থানই মঙ্গল-  
 ময় করিবে । কোন শূন্য দেবালয়াদি রাখিবে  
 না । গৃহ, বৌথিকা, ভূর্গ প্রভৃতি জীর্ণ হইলে,  
 তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে । দেবোদ্দেশে কোন  
 বস্তু কেহ দান করিলে, তাহাতে রাজার  
 অধিকার । ১০ নগরমধ্যে ভগবানু শকরের  
 মহোৎসব করিবে । উৎসবকালে প্রাসাদ ও  
 গৃহাদি সুসজ্জিত করিয়া নগরকে শোভিত  
 করিতে হয় । ইহাতে উর্দ্ধবাসীগণের কোন  
 বধা সংঘটিত হইতে পারে না । অরণ্য মধ্যে  
 অধোভূর্গে বাস করা উচিত হয় । ১—১৪ ।  
 অধোভূর্গের মধ্যে ভূগাদিনির্ম্মিতগৃহমধ্যে  
 মেঘাদি বর্জন করিয়া বাস করিবে, নতুবা  
 মহৎ শত্রুভয় উপস্থিত হইতে পারে ।  
 সমস্ত রাষ্ট্র ও রাজা ভয়ং শত্রু



স্মাদুর্গাবস্থার্থকোঙ্কে বাসো বিধীয়তে ।  
উঙ্কে তু সুভূতা বাস্তাঃ কুভূতাঃ নিবাসয়েৎ ।  
তোন্নস্তান্ প্রমত্তাংশ্চ দুর্গে ন বাসয়েন্নরান্ ।  
নকে কুর্ঘ্যাৎ প্রভুহস্ত ন শূদ্রে ন কুলীজবে ।  
চ বর্দ্ধকিনে কুর্ঘ্যারচায়সি নিয়মিতেন ।  
কুর্ঘ্যাদুর্গং বিশীর্ণ্যেত যথা গেহং শিরোহনম্ ।  
ইন্দ্রেশস্ত শিবো দুর্গে অধোঙ্কে তন্ন পীড়য়েৎ ।  
কায়পীড়নাদোষং শিবো স্বামী বিনশতি ॥ ২০ ॥  
জলগে গিরি দুর্গে চ বাহ্যে বাসো ভয়াপহঃ \* ।  
ঘটব্যো তু বিশেষেণ শাস্ত্রতঃ বর্জয়েদধঃ ॥ ২১ ॥  
মরণ্যে চ দুর্গেষু উষরেষু বিশেষতঃ ।  
মরণ্যে বাসং ন কুর্বাতি অরণ্যে তথৈব চ ॥ ২২ ॥  
মরণ্যে ধর্ম্মহানিঃ স্মাদিসরেং প তথৈব চ ।  
ঘটব্যো শক্রজ্ঞা শত্রু স্মাদাসমপস্থাজেৎ ॥ ২৩ ॥  
শিকর্ষাত্তু চত্বাদি লোহিতেন্ গণায়সম্ ।

সন্ত পিতা অভিভূত হন। অনএব দুর্গের  
জলের নির্মিত তাঁহাদের উঙ্কে বাস করা  
উচিত। উক্তম ভূতাগণকে উঙ্কে বাস করাইবে  
এবং দুষ্টগণকে নিয়ে বাস করাইবে। মন্ত,  
ম্মন্ত এবং প্রমত্ত ব্যক্তিগণকে দুর্গমধ্যে বাস  
করিতে দেওয়া উচিত নহে। এক ব্যক্তির  
পর প্রভু দেওয়া উচিত নহে। শূদ্র, কুলী-  
জব এবং বেগ্যাপত্র ইহাদের উপরও প্রভুত্বের  
গর দেওয়া কর্তব্য নহে। এই সকল ব্যক্তি-  
গণের উপর প্রভুত্ব-ভার দিলে, বিনষ্ট-মন্তক  
হের জায় দুর্গের ধ্বংস সাধিত হয়। পূর্ব-  
দিকের অধোভাগে শক্র ও উর্দ্ধভাগে দুর্গা-  
দবী আধষ্ঠান করেন, তজ্জন্ত এই স্থানে কোন  
প্রকার অত্যাচার ও পীড়নাদি করা নিষিদ্ধ,  
যত্থা মহাদেব কুপিত হইয়া সমস্তই বিনষ্ট  
করেন। ১৫—২০। জলদুর্গ ও গিরিদুর্গের  
বাহিরে বাস করিলে ভয়ের আশঙ্কা আছে  
এবং বনদুর্গে অধোভাগে বাস করিলেও  
স্বাশঙ্কা হইতে পারে। অরণ্য ও উষর দুর্গে  
অধির্দেশে বাস করিবে, নতুবা শক্রজয় উপ

শরযজ্ঞোষধাদীনাং সংগ্রহায় অধো বসেৎ ॥ ২৪ ॥  
বণিগ্নীথিনিবাসিস্তো ধান্যমেয়া হিরণ্যোন ।  
উঙ্কে বাস্তা বশীকৃত্য রাজা দুর্গস্থিতৈষিণা ॥ ২৫ ॥  
পঞ্চলুং খেটকং পণী দুর্গাধঃ কর্ষয়েৎ সদা ।  
তন্নিবাসিজনা যে চ তে কার্ষাঃ সবল্যঃ \* সদা  
এবং ন ক্ষীয়তে দুর্গং ধনধান্যেন সংভূতম্ ।  
বর্দ্ধতে চ জনঃ কোষো রাজা চ সুখমেধতে ॥  
যথা যথা বিবর্দ্ধন্তে দিনেকানি গৃহে গৃহে ।  
তথা তথা বিবর্দ্ধন্তে রাজ্যে ধর্ম্মযশঃশ্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥  
যথারণ্যবাসিনাক ধন্যো ভবতি দোহনাম্ ।  
এবং রাজ্যঃ শ্রিয়া ধন্যো দুর্গে কালবশাদ্ ভবেৎ ॥  
দুর্গাধঃ কৃত্রিমং দুর্গং কিঞ্চিৎ কালং নৈরক্ষয়া ।  
বিজয়ার্থং প্রকর্তব্যং যথ্যবৎ তন্নিবোধ মে ॥ ২৭ ॥  
দুর্গাশ্রয়ং সমালক্ষ্য উর্দ্ধং দুর্গং বসং তথা ।  
জলেক্ষনঞ্চ ধাতুঞ্চ যবমুদগধাদিকম্ ।  
তথা কুর্ঘ্যানুহাবাহো কৃত্রিমং বিজয়োত্তমম্ ॥ ৩১ ॥

স্থিত হইতে পারে। কৃষি, বশ্য, চর্ম্ম, গো,  
লৌহ, ধনু বাণ, যজ্ঞ, ঔষধ প্রভৃতির সংগ্রহের  
জন্তু নিয়ে বাস করা কর্তব্য। বণিক ও  
ব্যবসায়ীগণকে স্বর্ণাদান করিয়া বশীভূত  
করত উঙ্কে বাস করাইবে। দুর্গের নিষ্পদেশস্থ  
ভূমি সকল পঞ্চময় সন্ধ্যাচ্ছাদিত শূন্তগর্ভ কিংবা  
পত্নাদিবাশিষ্ট অথবা কর্ষিত কাবতে হয়। দুর্গ-  
নিবাসী ব্যক্তিগণকে সর্বদা সুস্থ ও সবল  
রাখিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে ধনধান্যাদি দ্বারা  
সংবর্দ্ধিত দুর্গ কখনও বিনষ্ট হয় না। এইরূপ  
দুর্গে সকলের সুখবৃদ্ধি ও কোষ পূর্ণ হয়,  
রাজাও পরম সুখে কালযাপন করেন। ঘরে  
ঘরে যতই দেবতাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, রাজা  
ততই সুখভোগ করেন। যেরূপ অরণ্যবাসী  
ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তজ্জপ উক্তম দুর্গে  
বাস করিলে রাজারও কালক্রমে ধর্ম্ম, বশ,  
সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। সমস্ত বস্তুরক্ষা করিবার  
জন্তু দুর্গের অধোভাগে যেরূপ কৃত্রিম দুর্গ  
করিতে হয়, তাহা বলিতেছি ॥ ২১—৩০। দুর্গের

কাঠেটমথবা শৈলঃ খাতিকারচিতং \* তথা ।  
 ক্রমবল্লীততোপেতং গৰ্ভঃ তোরসমবিতম্ ॥৩২  
 বাহ্যতোয়ঃ সুরক্ষাং বা তুর্গযন্তোপলাদিভিঃ ।  
 কর্তব্যং গৃহপ্রাকারৈস্তোরনৈরুপশোভিতম্ ॥৩৩  
 বীথৌপুরুকসংযুক্তমথবা মণ্ডপাবিতম্ ।  
 মণ্ডপঃ শতদণ্ডেন দ্বিগুণং ত্রিগুণং পি বা ॥ ৩৪  
 মানাদ্রুতমথ ত্র্যম্বায়তেন্দু যথাশুভম্ ।  
 অনেকগৰ্ভগৰ্ভাঢ্যঃ দেবতামাতরান্বিতম্ ॥ ৩৫  
 অনেকভাণ্ডমেয়াদিভূতং সত্র-প্রপাষিহম্ ।  
 শয্যাগ্নৌ ধর্ম্যতো দেবৌ শুভে চাপদি বর্জিতে ॥  
 †এবং কালবশাৎ কুর্যাদ্ বিজয়াখ্যং মহাপুরম্ ।  
 নীচে চ বিধিসংস্থানং লক্ষয়িত্বা গ্রহং বলম্ ॥৩৭  
 পুরং তুর্গং প্রকর্তব্যং মুহূর্তিকালকাক্ষয়া ।  
 † ত্রিভিকং গৰ্ভগৰ্ভস্ত দণ্ডৈশ্চেন্দ্রাদিতেদিষ্টৈঃ †

নিকটস্থ স্থান আশ্রয় করিয়া, এই কৃত্রিম তুর্গ করিতে হয়। ইহাতে ধন, ধাতু, যব, মুদগ, অশ্বশস্ত্র প্রভৃতি রক্ষা করিতে হয়। হে মহাবাহো! একপ করিলে সর্বত্র বিজয় লাভ হয়। কাঠ, ইষ্টক, প্রস্তর কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা ইহা নিৰ্ম্মিত করিয়া রক্ষণতাদি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিবে। মধ্যে জল থাকিবে এবং বাহিরেও জলগড় কিংবা তুর্গযন্ত-প্রস্তরাদি দ্বারা ইহাকে সুরক্ষিত করিবে। গৃহ, প্রাচীর এবং তোরণাদি দ্বারা ইহা সুশোভিত করিবে। স্থানে স্থানে বীথিকা ও মণ্ডপাদি নিৰ্ম্মাণ করিবে। মণ্ডপের পরিমাণ, শতদণ্ড কিংবা ইহার দ্বিগুণ, কি তিনগুণ। চন্দ্রমণ্ডলের স্তায় ইহা সমরূপ হইবে, গৰ্ভমধ্যে অনেক দেবমন্দিরাদি থাকিবে, নানাবিধ পশুপক্ষ্যাদি এবং পানীয়শালা থাকিবে। কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে, তথায় শয্যা ও অগ্নি রাখিতে পারা যায়। কালান্ত-

\* মৃত্তিকারচিতমিতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

† ত্রিভিকমিত্যত্র 'চক্রিতম' ইতি, 'দণ্ডৈশ্চেন্দ্রাদী'ত্যত্র চ 'দণ্ডৈশ্চেন্দ্রাদি' ইতি পাঠভেদো বৃদ্ধিতে কচিৎ ।

পূর্বাদিশেষাৎকন্তু দ্বিগৰ্ভস্ত দ্বিগষ্টকম্ ।  
 বাহ্যে দ্বাদশকং দেয়ং তত্র বিদ্যাদ্ বলাবলম্  
 প্রবেশে ভয়দাঃ কুরাঃ সৌম্যাঃ সৌম্যকলপ্রদ  
 নিকাশে শুভদাঃ সর্কৈ পুরে তুর্গে চ কৌর্তিতা  
 একং পত্নীবিনাশায় হে চ মিত্রধনাপহে ।  
 ত্রৌণি জ্যেষ্ঠপুত্রঃ হনুানীচস্থানস্থিতা গ্রহাঃ ॥৪১  
 ন ভানৌ নীচগে কুর্যাৎ পুরপ্রাসাদকল্পনাম্ ।  
 স্বামী নাশমবাপ্নোতি তৎ পুরং নৈব সিধ্যতি  
 সৌম্যোচ্চোচ্চস্থিতৈঃকুর্যাদ্ভব্যার্থঃ বিজয়ং পুঃ  
 তুর্গং কুরৈঃ প্রকর্তব্যং শক্রনাশায় বুদ্ধিমান্ ॥৪২  
 বলং চন্দ্রার্কলগ্নানাং বুদ্ধা বাসঃ সমং সমম্ ।  
 আয়ুর্দায়ুদশাপাকরাজযোগাষ্টবর্গিকম্ ॥৪৩  
 চন্দ্রদৃষ্টিবলং কশ্ম সদাখ্যা \* প্রশ্নসম্ভবান্ ।  
 সৌপাতদৈবসম্বোধং জ্ঞাত্বা † তুর্গে শুভাশুভ

সারে এই বিজয়নামক পুর নিৰ্ম্মাণ কারবে নীচস্থ গ্রহগণের বলাবল বিবেচনা করিয়া উত্তমদিনে এই তুর্গ নিৰ্ম্মাণ করাইরে। ইহা গৰ্ভগৃহগুলি নানাবিধ চিত্রাদি দ্বারা শোভিত করিবে। পূর্বাদি ক্রমে ষোড়শ গৰ্ভ করিয়া বহির্ভাগে দ্বাদশ গ্রহ সন্নিবোদিত করিয়া পুর তুর্গাদির নিৰ্ম্মাণের বলাবল অবগত হইবে প্রবেশস্থানে কুরগ্রহ থাকিলে ভয় উপস্থিত হইতে পারে এবং শুভগ্রহ থাকিলে শুভফল হইবে। নির্গমস্থানে সকল গ্রহই শুভদায়ী হন ৩১-৪০। নীচস্থানে একটা গ্রহ থাকিলে, পত্নী বিনাশ হয়, দুইটা থাকিলে মিত্রনাশ ও ধনক্ষয় তিনটা থাকিলে জ্যেষ্ঠপুত্র বিনষ্ট হয়। সূর্য্যগ্রহ নীচগত হইলে, পুর প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করা বিধে নহে। তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না; অধিক অধিপতির অমঙ্গল হয়। শুভগ্রহ উচ্চ থাকিলে, সেই সময়ে বিজয়পুর নিৰ্ম্মাণ করিবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শক্রনাশের উদ্দেশে, কুর-গ্রহযুক্ত কালে তুর্গ নিৰ্ম্মাণ করে। চন্দ্র, সূর্য্য এবং লগ্নবল দেখিয়া এবং তাহাদের সমাবস্থান, আয়ুর্দায়, দশাপাক, রাজযোগ

\* সদৃকান্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† দৈবসম্বোধং কৃত্বা ইতি পাঠান্তরম্ ।

রাজযোগঃ সমাবেশঃ সংবৎসরমতঃ স্কটম্ ।  
 ক্রিয়াসাধনসিদ্ধার্থঃ চারভেদগ্রহসংশ্রয়ম্ ॥ ৪৬  
 স্থানকাল স্বভাবাশ্রয়ঃ বলং মিত্র গ্রহাশ্রিতম্ ।  
 রশ্মিজ্ঞক তথা চান্দ্রদলানাং প্রবলং বলম্ ॥ ৪৭  
 বক্রৈঃ সৌম্যাগতৈঃ কুর্ঘ্যাদগ্রহৈর্দুর্গপুৱাদিকম্ ।  
 নিত্যক তে গ্রহা দহাধ্বাংকঃ স্বামিজনস্ত চ ॥ ৪৮  
 দ্বেকোণরাশিহোৱা চ নবাংশমুদয়ে শুভে ।  
 ত্রিংশদ্বাদশভাগে চ কারয়েৎ পুরকল্পনাম্ ॥ ৪৯  
 কুরৈঃকুরঃ বিজানীয়াৎ সৌম্যৈঃসৌম্যঃ বিদীয়তে  
 তদ্বাদিবিগ্রহৈর্বৎস রিপুমিত্রবিবর্জিতৈঃ ॥ ৫০  
 অতীতৈরন্তলগ্নৈশ্চ ন কুর্ঘ্যাৎ সন্নিবেশনম্ ॥ ৫১  
 ন কৌটারণ্যলগ্নেষু ন চ সন্ধ্যাগতৈগ্রহৈঃ ।  
 পুৱং দুর্গং প্রকর্তব্যং শক্রক্ষেত্রসমাজিতৈঃ ॥ ৫২  
 মিত্রক্ষমিত্রসম্পন্নৈঃ পুৱৈষ্টকৃচ্ছাভিলাষিভিঃ ।  
 স্বক্ষেত্রস্বত্রিকোণেষু স্থিতৈঃ কার্যং সদা পুৱম্ ॥  
 দুর্গং দুর্গসমীপস্থং তস্ত মিত্রত্রিকোণগৈঃ ।

অষ্টবর্গ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, প্রশ্ন দ্বারা  
 কর্মের শুভাশুভ অবগত হইয়া উৎপাত কিংবা  
 দৈব শুভাশুভ পর্যবেক্ষণ করিয়া, পুৱ  
 নির্মাণ করিবে। এতদ্ভিন্ন, রাজযোগ-সমাবেশ,  
 সংবৎসর-স্কট, গ্রহগণের সঞ্চার ও আশ্রয়,  
 স্থান, কাল, স্বভাব, মিত্রগ্রহাশ্রিত বল দেখিবে;  
 কারণ, গ্রহবলই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল।  
 কুরগ্রহ যে সময় শুভগ্রহগতি হইবে, সেই  
 সময়ে দুর্গ-পুৱাদি নির্মাণ করাইবে। গ্রহগণ  
 নিত্য নিত্য নৃপতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, অতএব  
 দ্বেকোণ, রাশি, হোৱা, নবাংশ, লগ্ন, ত্রিংশাংশ,  
 দ্বাদশাংশ প্রভৃতির শুভযোগ দেখিয়া পুৱ  
 নির্মাণ করিবে। ৪১—৪৯। কুরগ্রহসংযুক্ত  
 লগ্নে করিলে কুর ফল হয় এবং শুভগ্রহ-যুক্ত  
 কালে করিলে, শুভ ফল হয়। শক্রগ্রহগত,  
 অতীত এবং অন্তলগ্নে পুৱসন্নিবেশ করিবে  
 না। কৌট এবং আরণ্যসংজ্ঞক লগ্নে মধ্যগত  
 গ্রহে এবং শক্রর ক্ষেত্রগত গ্রহে পুৱদুর্গাদি-  
 ন্নিবেশন করিবে না। গ্রহগণ মিত্র, মিত্র-  
 সংযুক্ত, মিত্রদৃষ্ট, উচ্চস্থ, স্বক্ষেত্রস্থ এবং

গ্রহৈশ্চন্দ্রবলোপেতৈঃ কার্যং সর্বশুভাবহম্ ॥ ৫৪  
 সৌম্যে ধর্ম্মার্থকামানি শেযাঃ স্থানসমাগতাঃ ।  
 অগ্নিদাহং ভয়ং হানিং রিপুপীড়াং সদারতিম্ ॥  
 জ্যেষ্ঠাদি বিজানীয়াৎ পুৱদুর্গাক্রতো পুৱে ।  
 নন্দতে পুৱভাগস্থে দেশে ধর্ম্মো বিবর্জিতে ॥ ৫৬  
 সর্বকামানবাগ্নোতি পুৱেশানোত্তরেণ তু ।  
 সুরিৎপুৱে বলোপেতৈঃশুভা যাম্যেন \* \* গরম্  
 তভাগং সর্বনং পশ্চাৎ সৌম্যে চেন্দ্রীবলং বলম্  
 পূজয়িত্বা হরঃ দুর্গাং গ্রহান্ মাতৃবিনায়কান্ ।  
 প্রাসাদোক্তবিধানেন বলিং দত্ত্বা পুৱং কুরু ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে  
 পাদে পুৱদুর্গচিন্তাজাতক্রিয়া নাম  
 ত্রিসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

স্বত্রিকোণস্থ হইলে পুৱকল্পনা করিবে। যে  
 সময়ে গ্রহগণ মিত্রগ্রহে কিংবা ত্রিকোণে  
 থাকেন, কিংবা চন্দ্রবলযুক্ত হন, সেই সময়ে  
 দুর্গ কিংবা দুর্গের সমীপস্থ স্থান কল্পনা করিলে  
 সর্বতোভাবে শুভ হয়। উত্তরদিকে দুর্গাদি  
 স্থাপন করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি লাভ হয়।  
 এতদ্ভিন্ন অগ্নিকোণাদিতে করিলে অগ্নিদাহ,  
 ভয় হানি, শত্রুভয় ইত্যাদি উপস্থিত হয়।  
 পুৱভাগে যদি রাজা বাস করেন, তবে ধর্ম্মবৃদ্ধি  
 হয়। পুৱ, ঈশান এবং উত্তরদিকে বাস  
 করিলে, সর্বাভীষ্ট লাভ হয়। দুর্গের পুৱ-  
 ভাগে নদী, দক্ষিণে গহ্বর, পশ্চিমে তভাগ  
 এবং উত্তরে বন থাকিবে। সৈন্তগণকে  
 সকল দিকেই রক্ষা করিবে! এইরূপে  
 শিব, দুর্গা, মাতৃগণ, গ্রহগণ, বিনায়কগণ  
 প্রভৃতির পূজা করিয়া প্রাসাদপ্রতিষ্ঠাক্রমে  
 বলিদানাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্বক পুৱপ্রতিষ্ঠা  
 করিবে। ৫০—৫৯।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

## চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

মমুক্রবাচ ।

নিত্যো বিভুঃ স্থিতঃ কালো অবস্থা তন্ত্ৰ হেতুজা  
নৈমিত্তাদি-বিশেষৈশ্চ লোকে পুণ্যফলপ্রদঃ ॥ ১ ॥  
সংক্রান্ত্যাখ্যে পুরাখ্যাতং পুণ্যং ধারা শুভা মুনে  
গ্রহণাদিকলং পুংসাং তীর্থভেদং শৃণু তৎ ॥ ২ ॥  
গঙ্গাদ্বারং কুরুক্ষেত্রং নর্মদা সরকণ্টকম্ ।  
যমুনাঙ্গমং পুণ্যং বেত্রবতী বিপাশাধিতা ॥ ৩ ॥  
সরযুঃ কোশিকী বিদ্যা গণ্ডকী চ সরস্বতী ।  
চন্দ্রভাগা মহাপুণ্যা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৪ ॥  
কাবেরী গোমতী তাপী দেবিকা বরুণাপরা ।  
এতাঃ পুণ্যতমা নদ্যাঃ গ্রহণাদিষু কীর্তিতাঃ ॥ ৫ ॥  
অত্যাশ্চ বহবঃ পুণ্যা অত্ৰ কালৈ চ কামদাঃ ॥ ৬ ॥  
অয়নে বিমূবে খ্যাতা বাতীপাতে তদৈব চ ॥  
দিনচ্ছিদ্রে অমাবস্তাং গ্রহণাং সঙ্গমেষু চ ॥ ৭ ॥  
সম্মোহেষু সমাজেষু একঙ্কসপ্তপঞ্চকৈঃ ।  
এবংবিধেষু পর্বেষু চন্দ্রে সর্বকলাভূতে ॥ ৮ ॥

## চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

মমু বনিলেন,— কাল বিভু এবং নিত্য  
হইলেও বিশেষবিশেষ হেতুজ্ঞ তাহার বিশেষ  
বিশেষ অবস্থা কল্পিত হইয়া থাকে এবং নিমিত্ত  
ভেদে সেই সেই অবস্থা লোক সকলের পুণ্য  
ফল প্রদান করে। পূর্বে সংক্রান্তি এবং  
তত্তৎকালকৃত ধারাদির বিষয় বলিয়াছি, এক্ষণে  
গ্রহণাদির ফল এবং তীর্থের বিষয় বসিতেছি,  
শ্রবণ করা গঙ্গাদ্বার, কুরুক্ষেত্র, নর্মদা, সরকণ্টক,  
যমুনাঙ্গম, বেত্রবতী, বিপাশা, সরযু, কোশিকী  
বিদ্যা, গণ্ডকী, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, গোদাবরী,  
কাবেরী, গোমতী, তাপী ( দেবকী, দেবী, )  
দেবিকা এবং বরুণা গ্রহণাদিতে এই সকল  
নদী পুণ্যতমা। অত্যাশ্চ কালে পুণ্যদায়ক  
আরও বহুতর তীর্থ আছে। অয়ন, বিমূব,  
বাতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, অমাবস্তা, গ্রহসঙ্গম,  
গ্রহযুক্ত পাঁচ সাতটি গ্রহের একত্রাবস্থান এই  
সকল পর্বে, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা এবং  
তৃতীয়ায়, অষ্টমীযুক্ত মঙ্গলবারে এবং কৃষ্ণ-

তৃতীয়ায় বৈশাখে অষ্টমীয়াং কৃষ্ণবাসরে ।  
চতুর্দশীয়াং কৃষ্ণায়াং ভৌমাগ্নে পিতৃতর্পণম্ ।  
কর্তব্যং সর্বকামানাং পূরণায় নরোত্তমৈঃ ॥ ৯ ॥  
অমাবস্তাস্ত সংক্রান্তৌ শিবাদিত্যস্ত যো নরঃ ।  
যজতে ভক্তিমান্ পূতঃ স পূতো ভবতে মুনে ॥  
কার্ত্তিকে গ্রহণং শ্রেষ্ঠং গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ।  
মার্গে তু গ্রহণং পুণ্যং দেবিকায়াং মহামুনে ॥ ১১ ॥  
পুষ্যে তু নর্মদা পুণ্যা মাঘে সরিহিতা শুভা ।  
ফাল্গুনে বরুণা খ্যাতা চৈত্রে পুণ্যা সরস্বতী ॥ ১২ ॥  
বৈশাখে চ মহাপুণ্যা চন্দ্রভাগা সরিহরা ।  
জ্যৈষ্ঠে তু কোশিকী পুণ্যা আষাঢ়ে ভাবিকা নদী  
শ্রাবণে সিন্ধুনামা চ প্রোষ্ঠে শ্রেষ্ঠা তু গণ্ডকী ।  
আশ্বিনে সরযুঃ শ্রেষ্ঠা ভূয়ঃ পুণ্যা তু নর্মদা ॥ ১৪ ॥  
গোদাবরী মহাপুণ্যা চন্দ্রে রাহুসম্বিতে ॥ ১৫ ॥  
সূর্য্যো চ শশিনা গ্রহস্তে তমোরূপে মহামুনে !  
নর্মদাতোয়সংস্পর্শাং কৃতকৃত্য ভবন্তি তে ॥ ১৬ ॥  
যে সূর্য্যো সৈংহিকেয়েন গ্রহস্তে বৈরাজনং নরঃ  
স্পৃশন্তি অবগাহন্তি ন তে প্রাক্রহমানুষাঃ ॥ ১৭ ॥

পক্ষের চতুর্দশীযুক্ত মঙ্গলবারে ঐ সকল তীর্থে  
পিতৃতর্পণ করিলে, মনুষ্যাগণের সর্বকামনা  
ফল সিদ্ধ হয়। অমাবস্তা সংক্রান্তি দিবসে যে  
ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শিবাদিত্য-যাগ করে, সে  
ব্যক্তি পবিত্র হয়। ১—১০। কার্ত্তিক মাসে  
গ্রহণ হইলে, গঙ্গাযমুনাঙ্গমে অধিক ফল হয়।  
অগ্রহায়ণ মাসে গ্রহণ হইলে, দেবিকা নদীতে  
অধিক ফল হয়। এইরূপ পৌষমাসে নর্মদা  
মাঘ মাসে সরিহিতা নদী, ফাল্গুন মাসে বরুণা,  
চৈত্র মাসে সরস্বতী, বৈশাখ মাসে চন্দ্রভাগা,  
জ্যৈষ্ঠ মাসে কোশিকী, আষাঢ় মাসে ভাবিকা,  
শ্রাবণ মাসে সিন্ধু, ভাদ্র মাসে গণ্ডকী, আশ্বিন  
মাসে সরযু এবং নর্মদা প্রশস্ত। চন্দ্রগ্রহণে  
গোদাবরী মহাপুণ্যদায়িনী। চন্দ্র এবং  
সূর্য্যের গ্রহণকালে নর্মদার জলস্পর্শ মাত্রেই  
মনুষ্যাগণ কৃতকৃত্য হয়। যাহারা গ্রহণসময়ে  
নর্মদার জলে অবগাহন করে, তাহারা প্রকৃত  
মানুষ নহে। অবগাহন করিলে রাজস্বয়  
যজ্ঞের ফল, দর্শন করিলে গোদানের ফল,



স্নান্না রাজকৃতং লেভে দৃষ্টা গোদানজং ফলম্  
স্পৃষ্টা গোমেধতুলাস্ত পীত্বা সৌত্রামণিঃ লভেৎ  
স্নান্না বাজিমথং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াদবিচারণাৎ ॥ ১৮  
রবিচন্দ্রোপরাগে তু অয়নে চোত্তরে তথা ।  
এবং গঙ্গাপি দ্রষ্টব্য তদ্বদেবো সরস্বতী ॥ ১৯  
শিবাদিত্যকলং যচ্চ মণ্ডলে সমুদাহৃতম্ ।  
সগ্রহে মঙ্গলাযোগে তদপি প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ২০ ॥  
উষরারণ্যক্ষেত্রেষু পুণ্যং যৎ সমুদাহৃতম্ ।  
তদত্র কালমাহাত্ম্যাদুপরাগে সমাধিকম্ ॥ ২১  
যো বা আহুত্যা তোয়েন বিধিনা অভিষেচনম্ ।  
সমস্তৈর্নৈব পুতেন তস্মা পুণ্যং ততোহধিকম্ ॥ ২২  
আত্মবিস্তানুসারেণ পাঠিতৈস্তেজসপার্শ্বিভৈঃ ।  
বাকৈঃ শৈলৈরথ বিপ্র ফলং প্রাপ্নোত্যনিদিতম্  
যে বা বৈ মৃত্তিকাং তস্মিন্শীর্ষেআহুত্যা ভোমুনে  
প্রাতঃ প্রাতঃ সমুখায় বন্দয়ন্তি নরোত্তমাঃ ।  
তে সর্বে পাপনির্মুক্তা ভবন্তি বিগতাময়াঃ ॥ ২৪

স্পর্শ করিলে গোমেধের ফল হয়, জলপান  
করিলে সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল এবং স্নান ।  
করিলে অশ্বমেধের ফল হয় ; এ বিষয়ে কোন  
সন্দেহ নাই । চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে উত্তরাষণ  
এবং দক্ষিণাষণ সংক্রান্তিতে গঙ্গা এবং  
সরস্বতী দর্শন করা উচিত । শিবাদিত্যযোগের  
যে ফল কথিত আছে, গ্রহণে মঙ্গলাযোগ  
পাইলে মনুষ্যাগণ তাহা লাভ করিতে পারে ।  
১১—২০ । উষর-অরণ্য-ক্ষেত্রাদিমধ্যে বহুকাল  
তপস্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কেবল গ্রহণ-  
কালমাহাত্ম্যেই তাহার অধিক ফল হয় । যে  
বাক্তি তীর্থজলে বিধিবোধিত মূল পাঠপূর্ব্বক  
অভিষেচন করে, তাহার সমধিক পুণ্য হয় ।  
যাহারা স্বীয় বিভবানুসারে তৈজস, প্লেগিবি,  
কাশী বা প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা জলঅয়ন  
করে এবং তীর্থমৃত্তিকা গৃহে আনিয়া প্রতি-  
দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বন্দনা করে, তাহা-  
দের সকল পাপ ও সকল দুঃখ বিনষ্ট হয় ।  
যাহারা তীর্থজলে ফলপুষ্পাদি দ্বারা সূর্য্যো-  
পাসনা করে তাহাদের সমস্ত ব্যাধি দূরীভূত  
হয় । তীর্থজনপূর্ণ ফলপুষ্পসম্বিত কুন্ত দ্বারা

ফলপুষ্পোপহারেণ যো বা তস্মিন্ রবীশ্বরম্ ।  
স্নান্না সম্পূজয়েদ্বিপ্র স ভবেদ্বিগতাময়ঃ ॥ ২৫  
মন্ত্রপুতেন তোয়েন কুন্তৈঃ পুষ্পফলাবিতৈঃ ।  
সুফলৈর্বিধিনা স্নাতঃ সর্ব্বকামাশ্চ ভেত সঃ ॥ ২৬  
যদেবং কথিতং পুণ্যং মগ্না ব্রহ্মমুখাচ্ছৃতম্ ।  
তৎ সমগ্রং ভবেৎ তস্মা অরণ্যেযুবরেষু চ ॥ ২৭  
অরণ্যানি প্রবক্ষ্যামি যথা চৈবোষরাণি চ ॥ ২৮  
সৈন্ধবং দণ্ডকারণ্যং নৈমিষং কুরুজাঙ্গলম্ ॥ ২৯  
উপলারতমারুণ্যং জম্বুমাগৌহথ পুষ্করম্ ।  
হিমবাসস্ততোহবণা উত্তমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩০  
নবশ্বৈতেষ্বরণ্যেযু যন্তু প্রাণান পরিত্যজৎ ।  
ব্রহ্মলোকাতিথির্ভূত্বা স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৩১  
কর্ণিকো শিবচাখ্যোক্তি\* কালিকাগণয়োঃ শিবে  
কালজরে মহাকালে তুল্যকৈতেষু যৎ ফলম্ ॥  
ইতি স্রীদেবীপূর্বাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে  
গ্রহণনদ্যরণ্যোষরপ্রশংসা নাম চতুঃ-  
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

স্নান বরিলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয় । আমি ব্রহ্মার  
নিকট শুনিয়া এই সমস্ত স্থানের মাহাত্ম্য ও  
পুণ্যফল যাহা যাহা বলিলাম, অরণ্য এবং  
উষরাদি ক্ষেত্রেও তৎসমুদয় লাভ হইতে  
পারে । এক্ষণে অরণ্য এবং উষরের কথা  
বলিতেছি । সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ, কুরু-  
জাঙ্গল, উপলারত, অরণ্য, জম্বুমাগ, পুষ্কর এবং  
হিমালয়, এইগুলি উত্তমারণ্য বলিয়া খ্যাত ।  
এই নয়টী অরণ্যমধ্যে যেখানেই হউক যে  
বাক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে ব্রহ্মলোকের  
অতিথি হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয় । কাশী,  
কালজর, মহাকাল প্রভৃতি স্থানের পুণ্যফল  
যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল অরণ্যেরও  
তদ্রূপ জানিবে । ২১—৩২ ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৪ ॥

\* কালিকাশিবচাখ্যে চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

## পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

হিমবন্দেশমকূটে চ বিদ্যো মহেন্দ্রপর্বতে ।  
 বৈদিশে উজ্জয়ন্তে বা মহাসেনেন্থ ভূভূতে ॥ ১  
 গোপগিরৌ মহাপুণ্যে চিত্রকূটেহথবা মূনে ।  
 কালঞ্জরেহথবা কাশ্যাং পুষ্পাখ্যে বেদপর্বতে ॥ ২  
 উজ্জয়ন্তামযোধ্যায়াং দাপয়েচ্চ মহেশ্বরে ।  
 এতেষু পুণ্যদেশেষু বিষুবায়ণসঙ্গমে ॥ ৩  
 পুষ্করে নৈমিষে বৎস দেয়া পঞ্চমুখেহুচয়ে ।  
 গিরৌ ধারাপ্রদানেন গ্রহপীড়া নজায়তে ॥ ৪  
 বহুবক্রগতে দেহে বৎসবর ভয়ং ভবেৎ ।  
 জন্মান্তরপীড়াং বা দত্ত্ব ধারা ব্যাপোহতে ॥  
 জাম্বুমাৰ্গে সদা পূজা ধারাপাতং বিশিষ্যতে ।  
 সৰ্বকামানবাপ্নোতি নশ্বদায়াং মহামুনে ॥ ৬  
 ধারাদানেন গঙ্গায়াং কালিন্দ্যাক মহাহ্রদে ।  
 দত্ত্বা বিধানবিহিতাং ন ভয়ং জায়তে কচিৎ ॥ ৭  
 শনিস্বর্ঘাক্রতাং পীড়াং গুরুভৌমাং ব্যাপোহতে ॥  
 যথা পূজাবিধানেন প্রতिसংবৎসরোখিতাম্ ।  
 পীড়াং নিবারয়েদ্বৎস সংবৎসরগ্রহোদ্ভবাম্ ॥ ৯  
 মন্ত্রজাপাৎ সদা বৎস ন ভঃ বিদ্যতে কচিৎ ॥

## পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

হিমালয়, হেমকূট, বিদ্যা, মহেন্দ্রপর্বত, বৈদিশ, উজ্জয়িনী, মহাসেনপর্বত, গোপগিরি, চিত্রকূট, কালঞ্জর, কাশী, পুষ্পাখ্য, বেদপর্বত, উজ্জয়ন্ত, অযোধ্য প্রভৃতি পুণ্যদেশে বিষুব ও অনয়-সংক্রান্তিতে দানাদি করিবে। পুষ্কর, নৈমিষ এবং মহেশ্বরপর্বতে, গ্রহণে ধারা দান করিলে, গ্রহপীড়া হয় না। অনেকপরিবার-সকুল গৃহমধ্যে বাস করিয়া এই সমস্ত কার্য্য দ্বারাই ভয়বাধা দূর করিতে পারা যায়। জম্বু-মাৰ্গে পূজা এবং ধারাদান সৰ্বদাই প্রশস্ত। নশ্বদা, গঙ্গা এবং কালিন্দীহ্রদে ধারা দান করিলে, সৰ্বভয় দূরীভূত হয় এবং সৰ্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।। প্রতिसংবৎসরে যে শনি, স্বর্ঘা, বৃহস্পতি, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহপীড়া উপস্থিত হয়, ঐ সমস্ত পুণ্যস্থানে যথাবিধি পূজা করিলে তৎ সমুদয় দূরীভূত হয়। হে বৎস! মন্ত্র জপ

একান্তে হৃষ্টরহিতে পাপজন্তুবিবর্জিতে ।  
 ধারাহোমং প্রকর্তব্যং যথোক্তং শ্রিয়মিচ্ছতা ॥  
 জিহ্বায়াং পাতয়োদ্ধারাং ন ক্রতাং ন বিলম্বিতাম্  
 সাবধানেন মনসা মৃত্যুঞ্জয়নিয়ামিতাম্ ॥ ১২  
 মন্ত্রযোগান্তবেৎ সিদ্ধির্দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধিকা ।  
 গ্রহপূজা \* হরেৎ পীড়াং ত্রিবিধামপি উখিতাম্  
 গুহাশ্চ ত্রিবিধাঃ প্রোক্তান্তেষাং মন্ত্রাজিধা মতাঃ  
 অঙ্গজা মূলমন্ত্রাশ্চ পিণ্ডাঃ পদগতান্তথা ॥ ১৪  
 হোমকালে প্রয়োক্তব্যঃ পূজাকালে তথৈব চ ।  
 এবং সিদ্ধিমবাপ্নোতি ইহ স্বর্গাপবর্গিকৌ ॥ ১৫  
 ভাবকালে ক্রিয়াযোগাঙ্কারায়াং লভ্যতে মূনে ॥  
 ধারাদানং প্রকর্তব্যং যজ্ঞপাত্রঘটাদিভিঃ ॥  
 নৈমিত্তে নিত্যহোমে চ পূর্বে চ কথিতো বিধিঃ

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাত্মদয়ে পাদে

নিমিত্তধারা পরিচ্ছেদো নাম পঞ্চ-

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

করিলে সৰ্বভয় বিনষ্ট হয়। ১—১০। যিনি যথাবিহিত কল কামনা করেন, তিনি একান্তে বসিয়া হৃষ্টজনশূন্য স্থানে ধারা-হোমাদি অনুষ্ঠান করিবেন। জিহ্বা দ্বারা ধারা পাতিত করিবে, অধিক ক্রত বা অধিক বিলম্ব করা নিষিদ্ধ। শিবোক্ত-বিধিপূর্বক সাবধান-মনে ধারা দান করিবে। মন্ত্রযোগ হইতে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলদায়িনী সিদ্ধি হয়। গ্রহপূজা দ্বারা ত্রিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। গ্রহ ত্রিবিধ এবং তাহাদের মন্ত্রও ত্রিবিধ; অঙ্গজ, মূলমন্ত্র এমং পদগতপিণ্ড; এই ত্রিবিধ মন্ত্র পূজা-হোমাদি-কালে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করিলে, ইহকালেই স্বর্গাপবর্গদায়িনী সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। হে মূনে! ক্রিয়াযোগ-হেতু ধারাকার্য্য দ্বারা তাব লাভ হয়। নিত্য এবং নৈমিত্তিক কার্য্যে যজ্ঞ, পাত্র এবং ঘটাদি দ্বারা পূর্বকথিত বিধানানুসারে ধারা দান করিতে হয়। ১১—১৭।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

\* গ্রহভেদা ইতি পাঠান্তরম্ ।

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নর্যদায়াং ময়া তাত ঋতং স্নানকলোদয়ম্ ।  
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়তপাশ্রমম্ ॥ ১  
চতুর্ধুখং মহাপুণ্যং তথা মাহেশ্বরং বরম্ ।  
আমরাভং গিরিশ্রেষ্ঠং দেবনদ্যাং কলোদয়ম্ ॥ ২  
বারণাখ্যং মহাপুণ্যং তথা পশ্চিমসাগরম্ ।  
জট্টাশৈলে মহাদেবং পঞ্চাশ্রমত্যাগশ্রমম্ ॥ ৩  
গঙ্গাভাগ্যোদয়ং নাথ কেদারং পর্বতান্তমম্ ।  
নন্দাদেবীগমদেবং মহাদেবৌমদাকলম্ ॥ ৪  
নৈমিষং পুষ্করং দেবং তথা স্থানেশ্বরং বরম্ ।  
কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫  
ঘটেশ্বরং মহাদেবং কোমারং দক্ষিণার্ণবে ।  
রামেশ্বরং শিবং দেবং ব্রহ্মহত্যাভিনাশম্ ॥ ৬  
অবিমুক্তঞ্চ কাশ্মীখ্যং মায়াপুর্ধ্যাং সুরেশ্বরম্ ।  
এবং তীর্থানি দেবেশ মহাপুণ্য কলানি চ ।  
ঋতানি অঘনাশায় শতশোহত সহস্রশঃ ॥ ৭  
অভিষেকপ্রসঙ্গে কুমারস্ত মহাশ্রমঃ ।  
কীর্তিতং বৈদিশে দেশে ভৃঙ্গারং ভুবি চোত্তমম্ ।  
জম্বুদ্বীপস্ত চৈশান্তাং তস্ত পশ্চিমদক্ষিণে ।  
বৈদিশে চোত্তরে ভাগে সপ্তগব্যুতিসংস্থিতম্ ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—পিতঃ ! আমি মার্কণ্ডেয়  
মুনির আশ্রমে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে নর্যদাস্নানের  
কল শ্রবণ করিয়াছি এবং মহাপুণ্যতীর্থ  
চতুর্ধুখ, মাহেশ্বর, অমরগিরি, দেবনদী, বারণা,  
পশ্চিমসাগর, জট্টাশৈল মুহেশ্বর, পঞ্চাশ্রম,  
গঙ্গাভাগ্যোদয়, কেদারপর্বত, নন্দা, মহাদেবী,  
নৈমিষ, পুষ্কর, স্থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, ঘটেশ্বর,  
মহাদেব, দক্ষিণসমুদ্রে কোমার, রামেশ্বর, শিব,  
মায়াপরীক্ষ অবিমুক্তেশ্বর শিব ইত্যাদি যে  
সকল মহাপুণ্যজনক তীর্থস্থান আছে, তৎ-  
সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি । বৈদিশদেশে মহাত্মা  
কুমারের অভিষেক প্রসঙ্গে এই সমস্ত বিষয়  
কথিত হইয়াছিল । জম্বুদ্বীপের ঈশান এবং  
পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, বৈদিশনামক স্থানের

কুণ্ডং শৈলদ্বয়াস্তঃস্থং মহাপুণ্যং মহোদয়ম্ ॥  
বিনায়কানাং শান্তার্থং শক্রস্ত চ মহাশ্রমঃ ।  
পুষ্যাভিষেচনং চক্রে পুষ্পদন্তো গণোত্তমঃ ॥ ১০  
নন্দিনে মৃত্যুনাশায় শতসাহস্রযুক্তমম্ ।  
লড্ডুকানাং দাদৌ যত্র তৎ তীর্থং কথয় প্রভো  
লোকানাং হিতকামায় কলৌ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১  
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপূচ্ছসি ।  
হিতায় সর্বলোকানাং সর্বপাপশমায় চ ॥ ১২  
পুষ্পদন্তো গণোপেতস্তপস্তপোৎ সুদাক্ষণম্ ।  
পুষ্পকান্তং গিরিং বৎস অঙ্গারেশস্ত বাহবে ॥  
তস্ত দক্ষিণচায়েই কপোতং নাম কীর্তিতম্ ।  
যত্রাণ্ডজঃ পুরা মগ্নো গতো দেবপুরং যুনে ।  
তস্ত নামা সমাখ্যাতং তীর্থং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৪  
তস্মাহুৰ্ভূত্যা যন্তোয়ং শিবলিঙ্গাভিষেচনম্ ।  
করোতি স পুমান বৎস সর্বকামানবাণুয়াৎ ॥ ১৫  
ময়াপি তত্র দেবেশঃ স্থাপিতশ্চোত্তরেণ তু ।

উত্তরভাগে চতুর্দশ কোশ দূরে শৈলদ্বয়ের  
মধ্যবর্তী মহাপুণ্যদায়ক যে কুণ্ড আছে, যে  
স্থানে বিনায়ক এবং ইন্দ্রের শাস্তির নিমিত্ত  
পুষ্পদন্ত পুষ্পাভিষেচন করিয়াছিলেন এবং  
মৃত্যুনাশক নন্দীকে শত-সহস্র লড্ডুক দিয়া  
ছিলেন, এক্ষণে লোকহিতার্থে কলিকলুষ-  
বিনাশক সেই পুণ্যতীর্থের বিষয় বর্ণনা করুন ।  
১—১১ । ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস ! তুমি  
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; লোক সকলের  
মঙ্গল-হেতু এবং সর্ববিধপাপশাস্তির জন্য,  
তৎসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । পুষ্পদন্ত  
আপন অনুচরবর্গের সহিত যে পুষ্পকান্ত  
পর্বতে হুঙ্কর তপস্তা করিয়াছিলেন,  
তাহার দক্ষিণ ও অগ্নিকোণে কপোততীর্থ ।  
ঐস্থানে পূর্বে দেহ ত্যাগ করিয়া কোন  
কপোত দেবগুরে গমন করিয়াছিল বলিয়া  
সেই অবধি উহার নাম কপোততীর্থ  
হইয়াছে । ঐ কপোততীর্থ হইতে জল  
উত্তোলন করিয়া শিবলিঙ্গের অভিষেক করিলে,  
সর্বান্তীষ্ট সিদ্ধ হয় । ঐ স্থানের উত্তরে আমিও

বিষ্ণুনা নিৰ্ম্মলেশত \* পশ্চিমে গুরুণাপরম্ ॥১৬  
দক্ষিণেন তথা দেবং কুজেন ঈশগোচরে ।  
মাতৃগাং মণ্ডলং যত্র বন্দিনা পূজিতং পুরা ॥ ১৭  
অন্তোহপি যে মহাদেবং চার্চিকাং বা মহোদয়াম্  
ভান্নং নারায়ণং বৎস মঙ্গলান্তেন চান্তসা ।  
স্নাপয়ন্তি মহাভাগা ন তে প্রকৃতমানুষাঃ ॥ ১৮  
যে পুনর্চার্চিকাং কৃৎস্না প্রস্তরাদিসমযুক্তবাম্ ।  
তথা যে চার্চিষিকন্তি তে লভন্তে হিতং কলম্ ॥  
মঙ্গলারূপিণী দেবী মাতৃভিঃ পরিবারিতা ।  
ব্রাহ্মাদ্যা দক্ষিণে কার্ঘ্যা বৈকুণ্ঠাদ্যাস্থথোত্তরে  
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ প্রভামণ্ডলসংস্থিতাঃ ।  
কুমারং গণনাথঞ্চ গ্রাহান্ পীঠার্থঃ সংস্থিতান্ ॥২২  
এবং কৃৎস্না মুনিশ্রেষ্ঠ যত্র তত্রোজিতা শিবা ।  
প্রযচ্ছতি পরং লোকং পুষ্যাঙ্কে উভয়াত্মকম্ ॥২৩

দেবেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ স্থাপন কুরিয়াছি  
এবং বিষ্ণুও নিৰ্ম্মলেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ  
স্থাপন করিয়াছেন এবং তৎপশ্চিমে রুহ্মপতি  
এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন; ঐ শিব-  
লিঙ্গের দক্ষিণে—যে স্থানে পূর্বে নন্দী মাতৃ-  
মণ্ডল পূজা করিয়াছেন,—মঙ্গলগ্রহ শিবলিঙ্গ  
স্থাপন করিয়াছিলেন; অতঃপরে যে কোন ব্যক্তিই  
হইক না কেন, যে ঐ স্থানে ভগবান্ মহাদেব,  
দেবী চার্চিকা, ভান্ন এবং নারায়ণের মঙ্গলাভি-  
ষেচন করে, সে কখনই প্রকৃত মানুষ নহে ।  
যাহারা আপনাদের বিভবানুসারে, প্রস্তরাদি  
দ্বারা চার্চিকার মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া আভিষেক  
করে, তাহারা মঙ্গলকল প্রাপ্ত হয় । দেবী  
মঙ্গলরূপিণী, মাতৃগণ তাহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া  
থাকিবেন । দক্ষিণে ব্রাহ্মী প্রভৃতি, উত্তরে  
বৈকুণ্ঠী প্রভৃতি মাতৃগণ থাকিবেন; বিষ্ণু, রুদ্র  
প্রভৃতি দেবগণ প্রভামণ্ডলে অবস্থান করিবেন;  
কার্তিক এবং গণেশ পীঠের অধোভাগে  
থাকিবেন । যে এইরূপ করে, সে যেখানেই  
থাকুক না কেন, দেবী অজিতা তাহাকে দিব্য-  
লোক প্রদান করিবেন । পুষ্যাঙ্ক নামক স্থানে

তত্র ভাবানুরূপেণ মূর্তিভ্যা ধাতুবার্জ্জাঃ ।  
কৃৎস্না যন্তেন ত্রোয়েন স্নাপয়েৎ স্নানমানুষনঃ ॥২৪  
জপহোমগ্রহো ধ্যানৌ ভিক্ষাশী অথ কীরপঃ ।  
একান্ত্রেণ ভক্তেন \* উপবাস-অযাচিতৈঃ ।  
স লভেত হিতান্ কামান্ যদা গৃহব্রতো ভবেৎ  
বিদ্যাজপ্তেন ত্রোয়েন অযুতং যঃ প্রযচ্ছতি ।  
শিবাষ্টাঃ স ভবেদ্ বৎস সৰ্ব্বপাপবিবর্জিতঃ ॥২৬  
দেব্যাঃ পুত্রঃ সদা লোকে দর্শনাচ্চাঘনাশনম্ ॥  
কলসা হেমধাতুখা মৃন্ময়া বা সুলক্ষণাঃ ।  
লোককুজচতুর্থাংশাঃ কর্তব্য্যাঃ স্নপিতা শিবা ॥  
গৃহে ষোড়শভাগম জপধ্যানরতস্ত চ ।  
আচার্য্যস্ত সদা বৎস হোমযুক্তঃ প্রকীর্তিতা ॥২৯  
নারদ উবাচ ।

বিদ্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি সৰ্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।  
যথা স্নানং প্রকর্তব্যং দেবীদেবস্ত বা বিভো ॥৩০

তাহার উভয়াত্মক লোকপ্রাপ্তি হয় । ১২—২৩।  
ঐ স্থানে যে ব্যক্তি বিভবানুসারে, মূর্তিকা,  
কাষ্ঠ প্রস্তরাদি দ্বারা মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া  
অভিষেক করে, নিয়ত জপ-হোমাদি কার্য্যে রত  
থাকে, ধ্যানই যাহার একমাত্র চিন্তা, ভিক্ষা-  
লব্ধ অথবা অন্ত একবার মাত্র ভোজন  
করে, কিংবা উপবাস অথবা অযাচিত অন্ত  
আহার করিয়া কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি  
গৃহব্রত হইয়া অতীর্ণিত ফল লাভ করে । যে  
ব্যক্তি তথায় দেবীর উদ্দেশে, দশমহস্য বার  
মঙ্গপুত জল দান করে, তাহার সকল পাপ  
দূরীভূত হয়, সে দেবীর পুত্র-স্বরূপ; তাহার  
দর্শন করিলেও জ্ঞানকের পাপ বিনষ্ট হয় ।  
স্নানের কলস স্বর্ণ কিংবা অস্ত্রধাতুনিৰ্ম্মিত,  
অথবা মৃন্ময় হইলেও সুলক্ষণ হইবে । তাহার  
পরিমাণ সাধারণতঃ লৌকিক কুন্তের চতুর্থাংশ ।  
গৃহস্থ, জপ-ধ্যানাদি কার্য্যে নিরত আচার্য্যের  
পক্ষে ষোড়শাংশ পরিমাণ ধরিতে হইবে ।  
নারদ বলিলেন,—যে মন্ত্র দ্বারা দেবী ও দেব



ব্রহ্মোবাচ ।

কথয়ামি মুনিশ্রেষ্ঠ ন দেয়াহদীক্ষিতে কচিৎ ।  
বিদ্যা যত্নাঙ্কয়া নাম দশাবরণসংস্থিতা ॥ ৩১  
ব্রহ্মণঃ ষষ্ঠবর্ণেন বিষ্ণুতঃ পঞ্চমং তথা ।  
ব্যঙ্কনাদ্যবিলোমস্ত তেন তৎ ভেদয়েন্মুনে ॥ ৩২  
দ্বিতীয়ং ভবতে বর্ণং বিষ্ণুবর্ণাষ্টমং তথা ।  
ব্রহ্মপঞ্চমসংযুক্তং তৃতীয়ং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩৩  
বায়ুবর্ণগতং বর্ণং সবিসর্গস্ত পঞ্চমম্ \* ।  
চতুর্থং কীর্তিতং বৎস সর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ৩৪  
বেদাদৌ মহিমন্তুস্তা বিদ্যা সপ্তাঙ্করা মুনে ।  
সকৃচ্ছরিতা বৎস যত্নাঙ্কয়া বিধিনা ভবেৎ ॥ ৩৫  
অনয়া আপিতা দেবী সর্বকামান্ প্রযচ্ছতি ।  
যাগে বা ক্রদকে যাজ্যা পদ্মে বা গ্রহনাশিনী ॥  
প্রত্যঙ্গমঙ্গসংযুক্তা † দ্ব্যঙ্করং প্রথমং হৃদি ।  
হোমং সমস্তমুচ্চাৰ্য্য কাৰ্য্যং স্বাহাস্তিকং সদা ॥ ৩৭

নারদ উবাচ ।

কলসানাং প্রমাণস্ত জপহোমেন কীর্তিতম্ ।  
দিনেষু কেষু কৰ্ত্তব্যং কথয়স্ব ও সাদিতঃ ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ ।

মার্কণ্ডেয়মুনিশ্রেষ্ঠপুরাণে সমুদাহৃতম্ ।  
নৰ্ম্মদায়াঃ সরস্বত্যাষ্টৈর্দিনঙ্কৈ মুনেহত্র তু ॥ ৩৯

মহেশ্বরের জ্ঞান কারাইতে হয়, সেই সর্বপাপ-  
প্রণাশক মন্ত্র শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি ।  
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি  
বলিতেছি । অদীক্ষিত ব্যক্তিকেই ইহা দান  
করা নিষিদ্ধ । ইহার নাম যত্নাঙ্কয় বিদ্যা, ইহা  
দশ আবরণে আবৃত ‡ : নারদ বলিলেন,—  
কলসপ্রমাণ এবং জপ-হোমাদির বিষয় কীর্তিত  
হইল, এক্ষণে কোন দিন অভ্যেসক করা  
প্রশস্ত তাহাই বলুন । ২৭—৫৮ । ব্রহ্মা  
বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নৰ্ম্মদা এবং  
সরস্বতীর বিষয় স্বীয় পুরাণে যাহা বলিয়াছেন,

\* সপ্তমম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† অঙ্গষ্টকম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ বীজমন্ত্র অপ্রকাশ্য, মূলে ব্রহ্মবা ।

চতুর্দশামমাবস্তামষ্টম্যাং নবমীং তথা ।

দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাকং সংক্রান্তৌ গ্রহণাদিষু ॥ ৪০  
ব্যতীপাতে দিনচ্ছিদ্রে চৈত্রাদিষু চ পৰ্ব্বসু ।

‡ মাসান্তে ঋতুবর্ষান্তে শুক্লমন্দদিনেষু চ ॥ ৪১

তেষাং সপ্তমযোগেষু ঋতুবেদে \* করোতি বা ।

সপ্তম্যাং সোপবাসেন অষ্টম্যাং পূজনং মহৎ ॥ ৪২

জপহোমং প্রকৰ্ত্তব্যং পূজয়িত্বা তু মঙ্গলাম্ ।

কীর্ত্তনানস্ত যঃ কৃত্বা কুণ্ডতোয়েন আপয়েৎ ।

কুঙ্কমাঙ্কুরকপূরমদেন চ বিলেপয়েৎ ॥ ৪৩

সুগন্ধধূপনৈবেদ্যবাসাংসি অঙ্গদৰ্পণম্ ।

দত্ত্বা দেব্যাস্ততঃ পূজাং সর্বকামান্বাপুয়াৎ ॥ ৪৪

ইহলোকে ভবেদ্ব্যক্তো ধনপুত্রায়ুসংযুতঃ ।

দেহান্তে শিবলোকে তু মোদতে চোত্তমঃ সুখম্

এবঞ্চ বিধিনা দেবীং মন্ত্রপুতেন বারিণা ।

স্বাহা আপয়তে বিপ্র স ভবেন্মম বল্লভঃ ॥ ৪৫

যথা বয়ং যুথা বিষ্ণুর্যথা দেবো মহেশ্বরঃ ।

তথা সম্পূজনীয়স্ত অবিচারেণ ভাবিতঃ ॥ ৪৬

এখানেও তাহাই প্রশস্ত । চতুর্দশী, অমাবস্তা,  
অষ্টমী, নবমী, দ্বাদশী, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তি,  
গ্রহণ, ব্যতীপাত দিনচ্ছিদ্র—অর্থাৎ ত্রাহস্পর্শ  
চৈত্রাদি মাসপৰ্ব্ব, মাসান্ত, ঋতুান্ত, বৎসরান্ত,  
বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবার এবং তাহাদের সপ্তম,  
ষষ্ঠ, চতুর্থ যোগ এইগুলি প্রশস্ত । সপ্তমীর  
দিন উপবাসী থাকিয়া অষ্টমীর দিন পূজা  
করিলে মহৎ ফল হয় । দেবী মঙ্গলার পূজা  
করিয়া জপ-হোমাদি করিতে হয় । প্রথমে  
কীর্ত্তনান, পরে কুঙ্কজলে স্নান করাইয়া কুঙ্কম,  
অঙ্কুর, কপূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য বিলেপন  
করিবে । সুগন্ধ ধূপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র মালা  
প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে সর্বার্থ-সিদ্ধি হয় ;  
ইহলোকে ধনধাত্তাদি সংযুক্ত হইয়া দেহান্তে  
শিবলোকে উত্তম সুখ ভোগ করে । স্বয়ং  
জ্ঞানাদি সমাপনান্তে এইরূপ বিধিপূর্বক  
মন্ত্রপুত জল দ্বারা দেবীর স্নান করাইলে সে  
আমার প্রিয় হয় । আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর

\* নাস্তরা চ ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

তত্রহা দেবতাঃ সৰ্বাঃ কুণ্ডে সন্তুৰ্গিতাঃ সুরাঃ ।  
 পিতৃণাং ভবতে ত্রীতিস্তজ্জলেন অমৃতমা ॥ ৪৮  
 যন্তত্র কুরুতে আন্ধং স্নানং পাত্ৰবিশেষতঃ ।  
 স কুৰ্ব্বা দশ বর্ষাণি তেন সন্তুৰ্গিতা পিতৃন ॥ ৪৯  
 দহা দানং তথা কোটিগুণং কলমবাণুয়াৎ ।  
 জপহোমকলং তত্র অনন্তং ভবতে কৃতম্ ॥ ৫০  
 গব্যুতিমাত্রং স্মৃতং ক্ষেত্রং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
 অথোস্তরং বিশেষেণ মদীয়-শিবসন্নিধৌ ॥ ৫১  
 যাত্রাকালে পুরাবৃত্তমিতিহাসং নিবোধত ॥ ৫২  
 বেত্রবতীস্তুটে রম্যে বটবৃক্ষে মহায়ুনে ।  
 তত্র কপোতসংস্থানাং রাজ্ঞা আসৌম্যহান্ দ্বিজঃ  
 বৈদিশ্বে ব্রহ্মহা বৎস স্নহৎস্ত্রীবালঘাতকঃ ।  
 মহাকর্ষ্যবিপাকেন ত্রুষ্কতেন চ আবৃতঃ ॥ ৫৪  
 নানাযোনিগ হঃ পাপী কথঞ্চিৎ পাপপৰ্যায়ান্ ।  
 মৃতো দেহং গতং তন্তু ধাতীভূতং সুপর্ণবৎ ॥  
 তীর্থে জম্বুকনাথস্ত বহিঃ পূর্বে ব্যবস্থিতে ।

আমরা সকলেই সমান । সমান ভাবে আমাদের  
 সকলের পূজা করা উচিত । পূর্বোক্ত  
 কুণ্ডের জল দ্বারা সমস্ত দেবতা এবং পিতৃ-  
 গণের তর্পণ করিবে ; কারণ, ঐ জলে  
 তাঁহাদের ত্রীতি অধিক হইবে । যে তথায়  
 স্নান করিয়া পাত্ৰবিশেষে আন্ধ করে, সে  
 ঐ একদিনে দশবৎসর-কৃত পিতৃকার্যের ফল  
 পায় । একগুণ দান করিলে, কোটিগুণ ফল  
 হয়, আর তথায় জপ-হোমাদির কল অক্ষয়  
 হয় । এই সৰ্বপাপনাশক ক্ষেত্রের পরিমাণ  
 দুইকোশ মাত্র । ইহার উত্তরে আমার স্থাপিত  
 শিব । তথাকার একটি পুরাবৃত্ত ইতিহাস  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! পূর্বে  
 বেত্রবতী নদীর তটস্থিত মহারণ্যে কোন  
 বটবৃক্ষে কপোতসমূহপরিবেষ্টিত হইয়া কোন  
 কপোতরাজ বাস করিত । ঐ কপোত পূর্ব  
 জন্মে ব্রহ্মহত্যা, মিত্রদ্রোহ, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা  
 প্রভৃতি বহুতর পাপকর্ম করিয়াছিল । ঐ  
 পাপিষ্ঠের নানাযোনিভ্রমণান্তে কিছু পাপক্ষয়  
 হইয়াছিল । তাহার দেহান্তে, তদীয় মৃতদেহ

তেন পক্ষী ভবেদ্রাজা স কপোতশতাবৃতঃ ॥  
 কালেন স গতঃ ব্রহ্মা পুষ্যাখ্যং গিরিপর্বতম্ ।  
 তত্র কুণ্ডতটে বৃক্ষং সমাক্রুত্ব সখীবৃতঃ ॥ ৫৭  
 ক্রৌঞ্চমানোহপতৎ তোয়ে পঞ্চমুখগতস্ত সঃ ।  
 বিধূতপাপসজ্জ্বল সংভূতঃ স শুকো মুনিঃ ॥ ৫৮  
 শুকৌগর্ভে মহাবাহো সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ।  
 দেবীপূজারতো বৎস দেবস্নানরতঃ সদা ॥ ৫৯  
 কর্মযজ্ঞসমায়োগাদেবলোকং গতস্ত সঃ ।  
 শিবলোকং সমাসাদ্য শিববন্মোদতে সুখী ॥  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে  
 কপোতকীর্তনং নাম ষট্‌সপ্ততি-  
 তমোহধ্যায় ॥ ৭৬ ॥

জম্বুকনামক তীর্থের নিকট কোনরূপে পড়িয়া  
 ছিল, সেই কলে সে শত শত কপোতের  
 রাজা হইয়াছিল । কালক্রমে ঐ কপোত  
 একদিন পুষ্যাখ্য পর্বতের কুণ্ডসমীপস্থ বৃক্ষে  
 আসিয়া বসিয়াছিল । দৈববশে সে আপন  
 সহচরগণের সহিত খেলা করিতে করিতে  
 ঐ কুণ্ডজলমধ্যে পড়িয়া পঞ্চমুখ প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছিল । তদনন্তর তদীয় পাপরাশি বিনষ্ট  
 হওয়াতে সে শুকৌগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া  
 শুক নামক মুনি হইয়াছিল । এই কালে সে  
 দেবীর স্নান-পূজাদি কার্যে রত থাকিত এবং  
 সর্বদা কর্মযজ্ঞানুষ্ঠান করিত বলিয়া পরে  
 দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল । এখন সে  
 শিবলোকে গমন করিয়া শিবের স্থায় সুখ-  
 সন্তোষ করিতেছে । ৩৯—৬০ ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সৰ্বে শিবাশ্রমাঃ পুণ্যাঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনাঃ ।  
সৰ্বে স্নানোপবাসাদিকলদা ভবতে নৃণাম্ ॥১  
অনারাধ্য নৃপং যদভূতিপুষ্টিৰ্ণ প্রাপ্যতে ।  
অসংপূজ্য শিবং বিপ্র তদ্বৎপুণ্যং ন প্রাপ্যতে ॥  
বিশেষণ কলৌ ঘোরে কৃষ্ণরূপতমোবৃতে ।  
কিংহিজাঃ শিবপোতস্ত তেন পারং ভবাৰ্ণবাৎ ॥২  
লুচ্ছন্তি স্নাপকাঃ পুণ্যা লডডুকাদিপ্রদানতঃ ।  
যন্ত লিঙ্গাকৃতিং কৃহা গৃহে বা ভাবনারতঃ ।  
লডডুকাদিপ্রদানস্ত কৰোতি সততং দ্বিজঃ ।  
স গচ্ছতি শিবং লোকমনৌপম্যং মনোরমম্ ॥৩  
সদা বিভবসম্পন্নঃ সৰ্বদন্দ্যবিবৰ্জিতঃ ।  
তত্রস্থঃ সুখসম্পন্নঃ ক্রৌড়িতে বিবিধৈঃ সূতৈঃ ॥৪  
দেবীৰূপা ইরো বৎস বিষ্ণুর্দেবা বয়ং তথা ।  
সৰ্বরূপী মহাতাগা সূৰ্য্যাস্ত রিপুনাশিনী ॥ ৭

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—সকল মহেশ্বর আশ্রমই  
পুণ্যস্থান এবং সৰ্বপাপবিনাশক । তথায়  
স্নান-উপবাসাদি করিলে শীঘ্র ফললাভ হয় ।  
যেৰূপ নৃপতির আরাধনা না করিলে ভৃত্য-  
গণের বেতনবৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ শিবপূজা না  
করিলে পুণ্যবৃদ্ধি হয় না । বিশেষতঃ তমঃ-  
প্রধান এই কলিযুগে ভগবান মহেশ্বর পোত-  
সরূপ, তিনি ভিন্ন ভবাৰ্ণব হইতে ব্রাহ্মণগণকে  
আর কে পার করিতে পারে? লডডুকাদি  
দ্বারা শিবপূজা করিলে মহৎ পুণ্য হয় । যে  
ব্যক্তি গৃহ-মধ্যে শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া লডডু-  
কাদি দ্বারা পূজা করে এবং তাঁহার ধ্যানে  
বাপ্ত থাকে, সে মনোহর শিবপুরে গমন  
করে । তথায় সৰ্বদা নানাবিভব-সম্পন্ন হইয়া  
সৰ্বদুঃখ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক বিবিধ সুখসন্তোষ  
করে । হে বৎস ! মহেশ্বর, বিষ্ণু এবং আমি  
আমরা সকলেই দেবীর রূপান্তরামাত্র, যেহেতু  
তিনি সৰ্বরূপিনী মহাতাগা দেবী সূৰ্য্যশক্র-

নাগরাডুরপিনী \* দেবী গোরুপা চৰ্চ্চিকাধিকা  
মাতরা ভাবগা বৎস নারায়ণী তথা মতা ॥  
মাহেশ্বরী মহাদেবী রিপুশা সূৰ্য্যাসন্নিধৌ ।  
সৰ্বগা সৰ্বদেবানাং বরদা সৰ্বতোহজিতা ॥১  
ত্রিমূর্তিস্ত্রিগুণা দেবী ত্রিবেদা ত্রিপদা ধৃতিঃ ।  
ত্রিকলা ত্রিভুতা শক্তিস্ত্রিশূলা শূলরূপিনী ।  
ব্যক্তাব্যক্তাকৃতিং কৃহা হেমরূপাময়ী শিবাম্ ।  
ত্রিশূলে পূজয়েদ্ বৎস স্নাত্ব কাপোতবারিণা ।  
চন্দনাগুরুগন্ধাঢ্যাং সজ্জা ধূপসুধুপিতাম্ ।  
সরুদৃষ্ট্যহমুভং ইত্যাং সপ্তজন্মকৃতং যুনে ॥২  
পূৰ্ব্বোক্তা যে মহাতীৰ্থান্তেষামেকতমেহপি বা ।  
মায়াপূৰ্ব্বাঞ্চ বা কাষ্ঠাং জম্বুমাৰ্গেহথ নৈমিষে ।  
নিবসন পূজয়েদেবীং সৰ্বকামমবাগুয়াং ॥৩  
তিলাজাহ্নতিদানাং দেবীকুণ্ডেন ভাবতঃ ।  
হতং হতং পয়ো বৎস সততং লভতে ফলম্ ॥

বিনাশিনী । তিনি নাগ রূপা, গোরুপা, মাতৃ-  
রূপা, চৰ্চ্চিকা, অধিকা, নারায়ণী, মাহেশ্বরী,  
মহাদেবী । তিনি সৰ্বগতা এবং \*সৰ্ব দেব-  
গণের বরদা, তাঁহার জয় সৰ্বত্র, এইজন্ত  
তাঁহার নাম অজিতা । দেবী ত্রিমূর্তি,  
ত্রিগুণা, ত্রিবেদা, ত্রিপদা, ধৃতি, ত্রিকলা,  
ত্রিশক্তি, ত্রিভুতা, ত্রিশূলা এবং শূলরূপিনী ।  
১—১০ । তাঁহার আকৃতি ব্যক্তাব্যক্ত  
উভয়সরূপ । হেমময়ী দেবীমূর্তি স্থাপন  
করিয়া ত্রিশূলমধ্যে যে ব্যক্তি কাপোতকুণ্ডের  
জল দ্বারা স্নান করিয়া চন্দন, অগুরু, গন্ধ,  
মালা, ধূপাদি দ্বারা পূজা করে, তাহার সপ্ত-  
জন্ম-কৃত কলুষ বিনষ্ট হয় । পূৰ্ব্বে যে  
সমস্ত তীর্থের বিষয় বলিয়াছি, তন্মধ্যে যে  
কোন তীর্থে হটক \*না কেন, দেবীর পূজা  
করিলে সৰ্বাতীষ্ট সিদ্ধ হয় । মায়াপূরী, কানী,  
জম্বুমাৰ্গ, নৈমিষ প্রভৃতি যে কোন তীর্থে  
দেবীর পূজা করিলে কামনা সিদ্ধ হয় । দেবী-  
কুণ্ডে তিল, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি আহুতি দান  
করিলে শুভফল লাভ হয় । পোত শব্দের অর্থ

\* নাগ কৃহা হেমোতি পাঠান্তরম ।

পোতং নাবাগ্নবং খ্যাতং পাপকর্ম গুণং মতম্  
তত্র বা তারতে লোকান্ কপোতাস্ত ন ধাবতি

ওঁ ব্যোমব্যাপিনে ব্যোমরূপায়

সর্বব্যাপিনে শিবায় অনন্তায়

অনাথায় অনাশ্রিতায় ভবায় চ

শান্তায় যোগপীঠসংস্থিতায়

নিত্যং যোগিনে ধ্যানহোরায ।

ওঁ নমঃ শিবায় সর্বায় ভবশিবায়

নমঃ সোমমুর্ধ্নে তৎপুরুষায়

• বক্রায় অঘোরহৃদয়ায়

বামদেবগুহায় সদ্যোজাতমূর্তয়ে ।

নমো গুহ্যতিগুহ্যায় গোপ্তে

• নিধনায় সর্ববিদ্যাপতি-

জ্যোতীরূপায় পরমেশ্বরায ।

অচেতন অচেতেন ব্যোম ব্যোম

অরূপ অরূপ প্রথম প্রথম রেজ রেজ

জ্যোতি জ্যোতি অনাদ্য অনাদ্য

চেতন চেতন নানা নানা ধূ ধূ ওঁ ভূভূবঃ

স্বঃ সর্নিধনানিধন ভব শিব সর্ব পরমাত্মনে

মহেশ্বর মহাদেব সদ ভবৈশ্বর মহাতেজঃ

যোগাধিপত্যে মুঞ্চ মুঞ্চ প্রথম প্রথম

সর্ব সর্ব ভব ভব ভবোত্তর সর্বভূতসুখপ্রদ

সর্বসান্নিধ্যকর ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রপর

অর্নর্চিত অসংস্কৃত স্তব স্তব

পূর্বাস্থিত পূর্বস্থিত লাক্ষি লাক্ষি

তুরু তুরু পতঙ্গ পতঙ্গ জম্বু জম্বু

সঙ্গ সঙ্গ স্কন্দ স্কন্দ শিব সর্বায়

ওঁ নমঃ ও নমো নমঃ ॥ ১৬

শিবায় ওঁ নমো নমঃ শিব ভট্টারক

আয়াহি আয়াহি শিব সর্বদ অত্র সান্নিধ্যং কুরু

তুদ অধিষ্ঠায়াধিষ্ঠায় শাস্ত শাস্ততম

ওঁ নমো নমঃ স্বাহা ব্যোমব্যাপী ঈশ্বরোহয়ং মন্ত্রঃ

নৌকা, এই গুণতীর্থ ভবান্নবের পোতস্বরূপ  
হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কপোত তীর্থ।  
অথবা কুৎসিত পাপকর্ম হইতে লোক সকলকে  
পরিজ্ঞাপ করে বলিয়া ইহার নাম কপোত

ততঃ পঞ্চ ব্রহ্মাণি স্বর্বাণ্যাম্বশিবঃ ।

জালিনী পিঙ্গলাস্ত্রং অঘোরাস্ত্রম্ ।

শিবাস্ত্রাণি বিদ্যাধিপতি ব্রহ্মশিরা ।

রুদ্রাণী পুরুষ্টুতং পাণ্ডপতাস্ত্রম্ ॥ ১৮

যোগবিদ্যাঙ্গাণি যোগবিদ্যাঙ্গাণি বিভূর্দানী

ক্রিয়াচারা বাগেশী জালিনী বামাদ্যাঃ শক্তয়ঃ ।

• বিদ্যেশ্বর গণেশ্বর ।

লোকপালা বজ্রাদ্যাস্ত্রাঃ ॥ ১৯

অনন্তাদ্যা নাগাঃ সূর্যাদ্যা গ্রহাঃ

জম্বাদ্যা বালগ্রহাঃ দেবাদ্যা দেবগ্রহাঃ

শিবাদ্যা রুদ্রাদ্যাশ্চিত্রাদ্যা বিষ্ণুাদ্যাঃ

শিবভট্টারকপরিবারাঃ ।

ওঁ নমো হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরেতসে নমো নমঃ

হিরণ্যপতয়ে উমাপত্যে স্বাহা ওঁ ॥ ২০

এষ মন্ত্রঃ ।

দশাত্মা ব্যোমব্যাপী ওঁ আ ইঁ উঁ গাঁ ঝাঁ বাঁ

লা ক্ষা পরম-দশাত্মা বিদ্যাঙ্গ শিবাজ্ঞাশ্চ

পর্যাপরবিকল্পনা ।

মুদ্রাদর্শনং পূর্বং গন্ধধূপপুষ্পনৈবেদ্যার্ঘ্য-

জপহোমবিধিঃ ॥ ২১

যোনিমুদ্রা লিঙ্গমুদ্রা ব্যাপিনী ছত্রং ঘণ্টা দণ্ডং

খেটকং শূলচক্রং পাশং ধ্বজং শরং ধনুঃ বীণা

পদ্মশঙ্খমুদ্রাঃ ষোড়শাদ্যাঃ তা মন্ত্রপদানি ভবন্তি

ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায়ৈ ঠ ঠ

মূলমন্ত্রঃ ॥ ২৩

তীর্থ । এক্ষণে মন্ত্র বলিতেছি ( মূলে দ্রষ্টব্য )

তদনন্তর পঞ্চব্রহ্ম, স্বর্বাণ্যাম্বশিব, জালিনী,

পিঙ্গলাস্ত্র এবং অঘোরাস্ত্র । শিবাস্ত্র —

বিদ্যাধিপতি, ব্রহ্মশিরা, রুদ্রাণী, পুরুষ্টুত । এবং

পাণ্ডপতাস্ত্র । যোগবিদ্যাঙ্গ,—বিভূর্দানী, ক্রিয়া-

চারা, বাগেশী, জালিনী এবং কামাদ্যাশক্তি

শিবভট্টারকের পরিবার,—বিদ্যেশ্বর, গণেশ্বর,

লোকপাল, বজ্রাদি অস্ত্র, অনন্তাদি নাগ,

সূর্যাদি গ্রহ, জম্বাদি বালগ্রহ, দেবাদি দেবগ্রহ,

শিবাদি রুদ্র এবং বিষ্ণু প্রভৃতি । গন্ধ, পুষ্প,

ধূপ, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি দানওজপ হোমাদি

প্রত্যেক কার্যেই মুদ্রাপ্রদর্শন করিতে



ওঁ কালি কালি ঠ ঠ হৃদয়ম্ ।  
 ওঁ কালি কালি বজ্রিণি শিরঃ ।  
 ওঁ কালি কালৌষরি শিখা ।  
 ওঁ কালি বজ্রেশ্বরী কবচম্ ।  
 ওঁ কালি কালি লৌহদণ্ডায়ৈ অস্ত্রম্ ।  
 \* মূলমন্ত্রঃ নেত্রঃ ।  
 অনেন স্ত্রায়েন পঞ্চ ব্রহ্মাণি সৰ্বমঙ্গল-  
 মঙ্গলোক্তি পশ্চাৎ সমাপয়েৎ ॥ ২৪  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাত্মাদয়ে পাদে  
 দেব্যা যোগবিধানং নাম সপ্ত-  
 সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

মমুরুবাচ ।

ঐতঃপরং মহাপুংসঃ সৰ্বকামপ্রসাধকম্ ।  
 ব্রহ্মণা সনকাদৌনাং ভক্ত্যা যৎ প্রতিপাদিতম্ ॥  
 তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং প্রবরং ব্রতম্ ।  
 সৰ্বলোকোপকারায় শৃণুস্বাবহিতো দ্বিজ ॥ ২

যোনিমুদ্রা, নিঙ্গমুদ্রা, ব্যাপিনী, ছত্র, ঘণ্টা, দণ্ড,  
 খেটক, শূল, চক্র, পাশ, খড়্গ, শর, ধনু,  
 বোণা, পদ্ম, এবং শঙ্খ, এই ষোড়শ মুদ্রাই  
 মন্ত্র পাঠপূর্বক প্রদর্শন করিতে হয়।  
 এইরূপে পঞ্চব্রহ্ম সমাপন করিয়া \* মন্ত্র  
 পাঠপূর্বক প্রণাম করিয়া পূজা সমাপন  
 করিবে। ১১—২৪।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মমুরু কহিলেন,—পূর্বে তন্ত্র সনকাদি  
 ঋনিগণের নিকটে ব্রহ্মা যে সৰ্বপুণ্যদায়ক  
 সৰ্বভৌষ্টপ্রদ ব্রতের কথা বলিয়াছিলেন,একপে  
 লোক সকলের উপকারার্থে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রতের

\* সৰ্বমঙ্গলেহ্যাদি মন্ত্র ।

৯। ক

উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষ্যং ভৈক্ষ্যাৎ পথযাচিতম্  
 অযাচিতাৎ পরং নক্তং তস্মিন্নক্তেন বর্তয়েৎ ॥  
 দেবৈস্তৃপ্তং পূর্বার্থে মধ্যাহ্নে ঋষিভিস্তথা ।  
 অপারাহ্নে পিতৃভির্ভুক্তং সন্ধ্যায়াং গৃহকাদিভিঃ  
 সৰ্ববেলামতিক্রমা নক্তে তৃপ্তমভোজনম্ ।  
 বাম'চারো মহাদেবে। নক্টেনোদ্রতে নৃণাম্ ॥৫  
 হবিষ্যভোজনং স্নানং সন্ধ্যাভারলাঘবম্ ।  
 অগ্নিকার্যমঃশয্যা নক্তভোজী সমাহবেৎ ॥৬  
 এবংবিধিসদাচারো দেবদেবীপ্রপূজকঃ ।  
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রযত্নেন কৃৎস্না নক্তং বিধানতঃ ॥৭  
 মাসস্ত গার্গশীর্ষস্ত শক্লরং হেবমর্চয়েৎ ।  
 পীত্বা শক্ত্যা চ গোমুত্রমনাহারো নিশি স্বপেৎ ॥  
 অতিরাত্রস্ত যত্নস্ত ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ৯  
 এবং পৌষেহপি সংপূজা শক্লুনামানমৌশ্বরম্ \*  
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং স্মৃতং প্রাশ্ত বাজপেয়াষ্টকং লভেৎ  
 মাঘে যত্নশক্লু নাম কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ ।  
 নিশি পীত্বা তু গোক্ষীরং গোমেধাষ্টকমাশুয়াৎ

কথা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ।  
 উপবাস হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা  
 অযাচিত শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নক্তব্রত শ্রেষ্ঠ;  
 অতএব নক্তব্রত করিয়াই কালযাপন করিবে ।  
 দেবগণের আহারের কাল পূর্বার্হ, ঋষিদের  
 মধ্যাহ্ন, পিতৃগণের অপরাহ্ন, গৃহকদের সন্ধ্যা-  
 কাল । সৰ্ববেলা অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে  
 ভোজন, অভোজনের মধ্যে । বামাচার মহা-  
 দেব নক্তভোজী মনুষ্যাগণের উদ্ধার সাধন  
 করেন । নক্তভোজী-ব্যক্তি হবিষ্যভোজন,  
 স্নান, সত্য আহারলাঘব এবং অগ্নিকার্য  
 করিবে । একপ সন্ধ্যারসম্পন্ন ব্যক্তি  
 একপ বিধিপূর্বক দেবীর পূজা করিবে ।  
 অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে \*বিধিপূর্বক  
 নক্তব্রত করিয়া, শক্লরের পূজা করিবে ।  
 শাক্ত অনুসারে গোমুত্রমাত্র আহার করিয়া  
 রাত্রিযাপন করিবে । এইরূপে রাত্রিযাপন  
 করিলেই যত্নের অষ্টগুণ ফল লাভ হয়।  
 এইরূপ পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শক্লু-নামক  
 ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া স্মৃতমাত্র আহার

কাস্তনে চ মহাদেবঃ সম্পূজ্য প্রাশয়েৎ তিলা  
রাজহৃদয় যজ্ঞস্ত ফলমষ্টগুণং লভেৎ ।

চৈত্রে তু স্থাপুনামানঃ কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ ।  
যবাংশ ভর্জিতানদ্যাং সোহমমেধফলং লভেৎ  
বৈশাখে শিবনামানমিষ্টা রাত্রৌ কুশোদকম্ ।  
পীঠা পুরুষমেধস্ত ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ১৬  
জ্যৈষ্ঠো পশুপতিং পূজ্য গবাং শৃঙ্গোদকং

পিবেৎ ।

গবাং কোটিপ্রদানস্ত যৎ পুণ্যং তদবাণুয়াৎ ॥  
আষাঢ়ে চোগ্রনামানঃ পঞ্চগব্যস্ত প্রাশয়েৎ ।  
সৌত্রামণেঃ সহস্রস্ত ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ১৮  
বর্ষান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৃষ্ণকা অবলাস্তথা ।  
পায়সং যতসংযুক্তং মধুনা সংপরিপ্লুতম্ ॥ ১৯  
শক্ত্যা হিরণ্যবাসাংসি ভক্ত্যা তেভ্যো

নিবেদয়েৎ ।

করিয়া রাত্রিযাপন করিলে অষ্ট বাজপেয়  
যজ্ঞের ফল হয় । মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে  
মহেশ্বর নামক শিবের আরাধনা করিয়া  
গোক্ষীর মাত্র পান করিয়া রাত্রিযাপন করিলে,  
অষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফল হয় । ফাল্গুন মাসের  
অষ্টমীতে মহাদেবের পূজা করিয়া তিলাহার  
করিয়া, রাত্রিযাপন করিলে রাজহৃদয় যজ্ঞের  
অষ্ট গুণ ফল হয় । ১—১৪ । চৈত্র মাসের  
অষ্টমীতে স্থাপু নামক ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া  
ভর্জিত যবাহার করিয়া রাত্রিযাপন করিবে,  
তাহা হইলে অমমেধ যজ্ঞের ফল হইবে ।  
বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শিব নামক ঈশ্ব-  
রের আরাধনা করিয়া, কুশোদক মাত্র পান  
করিয়া রাত্রিযাপন করিলে, নরমেধযজ্ঞের  
অষ্টগুণ ফল হইবে । জ্যৈষ্ঠমাসের অষ্টমীতে  
দেব পশুপতির পূজা করিয়া গোশৃঙ্গপরিমিত  
জলপান করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে কোটি  
গোদানের ফল হইবে । আষাঢ় মাসে উগ্র  
নামক শিবের আরাধনা করিয়া পঞ্চগব্য  
প্রাশন করিয়া থাকিলে, সহস্র সৌত্রামণি  
যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল হইবে । বর্ষান্তে ব্রাহ্মণ ও  
কুমারীগণকে যথাশক্তি মধু-স্বতাদি-সংযুক্ত

নিবেদয়ীত কুদ্রায় গাঞ্চ কৃষ্ণাং পয়স্বিনীম্ ॥ ২০

বর্ষমেকং চরেদভক্ত্যা নিরন্তরেণ যো নরঃ ।

কৃষ্ণাষ্টমীত্রতং ভক্ত্যা তস্ত পুণ্যফলং শূন্য ॥ ২১

সর্বপাপবিনিমুক্তঃ সর্বৈশ্বর্য্যসমাস্ততঃ ।

বসেচ্ছিবপুরে নিত্যং ন চেহায়াতি কহিচিৎ ॥ ২২

পুণ্যেষেতেষু সর্বেষু বিম্বদগ্রহণাৎ ॥

দানোপবাসহোমান্যমক্ষয়ং জায়তে কৃতম্ ॥ ৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে

পাদে কৃষ্ণাষ্টমীত্রতং নামাষ্টসপ্ততি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

গোরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কাস্তিঃ সরস্বতী ।

মঙ্গলা বৈকবী লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ ॥ ১

মার্গতৃতীয়ামারভ্য পূর্বোক্তং লভতে ফলম্ ।

অর্দ্ধনারীংসুঃ কুদ্রমথবা উমাশঙ্করম্ ।

পূজয়েদ্বিধিবন্নারী ন বিয়োগমবাণুয়াৎ ॥ ২

পায়সাদি ভোজন করাইয়া বস্ত্র হিরণ্যাদি  
দক্ষিণা দিবে । কৃষ্ণবর্ণা পয়স্বিনী গাভী কুদ্রো-  
দশে দান করিবে । যে মনুষ্য ভক্তিপূর্বক  
একবৎসরকাল নির্বিঘ্নে কৃষ্ণাষ্টমীত্রত আচরণ  
করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । সে ব্যক্তি  
সর্বপাপমুক্ত হইয়া সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়,  
দেহান্তে নিত্য শিবলোক প্রাপ্ত হয়, এ  
সংসারে তাহাকে আর আশিষ্যে হয় না । এই  
সমস্ত বিম্বদগ্রহণাদি পুণ্যকালে দান, উপবাস,  
হোমাদি ফাৰ্য্য করিলে অক্ষয় ফল লাভ  
হয় । ১৫—২৩ ।

“অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

উনাশীতিতম অধ্যায় ।

অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়া অবধি আরম্ভ  
করিয়া প্রত্যেক মাসে যথাক্রমে গোরী, কালী,  
উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কাস্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা,  
বৈকবী, লক্ষ্মী, শিবা, নারায়ণী, এই সকল

অথবা বিষ্ণুরূপেণ পূজয়েচ্ছেদ্বয়ং সদা ।  
শঙ্করং বামভাগস্থং সৰ্বকামবাঞ্ছনাং ॥ ৩  
মার্গশিরাদৌ কেশব নারায়ণ মাধব পূজয়েৎ ॥ ৪  
ধূপস্ফাপাদৈরুপোষ্য সংপূজ্য

দক্ষিণাভিষ্ঠ নামভিঃ ॥ ৫

অশ্বমেধনৃপস্বয়বাজপেয়মতিব্রাজ  
উক্তমথাগ্নিষ্টোমো গবামেব ।  
পুরুষমেধশৌভ্রামনিপঞ্চযজ্ঞং  
গোলকং সৰ্বমথাস্থাপ্যাস্তে ।  
নিত্যং স্মরণাচ্চ নামদ্বাদশী ॥ ৬  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে নামদ্বাদশী ॥

মন্ত্রকবাচ ।

যদৌচ্ছতি শুভং নারী ইহজন্মে পরজ ৮ ।

তদা কুৰ্যাদ্বিজশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুনা কথিতং ব্রতম্ ॥ ১

সৰ্বপাপহরং পুণ্যং সৰ্বকামকলপ্রদম্ ।

উমামহেশ্বরং নাম কর্তব্যং বিধিনা যথা ॥ ২

দেবীর পূজা করিলে পূৰ্বোক্ত কললাভ হয় ।  
অথবা অৰ্দ্ধনারীদেহপ্রাপ্ত রুদ্রদেবের পূজা  
করিবে । অথবা উমা এবং শঙ্করের পূজা  
করিবে । এইরূপ করিলে, নারীগণকে কখন  
বিয়োগদুঃখ সহ করিতে হয় না । অথবা  
হরিহর-মূর্তি পূজা করিবে ; তাহাতেই সৰ্বা-  
ভীষ্টসিদ্ধি হইবে । অগ্রহায়ণ মাস হইতে  
আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক মাসের দ্বাদশীতে  
উপবাস করিয়া ধূপ, দীপ, মালাদি দ্বারা  
ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণ-  
গণকে যথাশক্তি দাক্ষিণ্য দিয়া নামকৌৰ্ত্তনাদি  
করিবে ; তাহা ইহলে অশ্বমেধ, রাজস্বয়,  
বাজপেয়, অতিব্রাজ, অগ্নিষ্টোম, গবালস্ত,  
নরমেধ, সৌভ্রামনি, পঞ্চযজ্ঞ, স্বৰ্গদান গোদান  
প্রভৃতির কল লাভ হয় । ১—৬ । মন্ত্র বলি-  
লেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ ! যদি কোন রমণী,  
ইহজন্মে এবং পরকালে শুভ কামনা করে ;  
তবে তাহার পক্ষে বিষ্ণুকথিত ব্রত করা  
উচিত । উহা দ্বারা সৰ্বপাপ বিনষ্ট এবং সৰ্ব-

প্রোষ্ঠাধিনেহথবা মাঘে মাসে যুগোহথবা মূনে  
মৈত্রে বজ্রেশ্বরা কার্যমষ্টম্যাং বাধ শঙ্করে ॥ ৩  
পূৰ্বোহহনি সপত্নীকং দাম্পত্যং সুখসঙ্গতম্ ।  
একভাৰ্য্যং নরং বৎস সৰ্বধৰ্ম্মব্রতাবিতম্ ॥ ৪  
আমজ্যামরোমেশ প্রাতঃ কার্যমমুগ্রহম্ ॥ ৪  
মুদাষিতস্তদা কুৰ্য্যাৎ কলিহন্দবিবৰ্জিতঃ ।  
মধু চার্নেন ভোজ্যন্ত কীরেন্দুযবশালিজম্ ॥ ৫  
সিতপ্লব্ধে তথা রক্তে শুভে কার্যে তু বাসসী ।  
নকেশে স'দেশে বৎস দেবদেবীপ্রসাদকে ॥ ৬  
স্নাত্বা উমেশ্বরং পূজ্যং স্থতিলে প্রতিমাসুবা ।  
হুত্বা দিশো বলিং দত্ত্বা বিতানাবধ কারয়েৎ ॥ ৭  
চতুরশ্চ চতুর্দারং গোময়েনোপলিপ্যতে ।  
চতুষ্কং শালিগোধূমৈর্বর্ণকৈরুপশোভয়েৎ ॥ ৮  
দীপমালাষিতং কুত্বা দাম্পত্যং ভোজয়েৎ ততঃ  
শঙ্করোমাং সদা ধ্যায় শক্রাখ্যং শুভচর্চিতম্ ॥ ৯

কামনাফল সিদ্ধ হয় । ঐ ব্রতের নাম উমা-  
মহেশ্বরব্রত । উহা যেরূপে করিতে হয় বলি-  
তেছি । ভাদ্র মাস, আশ্বিন মাস, মাঘ মাস  
অথবা অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমী তিথিতে এই  
ব্রত করিবে । পূৰ্ব দিনে দম্পতিযুগল মিলিত  
হইয়া, যাহার একমাত্র ভাৰ্য্যা এবং যিনি সৰ্ব  
ব্রতাদি ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ভবনে  
উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া আমন্ত্রণ করিবে  
যে, মহাশয় । কল্য প্রাতঃকালে অনুগ্রহপূৰ্ব্বক  
আমার আনয়েগমন করিবেন । পরদিন কলহ-  
দুঃখাদি পরিত্যাগ করিয়া তৃপ্তনন্দিতমনে মধু-  
মিশ্রিত পায়সাদি ভোজন করাইবে । সুচিকণ  
শ্বেত অথবা রক্ত বস্ত্রযুগ্ম পূজার জন্য প্রস্তুত  
রাখিবে । কেশযুক্ত স্থানে দেবদেবীর পূজা  
করা নিষিদ্ধ । স্নানাদি সমাপনান্তে স্থতিল  
কিংবা প্রতিমায় উমামহেশ্বরের পূজা করিবে ।  
তৎপরে হোম এবং দিগ্বলি প্রদান করিয়া  
তুইটা চন্দ্রাতপ বিলম্বিত করিবে । চতুষ্কোণ  
মণ্ডল নির্মাণ করিয়া গোময় দ্বারা লেপন  
করিবে এবং তাহাকে নানাবর্ণে চিত্রিত  
করিবে । মণ্ডলমধ্যে দীপমালা দিয়া পরে  
দম্পতিভোজন করাইবে । সৰ্বা উমা ও

মদচন্দনকাশ্মীর-কপূরাঙ্কুশ্চিত্তম ।  
 জাতীপুরাগমন্দার-শতপত্রীসুমালিতম ॥ ১০  
 ক্রমাপায়ুগ্মসংবীতং ত্রিধা কুহা প্রদক্ষিণম ।  
 সুখালাপেন সম্পূজা ধায়ন্তী তমুমেগরম ॥ ১১  
 আচম্যার্ঘ্যপাদাং তে দদ্যাদ্ গজোদকং তথা ।  
 সহিরণ্যং সরস্বতী পুনর্গহা ক্রমাপয়েৎ ॥ ১২  
 শ্রীমতাং মে উমেশস্ত সর্বদেবপতিঃ পতিম্ ।  
 অনেন প্রাপ্নুযান্নারী অবিয়োগং সুরেশ্বর ॥ ১৩  
 সৌভাগ্যমিহজন্মেহপি পুত্রপৌত্রসুখানি চ ।  
 মৃত্যুং যাস্তি পরং স্থানং শঙ্করোমা-অধিষ্ঠিতম্ ॥  
 তত্র ভোগান মহান ভুক্তা চেহাগতা মহাকুলে  
 সমুদ্রে বৃদ্ধিসম্পদে পতিং বিন্দন্তি শোভনম্ ॥  
 লাবণ্যরূপসম্পন্ন ভক্তুঃ শ্রেষ্ঠা সদা ভবেৎ ।  
 শ্রীমতীয়া সমস্তস্ত বিভবাস্তঃপুরস্ত চ ।  
 সম্পূজা জীববৎসা চ আধিব্যাধিবিবর্জিতা ॥

শঙ্করের ধ্যান করিবে, নানাবিধ চন্দন, কাশ্মীরাদি বিলেপন, কপূর ও অঙ্কুর ধূপ জাতী-পুরাগ মন্দার শতপত্র প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পূজান্তে গললগ্নীকৃত-বাসে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া উমা-মহেশ্বরের ধ্যান এবং সুখালাপ করিয়া কালান্তিপাত করিবে। আচমন, অর্ঘ্য, পাদ্য প্রভৃতি গজাজল দ্বারা সম্পাদন করিবে। অনন্তর স্বর্ণ-রত্নাদি দক্ষিণা দান করিয়া উমা-মহেশ্বরের নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিবে। “কে উমে। হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন” এইরূপ করিলে স্ত্রীগণের বিয়োগদুঃখ উপস্থিত হয় না, ইহজন্মে পুত্র-পৌত্র-সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া মরণান্তে (যে স্থানে উমা ও শঙ্কর সর্বদা অধিষ্ঠান করেন) সেই উত্তম স্থান প্রাপ্ত হয়। ১—১৪। তথায় যথেষ্ট ভোগ-সুখাদি লাভ করিয়া পুনর্বার মহামালোকমধ্যে সমুদ্র মহাকূলে জন্ম-গ্রহণ করে। এই কালে উত্তম পতি প্রাপ্ত হয়, স্বয়ং অতিশয় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন হয় এবং স্বামীর নিকটে পরম আদরিণী হইয়া সমস্ত লোকেরও শ্রীমতীয়া হয়। তাহার মনোবাখ্য

ভুক্তা যথেষ্পিতান্ কামান্ বৃদ্ধে পতিপূর্ব্বিকাব্দিবং যতি সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্করোমার্চিকঃ স্মিঃ ।  
 নারায়ণেন বিধিনা নারীণাং ভবতে পতিঃ ।  
 সমুদ্রঃ সর্বভূতানাং পতিত্বমুপগচ্ছতি ॥ \*  
 শঙ্করোমাত্রতঃ শক্র লক্ষ্মী পূর্ব্বমবুষ্ঠিতম্ ॥ ১৮  
 বাণী দেব্যা অরুদ্রত্যা রোহিণ্যা সুরসত্তম ।  
 কৃতমাসৌ সুখার্থস্ত তাস্চ ভুক্তান্তি তৎফলম্ ॥ ১৯  
 উমামহেশে চোমেশ ঈশমহেশে শঙ্করী ।  
 পূজিতা সর্বকামানি প্রযচ্ছত্যবিচারণাং ॥ ২০  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে উমামহেশ্বরব্রতম্ ।

ইন্দ্র উবাচ ।

কথিতং শঙ্করোমাখ্যং ব্রতং মে মনস্তপ্তিদম্ ।  
 শ্রোতুমিচ্ছামাহং তাত বিষ্ণুশঙ্করসংজিতম্ ॥ ১  
 মনু কবাচ ।

যথা উমেগরং তাত তথা কার্যমিদং ব্রতম্ ।

কিংবা শারীরিক ব্যাধি কিছুই থাকে না, উত্তম পুত্র লাভ করে এবং তাহাকে কখন পুত্রশোক পাইতে হয় না। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তাহারা এই সকল সুখসম্পদ ভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইলে পতির মৃত্যুর পূর্বেই স্বর্গাধামে গমন করে। যাহারা এই সকল রমণীগণের পতি হয়, তাহারা সমুদ্র এবং সর্বভূতের অধীশ্বর হয়। হে শক্র! পূর্বে লক্ষ্মী এই উমামহেশ্বর ব্রত করিয়াছিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! দেবী সরস্বতী, অরুদ্রতী এবং রোহিণী, ইহারও সুখকামনার পূর্বে এই ব্রত করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহারা এখন তাহারই ফলস্বরূপ সুখভোগ করিতেছেন। উমামহেশ্বর দ্বারা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের মন দ্বারা উমার পূজা করিলেও, তাহারা অবিচারে সর্বভাষ্ট্র সিদ্ধ করেন। ১৫-২০। ইন্দ্র কহিলেন,—আপনি উমামহেশ্বরব্রতের কথা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আমার মনস্তপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে বিষ্ণু-শঙ্কর ব্রত শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। মনু বলিলেন,—ইহার

\* নারায়ণেনেত্যাদি শ্লোকদ্বয়ং বহুধা ন দৃশ্যতে ।



## একোনশীতিতমোহিধ্যায়ঃ

কিন্তু পীতানি বাসাংসি কেশবায় প্রকল্পয়েৎ ॥২  
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং সুগন্ধঞ্চ জনাঙ্গিনে ।  
কার্ঘ্যং পূজানুসন্ধ্যাং লডডুকাদধি পায়সম্ ॥৩  
এবং তৌ পূজয়িত্বা তু প্রতিমৌ স্থণ্ডিলেহপি বা  
আহুত্যা ব্রাহ্মণৌ বৎস বেদসিদ্ধাস্তপারগৌ ॥৪  
যতৌ বা ব্রতসম্পন্নৌ জটাকাষায়ধারিণৌ ।  
পূজয়িত্বা বিধানেন শূলপাণি-জনাদিনৌ ॥ ৫  
কমাপ্য বিধিনা বৎস সর্বকামপ্রসাধকৌ ।  
হেমন্ত দক্ষিণাং বিকোর্মোক্তিকং শঙ্করায চ ।  
দক্ষা প্রব্রজতো \* লোকৌ ক্রমাদেহক্ৰয়ে ব্রজেৎ  
ভুক্তা ভোগাংস্তথা শক্র ইহায়াতো নৃপেশ্বর ।  
কলে ভবতি ভূপালঃ সুখপুত্রায়ুসুযুতঃ ॥ ৭  
পূর্বভাবাদ্ ভবেদ্ ভক্তিঃ শিববিষ্ণুপ্রসাধকৌ  
যোগং প্রাপ্য পরং যতি তত্ত্বস্থানমনাময়ম্ ॥৮  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে শঙ্করনারায়ণব্রতম্ ॥

সমস্তই উমামহেশ্বরের ব্রতের আয় করিতে হয়  
বিশেষ এই যে, ইহাতে ভগবান বিষ্ণুকে  
পীতবস্ত্র দান করিতে হয় ; গন্ধ, পুষ্প, সুগন্ধ  
ধূপ লডডুক, দধি পায়স প্রভৃতি জনাঙ্গিনের  
পূজানুরূপ করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা  
প্রতিমা কিংবা স্থণ্ডিলে নারায়ণ এবং শঙ্করের  
পূজা করাইবে। যতি কিংবা জটাকাষায়ধারী,  
যে কেহই হউক না কেন, বিধিপূর্বক শূলপাণি  
এবং জনাঙ্গিনের পূজা করিলে, সর্বকামনা  
ফল লাভ করিতে পারে। বিষ্ণুর দক্ষিণা স্বর্ণ,  
শঙ্করের দক্ষিণা মুক্তা দান করিলে, দেহক্ৰয়ে  
উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। ভোগাবসানে পুন-  
র্বার ইহলোকে রাজকূলে নৃপশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম-  
গ্রহণ করে এবং পুত্র-পৌত্রাদি সুখ সমৃদ্ধি  
লাভ করে। পূর্বজন্মের সংস্কার-বলে মহাদেব  
ও নারায়ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় ;  
সুতরাং তাহারা সাধক হইয়া, যোগবলে

দক্ষানুপ্রযতো ইতি পাঠান্তরম্ ।

অনেন বিধিনা কার্ঘ্যং লক্ষ্মীপর্ণব্রতং শুভম্ ।  
ব্রহ্মসাবিত্রীজং তাত চন্দ্ররোহিণীজং পি বা ।  
ভাবচিত্তানুরূপেণ সম্যাক্রফলং লভেৎ ॥১০

শক্র উবাচ ।

সম্ভার্জনকলং দেব স্মৃতিতং ন প্রকীর্তিতম্ ।  
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি মানবানাং হিতায় বৈ ॥২  
ঈশ্বর উবাচ ।  
বারাহে তু পুরা কল্পে মনো দৈবতকে তথা ॥ ৩  
তস্মিন শাসনমুদীপালে চন্দ্রমৌল্রে নৃপোত্তমে ।  
পত্নী চ কুঙ্কুমা নাম অমৃতম্রয়চোত্তমা ।  
লাবণ্যরূপসম্পন্ন চন্দ্রকান্তিসমপ্রভা ॥ ৪  
সানুদিনং সদা ভক্ত্যা দেব্যাঃ সম্ভার্জনে রতা ।  
দ্বারশোভাং পথিশোভাং দেব্যানুদ্दिशु কারয়েৎ  
স পপ্রচ্ছ তদা রাজ্ঞি কিমেতদেবি স্বং সদা ।  
সম্ভার্জনপরা নিত্যমমৃতকর্মপরাঙ্গুখা ।  
এতেনো ক্রাহি তবেন যেন রূপং প্রতি প্রিয়াম ॥৬

পরমধামে গমন করে। ১-৮। এইরূপ  
বিধানানুসারে লক্ষ্মীপর্ণব্রত, ব্রহ্মসাবিত্রীব্রত  
এবং চন্দ্ররোহিণীব্রত করিতে হয় ; তাহা  
হইলে ভক্তি এবং চিন্তানুযায়ী ফল লাভ  
হয়। ইন্দ্র বলিলেন,—দেব! সম্ভার্জনের  
ফল কিরূপ, তাহা বর্ণনা করেন নাই, মানব-  
গণের মঙ্গলের জন্য তাহাই বর্ণনা করুন,  
আমার শুনিতে অতিশয় কৌতুহল  
হইতেছে। ঈশ্বর বলিলেন,—বারাহকল্পে  
দৈবতক মনস্তরে চন্দ্রমৌল্য নামক নরপতি  
ছিলেন। তাঁহার অনেক পত্নী থাকিলেও  
কুঙ্কুমানারী মহিষী সকলের শ্রেষ্ঠা ছিলেন।  
কুঙ্কুমার অঙ্গকান্তি চন্দ্রপ্রভার আয় এবং  
অনন্তসাধারণ রূপলাবণ্য ছিল। তিনি  
প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক দেবীর সম্ভার্জনকার্যে  
ব্রত থাকিতেন এবং দেবীর উদ্দেশে দ্বার-  
শোভা এবং পদ্যশোভা সম্পাদন করিতেন।  
একদিন নরপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
—দেবি! তুমি সর্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্বক কি  
নিমিত্ত এই সম্ভার্জন-কার্য্যেই তৎপর থাক।  
যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে পরিচয় দিয়া

## দেবীপুরাণ

কুহুমোবাচ ।

ন হি মেহন্তাপরা ভক্তির্যথা সন্মার্জনে শূন্য ।  
তথাহং কথয়িষ্যামি পুরা কথং কৃতং ময়া ॥ ৭  
পূর্বমাসং হুং চিত্তা পতন্তী বিষচারিণী ।  
তত্রাহং ভ্রমমাণা তু গতা কিঙ্কিঙ্ক্যপর্বতন ॥ ৮  
তত্র দেবী নিরাধারা হ্যাকাশে তিষ্ঠতে সদা ।  
কেনাপি পূজনে দত্তং ভক্তং পাত্রং সুপূজিতম্  
ময়াপি ক্রমমাদায় গ্রহীতুমদায়ঃ কৃতঃ ।  
ক্রমাততঃ প্রগীতকু পটকঃ পাংসু নিবাসিতা ॥ ১০  
পূর্ণদত্তক্রমাতৈব গ্রহীতুঃ পাংসু মার্জিতা ।  
তাবৎতস্মিন্ সমায়াতঃ পূজকো দেবলো দ্বিজঃ  
বয়ং নষ্টা ভয়াৎ কালান্মৃতা জীতা বসোগৃহে ।  
চন্দ্রমিত্রসু তেনৈব দত্তাহং প্রথমা বধুঃ ॥ ১২  
রাজ্ঞী ত্রিংশৎসহস্রাণামুত্তমা তৎপ্রভাবতঃ ॥ ১৩  
অকামা দেবতাগারে পক্ষপাতসু মার্জনাং ।  
তেন রাজ্ঞী চেকং যাতা কামান সন্মার্জনেন কিম্

আমার কোতুহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিভূক্ত কর ।  
কুহুমা বলিলেন,—সন্মার্জন-কাহ্নে আমার  
বেক্লপ ভক্তি, আর কোন কাহ্নে সেরূপ নাই ।  
ইহার কারণ বলিবার জন্ত, পূর্বে আমি যে যে  
কর্ম করিয়াছি, তাহা বলিতেছি । পূর্বে আমি  
কোন চিত্রপঙ্কিণী ছিলাম । আকাশ পথে ভ্রমণ  
করিতে করিতে একদিন আমি কিঙ্কিঙ্ক্য-পর্বতে  
উপস্থিত হইয়াছিলাম । ১—৮ । তথায় দেবী  
আকাশে সর্বদা অধিষ্ঠান করেন । কোন ব্যক্তি  
সেই স্থানে পাত্রপূর্ণ অন্ন দ্বারা দেবীর পূজা  
দিয়াছিল । সেই পাত্রপূর্ণ অন্ন দেখিয়া আমি  
ক্রোধপাতিলাষে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ  
করিলাম । অনন্তর সম্পূর্ণবেগে উর্দ্ধ হইতে  
অন্ন আক্রমণ করিবার সময়, তথাকার ধূলি-  
রাশি উড়িয়া স্থানটি পরিষ্কৃত হইয়াছিল ।  
এমন সময়ে দেবলনামক পূজক ব্রাহ্মণ  
তথায় উপস্থিত হইল । তাকে দেখিয়া ভয়ে  
তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম । অনন্তর  
কালবশে দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রমিত্র নামক  
বহুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । তিনিই  
আমাকে আপনায় করে সম্ভদান করিয়া-

কলং ভবতি তদেব্যা তন্ন বেদ্যি যথোচ্যাতাম্ ৮  
এবং পূর্বকথিতং ভার্গবস্ত প্রপুচ্ছতঃ ।  
ব্রহ্মণা দেবরাজস্তু ময়াপি চ তদখিলম্ ।  
কথিতং নীৰ্ঘসংস্কারে সন্মার্জনকলং নৃপ ॥ ১৫  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে সন্মার্জনমাহাত্ম্যম্ ।  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে-  
একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

বিদ্যেশ্বর উবাচ ।

কথং দেব্যাঃ সূদা পূজা সত্ত্বৈর্গৃহপালকৈঃ ।  
কর্তব্য্য সিদ্ধিমিচ্ছন্তির্দৃষ্টাদৃষ্টকলার্ণিভিঃ ১  
অগস্ত্য উবাচ ।  
সাধিবদং যৎ তয়া প্রথং কৃতং বৎসেশ্বরপ্রিয়ম্ ।  
তদহং নিখিলং বক্ষ্যে তব ভক্তস্তু বিদ্যায়া ॥ ২

ছেন । এক্ষণে সেই পক্ষপাতজনিত  
স্থানমার্জনের কলেট আমি ত্রিংশৎসহস্র-  
রাজমহিলাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছি ।  
কামনা বাতীত সন্মার্জন করিয়া সেই রাজ্ঞী  
এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু  
সকাম হইয়া সন্মার্জন করিলে যে কতদূর উচ্চ  
ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না ।  
ভার্গব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্বে মহেশ্বর  
এই কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন । তৎপরে ব্রহ্মা  
ইন্দের নিকটে এই কথা বলেন, এক্ষণে  
আমিও সেই সন্মার্জনের ফল তোমার নিকটে  
অবিকল বর্ণনা করিলাম । ১—১৫ ।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

বিদ্যেশ্বর বলিলেন,—যাহারা গৃহস্থ  
হইয়াও সত্ত্ব এবং দৃষ্টাদৃষ্ট ফল ও সিদ্ধি  
কামনা করে, তাহারা কিরূপে দেবীর পূজা  
করিবে ? এক্ষণে উহাই বর্ণন করিতে ইচ্ছা  
হইতেছে । অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস ! তুমি

দেব্যা ভক্তে সঙ্গ দেবী সর্বগা সর্বসংস্থিতা ।

ভ্রষ্টব্যা নাগভাষ্যে ত্বণপক্ষিসরীশুপে ॥ ৩

দ্বিজ-অন্যজজাতিষু হৃদিতেষু স্ত্রুথেষু চ ।

স্বাস্থ্যস্বাস্থ্যবিশিষ্টেষু সুরভীষসুরভীষু চ ॥ ৪

ন ক্রুরঃ ক্রোধমাগচ্ছন্ন চ পূজাসুকৃষাতে ।

ত্বণভেমবিশেষেণ ন লোভো ন চ কামিতা ॥ ৫

পবদারপবদাদেবীচয়া মনঃকর্ম্মভিঃ ।

যস্য নোৎসহ্যে রাজন তস্য দেবী ন দূরতঃ ॥ ৬

ভূষিতোহপি ববং দেবং কিং বনে নিবসন নৃপ

সকামেনৈব সিদ্ধিঃ স্মারিকামস্য গ্রহঃ বলম্ ॥ ৭

যস্য সর্বপ্রজাপালঃ সর্ববর্ণাশ্রমেহুকঃ ।

স্বেন বর্জনি বর্তেত স দুর্গাং শক্যমীজিতুম্ ॥ ৮

রাজোবাচ ।

যদ্যেবং বর্ণজাতীনাং দেবী সর্বত্রসংস্থিতা ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি আশ্রমাণাঞ্চ কাননম্ ॥ ৯

অগস্ত্য উবাচ ।

পূর্বদেবেন ব্রহ্মায় শূনিয়া কথিতা কিল ।

শ্রুতাদেমন্নুদধ্যাদৈর্ভৃগুমিত্রোহথ কাশ্যপৈঃ ॥ ১০

তথা যম্যপি ভেতাশ্চ যথা প্রাপ্তা তথা তব ।

কথয়ামি মহারাজ দেব্যা ভক্তিপরো ভবান্ ॥ ১১

যথা আসীৎ পুরা রাজন মহাকর্মে সুরার্চ্যপ্রিয়ঃ ।

তথানীলপ্রজাঃ সর্বাঃ স্বে স্বে ধর্ম্মে বাবস্থিতাঃ

তস্য রাজস্য দেবেশ্যঃ পৃচ্ছন্তে গুরুভুধ্বজম্

রক্ষণায় সমস্তস্য দিব্যস্য স হিতে রতঃ ॥ ১৩

প্রণম্য তং জগন্নাথং বিষ্ণুং কমললোচনম্ ।

প্রপৃচ্ছতি সমস্তস্য ব্রহ্মাদ্যস্ত চ কল্পনম্ ॥ ১৪

শক্র উবাচ ।

জয়ানন্ত মহাবাহো সর্বদেবনমস্কৃত ।

একমূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিষু পীতবাসো জগৎপ্রিয় ॥ ১৫

যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহা অতি উত্তম এবং  
এই কথা ঈশ্বরের প্রিয় । তুমি ভক্ত, আমি  
তোমাকে সংক্ষেপে সমস্তই বলিতেছি । যাহারা  
দেবীর প্রকৃত ভক্ত, তাহারা দেবীকে সর্বত্রই  
দেখিতে পায় । বক্ষ, লতা, ত্বণ, পক্ষী, সরী-  
সৃপ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য জাতি, স্ত্রী, হৃদয়ী,  
স্বাস্থ্য, স্বল, সুরভি, অসুরভি প্রভৃতি সর্বত্রই  
দেবী বিরাজ করেন । তাঁহার প্রতি আক্রোশ  
করিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হন না এবং পূজা  
করিলেও হৃষ্ট হন না । ত্বণ এবং সর্গ উভয়ই  
তাঁহার পক্ষে সমান । কোন বিষয়ে তাঁহার  
লোভ না ইচ্ছা নাই । যাহারা কায়মনোবাক্যে  
পরদার কিংবা পরধন অপহরণ ইত্যাদি বিষয়ে  
উৎসাহিত না হয়, দেবীকে স্তুতি করা তাহা-  
দের পক্ষে কঠিন নহে । যাহারা প্রকৃত ভক্ত,  
তাহাদের বনে গিয়া তপস্যা করিবার প্রয়োজন  
নাই । সকাম হইয়া দেবীর আরাধনা করি-  
লেও যখন সিদ্ধিলাভ হয়, তখন নিকাম হইয়া  
কাণ্ড করিলে আর তাঁহাকে স্তুত বনে গিয়া  
তপস্যা করিতে হইবে কেন ? নৃপতিগণের  
মধ্যে যিনি বর্ণাশ্রমভেদে সমুদায় প্রজা পালন  
করিয়া আপনার কর্তব্যকর্ম্মের অহুষ্ঠান করেন,  
তিনিই দেবীর আরাধনা করিবার পাত্র ।

রাজা বলিলেন,—দেবী যে, সকল বর্ণে সকল  
জাতিতে অবস্থান করেন, তাহা শ্রবণ করি-  
লাম । এক্ষণে বর্ণাশ্রমের বিষয় শুনিতে  
বাসনা হইতেছে । ১—৯। অগস্ত্য বলিলেন—  
পূর্বে মহেশ্বর ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া-  
ছিলেন । ব্রহ্মার নিকট যন্ত্র প্রভৃতি শ্রবণ  
করিয়াছিলেন, যন্ত্রের নিকট ভৃগু, কাশ্যপ  
প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদের নিকট হইতে আমি  
শ্রবণ করিয়াছি । হে মহারাজ ! তুমি দেবীর  
ভক্ত, তোমার নিকট সর্বস্তই বলিতেছি ।  
হে রাজন ! পূর্বে মহাকর্মে ইন্দ্র যেরূপ  
রাষ্ট্রপ্রিয় ছিলেন, প্রজাগণও তজ্জপ স্বর্ধর্ম্মরত  
এবং সংস্কারাবসম্পন্ন ছিল । দেবরাজ শীর  
রাজ্যের হিতসাধনের জন্ত একদিন ভগবান্  
কমললোচন বিষ্ণুকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ইন্দ্র প্রথমতঃ  
গুরুভুধ্বজ বিষ্ণুর নিকট প্রণাম করিয়া বলি-  
লেন,—হে অনন্ত ! হে মহাবাহো ! আপনি  
সমস্ত দেবগণের মধ্যে প্রণম্য । আপনি এক-  
মূর্ত্তি হইয়াও গুণভেদে ত্রিমূর্ত্তি । আপনি

সর্বব্যাপি মহাকায় স্থলভাবানুচারণক ।

পরাবরপরাবহ কারণান্ন নমো নমঃ ॥ ১৬

প্রকৃতিস্বক ভাবেণ বিকৃতিব্যাঘ্রঃ প্রভুঃ ।

চিন্ত্যাচিন্ত্যাপ্রমেয়শ্চ কালকাননহেতবঃ ॥ ১৭

ধর্ম্যধর্ম্য মহামায় ভাবান্তাবন মোহনম্ ।

মহাদাদিগুণাবাস সর্বগুণবিবর্জিতঃ ॥ ১৮

জ্ঞয়সে স্তবসে ত্বক্ বেদসে বেদকো ভবান্ ।

সংপূজ্যসে পূজকো নাথ সর্বগঃ সর্বকৃদ্বিভুঃ ॥

অবিনাশবিনাশিহে পার্থিবা দি প্রয়োজনে ।

ত্বং ভবান্ করণাভাবপরাপর নমোহস্ত তে ॥ ২০

হৃষীকেশ গদাধারিন্ মহাদেবকুলান্তক ।

মহাগদাসিধারায় পূচ্ছামি জগদ্ধেতবে ॥ ২১

এবং ঈতস্তদা রাজন্ বিষ্ণুঃ প্রোবাচ যাচ্যতাম্

যৎ তে মনসি বর্জিত দদামি ক্রহি বাসব ॥ ২২

শক্র উবাচ ।

ভগবন্ কিং পরা ভাক্তঃ কস্য বা ক্রিয়তে সদা ।

কস্মিন্ দ্বীপে স্থিতৈঃ পুংস্তিষ্ঠন্ত্যেব সা পরাপরা ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

একস্মিন্ মে দিনে শক্র ব্রহ্মায়ান্তি চতুর্দশ ।

তিশ্রাণাং ত্বক্ তৎসংখ্যা ব্রহ্মাহেন পুরন্দর ॥ ২৪

এবং বর্ষশতে পূর্ণে যোগনিদ্রা পরাপরা ।

তস্মিহুয়াম্যহং শক্র পুনরেকং সৃজামি চ ॥ ২৫

এবং তে চ দিনাঃ পক্ষা মাসা স্তবতথায়নে ।

মহ কালক্ কল্পক্ মহাকল্পং তথৈব চ ॥ ২৬

ভবতে সৃজতে শক্র যা সা পরমকারিণী ।

যোগনিদ্রা মহামায়া সর্বার্থা ন ব্যবসিতা ।

স্থাপিতা পরমেশেন যস্মিন্ কালে তদুচ্যতাম্ ॥

লক্ষং ত্রিংশৎ সহস্রাণাং গতানি নব এব চ ।

তস্মা মাং ভূতভূতস্ম কালস্ত সুরসত্তম ॥ ২৮

তস্মিন্ সা পূজিতা দেবী ব্রহ্মণা মনুরূপিণা ।

স্বায়ম্ভুবতনুর্ভূত্বা জগতঃ স্থিতিকারণে ॥ ২৯

তেন জ্ঞাতানি নামানি তে চ দ্বীপা সরিদ্ভবরা ।

পাতালস্থিতয়ঃ শক্র ভবন্তি চ ব্রজন্তি চ ॥ ৩০

জগতের প্রিয়, সর্বব্যাপী এবং মহাকায় ।  
হে পীতবাস ! আপনি স্থূল ও সূক্ষ্ম, পর ও  
অপর । আপনি জগতের কারণ, আপনাকে  
প্রণাম করি । হে ঈশ্বর ! আপনি প্রকৃতি ও  
বিকৃতি, চিন্ত্য এবং অচিন্ত্য । আপনি অব্যয়,  
প্রভু এবং প্রমেয়স্বরূপ । আপনি কাল, ধর্ম্য,  
অধর্ম্য, মহামায়া, ভাব এবং অভাব ইত্যাদি  
সকলেরই হেতু । আপনাতে মহাদাদি গুণ-  
সমূহ থাকিলেও আপনি নির্গুণ । আপনি  
জ্ঞয়মান এবং স্তাবক, বেদ্য অথচ বেদক, পূজ্য  
অথচ পূজক, সর্বগ, সর্বকর্তা, বিভু, অবিনাশী  
এবং পার্থিবা দি প্রয়োজনসম্পন্ন । আপনি  
পরপর সর্বকারণ, আপনাকে প্রণাম করি ।  
১০—২০ । হে হৃষীকেশ ! হে গদাধারিন্ !  
হে দৈত্যকুলনিবৃদ্ধন ! আপুনি জগতের হেতু  
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে রাজন্ !  
এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বলিলেন,—  
হে বাসব ! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল,  
আমি প্রদান করিতেছি । ইন্দ্র বলিলেন,—  
ভগবন্ ! ঐষ্ঠা শুভি কি এবং উহা কাহার

হইয়া থাকে ? কোন্ দ্বীপের মনুষ্যাগণ সেই  
পরাংপরা দেবীর আরাধনাকার্য্যে অধিকারী,  
উহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । ভগ-  
বান্ বলিলেন,—হে শক্র ! আমার একদিনে  
চতুর্দশ ব্রহ্মার পতন হয় এ ২ ব্রহ্মার তিন-  
দিনে চতুর্দশ ইন্দ্রের পতন হয় । এইরূপ  
শত বৎসরান্তে আমি যোগনিদ্রা আশ্রয় করি  
এবং তদন্তে পুনর্বার সৃষ্টি করি । এইরূপে  
দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, কল্প,  
মহাকল্প ইত্যাদি যথাক্রমে হইতে থাকে ।  
পরম-কারণরূপিণী দেবী এই সমস্ত সৃষ্টি  
করেন । আমি যে সময়ে মহামায়া যোগনিদ্রা  
আশ্রয় করিয়া থাকি, সেই সময়ের পরিমাণ  
একলক্ষ ত্রিংশৎসহস্রাং নবশত বৎসর । হে  
সুরসত্তম ! সেই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব  
মনুরূপে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন । তিনিই  
জগতের স্থিতির কারণ এবং তিনিই সমস্ত  
নাম অবগত আছেন । ঐ সকল দ্বীপ নদী-  
রূপে পরিণত হইয়া কালে পাতালপুরের অন্ত-  
র্গত হইয়াছে । হে শক্র ! এইরূপে সমস্তই



তথাপি মাং কৃত মায়া মোহনৌ সুরজন্তবু ।  
অনেককালভূতং যদ্যৈব প্রাতিভাষতে ॥ ৩১  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে কালভাবব্যবস্থা  
নামানীতিতমোহধ্যায়ঃ

### একানীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শব্দ উবাচ ।

ভগবন্তব বাক্যানাং ন তৃপ্তির্ভবতে মম ।  
কালাগ্নিপার্শ্বিৎ মানং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বতঃ ॥ ১  
শ্রীভগবানুবাচ ।

নহি পার্থিবদ্বীপেষু মেরুপৃষ্ঠেহপি বাসব ।  
ভোগাহ্লাদকরা নৃণাং যথা পাতালবাসিনু ॥ ২  
যেষু নঃ কালরুদ্রস্তা নানাস্ত্রীশতসঙ্কলাঃ ।  
বিচিত্রঃ স্যাবিত্র্যাসাঃ কৃতস্তে মেরুপৃষ্ঠকঃ ॥ ৩  
স্মা এব কালরুদ্রস্তা তন্নরূপেণ সংস্থিতা ।  
স্মা পরা শিবভাবেন পরমাপদদায়িকা ॥ ৪

তস্মা যুগসংশ্রান্তে ব্রহ্মাদানাং ক্ষমকরম্ ।  
তং বিদ্ধি কালরুদ্রেতি সৌম্যরূপং সদাশিবম্ ॥  
কালাগ্নিদ্যাসনং লক্ষং যোজনানাং প্রমাণতঃ ।  
অর্ধেন উচ্ছ্রয়ন্তস্তা পাদাঃ পাদেন বাসব ॥ ৬  
সিংহরূপা মহাঘোরা মহানক্সা মহাবলী ।  
কালাগ্নিরুদ্ররূপো যো বহুরুদ্রসমারতঃ ॥ ৭  
অনন্তপদ্মরুদ্রশ্চ ধাতারঃ কারণীশ্বরঃ ॥ ৮  
দারুণোহগ্নিরুদ্রশ্চ যমহস্তাক্ষরাস্তক্যঃ ।  
লোহিতঃ ক্রুরভৈজায়া ঘনরুষ্টির্বলাহকঃ ॥ ৯  
বিদ্রাতশ্চ ন শীঘ্রশ্চ প্রসন্নঃ শান্তিসৌম্যাদৃক্ ।  
সর্বজ্ঞো বিবিধো বুদ্ধা দ্যুতিমান দীপ্তিসুপ্রভঃ  
এতে রুদ্রা মহাত্মানঃ কালিকাশক্তিরংহিতাঃ ।  
সংহরন্তি সমস্তেদং ব্রহ্মাদাং সচরাচরম্ ॥ ১১  
কালাগ্নিভুবনীশোহয়ং শতকোটিভিরাবৃতম্ ।  
তস্মা পুরস্তা বিস্তারঃ শতকোটিসুবর্তনম্ ॥ ১২  
দেবগন্ধর্বসিদ্ধানাং তত্র ভোগাঃ সুদূর্লভাঃ ।  
পূর্বোত্তরপরা ভক্তির্ঘাম্যোত্তরংস্থিতাপবা ॥ ১৩

উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হইতেছে। সুরাসুর  
সকলেরই বিমোহিনী মহামায়ার এমনি প্রভাব  
যে, যে সমস্ত ঘটনা বহুপূর্বে হইয়া গিয়াছে,  
তাহা অদ্যকার ঘটনা বলিয়াই বোধ  
হইতেছে। ২১—৩১।

অনীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

### একানীতিতম অধ্যায় ।

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনার বাক্য  
শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইল না, এক্ষণে  
কালাগ্নির পার্শ্বিৎ পাক্ষিৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা  
হইতেছে। ভগবান বলিলেন,—পাতালবাসি-  
গণের যেরূপ ভোগাহ্লাদ দেখিতে পাওয়া  
যায়, মেরুপৃষ্ঠে পার্থিব দ্বীপসমূহের মধ্যে কোন  
স্থানেই সেরূপ নাই। বিশেষতঃ কালরুদ্রপুরে  
যে প্রকার শত শত স্ত্রীসমাকুল বিচিত্র হর্ম্যা-  
বলী বিস্তৃত আছে, মেরুপৃষ্ঠে কোন স্থানেই  
সে প্রকার নাই। পরমপদদায়িনী পরাংপরী

দেবী সেই কালরুদ্রের তন্নরূপে অবস্থান  
করেন। সেই কালরুদ্রের যুগ-সংশ্রান্তে ব্রহ্মাদির  
নাশ হয়। সেই সৌম্যমূর্তি সদাশিবকেই কাল-  
রুদ্র বলিয়া জানিবে। কালাগ্নির আসন লক্ষ  
যোজন-বিস্তৃত, উর্দ্ধের পরিমাণ তাহার অর্ধেক  
এবং তাহার পাদপরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ।  
তাঁহার চতুর্দিকে মহাঘোর মহাবল সিংহরূপী  
এবং নক্সরূপী রুদ্রগণ বেষ্টিত করিয়া থাকে।  
অনন্ত, পদ্মরুদ্র, ধাতা, কারণ, ঈশ্বর, দারুণ,  
অগ্নিরুদ্র, যমহস্তা, ক্ষয়ান্তক, লোহিত, ক্রুর-  
ভৈজা, ঘনরুষ্টি, বলাহক, বিদ্রাৎ, চল, শীঘ্র,  
প্রসন্ন, শান্ত, সৌম্যাদৃক্, সর্বজ্ঞ, বিবুধ, বুদ্ধ,  
দ্যুতিমান, দীপ্ত, সুপ্রভ এই সকল মহাত্মা  
রুদ্রগণ দেবী-কালিকার শক্তিসম্পন্ন হইয়া  
এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া থাকে।  
কালাগ্নি ভুবনেশ্বর শতকোটি রুদ্রগণ কর্তৃক  
পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন। তাঁহার পুরের  
বিস্তার শতকোটি যোজন এবং উহা গোলা-  
কার। তথায় যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু আছে,  
দেব, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ তাহা কখনই লাভ

অনলানিলববাচা নির্ধতাশা ন চাপরা ।  
 এতেষাং মধ্যাতো রাজন কালকুদ্রস্ত শোভিতঃ \*  
 পংক্ত্যাকারৈঃ পুরৈঃ সর্বং কটকং তস্ত সংশ্লিতম  
 সমস্তাভেষ্টিভবলং প্রাকারাটোলগোপনৈঃ ॥ ১৫৮  
 বজ্রেশুনীলবৈদূর্য্যপ্রাকারৈঃ সর্বতোহবিশ্রিতম ।  
 কালাগ্নিনরকাস্তে তু পুরং কালস্ত সংশ্লিতম ॥ ১৫৯  
 পঞ্চাশল্লক্ষবিস্তারং সমস্তাৎ পরিবর্তুণম্ ।  
 জাম্বুনদময়ৈর্হৈম্যাঃ খচিতং রত্নধাতুভিঃ ॥ ১৬০  
 কামোন্নতপ্রমত্তৈশ্চ তস্তাতি জনসঙ্কুলম্ ।  
 কাকুস্ত ভুবনং দিবাং রত্নাকারং মনোহরম্ ॥ ১৬১  
 বেষ্টিতং হেমপ্রাকারৈর্যোজনাযুগ্মচ্ছিতম্ ।  
 প্রাকারা বহিঃপাশ্বে অক্ষয়ং যোজনাযুগ্মম্ \* ।  
 অগ্নিজালৈশ্চ নিবিড়ৈর্ভয়দৈঃ কিংকরপ্রভৈঃ ।  
 হরিতালনিভা জালাঃ সিন্দূবা গৈরিকপ্রভাঃ ॥ ১৬২

করিতে পারে না । পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তাদি বিভাগক্রমে অগ্নি, বায়, বক্রণ, নির্ধতি, ঈশান প্রভৃতি বাস করেন ; উইাদের মধ্যস্থানে ভগবান কালকুদ্র বাস করেন । এই কালকুদ্রপুরে তদীয় কটক, প্রাকার, অটোলিকা, গোপুর প্রভৃতি স্থানে পঙ্ক্তিক্রমে অবস্থান করে । ১—৫ । বজ্র ইন্দ্রনীল বৈদূর্য্যাদিমণি-নির্মিত প্রাচীর দ্বারা এই পুরী পরিবেষ্টিত । কালাগ্নি-নরকের প্রান্ত-ভাগে কালপুর ; ইহা পঞ্চাশল্লক্ষ যোজন বিস্তৃত এবং সর্বতোভাবে বর্তুলাকার । তথায় নানাবিধ রত্নখচিত স্বর্ণনির্মিত ভূষ্যশ্রেণী এবং উহা কামোন্নত ও প্রমত্ত জনসমূহে পরিবেষ্টিত কালের ভবন অতি মনোহর, উহা বর্তুলাকার এবং স্বর্ণময়-প্রাচীর-বেষ্টিত । উহার উচ্চতার পরিমাণ অযুত যোজন । বহির্ভাগের প্রাচীর যোজন-বিস্তৃত এবং অক্ষয় । এই প্রাচীরে সর্বদা অতি ভয়ানক অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত আছে । কোন স্থানে কিংকরবর্ণ,

অন্ত উর্দ্ধং প্রজ্জ্বালা সুবাতোদ্ধুতভাষরাঃ ।  
 বীচীতরঙ্গকল্লোলজালামালাকুলাদ্বরম্ ॥ ২১  
 প্রবিস্তারঃ প্রমাণেন যোজনাদ্বয়কোটয়ঃ ।  
 অগ্নিবতিলক্ষাণি জালা উর্দ্ধং ততঃ শিলা ॥ ২২  
 বজ্রভূতা মহাতপা তস্ত তেজোনিয়ামিকা ।  
 চত্বারি কোটিমানেন কারণেন তু স্থাপিতা ॥ ২৩  
 তস্তোর্দ্ধেন ভবেৎ কিঞ্চিৎ কোটাশ্চত্বারি বাসব  
 এবং কালাগ্নিকুদ্রস্ত মাহাত্ম্যং কীর্তিতং ময়া ।  
 শ্রবণাৎ সর্বপাপাণি শমন্তে কালজাতুপি ॥ ২৫  
 ইতি শ্রীদেবীপুবাণে ত্রৈলোক্যাভ্যাদয়ে  
 পাদে কালাগ্নিকুদ্রমাহাত্ম্যং নামৈ-  
 কাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

### দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

কালাগ্নিভবনস্তোর্দ্ধে বজ্রপাষাণমূর্ধনি ।  
 যে স্থিতাস্তত্র দেবেশ তান্ কথাসু প্রসাদতঃ ॥ ১

কোথাও হরিতালবর্ণ, কোথাও সিন্দূরবর্ণ, কোথাও বা গৈরিকবর্ণ শিখাসমূহ প্রজ্জলিত হইতেছে । ইহার উর্দ্ধদেশে সেই সমস্ত শিখা বায় কর্তৃক তানিত হইয়া বীচি-তরঙ্গের স্থায় কল্লোল বিস্তার করিতেছে । এইরূপে হইকোটি অগ্নিবতি লক্ষ যোজন, পর্য্যন্ত উর্দ্ধে এই সমস্ত প্রজ্জলিত শিখা উখিত হইতেছে । ইহার উর্দ্ধে বজ্রের স্থায় কঠিন মহাতপ শিলা সকল চারিকোটি যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে । ইহার উর্দ্ধে চারিকোটি যোজন পর্য্যন্ত আর কিছু দেখা যায় না । এই কালাগ্নিকুদ্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল ; ইহা শ্রবণ করিলে কালজ সকল পাপই বিনষ্ট হয় । ১৬—২৫ ।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

### দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবেশ ! কালাগ্নি-ভবনের উর্দ্ধে বজ্রপাষাণ-মস্তকে কি আছে.

\* শতকুদ্রস্ত শোভতে ইতি পাঠান্তরম্ ।

\* বহিঃপাশ্বে অন্তরং যোজনাযুগ্মম্ ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

যথা পৃচ্ছসি মাং শক্র উর্দ্ধং কালপুরস্ত তু ।  
তথা তে কথয়িষ্যামি শৃণুস্বাবদতো মম ॥ ২  
উষোর্দ্ধে নরকাঃ শক্র কোটাঃ পঞ্চাশন্মানতঃ ।  
চত্বারিংশচ্ছতং তেষাং প্রধানং তন্নিবোধত ॥ ৩  
অবৌচিঃ কুমিভক্ষ্যচ তথা বৈতরণী মহান ।  
কূটশাল্মলিমুচ্ছ্রাসং যুগ্মপর্বতরোরবম্ ॥ ৪  
নিকৃচ্ছ্রাসঃ পুতিমাংসঃ তপ্তলাক্ষাশ্চিত্তাঞ্জনঃ ।  
ক্রকচ্ছেদস্তথা পঙ্কঃ কণ্টায়সসুতাপিপতম্ ॥ ৫  
পুতিপূর্ণস্তথা মেদঃস্তম্ভকঃ কধিরং বসা ।  
তামিশ্রমপত্ৰশ্চ ভৌক্সাসিচ নপুংসকঃ ॥ ৬  
লোহিতস্ত স্ত্রিয়া ভীমা অঙ্গাররাশি গোপরি ।  
কুস্তীপাকঃ ক্ষুরমধ্যসঞ্জীবনসুতাপকম্ ॥ ৭  
কালসূত্রং মহাপদ্মং শীতোক্তং ক্ষুরমেব চ ।  
অম্বরীষং তথা ঘোরং মহাবোরবসংপুটম্ ॥ ৮  
সূচীমুখেষু যত্রশ্চ তৈলতপ্তত্ৰপুস্তথা ।  
অসিপত্রং তথা পীনং করপত্রঞ্চ বাসব ।  
চত্বারিংশচ্ছতং ঘোরং তেষাং ত্রৌণি পরান্ শৃণু  
অবৌচীরোরবকুস্তীপাকাঃ পচন্তি পাপকান্ ॥ ৯

তাহাই বর্ণনা করুন । ভগবান্ বলিলেন,—  
শক্র ! তোমার জিজ্ঞাসারূপে কালপুরের  
উর্দ্ধে যে কি আছে, তাহা বলিতেছি, অব-  
হিত হইয়া শ্রবণ কর । এই প্রজ্জলিত শিখার  
উর্দ্ধে পঞ্চাশৎকোটি চারিষহস্র নরক আছে ।  
তন্মধ্যে যাহারা প্রধান বলিয়া বিখ্যাত আছে,  
তাহাদের নাম বলিতেছি । অবৌচি, কুমি-  
ভক্ষ্য, বৈতরণী, কূটশাল্মলি, উচ্ছ্রাস, যুগ্ম-  
পর্বত, রোরক, নিকৃচ্ছ্রাস পুতিমাংস, তপ্ত-  
লাক্ষ্য, শ্চিত্তাঞ্জন, ক্রকচ্ছেদ, পঙ্ক, কণ্টায়স,  
সুতাপিত, পুতিপূর্ণ, মেদস্তম্ভ, কধির, বসা,  
তামিশ্র, অপত্ৰশ্চ, ভৌক্সাসি, নপুংসক, লোহি-  
তস্ত্রী, ভীম, অঙ্গার, কুস্তীপাক, ক্ষুরমধ্য, সঞ্জী-  
বন, সুতাপক, কালসূত্র, মহাপদ্ম, শীতক্ষুর,  
উকক্ষুর, অম্বরীষ, ঘোর, মহারোরব, সংপুট  
সূচমুখ, ইক্ষুয়জ, তৈল, তপ্তত্ৰপু, অসিপত্র,  
অসিপত্র, শক্র, পীন, করপত্র ইত্যাদি চত্বা-  
রিংশৎ শত, এই সমস্ত ঘোর নরকমধ্যে

দেবদ্বিজগুরুদ্রোহা বালস্রীবধবন্ধকাঃ ।

সদ্রুতং নাচরন্ শক্রঃ বিদ্রকাঃ পাচয়ন্তি তে ॥  
দেব্যা দিবং তথা বহু-ভূমীরাজ্যাপহারকাঃ \* ।  
পাচ্যন্তে নরকৈর্হোতৈর্বর্ণাশ্রমবিঘাতকাঃ ।  
কুম্ভাণ্ডী সর্বমেতেষাং রক্ষকঃ সন্নিযোজিতঃ ॥  
পাদেন কালকুদ্রস্ত তস্ত্রাশ্রমস্ত সংস্থিতে ।  
অনন্তরূপশোভাঢ্যা বয়ং মূর্ধ্নি ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২  
পাতালাঃ পৃথিবী শক্রমম মালৈব মন্তগাঃ ।  
বয়ং কালাগ্নিকুদ্রস্ত শতাংশেন প্রমাণতঃ ॥ ১৩  
মমোপরি স্থিতাঃ সপ্ত পাতালামলকামোদা ।  
যত্র নাগাঃ সুরা যক্ষাশ্চিহ্নস্তি মম পূজকাঃ ॥ ১৪  
কুদ্রভক্তাস্তথা চান্তে ব্রহ্মদেবীজ্যকাঃ পরে ।  
পরং তত্ত্বমজানন্তঃ পৃথগ্ভাবেন ভাবিতাঃ ॥ ১৫

অবৌচি, রোরব এবং কুস্তীপাক, ইহারাই  
প্রধান । যাহারা দেবদ্বিজ, ব্রাহ্মণদ্বিজ, স্রী-বধ ইত্যাদি পাপকর্ম্ম করে,  
তাহারা এই সকল নরকে পতিত হয় । যাহারা  
স্বয়ং কোন ধর্ম্ম করে না, প্রত্যুত লব্ধ-কর্ম্মে  
বিদ্র করে, যাহারা দেব-দ্রব্য, বহু, ভূমি  
এবং রাজ্য অপহরণ করে এবং যাহারা বর্ণা-  
শ্রমের বিঘাতক, তাহারাই এই সকল নরকে  
পতিত হইয়া যাতনা ভোগ করে । কুম্ভাণ্ডগণ  
এ সমস্ত নরকে পাপিগণের রক্ষা কার্য্যে  
নিযুক্ত থাকে । ১—১১ । কালকুদ্রের আশ্রমের  
উর্দ্ধদেশে অনন্তশোভাসম্পন্ন হইয়া আমরা  
বাস করি । হে শক্র ! পাতাল এবং পৃথিবী-  
লোকমালার স্থায় হইয়া আছে । আমাদের  
পরিমাণ কালাগ্নিকুদ্রের পরিমাণের শতাংশের  
একাংশ । আমার উর্দ্ধে সপ্ত-পাতাল, তথায়  
মদীয় ভক্ত নাগ, অশুর এবং যক্ষগণ বাস  
করে । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কুদ্রভক্ত,  
কেহ ব্রহ্মভক্ত এবং কেহ বা দেবীভক্ত ।  
তাহারা পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া পৃথক্  
ভাবে আমাদের পূজা করে । তাহাদের

\* অসিপত্রমিত্যাদি হারকা ইত্যন্তঃ  
লোকজিতং বহুবু ন দৃশ্যতে ।

অন্যে সৰ্গগতান্ সৰ্গান্ দেবাঃ

শক্ত্যাবলোকিতাঃ ।

পশ্চান্তে মম সম্ভাবা যমুক্ষুণরগামিনঃ ॥ ১৬  
যস্মিন্ যে সংস্থিতাঃ শত্রু তন্নিবোধ সমাসতঃ ।  
আভাসং করতালঞ্চ \* শৰ্করঞ্চ গভস্তিকম্ ॥ ১৭  
মহাতলং সূতলঞ্চ সপ্তমঞ্চ রসাতলম্ ।  
সৌবর্ণমষ্টকং শত্রু ন প্রসিদ্ধস্তু চাগমৈঃ ॥ ১৮,  
দেব্যা রুদ্রপরা লোকা মন্ততস্ত্রবিশারদাঃ ।  
স্বদেহান্তে প্রবিশন্তি নাগকন্তা রম্যস্তি চ ॥ ১৯  
অষ্টমং তদ্বিজ্ঞানীয়াৎ বসু রত্নোপশোভিতম্ ।  
বিভূতিক্রৌড়ং সংক্ষেপাৎ কথয়ামি সুরাধিপ ॥  
প্রথমং ভাসমানস্ত তত্র হেমময়ী মহী ।  
নানীরত্নসমাকীর্ণং প্রাসাদক্ষটিকোজ্জলম্ ॥ ২০  
রত্নৈশ্চ খচিতাঃ স্তম্ভা দারবক্ষাশ্চ বাসব ।  
স্বীসহস্রসমাকীর্ণং লক্ষকোট্যভিরেক্ষা ॥ ২১  
আরতং কোটিকোটীনাং প্রাধান্তাৎ কথয়ামি তে

মধ্যে কৃতকগুলি দৈবশক্তি অনুসারে  
আমাদের সকলকেই অস্ত্র ভাবিয়া পূজা  
করে। উহার যমুক্ষু হইয়া ক্রমে পরমধাম  
প্রাপ্ত হয়। হে শত্রু! এক্ষণে যাহারা যে  
স্থানে বাস করে, তাহা বলিতেছি। আভাস,  
করতাল, শৰ্কর, গভস্তিক, মহাতল, সূতল এবং  
রসাতল এই সপ্তলোক। অষ্টম লোক সুবর্ণ-  
নির্মিত, আগমাদিতে উহার উল্লেখ নাই।  
যাহারা মন্ততস্ত্র-বিশারদ, দেবীভক্ত এবং  
রুদ্রভক্ত, তাহারা দেহান্তে ঐ লোকে প্রবেশ  
করিয়া নাগকন্তা উপভোগ করে। ১২—১৯।  
উহাই অষ্টম লোক এবং উহা বহুবিধ রত্নাদি  
দ্বারা শোভিত। এক্ষণে ঐ সমস্ত স্থানের  
বিভূতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রথমোক্ত স্থান  
সুবর্ণময়। তথায় প্রাসাদ সকল ক্ষটিক-নির্মিত  
এবং নানারত্নে ভূষিত। স্তম্ভসমূহ এবং দার-  
সমূহ রত্নখচিত। তথায় সহস্র সহস্র নাগকন্তা  
এবং নাগ ও রাক্ষস বাস করে। তথাকার

নমুচিঃ শঙ্কুকর্ণশ্চ মহানাদস্ততীয়কঃ ॥ ২৩

অনন্তঃ কুলিকো নাগ এলাপত্রশ্চ নাগকাঃ ।  
রাক্ষসাঃ শূলদস্তশ্চ রক্তাক্ষো বিকটস্তথা ॥ ২৪  
সুখভাগ্‌ তুঃখসংত্যক্তা দেব্যা ভক্তিসমাপ্তিতাঃ  
স্বীসহস্রমজৈহৃষ্টা আভাসেষু কৃতা জনাঃ ॥ ২৫  
শতকোট্যপ্রবিস্তারে বরতানে নিবোধত ।  
পদ্মরাগময়ী ভূমী রত্নৈঃ খচিতমন্দিরা ॥ ২৬  
তত্র হর্ষ্যোজ্জিতা তুঙ্গা ইন্দ্রনীলৈর্বিভূষিতাঃ ।  
দ্বারে বক্ষাশ্চ প্রবলা মুক্তা কুম্ভাশ্চ তোরণাঃ ।  
অমেককোট্যো যত্র রাক্ষসাসুরপন্নগাঃ ॥ ২৭  
প্রহাদো অগ্নিজিহ্বশ্চ \* অনুহাদোহনুরাস্ত্রয়ঃ ।  
বাসুকিঃ শঙ্খপালশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্বয়োরগাঃ ॥ ২৮  
বিদ্যাম্বালী হিরণ্যাক্ষো বিদ্যাজিহ্বশ্চ রাক্ষসাঃ  
চলচকিতবিতস্তৈধুপযক্ষসু চায়তৈঃ ॥ ২৯  
তাসাং দৃষ্টিনিপাতেন সর্বিকারামলেন চ ।

অধিবাসী নাগগণের মধ্যে যাহারা প্রধান,  
তাঁহাদের নাম বলিতেছি। নমুচি, শঙ্কুকর্ণ,  
মহানাদ, অনন্ত, কুলিক এবং এলাপত্র,  
ইহারা সর্বপ্রধান। রাক্ষসগণের মধ্যে শূলদস্ত,  
রক্তাক্ষ এবং বিকট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। ইহারা  
সকলেই সুখী এবং তুঃখরহিত। ইহাদের  
দেবীভক্তি অচলা। আভাসস্থ সমুদায় লোকই  
সহস্রস্বী-পরিবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে কালতি-  
পাত করে। এক্ষণে শতকোট্যযোজন বিস্তৃত  
করতালের কথা বলিতেছি। ঐ স্থানের মৃত্তিকা  
পদ্মরাগময়, মন্দিরসমূহ রত্ন-খচিত এবং ইন্দ্র-  
নীলমণি-ভূষিত হর্ষ্যাবলী অতি উচ্চ। দার-  
দেশে রৌপ্যনির্মিত-তোরণ এবং উহা প্রবাল  
ও মুক্তাদি দ্বারা শোভিত। তথায় বহুকোটি-  
সংখ্যক রাক্ষস, অসুর এবং সর্পগণ বাস করে।  
প্রহাদ, অগ্নিজিহ্ব এবং অনুহাদ এই তিনজন  
অসুর; বাসুকি, শঙ্খপাল এবং ধৃতরাষ্ট্র এই  
তিনজন নাগ; বিদ্যাম্বালী, বিদ্যাজিহ্ব এবং  
হিরণ্যাক্ষ এই তিনজন রাক্ষস তথায় বাস



বিশ্রান্তালাপভাবেন \* বিভাসোৎক্লিষ্টেন চ ।  
 অরোহপি অরণ্যৈস্তা গহাসুরিব লক্ষ্যতে ॥  
 শিখিবাঙ্কারশব্দেন স্তোককৈর্নাদিতেন চ ।  
 অনিভিগীতশব্দেন কোকিলাকূজিতেন চ ।  
 উদীপয়তি চানকঃ বিধিন্নমনচেতসাম ॥ ৩১  
 নানামদ্যবিশেষাণি পিবন পানানি বা নন ।  
 অসুরানেন ভাবেন দেবীং পূজয়তে সদা ॥ ৩২  
 করতালে স্থিতা হোবং শ্রীতালে চ নিবোধত ।  
 তারাক্ষঃ শিশুপালশ্চ অমরশ্চাস্তবাস্তবঃ ॥ ৩৩  
 কন্দলস্তক্ককঃ পদ্মো নাগরাজাস্থয়স্তথা ।  
 যমদণ্ডোগ্রশ্চ বিশালাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ৩৪  
 চতুর্থং সংপ্রবক্ষ্যামি দৈত্যশ্চ মর্কটমোপমাঃ ।  
 তৃতীয়ঃ কালপৃষ্ঠশ্চ নাগাঃ কর্কোটপক্কাভাঃ ॥  
 শঙ্কুকর্ণস্তৃতীয়শ্চ রাক্ষসশ্চ নিবোধত ।  
 মহাদেবঃ মহাকায়ঃ তৃতীয়স্ত মহাভূজম্ ।  
 শর্করে তে বিজানীয়াঃ পঞ্চমস্ত নিবোধত ।  
 অমরঃ শুভস্তারাক্ষো অসুরাস্তে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

করে। তাহাদের বিস্তৃত কটাক্ষ, ভাব, ভাব, বিশ্রান্ত আলাপ এবং হাস্ত-প্রফুল্লতা দেখিলে বোধ হয়, যেন কন্দর্প প্রাণত্যাগ করিয়া এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ময়ূরের কেকাধ্বনি, চাতকের কলনাদ, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং কোকিলের কূজন শ্রবণ করিলে, হৃৎখিত ব্যক্তিরও মনে অনঙ্গ উদ্বীপিত হয়। তথায় অসুরগণ বিবিধ মদ্য এবং পানদ্রব্য পান করিয়া স্ব স্ব ভাবে দেবীর পূজা করে। এক্ষণে ত্রিতলের বিষয় বলিতেছি। তথায় তারাক্ষ, শিশুপাল এবং অমর এই তিনজন অসুর; কন্দল, ত্রাহক এবং পদ্ম এই তিনজন নাগ; যমদণ্ড, উগ্রচণ্ড এবং বিশালাক্ষ এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। চতুর্থ স্থানের বিষয় বলিতেছি,—এই স্থানে দৈত্যগণ মর্কটের আয়, কাষ্ঠপৃষ্ঠ, কর্কোট এবং শঙ্কুকর্ণ এই তিনজন নাগ; মহাদেব, মহাকায় এবং মহাভূজ এই তিনজন রাক্ষস বাস করে।

\* চিত্রমালাপ্রভাবেণেতি বা পাঠঃ ।

সুপর্ণঃ কুলিকো নাগস্তৃতীয়শ্চ ধনঞ্জয়ঃ ।  
 অস্তিত্তদ্রো বিরূপাক্ষো উগ্রপাশ্চ রাক্ষসাঃ ॥  
 গতস্তে তে সমাখ্যাতাঃ যষ্ঠে বৈরোচনে শৃগু ।  
 কালনেমী হিরণ্যাক্ষো নিশুস্তশ্চ ত্রয়োহসুরাঃ ॥  
 অত্রৈব যৎ পুরাবৃত্তং কথ্যামি সুরোত্তম ।  
 দক্ষিণাদ্যে মহারাষ্ট্রে কুলদেবস্ত ব্রাহ্মণঃ ॥  
 তস্ত পুত্রঃ সমুৎপন্নো নায়া তস্করবল্লভঃ ।  
 স চ কালেন মহতা নামরূপং প্রবর্তিতঃ ॥ ৪১  
 মিত্রদেবদ্বিজাতীনাং মহদ্রব্যাপহারকঃ ।  
 কদাচিত্ কালপর্যাস্তে মলয়ে পর্বতে গতঃ ।  
 তত্র কণ্ঠাভিধানা তু ভবতী জলসংস্কৃতা ॥ ৪২  
 বহুদ্রব্যাসুসম্পূর্ণা নগরদ্বারসংস্থিতা ।  
 স চ দূতং রমিত্বা তু নায়া তস্করবল্লভঃ ॥ ৪৩  
 রাত্রে প্রবিষ্টবাংস্তাস্মিন্নুৎকৃষ্টদ্রব্যহারকঃ ।  
 যাবদৌপঃ শমপ্রাপ্তস্তৈলস্তেনাভবন্ কিল ॥ ৪৪

এক্কে পঞ্চম স্থানের বিষয় বলিতেছি,—এই স্থানে অমর, তারাক্ষ এবং শুভ এই তিনজন অসুর; সুপর্ণ, কুলিক এবং ধনঞ্জয় এই তিনজন নাগ; অস্তিত্তদ্র, বিরূপাক্ষ এবং উগ্রপাশ এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। এক্ষণে ষষ্ঠ স্থানের বিষয় বলিতেছি,—এখানে কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ এবং নিশুস্ত এই তিনজন অসুর বাস করে। ২০—৩৯। হে সুরোত্তম! এই স্থানের একটি পুরাবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রদেশের কুলদেব নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তস্করবল্লভ নামক তাহার একটি পুত্র ছিল। কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মণপুত্র স্বীয় নামানুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল (অর্থাৎ চৌর্য্যরূপে করিতে লাগিল)। বহু হটক, দেবতা হটক, আর ব্রাহ্মণ হটক, সে সকলেরই দ্রব্য অপহরণ করিতে লাগিল। কোন সময়ে সে মলয় পর্বতে গমন করিয়াছিল। তথায় নগরদ্বারের কণ্ঠাভিধানা দেবীর মন্দির ছিল। নগরবাসী ব্যক্তিগণ বহুবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা ঐ দেবীর পূজা করিত। তস্কর-বল্লভ একদিন দূতক্রীড়া করিবার জন্য ধনাপহরণ লোভে

তাবৎ তেন তথা তৈলে দ্রব্যাবেষণকারিণে ।  
 দন্তে প্রবুদ্ধবাংস্তত্র দেবনো দেবপূজকঃ ॥ ৪৬  
 স চ প্রাণভয়ারষ্টঃ কালান্মৃত্যুরভ্যুপনঃ ।  
 কাঞ্চীরাজাধিপঃ শত্রু নামা খড়্গকরোদ্যতঃ ।  
 দেবীভক্তরতো নিত্যং মদ্যমাংসবসাপ্রিয়ঃ ।  
 দেবব্রাহ্মণদ্রোহী চ দেবভুগ্ৰামহারকঃ ॥ ৪৮  
 কালেন মৃত্যুমাপন্নো রোচনো রাক্ষসাধিপঃ ।  
 পিজ্জাকো দশকোটীনাং মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৪৯  
 অজরো অমরঃ শত্রু ব্রহ্মকল্মষজীবিতঃ ।  
 তেন দৌপপ্রভাবেণ শত্রুরাধিপতির্বহান্ ॥ ৫০  
 তুষ্টভাবোহপি সংজাতঃ কিং পুনস্তৎসমাধিতাঃ  
 ভবন্তি তত্র রাজেন্দ্র ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ ॥ ৫১  
 এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং শ্রীসঙ্কেন সুরাধিপ ।  
 শ্যেমান্ নাগাংস্ত বক্ষ্যামি পাতালে যে তু  
 কীর্তিতাঃ ।

রাত্রিকালে তথায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সে  
 একটি তৈলপূর্ণ প্রদীপ হস্তে গৃহে প্রবেশ  
 করিয়াছিল। যতক্ষণ প্রদীপ তৈলযুক্ত  
 ছিল, ততক্ষণ সে গৃহমধ্যে দ্রব্যাদির  
 অবেষণ করিতেছিল। ইত্যবসরে 'দেবল  
 নামক পূজক ব্রাহ্মণ আগরিত হইল  
 দেখিয়া প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন  
 করিয়াছিল। ঐ তক্ষর বল্লভ যথাকালে মৃত্যু-  
 মুখে পতিত হইয়া, খড়্গকরোদ্যত নামে  
 কাঞ্চীরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল। এইকালে  
 সে দেবীর প্রতি ভক্তিমান ছিল বটে, কিন্তু  
 সর্বদা মদ্য-মাংসাদি আহার, দেবতা ও ব্রাহ্মণ-  
 গণের হিংসা, দেহসম্পত্তি ভূমি-গ্রামাদি অপহরণ  
 করিত। সেই বাজা মরণান্তে ঐ বৈরোচনপুরে  
 মহাবল-পরাক্রম দশকোটি রাক্ষসের অধিপতি  
 হইয়া, পিজ্জাক নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।  
 হে শত্রু! ঐ রাজা তাদৃশ তুষ্ট-স্বভাব হইয়াও  
 সেই দৌপদানপ্রভাবে অজর, অমর এবং  
 ব্রহ্মার কল্পপরিমিত আয়ু লাভ করিয়াছে, কিন্তু  
 যাহারা ভক্তিপূর্বক দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে,  
 তাহারা ব্রহ্মলোকে বাস করে।" হে সুরশ্রেষ্ঠ!  
 প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে ইহা বলিলাম, এক্ষণে,

পৌণ্ডরীকক হস্তপ্রেকং শ্বেতভদ্রং ত্রয়ো রগাঃ ।  
 পিজ্জাকো মেঘনাদস্ত তথা ঘোরস্ত রাক্ষসাঃ ।  
 রসাতলে জরাসন্ধো বৈরোচনো বলিস্তথা ।  
 কোটিধা যো ময়া বদ্ধস্তব কার্যোষু সমগ্রৌ ॥ ৫৪  
 পুনঃ স্বর্গং গমিষ্যামি পুনঃ শাসিতা প্রভুঃ ।  
 ঐরাবতো মহানাগঃ পিজ্জমশ্বতরং তথা ॥ ৫৫  
 মারীচঃ কুম্ভকর্ণচ মাল্যবাংস্তরাক্ষসাঃ ।  
 পাতালাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ স্রিষষ্টিভুবনেশ্বরীঃ ॥ ৫৬  
 রক্তাকারানি পাতালাঃ শতকোটিপ্রবিস্তরাঃ ।  
 রক্তস্রয়বিভক্তান্তে দৈত্যপন্নগরাক্ষসাঃ ॥ ৫৭  
 কল্লৈ কল্লৈ বিনশন্তি ত্রায়ামানো ভবন্তি চ ।  
 ন হি সংখ্যা ভবেচ্ছত্র মৃত্যুঘাতা পুনঃপুনঃ ॥  
 উপপাতালমষ্টকু সৌবর্ণং তং নিবোধত ।  
 যত্রাসৌ ভগবান্ দেবো অর্ধনারীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥

পাতালে যে সমস্ত নাগগণ বাস করে,  
 তাহাদের বিষয় বলিতেছি। ৪০—৫২।  
 তথায় পৌণ্ডরীক, শ্বেত এবং ভদ্র এই  
 তিনজন নাগ, পিজ্জাক, মেঘনাদ এবং  
 অঘোর এই তিনজন রাক্ষস ও রসাতলে জরা-  
 সন্ধ এবং বলি প্রভৃতি কোটি কোটি অনুরগণ  
 বাস করে। তোমারই কার্যের নিমিত্ত আমি  
 বলিকে ছলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। তজ্জন্তই  
 তুমি পুনর্বার স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছ  
 এবং আমিও পুনর্বার স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।  
 ঐ স্থানে ঐরাবত, পিজ্জ এবং অশ্বতর এই  
 তিনজন নাগ, মারীচি, কুম্ভকর্ণ এবং মাল্যবান্  
 এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। ত্রিষষ্টি ভুব-  
 নের মধ্যে সপ্ত পাতাল শ্রেষ্ঠ। পাতাল সকল  
 রক্তাকার এবং শতকোটি যোজন বিস্তৃত।  
 উহার মধ্যে দৈত্য, নাগ এবং রাক্ষসগণের  
 তিনটি বিভাগ আছে। ঐ সমস্ত দৈত্য, নাগ  
 এবং রাক্ষসগণ কল্লৈ কল্লৈ বিনষ্ট হইয়া, সেই  
 সেই নামে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে উহারাও  
 পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং আবার কাল-  
 বশে লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উহাদের সংখ্যা  
 করা কঠিন। অষ্টম যে উপপাতালের বিষয়  
 বলিয়াছি, উহা সুবর্ণময়। তথায় ভগবান্ অর্ধ-

বয়স্ক তত্র ক্রীড়ামো ব্রজা বেদবিদাংবরঃ ।  
 দ্বিতীয় ইব কৈলাসো যত্র ভোগ্য মনোরমাঃ ।  
 যত্রাসৌ ভগবান দেবো বরদো হাটকেবরঃ ।  
 তত্র হেমময়ী ভূমিবজ্রবৈদূর্য্যচিত্রিতা ॥ ৬১  
 বিচিত্রা ধাতুভিত্তির্ভাতি দেবাসুৰযনোহরা ।  
 সৰ্ববৃক্ষসমাকীর্ণা সদাৰ্জববনস্পতিঃ ॥ ৬২  
 সুগন্ধফলপুষ্পাঢ্যা গন্ধদ্ব্যসমযুতা ।  
 সুগন্ধিঃ শীতলো বায়ুনিগ্ধরন্মনতৃষ্টিদঃ ॥ ৬৩  
 হেমপ্রাসাদপ্রাকারা স্তুরবোদ্যানকাননাঃ ।  
 সরিৎসৰ্বতভাগৈশ্চ দৌৰ্গন্ধৈকরূপশোভিতম্ ॥ ৬৪  
 ক্ষুটিকৈঃ শৈলসোপানৈর্মুক্তাকলসুসঙ্কিতম্ ।  
 ভাস্কিঃ ভানি চিত্রালৈশ্চ নীলরক্তাস্বজৈঃ  
 সিতৈঃ ॥ ৬৫  
 কুশুমোৎপলসংছন্ন তে চ কার্ত্তবীৰ্য্যসুজাঃ ।

নারীশ্বর বাস করেন এবং ব্রজা প্রভৃতি আমরা  
 সকলেই তথায় নিত্য ক্রীড়া করি। ঐ স্থানে  
 বিবিধ মনোহর ভোগ্য বস্তু দেখিলে দ্বিতীয়  
 কৈলাসপুরী বলিয়া বোধ হয়। যে স্থানে  
 ভগবান্ হাটকেবর বরদরূপে অবস্থান করেন,  
 ঐ স্থান স্বর্ণময় এবং বজ্র-বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি  
 দ্বারা চিত্রিত। তথায় বিচিত্র ধাতু সকল  
 স্থানে স্থানে বিস্তৃত হইয়া ঐ স্থানের পরম  
 শোভা সম্পাদন করিয়াছে। উহা দেবাসুর  
 প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করিতে সক্ষম।  
 তথায় সুগন্ধফল-পুষ্পসম্বিত বৃক্ষ ও বন-  
 স্পতিসমূহ সকল ঋতুতেই মনোহর শোভা  
 ধারণ করে। সুগন্ধ সুশীতল বয়ু বহমান হইয়া  
 সর্বদা লোকের মনস্তৃষ্টি সম্পাদন করে। তথা-  
 কার উদ্যান ও কাননসমূহ বিচিত্র বৃক্ষমালায়  
 পরিবেষ্টিত এবং উহার চারিধারে স্বর্ণপ্রাচীর  
 বেষ্টিত করিয়া আছে। সরিৎ, তড়াগ এবং  
 দৌৰ্গন্ধাসমূহ দ্বারা ঐ পুরী শোভিত। দৌৰ্গন্ধা-  
 সমূহের সোপানাবলী ক্ষুটিকনির্মিত এবং মধ্যে  
 মধ্যে মুক্তাকল বিভূষিত। জলমধ্যে নীল,  
 বস্তু এবং শ্বেতবর্ণ পদ্মসমূহ প্রফুল্লিত হইয়া  
 সরোবরের পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছে।

তটে বৃক্ষলতাশৃঙ্গ \* \* কোষোৎপলপক্ষিণঃ ।  
 সৰ্বৈ কার্ত্তবীৰ্য্যশক্র পাতালং তেন শোভিতম্  
 তত্রান্না মনোমত্তাঃ ক্রীড়ন্ত্যাদানকন্দরৈঃ ॥ ৬৭  
 বনোপবন-উদ্যানৈর্দৌৰ্গন্ধাসরমধ্যগাঃ ।  
 ক্রীড়ন্তি জলক্রীড়াভির্দোলান্দোলনতৎপরঃ ॥  
 রতিপ্রমত্তা নিশ্চেষ্টাঃ সৰ্বদুঃখপবিবর্জিতাঃ ।  
 অশেষমুখতৃপ্তাশ্চ দুঃখৈকং স্মরক্রীড়নম্ ॥ ৬৯  
 বিচরন্তি মহাভাগৈঃ সৰ্বাভরণভূষিতাঃ ।  
 বিস্তৃতকেশভারাস্তাঃ কবরীধাম্বল্লমুক্তকৈঃ ॥  
 অলঙ্কারালংস্তাসাং পৃষ্ঠগাঃ কুশুমাবিতাঃ ॥  
 যুদ্ধৈব অগ্গতা ভাস্কি সংশিতাগ্রৈঃ প্রলম্বিতাঃ  
 শাখাপত্রবিশেষেণ ললাটতিলকেন চ ।  
 পত্রাপরবিশেষেণ ইন্দ্রকৈব বিরাজতে ৭২  
 কণৌ বিস্তৃতপত্রৈশ্চ কুণ্ডলৈর্ভাতি চাপরঃ ।

ঐ সমস্ত জলাশয়ের পদ্মরাজি এবং তটস্থিত  
 বৃক্ষ, লতা, শৃঙ্গ, প্রস্তর এবং পক্ষিগণ পর্য্যন্তও  
 সুবর্ণময়। হে শক্র! এইজন্তই ঐ পুরী অতি-  
 সুশোভিত। তথাকার বিলাসিনীগণ মদো-  
 মত্তা হইয়া উদ্যান, কন্দর, বন, উপবন  
 ইত্যাদি সর্বত্রই ক্রীড়া করে। কখন কখন  
 দৌৰ্গন্ধা এবং সরোবরমধ্যে জলক্রীড়া এবং  
 কখন উদ্যানাদি স্থানে দোলান্দোলনাদি  
 ক্রীড়ারসে মত্ত হইয়া সর্বদুঃখ-শূন্য হইয়া পরম-  
 সুখে কালতিপাত করে; কামপীড়া ব্যতীত  
 তাহাদের আর কোন প্রকার দুঃখ দেখিতে  
 পাওয়া যায় না। ঐ সমস্ত বিলাসিনীগণ  
 সৰ্বাভরণ-ভূষিতা হইয়া মঞ্চভাগ্যধর ব্যক্তি-  
 গণের সহিত বিচরণ করে। কখন বিবিধ কেশ-  
 বিস্তার, কখন কবরীবন্ধন এবং কখন বা  
 আপনাদের অরুল-অলকগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশে  
 দোলাইতে দোলাইতে বিচরণ করে। তাহারা  
 নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াও কেহ কেহ  
 মস্তকে বিচিত্র পুষ্পশ্রব্ পরিধান করিয়াছে  
 এবং উহা লব্ধমান হইয়া পৃষ্ঠদেশে পাড়িয়াছে।  
 কেহ শাখা, কেহ পত্র, কেহ ললাটে তিলক  
 পরিধান। কেহ বেহ ললাটদেশে চন্দ্রাকার,  
 কেহ বা স্বর্ধ্যাকার পত্র রচনা করিয়াছে।

সিতাসিতাকর্ণৈর্দীর্ঘৈঃ স্তবালমুগা ঙন । ৭৩  
 যাসাং নেত্রা বিরাজন্তে পুরে ত্রীহাটকেশ্বরে ।  
 এবং বধৈঃ সদা স্মৃতির্নিষ্ঠাঃ স্মরনিপীড়িতঃ ।  
 রম্যাস্ত সুরতা ভোগাঃ সূতপ্তাঃ শিবভাবিতাঃ  
 ইতি ত্রীদেবীপুরাণে হাটকেশ্বরপূর্ববর্ণনং নাম  
 দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮২ ।

### ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ\*

শক্র উবাচ ।  
 সর্বত্র চ শ্রুতা দেব বেদবেদার্থ আগমৈঃ ।  
 পুরাণ-ইতিহাসৈশ্চ সপ্ত এব ন চাষ্টে তে । ১  
 ঋগ্-পুণ্ড্রঃ কথ্যতে চাষ্টে উক্তমং তচ্চ সর্বশু ।  
 কথং তৎ কেন বা সৃষ্টমেতদিচ্ছামি বোদতুম্ ।  
 ত্রীভগবানুবাচ ।  
 কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ।

কেহ কণে গত্র এবং কেহ বা কুণ্ডল পরিয়াছে ।  
 বিলাসিনীগণের লোচন ভয়ঙ্করিত হরিণীর কায়  
 আয়ত ও চকল এবং শ্বেতাভাবিমিশ্র উজ্জল-  
 নীলিমা-জড়িত । যাহার শিবভক্ত, তাহার  
 এই হাটকেশ্বরপুরে ঐ সমস্ত কন্দর্পবিমো-  
 হিনী রমণীগণের সহিত সুরত-সন্তোগমুখে  
 পরিতৃপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালতিপাত  
 করে । ৬৭—৭৫ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২ ।

### ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

ইন্দ্র বলিলেন,—দেব ! বেদ, বেদাঙ্গ,  
 আগম, পুরাণ, ইতিহাসাদি সর্বত্রই সপ্ত  
 পাতালের কথা শুনা যায়, অষ্টম পাতালের  
 বিষয় কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু  
 আপনি অষ্টম পাতালের কথা বলিলেন এবং  
 উহা যে সঙ্গীপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও বলিলেন ।  
 উহা কিরূপে, কাহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে,  
 তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি । ভগবান্

তিষ্ঠন্তুময়্য। সার্কিয়সি দেবনমস্কৃতম্ । ৩  
 তং ভ্রষ্টং ভগবান্ ব্রহ্মা বহুং শক্রবৃহস্পতৌ ।  
 তথা চ ক্রৌড়তে স্বন্দো বহিণাকটনিত্যশঃ । ৪  
 ব্রহ্মস্তু হাসনং হংসঃ শিখিনা চকুনা হতঃ ।  
 কুরাব বক্রণং শব্দং দেব্যা তঞ্চ নিশমা চ । ৫  
 বিহস্ত ব্রহ্মা লোকা ব্রহ্মা তঞ্চ তথা শিখীম্ ।  
 দীপ্তেনাতাড়য়ৎ কিকিৎ শিখিনা সহ বারিতম্ ॥  
 তঞ্চ শ্রুত্বা তথা দেব্যা দুঃখায়মভুচিস্তয়ৎ ।  
 তথা মেঘসমাকারং ঘোরং ঘোরপরাক্রমম্ । ৭  
 নিজ্রাস্তং শিখিনাবস্ত ব্রহ্মখানস্ত বারকম্ ।  
 তং দৃষ্ট্বা সহসা দেবী শক্তি তা ব্রহ্মপীড়য়া ॥ ৮  
 শক্তরেণাপি সংপ্রোক্তো ব্রহ্মণোহস্ত স্তবং কুরু-  
 কনোতি শব্দুনা উক্তঃ স্তবেদং কমলোদ্ভবম্ ।  
 দেবানাং পরমং দেবমুৎপত্তিস্থিতিকারকম্ ॥ ১১  
 তথাদেশং সমাস্থায় দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।  
 স্তবনৈঃ স্তবতি কুরুব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ১২ ॥

বলিলেন,—দেবদেব ত্রিলোচন দেব ও ঋষি-  
 গণ কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া কৈলাস-পর্বতে উমার  
 সহিত বাস করেন । একদিন ব্রহ্মা, বৃহস্পতি  
 এবং আমি, আমরা সকলে তাঁহাকে দেখিবার  
 জন্য কৈলাস-পর্বতে গিয়াছিলাম । ঐ স্থানে  
 কার্তিকেয় নিত্য নিত্য ময়ূধাকূট হইয়া ক্রৌড়া  
 করেন । ব্রহ্মার আসন হংসকে সেই কার্তি-  
 কেয়ের ময়ূর চকু দ্বারা আঘাত করিল ।  
 হংস তাহাতে বক্রণ শব্দ করিয়া উঠিল ।  
 দেবী ব্রহ্মাণী তাগ শুনিয়া ব্রহ্মার প্রতি সহস্র  
 তুদৃষ্টিপাত করিলেন । ব্রহ্মা তখন ময়ূরকে  
 কিকিৎ দণ্ডাঘাত করিলেন । ময়ূর তাহাতে  
 আর্তশব্দ করিল । দেবী তচ্ছবনে হংসেয়  
 সাহায্য ইচ্ছা করিলেন । তাহাতে ময়ূরের  
 মুখ হইতে ব্রহ্মহংস-বারক ঘোরপরাক্রম  
 মেঘাক্রান্ত অনুরের উৎপত্তি হইল । তাহাতে  
 ব্রহ্মাণী সহসা ভীত হইলেন । ( ব্রহ্মাণী-  
 ভাতি জানিতে পারিয়া ) শিব সেই ময়ূর-  
 সঙ্কট অনুরকে বলিলেন,—পরমদেব কমলো-  
 ভব ব্রহ্মার স্তব কর । কুরু শিবের আদেশে



কককবাচ ।

জয়দেবোতিদেবায় ত্রিগুণায় সুমেধসে ।  
অব্যক্তজন্মরূপায় কারণায় মহাশ্বনে ॥ ১৩  
এতদ্বিত্যবতাবায় উৎপত্তিস্থিতিকারক ।  
রজোরূপগুণাবিষ্টে স্বজসীদং চরাচরম্ ॥ ১৪  
সমুপাল মহাভাগ তমঃ সংহরসেহখিলম্ ।  
গুণসমানমুক্তিং হং দদসে পরমেশ্বর ॥ ১৫  
বেদবেদান্তগর্ভায় নমামি হৃষি ব্রহ্মণঃ ।  
যস্য নিতাং ক্রতিশব্দং চাহারশ্চরণাননাং ॥ ১৬  
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ক্যণে নিষ্কমন্তি পদক্রমাঃ ।  
শিক্ষা কল্পা নিকৃন্তানি চ্ছন্দোজ্যোতিষী

চাগমাঃ ॥ ১৭

চক্ষুর্ভূতা অশেষশ্চ জগতোহস্ত সুখপ্রদাঃ ।  
যত্র কালানুযো দেবানুযো বিষ্ণুশ্চয়ঃ ক্রিয়াঃ ।  
যস্ত সন্তবনামস্ত তং নমামি পিতামহম্ ।  
ইন্দ্রচন্দ্রহরিয়করকহতবহন্ততম্ ॥ ১৯

ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিল । ১—১২ । হে  
দেবাদিদেব ! আপনি ত্রিগুণাকর সুমেধা ।  
আপনার জন্মাদি অব্যক্ত, আপনি জগতের  
কারণ এবং মাহাত্ম্য । আপনি একমাত্র হইয়াও  
সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নিমিত্ত ত্রিধা বিভক্ত  
হইয়াছেন । আপনি রজোগুণাবলম্বী হইয়া  
এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন, সবগুণাবলম্বী  
হইয়া পালন করেন এবং তমোগুণাবলম্বী হইয়া  
সংহার করেন । হে পরমেশ্বর ! আপনাকে  
ভাবনা করিলে আপনি মুক্তিদান করেন,  
বেদ বেদান্তাদি আপনারই গর্ভে ; আপনাকে  
প্রণাম করিতেছি । ঐহার মুখ হইতে ক্রতি  
সকল নিত্য ব্রাহ্মগত হইতেছে, ঐহার চতুর্মুখ  
হইতে চরণাদিযুক্ত ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ক  
এই চারি বেদ, পদক্রম, শিক্ষা, কল্প, নিকৃন্ত,  
ছন্দ এবং জ্যোতিষ এবং আগমাদি নির্গত  
হইয়া নিখিল জগতের চক্ষু স্বরূপ হইয়া আনন্দ  
দান করিতেছে, কালত্রয়, দেবত্রয়, ক্রিয়াত্রয়  
এবং বিষ্ণু প্রভৃতি ঐহাতে বর্তমান, সেই  
পিতামহকে প্রণাম করি । ইন্দ্র, চন্দ্র, হরি,  
যক, রক, মুক, প্রভৃতি ঐহার জর করে এবং

তঃ নমামি সদা দেবমব্যক্তং ব্যক্তকারণম্ ।  
এবং ভূতো রুরোঃ পূর্বং ব্রহ্মা বরপ্রদোহস্তবৎ  
ব্রহ্মোবাচ ।

যাচ বৎস বরং মহমশুরাধিপতে শুভম্ ।  
দদামি সন্তলোকানাং হং প্রভুরজরোহকমঃ ॥  
এবস্ত ভগবাংস্তেন কস্মিন্স্থিষ্ঠামি স্তম ।  
অথাহাস্তরপাতালে ভক্ষণাদ্বিনিবেশিতঃ ॥ ২২  
স চ দেব্যা মুখালোকহৃষ্টঃ কিকিরিরীকতে ।  
শমুনা চ তথা উক্ত ইয়মেনং বধিয়াতি ॥ ২৩  
তথা চোক্তে পুনঃ শক্য উজ্জ্বিতা সুরসত্তম ।  
স চ আবাস্তরং গতা পাতালঞ্চ হৃদানরঃ ॥ ২৪  
সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্বকামকলপ্রদম্ ।  
সর্বভুকগুণোপেতঃ সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ২৫  
তত্রহস্ত ততস্তস্ত কালেনেমীশুতাদয়ঃ ।  
আগত্য প্রীতিভাবস্ত ভুবনম্ ইষ্টদর্শনে ॥ ২৬  
হাটকেশ্বরদেবস্ত সদাপূজা নিবর্তিতা ।  
তদা তেন প্রতিজ্ঞাতং মম সাহায্যতাং ভবান্ ॥

যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তকারণ, তাঁহার পদে  
প্রণাম করি । ককর এতাদৃশ স্তবে সন্তুষ্ট  
হইয়া, ব্রহ্মা বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়া  
বলিলেন,—বৎস ! তুমি বর প্রার্থনা কর ।  
হে অনুরাধিপতে ! তুমি সন্তলোকের অধীশ্বর  
হইয়া, অজর ও অকম হইবে । অনন্তর কক  
ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভগবন ! আমার  
স্থান কোথায় হইবে ? অনন্তর ব্রহ্মা পাতাল-  
পুরে তাহার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ।  
দৈত্যপতি বরপ্রাপ্তে হৃষ্ট হইয়া দেবীর মুখের  
দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল । ইত্যবসরে  
যখন শমুও বলিলেন যে, দেবাই ইহাকে বধ  
করিবেন, তখন আমাদের শক্য বিনষ্ট হইল ।  
অনন্তর কক পাতালপুরে গমন করিল ।  
১৩—২৪ । ঐ স্থান সর্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব-  
রত্নবিভূষিত এবং তথায় সর্ব ঋতু বিরাজিত ।  
তথায় প্রার্থনীয় কোন বস্তুই অভাব নাই ।  
কক তথায় এইরূপে বাস করিলে, কালেনেমি-  
পুত্রগণ হাটকেশ্বরের নিত্য-পূজার জন্য তথায়  
উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার ককর সহিত

তথা কালেন মহতা দীপ্ত্যা দৈত্য্য বশং গতাঃ  
 তে সর্কে কন্তকা দগ্ধাঃ কুলজোহরং মহাবলঃ ॥  
 তথা বলসম্পন্নো জিত্বা পৃথ্বীং সকাননাম্ ।  
 সর্দীপাং সবলোপেতাং সর্কশৈলসরোপগাম্ ॥  
 দেবানাং বিগ্রহং চক্রস্তেন তে বিজিতাভবন্ ।  
 ব্রহ্মণা বরদানেন দেব্য। ভাবসমুদ্ভবান্ ॥ ৩০  
 ন জেতুং শক্যতে দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যস্ত পুরন্দরৈঃ ।  
 তথা সবলবান্ মন্তঃ শক্র দেবাংস্ত মাযপি ॥ ৩১  
 প্রজয়েক্সা সরো ব্রহ্মা যত্রাহং সুরসত্তম ।  
 ত্রিকূটশৈলরাজেন্দ্রে বয়ং সর্বসমাধিগাঃ ॥ ৩২  
 তিষ্ঠামঃ সূর্যতে ব্রহ্মা শক্রচন্দ্রাদিভিস্তথা ।  
 দেবাউচুঃ ।

নমঃ পঞ্চজনেজায় বিষ্ণুবে জিষ্ণুবে নমঃ ।  
 নমো দেবাতিদেবায় দেবতাসহনে নমঃ ॥ ৩৩  
 নমস্তাশ্রমধর্ম্মায় বিশ্বহস্তায় বৈ নমঃ ।

সাক্ষাৎ করিয়া, তদীয় প্রণয়ীলাপে বশীভূত  
 হইয়া সকলে তাহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত  
 হইয়াছিল । এইরূপে কিছুকালমধ্যে সকল  
 দৈত্যগণ তাহার বশীভূত হইল । সকলে  
 তাহাকে মহাবল ও কুলীন বলিয়া আপনাদের  
 কন্তা প্রদান করিয়াছিল । ক্রমে বহুতর বল-  
 সম্পন্ন হইয়া, দৈত্যপতি সসাগরা পৃথিবী জয়  
 করিল । সমুদয় দ্বীপ সমুদয় শৈলাদি জয়  
 করিয়া অবশেষে দেবগণের সহিত বিগ্রহে  
 প্রবৃত্ত হইল । দেবগণ তাহার সহিত যুদ্ধে  
 পরাভূত হইলেন । ব্রহ্মার বরে এবং দেবীর  
 অনুগ্রহে ঐ দৈত্য ব্রহ্মা পুরন্দরাদি সকলেরই  
 অজেয় হইয়া উঠিল । ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাদি  
 দেবগণকে পরাজিত করিয়া সেই দৈত্য  
 আমাকেও জয় করিবার অভিলাষে উদ্যোগ  
 করিতে লাগিল । এই সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা  
 প্রভৃতি দেবগণ মিলিত হইয়া ত্রিকূট-পর্বতে  
 (যে স্থানে আমি সমাধিস্থ হইয়াছিলাম)  
 তথায় উপস্থিত হইল । অনন্তর সকলে এই-  
 রূপে আমার স্তব করিতে আরম্ভ করিল ।  
 দেবগণ বলিল,—হে বিষ্ণে! হে জিষ্ণে!  
 আপনি পঞ্চজনেজ, দেবাদিদেব এবং দেবগণের

নমঃ সর্বসমর্থায় সর্বধর্ম্মরতায় চ ॥ ৩৪  
 দেবদানবযক্ষাণাং হং রক্ষাপালকঃ প্রভো ।  
 অশ্র্যাকং হং গতির্দেব করুণা ত্রাসিতা বয়ম্  
 ততো নস্তং ভবান্ হ্যেকো মজ্জমানান্ মহোদ  
 রুসাগরঘোরহস্মিন দৈত্যগ্রাহে মহাজলে  
 ইবুচক্রাসিমকরে হং পোতো ভব অচ্যুত ।  
 এবং যাবৎ সমস্তানামভয়েদং সমুদ্যতঃ ।  
 তাবৎ স দনুর্রাজেন্দ্রস্তত্রৈব সহসাগতঃ ॥ ৩৭  
 তথা স যুধ্যমানস্ত ময়া চ সহ বাসব ।  
 সর্কদৈবৈঃ সমারকো যোদ্ধিতুং দনুপুঙ্গবঃ ।  
 তথা তে বলসম্পন্ন। অসুরা বলদর্পিতাঃ ।  
 হতাশ্চক্রাসিসারঙ্গৈর্নিপতন্তি মহোদধৌ ॥  
 তথাস্তে ভিধ্যমানাস্ত গতাঃ পারং তথা পদে  
 প্রবিষ্টাশ্চৈব পাতালং কোচরষ্টা রসাতলম্  
 এবং তং দানবং সৈন্তং মম চক্রাহতং মহৎ  
 দৃষ্ট্বা দৈত্যপতিঃ শক্র মহামায়াং প্রবর্তিতঃ ॥

পূজা, আপনাকে প্রণাম করি । আপ  
 আশ্রমধর্ম্মের বিশ্বহস্তা, সর্ব-সমর্থ এবং স  
 ধর্ম্মরত, আপনাকে প্রণাম করি । প্রভে  
 আপনি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি স  
 লেরই পালনকর্ত্ত । আপনি করুণা ভয়ে ত  
 হইয়াছি, আপনি ভিন্ন আমাদের গতি নাই  
 আমরা মহাসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, আমাদের  
 পরিজ্ঞান করুন । আমাদের পক্ষে করুণ দৈ  
 মহাসমুদ্র হইয়াছে, অন্তঃস্থ দৈত্যগণ তাহ  
 নক্রমরূপ এবং বাণ, চক্র এবং অসি প্রভৃ  
 মকরমূর্ত্তি হইয়াছে । এক্ষণে আপনি পে  
 মরূপ হইয়া আমাদের রক্ষা করুন ।  
 বাসব! দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া যখন আ  
 ভয় দান কাবতে উদ্যত হইলাম, তে  
 সময়ে সেই দৈত্য হঠাৎ তথায় উপস্থি  
 হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । দে  
 গণ সকলেই আমার সাহায্যার্থ তাহার সা  
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল । ২৫—৩৮ । আমি চক্র অ  
 এবং শার্ঙ্গ দ্বারা বলদর্পিত অসুরগণকে  
 খণ্ড করিতে লাগিলাম । তাহারা সন্মুখ  
 না পারিয়া কেহ সমুদ্রে পতিত হইল, (

ভেন তে দৈত্যমক্তা বসুধাসন্দমাঃ ।  
 যমনৈর্ধতিধর্মাদ্যাঃ কণমাত্রেণ নির্জিতাঃ ॥৪২  
 তথা ব্রহ্মা সশক্রশ্চ বৃহস্পতির্মহামতিঃ ।  
 বয়ঞ্চ সহসা যাতা যত্র দেবাস্ত্রিলোচনঃ ।  
 স চ দেব্যা সহ শক্র একোহেনেকাহভবনুদা ।  
 চিত্তং ন লক্ষ্যতে তস্মৈ ন চ ভাবো ন কারণম্  
 স এব শক্তিরূপত্বাৎ স চ ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ।  
 স চ মাং শক্র ভাবেন কারণেন ব্যবস্থিতঃ ।  
 এবংবিধং তদা জ্ঞাত্বা শিবশক্তিময়ং জগৎ  
 ময়া চ সহ ব্রহ্মেণ স্তোতুমারক তদ্বিধম্ ॥ ৪৬  
 ব্রহ্মকেশবাবুচুঃ ।

নমস্তে ভগবান্ দেব দিগ্বাসকৃতিবাসসে ।  
 তমহং সংপ্রবক্ষ্যামি সা তু সর্বসুখপ্রদা ॥ ৪৭  
 জয় ত্বং সর্বমঙ্গলো সর্বকারণকারণে ।  
 শ্মশানবাসি দেবেশ নিরাবাস নমোহস্ত তে ॥

সমুদ্রপারে গমন করিল, কেহ পাতালে এবং  
 কেহ বা রসাতলে প্রবেশ করিল । দৈত্যপতি  
 রুক্ম যখন দেখিল যে, মদীয় চক্রে তাহার  
 সেনাগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন সে  
 মহামায়া বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ।  
 এইবার তাহার যুদ্ধে বসু, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম,  
 নির্ধতি, ধর্ম প্রভৃতি সকলেই পরাজিত হইল ।  
 অনন্তর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আমরা  
 সকলে দেব ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হই-  
 লাম । আমাদেরকে দেখিয়া তিনি দেবীর  
 সহিত হঠাৎ অনেক রূপ ধারণ করিলেন ।  
 আমরা তাহার চিত্তের ভাব এবং একরূপ করি-  
 বার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ।  
 অনন্তর বুঝিলাম, তিনি সর্বশক্তিময়, ভিন্ন  
 ভিন্ন কারণ-গুণে তিনিই ব্রহ্মা, এবং বিষ্ণুরূপ  
 ধারণ করেন । এইরূপ সর্বজগৎ শিবশক্তিময়  
 ভাবিয়া আমি ও ব্রহ্মা, উভয়ে এইরূপে স্তব  
 করিতে আরম্ভ করিলাম । ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু,  
 উভয়ে মহেশ্বর এবং দেবীর পর্যায়ক্রমে স্তব  
 করিতে লাগিলেন । ৩১—৪৬ । প্রথম তোমার  
 পদে দেব-দেব ভগবান্ । নমো নম কৃতিবাস  
 নম হে দিগবসন । জগতে করেন যিনি সর্ব-

কপালহস্তমীশানং কপালকৃতভূষণাম্ ।  
 সর্বলোকপ্রণেতাধি \* সর্বেশ্বরী নমোহস্ত তে  
 জয়ে ভুবনকর্তারি ত্বং সর্বভূবনাধিপে ॥ ৪৯  
 কপালমালিনং দেবং মহাকালং নমোহস্ত তে ।  
 চন্দ্রমুদ্বিকৃতং নিত্যং চন্দ্রবাসঃ সদাপ্রিয়ম্ ॥ ৫০  
 ভূতভব্যভবৎ সৌম্যোভূবনেশ্বরী নমোহস্ত তে  
 ত্বং হি যোগাঙ্ঘ্রিকে যোগে সর্বযোগপ্রদায়িকে  
 গজচন্দ্রধরং দেবং চণ্ডুরাবে নমোহস্ত তে ॥ ৫১  
 ত্রিশূলপাণিনং নিত্যং ত্রিনেত্রং ত্রিদশেশ্বরম্ ।  
 দিব্যযোগোত্তমিবে দিব্যো যোগেশ্বরী নমোহস্ত তে  
 ত্বং হি রৌদ্রী মহারৌদ্রী নিত্যং রৌদ্রপরাক্রমা ।  
 ত্রিমূর্তিশ্চ পরং দেবং ত্রিপূরাস্ত নমোহস্ত তে ॥  
 সর্বেশ্বরং সর্বগতং সর্বজ্ঞং সর্বভোমুখম্ ।  
 ত্বঞ্চ রুদ্রাঙ্ঘ্রিকে দেবী রুদ্রেশ্বরী নমোহস্ত তে ॥  
 জয় দেবী সুরশ্রেষ্ঠ ত্বং সর্বসুরপূজিতে ।  
 সর্বত্রাবস্থিতং শাস্ত্বং সর্বব্যাপিন্ নমোহস্ত তে

সুখ বিতরণ । জয় সর্বমঙ্গলার, যিনি ব্রহ্মাণ্ড-  
 কারণ ॥ নিরাবাস তুমি দেব । শ্মশান তব  
 ভবন । করেছে কপাল তব, কপাল তব  
 ভূষণ ॥ সকলের প্রাণরূপ তুমি দেবী-  
 সর্বেশ্বরী । ভুবন-সৃষ্টিকারিণী ! তুমি গো  
 ভূবনেশ্বরী ॥ কপাল তোমার মালা, তুমি দেব  
 মহাকাল । চন্দ্রবাস তব প্রিয় নামো নম  
 শশিভাল ॥ ভূত-ভব্য বর্তমানে তুমি গো  
 সৌম্যরূপিণী । যোগরূপা যোগাঙ্ঘ্রিকা সর্ব-  
 যোগপ্রদায়িনী ॥ নমো নমচণ্ডুরাব ! তুমি  
 গজচন্দ্রধর । নম হে ত্রিশূলপাণি ! ত্রিনেত্র  
 ত্রিদশেশ্বর ॥ দিব্য যোগোত্তমা তুমি যোগে-  
 শ্বরী ! নমো নম । তুমি রৌদ্রী মহারৌদ্রী,  
 তব রৌদ্র পরাক্রম ॥ ত্রিমূর্তি মহাশক্তি তুমি  
 ত্রিপূর-বিনাশকর । \* সর্বজ্ঞ সর্বভোমুখ সর্ব-  
 গত সর্বেশ্বর । তুমি দেবী রুদ্রাঙ্ঘ্রিকা,  
 রুদ্রেশ্বরী তব নাম । সর্বদেবশ্রেষ্ঠা তুমি,  
 সকলে করে প্রণাম ॥ সর্বত্র সংস্থিত শাস্ত  
 সর্বব্যাপি ! সর্বময় । তুমি , সব তব

যস্মিন্ সৰ্বং যতঃ সৰ্বং যঃ সৰ্বং সৰ্বতশ্চ যঃ ।  
 সূর্য্যাপাধিপে দেবি সুরেশ্বরী নমোহস্ত তে ৷৫৬  
 জয় বিদ্যাশ্রিকে বিদ্যে বিদ্যাভরণভূষিতে ।  
 বশ্চ সৰ্বময়ো দেবস্তম্ সৰ্বাশ্রমে নমঃ ৷ ৫৭  
 স্কুলস্থলবিভাগেন ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।  
 সৰ্ববিদ্যাপ্রদস্তারি বিদ্যেশ্বরী নমোহস্ত তে ৷৫৮  
 ত্রিংশৈশ্বঃ স্ততা দিব্যে হং ত্রিলোচনবাসিনী ।  
 অনাদিমানিমঃ ক্রুদ্রং ব্যক্তাতীতং নমো নমঃ ৷৫৯  
 অনন্তং শাস্তং বিশ্বং ঋবং নিত্যমুপাতিম্ ।  
 ত্রিশূলপাণিঃ দেবি গণাধ্যক্ষ নমোহস্ত তে ।  
 ত্রীকণ্ঠঃ ত্রীধরঃ ত্রীশঃ নীলকণ্ঠ নমোহস্ত তে ।  
 বিদ্যাময়ী তদ্বর্ষস্ত বিদ্যাতীতঞ্চ যং হিতম্ ।  
 গণাত্মাঃ নারিকী হং হি গণেশ্বরী নমোহস্ত তে  
 হং হি হুর্গে-মহাবীৰ্য্যে হুর্গে হুর্গপরাক্রমে ।  
 সকলো নিকলশ্চৈব কলাতীত নমোহস্ত তে ৷৬০  
 যোগেশ্বিনো যোগগম্যো যোগাত্মা যোগসম্ভবঃ ।  
 রমসে দেবি হুর্গেষু হুর্গেশ্বরী নমোহস্ত তে ৷ ৬১  
 হং চণ্ডা হং প্রচণ্ডা চ হং ব্রহ্মাণ্ডবিদ্যারিণী ।

সৰ্ব, তোমাতেই সৰ্ব হয়। জয় দেবী  
 সুরেশ্বরী! সুরাসুর নমস্তুতে। জয় বিদ্যা  
 বিদ্যাশ্রিকা বিদ্যাভরণ-ভূষিতে! স্কুল-  
 স্থল-ভেদে তব চরাচর ব্যক্ত হয়। নমো  
 নম সৰ্বাশ্রম! তুমি দেব! সৰ্বময়। জয়  
 দেবি! বিদ্যেশ্বরী! সৰ্ববিদ্যাপ্রদাদিনী।  
 ত্রিংশবন্দিতা দিব্যা ত্রিলোচনাস্ববাসিনী  
 আনাদি আদিম-ক্রুদ্র, তব রূপ ব্যক্তাতীত।  
 ঋব নিত্য উমাপতি অনন্ত বিশ্বে শাস্ত।  
 ত্রিশূলধারিণী দেবি গণাধ্যক্ষে নমো নম।  
 ত্রীকণ্ঠ ত্রীধর ত্রীশ নীলকণ্ঠ! নমো নম।  
 তব তম্ব বিদ্যাময়ী, তুমি সৰ্ববিদ্যাতীত। জয়  
 জয় কৃপাময় তুমি সৰ্বভূত-স্থিত ॥ সকল গণ-  
 নায়িকা গণেশ্বরী! নমো নম। তুমি হুর্গা মহা-  
 বীৰ্য্য, হুর্গ তব পরাক্রম ॥ সকল নিকল তুমি,  
 তুমি সৰ্বকলাতীত। যোগেশ, যোগসম্ভব,  
 যোগগম্য, যোগস্থিত ॥ তুমি দেবি! হুর্গেশ্বর  
 সকল-হুর্গচারিণী। তুমি গো প্রচণ্ডা, চণ্ড

মহাযোগধরং নিত্যং যোগেশ্বর নমোহস্ত তে ।  
 ওমিতোকাঙ্করে ব্রহ্ম প্রখ্যাতং ভুবনজয়ে ।  
 চণ্ডরূপা মহাবিদ্যা চণ্ডেশ্বরী নমোহস্ত তে ৷ ৬৫  
 হং দেবি উগ্রসংকারী হুগুগ্রব্রতচারিণী ।  
 তস্তাৰ্দ্ধাঙ্গঃ শিবো নিত্যং সদাশিব নমোহস্ত তে  
 অৰ্দ্ধমাত্রা পরা যা তু তস্তাৰ্দ্ধস্ত পরাপরম্ ।  
 হুগুগ্রশূলহস্তা চ উগ্রেশ্বরী নমোহস্ত তে ৷ ৬৭  
 হং হি ক্রোধাশ্রিকে দেবি ক্রোধভাবেন সংস্থিত ।  
 পরাংপরতরং শাস্তং শাস্তাতীত নমোহস্ত তে ।  
 অকারোকারমূৰ্দ্ধশ্চ মকারো বিন্দুরেব চ ।  
 দানবানাং বধার্থায় ক্রোধেশ্বরী নমোহস্ত তে ॥  
 হং হি নারায়ণী দেবী কোমারী ব্রহ্মচারিণী ।  
 নির্ঝাণং পরমাতীতং নিত্যাতীত নমোহস্ত তে ॥  
 চিত্তবেত্তা তথা চিত্তং বেদ্যো নিশ্চিত্যকস্তথা ॥  
 হং জয়া বিজয়া নিত্য অজিতা চাপরাজিতা ।  
 অসচ্চিত্তং সচ্চিত্তঞ্চ চিত্তাতীত নমোহস্ত তে ।  
 বালার্কশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ ॥ ৭২  
 হং সিদ্ধিঃ সাধকানাং সিদ্ধেশ্বরী নমোহস্ত তে ।  
 হং হ্যতিদীপ্তিঃ কাস্তিঃ কীৰ্ত্তিঃ ব্রহ্মা হমেব চ

তুমি ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী। নমো নম যোগেশ্বর!  
 নিত্যমহাযোগধর। ভুবনজয়বিখ্যাত ব্রহ্ম তুমি  
 একাক্ষর ॥ চণ্ডরূপা মহাবিদ্যা, তুমি দেবি!  
 চণ্ডেশ্বরী। তুমি উগ্রসংকারী, তুমি উগ্রব্রত-  
 চরী। জয় জয় সদাশিব! তুমি অৰ্দ্ধতম্বধর।  
 অৰ্দ্ধমাত্রাপরা দেবী তব অৰ্দ্ধ পরাংপর। নমো  
 নম উগ্রেশ্বরী! তুমি উগ্রশূলহস্তা। ক্রোধা-  
 শ্রিকা তুমি দেবি! ক্রোধভাবে অবস্থিত ॥  
 তুমি সৰ্বপরাংপর, তুমি শাস্ত শাস্তাতীত।  
 তুমি একাক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মরূপে অস্থিত ॥ নমো  
 নম ক্রোধেশ্বর! দানববধকারিণী। তুমি  
 নারায়ণী দেবী, কোমারী ব্রহ্মচারিণী ॥ নির্ঝাণ  
 পরমাতীত, তুমি দেব নিত্যাতীত। চিত্তরূপ  
 তুমি দেবি চিত্তহীন চিত্তগত ॥ জয় জয় দেবি!  
 তুমি সৰ্ব-রূপদস্ততা। তুমি গো বিজয়া জয়া  
 অজিতা অপরাজিতা। সদসচ্চিত্ত তুমি, তবু  
 সৰ্বচিত্তাতীত। বালার্কের শত ভাগ, শতধা  
 পরিকলিত ৷ ৭১—৭২ ॥ তুমি সিদ্ধি সাধকের,



অনোপম্যমভাসক শিবঃ শাস্ত্র নমোহস্ত তে ।  
 অনন্তঃ শাস্ত্রতঃ বিশ্বং দেহস্থং দেহবর্জিতম্ ॥ ৭৪  
 মেধা সরস্বতী ত্বং হি ত্বং ত্রীর্দেবি নমোহস্ত তে  
 ত্বং হি বৃষ্টিঃ স্বয়ং দেবি ত্বং সৃষ্টিত্বং প্রজাপতিঃ  
 হৃদিস্থং সর্বভূতেষু ব্যোমস্থস্ত নমোহস্ত তে ।  
 অগ্রাহমন্ত্রিষৈর্বাপি সর্ববর্ণবিবর্জিতম্ ॥ ৭৬  
 ত্বং বণিককৃষিকর্মাণি ত্বং সীতা চ নমোহস্ত তে  
 ধরণী ধারণী ত্বক্ ত্বং বেলা সাগরেষু চ ॥ ৭৮  
 স্বতেজোগুটমাশ্রয়ং গুহাবাস নমোহস্ত তে ।  
 গুটাতীতক্ গুটাত্মা গুটানাং গুটগোচরম্ ॥ ৭৯  
 ত্বং দিশো বিদিশশ্চৈব ত্বং সন্ধ্যা চ নমোহস্ত তে  
 ত্বং মাতৃকা চ দেহে শি স্বরবর্ণবিভূষিতা ॥ ৮০  
 গুহাবাসপ্রদা নিত্যং পূজার্থার্থ \* নমোহস্ত তে  
 মহাত্মানং মহাদেবং মহামায়াপরাপরম্ ।  
 সর্বশাস্ত্রেষু বেদেষু গীয়সে ত্বং নমোহস্ত তে ॥ ৮১  
 ত্বং গায়ত্রী সদা দেবি বেদমাতা স্বয়ম্ভুবা ।  
 মহাজ্ঞানপরা নিত্যং জ্ঞানগম্যা নমোহস্ত তে ॥ ৮২  
 ঈশানমৌশ্বরঃ ব্রহ্ম সদাশিবশিবং তথা ।

তুমি সিদ্ধিপ্রদায়িনী । তুমি হ্যতি দীপ্তি কান্তি  
 কীৰ্ত্তি ব্রহ্মবিধায়িনী ॥ অল্পপম তুমি শিব,  
 শাস্ত্ররূপ স্তুতামিত । অনন্ত শাস্ত্রত বিশ্ব দেহস্থ  
 দেহবর্জিত । তুমি মেধা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি  
 দেবী সরস্বতী । তুমি বৃষ্টি, তুমি সৃষ্টি, তুমি,  
 দেবি ! প্রজাপতি । তুমি হে ব্যোমবিহারী,  
 সর্বভূত-হৃদি-স্থিত । ইন্দ্রিয়ের অগোচর,  
 সর্ববর্ণবিবর্জিত । তোমাতে কৃষি বাণিজ্য,  
 তুমি সীতা কেন্দ্র পরে । ধরণীধারিণী তুমি,  
 তুমি গো বেলা সাগরে ॥ তব ঠেজ গুট অতি,  
 গুট আশ্রা গুহাচর ! গুটাতীত তুমি দেব !  
 গুটজনের গোচর ॥ দিক্ বিদিক্ তুমি দেবি !  
 তুমি সন্ধ্যা নমস্তুতা । দেবেশী মাতৃকা তুমি,  
 স্বরবর্ণ-বিভূষিতা ॥ গুটাত্মন ! মহাদেব ! গুহা  
 তব নিত্যস্থান । সর্বশাস্ত্রে সর্ববেদে মাতাতীত  
 তব গান ॥ তুমি গো গায়ত্রীরূপা স্বয়ম্ভুবা  
 বেদমাতা । জ্ঞানমাত্রগম্যা তুমি । নিত্য

\* গুটাত্মান ইতি কচিং পাঠঃ

দেবযিপিভূতির্নিত্যং ভূয়সে ত্বং নমোহস্ত তে ।  
 পদ্মাসনা চতুর্ভুজা অক্ষপাশিচতুর্ভুজা ।  
 পাঞ্চালং পরতো নিত্যং নিরালম্ব নমোহস্ত তে  
 সৈদ্যো বাম অঘোরশ্চ তৎপুরুষেশানমেব চ ।  
 হংসযানসমাক্রতা ত্বং ব্রহ্মাণী নমোহস্ত তে ॥ ৮৫  
 ত্রিনেত্রা শূলহস্তা চ জটায়ুকুটধারিণী ।  
 পঞ্চব্রহ্মকলাতীত যষ্টব্রহ্ম নমোহস্ত তে ॥ ৮৬  
 কালঃ কালাগ্নিক্রদ্রশ্চ আদিত্যাদয়মেব চ ।  
 বৃষস্কন্ধসমাক্রতা ত্বং ক্রদ্রাণী নমোহস্ত তে ॥ ৮৭  
 ত্রিজটা বালরূপা চ শক্তিহস্তাক্রণাধরা ।  
 পঞ্চধাবস্থিতো নিত্যং পঞ্চাবরণং নমোহস্ত তে  
 পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ৮৮  
 ময়ূরমাসনাক্রতা ত্বং কোমারী নমোহস্ত তে ॥ ৮৯  
 শঙ্খচক্রগদাহস্তা পীতাস্বরবিভূষিতা ।  
 নির্ঝাণং পরমাতীতং নিরঞ্জন নমোহস্ত তে ॥ ৯০  
 করাকরবিনির্মুক্তং স্বরব্যঞ্জনবর্জিতম্ ।  
 ত্বং গরুড়াসনা দেবী বৈকুণ্ঠী ত্বং নমোহস্ত তে  
 রক্তনেত্রেষু দংষ্ট্রে চ কালরূপে ভয়ঙ্করে ॥ ৯১

মহাজ্ঞানরতা ॥ ঈশান ঈশ্বর ব্রহ্ম, তুমি শিব  
 সদাশিব । ঋষি, দেব, পিতৃগণ নিত্য করে  
 তব স্তুত ॥ জয় জয় চতুর্ভুজে তুমি দেবি !  
 পদ্মাসনা । অক্ষমালা করে তব, তুমি গো  
 চতুরাননা ॥ তুমি পঞ্চভূতাতীত, নাহি তব  
 অবস্থান । তুমি হে অঘোর, সদ্য, বাম, পুরুষ,  
 ঈশান । হংসাসন-সমাক্রতা মূ গো দেবি !  
 ব্রহ্মাণী ত্রিনেত্রা । ত্রিশূলহস্তা জটায়ুকুট  
 ধারিণী ॥  
 হে কাল ! কালাগ্নি-কদ্র ! তোমাতেই গ্রহচর ॥  
 বৃষস্কন্ধ-সমাক্রতা, তুমি গো দেবি । ক্রদ্রাণী  
 শক্তি-হস্তাক্রণাধরা ত্রিজটা বালরূপিণী । পঞ্চ  
 আবরণে দেব ! তুমি নিত্য আচ্ছাদিত ।  
 কিত্যপু-তেজ-মরুদ, ব্যোম এই পঞ্চভূত-  
 স্থিত । কোমারী রূপধারিণী, তুমি গো ময়ূর-  
 সনা । শঙ্খ-চক্র-গদা-হস্তা পীতাস্বরবিভূষণা ॥  
 নিরঞ্জন তুমি দেব ! নির্ঝাণ পরমাতীত । কর-  
 কর-বিনির্মুক্ত, স্বর-ব্যঞ্জন-বর্জিত ॥ গরুড়-  
 আসনে দেবি । তুমি গো বৈকুণ্ঠী । রক্ত-

কলা কলঙ্করহিতং নিষ্কলঙ্ক \*নমোহস্ত তে ।  
 আকৃতিং নৈব জানামি গতিমুৎপত্তিমেদ চ ॥ ৯২  
 মেঘবর্ণে মহাঘোরে ত্বং বারাহি নমোহস্ত তে ।  
 বজ্রপাণি সহস্রাক্ষে চ্ছত্রধ্বজমনোরমে ॥ ৯৩  
 স্বয়ম্ভুতমহাশ্বানং মহাদেব নমোহস্ত তে ।  
 ভাবৈবন্ধয়সে বিশ্বং ভাবৈর্বোন্ধয়সে পুনঃ ॥ ৯৪  
 ঐরাবতসমাক্রুড়ে তুমিল্লাপি নমোহস্ত তে ।  
 ত্বং নির্মাংসে মহাদেহে মাংসৌদনবলিপ্রিয়ে ॥ ৯৫  
 স্বভাবভাবমাত্মানং ভবোদ্ভব নমোহস্ত তে ।  
 যোহিভবঃ সন্তবশ্চৈব ভয়কুণ্ডলয়মেব চ ॥ ৯৬  
 কপালখট্টাঙ্গকরে ত্বং চামুণ্ডে নমোহস্ত তে ॥ ৯৭  
 ত্বমেকা সপ্তধা দেবি বহুধা চ বিরাজসে ।  
 ভাষায় প্রণিধানেন যোহসি যোহসি

নমোহস্ত তে ॥ ৯৮

স্তবোহয়ং তব দেবেশি সশিবায়া মহাশ্বনে ।  
 তোষণীয়া চ ত্বং দেবি সর্বাশুরনিবর্হণে ॥ ৯৯  
 ঘণ্টানিনাদশব্দেন চ্ছত্রধ্বজসমাকুলে ।  
 শাস্ত্রীলেন চ, যানেন শোভসে ত্বং নমোহস্ত তে

নেত্রা, রক্তদংষ্ট্রা, ভয়ঙ্করী কালরূপা ॥ জয় জয়  
 নিষ্কলঙ্ক ! কলাকলঙ্ক-রহিত । তোমার আকৃতি  
 গতি উৎপত্তি নহে বিদিত ॥ মেঘবর্ণা, মহা-  
 ঘোরা, তুমি বরাহরূপিণী । চ্ছত্রধ্বজ-মনোরমা,  
 সহস্রাক্ষা, বজ্রপাণি ॥ স্বয়ম্ভুত ! মহাশ্বন !  
 মহাদেব ! জয় জয় । জগতের বন্ধ মোক্ষ,  
 তোমাতেই হয় লক্ষ্য ॥ ঐরাবতসমাক্রুতা তুমি গো  
 বাসব প্রিয়া । তুমি গো নির্মাংসা মহাদেহা  
 মাংসবলিপ্রিয়া ॥ ৭৩—৯৫ ॥ স্বভাবস্বরূপ আত্মা  
 তুমি ভাব ভবোদ্ভব । ভয়ভয়-দানকর্তা, তুমি  
 হে ভবসম্ভব ॥ কপাল-খট্টাঙ্গধরা তুমি চামুণ্ডা-  
 রূপিণী । একরূপা সপ্তরূপা বহুরূপা বিরাজিনী ।  
 হে ভব ! নাহিক শক্তি তব গুণ বর্ণিবারে ।  
 সেরূপ সেরূপ তুমি, প্রণমি ভকতিভরে ॥  
 দেবেশ্বরী । শিবসহ তোমারে করিছ স্তব ॥  
 ভূষ্ট হয়ে নাশ দেবি । হরস্ত অনুর সব ॥ তব

ক্রমসি ত্বং কণার্কেন ভুবনানি মহাবলে ।  
 ভূলোকঞ্চ ভুবলোকং স্বলোকঞ্চ নমোহস্ত তে ॥  
 ত্বমেকাবস্থিতা দেবি অকারাদিবিসর্গতঃ ।  
 ত্বং স্থিতা সর্ববর্ণেষু পৃথগ্ৰূপে নমোহস্ত তে ॥  
 ত্বং বাখাদ্যা স্বয়ং দেবি শক্তিবাহুে ব্যবস্থিতাঃ  
 বিভুরাদ্যা তথৈব ত্বং মহাদেবি নমোহস্ত তে ॥  
 ত্বং রাত্রিঞ্চ দিনং দেবি ঋতবো বৎসয়াপি চ ।  
 নিমেষশ্চ মুহূর্তশ্চ ত্বং সংক্রান্তির্নমোহস্ত তে ॥ ৪  
 ত্বং কালী কালরাত্রী চ কৃতান্তী চ সদাক্ষণা ।  
 ত্বং ভীষণী মহারৌদ্রী মহাকালী নমোহস্ত তে ॥  
 দক্ষযজ্ঞবিঘাভী ত্বং যম শীর্ষনিকুন্তনী ।  
 ত্বং দেবি বীরমাতা চ ভদ্রকালী নমোহস্ত তে ॥  
 ত্বমেব দেবি আকাশে ত্বঞ্চ পাতালগোচরে ।  
 ত্বং স্বর্গে চাপবর্গে চ মুক্তিদা ত্বং নমোহস্ত তে  
 ত্বং হি সর্বাঙ্গিকা দেবি সর্বমূর্তিষু সংস্থিতা ।  
 স্থূলসূক্ষ্মবিভাগেন যোগিনী ত্বং নমোহস্ত তে ॥  
 যং যং পশ্যামাহং দেবি স্বাবরে জঙ্গমেষু চ ।  
 তং তং ব্যাপ্তং ত্বয়া সর্বং কাত্যায়নি নমোহস্ত তে  
 ত্বঞ্চ শক্তিক্রিয়া দেবি নাদবিন্দুকলাঙ্গিকা ।

ঘোর ঘণ্টানাদ, চ্ছত্রধ্বজ সুপ্রকাশ । কিবা  
 অপরূপ শোভা, পর যবে ব্যাঘ্রবাস ॥ মর্ত্যালোক  
 ভুবলোক স্বর্গ এই ত্রিভুবন । মহাবলা দেবি  
 তুমি তিলেকে কর ভ্রমণ ॥ অকারাদি বিসর্গাস্ত  
 তুমি সর্ববর্ণগতা । তুমি দেবি ! আদ্যাশক্তি  
 শক্তিবাহু-ব্যবাস্ততা ॥ জয় জয় মহাদেবি ।  
 তুমি আদ্যা, তুমি বিভূ । তুমি দিবা, তুমি  
 রাত্রি, তুমি গো বৎসর ঋতু ॥ নিমেষ মুহূর্ত  
 তুমি, তুমি গো সংক্রান্তিগণ । তুমি কালী,  
 কালরাত্রি, কৃতান্তী, শুভদাক্ষণ ॥ মহারৌদ্রী  
 মহাকালী তুমি গো দেবি ! ভীষণী । ৭ দক্ষ-  
 যজ্ঞবিনাশিনী, যমশীর্ষনিকুন্তনী ॥ জয় জয়  
 ভদ্রকালী সকল বীরের মাতা । আকাশচারিণী  
 তুমি কভু বা পাতালস্থিতা ॥ তুমি দুর্গা  
 অপবর্ণা তুমি মুক্তিপ্রদায়িনী । তুমি সর্বাঙ্গিকা  
 দেবি ! সকল মূর্তিধারিণী । স্থূল সূক্ষ্ম মূর্তি  
 তব তুমি গো দেবি ! যোগিনী ॥ স্বাবর  
 জঙ্গমে তুমি ব্যাপ্ত আছ কাত্যায়নী । তুমি

ত্বং শিবা \* পরভাগেন জ্ঞানশক্তির্নমোহম্বতে ।  
ত্বয়া দৌৰ প্রসন্নায় শিবঃ প্রত্যক্ষতো মম ।  
তথা ত্বং কুরুবক্ষ্য প্রসাদং কুরু শঙ্করি ॥ ১১১ ॥  
বাসবব্রহ্মসূর্যাণাং হ্রিয়মাণে ত্রিপিষ্টপে ।  
দৈত্যোষমজ্জমানানাং ত্বং পোতা ভব শূলিনী ।  
এবং স্তব্ধা পুরা শম্ভুং দেবীং তন্তু তনৌ স্থিতাম  
তুতোষ তাবুভৌ শত্রু সহব্রাহ্মণসম্ভবঃ ॥ ১১৩ ॥  
বরং যথেষ্টে চিত্তেন দত্তবান্ শঙ্করঃ শিবঃ ।  
ইত্যেবং দেবদেবায়্যা ব্রহ্মাদৈঃ পঠিতং স্তবম্ ।  
যথেষ্টফলকামানাং পূরকং শ্রদ্ধয়াবিতম্ ।  
চিস্তিতং পঠিতাধীতং শ্রুতং লেখকৃতঞ্চ বা ।  
দদাতি সৰ্বকামানি বাস্বানঃকায়বুদ্ধিজম্ ॥ ১১৫ ॥  
আর্হতানাং ভবভীতানাং শত্রুভিরাবৃতানপি ।  
করোতি পরমাং বক্ষাং বনসরিব্রগেষু চ ॥ ১১৬ ॥  
ব্যাঘ্রাসিংহবরাহেষু তক্ষরেষটবীষু চ ।  
অরণ্যাদেব স্তোত্রস্ত অসতে মহদাপদা ॥ ১১৭ ॥

শাস্তি, তুমি ক্রিয়া, তুমি নাদবিন্দুকলা । তুমি  
শিবা পরাংপর্য, তুমি সৰ্বজ্ঞানমূলা ॥ হে দেবি  
প্রসন্ন হও, রূপাদৃষ্টি কর দান । এই সে প্রসাদ  
মার্গি হয় কুরু-দৈতাপ্রাণ ॥ ইন্দ্র ব্রহ্ম সূর্য  
আদি যতক দেবতা সবে । হারায়েছে  
অধিকার, দাক্ষণ দানবাহবে ॥ বিপদসলিলে  
মগ্ন, আজি গো সবে জন্মনি পোতরূপা হয়ে  
পার কর গো শূলধারিণি । ১১৬—১১৭ ॥ দেবগণ  
এইরূপে শম্ভু ও তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবীর  
স্তব করিলে তাঁহারা উভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট  
পিত বর প্রদান করিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ  
কর্তৃক পঠিত এই স্তব, যে ব্যক্তি ভক্তি  
পূর্বক পাঠ করে, সে যথেষ্ট ফল লাভ করে ।  
এতদ্ভিন্ন চিন্তা, অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং লিখনাদি  
করিলেও সৰ্বভীষ্ট লাভ হয় । যাহারা পীড়িত  
সংসারভীত, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত, অরণ্য নদী  
কিংবা পর্বতাদি স্থানে বিপদাপন্ন ব্যাঘ্র, সিংহ  
বরাহাদি কর্তৃক আক্রান্ত এবং বনমধ্যে ও  
দস্যুমধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত ; তাহারা এই স্তব এক

\* সার্বভি কচিং পাঠঃ ।

ব্রহ্মহা গুরুঘাতী চ সুরাপঃ পিতৃঘাতকঃ ।  
পঠনামুচ্যতে শত্রু অশ্বমেধকসং লভেৎ ॥ ১১৮ ॥  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে কুরুবধোপায়দেবদেবীস্তবে  
নাম ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

### চতুর্থশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শত্রু উবাচ ।

ভগবন্ ভবতীথ্যাতিমরাতিকঙ্কজাং কথাম্ ।  
সুমনারুষ্টিজননীং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥  
কথং স দৈত্যোরাঙ্জেত্রো মহাবলপরাক্রমঃ ।  
অজয়ঃ সৰ্বদেবানাং ভবাত্তাবধিতো বদ ॥ ২ ॥  
শ্রীভগীবানুবাচ ।  
শৃণু তে কথয়িষ্যামি দেব্যাঃ কীর্ত্তিং কুরোর্বধম্  
যথা পৃষ্টস্বয়া শত্রু তথাহং তে নিবোধত ॥ ৩ ॥  
দত্তা শক্তিং স্ফায়েত্যো দেবদেবেন বাসব ।

বার মাত্র অরণ করিলেই সৰ্ববিপদ হইতে  
পরিজ্ঞান পাঠিলে । ব্রহ্মঘাতী, গুরুঘাতী,  
সুরাপায়ী, পিতৃঘাতক ইত্যাদি যত প্রকার  
পাপী আছে, এই স্তব পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ  
পাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের  
ফল লাভ করিবে ॥ ১১৮—১১৮ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

### চতুর্থশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্ ! দেবী কিরূপে  
অরাভিকুলের বধ সাধন করিয়া দেবগণের  
আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই  
বা দেবগণের অজয় মহাবল-পরাক্রম দৈত্য-  
পতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই  
বর্ণনা করুন । ভগবান্ কহিলেন,—হে শত্রু !  
তোমার জিজ্ঞাসানুসারে কুরুবধ-সম্বন্ধিনী  
দেবীর কীর্ত্তি শ্রবণ কর, আমি সমস্তই  
বলিতেছি । দেবদেব মহেশ্বর আমাদের সেই  
রূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আপনার শরীর হইতে  
শক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগকে বলিলেন,—

গচ্ছৎ সগণাঃ সৰ্বে বিকৃতপুন্দরাঃ । ৪  
তদাদেশাদ্ বয়ং সৰ্বে গতা যত্নানুরাধিণাঃ ।  
তথা তেন জিতাস্তস্মাৎ পুনস্তত্রৈব আগতাঃ  
স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ শত্ৰুং ষাভায় আগতাঃ ।  
তং দৃষ্ট্বা সহসা শত্ৰুগণান্ সৰ্বান্ সমাদিশৎ  
যোধধ্বং দানবেশ্ৰেণ দেবানাং হিতকামায়া । ৬  
তথা স গণসঙ্ঘেন বেষ্ট্যমানোহপি বাসব ।  
নির্জিত্য সহসা দেবান্ শিবোপরি ব্যবস্থিতঃ  
এতস্মিন্নস্তরে দেব রূপং কুত্বা তু তৈরবম্ ।  
কিমা বিধবঃসমিষোতি ন চ ভীতঃ প্রহসিতঃ । ৮  
ততস্তত্বেহবং ঘোরং সহ দেবেন শত্ৰুনা ।  
সঙ্গাতং সহদেবানাং দানবানাং ভয়ঙ্করম্ । ৯  
কথঞ্চিং সুপ্রযত্নেন বীৰ্য্যবন্তশ্চ বাসব ।  
হ্রিৎ তস্ত তদা কণ্ঠং ধারাস্থগৃভূতলং গতম্ ।  
অসংখ্যা কধিরাস্তত্র নির্গতাঃ কাশ্মপীতলাঃ ।  
ভূতাদং ভূতক্রুদ্ধঃ কবচিনঃ সোত্তরচ্ছদাঃ ।

হে ব্রহ্মাদি দেবগণ । তোমরা যথাস্থানে গমন  
কর । আমরা তাঁহার আদেশ মত পূর্বে  
যেখানে ছুঁই দৈত্যপতি কর্তৃক পরাজিত হইয়া  
ছিলাম, সেইস্থানে উপস্থিত হইলাম । কিন্তু  
পুনর্বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, কি করিব,  
পুনর্বার তথায় গমন করিলাম । তখন ছুঁই  
দৈত্যপতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্ৰুকে বধ করিবার  
অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইল । তাহাকে  
দেখিয়া মহেশ্বর স্বীয় প্রমথগণকে আদেশ  
দিলেন যে, তোমরা দেবগণের হিতার্থ দৈত্য-  
পতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । অনন্তর  
প্রমথগণ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া  
যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু দৈত্যপতি ক্র-  
মাগ্রে তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া  
মহেশ্বরের প্রতি ধাবিত হইল । তখন মহাদেব  
ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং ভৈরবমূর্তি ধারণ করিয়া  
“হুরাশ্বন ! এখনি তেঁয়ি বিনাশ সাধন  
করিতেছি” এই বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।  
উভয়ের তুমুলসংগ্রাম আরম্ভ হইল । তাঁহা-  
দের যুদ্ধ দেখিয়া দেবানুর সকলেরই ভয়  
হইতে লাগিল । উভয়ের গায়ে হইতে রক্তধারা

নুরক্তরাগপটৈঃ আপীড়িতোহপি ভাঙিতাঃ ।  
বিকাশোদ্যতা নিস্ত্রিংশতভিদ্ধস্তাঃ সখটকাঃ । ১১  
আয়ামিতশিরোৎকম্পবিষাণকরকাণ্ডকাঃ ।  
প্রভাম্পাতালমাকাররথাভ্রিকরভীষণাঃ । ১২  
প্রপীড়িতাগ্রসংবর্জকুভিতাছররাগিনঃ ।  
প্রদেশিনীসনাসাক্ষিবর্তিতোষ্ঠাংজা মতাঃ । ১৩  
বৈজয়ন্তীধরা রোজাঃ পরিঘশক্তিপাণয়ঃ ।  
জলস্তাগ্নিতা হারপট্টিশোদ্যতশক্তিভূতঃ । ১৪  
কটকটকরাঃ কেচিং পাশাঙ্কুশকরাস্তথা ।  
ভল্লোকণীকচন্দ্রাঙ্ক-কুঠারকরভাসুরাঃ । ১৫  
মুকুস্তাস্তমহৌঘানি বলন্তো বলদর্পিতাঃ ।  
ভয়ব্রীড়োজ্জ্বলিতমনাঃ শৌর্য্যবীৰ্য্যাবলাধিতাঃ ।  
কেচিং স্তনদনমাক্রতা মৃগরাজস্থিতাঃ পরে ।  
গজবাজিস্থাঙ্কশাঃ পদস্থামোঘবীৰ্য্যয়ঃ । ১৭  
লক্ষকোট্যিবিভাগৈশ্চ বেষ্টিতৈস্তৈর্মহাবলৈঃ ।

নির্গত হইয়া ক্ষতিহীন প্রাবিত করিতে  
লাগিল । মহাদেবের শরীর হইতে রক্তধারা  
ভূমিতে পড়িবারাত্র অসংখ্য ভূতগণ উদ্ভূত  
হইয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল । তাহাদের অঙ্গে  
কবচ, উত্তরীয়, এবং পরিধান রক্তবস্ত্র । শিখা-  
দেশে মালা এবং সকলেরই হস্তে নিস্ত্রিংশ  
বিদ্যুতের স্তায় অকুণ্ঠ করিতেছে । কাহারও  
হস্তে খেটক, কাহারও হস্তে শার্ঙ্গধনু এবং  
কাহারও হস্তে রথচক্র । সকলে মস্তক সঞ্চালন  
করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল ।  
তাহাদের দুঃসহ তেজে যেন সূর্য্যদেবও পীড়িত  
হইতে লাগিলেন । কাহার কাহারও নাসিকা ও  
চক্ষু অতিশয় দীর্ঘ, কাহারও বা দন্তপংক্তি ওষ্ঠ  
অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইয়াছে । উহারা  
সকলে কেহ পতাকা, কেহ পরিঘ, এইরূপ  
জলন্ত অগ্নির স্তায় শক্তি, পট্টা, কটকটক,  
পাশ, অঙ্কুশ, ভল্ল, কর্ণিকা, অর্দ্ধচন্দ্র, কুঠার  
ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া বলদর্পে  
যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল ।  
তাহারা সকলে নির্ভয় এবং শৌর্য্যবীৰ্য্যাদি  
সম্পন্ন । কেহ বধে, কেহ সিংহে, কেহ গজে,  
কেহ অশ্বে, কেহ ভল্লকে আঘাত করিয়া,



হিঁদ্যন্তে ভেদমায়ান্তি নিবর্তন্তে শিবাযুধৈঃ ॥১৮॥  
বিনীৰ্য্যন্তোহপি বাণোথৈঃ সন্মুখং প্রবহন্তি চ ।  
রক্তমেদেন গোঃ পূর্ণা তেষাং কাষোভবেন চ ॥  
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা ভয়ং জঘ্নুঃ সবাঃসবাঃ ।  
যদি স্তান্নির্জিতো দেবঃ কস্য সৰ্বদিবোকসাম্ ॥  
এতস্মিন্নস্তরে শক্র ব্রহ্মা চিস্তয়তে ক্রিয়াঃ ।  
স্ত্রীরূপধারিণী ভূহা সহায়ত্বং মহেশ্বরে ॥ ২১  
ক্ষিপ্তাং কুৰ্ব্বাঃ স্বকার্যোদং এবং বিশ্বেশ্বরে রণে ।  
তত্রোৎপাদিতবান্ ব্রহ্মা স্বশক্তিং কিরণোজ্জ্বলাম  
কমণ্ডলুকরাং দেবীং শরাসনকরাং তথা ॥ ২২  
এককাং কোটিক্রুপেণ সৰ্ব্বায়ুধধরাং স্থিতা ।  
নিম্নস্তি ন চ হস্তস্তে পাতয়ন্তি সহস্রশঃ \* ॥ ২৩  
ব্রহ্মরূপধরা কিন্তু ললনাকারবিগ্রহাম্ ।  
হংসশূন্যনমাক্রুতা স্বকীয়ায়ুধধারিণী ॥ ২৪

কেহ কেহ বা পদচালনে যুদ্ধ করিতে লাগিল ।  
এইরূপ লক্ষ কোটি মহাবল প্রমথগণ  
দৈত্যপতিকে বেঁঠন করিল । কিন্তু অশুরদিগের  
বাণপাতে তাহাদের অঙ্গ ভিন্নভিন্ন হইতে  
লাগিল । দৈত্যপতির নিশিত শরাঘাতে  
প্রমথগণের অঙ্গে রক্তশ্রোত বহিতে লাগিল  
এবং সেই রক্তধারা ক্রমে পৃথিবী প্রাবিত  
করিতে লাগিল । ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা ও  
ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই ভীত হইয়া ভাবিতে  
লাগিলেন যে, যদি এই যুদ্ধে মহেশ্বরের পরা-  
জয় হয়, তবে নিশ্চয়ই সমস্ত দেবগণের সৰ্ব-  
নাশ হইবে । ১—২০ । এই সময়ে ব্রহ্মা চিন্তা  
করিতে করিতে উপায় স্থির করিলেন যে, আমি  
স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধে মহেশ্বরের সাহায্য  
করিব । এই চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ  
স্বীয় শক্তি সৃষ্টি করিলেন । ইহার সমুজ্জল  
বর্ণ, এক হস্তে কমণ্ডলু এবং অন্য হস্তে  
শরাসন । তিনি একাকিনী হইলেও কোটি  
কোটি মূর্তি ধারণ করিয়া একেবারে বিবিধ  
অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তিনি ব্রহ্মার  
স্তায় রূপ ধারণ করিলেও স্ত্রীমূর্তি বলিয়া

\* তত্রৈত্যাदि শ্লোকদ্বয়ং কেয়ুচিরাতি ।

ভর্জয়ন্তী মহোজেন দানবানাং ভয়ঙ্করী ।  
তস্ত ঘোরানি কৰ্ম্মানি দৃষ্ট্বা স বিস্ময়ন্ শিবঃ ॥  
কা পুনঃ স্রষ্টেঃ স্নেহা সদা তে প্রতিপক্ষজিৎ  
অস্তা শক্তিধিতীয়াঃ স্বজামি অপরাজিতাম্ ॥  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে রুকবধে ব্রহ্মাণ্যুৎপত্তিনাম  
চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

### পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ভগবানুবাচ ।

তথায়ুধ সমালক্ষ্য ব্রহ্মাণীঃ দনুজৈঃ সহ ।  
শঙ্করেণাপি সা শক্তির্ধাতা উৎপত্তিকারক ॥১॥  
পরশ্রাবস্ত সংরতা যুধ্যন্তি বিজয়ন্তি চ ।  
এবং স্মৃতা তু স্মাং মূর্তিঃ স চক্রে ত্রিদশেশ্বরঃ ॥  
ধ্যাত্বা হৃদাযুজাবস্থাং শশাঙ্কশত-নির্ম্মলাম্ ।  
পীনক্কসমাক্রুতাঃ শূলখট্টাঙ্গধারিণীম্ ॥ ৩

লক্ষিত হয়েন । তিনি হংসাসনে আরোহণ  
করিয়া স্বীয় আয়ুধ ধারণপূর্বক দানবসৈন্তের  
প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন ।  
তাঁহাকে দেখিবামাত্র দানবগণের মনে ভয়-  
সঞ্চার হইতে লাগিল । তাঁহার ঈদৃশ ঘোর  
কর্ম্ম অবলোকন করিয়া মহাদেব বিস্ময়াবিষ্ট  
হইলেন । পরে শঙ্করবিনাশের হেতুভূত  
বিধাতার এই সৃষ্টি বিবেচনা করিয়া ইহার  
দ্বিতীয়া শক্তি অপরাজিতা স্বয়ং সৃষ্টি করিব  
বলিয়া মনে করিলেন ॥ ২১—২৬ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

### পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মাণীর সহিত দৈত্য-  
গণের এইরূপ যুদ্ধ দেখিয়া শঙ্কর স্বীয় শক্তি  
সৃষ্টি করিবার জন্য চিন্তা করিলেন । কিছুকণ  
পরে সেই ত্রিদশেশ্বর হংসায় হইতে শতচক্র-  
নির্ম্মলা স্বীয় শক্তির সৃষ্টি করিলেন । তিনি  
সিংহকক্ষে আক্রুতা, হস্তে শূল এবং খট্টাঙ্গ,

হন \* গৃহ ছিন্ত্যেবঃ রোজালাপাং কৃত্যশ্রমশ্চ  
তাং দৃষ্ট্বা রিপবঃ সর্বে বিক্রতা ভয়বিহ্বলাঃ ।  
যথুখেনাপি দৃষ্টেন ধ্যাহ্বাশ্রমরৌচিনৌ ।  
উৎপাদিতা মহাবীৰ্যা শতপদ্রুসমাস্থিতা ॥ ৫  
শক্তিঘণ্টাধরা ভীমা শরশৃঙ্গারনামিতা ।  
হংসশ্বরসমেনৈব ধ্বনিপূরয়দ্বিশঃ ॥ ৬  
চলবিদ্যাম্বলীকারা দৈত্যানাং পতিতা বনে ।  
যথা শত্রু স্বভেজোখা বিসৃষ্টা কারণেচ্ছয়া ॥ ৭  
দ্বিজেন্দ্রসংস্থিতা ভীমা কেয়ুরকটকোজ্জ্বলা ।  
শারঙ্গ-ঘোরঘোষণে শঙ্খনাদেন ভূরিণা ।  
হন-ভক্তারশব্দেন দানবৈন্দ্রনিবুদনী ॥ ৮  
বৈবস্বতেন স্বাং মূর্তিং স্তব্ধা সমুপপাদিতা ।  
অভেদ্যকর্কশেনৈব ঘোরদণ্ডেন দংষ্ট্রিণা ॥ ৯  
মহামহিষমারুতা পাশদণ্ডাঘুধোদ্যতা ।  
ঘর্ঘরেণাতিশব্দেন প্রলয়াবুদনিস্বনা ।  
কালজিহ্বে চ তুষ্প্রক্ষ্যা ক্ষয়ার্চিরিব নির্মলা ॥

এক সর্বদা “যার মার” “ধর ধর” ইত্যাদি  
ভীষণ শব্দ করিতেছেন । তাঁহাকে দেখিবামাত্র  
দৈত্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে  
লাগিল । এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভগবান্  
যজ্ঞানন আপনার আয় কাস্তিসম্পন্ন এক শক্তি  
সৃষ্টি করিলেন । ইনি মহাবীৰ্য্যশালিনী,  
পদ্মাসনা এবং ইহার এক হস্তে শক্তি ও ঘণ্টা  
এবং অপর হস্তে ধনু ও বাণ । ইনি হংসের  
আয় গভীরনাদে দিক্‌সমূহ পূর্ণ করিতে লাগি-  
লেন । এবং বিহ্বল-আকারে দৈত্যসৈন্যমধ্যে  
পতিত হইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে  
লাগিলেন । হে শত্রু ! অনন্তর আমিও আপ-  
নার ভেজঃসজ্জিতা এক শক্তি সৃষ্টি করিলাম ।  
তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরুঢ়া এবং কেয়ুর-কটকাদি  
বিবিধ আভরণে ভূষিতা । তাঁহার কোদণ্ড  
টঙ্কার, শঙ্খনাদ এবং গভীর সিংহনাদ শ্রবণ  
করিয়াই অনেক দৈত্য প্রাণত্যাগ করিতে  
লাগিল । ইহার পর যম স্বীয় শরীর হইতে

শক্রোহপ্যেবঃ স্বকৌয়ার্চিস্তপ্তচামীকরপ্রভাম্ ।

মত্তদ্বিরদমারুতাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাম্ ।  
বজাক্লেশকরাং দেবীং শরাসনকরাং তথা ॥ ১১  
একৈকাঃ কোটিক্রপৈস্ত সর্বাযুধধরাঃ স্থিতাঃ ।  
নিয়ন্তি ন চ হন্তন্তি পাতয়ন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২  
মহাহৈর্ভেদয়ন্ত্যাস্ত দানবানাং বক্রধিনীম্ ।  
গতাংগতা ক্ষয়ং শত্রু বেলামস্তোনিধেরিব ॥ ১৩  
প্রাবয়ন্তি চ মেদিষ্ঠাং স্তব দেববক্রধিনী ।  
তৃপ্তাস্তাসাং সমেদেন ন জিতো দানবেশ্বরঃ  
প্রলয়াসিগদাপাণিঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ।  
বিদ্যদভয়শঙ্কার্ত্তা দেবদেবপুরোগমাঃ ॥ ১৫  
অবন্তি তাঃ সদা \* ক্র শিবং সর্বমরৌচয়ঃ ।  
পতিতা বাভদণ্ডা নো চলন্তি দানবো যযৌ \* ॥

এক শক্তি নির্মাণ করিলেন । তাহার হস্তে  
অভেদ্য দণ্ড এবং পাশ । তিনি বৃহত্তর-  
মহিষে আরোহণ করিয়া প্রলয়াবুদনিদী  
ঘর্ঘর শব্দে দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিতে লাগিলেন ।  
তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যগণ সাক্ষাৎ কালের  
জিহ্বাসদৃশ এবং প্রলয়াগ্নির আয় বিবেচনা  
করিতে লাগিলেন । অনন্তর দেবরাজ স্বীয়  
শরীর হইতে এক শক্তি সৃষ্টি করিলেন ।  
ইন্দের আয়ই তাহার কাস্তি সহস্র লোচন হস্তে  
বজ্র অক্ষুশ এবং শরাসন । তিনি মত্তহস্তী  
আরোহণ করিয়া একবারে সহস্র সহস্র অস্ত্র  
নিষ্ক্ষেপ করিয়া দানবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিতে  
লাগিলেন । হে শত্রু ! এইরূপে সকলে  
দানবগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন,  
কিন্তু তাঁহারা যতই দানবসৈন্য নষ্ট করেন,  
তাঁহারা সাগরের তরঙ্গের আয় উত্তরোত্তর  
ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১—১৩ । দৈত্য-  
পতি কিছুতেই পরাজিত হইবার নহে ; সে  
পূর্বের আয় অস্ত্র-শস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করিতে করিতে  
বৃদ্ধ করিতে লাগিল । তখন দেবগণ সকলে  
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব  
করিতে লাগিলেন । শস্ত্র ব্রহ্মাদি দেবগণের

তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ পরাং শক্ত্যুপাগতাঃ ।  
 অবস্তু দেবদেবেশং কালরুদ্রং পরাপরম্ ॥ ১৭  
 অহা বাক্যং তদা শম্ভুঃ শক্তীনামচ্যুতস্ত চ ।  
 মহৎ ক্রোধং ততোঃপরং ক্রোধাবহিঃ সমুখিতঃ  
 বহির্জালাঃ সুদীপ্তাস্ত তির্ঘ্যগুর্ধ্বমধোগতাঃ ।  
 জ্বালাকলাপমধ্যস্থং সূর্য্যাবুতসমপ্রভাম ।  
 কালরুদ্রস্ত বা শক্তিঃ শিবসাহায্যাতঃ স্থিতাম্ ॥  
 অদন্তী চ জগৎসর্বং কালরাত্রির্ভয়াননা ।  
 দংষ্ট্রালা পিঙ্গলাক্ষী তু প্রলয়ানুদনিস্বনা ॥ ২০  
 বজ্রাক্ষরদেবী দণ্ডাসিপাশমুদ্যতা ।  
 গদাশক্তিবিস্তা তু ত্রিশূলায়ুধধারিণী ॥ ২১  
 তর্জয়ন্তী দিশঃ সর্বা দেবদেবপুরঃস্থিতা ।  
 উবাচ অরিতাং বাণীং কিং করোমি সুরেশ্বর ॥ ২২  
 ততো দেবেন সা উক্তা হৃষ্টেন চাপরাজিতা ।  
 যদি মে বৎসলা দেবি কুরুং ত্বং হি নিপাতয় ॥  
 এবং করোমি দেবেশ যদ্বয়া চ সুভাষিতাম্ ।  
 সৃষ্টঞ্চ শম্ভুনা তস্তান্নমোদধিসমাসেবম্ ॥ ২৪  
 ত্বঞ্চ সাহসশক্তিভিঃ পীত্বা ক্রোধবশং গতা ।

এবং সমস্ত দেবশক্তিগণের বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া, অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন । অনন্তর  
 তাঁহার ললাটদেশ হইতে দারুণ অগ্নিজ্বালা  
 বহির্গত হইয়া পার্শ্ব, উর্দ্ধ, অধঃ ইত্যাদি সকল  
 স্থান ব্যাপ্ত করিল । এই অগ্নি হইতে ভগবান্  
 কালরুদ্রের সাহায্যার্থে এক শক্তির সৃষ্টি  
 হইল । সহস্র সূর্য্যের ত্রায় ইহার প্রভা,  
 মুখমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর, যেন ত্রিজগৎ গ্রাস  
 করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তাঁহার চক্ষু  
 পিঙ্গলবর্ণ, দন্তগুলি সুদীর্ঘ এবং প্রলয়কালীন  
 মেঘের ত্রায় গভীর শব্দ । হস্তে গদা, শক্তি  
 এবং ত্রিশূল ধারণ করিয়া তর্জ্জন-গুর্জ্জন  
 করিতে করিতে ভগবান্ মহেশ্বরের সর্গুখে  
 উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে সুরেশ্বর ।  
 আমাকে কি করিতে হইবে, শীঘ্র বলুন । শম্ভু  
 বলিলেন, যদি আমার প্রতি তোমার ত্রীতি  
 থাকে, তবে তুমি কুরুকে নিপাত কর । দেবী  
 বলিলেন, দেবেশ্বর ! আপনার বাক্য এখনি  
 প্রতিপালন করিতেছি । এই সময় ভগবান্

তদা তু দানবী সেনা কোটিধা বর্জিতা পুনঃ ॥ ২৫  
 তদীর্ঘকৃষ্টকায়াস্তা ভক্ষ্যং প্রার্থয়ন্তি কুৎসনশঃ ।  
 বুভুক্ষিতাঃস্ব দেবেশ ভক্ষ্যমস্মাকং প্রযচ্ছত ॥  
 ততঃ শিবেন তাঃ সর্বা অনিবারিততেজসঃ ।  
 নিবেদিতং ময়া তুভ্যং কুরুং ত্বঞ্চাশু \* ঘণতয় ॥  
 ততঃ কালো রাবং কৃহা দেবী সুদারুণম্ ।  
 দানবীং চতুরঙ্গেন পাতিতাস্ত মহৌজসা ॥ ২৮  
 ততঃ পরস্পরালাপং কৃহা তুর্গ্যরবাকুলম্ ।  
 ঘর্ঘরানারঘোরেন শ্রুদনানাং জবস্থিতাম্ ॥ ২৯  
 বজ্রপট্ট শিলাসজ্জৈঃ স্ত্রুগনৈঃ শ্রলিনোথিনাম্ ।  
 অক্ষনাভিকষোৎপন্নৈঃ কণ্ঠিঃ পূরিতং নভঃ ॥  
 আলোকালোকপর্ঘ্যাস্তং ব্রহ্মাণ্ডং শ্রলিতং পুনঃ ।  
 প্রতিশব্দং মহাঘোরং শ্রবণে কাতরাকটুম্ ॥ ৩১

মহেশ্বর একটি মধু সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া বলিলেন,  
 —দেবী ! তুমি সমস্ত শক্তিগণের সহিত  
 মিলিত হইয়া এই মধু পান কর । এদিকে  
 দানবসৈন্য তখন কোটি কোটি একত্র হইয়া  
 আক্ষানন করিতেছে । অনন্তর শক্তিগণ  
 মধুপানান্তে বুভুক্ষিত হইয়া ভগবান্ মহেশ্বরের  
 নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে  
 দেবেশ্বর ! আমাদেরকে কিছু ভক্ষ্য বস্তু  
 প্রদান করুন । মহাদেব তাঁহাদিগকে বলি-  
 লেন,—আমি তোমাদিগের উদ্দেশে দৈত্য-  
 পতি কুরুকে পশুস্বরূপ নিবেদন করিতেছি ;  
 তোমরা উহার বধ সাধন কর । ১৪—২৭ ।  
 অনন্তর দেবী সমুদয় শক্তিগণের সহিত মিলিত  
 হইয়া ঘোর সিংহনাদে চতুরঙ্গ দৈত্যসৈন্য  
 মধ্যে পতিত হইলেন । এ সময়ে একবারে  
 সকলের সিংহনাদ, তুর্ঘ্যের ভীষণ শব্দ, রথ-  
 সমূহের ঘর্ঘরধ্বনি, বজ্র ও পট্ট শিলাসমূহের  
 পতনশব্দ, রথচক্র, রথনেমি এবং রথাক্ষের  
 কর্ষণ-শব্দ এবং ক্রুশাঘাতের শব্দ একত্র  
 মিলিত হইয়া দিগ্ভয় ও নভোমণ্ডল পূর্ণ  
 করিল । ঐ সকল শব্দ ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড প্রতি-  
 ধ্বনিত করিতে লাগিল । এমন কি, তৎকালে

জনান জনস্থিতানাং নথৈর্নিষ্ঠুরাহতাঃ ।  
 চূর্ণযন্তি পতন্ত্যেব কল্পমানিক্যসঞ্চয়ঃ ॥ ৩২  
 সৌধাবর্ণাজিহ্মপালৈস্ত সনথা ভূধরোপমাঃ ।  
 ভগ্নাঙ্কুশাঃ সমুখন্তি প্রতিগন্ধবিরোষিতাঃ ॥ ৩৩  
 হৃদিনঃ মেঘধারৈব দন্তিনাং শীকরৈর্ঘটনৈঃ ।  
 ন পরং নাপরং শত্রু জানয়ন্তি জয়ৈষিণঃ ॥ ৩৪  
 অলোকস্তং সমুৎসুকা \* বাহরস্তং পরম্পরম্ ।  
 সদানিতোবমেকস্ত সাল্লৌভুতাতয়ং খলম্ ॥ ৩৫  
 কপৌলপুলিতং হাসং রোমার্দ্ধস্তমুর্ককশম্ ।  
 স্নকঠোরপ্রহারৈস্ত নিরপেক্ষস্ত নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩৬  
 উরসি যন্তকলিতং হস্তারসহিতারবম্ ।  
 তচ্ছূলস্ত বনস্তস্ত বমস্তং রতনা বলম্ ॥ ৩৭  
 ভগ্নবৃন্দং করমিশ্ররথৈরুর্দ্ধং প্রবর্তিতম্ ।  
 ভ্রমস্তাবৃতকুটিলং চলদৃষ্টিরকাতরম্ ॥ ৩৮

সকলেরই কণ বধিরপ্রায় হইল। পর্বতসদৃশ  
 স্তম্ভগণ অন্ত গন্ধগজের সহিত যুদ্ধ করিবার  
 জন্য ধাবিত হইতে লাগিল। স্বাক্ষরচ ঢালক  
 তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অঙ্কুশা-  
 ঘাত করিতে লাগিল। অঙ্কুশের আঘাতে  
 তাহাদের মস্তকস্থিত স্বর্ণ-রৌপ্য-মানিক্যাদি  
 নিক্ষিপ্ত আভরণ চ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িতে  
 লাগিল। এমন কি, কাহারও কাহারও অঙ্কুশ  
 পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তথাপি নিবৃত্ত করিতে  
 পারিল না। মদমস্ত দন্তিগণের মদশীকর দ্বারা  
 চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। যোদ্ধগণ কে সপক্ষ,  
 কে বিপক্ষ কিছুই ঠিক করিতে পারে না।  
 যাহারা দূরে আছে; তাহাদিগকে পরস্পর  
 আহ্বান করিতে লাগিল। পরস্পর সংঘর্ষে  
 উভয় সৈন্যই একাকার বলিয়া বোধ হইতে  
 লাগিল। কেহ কেহ কপৌলদেশ বিক্ষারিত  
 করিয়া অটোহাস্ত করিতে লাগিল, কাহারও সর্ব  
 শরীর রোমাঞ্চ হইয়া, কর্কশভাব ধারণ করিল।  
 উভয় দলই নিরপেক্ষ, পরস্পর কঠোর অস্ত্রা-  
 ঘাত করিতে লাগিল। কেহ কাহারও বক্ষে  
 হস্তাঘাত করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে,

\* সমুৎসৃষ্টমিতি পাঠান্তরম্ ।

রক্ষস্তমেকমেকস্ত সর্বাযুধবিশারদম্ ।  
 শিলীমুখৈর্বহৈস্তৈশ্চ যষ্টিচক্রৈঃ সমুৎসুকম্ ॥ ৩৯  
 তমুজাণং সুসজ্জটোরণং করিরবাকুলম্ ।  
 ফোটং বজ্রাযুধানাঞ্চ অদিপ্রতিরবাকুলম্ ।  
 কচিং পতন্তি চ গজা দারিতাঃ সুপ্রহারিতাঃ ।  
 কচিং তুরঙ্গগাভ্রাণি ভগ্নবজ্ররথাঃ কচিং ।  
 দৃগুচক্রগদাশূলশক্তিখট্বাকভেদিতম্ ॥ ৪১  
 গণাধিপেন বলিনা কচিং পরস্তুহদিতম্ ।  
 কচিং প্রয়ান্তি সম্মোহং কর্কশাহতমস্তকম্ ॥ ৪২  
 কচিং পতন্তমুখস্তং দংশিতাধরভাসুরম্ ।  
 কচিন্নমিতমাতঙ্গমৈরাবতদ্বিজাপহম্ ॥ ৪৩  
 কচিন্মহিষশৃঙ্গৈশ্চ নাগকূটং নিপাতিতম্ ।  
 রুষশৃঙ্গৈঃ কচিং প্রোক্তং কচিচ্ছিখাসমাহতম্ ॥ ৪৪  
 কচিৎসজ্জনৈর্থাভিন্নমুর্কগর্গরুড়চঞ্চলা ।

কেহ বা কাহারও বক্ষে শূল বিদ্ধ করিয়া  
 দিতেছে, কাহারও হস্ত-পদাদি ভগ্ন হইয়াছে,  
 কেহ অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ  
 রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছে,  
 কেহ বৃণায়মান হইতেছে এবং কেহ বা চঞ্চল  
 দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। সকলেই অস্ত্রবিদ্যা-  
 বিশারদ, এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তি রক্ষা  
 করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ  
 সবেগে ধাবিত হইয়া, কবচে ঠেকিয়া “বন্-  
 বন্” শব্দে চূর্ণ হইতে লাগিল এবং বজ্রসদৃশ  
 সেই সমস্ত অস্ত্রের “বন্বন্” শব্দ পর্বতবিবর  
 পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। দাক্ষণ  
 অস্ত্রাঘাতে কোথাও হস্তী, কোথাও অশ্ব,  
 কোথাও রথঃ ইত্যাদি ছিন্ন-ভিন্ন হইতে  
 লাগিল। দণ্ড, চক্র, গদা, শূল, শক্তি, খট্বাক  
 প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রাঘাতে অনেকেই বিভিন্ন  
 হইল। কোন স্থানে বলবান কোন সেনাপতি  
 কাহারও মস্তকে দাক্ষণ কুঠারাঘাত করিয়াছে  
 এবং তদীয় আঘাতে সে মূর্ছিত হইয়া পড়ি-  
 তেছে। এইরূপ নানাস্থানে কেহ পড়িতেছে,  
 কেহ উঠিতেছে, কেহ অধর দংশন করিতেছে।  
 কোন স্থানে ঐরাবতের দন্ত দ্বারা কোন হস্তী  
 বিদীর্ণ হইতেছে, কোথাও মহিষশৃঙ্গ দ্বারা,



কচিদ্ বৃষপ্রহারৈশ্চ বিহ্বলমবনীগতম্ । ৪৫  
কচিচ্ছিবাতিৰ্ভক্যন্তঃ জাগালকৃতদেহজম্ ।  
কচিদ্ তুর্গন্ত নৃত্যন্ত মজ্জমানাবিভূষিতম্ । ৪৬  
ইথমুতং বনং তেষাং শক্তিভির্দলিতায়ুধঃ ।  
সংবর্ত্তাস্থজপজ্ঞাত্যাং কুহা বীণাং সুবর্চসাম্ ॥ ৪৭ ॥  
পিলাকাকারমার্গঞ্চ ক্রলতাং সুললাটগাম্ ।  
কুস্তকপূর্বযষ্টিভির্ভুতুগীহলমুদগারৈঃ । ৪৮  
বৎসদন্তৈঃ কুঠারৈশ্চ ঋষশব্দং সতোমরৈঃ ।  
শলকৈঃ শিলৌমুখৈঃ শূলৈঃ পট্টিশৈর্মুঘনৈর্হলৈঃ ।  
বহুনাটৈঃ করাতৈশ্চ বিকরাতৈঃ সখেটকৈঃ ।  
বারগৈববিধাকারৈঃ পাশাঙ্কুশমৃগাননৈঃ ৫০  
নারাটৈঃ কঙ্কদণ্ডৈশ্চ \* কাশ্মুকৈর্বৃকপকটৈঃ ।  
শিলালোট্টৈঃ কপালৈশ্চ বজ্রশক্তিগদাঙ্গনৈঃ ॥ ৫১ ॥  
খট্টাঙ্গপরশুপট্টৈশ্চ ক্রকটৈশ্চক্রসর্কটৈঃ ।  
শস্ত্রসজ্জাতসজ্জাতং শিখিধ্বজসমাকুলম্ । ৫২

আতপজ্ঞানি দীপ্যন্তি সাযুধশৃঙ্গনানি চ ।  
কয়ানলেব দৃশ্যেত প্রকৌণ্ড যুগকয়ে । ৫৩  
ঘোরং প্রবর্ত্তিতং যুদ্ধং সুরাণাং ভয়কারকম্ ।  
চণ্ডাসিধারণলিতাশ্চওঘাতাঃ করোজ্জ্বলিতাঃ ॥ ৫৪ ॥  
করবালাঃ পতন্ত্যাধঃ কয়ে চ রবিরশ্ময়ঃ ।  
চক্র চাপেব চাপানি সদামণ্ডলিতানি তু ॥ ৫৫ ॥  
গজবাক্যরমুখরাং বাণাবলিপরিমলম্ ।  
কুস্তমৌবিতদেহান্ত সাবষ্টস্তোভয়ৈভুজৈঃ ॥ ৫৬ ॥  
দণ্ডহাপি ন লক্ষ্যন্তি ন যুধ্যন্তি গতাসবঃ ।  
ক্ষুরাঙ্কচন্দ্রচন্দ্রাসিবিনিবর্ত্তিতকর্কশাঃ ॥ ৫৭ ॥  
পতিতান্চোথ ধাবন্তি সলক্ষ্যাঃ সুপ্রহারিণঃ ।  
ছিন্নবাহকরকণ্ঠশিরোকবিবিস্তম্ভিতাঃ ॥ ৫৮ ॥  
উজ্জ্বলন্তি সজ্জিঘাংসানি কুটিলেকণবর্জিতাঃ ।  
দ্বিঘটাপি সমুখন্তি বহবঃ সূর্য্যমুজ্জলম্ ॥ ৫৯ ॥  
অচোজ্জ্বলিতাসি দৃশ্যন্তি ভ্রাম্যমাণাং ব্যবহিতাঃ

কোথাও বা বৃষশৃঙ্গ দ্বারা এবং কোথাও বা  
ও গরুড়ের নখর দ্বারা বিদৌর্ণ হইয়া  
হস্তিসমূহ বিনষ্ট হইতে লাগিল । রুষের প্রহারে  
কেহ ভূমিতলে পড়িয়া “ছট্‌কট্‌” করিতেছে,  
কেহ বা বাণাঘাতে ভূমিতলে পড়িয়াছে, আর  
শৃগালগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে ।  
কেহ প্রলাপ করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে,  
কেহ বা কাহারও সহিত মজ্জণা করিতেছে ।  
দেবশক্তিগণ এইরূপে অনুর-সেস্ত সকলকে  
বিদলিত করিতে লাগিলেন । তঁহারা আপনা-  
দিগের উজ্জল ধনুকে শানিত শ। যোজনা  
করিয়া ক্রভাঙ্গ করিয়া সেই সমুদায় বাণ নিক্ষেপ  
করিতে লাগিলেন । কুস্ত, বপূর্ব, যষ্টি, ভুতুগী,  
হল, মুদগর, বৎসদণ্ড, কুঠার, ঠোমর, শলক  
শিলৌমুখ, শূল, পট্টিশ, মুঘল, খেটক, অঙ্কুশ,  
পাশ, মৃগানন, নারাট, কঙ্কদণ্ড ইত্যাদি  
বিবিধাকার অস্ত্র এবং শিলা, লোট্ট, কপাল,  
বৃক, ও পর্বতাদি নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ  
করিতে লাগিলেন । খট্টাঙ্গ, পট্টিশ, ক্রকট,  
চক্র ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্রে দিগ্‌গুল আচ্ছা-

দিত হইল । নানাবর্ণের পাতাকা, ছত্র এবং  
শৃঙ্গনাদি দ্বারা রণস্থল শোভিত হইল ।  
তৎকালে বোধ হইল, যেন যুগকয়ে প্রলয়কাল  
উপস্থিত হইয়াছে । ২৮—৫৩ । সেই ঘোর যুদ্ধ  
দেখিয়া দেবগণেরও মনে ভয়সঞ্চার হইতে  
লাগিল । কেহ প্রচণ্ড অসিঘাতে প্রাণ-  
ত্যাগ করিতেছে, অস্ত্রের আঘাতে কাহারও  
বা হস্ত হইতে ধরশাণ অসি ভূমিতলে পড়ি-  
তেছে, কোথাও বা মণ্ডলাকার ধনু সকল  
ইন্দ্রধনুর স্থায় শোভিত হইতেছে, কোথাও বা  
বাণসমূহ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে পড়িতেছে । কুস্তদ্বারা  
কোন ব্যক্তির শরীর বিদ্ধ হইতেছে, সে ভূজা-  
ফালন করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে,  
অথচ পূর্ববৎ দণ্ডায়মান আছে । কোন স্থানে  
ক্ষুর, অঙ্কচন্দ্র, চন্দ্রহাস ইত্যাদি অস্ত্রের ধরতর  
আঘাতে কেহ কেহ মূর্ছিত হইয়াছিল,  
কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আপনার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া  
বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল । কাহা-  
রও বাহ, কাহারও কণ্ঠ, কাহারও মস্তক  
এবং কাহারও বা বক্ষঃস্থল, ছিন্ন হইতে  
লাগিল, তথাপি জিঘাংসা পরিত্যাগ করিল  
না । কোন কোন ববদ্বন্দ্বীর সন্মুখে উর্ধ্বে

আধুয় বাকগন্তহা ঘনহেব ভড়িততা ॥ ৬০  
 সমুখী-কৃতসারককোটিনালোকমুদ্যতাঃ ।  
 জ্যাতলানাং রবাস্তগা গতা ভিদ্যন্ত রোদসী ॥  
 তদ্বৎ শরাণি লক্ষাণি বিনিশীর্ঘ্যধিধাং তমুঃ ।  
 পতিতাঃ সংবিলক্ষন্তি ছিন্নপক্ষেব পর্বতাঃ ॥  
 প্রবস্তাস্থক্ প্রবাহিনী গন্ধং জম্বুনদী যথা ।  
 আতপসিতান্তোজকুমুদোৎপলবাহিনী ॥ ৬৩  
 বায়নক্রথাস্চিক্রকরিমকরসঙ্কলাম্ ।  
 বসুনন্দমুৎকায়-করকুর্শ্বহসকরাম্ ॥ ৬৪  
 ভূপৃষ্ঠং প্রাবিতং সর্বং তেহাং কাশ্যসমুদ্ভবৈঃ ।  
 অহ্নেকাকাররূপৈশ্চ দিকৃপালানাস্ত মুর্তয়ঃ ॥ ৬৫  
 তস্মিন্ জাতা মহাঘোরাঃ সঙ্গরার্থং \*

শিবেচ্ছয়া ।

সুগ্রীবঃ কুন্তকর্ণক নন্দিকৈব মহাবলম্ ॥ ৬৬  
 প্রাগ্নিগন্তানি ভাষন্তে দিকৃপালানারতাগতাঃ ।  
 তথা দৃষ্ট্বা তু তে শত্রু পূর্বং দেবৈঃ প্রপূজিতাঃ

উঠিয়া আবার ভূমিতলে পড়িতে লাগল ।  
 ভ্রাম্যমাণ খরশাণ আসিসমূহ বিহ্যতের স্থায়  
 চারিদিকে অকমক্ করিতে লাগল । এক-  
 বারে সহস্র সহস্র শরাসনের টঙ্কার ধ্বনি এবং  
 তল-শব্দ মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী ও নভো-  
 মণ্ডল ব্যাপ্ত করিল । শরসমূহ বায়ুবেগে ধাবিত  
 হইয়া লক্ষ্যস্থলে পড়িতে লাগিল এবং তৎ-  
 ক্রণাৎ লক্ষ্য ভেদ করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্বতের  
 স্থায় ভূমিসাৎ হইতে লাগিল । চারিদিকে গঙ্গা-  
 তরঙ্গের স্থায় রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল এবং  
 স্থানে স্থানে শুভ্র আতপত্র সকল শ্বেতপদ্ম ও  
 কুমুদের স্থায় ভাসিতে লাগিল । ভয় রথ  
 সকল সেই রক্তনদীর নক্রস্বরূপ এবং হস্তগণ  
 মকরস্বরূপ হইল । শবদেহ সকল সেই রক্ত-  
 শ্রোতে কচ্ছপের স্থায় ভাসিতে লাগিল ।  
 অধিক কি, তাহাদের শরীর-সমুদ্ভূত রক্ত-  
 প্রবাহে পৃথিবী প্রাবিত হইল । অনন্তর মহে-  
 শ্বর স্বীয় সাহায্যার্থে বহীবধ রূপধারী, কতক-  
 গুলি দিকৃপালমূর্তি সৃষ্টি করিলেন । তন্মধ্যে

\* সংস্কারমিতি পাঠঃ কচিং ।

পিঙ্গলাক্ষঃ মহাঘোরঃ নন্দিকঞ্চ গজাননম্ ।  
 ক্রকুটীমুখঞ্চ চহারো দক্ষিণেন সমাগতাঃ ।  
 পূজিতা ধর্ম্মরাজেন সর্বাতকানিবারণাঃ ॥ ৬৮  
 করালং তালজজ্ঞঞ্চ কৈলাসঞ্চ মহাবলম্ ।  
 গোকর্ণসহিতাঃ পালাঃ শোণিতাসবলোলুপাঃ ॥  
 পশ্চিমাং দিশমুদ্যোত্য আগতাঃ কোটিভির্বৃতাঃ  
 তে দৃষ্ট্বা মেঘযানেন পূজিতাঃ সংস্কৃতাঃ সদা ॥  
 দিক্তরং লোহজজ্ঞঞ্চ উদ্ধকেশং মহামুখম্ ।  
 উত্তরেণাগতাঃ কুরা মাংস-শোণিতভোজনাঃ ।  
 সোমেন পূজিতাঃ শত্রু আত্মরক্ষার্থিনা সদা ॥  
 ত্রিলোচনাশ্চতুর্ভুজা অগ্নিজলিততেজসঃ ।  
 খট্টাঙ্গশূলহস্তাশ্চ কপালকূতশেখরাঃ ॥ ৭২  
 অমর্দকাগ্নিমালাখ্যা একপাদাদয়স্তথা ।  
 এবমুতা গণাশ্চান্তে দেবীনাং পরিচারিকাঃ ॥

সুগ্রীব, কুন্তকর্ণ, নন্দী এবং মহাবল ইহারা  
 যুদ্ধার্থে পূর্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 উর্হাদিগকে দেখিয়া দেবগণ যথোচিত পূজাদি  
 করিলেন । পিঙ্গলাক্ষ, নন্দিকা, গজানন এবং  
 ক্রকুটীমুখ এই চারিজন দাক্ষিণ্যদিকে উপস্থিত  
 হইলেন । ধর্ম্মরাজ, আপনার সাহায্য হইবে  
 বলিয়া তাহাদের যথোচিত সম্মান করিলেন ।  
 করাল, তালজজ্ঞ, কৈলাস এবং গোকর্ণ  
 প্রভৃতি রক্তমাংস-লোলুপ দিকৃপালগণ কোটি  
 কোটি অন্তরের সাহিত পশ্চিমদিকে আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন । ইহাদিগকে দেখিয়া মেঘ-  
 বাহন যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন । দিক্তর,  
 লোহজজ্ঞ, উদ্ধকেশ, মহামুখ প্রভৃতি কতক-  
 গুলি মাংসশোণিতভোজী দিকৃপাল উত্তরাদিকে  
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন । চন্দ্র আপনার  
 সাহায্যার্থে ইহাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন ।  
 এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিবিধাকার ভূত  
 আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । তাহা-  
 দের মধ্যে কেহ ত্রিলোচন, কেহ চতুর্ভুজ ।  
 সকলেই অগ্নির স্থায় তেজঃসম্পন্ন, সকলের  
 হস্তেই খট্টাঙ্গ এবং শূল ও সকলের মস্তকেই  
 অস্থিমাল্য । তাহাদের নাম—অমর্দক, অগ্নি-

চতুর্বিংশতিযোগিস্তচতুর্দিক উপস্থিতাঃ ।  
 এককোটিবিভাগৈশ্চ কিল্লরীভিঃ সমাবৃতাঃ ।  
 কিল্লরৈশ্চ মহাঘোরৈ রৌদ্ররূপৈঃ স্বতেজসৈঃ ।  
 এবংবিধৈস্তদা শক্তি \* রুদ্রচিত্তোত্তবেগ্রহৈঃ ।  
 আশ্রমস্তদ্বপর্যাস্তং ব্যাপ্তং তৈঃ সচরাচরম্ ।  
 যথা স্বচ্ছন্দরূপেণ ভৈরবেণ মহাত্মনা ॥ ৭৬  
 দেবানামুপকারার অসুরাণাং বধায় চ ।  
 তথা সংক্ষেপতঃ শত্রু ময়া চ তব কীর্তিতম্ ॥ ৭৭  
 বিস্তরং ব্রহ্মণশ্চোদং গুহেন কথিতং পুবা ।  
 শিবেন শত্রু দেবায়্যঃ স্কন্দেন অবতারিতম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীপু্যানে রুদ্রবধে গ্রহোৎপত্তির্নাম  
 পঞ্চাশীতিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

মাল, একপাদ ইত্যাদি। অনন্তর দেবীর  
 পরিচারিকা চতুর্বিংশতি যোগিনীগণ তথায়  
 উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে কোটি  
 কোটি সহচরী এবং মহাঘোর রুদ্ররূপী কিল্লর।  
 হে শত্রু! এইরূপ রুদ্রচিত্ত হইতে উদ্ভূত  
 গ্রহগণ দ্বারা ব্রহ্মাও ব্যাপ্ত হইল। হে  
 শত্রু! মহাত্মা ভৈরব দেবগণের উপকার  
 সাধনার্থ এবং অসুরগণের বিনাশসাধনার্থ  
 যেরূপ উপায় করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে  
 বর্ণনা করিলাম। পূর্বে ভগবান স্কন্দ ব্রহ্মার  
 নিকটে ইহা বিস্তাররূপে বলিয়াছিলেন।  
 মহেশ্বর দেবীর নিকট এবং দেবী কার্তিকের  
 নিকট বলিয়াছিলেন ॥ ৫৪—৭৮ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ততো নির্জিতা তৈঃ সর্বৈঃ

শিবাজ্ঞাচারবর্ত্তিভিঃ ।

স বাজিবারণরথ্যঃ কবচিনঃ সোত্তরচ্ছদাঃ । ১  
 ততঃ সা দানবী সেনা ভঙ্কিতা তৈর্মহাবলৈঃ ।  
 শক্তিভিঃ অমোঘাভিঃ শিবতেজোভিরুহিতৈঃ  
 ততোহসৌ দানবৈশ্চ প্রবিষ্টো বসুধাতলম্ ।  
 কাঞ্চনৌ চ পুরী যত্র চিত্রা চিত্রবতীতি চ ॥ ৩  
 তত্র হাটকরুদ্রস্ত বিদ্যোবিদ্যোশ্চরৈরুতঃ ।  
 তত্রাপি সা মহাত্মা বৃতা পাতালমাতরৈঃ ॥ ৪  
 মণ্ডলীকৃতসারঙ্গকণান্তায়তপত্রিণা ।  
 জ্যাঘোষঘোরমুখয়া তর্জয়ন্তী পুংস্বিতা ॥ ৫  
 দৃষ্ট্বা তালপ্রবিষ্টোহসৌ যত্র শঙ্করচর্চিতম্ ।  
 অথকরুদ্রসংযুক্তা বৃতা সা যোগমাতরৈঃ ॥ ৬  
 দৃষ্ট্বা ঘোরেন সোভয়ে গতঃ শীঘ্রং গভস্তিমান্  
 পুবা স্বর্গাবতী নাম তাত্ৰাভা ভাতি সর্বতঃ ॥ ৭

ষড়শীতিতম অধ্যায়ঃ ।

ভগবান্ ধর্মিলেন,—অনন্তর মহাদেবের  
 আজ্ঞানুবর্তী লেই সমস্ত প্রথমগণ হয়, হস্তী,  
 রথ প্রভৃতির সহিত সমুদয় দানব-সৈন্য গ্রাস  
 করিয়া ফেলিল। আর শক্তিগণ সকলেই  
 রুদ্রতেজঃ-সম্পন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত দানব-  
 সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার  
 দেখিয়া দৈত্যপতি—যে স্থানে কাঞ্চনময়পুরে  
 হাটকেশ্বর মহাদেব সিদ্ধগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া  
 বর্তমান আছেন, পৃথিবীতলস্থিত সেই পুর  
 মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়াও দেখিল  
 যে, দেবী মাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত  
 হইয়া, আকর্ণকৃষ্ণ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া  
 তর্জন-গর্জন করিতেছেন এবং সম্মুখে  
 আঁসিয়া বারবার জ্যাশব্দে কণ বধির করিতে-  
 ছেন। ইহা দেখিয়া, দৈত্যপতি তথা হইতে  
 প্রস্থান করিয়া তলপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।  
 ঐ স্থানে অথবা রুদ্রগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত  
 হইয়া ভগবান্ শঙ্কর পুজিত হন। দেবী মাতৃ-

তথাপি পশ্চতে দেবী বৃতা কিম্পুরুষাদিভিঃ ।  
 কপালমাতরৈর্বৃতাঃ খট্টাককনুভাসুরাম্ ॥ ৮  
 তাং দৃষ্ট্বা বেপমানস্ত গতঃ স্রীতালসংক্রম ।  
 যত্র বিহ্যায়ী নাম পুরী চৈতাময়ী স্মৃতা ॥ ৯  
 পিঙ্গকদ্রৈবৃতা দেবী তথা উৎপলমাতরৈঃ ।  
 তর্জয়ন্তী মহাক্রুয়া তাং দৃষ্ট্বা তু অধোগতঃ ।  
 যত্র সা ফাটিকা ভূমিঃ স্মৃতলং নাম ভূতলম্ ।  
 পুরী কান্তিমতী ভীতঃ প্রনষ্টস্ত সুরাধিপ ॥ ১১  
 তথাপি শক্ দেবেশী গণকদ্রৈঃ সমারুতা ।  
 ভগিন্দ্ৰা মাতৃসহিতা খড়্গপাশাকুশোদ্যতা ॥ ১২  
 বীৰ্য্যশোভোজ্জ্বলিতো ঘেষী

গর্তস্থাতাসসংজ্ঞিতম্ ।

পুরী তস্ম্যবতী যত্র তত্রোচ্ছ্রমসমধিতা ॥ ১৩  
 উচ্ছ্রমমাতরৈর্বৃতা তত্র সা পুরতঃ স্থিতা ।

গণের সহিত তথায়ও প্রবেশ করিলেন  
 দেখিয়া দৈত্যরাজ তথা হইতে পলায়ন করিয়া,  
 সূর্য্যবতী নামক ভাষবর্ণ পুরমধ্যে গমন  
 করিল । সেখানেও দেখিল দেবী কিম্পুরুষগণ  
 এবং মাতৃগণসহ মিলিত হইয়া, খট্টাকাদি  
 বিবিধ অস্ত্র সহকারে প্রবেশ করিয়াছেন ।  
 তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যপতি ভয়ে কম্পিত হইয়া  
 তৎক্ষণাৎ স্রীতাল নামক স্থানে গমন করিল ।  
 তথায় বিহ্যায়ী নামক যে পুরী আছে,  
 তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । অব্যবহিত পরক্ষণেই  
 দেখিতে পাইল যে, দেবী রুদ্রগণ এবং  
 মাতৃগণের সহিত তথায় আসিয়া তাহাকে  
 তর্জন করিতেছেন । তাঁহাকে দেখিবামাত্র  
 দৈত্যপতি স্মৃতল নামক পুরে ( যে স্থানে  
 ফটিকময়ী ভূমি) প্রবেশ করিল । হে সুরাধিপ !  
 তথায় যে কান্তিমতী নামী পুরী আছে, তথায়  
 প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, দেবী রুদ্র ও  
 মাতৃগণ সমান্তব্যাহারে খড়্গ-পাশ-অকুশাদি  
 উদ্যত করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । ১—১২ ।  
 তাঁহাদিগকে দেখিয়া, দৈত্যরাজ স্বীয় শৌর্য্য-  
 বীৰ্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আভাস নামক  
 স্থানে তস্ম্যবতী নামক পুরে পলায়ন করিল ।  
 সেখানেও মাতৃগণের সহিত দেবী সম্মুখে

কুরালাপা মহাক্রুয়া তর্জয়িত্বাবৌদিদম্ ॥ ১৪-  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহামূঢ় স্ময়ি ক্রুদ্ধঃ পিনাকধ্বক্ ।  
 কুত্র বা গচ্ছসে পাপ যত্র নাহং কুতোহত্র তৎ  
 কারণাননমধ্যস্থং মমেদং বজ্রং জগৎ ॥ ১৬  
 এতচ্ছ্রুয়া বচোহত্যাগং পুনর্যোদ্ধুঃ সমুদ্যতঃ ।  
 জীবিতং ভয়মুৎসৃজ্য শরাসনকরং শরৈঃ ॥ ১৭  
 জ্যাঘাতঘনঘোষণে বর্ষয়ন্নশনিরিব ।  
 প্রচক্রিরে মহামায়াং মায়াং কুহা সহস্রশঃ ॥  
 চতুরঙ্গং রাচহা তু রথতুরঙ্গগজাকুলম্ ।  
 বাভরকোটরা হস্ত \* কল্পপুঙ্খৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥  
 চণ্ডঘাতশরৈর্ভিদ্ধ্যাং পাতয়ন্ মাতৃমাতরাঃ ।  
 ঘণ্টাডমকশব্দেন বাহিনী বধিরীকৃতা ॥ ২০  
 পাটবং যবমুখ্যেন বিহ্বলকোটিনিভেক্ষণে ।  
 নিহত্য তস্ত মায়াস্ত শত্রুচ্ছেদং প্রচক্রিরে ॥ ২১

উপস্থিত হইলেন । দৈত্যপতিকে সম্মুখে  
 পাইয়া দেবী তর্জনগর্জন করিতে করিতে  
 বলিলেন,—রে মূঢ় ! কোথায় পলায়ন করি-  
 তোছিস ? স্ময়ং পিনাক-পাণি যাহার প্রতি  
 ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার আবার পলাইবার  
 স্থান কোথায় ? এমন কোন্ স্থান আছে,  
 যেখানে আমি বর্তমান নাই ? এই ব্রহ্মাণ্ডের  
 মূল কারণ আমি, আমার মুখবিবরে এই  
 জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে । দেবীর বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া, দৈত্যরাজ প্রাণভয় পরিত্যাগ  
 করিয়া শরাসন ধারণ করিয়া, পুনর্বার যুদ্ধ  
 করিতে প্রবৃত্ত হইল । বজ্রনর্ঘোষের শ্রাব্য  
 মূলশব্দঃ জ্যাশব্দ করিয়া বাণবর্ষণ করিতে  
 লাগিল । দৈত্যপতি এমন একটা মায়া প্রকাশ  
 করিল, যাহার বলে তৎক্ষণাৎ রথ, অশ্ব, হস্তী,  
 প্রভৃতি সুসজ্জিত চতুরঙ্গ সৈন্য নির্মিত  
 হইলেও উহারা সকলে প্রচণ্ড জ্যাঘোষ-শব্দে  
 দিগ্ভ্রংশ পূর্ণ করিয়া মাতৃগণের প্রতি বাণবর্ষণ  
 করিতে লাগিল । তাহাদের ঘণ্টা ও ডমক-  
 শব্দে সমুদয় সৈন্য বধিরপ্রায় হইল, ইহা দেখিয়া  
 দেবী মহামায়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ।



বাণৈরপ্রতিবীর্ষৈশ্চ চন্দ্রঘ্রহা শরাসনম্ ।  
 কুহা সর্কাস্তুরভিতঃ দানবেশ্চঃ সুগর্ভিতম্ ॥ ২২ ॥  
 হতবীর্ঘাঃ হতশৌর্ঘাঃ তিংসঘ্রহা মহেশ্বরী ।  
 আকুসান্তী সরস্তৌঘঃ মেদমজ্জাশ্চিমানবম্ ॥ ২৩ ॥  
 তন্ত চর্য চ মুণ্ডক গৃহীত্বা তু বিনির্গতা ।  
 সমবায়ঃ তন্তঃ কুহা পতাস্কিরসমাতরঃ ॥ ২৪ ॥  
 তাসামিচ্ছাস্ত বিক্রায় ভীতাঃ সর্কৈ দিগৌকসুঃ  
 উচুঃ কিং কুর্শ্য তে কুদ ঘোররূপা মরীচয়ঃ ॥ ২৫ ॥  
 ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শিবেনোক্তাঃ পুন্দর ।  
 মন্দেব মন্দমানায়াঃ সন্তামিনি পুরোগমাঃ ॥ ২৬ ॥  
 দত্তঃ ভবধ্বং সন্ধিপ্রং বভূবুঃ সুরপুঙ্গবাঃ ॥ ২৭ ॥  
 ব্রহ্মোদাচ ।

ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্তগায়। স্তনং মে দদ অদ্বিকে  
 এবং শিবো বয়ং শত্রু প্রাণঘিহা পুরাংস্থিতা ॥২৮

তাঁহার চক্ষুঃপতা কে'টি বিচ্যতেদ্র জায় প্রকাশ  
 পাঠিতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মায়া  
 ছেদন করিয়া দিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরে  
 তাঁহার যাবতীয় অস্থি এবং শরাসন ছেদন  
 করিলেন । মহেশ্বরী দৈত্যপতিকৈ নিরস্ত  
 করিয়া হতবীর্ঘা ও হতশৌর্ঘা করিলেন ।  
 অনন্তর বাণাঘাতে তাঁহার শরীরের যাবতীয়  
 রক্ত এবং মেদ মজ্জা এবং অস্থিপর্ধ্যাস্ত নিপা-  
 তিত করিয়া অবশেষে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া  
 তথা হইতে নির্গত হইলেন । অনন্তর মাতৃগণ  
 সকলে একত্রিত হইয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন ।  
 তাঁহাদের ঈদৃশ ব্যাপার দেখিয়া দেবগণ  
 সকলে ভীত হইয়া, মহাদেবকে বলিলেন,—হে  
 কুদ ! শক্তিগণ ঈদৃশ ঘোররূপ ধারণ করিয়া-  
 ছেন, এক্ষণে কি উপায় করা যায় ? ১৩—২৫ ।  
 মহেশ্বর বলিলেন,—তোমরা আপন আপন  
 শক্তি লইয়া শীঘ্র প্রস্থান কর, তাহা হইলেই  
 সমুদয় শান্ত হইবে । অনন্তর তাঁহারা তাঁহাই  
 করিতে প্রস্থত হইলেন । প্রথমতঃ ব্রহ্মা  
 দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—  
 দেবি ! অদ্বিকে ! এক্ষণে আমার শক্তি  
 আমাকে প্রদান করুন । অনন্তর আমি,  
 মহেশ্বর এবং ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই দেবীর

শস্ত্রনাশি তথা গৃহ সপ্তস্বরবিভূষিতম্ ।  
 বীণাবাদ্যঃ সমারকঃ সারাবিতসকৌশিকম্ ২৯  
 গ্রামমূর্চ্ছনতালাদৈঃ কুৎস্নঃ জগদপুরয়ন্ ।  
 নৃত্যাস্তে পরমো দেবো অস্মাকং সহ বাসব ।  
 ময়া গীতং সমারকং স্তবং ব্রহ্মাদিভিস্তথা ।

বিকশিতকর্ণিকারকমলোৎপললৌলজঃ  
 মুকুটনিম্বষ্টোক্ষঃ শশিপন্নগবিচত্রতরুম্ ।  
 ত্রিদশাবলাসিনীবদনপঙ্কজগীতরবং ধ্রুবমিহ  
 তনু নম্যামি চণ্ডেশশিবঃ শিরসা ধ্রুবকম্ ॥  
 প্রণতজনহিতমসুবলহরং ত্রিদশাধিপতে  
 চণ্ডেশ্বর নমোহস্ত সদা ।

গিরিভূতপতে বরব্রহ্মগতে  
 নমস্বয়ং পশুপতে ॥ ৩৩

দেবাধিদেব বরব্রহ্মঃ পুরুষাসুখসুদম্ ।  
 ভূতাধিভূতশুভজননং বন্দে হরিরবিশাশিনয়নম্ \*

সম্মুখে ঐরূপে প্রার্থনা করিলাম । মহেশ্বর  
 সপ্তস্বর-সংযুক্ত বীণা হস্তে লইয়া গ্রাম,  
 মূর্চ্ছনা এবং তালাদি সহকারে বাদ্য করিয়া  
 জগৎকে প্রতিধ্বনিত করিয়া নৃত্য করিতে  
 আরম্ভ করিলেন । আমরাও তাঁহার সহিত  
 যোগ দিলাম । আমি গান করিতে লাগিলাম ;  
 আর ব্রহ্মা স্তব করিতে লাগিলেন । বিকশিত  
 কর্ণিকার, কমল, উৎপলাদি দ্বারা সুশোভিতা  
 গঙ্গা ঐহার জটামুকটে বিরাজ করেন, চন্দ্র  
 এবং পন্নগ দ্বারা ঐহার শরীর সুশোভিত,  
 দেবাগণ সর্বদা ঐহার শুণগান করেন, সেই  
 চণ্ডেশ্বর শিবের চরণে শরীর ও মস্তক প্রণত  
 করিয়া প্রণাম করিতেছি । যিনি প্রণত  
 জনসমূহের হিতসাধন করেন, যিনি অশুর-  
 গণের বল হরণ করেন, নগেন্দ্রবন্দিনী ঐহার  
 পত্নী, বৃষ ঐহার বাহন ; সেই ত্রিদশাধিপতি  
 চণ্ডেশ্বরকে প্রণাম করি । যিনি দেবাদিদেব,  
 বরপ্রদ এবং সকলের সুখপ্রদান করেন,  
 যিনি ভূতাধিপতি এবং কার্তিকেয়ের জনক,

জননামিতি পাঠান্তরম্ ।

বেদৈর্মন্ত্ৰৈশ্চ পরিপঠিতং বিবিধস্তোত্রৈঃ  
 স্ততঃপরমং বীণাবেণমৃদঙ্গৈঃ শঙ্খৈর্বহুবিধ-  
 বাদ্যৈঃ কৃতিনাদৈর্দিব্যাগৈর্ঘৈর্গীতবরম্ ।  
 পদশততালপ্রমাণযুক্তং ললিতৈঃ করণৈর্নৃত্য-  
 রতং জয় জয় দেবং চণ্ডেশ্বরম্ ॥ ৩৫

ইতি 'শ্রীদেবীপুরাণে' কুরুবধে চণ্ডেশ্বরবর্জনাং  
 নাম ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ভগবানুচ্চ ।

এতন্নিম্নস্তরে শত্রু চন্দ্রকোটিসমপ্রভাঃ ।  
 সদাশিবসমুদ্ভুতাঃ শাস্তরূপা মনোহরাঃ ॥ ১  
 রৌদ্রসীং চতুরোদ্যস্তা বীণাহস্তাঃ সমাগতাঃ ।  
 শঙ্কুরা সহিতাঃ শত্রু নানাভাবসমধিতাঃ ॥  
 সরোজাদ্যৈর্বিচিত্রৈশ্চ বর্তনৌতিঃ সুবর্তিতৈঃ ।  
 ক্রলতোংক্ষেপবিভ্রান্তৈশ্চলতালৈ রসাবধিতৈঃ ॥ ৩

যিনি চন্দ্র, হুয়া এবং বিষ্ণু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন,  
 তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি বেদমন্ত্র দ্বারা  
 পরিপঠিত হন, বিবিধ স্তোত্র দ্বারা ষাঁহার স্তব  
 করা যায়; বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ছন্দুভি  
 প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া দেবগণ  
 ষাঁহার গুণ গান করেন, শত তালরক্ষের ত্রায়  
 ষাঁহার পাদ-পরিমাণ এবং যিনি মনোহর হাব-  
 ভাব-সহকারে নৃত্য করেন, সেই চণ্ডেশ্বরের  
 পদে প্রণাম করি। ২৬—৩৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে শত্রু ! এই সময়ে  
 কোটিচন্দ্র-সদৃশ প্রভাবতী, সদাশিব-সমুদ্ভুতা  
 শক্তিদেবী বীণাহস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন ।  
 তাঁহার রূপ স্মৃতি মনোহর এবং শাস্ত । তিনি  
 শঙ্কুর সহিত নানাভাব-সহকারে নৃত্য করিতে  
 আরম্ভ করিলেন । কখন বিচিত্র পদবন্ধ

নানাঙ্গহারললিতৈশ্চতুরঙ্গৈঃ সরস্কটৈঃ ।  
 উৎপলাদ্যৈর্জ্যৈর্মন্ত্ৰৈর্দৈনিককৃতরসাবধিতৈঃ ॥ ৩  
 অধোদ্ধবলিতাপাতবেপাহলনমাগতৈঃ ।  
 বাহুভির্ঘাতপ্রক্ষিপ্তা প্রয়াস্ত শিবিকাাদিশাম্ ॥ ৫  
 দৃষ্ট্বা সনাথমাকারাঃ বরাহস্তোজাবিনির্মিতাঃ ।  
 পুরয়ন্ত্যম্বুং শত্রু চাকচারীলতালতাঃ ॥ ৬  
 উৎক্ষেপদণ্ডপাদাভৈর্জ্যানোঃ সান্দ্রৈর্নভস্তলে ।  
 নিকরং স্তম্ভনং সাধুং বিপরীতগতিস্থিতম্ ॥ ৭  
 চরণস্থানসুচিভির্নাগাঃ পদতলে স্থিতাঃ ।  
 গুরু পীড়ন্তি কণিনো বমন্তি গরলমম্বক ॥ ৮  
 সমানং ভোগভাবস্ত বিষজালবাহুচূর্ণিতাম্ ।  
 নাগরাজকুলান্ত্রষ্টৌ স্বস্থানং বিনিহায় তু ।  
 বিদ্যুতানি সূতপানি ভীতানি ভবলানি তু ॥ ৯  
 ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তি মূচ্ছাকুলিতমানসাঃ ।  
 শেষো গুরুভরাক্রান্তো যাতি মোহং মূর্ছমুহুঃ ॥ ১০  
 তথা মেঘানি ঝঙ্কাণ গ্রহানি বিবিধানি চ ।  
 স্থানচ্যুতানি সর্গানি তান্ দৃষ্ট্বা হর্ষিতানি চ ॥ ১১  
 নভঃস্থতানি মুক্খান্ত অগ্ন্যালানি সহস্রশঃ ।  
 নৃত্যারতৈঃ স্থিতাঃ সর্বৈঃ পরমানন্দমাগতাঃ ॥ ১২  
 এবং নানাপ্রকারৈশ্চ ভাবাভাবাবলাসজৈঃ ।  
 গণৈ রুদ্রৈঃ সমুৎপেতা যোগিনীভিঃ সমধিতাঃ ॥

করিয়া, কখন ইতস্ততঃ ক্রলতা বিক্ষেপ করিয়া,  
 কখন বা নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া, কখন  
 বা উর্দ্ধে এবং কখন অধোদেশে পাদবিক্ষেপ  
 করিয়া, কখন বা ইতস্ততঃ হস্তবিক্ষেপ করিয়া  
 নৃত্য করিতে লাগিলেন । এইরূপ নৃত্য করাতে  
 নভস্তলে সূর্যের রথগতি রুদ্ধ হইল, পদ-  
 ভারাক্রান্তা মেদিনীর ভার সহ্য করিতে না  
 পারিয়া ফণীগণ আপনাদের ফণীসকল সঙ্কু-  
 চিত করিয়া গরল ও রক্ত বমন করিতে  
 লাগিল, অষ্টনাগরাজ স্বস্থান পরিত্যাগপূর্বক  
 ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল, অনন্তদের  
 গুরুভরাক্রান্ত হইয়া মূর্ছমুহুঃ মোহ প্রাপ্ত  
 হইতে লাগিলেন, ঐশ্বর্য সর্বলোকে স্থানচ্যুত  
 হইতে লাগিল । বিমান-চারিগণ আকাশ-  
 মণ্ডল হইতে পুষ্পমালা বর্ষণ করিতে লাগিল ।  
 এইরূপে শক্তিগণ রুদ্রগণ, প্রমথগণ, যোগিনী-

বেতালৈ রাক্ষসৈর্গৃহৈঃ ক্রৌড়িহ্ম গভস্তয়ঃ ।  
 রুদ্রং সম্পূজয়িত্ব তু পূরতঃ সংব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪  
 তদা তুর্লেন দেবেন পূজয়িত্ব তু শক্রয়ঃ ।  
 এবমুক্তান্ত তা দেবাঃ সর্বলোকস্ত মাতরঃ ॥ ১৫  
 পূজাঃ সর্বেষু কার্যেষু ব্রহ্মাদৈর্মহুজৈরপি ।  
 জগতঃ পালনার্থায় নিৰ্ম্মিতাঃ কাবণেচ্ছয়া ॥ ১৬  
 কারণং তৎপরা শক্তির্দাসাবাদা অনাময়া ।  
 ব্রহ্মাদা অসৃজন শক্র বৎ রুদ্রাস্তথৈব চ ।  
 উৎপত্তিস্থিতিনাশায় ক্রমশঃ সা নিবেজয়েৎ ॥  
 অকামেন তু দেবস্তা যথা সূর্যাস্তা অংশবঃ ।  
 পুণ্ডরীকবিবোধায় ক্রমসঙ্কোচনায চ ॥ ১৮  
 এবং সা সর্বকার্যানাং প্রবৃত্তয়ে নিরুত্থয়ে ।  
 ন চাদি ন চ মধ্যান্তা বস্তুমায়েব সংস্থিতা ॥ ১৯  
 নস্কেচ্ছা শত্রুনা উক্তা পূজাঃ মর্দে ভবিষ্যথ ।  
 ঈপ্সিতাংশ্চ যথাকামান ভক্তানাং সম্প্রদাস্যথ ॥

গণ, বেতাল, রাক্ষস এবং গুহ্যকগণের স্ততি  
 পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বিবিধ  
 প্রকার ক্রৌড়া কবিতা অবশেষে তাঁহারা সকলে  
 দেব মহেশ্বরের পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে  
 দণ্ডায়মান হইলেন । ১—১৪ । মহেশ্বর তুষ্ট  
 হইয়া শক্তিগণের যথোচিত সন্মানাদি করিয়া  
 বলিলেন,—হে দেবগণ ! তোমরা সকল  
 লোকের মাতৃস্বরূপ ; ব্রহ্মা অবধি মহুব্যাগণ  
 পর্য্যন্ত সকলেই সকল কার্যে তোমাদের পূজা  
 করিবে । তোমরা জগতের পালনার্থে নিৰ্ম্মিতা  
 হইয়াছে এবং তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই  
 আদ্যা শক্তি জগতের কাবণ । হে শক্র ! ইনি  
 জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নিনাশের জন্য  
 ব্রহ্মা, রুদ্র এবং আমাকে ও সৃষ্টি করেন ।  
 সূর্য্যমরীচি যেরূপ পুণ্ডরীকসমূহের নিকাণ এবং  
 সঙ্কোচের স্বাভাবিক কারণ, সেইরূপ দেবী  
 আদ্যাশক্তি সর্বকার্যের প্রবৃত্তি ও নিরুত্তির  
 কারণ । তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই এবং  
 অন্ত নাই । তিনি বস্তুমায়েই বর্তমান  
 আছেন । অনন্তর মহেশ্বর শক্তিগণকে বলি-  
 লেন যে, মর্ত্যালোকে তোমাদের পূজা হইবে  
 এবং তোমরা ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

তদা যা যন্ত গোপরা তেন সা স্তবিতা বিভো  
 ব্রহ্মণা শিবকন্দেৰ্ণ ময়া বৈবস্বতেন চ ॥ ২১  
 ইন্দ্রেণ সর্বদেবৈস্ত রুদ্রদেব্যস্ত পূজিতাঃ ।  
 লোকপালৈগ্রহৈর্নগৈর্গদানবৈশ্চ প্রপূজিতাঃ ॥ ২২  
 তথা শক্রাদিভির্দেবৈরেতন্মাতৃস্তবং কৃতম্ ॥ ২৩  
 প্রচণ্ডমণিকুণ্ডলং ক্রকুটিভাসুরোগ্রাননং,  
 ক্ররালমতিভীষণং বিকৃতবেশমত্মাশ্রয়ম্ ॥  
 জলৎপরাশুবল্লকীডমকমুণ্ডখট্টাঙ্গিনং,  
 ন্যামি বৃষভস্থিতাং ত্রিনয়নাং মহাভৈরবীম্ ॥ ২৪  
 সিতপ্রবরপঙ্কজে ভ্রমরবৃন্দানাদাকুলে,  
 সদা বিমলবিস্তৃতে বিপুলরাজহংসস্থিতাম্ ।  
 স্থিতিং প্রবরবিরাজতে ঋষিকুলোপনংসেবিতা  
 নমামি শিরসা পিতামহসমুদ্ভবাং মাতরম্ ॥ ২৫  
 শরচ্ছশিশতোজ্জলাং তুহিনশঙ্খকুন্দপ্রভাং,  
 সুর্য্যকিরণভাষিতাং সিতবৃষাসনস্থিতাম্ ।  
 জটাবিকটজুটকে দধতি চন্দ্রলেখাস্ত যাং,

করিবে । অনন্তর দেবগণ সকলে স্ব স্ব শক্তির  
 স্তব করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা, রুদ্র, স্বন্দ,  
 যম, ইন্দ্র এবং আমি আমরা সকলে রুদ্র-  
 শক্তির পূজা করিলাম এবং সমস্ত লোক-  
 পাল, গ্রহ ও সর্পগণ দেবীর পূজা করিয়া-  
 ছিলেন । অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে  
 মাতৃস্তব করিতে লাগিলেন ১৫—২৩ । ঋষার  
 কর্ণে প্রচণ্ড মণিকুণ্ডল, মুহূৰ্দ্ধঃ ক্রতঙ্গে  
 ঋষার মুখমণ্ডল অতিভীষণ, যিনি উগ্রস্বভাবা  
 এবং বিকৃতবেশা পরশু, বল্লকী, ডমক, মণ্ড  
 এবং খট্টাঙ্গ ঋষার হস্তে বিরাজিত, যিনি  
 বৃষবাহনা এবং ত্রিনয়না সেই মহাভৈরবীর  
 চরণে প্রণাম করি । ভ্রমর-বৃন্দানাদিত,  
 বিমল এবং বিস্তৃত শ্রেত পদ্মাসনে যিনি বিপুল  
 রাজহংসে আরোহণ করিয়া আছেন, ঋষিগণ  
 সর্বদা ঋষার সেবা করেন, সেই পিতামহ-  
 সমুদ্ভূতা মাতৃপদে প্রণাম করি । যিনি শরৎ-  
 কালীনচন্দ্রেয় তায় সমুজ্জল, হিম, শঙ্খ এবং  
 কুন্দ প্রভতির তায় ঋষার অঙ্গকাষ্ঠি, যিনি  
 আপনার কিরণে আপনিই সমুজ্জল, যিনি  
 বৃষাসনা, জটাজুটে যিনি চন্দ্রলেখা ধারণ করি-

নমামি ত্রিশিখামুখাং প্রমথনাথদেহোদ্ভবাম্ ॥২৬  
ময়ূষবরগা মনীর দরদণ্ডকবর্ণোৎকটঃ,  
বর্ণক চরণং কান্তদণ্ডিকাং নিশিতশক্তি-

হস্তোদাত্তাম্ ।

প্রভাসিকররশ্মিভিঃ নবনায়মানাং শুকাং,  
নমামি শুভসম্ভবাং ত্রিদশশক্তিনির্দেশিনীম্ ।  
তসীপ্রচয়চান্দ্রপ্রভং কুমুদাপুঞ্জোপমাং  
গদামুঘলধারিণীং ধনুঃশঙ্খচক্রায়ুধাম্ ॥ ২৭  
গরুড়রথসংস্রাং বিপুলপুণ্ডরীকবন্ধনাং,  
নমাম্যাজিতসম্ভবাং বিপুলসিদ্ধিদাং বৈকবীম্ ॥২৮  
প্রতিব্রহ্মকজ্জলচ্ছবিং বরাহরূপাননাং,  
রূপাণকরভানুরাং পরিঘকালপাশোদাত্তাম্ ।  
কৃতান্তনুসম্ভবাং প্রলয়মেঘঘোরস্রাং,  
মহামহিষবাহিনীং শৃকরীং নমাম্যাদরাং ॥ ২৯  
বিভক্তকনকপ্রভাং চকিতবিহ্বলকোপমাং,  
করীন্দ্রবদসঙ্কলাং বিবিধভূষণৈর্ভূষিতাম্ ।  
সুবৎকুলিশধারিণীং সুরসমূহসংপূজিতাং,  
নমামি বরদায়িকাং বিপুলভোগদাং শত্রুজাম্ ॥

যাছেন, ষাঁহার আয়ুধ ত্রিশূল, সেই প্রমথনাথ-  
সমুদ্ভূতা মাতৃপদে প্রণাম করি। যিনি ময়ূষ-  
গামিনী, ষাঁহার বর্ণ বিভক্ত হইলেও উৎকট,  
চরণে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা এবং হস্তে শাণিত শক্তি,  
ষাঁহার অংকুশপ্রভা বলমগ্ন করিতেছে, সেই  
ত্রিদশ-শক্তনাশিনী শুভসম্ভবা শক্তির চরণে  
প্রণাম করি। অতসী কুমুদপুঞ্জের আয় ষাঁহার  
বর্ণ, ষাঁহার হস্তে গদা, মুঘল, ধনু, শঙ্খ এবং  
চক্র, যিনি গরুড়াকৃষ্টা, বিকসিতপুণ্ডরীকের  
আয় ষাঁহার লোচন; সেই সিদ্ধিদায়িনী বৈকবী  
শক্তির চরণে প্রণাম করি। ঘন কজ্জলরাশির  
আয় ষাঁহার অঙ্গচ্ছবি এবং বরাহের আয় মুখ-  
মণ্ডল, ষাঁহার হস্তে রূপাণ, পরিঘ এবং কালপাশ  
প্রলয় কালীন মেঘের আয় ষাঁহার গষ্ঠীর শব্দ,  
যিনি মহিষবাহন, কৃতান্তনুসম্ভবা সেই শক্তি-  
পদে প্রণাম করি। বিহ্বা, উজ্জ্বা এবং বিভক্ত  
ধ্বজের আয় ষাঁহার অঙ্গকাস্তি, যিনি বিবিধভূষণে  
ভূষিতা হইয়া করীন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া  
আছেন, ষাঁহার আয়ুধ বজ্র, সুরগণ ষাঁহার

দিবাকরশতপ্রভাং সিতকপালমালাধরীং,  
করালদশনাননাং প্রলয়রবীং পিঙ্গলগাম্ ।  
বরতমুধারিণীং কধিরমাংসমেদঃপ্রিয়াং,  
নমামি শিবসংস্থিতাং শরণদাং মহোগ্রায়ুধাম্ ॥  
চলজ্জ্বলচামরপ্রহতষট্‌পদারাবিতং  
কপোলমদবারিণী দশদিশাস্তরামোদয়ন্ ।  
গজেন্দ্রবদনাং শুভাং সকলবিঘ্নবিধ্বংসনীরং,  
নমামি গণনায়িকাং প্রমথনাথদেহোদ্ভবাম্ ॥৩০  
ক্ষুটপ্রকটাবক্রমং সকললোকপালার্চনং,  
সুরারিকুলনাশনং প্রণতপাপহঃখাপহম্ ।  
নরো যমতিমাতরঃ স্বর্বাতি সর্বদেবস্বতা ।  
অবাধ্য বিপুলং সুখং ব্রজতি মাতুলোকং পরম  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে কুরুবধে মাতৃস্তুত্বো নাম  
সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

পূজা করেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি বরদায়িকা  
এবং বিপুলভোগদায়িকা, সেই ইন্দ্রশক্তির  
চরণে প্রণাম করি। শত শত সূর্যের আয়  
ষাঁহার জ্যোতি, যিনি শুভ কপালমালা ধারণ  
করিয়াছেন, যিনি করালবদন, প্রলয়-সূর্যের  
আয় ষাঁহার চক্ষু পিঙ্গলব, ষাঁহার তনু অতি  
মনোহর কধির, মাংস এবং মেদ ষাঁহার অত্যন্ত  
প্রিয়, যিনি উগ্রায়ুধ ধারণ করিয়াছেন, সেই  
উগ্রশক্তির পদে প্রণাম করি। যিনি চঞ্চল  
শ্রবণবৃগল দ্বারা ভ্রমরবাধা নিরাকরণ করিতে-  
ছেন, ষাঁহার কপোলদেশ-ক্ষরিত মদগন্ধে  
দশদিক্ আমোদিত হয় যিনি গজেন্দ্রবদনা,  
যিনি সকল বিঘ্ন বিনাশ করেন, সেই গণ-  
নায়িকা শক্তির চরণে প্রণাম করি। ষাঁহাদের  
অতুলবিক্রম, সমস্ত লোকপালগণ ষাঁহাদের  
অর্চনা করেন, ষাঁহারা অসুরগণকে বিনষ্ট  
করেন, ষাঁহারা ভক্তের দুঃখ ও পাপ বিনষ্ট  
করেন, সেই মাতৃগণের যে ব্যক্তি স্তব করে,  
সে অতুল-সুখ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে  
মাতুলোকে গমন করে ॥ ২৪—৩৩ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥



অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ভগবানুবাচ ।

দেবৈঃ \* শিবগায়ৈশ্চেতাঃ পূজিতাস্ত মুমুক্শুভিঃ  
গাক্কে ভূতভুগ্নে চ ক'লভুগ্নে চ পূজিতাঃ ॥ ১  
সাধান্তে সৰ্বকাৰ্য্যানি চিন্তামণিসমা শিবা ।  
পাশ্চত্তিৰ্ভবিষোন্ম বৌদ্ধগাক্কেভবাদিভিঃ ॥ ২  
স্বধৰ্ম্মনিরতৈর্বৎস সেন স্তায়েন পূজিতাঃ ।  
যেন যেন তি ভাবেন পূজয়ন্তি মনোযিণঃ ॥ ৩  
তেন তেন কলং দদ্যাদ্ভিজানামস্তাকামপি ।  
বিবাহমঙ্গলৈঃ কাটোদেবগন্ধৰ্ব্বকিন্নরৈঃ ॥ ৪  
মৰ্ত্তালোকেহপি পূজান্তে দৃষ্টোদৃষ্টকলার্থিভিঃ ॥ ৫  
যৎকিঞ্চিদ বাস্বতঃ লোকে দৃষ্টাদৃষ্টাং চবাচরম্ ।  
তৎসৰ্বং শক্তিভিজাতং শত্রু নাস্তাত্ সংশয়ঃ ।  
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ বাসব ।  
যোক্তব্ধৈঃ সমাপাতাঃ শিবেনানন্তরূপিনী ॥ ৭  
উৎপত্তিভিত্তিসংহারং বন্ধমোক্ষবিচেষ্টিতম্ ।  
স্বর্গাপবর্গনিরয়ং সৰ্বমস্মাৎ প্রবর্ততে ॥ ৮

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—যাহারা মুমুক্শু, তাঁহারা  
যদি বেদ, আগম, গাক্কে, ভূতভুগ্ন কিংবা  
কালভুগ্ন দ্বারা এই সমস্ত মাতৃগণের পূজা  
করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তামণির স্থায়  
সৰ্বকাৰ্য্য সাধন করেন । কি পাশ্চত্তি, কি  
বৌদ্ধ, কি গাক্কেভবাদী, স্বধৰ্ম্ম-নিরত হইয়া  
বিধিপূৰ্ব্বক পূজা করিলেই সিদ্ধি লাভ করে ।  
ব্রাহ্মণ হউক, কিংবা চণ্ডাল হউক, যে, যে  
ভাবে পূজা করিবে, তদনুসারে কল প্রাপ্ত  
হইবে । দেব, গন্ধৰ্ব্ব এবং কিন্নরগণ বিবাহ-  
মঙ্গলে ইহাদের পূজা করেন । মনুষ্যালোকের ও  
দৃষ্টোদৃষ্ট কল কামনায় ইহারা পূজিতা হন । হে  
শত্রু ! এই চণ্ডার ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই শক্তি হইতে  
উৎপন্ন হইয়াছে । ১—৬ । দেবতা, পিতৃগণ  
এবং মনুষ্য প্রভৃতি সকলেরই কারণ—শক্তি,  
এই শক্তি হইতেই উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার,

অনন্তমাদিঃ কৃত্বা বাবৎপাদাকগোচরম্ ।  
শক্তিভিন্ন ততঃ সৰ্বং স্তুতেন তু পদ্যো যথা ॥  
তস্মাৎ স্বৰ্গং দেবেন্দ্র কৰ্ম্মযজ্ঞেন পূজয় ।  
চৈমকল্পপ্রবালোখচিহ্নকাঠেঠৈশলজাঃ ॥ ১০  
পূজিতা বিধিনা বৎস সৰ্বকামকলপ্রদা ॥  
যো দেবমাতরোৎপত্তিঃ শিবশক্তিবিজুষ্টিতম্ ।  
কুরুদৈত্যোন্মথনং ভক্ত্যা সংকীৰ্ত্তয়যাতি ॥  
শৃংঘাদ্যঃ পদৈদ্বাপি তস্মৈ পুণ্যকলঃ শৃণু ॥  
সৰ্বাবাধাবিনশ্চুক্তঃ সৰ্বকামসমাপিতঃ ॥ ১২  
ইহৈব জায়তে শত্রু ভক্তে চ পরমং পদম্ ॥  
শ্রবণাচ্চ অ প্ৰোচ্চি সৰ্বদানব্রতাদিকম্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীদেবীপুর্ণায়ে কুরুবধসমাপ্তিঃ  
নামাষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

বন্ধন, মোক্ষ, চেষ্টা, স্বর্গ, অপবর্গ, নরক  
ইত্যাদি প্রবর্তিত হয় । একবিন্দু স্তুত যেরূপ  
জলমধ্যে সৰ্বত্র বিস্তৃত হইয়া যায়, সেইরূপ এই  
শক্তি সৰ্বত্রই ব্যাপ্ত আছে । হে দেবেন্দ্র !  
অতএব তুমিও কৰ্ম্মযজ্ঞ দ্বারা পূজা কর । হে  
বৎস । স্বর্গ, রোপা, প্রবাল, চিত্র, কাঠ, প্রস্তর  
ইত্যাদি যে কোন বস্তু দ্বারা মূর্তি নির্মাণ  
করিয়া পূজা করিলে সৰ্বকামনা সিদ্ধ হয় ।  
যে ব্যক্তি মাতৃগণের উৎপত্তি শিবশক্তির  
প্রভাব ও কুরু-দৈত্যবধ কীৰ্ত্তন করিবে  
অথবা শ্রবণ কিংবা পাঠ করিবে, তাহার সমুদয়  
বাধা বিনষ্ট হইবে । ইহলোকে সৰ্বকামনা  
লাভ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে ।  
শ্রবণ মাত্র করিলেও সকল দানের এবং সকল  
ব্রতাদির কল, প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭—১৩ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোনবতিতমোহুধ্যায়ঃ ।

শক্র উবাচ ।

যেনোপায়েন সৰ্বেষাং দেবী সৰ্বকলপ্রদা ।  
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদ আত্মাশ্রিতং কলম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

আশ্বিনে অথবা মাঘে চৈত্রে বা শ্রাবণেহপি বা  
কৃষ্ণাদারভ্য কৰ্ত্তব্যং ব্রত\* শুক্রাবধিঃ হরেঃ ॥ ২  
অষ্টমী চাশ্বিনে কৃষ্ণা একতন্তেন কুর্যেৎ ।  
মঙ্গলারূপিণীং দেবীমথবা কুরুঘাতিনীম্ ॥ ৩  
পূজ্যৈরগভেদেন গন্ধমালান্বেদনৈঃ ।  
কল্লকা ভোজয়েৎস দেবীভক্তাংশ্চ মানবান্ ॥  
নক্তেন নবমী কার্ঘ্যা অঘাচন্ দশমীং কপেৎ ।  
উপবাসমেকাদশ্যাং পুনরেকং বিধির্ভবেৎ ॥ ৫  
যাবচ্ছুক্রাষ্টমী শক্র উপবাস্য বিধানতঃ ।  
জানহোমজপং পূজা কন্তাভোজ্যান্ত প্রতাহম্ ॥  
কৰ্ত্তব্যং জিতেন্দ্রেন দেব্যা ভক্তিরতেন চ ।  
নবম্যাং পশুঘাতন্তু মহিষাদি অজাবিকম্ ॥

উনবতিতম অধ্যায় ।

শক্র বলিলেন,—যে উপায়ে পূজা করিলে  
দেবী সৰ্বকামনা-কল দান করেন, এক্ষণে  
তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । ব্রহ্মা  
বলিলেন,—আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র অথবা শ্রাবণ  
মাসে কৃষ্ণপক্ষে আরম্ভ করিয়া শুক্রপক্ষ পর্য্যন্ত  
ব্রত করিবে । আশ্বিন মাসের যে কৃষ্ণাষ্টমী  
ঐ দিবস একতন্তু হইয়া গন্ধ, মালা এবং  
অন্ত্যস্ত উপচার দ্বারামঙ্গলারূপিণী অথবা কুরু-  
ঘাতিনী দেবীর পূজা করিবে । দেবীভক্ত  
ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইবে ।  
নবমীর দিন নক্তব্রত করিয়া এবং দশমীর দিন  
অঘাচিত রুত্তি করিয়া কাটাইবে এবং একাদশীর  
দিন উপবাস করিবে । এই নিয়মানুসারে  
ক্রমে চলিতে হইবে । শুক্রাষ্টমী পর্য্যন্ত এই  
নিয়মে থাকিয়া সেই দিবস উপবাস করিবে ।  
হান, হোম, জপ, পূজা এবং কুমারী-ভোজন  
প্রতাহ করিতে হয় । জিতেন্দ্র এবং তন্তু ব্যক্তি  
এইরূপে পূজা করিবে । নবমীতে অজ, মেঘ

কৰ্ত্তব্যং ভূতবেতাল ন চ আত্মনি কাম্যয়া ।  
অন্ত্য অবস্তান্তত্ব হিজা দেব্যাঃ পরায়ণাঃ ॥ ৮  
নটনর্তকপ্রেক্ষাশ্চ রথযাত্রাঃ সজাগরাম্ ।  
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা সৰ্বেষামপি ভক্তিণা ॥ ৯  
মহাভৈরবরূপাণামস্থিমালাধরা নরাঃ ।  
পূজনীয়া বিশেষেণ বস্তুশোভা পূৰ্বাদিব ॥ ১০  
কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্বকামার্থপ্রাপণায় সুরোত্তম ।  
অনেন বিধিনা শক্র যদৃচ্ছং লভতে কলম্ ॥ ১১  
মঙ্গলা ভৈরবী দুৰ্গা বারাহী ত্রিদশেশ্বরী ।  
উমা হৈমবতী কন্তা কপালী কৈটভেশ্বরী ॥ ১২  
কালী ব্রাহ্মী মহেশী চ কৌমারী মধুসূদনী ।  
বারাহী বাসবী চৰ্চা নামান্তেতান্ জপেন্নর ॥ ১৩  
পূজয়েদ্ ভোজয়েৎ কন্তাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ।  
বস্থালঙ্কারকাঞ্চাদিকটকাঃ কটিসূত্রকাঃ \* ॥ ১৪  
দাতব্যা আত্মনঃ শক্ত্যা দেবীভক্ত্যা সুখাখিতি  
অথবা নব রাত্রাণি সপ্ত পক্ষ ত্রিরেক্ষা ॥ ১৫

এবং মহিষাদি পশুবধ করিয়া ভূত ও বেতাল-  
গণের বলি উপহার দিতে হয় । আত্মাথে  
পশুবধ কর অতি গহিত । এইরূপ দেবীভক্ত  
ব্রাহ্মণ সকলে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া  
নট নর্তক এবং দর্শকগণের সহিত দেবীর  
রথযাত্রা মহোৎসব করিবে । ঐ দিবস দরিদ্র-  
গণকে যথাশক্তি ধন দান করিবে । ১—২ ।  
যাহারা মহাভৈরব-রূপ ধারণ করিয়া গলদেশে  
অস্থিমালা ধারণ করে, বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাদের  
সবিশেষ পূজা করা উচিত । হে শক্র ! এই-  
কপে পূজা করিলে যথেষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয় ।  
মঙ্গলা, ভৈরবী, দুৰ্গা, বারাহী, ত্রিদশেশ্বরী,  
উমা, হৈমবতী, কন্তা, কপালী, কৈটভেশ্বরী,  
কালী, ব্রাহ্মী, মহেশী, কৌমারী, মধুসূদনী,  
বারাহী, বাসবী, চৰ্চা এই সকল নাম জপ  
করিবে । শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্বক পূজা করিয়া  
কুমারী ভোজন করাইবে ও তাহাদিগকে শক্তি  
অনুগারে বস্তু, অলঙ্কার, কাঞ্চন, কটক, কঠ-  
সূত্র এবং কটিসূত্রাদি দান করিবে । হে

একভক্তেন নক্তেন উবাচ \* উপবাসনৈঃ ।  
 কপয়েদাশ্বিনে শক্র যাবচ্ছুকো তু অষ্টমৌ ॥ ১৬  
 পূজয়েন্নক্ষত্রাং তত্র মণ্ডলে বিধিকল্পিতে ।  
 সর্বসম্ভাবসম্পন্নৈ সর্ববিধাবধায়কে ॥ ১৭  
 সর্বকামপ্রদে শক্র সর্বকামমবাপ্নুয়াৎ ।  
 অর্থকামস্ত অর্থস্ত রাজ্যকামস্ত রাজ্যদম্ ।  
 পুত্র-আরোগাদং বৎস মহাপাতকনাশনম্ ।  
 সর্ববর্ণৈশ্চ কর্তব্যং পুংস্বৌবালনপুংসকৈঃ ॥ ১৯  
 সর্বগা সর্বদা দেবো যস্মাচ্ছক্র মহাকলা ।  
 অনয়া বিধিনা বৎস দদতে অবিচারণাৎ ॥ ২০  
 সর্বেষাংকৈব যোগানাং সর্বব্রতমহাকলম্ ।  
 নবম্যাখ্যং মহাপুণ্যং তব সম্যক প্রকাশিতম্ ॥ ২১  
 নাথোহ্যং ভক্তিহীনস্ত মুখস্থাহিতবাদিনে ।  
 দেহং ভক্তায় শান্তায় শিবাবিস্মবতায় চ ॥ ২২  
 দেবীভক্তঃ সদাচারঃ কথ্যাপুঙ্জারতো নরঃ ।

শক্র! অথবা নবরাত্র, সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র কিংবা একরাত্র কাল একভক্ত, নক্ত-ব্রত, অষাচিত কিংবা উপবাস করিয়া শুক্র-ষ্টমৌ পর্য্যন্ত থাকিবে। পরে সেই দিনে যথাবিধি সর্বসম্ভাবসম্পন্ন মণ্ডল নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দেবী সর্বমঙ্গলার পূজা করিলে সর্বার্থ সিদ্ধ হইবে। অর্থকামী অর্থ, রাজ্যকামী রাজ্য, পুত্রকামী পুত্র এবং আরোগ্যকামী আরোগ্য লাভ করে। অধিক কি, ইহা দ্বারা মহাপাতক বিনষ্ট হয়। স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, নপুংসক প্রভৃতি সকলেই এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এইরূপ পূজা করিবে; কেননা, দেবী সর্বদা সর্বগামিনী। তাঁহার নিকট ভালমন্দ বিচার নাই, ভক্তি করিয়া পূজা করিলেই তিনি অভীষ্ট দান করেন। মহাকলদায়ক সর্বশ্রেষ্ঠ এই নবমীত্রত তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ভক্তিহীন, মুর্থ এবং হেতুবাদী ব্যক্তিকে ইহা কদাচ বলিবে না। যে ব্যক্তি ভক্ত, শান্ত, শিবভক্ত এবং বিষ্ণুভক্ত, যে ব্যক্তি সদাচার-সম্পন্ন এবং দেবীর ভক্ত এবং যে

\* অষাচিতেনি পাঠান্তরম্ ।

ইহেব সর্বকামানি লভতে অবিচারণাৎ ॥ ২৩  
 নাথয়ো ব্যাধয়ন্তস্ত'ন চ শক্রভয়ং ভবেৎ ॥ ২৪  
 সঙ্গরে বিজয়ো নিত্যং মহানেকোহপি জায়তে  
 শ্রবণাৎ সর্বকামানি লভতে অবিচারণাৎ ॥ ২৫  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে অষ্টমীনবমীত্রতঃ  
 নামৈকো'ননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শক্র উবাচ ।

যদ্যোঃ সর্বদেবানাং পরমা মাতরো বিভো ।  
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তেষাঞ্চ বিধিপূজনম্ ॥ ১  
 কানি পুষ্পানি দানানি ব্রতানি নিয়মান্তথা ।  
 যেন সম্পূজিতা দেব্যঃ ক্ষিপ্ৰং শীঘ্রকলপ্রদাঃ ॥ ২  
 লোকানামুপকারায় অস্মাকঞ্চ বিশেষতঃ ।  
 এতদেব যথীদেশং কথয় নঃ প্রসাদিতঃ ॥ ৩  
 এবং পৃক্সং নৃপশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুঃ শক্রেণ পৃষ্ঠবান্ ।

ব্যক্তি কথ্যাপুঙ্জাদিতে নিরত, তাহাদের নিকটেই ইহা প্রকাশ। ইহা দ্বারা ইহলোকে সর্বকামনা লব্ধ হয়, অর্থ, ব্যাধি, কিংবা শত্রুভয় কিছুই থাকে না, যুদ্ধে বিজয় হয় এবং একাকী হইলেও সে মহৎ-কার্য সাধন করিতে পারে। ইহা শ্রবণ মাত্র করিলেও সর্বকামনা লাভ হয়। ১০—২৫ ।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায় ।

শক্র বলিলেন,—বিভো! , মাতৃগণ সর্বদেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা শুনিলাম। এক্ষণে তাঁহাদের পূজাবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কি কি পুষ্প দান করিতে হয় এবং কি নিয়মে পূজা করিলে শীঘ্র কল পাওয়া যায়,—লোক সকলের উপকারার্থ এবং আমারও বিশেষ উপকারার্থ যথাযথ তাহাই বর্ণনা করুন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পূর্বে ইন্দ্র

তৎসমাজায় শক্রস্ত ব্রহ্মণ্য কথিতং যথা ।

তথাহং তে প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাভিষার্পণং ॥ ৪

অগস্তা উবাচ ।

পুরে বা যদি বা গ্রামে নগরে খেটকেহপি বা ।

দৃষ্টাদৃষ্টকলার্থিভিঃ পূজনীয়ান্ত মাতরঃ ॥ ৫

একলিঙ্গনদীতীরজমশৈলবনেহপি বা ।

পূজিতাঃ সর্ববিদ্যানাং সাধনায় কলপ্রদাঃ ॥ ৬

গৃহে চহরে হট্টান্তে পূজিতা ধনপুত্রদাঃ ।

নগরদ্বারপূজাদ্যা বুদ্ধিরাজ্যসুখার্থিনীঃ ॥ ৭

গঙ্গাতীরেহথবা বিদ্যা সর্বকামফলপ্রদাঃ ।

বেদপর্বতশ্রীশৈলে কিকিঙ্করাপর্বতাদিষু ॥ ৮

মোকদা দিবদা বৎস নিকামাঃ ফলবাহিতাঃ ।

এতে স্থানাঃ সমাখ্যাতা আশুফলসমাহকাঃ ॥ ৯

কালান্তরফলা দেবাঃ সর্বাঃ সর্বত্র পূজিতাঃ ।

কালাগ্নিশিবপর্যন্তা যেমাং ব্যাপ্তির্নৃনাং ॥ ১০

তা যত্র যত্র পূজ্যন্তে তৈবেব ফলদায়কাঃ ।

সর্বদেবরুতা দেবাঃ সর্বদেবপ্রসূতয়ঃ ॥ ১১

বিষ্ণুর নিকট এইরূপ পূজিত্যঙ্গী করিয়াছিলেন । পূর্বে ইন্দ্ৰের নিকট ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমিও তোমার নিকট বলিতেছি । অগস্তা বলিলেন,—পুরে, গ্রামে, নগরে অথবা খেটকে দৃষ্টাদৃষ্ট-কল-কামনায় মাতৃগণের পূজা করিতে হয় । নদীতীরে, বৃক্ষতলে, পর্বতে অথবা বনমধ্যে পূজা করিলে সর্বকামনা সিদ্ধ হয় । গৃহে, চহরে অথবা হট্টমধ্যে পূজা করিলে ধনপুত্র লাভ হয় । নগরদ্বারে পূজা করিলে রাজ্যবুদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি এবং অর্থলাভ হয় । গঙ্গাতীরে কিংবা বিদ্যা-পর্বতে পূজা করিলে সর্বকামনা সিদ্ধ হয় । বেদপর্বত, শ্রীশৈল এবং কিকিঙ্করাপর্বতে নিকাম ইহা পূজা করিলে আশুফল লাভ হয়, আর অস্ত্র সর্বত্রই পূজা করিলে কালান্তরে ফলপ্রাপ্তি হয় । কালাগ্নি শিব পর্য্যন্ত ঐহারা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যেখানেই হউক না কেন, পূজা করিলেই সর্বকল লাভ করেন । ইহারা সর্বদেবগণের প্রণম্যা এবং সর্বদেবপ্রসূতি ।

শিব দ্যা যাতিজ্ঞানেন্দ্রে কস্তা ন প্রতিপূজয়েৎ ।

যাঃ সূতাঃ প্রথমং শত্ৰুব্রহ্মবিষ্ণুবিবস্বতঃ ॥ ১২

আদিত্যচন্দ্রবরুণান কস্তা ন প্রতিপূজয়েৎ ।

তাসাং শুভ্রাঙ্কাহে দাক্ষ্যমানীত বুদ্ধিমান্ ॥ ১৩

মণিমৌক্তিক-বৈদূর্য্যাকাষ্ঠচন্দনবন্দনাঃ ।

মধুকপার্বিবিদ্যা অশোকতিন্দুকশিশপাঃ ॥ ১৪

শৈলপার্বিবহেমোখাস্তাবদ্ধাতু শুভপ্রদাঃ ।

তদ্বৈদৈর্ঘিটিতা বৎস তদ্বৈদিত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫

তাশ্চোত্তরাননাঃ স্থাপাঃ সর্বকামফলপ্রসূতঃ ।

সর্বশৈলেন্দ্রকাষ্টোখং গৃহং বাস্তুবিভাজিতম্ ॥ ১৬

বলভৌমগুপং বৎস মঠং বা স্থাপনে শুভম্ ।

গন্ধং নৈবেদ্যধূপন বলিমালাবিভূষণৈঃ ॥ ১৭

অধিবাসনপূর্বকেন্ন তথাকার্য্যা যথা ক্রমম্ \* ।

বেদধ্বনিমহাঘোষৈঃ স্ত্রীসঙ্গীতোপশোভিতম্ ।

কর্তব্যং স্থাপনং তেষাং বহুবাদিত্রনাদিতম্ ।

রাত্রৌ জাগরণং তত্র দেবাঃ পূজার্থবুদ্ধয়ে ॥ ১৮

১—১১ । স্বয়ং মহেশ্বর পর্য্যন্ত ঐহাদের দ্বারা সৃষ্ট হন, কোন বা স্ত্রী ঐহাদের পূজা করিতে অবহেলা করিবে ? ঐহারা প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যম, আদিত্য, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ঐহাদের পূজা না করিবে ? বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুভ নক্ষত্রে কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে । মণি, মুক্তা, বৈদূর্য্য অথবা চন্দন, মধুক, বিদ্য, অশোক তিন্দুক, শিশপা এই সমস্ত কাষ্ঠ অথবা পামাণ, মৃস্তিকা এবং স্বর্ণাদি দ্বারা মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিলে শুভপ্রদ হয় । উত্তমরূপে বেদী নিৰ্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উত্তরমুখে স্থাপন করিতে হয় । দেবীর স্থাপন-গৃহ প্রস্তর ইষ্টক অথবা কাষ্ঠ দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করিবে, অথবা বলভৌমগুপ কিংবা মঠ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে স্থাপন করিবে । গন্ধ, নৈবেদ্য ধূপ, বলি, মালা এবং অমৃতাদি দ্বারা পূর্বে অধিবাস করিয়া স্থাপন করিবে । স্থাপনকালে বেদধ্বনি উচ্চ-

\* স্থাপনীয়ান্ত তদ্বৈদৈর্ঘিতি বা পাঠঃ ।



এবং প্রত্যাষ সংপ্রাপ্তে বলিঃ সন্ধ্যাস্থ দাপয়েৎ  
যথা মাতৃগণাং পূজাং দেবদৈবতরূপিনাম্ ॥ ২০ ॥  
স্রীসম্বাঃ কন্তকা বিপ্রাঃ পূজনীয়াঃ স্বশক্তিমা।  
মঠঞ্চ কারয়েৎ তত্র দেব্যাঃ পূজার্থবুদ্ধয়ে ॥ ২১ ॥  
সর্বলক্ষণসংপূর্ণং সর্বোপকরণাধিতম্ ।  
বাপীকৃপং তড়াগং বা বাটিকা বনশোভিতম্ ॥ ২২ ॥  
বেণ্ডাতুর্যোপসম্পন্নং ধ্বজচ্ছত্রাবিকৃষিতম্ ।  
ঘণ্টাদর্পণদোপাঢ্যং দেয়ং দ্রব্যানুরূপতঃ ॥ ২৩ ॥  
বাটিকায় যমস্টোত্রাদি-দিনসংখ্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
কর্তব্যানেকমেকং বা যথাকালপরিচ্ছদে ॥ ২৪ ॥  
অনেন বিধিনা যন্ত মাতরঃ স্থাপয়েন্নরঃ ।  
ঐহৈব পূজনীয়ন্ত যুক্তো যাতি পবাং গতিম্ ॥ ২৫ ॥  
শেষে তন্ত্ৰ স্বকর্মাস্তা দাস্তো বেণ্ডাদিকা গৃহে ।  
তেহপি যান্তি দিবং বৎস কিং পুনস্তস্য বান্ধবাঃ  
ইতি জীদেবোপু্যানে মাতৃপ্রতিষ্ঠামহাভাগাং  
নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্বঃ শূদ্রো বা যদি বা স্থিঃ  
পূজয়েন্নাতরো ভক্ত্যা স সর্বার্হভতেপিভান ॥ ১ ॥  
মুমুক্ষুঃ প্রতিমাং কত্বা বিদ্যো বা ব্রহ্ম পূজয়েৎ ।  
আকৃষিতানুসারেণ লভতে মোলিকং \* ফলম্ ॥  
একাং বা যদি বা দেবীঃ দেবং চ ব্রহ্মকৌকরম্ ।  
গজাননযুতং স্কন্দং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥  
ব্রাহ্মীক বৈকবীঃ দেবীঃ কোমারীঃ শত্রু ধন্যজাম  
পূজ্যমানা অবাগ্নোতি ঐহিকং ফলমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥  
রবারুঢ়াঃ মহাদেবীঃ ত্রিনেত্রাঃ শূলধারিণীম্ ।  
পূজ্যমানো লভেদ্বৎস যৎ যমর্থমভৌপিতম্ ॥ ৫ ॥  
যাং পূজ্য পূজ্যতাং যান্তি সর্বলোকন্ত বিদ্যম্ ।  
তাং পূজয় সর্বা মাতৃং ব্রহ্মবিষ্ণুনমস্কৃতাম্ ॥ ৬ ॥  
ব্রহ্মাপি পূজয়েদ্যাং বৈ বিষ্ণুর্দেবান্নলোচনঃ ।  
তাং পূজয় সর্বা দেবীঃ সুরশক্রনিবহনীম্ ॥ ৭ ॥

বাদ্য এবং স্রীসঙ্গীতাদি করিতে হয় । রাত্রি-  
কালে জাগরণ করিয়া প্রত্যাষে উঠিয়া পূজা  
করিবে ও সন্ধি সময়ে বলিপ্রদান করিবে ।  
পূজান্তে ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের যথাক্রমে  
পূজা করিবে । দেবীর পূজার নিমিত্ত সর্ব-  
লক্ষণ-সম্পন্ন এবং সর্বোপকরণ-সম্বিত মঠ  
প্রস্তুত করিবে । বাপী, কৃপ, তড়াগ ইত্যাদি  
খনন করিয়া এবং রক্তবাটিকা দ্বারা উহার  
শোভা-সম্পাদন করিবে । তথায় তুর্যা, ধ্বজ,  
চ্ছত্র, ঘণ্টা, দর্পণ, দোপ ইত্যাদি বস্তু সকল  
সুসজ্জিত থাকিবে । দিনমান এবং কণ-  
মুহূর্তাদি নির্ণয়ের জন্ত বহু বা একটা বাটিকা  
যজ্ঞ এবং শঙ্কুস্থাপনাদি কর্তব্য । যে ব্যক্তি  
এই বিধি অনুসারে মাতৃস্থাপন করিবে, সে  
ইহলোকে পূজনীয় হইয়া যত্নের পর পরমগতি  
প্রাপ্ত হয় । হে বৎস ! সে ব্যক্তির বান্ধব-  
দিগের কথা কি, দাসী এবং বেণ্ডাদিও তৎকর্ম  
কলে স্বর্গ লাভ করে । ১২—২৬ ।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায় ১

১ গস্ত্য বলিনেন,—ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব,  
শূদ্র অথবা স্ত্রীলোকও যদি ভক্তি সহকারে  
মাতৃপূজা করে, তাহার সর্বার্হভ-প্রাপ্তি হয় ।  
মুমুক্ষু প্রতিমা নির্মাণ করিয়া অথবা বিদ্যা-  
পর্কতে আকৃষিত অনুসারে যে মাতৃপূজা করে  
তাহার মোলক ফলপ্রাপ্তি হয় । এক দেবী  
অথবা দেবী এবং বৌগাপাণ দেব, গণেশ-  
যুক্ত কত্রিকেয়, ব্রাহ্মী, বৈকবী, কোমারী এবং  
ঐন্দ্রী দেবীকে পূজা করিলে ঐহিক উত্তম ফল  
প্রাপ্তি হয় । বৎস ! রবারুঢ়া ত্রিনেত্রা শূল-  
ধারিণী মহেশ্বরীকে পূজা করিলে, অভৌ-  
প্রাপ্তি হয় । শাহাকে পূজা করিলে বিদ্যা-  
বলে সর্বপূজা হওয়া যায়, সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-  
নমস্কৃত মাতাকে সতত পূজা কর । শাহাকে  
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও পূজা করেন, সুরশক্র-  
নাশিনী সেই দেবীকে তুমি পূজা কর । দেবী,

\* যৌক্তিকমিতি পাঠ্যস্বরূপ ।

দেব্যাৱতারশাস্ত্রাণি কুদ্রবিস্কৃতবানি চ ।  
 বাচয়ন চিন্তয়ন বৎস ঈপ্সিতং লভতে ফলম্ ।  
 যস্ম দেব্যা গৃহে নিত্যং বিদ্যাদানং প্রবর্তয়েৎ ।  
 স ভবেৎ সৰ্বলোকানাং পূজাঃ পূজাপদং ব্রজেৎ  
 মাতরাপুত্রতো যস্ম বসোদীরাঃ প্রদাপয়েৎ ।  
 পৃথিব্যামেকরাড্ বৎস ইহ চৈব ভবেন্নরঃ ॥ ১০ ॥  
 ছত্রং বাথ প্রপাং বহিঃ প্রারুণীয়াহিমাগমে ।  
 কারয়েন্নাতপূরতঃ সৰ্বকামানবাধুয়াৎ ॥ ১১ ॥  
 বিদ্যাদানং প্রবক্ষ্যামি যেন তুষাতি মাতরঃ ।  
 লিখাতে দীযতে যেন বিধিনা তং শৃণু নঃ ॥ ১২ ॥  
 সিদ্ধান্তমোক্ষশাস্ত্রাণি বেদান স্বর্গাদিসাধকান ।  
 তদঙ্গানীতিহাসানি দেয়া ধর্ম্যাবিরুদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥  
 গার্কুৎ বালতন্ত্র ভূততন্ত্র তৈরবত ॥  
 শাস্ত্রাণি পঠনাদানান্নাতবঃ ফলদা নৃণাম্ ॥ ১৪ ॥  
 জ্যোতিষং বৈদ্যশাস্ত্রাণি কলা কাব্য শূভাগমান  
 দানাদারোগ্যমাপ্নোতি গান্ধার্য লুভতে পদম্ ।  
 বিদ্যাভোগ্য বর্ততে লোকে ধর্ম্যধর্ম্যক বিদাতে

শিব বা বিষ্ণুর অবতার-কথায় শাস্ত্র পাঠ ও  
 চিন্তা করিলে ঈপ্সিত-ফল প্রাপ্তি হয়। যে  
 ব্যক্তি নিত্য দেবী গৃহে বিদ্যা দান করে, সর্ব-  
 লোকপূজ্য হইয়া পূজার ফল প্রাপ্তি তাহার  
 ঘটে। বৎস! মাতৃদেবতা-সম্মুখে বসুধারা  
 প্রদান করিলে পৃথিবীতে ঐকাধিপত্য লাভ  
 হয়। মাতৃসম্মুখে বর্ষায় ছত্র দান, গ্রীষ্মে  
 জলসত্র এবং শীতে অগ্নি প্রজালন করিলে  
 সর্ব অতীষ্ট-প্রাপ্তি হয়। যাহাতে মাতৃগণ  
 সন্তুষ্ট হন, সেই বিদ্যা দানের কথা বলিতেছি ;  
 লেখন এবং দান সহজে বিধি আমার নিকট  
 শ্রবণ কর। সিদ্ধান্তশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, স্বর্গাদি-  
 সাধক, বেদ, বেদাঙ্গ এক ইতিহাস ধর্ম্যরাক্ষির  
 জন্ত দেয়। গরুড়শাস্ত্র, বালতন্ত্র, ভূততন্ত্র,  
 তৈরবতন্ত্র পাঠ এবং দান করিলে মাতৃগণ  
 শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। জ্যোতিষ,  
 বৈদ্যশাস্ত্র, কলাগ্রন্থ, কাব্য এবং উত্তম আগম-  
 শাস্ত্র প্রদান করিলে আরোগ্যলাভ ও  
 অস্ত্র গন্ধর্ব্বপদ প্রাপ্তি হয়। যে সব গ্রন্থ  
 লেখা এবং দেয়, তাহার নামকীর্্তনই

তস্মাভিধ্যা সদা দেয়া দৃষ্টাদৃষ্টকলার্থিভিঃ ॥ ১৬ ॥  
 মহাদানঞ্চ গোদনং হেমবস্তুভিলা জলম্ ।  
 ধাতুদীপান্নদানঞ্চ মহাদানানি দানসু ॥ ১৭ ॥  
 ইহ প্রকীর্ততে দানং দীযমানং নরাধিপ ।  
 বিদ্যারক্ষিমবাপ্নোতি দীযমানাপি নিত্যশঃ ॥  
 একোচ্চারেণ ভূদানং দত্তং ভবতি ভূমিপ ।  
 ষাি তদ্বিদ্যাতে ভূপ দেহপাতাদনস্তরম্ ॥ ১৮ ॥  
 বিদ্যা দানং দদদ্বৎস একধা দশধা ভবেৎ ।  
 শতধা কোটিধা গচ্ছেদিহাপি বিদ্যাপারগঃ ॥  
 রাজা কৃষ্করদ্বায়াদৈর্জর্জবহিস্রীমৃপেঃ ।  
 সর্ষদানানি ক্রিয়ন্তে বিদ্যা কেনাপি ক্রিয়তে ।  
 বিদ্যা দানেন দানানি নাই তুল্যানি বুদ্ধিমন্ ।  
 বিদ্যা এব পরং যন্তো যন্তো পদমনুত্তমম্ ॥ ২০ ॥  
 শৃণুস্তাৎপদ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা গুরুমুপাসতে ।  
 স চ বিদ্যাগমান বাক্তি বিদ্যা গ্রন্থাশ্রিতা \* নৃপ  
 বিদ্যাবিবেকবোধেন শুভাশুভবিচারিণঃ ।  
 বিন্দতে সর্বকামাপ্তিং তস্মাভিধ্যা পরা মতঃ ॥ ২১ ॥  
 বিদ্যা দানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।

লেখনাদি-বিধিমধ্যে নিবিষ্ট। বিদ্যা হইতে  
 লোকের বাবহার এবং ধর্ম্যধর্ম্য জ্ঞান হয়।  
 অতএব দৃষ্টাদৃষ্ট-কলার্থী সকল মানবেরই  
 বিদ্যা দান কর্তব্য। ১—১৬। ভূমিদান,  
 গোদান, সুবর্ণদান বস্তুদান, তিলদান, জল-  
 দান, ধাতুদান, দীপদান এবং অন্নদান—  
 মহাদান। ঠে রাজন্! দান করিলেই দেয়-  
 বস্তুর ক্ষয় হয়। কিন্তু বিদ্যা নিত্য নিত্য দান  
 করিলে রক্ষি প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা দানে একবর্ণ  
 উচ্চারণ করিলেই ভূমিদান-ফল প্রাপ্তি হয়।  
 দেহপাতের পর এমন ফলজনক আর কিছুই  
 নাই। বৎস! বিদ্যা দান একগুণ করিলে  
 পরজন্মে দশগুণ, শতগুণ, এমন কি, কোটিগুণ  
 বিদ্যান হয়। রাজা, চৌর, জ্যোতিগণ, জল,  
 বহি ও স্রীমৃপ জন্ত সর্ববিধ দেয়-বস্তু  
 অধিকার করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা অধিকার

\* স চ বিদ্যাগমাত্তিবিদ্যা তুস্তারিত্তি  
 পাঠাস্তরম্ ।

যেন দত্তেন চাপ্রোতি শিবঃ পরমকারণম্ ।  
বিদ্যাবিচারতত্ত্বা রাজঃ সন্ন্যাসগামিনঃ ।  
ভুক্ত্যেহপি হি ভোগানি গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্  
অন্ত্যজা অপি যাঃ প্রাপ্য ক্রৌড়ন্তে প্রহরাক্ষয়ৈঃ  
সা বিদ্যা কেন মৌয়েত যন্তাঃ সর্পা ন সর্পিণঃ ॥  
যবেন কুঞ্জরং হস্তি সর্বপেণ তুরঙ্গমম্ ।  
মক্ষিকাপদমাত্রাণি বিষম্ বিষমা গতিঃ ॥ ২৮ ॥  
এবংবিধং বিনংবৎস বিনা মদ্ব্যপ্রভাবতঃ ।  
জীর্ঘোত ভক্ষিতং পুংভিস্তস্মাদ্ বিদ্যাপরা মত

করিতে কেহই পাবে না । বিদ্যাদান পরম-  
দান । এমন দান “ন ভূত ন ভবিষ্যতি”  
হে মতিমন! বিদ্যালানের তুলা আর দান  
নাহি । বিদ্যাই পরম-বস্তু ; কেননা, বিদ্যা  
হইতেই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয় ।  
বিদ্যাশ্রবণে ভক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তিনলে  
গুরু-উপাসনা, গুরু বিদ্যাজনক আগম কৌতূহল  
করেন, সেই বিদ্যা আবার গ্রন্থিত, অতএব  
গ্রন্থলেখন ও দান কর্তব্য । বিদ্যাজনিত  
বিবেকজ্ঞানে শুভাশুভ-বিচারক ব্যক্তিবর্গ  
সর্ব-অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় । অতএব বিদ্যাই  
পরম-বস্তু । বিদ্যাদান—পরমদান ; এমন  
দান আর হয় নাই, হইবেন । বিদ্যাদান-ফলে  
পরমকারণ শিবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে  
সকল স্ত্রীদশী রাজারা বিদ্যার সন্নিচার ও  
যাথার্থ্য সমাক্ষ জানিতে পারেন, তাঁহারা  
সংসারে প্রচুর ভোগলাভ করিয়া পরলোকে  
উৎকৃষ্টা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অতি  
হীন-জাতিরও যাহার আশ্রয়ে গ্রন্থ-রাক্ষসাদির  
সহিত ক্রৌড়া করিয়া থাকে এবং যাহার  
প্রভাবে সর্পেরা ও শক্তি-হীন হইয়া থাকে,  
কোন বস্তুর সহিতই সেই বিদ্যার তুলনা হয়  
না । দেখ, বিষ অতি ভয়ানক বস্তু । উহার  
গতি অতি কুটিল, উহা যব পরিমাণেও ভক্ষণ  
করাইলে হস্তী নিহত হয়, সর্প-মাত্র খাওয়া-  
ইলেও অস্থি বিনষ্ট হয়, এবং মক্ষিকা উহার  
স্পর্শমাত্রেই মরিয়া যায় । হে বৎস! সেই  
বিষম বিষকেও মাহুবে ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ

ন হি বিদ্যা কুলং জাতিং রূপং পৌরুষপাত্ততাম্  
দ্বিষতে সর্বলোকানাং পঠিতা উপকারিকা ॥  
ভূতৈর্গৃহীতা বিধবস্তা দৃষ্টা বা মহাপন্নগৈঃ ।  
বিদ্যা উৎপাদ্যতে বৎস অন্ত্যজস্তাপি হুংসিতা  
সর্বেষামেব বৃদ্ধানাং বিদ্যাবৃদ্ধো হি মান্ততা ।  
বয়োবৃদ্ধো হি শূদ্রাণাং বিশালাং ধনধান্ততঃ ।  
ক্ৰতুয়াণাস্তু বৌর্যেণ বিপ্রাণাং শাস্ত্রপারগঃ ।  
বিত্তং বন্ধুবর্যৈশ্চৈব তপৈঃ বিদ্যা যথেন্দিরম্ ।  
পুঙ্গুনৌঘানি স্তম্ভানাং বিদ্যা তোযং গরীয়সী ।  
গুরুশ্রীযয়া বিদ্যা পুরুলেন ধনেন বা ।  
বিদয়া লভাতে বিদ্যা চতুর্থী নোপলভাতে ॥  
যঃ কুৎসান্ত মহীং দদ্যাদ্নৈকতুলাঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥  
গ যদন্তায়তঃ পৃচ্ছেরন্তস্তোপদিশেৎ কচিৎ ॥

বিদ্যা ও মন্ত্রের প্রভাবে জীর্ণ করিয়া থাকে ।  
১৭—২৯ । স্মৃতরাং সর্বাপেক্ষা বিদ্যাই  
প্রধান । অসংকুলোৎপন্ন, অন্ত্যজ, কুরূপ বা  
পৌরুষহীন বলিয়া বিদ্যা কাহাকেই ঘৃণা  
করেন না ; প্রভূত যাহারাষ্ট তাঁহাকে  
আলোচনা করে, তাহাদেরই উপকার করিয়া  
থাকেন । হে বৎস! বিদ্যা অন্ত্যজাতির  
হৃদয়ে থাকিয়াও ভূতগ্রস্ত বা সর্পদষ্ট ব্যক্তির  
উপকারে লাগিয়া থাকেন । বৃদ্ধবর্গের মধ্যে  
যিনি বিদ্যারূপ অর্থাৎ বিদ্বান, তিনিই মান্ত ।  
শূদ্রদিগের মধ্যে যাহার বয়স অধিক তিনিই  
মান্ত এবং বৈশ্যেরা আপনাদের মধ্যে ধনবান  
ব্যক্তিকেই সম্মান করিয়া থাকে । ক্রতুগণ  
নিজেদের মধ্যে অধিক বলবান ব্যক্তিকেই  
সম্মান করেন এবং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের  
মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষকেই প্রধান বলিয়া  
থাকেন । জনসমাজে ধন, বন্ধু, বয়স, তপস্কা  
ও বিদ্যা এই কয়েকটি উত্তরোত্তর প্রশংসনীয়  
আছে, তন্মধ্যে বিদ্যাই সর্বপ্রধান আদরের  
বস্তু । গুরুজনের সৈবা, প্রচুর ধন, বায় ও  
বিদ্যাবত্তা এই তিনটির অন্ততম যাহার  
আছে, তিনিই বিদ্যালান্ড করিতে পারেন ;  
বিদ্যালান্ডের চতুর্থ উপায় নাই । যে কেহ  
প্রচুর ভূমি ও পর্বতপ্রমাণ সুবর্ণ দান করে,

এবংবিধো মহাভাগ বিদ্যাযামুপবৰ্ণিতঃ ।  
 সংকেপায় চ বিস্তারায় তস্ত দানকলং শৃণু ॥  
 ত্রীতাড়ীপত্রজেনাক্ষ স্মরণে স্বয়মর্চিত্তে \* ।  
 বিচিত্রপট্টিকাপাশ্বে চক্ষুণাং সংকটীকৃতে ॥ ৫৬  
 রক্তেন অথ কৃষ্ণেন মূৰ্দ্ধনা রঞ্জিতেন চ ।  
 দৃঢ়মুণ্ডমুদ্রবদেন এবংবিধকৃতেন চ ॥ ৫৭  
 যন্ত দ্বাদশসাহস্রীং সংহিতামুপলেকয়েৎ ।  
 দদ্যতি চাভিযুক্তায় স যাতি পরমাং গতিম্ ॥  
 পুষ্পোত্তরপ্লেবে দেশে সৰ্ববাধাবিধিজিতে ।  
 গোময়েন শুভে লিপ্তে কুৰ্য্যায় গুলকং বৃধঃ ॥  
 চতুর্হস্তং প্রমাণেন স্তম্ভস্তা চতুরশ্রকম্ ।  
 তস্ত মধ্যে লিপ্তে পদ্মং সিতরক্তরজাদিভিঃ ॥  
 সৰ্বভূকুম্ভৈঃ পুষ্পৈর্ভূষয়েৎ সৰ্বতোদিশম্ ।  
 বিহীনং দাপদৈর্ন্যাক্তি শুভচিত্রবিচিত্রিতম্ ॥ ৫৮  
 পার্শ্বভঃ সিতবৈষ্ণব সম্যক শোভাং প্রকল্পয়েৎ

কনুৈকৈরর্কচৈল্লম্চ দৰ্প নৈশ্চামরৈস্তথা ॥ ৪৩  
 ঘণ্টাভিকিঙ্কণীশদৈল্লম্চ সৰ্বত্র উপকল্পয়েৎ ।  
 তস্ত মধ্যে লিপ্তেদ্যস্তঃ নাগদন্তময়ঃ শুভম্ ॥ ৪৪  
 অধঃপটে নিবদ্ধস্ত পার্শ্বভো ভরিদান্তিভিঃ ।  
 শোভিতঃ দৃঢ়বদেন বদ্ধঃ স্ত্রোত্রেণ বৃদ্ধমান ॥  
 স্ত্রোত্ৰাঙ্কং বিস্ত্রসেদ্ বিদ্যাং \* পুষ্টকং লিপ্তং  
 শুভম্ ।

আনেন্যামপি তত্রৈব পূজয়েদ্ বিধিনা কৃতঃ ॥  
 নিক্রদকৈস্তথা পুষ্পৈঃ কুমিকৌটাববজ্জিতৈঃ ।  
 চন্দনেন সদভৈল ভাস্মনা চাবধূনয়েৎ ॥ ৪৭  
 ধূপঞ্চ গুগ্গুলং দেয়ং তুরকাঙ্কুমিশ্রিতম্ ।  
 দীপমালা তথ চাগ্রে নৈবেদ্যং বিবিধং পুনাঃ ॥  
 খাদ্যং পেয়াষিতং লেহ্যং চোষাঞ্চাপি নিবেদয়েৎ  
 পূজয়েদ্বিশিপালাংস্ত লোকপালান্ যথাক্রমম্ ॥  
 কন্যাঃ স্ত্রীদ্বয়ং সম্পূজ্য মাতরাঃ পিতরাস্তথা ।  
 পুষ্টকং দেবদেবীক বিপ্রাণাং দাক্ষণ্য তথা ।

সে যদি অন্তায়-প্রশ্ন করে, তাহাকেও কোন  
 মতে উপদেশ দিবে না । হে মহাভাগ ! এট  
 তোমার নিকট বিদ্যার স্বরূপ\* বর্ণন করিলাম ।  
 এক্ষণে অতি সংক্ষেপে পুষ্টক প্রদানের ফল  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । প্রথমে তালপত্র সরল  
 সমভাবে কর্তন করিয়া একটি চক্ষুাধারে  
 ( চামাটীতে ) রাখিবে ; পরে দুই পাশ্বে দুই  
 খানি কাষ্ঠের পাটা দিয়া কালো বা রাক্ষা সূতা  
 দিয়া বন্ধন করিবে ; ইহাই পুষ্টকের আকার ।  
 যে ব্যক্তি উহাতে দ্বাদশসহস্র শ্লোকময়ী  
 সংহিতা স্বয়ং লিখিয়া শাস্ত্রানুশীলী সুব্রাহ্মণকে  
 প্রদান করেন, তাহার পরম-গতি লাভ হয় ।  
 পণ্ডিতব্যক্তি স্বগৃহের পূর্ব বা উত্তরভাগে  
 নিক্রপত্রব স্থানে গোময় দ্বারা চারিদিকে চারি  
 হাত প্রমাণ\* একটি পবিত্র মণ্ডল করিবে ।  
 তাহার মধ্যে শুভ রক্তবর্ণ গুড়ি দিয়া একটি  
 পদ্ম লিখিয়া তাহার চতুর্দিকে সকল ঋতুর পুষ্প  
 দিয়া ভূষিত করিবে । উপরিভাগে নানাচিত্রে  
 চিত্রিত বিত্তান ( চাঁদোয়া ) দিবে । দুই পার্শ্ব

শুক্লবসনে আচ্ছাদিত রাখিয়া নিকটে চামর,  
 দৰ্পণ ও অর্ধচন্দ্রাদি মঙ্গলিক বস্তু রাখিয়া  
 শোভাবৃদ্ধি করিবে এবং চতুর্দিকে ঘণ্টা বাদ্য  
 উদ্যোষিত করিবে । তাহার মধ্যে নাগ-  
 দন্তের যন্ত লিখিবে, তদুপরি অধোভাগে  
 পটুবস্ত্রে নিবদ্ধ পার্শ্বদ্বয়ে সিংহাস্ত-চিত্রিত ও  
 দৃঢ়বদ্ধ স্ত্রে সুশোভিত করিয়া সেই পবিত্র  
 পুষ্টক ও পুষ্টকাধিষ্ঠাত্রী দেবতার চিত্রপট  
 রাখিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে । ৩০—৪৬ ।  
 প্রথমে যে সকল পুষ্প দিবে, তাহাতে কোন-  
 রূপ জলসম্পর্ক ও কুমি-কৌটাদির প্রচার না  
 থাকে এবং দীক্ষামিশ্রিত চন্দন দিয়া ভাস্ম দ্বারা  
 সুবাসিত করিবে ; তুরক ও অঙ্কুরযুক্ত গুগ্গু-  
 লু ধূপ দিবে । সম্মুখে দীপমালা ও বিবিধ  
 নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া, ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য,  
 চোষ্য এই চতুর্বিধ অন্ন নিবেদন করিবে ।  
 দিকপাল ও লোকপালদিগকে যথাক্রমে পূজা  
 করিবে এবং পিতা, মাতা, স্ত্রীজন ও কুমারী-  
 গণকে যথাযোগ্য সন্তুষ্ট করিয়া, পুষ্টক ও দেব

\* ত্রীতাড়ীপত্রজে মধ্যে সনে পত্রমুসন্ধিতে  
 ইতি কচিং পাঠঃ ।

\* দেব্যা ইতি বা পাঠঃ ।



স্বপ্নত্যাগৈষ দাতব্য নৃপঃ পৌরোহিত্য পূজয়েৎ  
তথা সম্পূজয়েদ্ বৎস লেখকং শাস্ত্রপারগম ।  
ছন্দোলঙ্কণতত্ত্বজ্ঞঃ সংকবিং মধুসূদনম্ ॥ ৫১  
প্রনষ্টং স্মরতে গ্রন্থং শ্রেষ্ঠঃ পুস্তকলেখকঃ ।  
নাতিসমুত্তরবিচ্ছিন্নৈর্ন শ্লোকৈর্ন কবিশৈঃ ॥ ৫২  
নন্দিনাগরকৈর্বর্ণৈর্লিখয়েচ্ছিবপুস্তকম ।  
প্রারম্ভে পঞ্চশ্লোকানি পুনঃ শাস্ত্রিক কারায়ৎ ॥  
ব্রাত্তৌ জাগরং কুর্ষ্যাৎ সঙ্গপ্রেক্ষাং প্রকল্পয়েৎ ।  
নটগারগলগ্নৈশ্চ দেব্যাঃ কথনসমুদ্যৈঃ ॥ ৫৪  
প্রভাতে পূজয়েন্নোকাংস্ততঃ সর্বান বিসর্জয়েৎ  
একান্তে সুমনস্কেন বিশ্বক্লেদে দিনে দিনে ।  
নিম্পাদাং বিধিনানেন সু-শিক্ষে শুভবাসরে ॥ ৫৬  
ততঃ পূর্বোক্তবিধিনা পুনঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ ।  
তথা বিদ্যাবিমানস্ত সপ্তপঞ্চত্রিভূমিকম্ \* ।  
বিচিত্রবস্ত্রশোভিতাং শুভলঙ্কণলক্ষিতম্ ॥ ৫৮

দেবীগণের পূজা করিবে এবং কৰ্ম্মান্তে  
ব্রাহ্মণকে স্বশক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিয়া রাজা  
ও পুরবাসীদিগের সম্মান করিবে এবং শাস্ত্রজ্ঞ  
ছন্দোবিদ সুকবি স্মরবান লেখককে পূজা  
করিয়া সন্তুষ্ট করিবে । বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের লেখক  
হইতেই পুনরুদ্ধার হয় বলিয়া পুস্তকলেখক  
স্বাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ । মাসুলিক গ্রন্থ সকল নাগর  
অক্ষরে লিখিবে এবং ঐ অক্ষর সকল অতি  
ঘন (যেঁসাঁযেঁসি), অতি শ্লথ (অতিরিক্ত  
ছাড) কিম্বা দুর্বোধভাবে লিখিত না হয় ।  
পুস্তকের প্রথমেই পাঁচটা বন্দনার শ্লোক ও  
শেষে শাস্ত্রের শ্লোক লিখিতে হইবে । ঐ গ্রন্থা-  
র্চনাদিনে সমস্ত পূজাদি সুমাপন করিয়া  
রাত্রিতে নট, চারণ ও নগ্নদিগের সহিত কেবল  
দেবীর গুণানুবাদ করিয়া জাগরণ করিবে ;  
পরদিন প্রভাতে লোকপালগণের পূজা করিয়া  
বিসর্জন করিবে । নির্জনে বসিয়া অন্ত-  
চিন্তারহিত হইয়া এইরূপ নিয়মে পূজা করিবে ।  
পরে অপর এক উত্তম নক্ষত্রযুক্ত শুভদিবসে  
পূর্বোক্ত নিয়মে পুনরায় পূজা করিবে এবং

কারয়েৎ সর্বতোভদ্রা কিল্বিকরকাষিতম্ ।  
দর্পণৈর্দীপকৈশ্চ ঘণ্টাচামরমণ্ডিতম্ ॥ ৫৯  
তন্মিন্ নৃপ সমুৎকিণ্য সুগন্ধং চন্দনাঙ্কম্ ।  
তুলাকং গুণ্ডলং বৎস শর্করামধুমিতম্ ॥ ৬০  
পূর্ববৎ পূজয়েৎ সর্বান কন্তাস্তৌদ্রপোরকান্  
তথা তং পুস্তকং বস্ত্রে দিত্তসেদ্ বিধিপূজিতম্ \*  
এবংকুহা তথা চিন্তা মাত্রঃ প্রিয়তাং মম ।  
যশৈব সংকং তচ্ছাস্ত্রং পুস্তকে পরিকল্পয়েৎ ॥  
তথা তপস্বিনঃ পূজাঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।  
শিবব্রহ্মধরা মুখ্যা বিষ্ণুধর্ম্মপরাধরাঃ ॥ ৬৩  
মহতা জনসম্মেদে রথস্থং দৃঢ়বাহনৈঃ ।  
যুবানৈরাপি তং নেয়ঃ যশ্চ দেবশ্চ অঙ্গজম্ \* ॥  
সামান্তং শিবতীর্থেষু মাত্রাভবনেষু চ ।  
তন্মিন্ পূজাং তথা কুহা দেবদেবশ্চ শূলিনঃ ॥

সেই পুস্তক রাখিবার জন্ত একটি ছেপায়া বা  
সাতপায়া কিংবা তেপায়া গড়াইবে এবং সেটা  
বিচিত্র বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত ও ঘণ্টা, চামর,  
দর্পণ ও অর্ধচন্দ্র দ্বারা সুশোভিত করিয়া  
সর্বতোভদ্র-মণ্ডলের উপরি স্থাপন করিবে  
এবং তদুপরি সেই পুস্তকখানি চন্দনচর্চিত  
করিয়া স্থাপন করিবে এবং পুনরায় পূর্বের  
ক্রায় গন্ধ-চন্দন-ধূপ-দীপ-মধুপর্কাদি নান্য  
উপচারে কুমারী, স্ত্রীজন, দ্বিজ ও পৌরজনের  
পূজা করিয়া যথাবিধি পুস্তকেরও অর্চনা  
করিবে এবং তখন সেই পুস্তক বস্ত্রমধ্যে জড়া-  
ইয়া রাখিবে ও “মাতৃগণ আমার প্রতি প্রসন্ন  
হউন” বলিয়া তাঁহাদেরও পূজা করিবে এবং  
যে দেবতার গ্রন্থ, তাঁহার পূজা সেই পুস্তকেই  
হইবে । ৪৭—৬২ । সর্বশাস্ত্রপারদর্শী শৈব  
ও বৈষ্ণব তপস্বীদিগকেও পূজা করিবে ।  
বহুজনসমূহ-পরিবৃত, যুবা দৃঢ়বাহনযুক্ত রথে  
স্থাপন করিয়া, ঐ পুস্তক যে দেবের অংশ-  
সমূহ, তৎসমীপে নেয় । সামান্ততঃ সকল  
পুস্তকই শিব-তীর্থে লইতে পারে, মাতৃভব-  
নেও লইতে পারে, তাহাতে দেবদেব মহা-

সমর্পয়েৎ প্রণমোশং শ্রীযন্তাং মাতরা ইতি ।  
 সদাধ্যয়নযুক্তায় বিদ্যা দানরতায় চ ।  
 বিদ্যাসংগ্রহযুক্তায় সর্বশাস্ত্রকৃতশ্রমে ।  
 তেনৈব বর্ততে যন্ত তন্ত তং বিনিবেদয়েৎ ।  
 জগদ্ধিতায় বৈ শাস্তিঃ সদ্ধ্যায়াং বাচয়েৎ তথা  
 তেনতোয়েন দাতারং নৃদ্ধি সমভিমুখয়েৎ ।  
 শিবিং বদেৎ ততঃ সর্বমুচ্চাৰ্য্যং জগত তথা ॥  
 এবং কৃতে মহাশাস্তিদেশস্তা নগরস্ত চ ।  
 জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সৰ্বা বাধাঃ শাস্তি চ ॥৬৯  
 অতেন বিধিনা যন্ত বিদ্যা দানং প্রযচ্ছতি ।  
 স ভবেৎ সৰ্বলোকানাং দূর্শনাদঘনাশনঃ ।  
 মৃতোহপি গচ্ছতে স্থানং ব্রহ্মবিষ্ণুনমস্কৃতম্ ॥ ৭০  
 সপ্ত পূৰ্বাপরান্ বংশানাত্মনঃ সপ্ত এন চ ।  
 উদ্ধত্য পাপকলিনা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭১

দেবের পূজা করিয়া তাঁহাকে এবং “মাতৃগণ  
 আমার উপর শ্রী হইলেন” বলিয়া মাতৃগণকে  
 প্রণাম করিবে ; পরে সকল শাস্ত্রে-পারদর্শী ও  
 সর্বদা শাস্ত্রচর্চায় নিরত ও গ্রন্থসংগ্রহে  
 নিতান্ত উদ্যোগী কোন অধ্যাপককে সেই  
 পুস্তক প্রদান করিবে—যিনি শাস্ত্রানুশীলন  
 করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন ।  
 সদ্ধ্যা-সময়ে জগদ্বক্ষু হরির উদ্দেশে শাস্তি-পাঠ  
 করত সেই শাস্তিপূত সলিল দাতার মস্তকে  
 নিক্ষেপ করিয়া “এই সংসারের সমস্ত কল্যাণ  
 হইক” এই বাক্য উচ্চারণ করিবে । এইরূপ  
 করিলে, কেবল দাতার কথা দূরে থাকুক,  
 সমস্ত দেশ ও নগরের মহাশাস্তি হইয়া থাকে  
 ও সকল পীড়াশাস্তি হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ  
 নাই । যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে পুস্তক  
 প্রদান করেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকল  
 লোকেরই সঙ্কিত পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে এবং  
 তিনি দেহাবশানে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও প্রার্থনীয়  
 সুখকর স্থানে গমন করিয়া থাকেন এবং  
 তাঁহার স্মৃতি-প্রভাবেই তদীয় পূর্বাপর চতু-  
 র্দশ ও আপনা হইতে সপ্ত এই একবিংশতি  
 পুরুষ পাপসাগর হইতে উদ্ধার হইয়া বিষ্ণু-

যাবৎ তৎপত্রসংখ্যানমক্ষরাণি বিধীয়তে ।  
 তাবৎ স বিষ্ণুলোকেষু ক্রৌড়তে বিবিধৈঃ স্তূপৈঃ  
 তদা কিংহিং সমায়াতো দেব্যা ভক্তিরতো ভবেৎ  
 সমস্তভোগসম্পন্নৈ বিদ্বান স জায়তে কুলে ॥ ৭৬  
 বিদ্যা দানপ্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রং দদেদ্যদি ।  
 আত্মবিত্তানুসারেণ যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ ।  
 মেঘাষ্ঠাৎ ফলমাপোতি আঢ্যাতুল্যং ন সংশয়ঃ  
 স্ত্রীয়া বানেন বিধিনা বিদ্যা দানফলং লভেৎ ।  
 ভর্তুরনুজয়া দত্তং বিধবা বাতহৃদিশন ॥ ৭৫  
 বিদ্যার্থিনে সদা দেবঃ যন্তুমভ্যঙ্গভোজনম্ ।  
 ছত্রিকা উদকং দীপং যন্তাং তেন বিনা নহি ॥  
 লেখনীঘটকং ত্রীক্ষুং মসৌপাত্তস্ত লেখনীম্ ।  
 দত্তা তু লভতে বৎস বিদ্যা দানমনুত্তম ॥ ৭৭  
 পুস্তকান্তরণং দত্তা তৎপ্রমাণং সুশোভনম্ ।

লোকে পূজিত হইয়া থাকেন । যদি কেহ  
 পুস্তক প্রদানের প্রসঙ্গে যোগ-শাস্ত্র প্রদান  
 করেন, তাহা হইলে সেই পুস্তকে যতগুলি অক্ষর  
 লিখিত থাকে, সেই পুস্তকদাতা ব্যক্তি অক্ষর  
 তুল্যসংখ্যক কাল বিষ্ণুলোকে থাকিয়া বিবিধ  
 সুখভোগ করেন । ভোগাবশানে পুনরায়  
 কর্মভূমিতে আসিয়া সংকুলে জন্মলাভ করত  
 বিদ্বান্ ও দেবীভক্ত হইয়া সমস্ত পার্থিব-সুখ  
 ভোগ করিয়া থাকেন । মানব আপনার ধন-  
 শক্তি অনুসারে ঐ সকল দান করিবে । যদি  
 তাহাতে কোনরূপ অর্থ বিষয়ে শঠতা না করে,  
 তবে ধনীর প্রচুর ধনব্যয় করিয়া যেরূপ ফল-  
 ভাগী হইয়া থাকেন, তিনিও তাদৃশ ফল প্রাপ্ত  
 হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । সধবা-  
 স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞায় এইরূপ নিয়মে গ্রন্থদান  
 করিলে যথোক্ত ফল পাইবেন । এবং বিধবা-  
 দারী স্বামীর স্বর্গ কামনা করিয়া দান করিতে  
 পারিবেন । হে বৎস ! পার্শ্বল ছাত্রকে  
 সর্বদাই বস্ত্র, তৈল, ছত্র, জল, দীপ ও খাদ্য  
 বস্তু প্রদান করিবে, যেহেতু এ সকল তাহার  
 নিত্য প্রয়োজনীয় । লেখনী, মসৌপাত্ত ও  
 লেখনী-নিষ্পাদক স্ত্রীক্ষু ছুরিকা এবং  
 পুস্তকের পরিমাণে উত্তম পুস্তকাধার প্রদান

বিদ্যাদানমবাপ্নোতি সূত্রবদ্ধস্ত বুদ্ধিমান্ ॥ ৭৮  
যজ্ঞকর্মানৈকৈব দণ্ডাসনমখ্যাপি বা ।  
বিদ্যাবাচনশীলায় দত্তঃ ভবতি রাজ্যসম ॥ ৭৯  
অগ্নমঃ নেত্রপাদানাং দত্তঃ বিদ্যাপরায়ণঃ ।  
ভূমিগৃহস্ত ক্লেদস্ত সর্বরাজ্যফলপ্রদম ॥ ৮০  
যস্ত ভূমাং স্তিতো নিতাং বিদ্যাদানং প্রবর্ততে  
তস্তাপি ভবতে স্বর্গঃ তৎপ্রভাবান্নরাধিপ ॥ ৮১  
তস্তাং সর্বপ্রযত্নেন বিদ্যাং দেয়া সদা নরৈঃ ।  
উদৈব কীর্তিমাপ্নোতি যতো যাতি পরাং গতিম্  
ইতি শ্রীদেবীপুর্ণায়ে বিদ্যাদানমহাত্ম্যাকলং  
নামৈকনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শব্দ উবাচ ।

ত্বমেব পরমো দেব বেদবেদান্তপূজিতঃ ।  
ঈয়াপি কথিতা দেবী পূজিতা শিবক্ৰীণা ॥ ১  
স্যা চ সর্বগতা শান্তা শিবকালাগ্নিব্যাপিকা ।  
যত্র যত্র চ পূজান্তে তত্র তত্র ফলপ্রদা ॥ ২

করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি গ্রন্থদানের ফললাভ  
করিয়া থাকেন এবং যদি কেবল পত্র কি  
আমন, গ্রন্থ রাখিবার আধার শাস্ত্রানুশীলী  
ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তবে রাজ্যদানের  
ফললাভ করা যায়। হে মহারাজ! যাহার  
ভূমিতে 'নিত্য' গ্রন্থদান হইয়া থাকে, সেই দান-  
প্রভাবে ভূমামীরও স্বর্গলাভ হয়, সুতরাং  
অভিশয় আয়াস স্বীকার করিয়াও গ্রন্থদান  
করা কর্তব্য; তাহাতে ইহলোকে যশস্বী  
হইয়া পরলোকে পরম গতিলাভ হয়। ৬৩—৮২।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

ইন্দ্র কহিলেন,—ও প্রভো! আপনি  
দেবগণের প্রভু এবং বেদ-বেদান্ত আপনারই  
পূজা করিয়াছেন। আপনি কহিলেন, দেবীকে  
শিব-বিষ্ণুও পূজা করিয়া থাকেন ও সেই

কৃতে দিবসসামর্থ্যঃ \* ত্রেতায়াং যজ্ঞকর্মণা ।  
দ্বাপরে যজ্ঞনাদধ্যাত্মাঃ † সিদ্ধান্তে হবিচারণাৎ  
এবং পূর্বং হুয়া নাথ সৃচিতং ন প্রকাশিতম্ ॥  
কলৌ ঘোরে মহাপ্রাপ্তে যুগে চ তমসাবৃতে ।  
বিকৌ কৃৎসন্যাপরে কথং দেবী বরপ্রদা ॥ ৫  
কস্মিন স্থানে স্থিতা নিত্যং দ্বীপে বা

পৃথিবীতলে ।

এতদাখ্যাহি মে তাত প্রসীদ সুরসন্তম্ ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ নিগূঢ়ার্থবিবেচক ।  
সন্দেহবিনিবৃত্তার্থং পুচ্ছকণ্ঠভমিচ্ছক ॥ ৭  
যথৈব ভবতা পৃষ্টং দেবী সর্বগতা শুভা ।  
তথৈব নাত্র সন্দেহস্তথাপি কথয়ামি তে ॥ ৮

সর্বস্বরূপিণী ভগবতী মহাদেবের কাল ও অগ্নি  
মূর্ত্তিহুয়ে অধিষ্ঠিতা আছেন এবং যে কোন  
স্থানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পূজা  
করিবে; তিনি সেই স্থানেই পূজকের মনোরথ  
সিদ্ধ করেন এবং সত্যযুগে তপোভূতানে,  
ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম্মে ও দ্বাপরে যজ্ঞ ও অধ্যয়ন  
দ্বারা নিষ্কিবাদে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, আপনি  
ইতি পূর্বে একবার সূচনামাত্র করিয়াছেন,  
সম্যক্ প্রকাশ করেন নাই; এক্ষণে বলুন,  
যখন ঘোর কলি উপস্থিত হইবে, সমস্ত  
লোককে পাপাচারী দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু  
কৃৎসন্যে অবতীর্ণ হইবেন, সে সময়ে দেবী,  
পৃথিবীর কোন দ্বীপে বা কোন স্থানে নিত্য  
অবস্থান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ  
করিবেন? হে পিতঃ! হে দেবদেব! আপনি  
প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট ইহার তথ্য বর্ণন  
করুন। ১—৬। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস!  
তুমি অতি বিজ্ঞ ও সঙ্গবেচক হইয়াও কেবল  
লোকহিতার্থেই সংশয় করিয়া যে জিজ্ঞাসা  
করিলে, তাহাতে জেষ্ঠ্যাকে বারংবার প্রশংসা  
করিতেছি। তুমি যে প্রশ্ন করিলে “দেবী

\* কৃতাদি তপসামর্থ্যাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† যজ্ঞনাধ্যয়নাদিতি কচিং পাঠঃ ।

যা সা ঘোরবধার্থ্য সর্বদেবনমস্কৃত্য ।  
 বিজ্ঞাত্যৌ সৎস্বতঃ দেবী সা চ পূজা যথাবিধি  
 মনস্ব্যক্রিয়াধ্যানায়হাসিকিকরা নৃণাম্ ।  
 স্ত্রীবালবিকলাধ্যানাং সা ভবেৎ সূদ্রসিদ্ধদা ।  
 সর্বকামপ্রদা লোকে সর্বেষামপি বাসব ।  
 হিমবত্যচলে নন্দা দেবী প্রত্যক্ষ সর্বদা ॥ ১১  
 সা চ সংস্মরণাক্যানাং যাত্রানিয়মকর্মণি ।  
 সিধ্যতে যেন বিধিনা শিবেন কথিতা পুরা ॥ ১২  
 দেব্যায়ামম গোবিন্দ ঋষীণাং পুরিপূচ্ছতাম্  
 তথা তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন বাসব ॥ ১৩

অগস্ত্য উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠঃ পুরা ব্রহ্মা দেবরাজেন বিদ্যাপ ।  
 মহাভাগ্যন্তু দেব্যায়ানন্দায় যৎ ফলং পুনঃ ॥ ১৪

সর্বত্রই রহিয়াছেন, তবে তাঁহার স্থানবিশেষে  
 অবস্থান বিরূপ ?” ইহা সত্য ; তথাপি তিনি  
 যে যে স্থানে নিত্য-মুর্তিতে আছেন, তাহা  
 কহিতেছি । যিনি ঘোরাসুবেব বিনাশের জন্য  
 দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিতা হইয়া বিজ্ঞাত্যে  
 আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দেবী তথায়  
 নিত্য অবস্থান করিয়া ভক্তের যথাবিধি পূজা  
 গ্রহণ করিয়া থাকেন । মন্ত্র, দ্রব্য, ক্রিয়া ও  
 ধ্যান এই চারিটি উপাসনা সামগ্রী সহকারে  
 তাঁহার আরাধনা করিলে সকল সিদ্ধি লাভ  
 করা যায় এবং স্ত্রী, বালক, অন্ধ বা খঞ্জদিগের  
 সামান্য উপাসনাতেই সিদ্ধি প্রদান করেন ।  
 হে ইন্দ্র ! ঐরূপ হিমালয়পর্বতেও লোক  
 দেবীকে নন্দা নামে নিত্যমুর্তিতে দর্শন করিয়া  
 থাকে এবং তিনি তথায় সকলের সর্বপ্রকার  
 কামনা পূরণ করিয়া থাকেন । লোকে তদীয়  
 মুক্তি স্মরণ বা ধ্যান করিয়া যাত্রাদি যে কোন  
 কার্য্য করে, তাহা অক্ষয়ীসে সুসম্পন্ন হয় ।  
 এ বিষয় পূর্বে মহাদেবের নিকট আমি এবং  
 বিষ্ণু ও অন্যান্য ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে পরে  
 তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তে দেবরাজ ।  
 এক্ষণে তোমাকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ  
 হইয়া শ্রবণ কর । অগস্ত্য কহিলেন,—হে  
 মহারাজ ! পূর্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রমাণস্বরূপে

তর্কযাত্রাকলং পুণ্যং যথা দেব্য প্রপূচ্ছতাম্ ।  
 তৎ তেহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূষণঃ ।  
 সূর্যালোকং লভেদ্রাজন ব্রহ্মণা কথিতং যথা ॥ ১৫  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যং নাম  
 ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিনবতিতমোহধ্যায় ।

অগস্ত্য উবাচ ।

কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে ।  
 অনেকশিখরাকীর্ণে গগনগন্ধর্বসেবিতৈঃ ।  
 সংশ্রবণোপেতে তপ্তকাক্ষনভূষিতৈঃ ।  
 দেবতাঋষিভির্নৈব সদাসিদ্ধনিষেবিতৈঃ ।  
 বিমানকোটসংভ্রমে বিতানধ্বজশোভিতৈঃ ।  
 নৃত্যাস্তি তত্র বৈ কেচিৎ কেচিদ্দাদলিস্ত দ্বন্দ্বভিন  
 গায়ন্তি গগনগন্ধর্ব নৃত্যাস্তি দেবযোষিতঃ ।  
 স্তোত্রমুদীরয়ন্ত্যন্তে অন্তে বিজয়মঙ্গলৈঃ ।  
 স্তবাস্তি ভগবন্ দেবমুসম্ভ মহাতপাঃ ॥ ৪

নন্দাদেবীর আরাধনার ফল ও দেবীভীষে  
 যাত্রার ফল যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন,  
 আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহাই  
 আনুপূষিক কহিতেছি ; তাহা শ্রবণ করিলে  
 জীবের সূর্যালোকে বাস হয় ১৬—১৬ ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহারাজ ! কৈলাস  
 পর্বত অতিরমণীয় গৈরিকাদি ধাতুময় অসংখ্য  
 শিখরে পরিবৃত, দিবাকরের করজালে সমুজ্জ্বল  
 ও কাঞ্চনরাশিতে সুশোভিত আছে । উহা  
 গন্ধর্বদিগের নিত্য বাসভূমি এবং ঐ স্থানে  
 দেবতা, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ বিমানে আরোহণ  
 করিয়া সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন । নানা-  
 স্থানে ধ্বজ-বিতানা দি উত্তোলিত আছে এবং  
 গন্ধর্বগণ নিত্য গান করেন । কেহ বা দ্বন্দ্বভি  
 প্রভৃতি বাদ্য বাজাইয়া কালান্তিপাত করেন,



চন্দ্রাদিত্যগ্রহাণ্ডেব তথা তারাগণা অপি ।

যে চাচ্ছে জিহ্বাঃ সিদ্ধা যোগসিদ্ধা মহামথৈঃ ॥৫

শক্রাদ্যা লোকপালান্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমরুদগণাঃ ।

সর্কে বসন্তি তৈশ্চৈব দৈব্যৈশ্চাসমর্ষিতাঃ ॥ ৬

প্রণম্য প্রাজ্ঞলিঙ্গদেবৌ ইদং বচনমব্রবীৎ ।

কৌতুহলং মহাদেব টিপন্নং মে মহেশ্বর ।

মর্ত্যালোকে মহাদেব গুপ্তস্থানানি কথ্যতাম্ ॥৭

কথয়স্ব প্রসাদেন লোকানাং হিতকাময়া ।

অনিবর্তকানি নীগানি গুপ্তস্থানানি মে প্রভো ॥

তরে ক্রাণ্ডে শুরেশান যতঃ তব বজ্রতা ।

শ্রোতুমিচ্ছামাং প্রশ্নং নন্দাদেব্যা মহাত্মনা ॥৯

কথং দেব প্রবিষ্টোহসৌ হিমবন্তে মহাগিরৌ ।

তীর্থযাত্রাকলং দেব কৌতুহলং ভবতি প্রভো ॥১০

অনিবর্তকানি মর্গানি কুণ্ডপ্রবেশমেব চ ।

অনেকেই দেবদেব মহাদেবের বিজয়স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। দেবকন্তা সকল নৃত্য করিয়া শিবকে প্রীত করেন এবং ঐ স্থানে মহাতপা ঋষিগণ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারাগণ এবং অন্ত দেবগণ, সিদ্ধগণ, যোগিগণ ও অনিমাди-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ইন্দ্রাদি লোকপালসমূহ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা সকলেই বৎস করিয়া থাকেন। একদা তথায় পার্বতী কৃতাজলি হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! হে মহেশ্বর! মর্ত্য-লোকে যে সকল গুপ্তক্ষেত্র ও অতি গোপনীয় তীর্থ আছে, যে স্থান যাইলে লোকের আর ভববন্ধন থাকে না, হে প্রভো! যদি আমি আপনার প্রেমময়ী হই, তবে আপনি প্রসন্ন হইয়া সাধারণের হিতার্থে আমার নিকট সেই সকল বর্ণন করুন। উহা শ্রবণকরিকার অস্ত্র নিত্যস্ত কৌতুহল হইতেছে। হে দেব! নন্দাদেবী কি কারণে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাগা ও শ্রবণ করিতে নিত্যস্ত বাসনা হইয়াছে এবং তীর্থযাত্রায় কিরূপ কল হ্রয় ও কল্যাণে একমুখী পথ আছে, বাহাতে গমন করিলে পুণ্যের সঠক-যাতনা ভুগিতে হয় না।

প্রসীদতি যথা দেবী সুরভেনৈহ জননা ।

নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পরমেশ্বর ॥ ১১

ঈশ্বর উবাচ ।

শুদ্ধ দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা দেবী বাবাহিতা ।

শৃণু দেবতাঃ সর্কে যে চাচ্ছে চ তপোধনাঃ ।

কথ্যমানস্ত তীর্থানাং যথা দেব্যা প্রচোদিতম্ ।

এবং শ্রুত্ব ততো ব্রহ্মা শিবস্ত বচনং শুভম্ ।

সর্কে তৈবাগত্যস্তত্র শিবস্ত পুরতঃ স্থিতাঃ ॥১৩

অন্যোহপূর্বাণি কথ্যস্তে সর্কে কৌতুহলাঘিতাঃ ।

আগতাশ্চ সমীপে তু দেবাসুরমহোরগাঃ ॥১৪

ভাবিতাশ্চান্যচ তে সর্কে হৃষ্টরোমসমুদ্ভবাঃ ।

পার্বত্যাস্ত প্রশ্নসম্প্রদেয়ং পৃচ্ছিতঃ শিবঃ ॥

মাতা দেবাসুরাণাঞ্চ বন্দ্য্যা চ পরমেশ্বরী ।

পশুনাঞ্চ হিতার্থায় মোক্ষার্থঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ১৬

পৃচ্ছতে চ ততো দেবী নন্দাশঙ্কং সুদুর্লভম্ ।

কৌতুহলাঘিতা দেবাঃ শৃণুস্ত শিবভাবিতাঃ ॥১৭

এবং হে পরমেশ্বর! এমন কোন্ পুণ্য আছে বাহার অনুষ্ঠান করিয়া নারকী মনুষ্যাগণও ইহ জন্মেই নন্দাদেবীকে প্রসন্ন করিতে পারে, তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন হে দেবি! সেই নন্দাদেবী যেভাবে হিমালয়ে অবস্থান করিতেছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর এবং দেবতাগণ ও অন্যান্য ঋষিগণও শ্রবণ করুন। তখন দেবীর প্রশ্নানুসারে মহাদেবকে গুপ্ত-তীর্থসমূহের বিষয় বর্ণন করিতে উদ্যত দেখিয়া তথায় ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেব, দানব ও নাগগণ সকলেই প্রাচীন বৃত্তান্ত শ্রবণে নিত্যস্ত কৌতুহলী হইয়া শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ১১—১৪। তাঁহাদের আনন্দোদয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল এবং তাঁহারা সেই সুরাসুরের জননী অর্ধল লোকের একমাত্র পূজ্যদেবী পরমেশ্বরী পার্বতীকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কারণ, তিনিই অস্ত্রদিগের হিতার্থেও তপস্বী-দিগের মুক্তির জন্য মহাদেবের নিকট এই মঙ্গলময় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তখন

কৃতান্তলিপুটাঃ সর্বৈ সর্বৈ প্রণতমূৰ্ত্তয়ঃ । ১৮

ঈশ্বর উবাচ

হিমবত্যচলে রম্যো নানাসিদ্ধনিষেবিতে ।

অপ্সরোগণসঙ্কর্ণে নানাস্কন্ধসমাকুলে ॥ ১৯

কিন্নরীগণসঙ্কর্ণে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।

নিত্যং সেবন্তি তৎস্থানং পরমং সুধরেশ্বরম্ ॥

ভস্মিন্ পুণ্যানি তীর্থানি শুভস্থানানি যানি চ ।

অনিবর্তকানি চত্বারি তানি শৃণু দেবতাঃ ॥ ২১

ভৈরবকৈব কেদারং তথা রুদ্রং মহালয়ম্ ।

নন্দাদেবী চতুর্থশ্চ পঞ্চমং নোপলভ্যতে ॥ ২২

শিবতীর্থানি শুভানি কথিতানি মহাতলে ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি নন্দাতীর্থশ্চ যৎ কলম্ ॥ ২৩

যথা গঙ্গা নদীনাঞ্চ উত্তমেষু ব্যবস্থিতা ।

তদ্বদগবতী নন্দা উত্তমত্বেন সংস্থিতা ॥ ২৪

নগেন্দ্রাণাং যথা মেরুশৃঙ্গমো বৈ ব্যবস্থিতঃ ।

ভারকাণাং যথা চন্দ্রঃ প্রভুত্বেন মহাতপে ।

দেবতারা সকলেই অবনতদেহ ও বদ্ধাঙ্গলি হইয়া নিস্তান্ত কোতুহল বশতই মহাদেবের থাক্যে একান্ত মনোনিবেশ করিয়া ত্রলভ নন্দাদেবীর কৃতান্ত শ্রবণ করিতে লাগিলেন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবগণ ! হিমালয়পর্বত অতি রমণীয় । উহা বিবিধপাদপে সুশোভিত এবং উহাতে অসংখ্য সিদ্ধ, অপ্সরা ও কিন্নরী-গণ বাস করিয়া থাকেন এবং ঋষিগণ তপোমু-ঠানের জন্ত এই গিরিবর হিমালয়ের আশ্রয় নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকেন । ঐ স্থানে যে কয়টি পবিত্র শুভ-তীর্থ-স্থান ও যে চারিটি পবিত্রতম স্থান আছে, যথায় গমন করিলে জীবের আর সংসারযাতনা ভুগিতে হয় না, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ভৈরব, কেদার ও রুদ্রালয় এই তিনটী অতি শুভ শিবতীর্থ ইহাদের বিষয় পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ; এবং চতুর্থ হিমালয়ে নন্দাতীর্থ । মর্ত্যালোকে পঞ্চম আর কোন পবিত্র স্থান নাই । এক্ষণে নন্দাতীর্থেই কলবর্ণন করিতেছি । যেমন নদী-সমূহের মধ্যে গঙ্গাই প্রধান, তেমনি ভগবতী নন্দাদেবী সর্বশ্রেষ্ঠা, হে মহাতপে ! সুমেক

তীর্থানাঞ্চ তথা নন্দা প্রভুত্বেন ব্যবস্থিতা ॥ ২৫

গ্রহাণাঞ্চ যথা ভানুঃ প্রভুত্বেন ব্যবস্থিতঃ ।

তদ্বৎ ক্ষেত্রং মহাদেবী নন্দায়াঃ পরমেশ্বরী ॥ ২৬

যগেন্দ্রাণাং প্রভুত্বৎ সুপর্ণো অচলাচ্ছক্রে ।

তদ্বৎ তীর্থং মহাদেবী নন্দায়া উত্তমং প্রিয়ে ॥ ২৭

ঋষীণাম্ যথা বন্দ্যঃ কশ্যপো ভৃগুশ্চৈব চ ।

নন্দাতীর্থং মহাদেবী বন্দ্যং পুণ্যঞ্চ কীর্তিতম্ ॥ ২৮

যোষিতানাং যথা ভদ্রে রাজ্ঞৌ হং সুরনারায়কে ।

দেবতানামহং দেবী নন্দাতীর্থং তথা প্রিয়ে ॥ ২৯

তস্মাৎ কিং বহুনোক্তেন বর্ণিতেন পুনঃপুনঃ ।

মোক্শস্থানং যথা দেবী অনোপমাং সুরাচিত্তে ।

অনোপমাং তথা তীর্থং নন্দায়াঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩০

পৃথিব্যাঞ্চ স্থিতো বাপি নন্দাঃ দেবীঃ প্রবীৰ্ত্তয়েৎ

মুচ্যন্তে সৰ্বাপপেভ্যো যঃ স্মরেন্ত্যাবিতান্বনঃ ॥ ৩১

নন্দাস্থানং নরাঃ প্রাপ্য ন তে প্রাকৃতমাত্মনাঃ ॥

যেমন পর্বতের মধ্যে উত্তম, চন্দ্র যেমন তার-সমূহের অধিপতি, তেমনি নন্দাতীর্থ তীর্থ-সমূহের মধ্যে উত্তম । হে পরমেশ্বরী ! সূর্য্যোদেব যেমন গ্রহগণের অধিপতি, সেইমত নন্দাক্ষেত্রই সর্বোত্তম এবং গুরুত্ব যেমন পক্ষীদিগের রাজা, হে প্রিয়ে ! নন্দাক্ষেত্র সেইমত সর্বোত্তম, কশ্যপ ও ভৃগু যেমন ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে দেবি ! নন্দাক্ষেত্র সেই মত সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও পূজনীয় । ১৫—২৮ । হে সুরেশ্বরী ! তুমি যেমন জীলোকের রাজ্ঞী এবং আমি যেমন দেবগণের প্রভু, তীর্থ সমুদয়ের মধ্যে নন্দাতীর্থকে সেই-মত জানিবে । হে দেবি ! ঐ বিষয়ে বারং-বার বেনী আর কি আর কি বর্ণনা করিব ? যেমন সংসারে কানীক্ষেত্রের তুলনা আর কোথাও হয় না, হে পরমেশ্বরী ! তদ্রূপ নন্দাতীর্থকেও অল্পম বলিয়া জানিবে । যে কোন ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকি-য়াও নন্দাদেবীর মাধব্যা কীর্তন করে তাঁহাকে চিন্তামাত্র করে, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি, সকল পাপ হইতেই বিমুক্ত হইয়া থাকে । যাহারা ঐ নন্দাক্ষেত্রে নিত্য অবস্থান করে,

যে ব্রহ্মন্তি চ তৈবৈব অনিবর্ত্তপথে স্থিতাঃ ।

অশ্বমেধকলং তেষাং নরাণাস্তু পদে পদে ॥ ৩৩

যে যুতাস্ত পদে দেবৌকুণ্ডে বা নরপুঙ্গবাঃ ।

ন তেষাং বিদ্যাতে মৰ্ত্ত্যে পুনরাগমনং প্রিয়ে ॥ ৩৪

তস্মাৎ কিং বহনোক্তেন নন্দাযাং যৎকলং প্রিয়ে

সৰ্ব্বতীৰ্থেষু যৎ পুণ্যং সৰ্ব্বযজ্ঞেষু যৎ কলম্ ॥ ৩৫

সৰ্বদানেষু যৎ প্রোক্তং তপশ্চাত্ত্রায়ণাদিভিঃ ।

কোটি কোটিগুণং কৃত্বা যৎ পুণ্যং সকলং ভবেৎ

নন্দাসন্দর্শনাদেবি ভবতে ত্ববি চারণাৎ ॥ ৩৬

দেবুবাচ ।

অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তপশ্চাত্ত্রায়ণাদিকম্ ।

দেব্যাঃ সন্দর্শনার্থাথ বার্থমেতৎ তথাগমাঃ ॥ ৩৭

পরমেশ্বর উবাচ ।

ন ভয়ং নৈব লোভো মে স্নেহো বা সুরবন্দিতে

অন্ধত্বং বাথ দীনত্বং যেনাহমুযতো ক্রবম্ ॥ ৩৮

তপোযজ্ঞেষু দেবানাং সম্ভর্গণবিধির্নতঃ ।

তাহারা মানব হইলেও দেবতার রূপান্তর ।

যাহারা সেই পুণ্যক্ষেত্র নন্দাতীর্থে গমন করে,

সেই মানবগণের প্রতি-পাদবিক্ষেপে অশ্বমেধ

যজ্ঞের কল লাভ হয় এবং যদি কাহারও ঐ

তীর্থে গমন করিতে পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, হে

প্রিয়ে! তাহাকে আর এই মর্ত্যভূমিতে

আসিতে হয় না। হে দেবি! এ বিষয়ে

আর অধিক কথা কি বলিব, সকল যজ্ঞের

অনুষ্ঠানে যে কল হয়, সকল তীর্থে গমন

করিলে যে পুণ্য হয়, চাত্ত্রায়ণাদি কষ্টদায়া

তপস্তায় যে কল এবং অসীম দান করিলে যে

কল, এই সমুদয়ের কোটী কোটী গুণ করিলে

যে পুণ্যসংখ্যা হয়, একমাত্র নন্দাদেবীকে

দর্শন করিলেই তাহা নিঃসন্দেহে লাভ করা

যায়। দেবী কহিলেন, হে নাথ! তব

দেখিতেছি, অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞ ও

চাত্ত্রায়ণাদি যে সকল তপস্তা আছে এবং যে

কিছু তজ্জোক্ত ক্রিয়াকলাপ আছে, সে সমুদয়

কোনমতেই নন্দাদর্শন-পুণ্যের যোগ্য হয় না।

২১—৩৭। পরমেশ্বর কহিলেন,—হে সুর-

বন্দিতে! আমার ভয়-লোভ-স্নেহাদি নাই।

তে চ ব্রহ্মাদয়ো ভদ্রে তৈবৈব নন্দা অভিহুতা ।

যোহসাবনাতিমধ্যাস্তঃ শিবঃ শক্তিময়ঃ পরঃ ।

তস্মৈব পরমা নন্দা সৰ্বকিঞ্চিদনাশনৌ ॥ ৪০

তৎপ্রভাবেণ প্রাপ্নোতি তপোযজ্ঞাদিকং কলম্

মজ্জাণাং দেবশক্তীনাং ন বিচারো বরাননে ॥ ৪১

কালিকাহস্তবাক্যানি গ্রহভূতবিষাপহা ।

এবং কলিযুগে ঘোরৈ যস্মিন্ দেহন্তরা নরাঃ ॥ ৪২

ভুঞ্জন্তি দর্শনাৎ কস্তা তস্ত কিং তপসাদিকম্ ।

অশ্বমেধাদিকং ভদ্রে যেন ত্বং বিশ্বয়ং গতা ॥ ৪৩

অঙ্গুষ্ঠোদরমাত্রেন বোঢ়ুর্ধ্মগুণিনা কলম্ ।

ন তৎ সহস্রপাষণান্ বহন প্রাপ্নোতি সুনন্দরি ॥

বেদ এবং হি ধর্ম্মাণাং প্রবরো ধর্ম্মদেশকঃ ।

তস্মিন্ সা পূজ্যতে দেবী মানস্তোকেতি বেদম্মা

\* হে ভদ্রে! যজ্ঞ তপস্তা প্রভৃতি কর্ম্মসমূহে

যে সমুদায় দেবতাকে পরিতৃপ্ত করা হয়, সেই

ব্রহ্মাদি দেবগণও নন্দাদেবীর স্তব করিয়া

থাকেন এবং তাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত কিছুই

নাই। সেই শিব-শক্তিময়ী ভগবতী ভক্তের

পাপরাশি দূর করিয়া পরমানন্দ সম্পাদন

করেন। হে বরাননে! লোকে সেই দেবী

নন্দার প্রভাবেই যজ্ঞ-তপস্তাদির কল প্রাপ্ত

হয়, তাঁহারই অন্ত্রগ্রহে মন্ত্রসমূহে দৈবী-শক্তির

আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তাঁহার গুণ-

কৌন্তর্কাদিগের গ্রহ, ভূত ও বিষ-ভয় থাকে

না। এই ঘোর কলিকালেও সেই নন্দা-

সন্নিধানে দেবগণ তাঁহার দর্শন-জনিত পুণ্য-

প্রভাবে অপূর্ব বিষয় ভোগ করিতেছে। হে

ভদ্রে! সেই কস্তাদিগের কোনরূপ তপস্তা

বা অশ্বমেধাদিযজ্ঞের অনুষ্ঠান নাই। হে

সুনন্দরি! ইহাতে তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিও

না। যেমন অতিক্রুদ্র অঙ্গুষ্ঠমাত্র মণি ধারণ

করিলে যাদৃশ কল হয়, সহস্র সহস্র প্রস্তর বহন

করিয়াও সে কল পাওয়া যায় না, তেমনি

অসংখ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা একবার নন্দার

দর্শনে অধিক পুণ্য হয়। সকল ধর্ম্মোপদেশো-

গুলে পাঠ্যম্ আছে।

দেবীবাচ ।

লোকানাং মনোজ্ঞান উদ্যোতনং প্রতি প্রভো  
পূৰ্বপক্ষাণ্যং নাথ সমাগ্ যাত্রাং নিবোধয় ।

পরমেশ্বর উবাচ ।

মাসে ভাদ্রপদে দেবি শুক্লপক্ষে ত্রয়েৎ সদা ।  
ভক্তেচ্ছা জীবনেষাঢ়ে অন্তথা ন কদাচন ॥ ৪৮  
তেষাঞ্চ চন্দ্রনাগস্ত পীড়াং কুৰ্য্যাৎ শুলোচনে ।  
ন গচ্ছন্তি সুরাঃ সিদ্ধাঃ কিং পুনর্নাগমাদয়ঃ ॥ ৪৯  
বিষবাতহতাঃ কেচিদ্ধিমবাতপ্রপীড়িতাঃ ।  
বিস্মৃত্যন্তে নরা দেবি যান্তি দেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫০  
পাপকর্যা নরা যে তু গণাধ্যক্ষো নিবারয়েৎ ।  
শেষান্ বৈ চন্দ্রনাগস্ত নিত্যং রক্ষন্তি ভদ্রগতঃ  
কপিলঃ পিঙ্গলশ্চৈব ধূমকেতুর্মহাবলঃ ।  
সৌমকশ্চন্দ্রনাগস্ত রক্ষন্তি বলদর্পিতাঃ ॥ ৫১  
নিত্যং রক্ষন্তি তৎ তীর্থং পঞ্চকোটিসমবীতম্ ॥

দিগের শ্রেষ্ঠ বেদ-শাস্ত্রই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ,  
যাহাতে স্বয়ং বিধাতা বার-বার নন্দাদেবীর  
প্রশংসা করিয়াছেন। দেবী কহিলেন,—  
বিভো! লোকের মনোজ্ঞান-সম্পাদক যাত্রা  
কোন পক্ষাদি সময়ে হয়, তাহা বলুন। পরমে-  
শ্বর কহিলেন,—হে দেবি। বর্ষমধ্যে আষাঢ়,  
জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র এই তিন মাসের শুক্লপক্ষে সেই  
নন্দাকেই যাত্রা করিবে; অপর সময়ে কখন  
যাইবে না। হে শুলোচনে! অন্ত সময়ে গমন  
করিলে তথায় তাহাদিগকে দেবীকঙ্কর চন্দ্রনাগ  
যাতনা দিয়া থাকেন বলিয়া সামান্ত মানুষের  
কথা কি বলিব? দেবতা সিদ্ধগণও তখন গমন  
করেন না এবং যথোক্ত মাসত্রয়ে গমন করিয়া  
যদি কেহ পথিমধ্যে বিষবায়ুতে আহত বা  
হিমবায়ুস্পর্শে নিতান্ত অবশ হইবে, তবে তাহার  
নন্দার অনুগ্রহেই তাদৃশ যাতনা হইতে মুক্তি  
লাভ করিয়া থাকে। যদি কোন পাপী বাস্তি  
গমন করে, তাহাকে গণাধ্যক্ষ যাইতে দেন না  
এবং পুণ্যশীলদিগকে চন্দ্রনাগ অশেষ বিষ-  
বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া লইয়া যান।  
সৌমক, চন্দ্রনাগ, কপিল, পিঙ্গল ও ধূমকেতু  
এই মহাবল-পরাক্রান্ত কয়টি প্রধান দেবীর

উমোবাচ ।

কিং পুরস্ত তু বিস্তারঃ কা সিদ্ধিঃ কা চ রম্যতা  
কো বা বিস্তাস হন্যাণাং কেন বা নিশ্চিন্তানি চ  
কিংপ্রমাণস্ত কস্তানাং কো বেশো বর্ণযৌবনম্ ।  
উদ্যানাঃ কৌদৃশাশ্চৈব দৌর্ধিকা বাপি কৌদৃশী ॥ ৫৫  
কিংবা বদন্তি তাঃ কস্তা নন্দায়াঃ পুরতঃ স্থিতাঃ  
লাস্তস্ত চ কথং প্রাপ্তিস্তাসাং বদ সুরেশ্বর ॥ ৫৬  
কতরেন তপেনৈব মর্ত্যা ভুঞ্জন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।  
কস্মিন্স্ত পূজিতা দেবী কিপ্রং প্রত্যক্ষতাং

ত্রয়েৎ ॥ ৫৭

কস্মিন্ কৈরে জ্ঞাতা সিদ্ধির্নিয়মেন কেন প্রভো!  
লিঙ্গানাং লক্ষণকৈব স্মিন্ সিধ্যন্তি সাধকাঃ ।  
সময়াচ্ কান্ত প্রোক্তা মজ্জোদ্ধারচ্ কৌদৃশঃ ।  
কৌদৃশং যজনং দেব্যা রূপককৈব কৌদৃশম্ ॥ ৫৮  
এতৎ সর্বং যথাস্তায়ং কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৬০

ভৃত্য পঞ্চকোট অল্পচরে পরিবেষ্টিত হইয়া  
নিত্য ঐ তীর্থ রক্ষা করিতেছে। ৩৮—৫৩।  
উমা কহিলেন,—হে প্রভো! নন্দাপুরীর কি  
পরিমাণ বিস্তার, কিরূপ রমণীয় এবং দেবীর  
উপাসনার কিরূপ সিদ্ধিই বা লাভ করা যায়?  
অট্টালিকা সকল কে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে, কি  
প্রণালীতে গৃহ সকল রক্ষিত আছে এবং  
তত্রত্য কস্তাদিগের আকৃতি, বর্ণ ও যৌবন  
কিরূপ? তথাকার উদ্যান ও দৌর্ধিকা সকল  
কেমন? হে দেবদেব! সেই কস্তাগণ  
দেবীর সন্নিধানে অবস্থান করিয়া কি বলিয়া  
থাকে? তাহাদের কাস্তলাভ কিরূপে সংঘটিত  
হয় এবং কিরূপ তপস্তা করিয়া মানবগণ সেই  
কস্তাদিগকে উপভোগ করিয়া থাকে? নন্দা-  
দেবীকে কোথায় পূজা করিলে শীঘ্র সাধাৎ  
করা যায়? হে প্রভো! কোন কৈত্রে কোন  
নিয়মের অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ হয়? তাহ  
বলুন এবং কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গের পূজা  
করিলে সাধকগণ সিদ্ধি লাভ করেন? উপা-  
সনার সময় কয়টি? মজ্জোদ্ধার কি প্রকার?  
দেবীর পূজা কিরূপে করিতে হয় এবং তাহার  
মুক্তি কিরূপ? এ সকল বিষয় আপনি অনু-



ঈশ্বর উবাচ ।

নন্দাদেব্যা পুরী রমা ভোগাঢ্যা সুরবাহিতা ।

বসন্তি তত্র বৈ কস্তাঃ সততং মদনাতুরাঃ ॥ ৬১

পাদপদ্মং সদা পূজ্যং নন্দায় বরবর্ণিনি ।

শোচয়ন্তি সদাঙ্গানং নন্দায় অগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ ৬২

অঙ্গপাতজলোদধেন সোদধেন তু বরাঙ্গনাঃ ।

নন্দায়ঃ পাদপদ্মৌ তু অঙ্গসং কলয়ন্তি তাঃ ॥

কন্তকা উচুঃ ।

কিং কার্যং জলক্রীড়ায়ঃ দোলাক্রীড়নকেন কিম্

উদ্যানক্রীড়নৈর্বাপি দ্যুতক্রীড়নকেন কিম্ ॥ ৬৪

পুস্তকবাচনেনাপি কাব্যাধ্যায়িকক্রীড়য়া ।

বীণাশাস্ত্রেণ কিং কার্যং চিত্রপত্রপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৬৫

উন্নতচেষ্টিতং সর্বং পতিহীনং যথা তপে ॥ ৬৬

মৃদঙ্গপট্টৈঃ শব্দৈর্বল্লকীপণবাদিভিঃ ।

নৃত্যবাদিত্রকং সৰ্বং পতিহীনং ন রাজতে ॥ ৬৭

বেণুবীণানিনাদেন বিপক্ষীধ্বনিনাদিতৈঃ ।

কিংবা লঘুকবীণায়াং কার্যং পিঞ্জলকেন কিম্ ।

ব্যাধিতস্ত যথাক্রন্দস্তম্ভং তস্ত্রীধ্বনিঃ স্মৃতা ॥ ৬৮

গ্রহ করিয়া আমাকে বলুন । ৫৪—৬০ । ঈশ্বর  
কহিলেন,—হে প্রিয়ে! নন্দাপুরী অতি  
রমণীয় । বিবিধভোগের স্থান বলিয়া দেবতা-  
গণেরও বাহিতা । তথায় দেব-কন্তাগণ  
কামার্ত্ত হইয়া নিত্য বাস করিতেছে । হে  
সুন্দরি! তাহারা দেবীর সম্মুখে থাকিয়া অতি  
শোকাকুল-মানসে তদীয় পাদপদ্মের অর্চনা  
করিয়া থাকে এবং উক নয়নজলে নন্দাদেবীর  
চরণদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া বলিয়া থাকে—হে  
দেবি! আমাদের জলক্রীড়া, দোলাক্রীড়া,  
দ্যুতক্রীড়া, বনবিচরণ, পুস্তকপাঠ, কাব্যাদি-  
রচনা, বীণাশাস্ত্রপরিচয়, চিত্রলেখন, বেশরচনা  
প্রভৃতি কার্য সকলই নিষ্ফল ; কারণ, স্বীজনের  
পতিবিরহিত কার্য সকলই বাতুলের ক্রিয়া  
মাত্র । পতিবিহীনার মৃদঙ্গ, পট্ট, বল্লকী,  
পণবাদি বাদ্যের পরিচয় ও নৃত্যকার্য সকল  
কিছুই শোভা পায় না । বেণু-বীণাদির বাদ্য,  
বিপক্ষী লঘুক ও পিঞ্জলকাদির ধ্বনি পতি-

অরণ্যকাদিতং সর্বং বিধবানাং সুরেশ্বরি ।

কিংবা রূপেণ কর্তব্যং কিং কার্যং যৌবনে চ

মকরীকরণত্রেচ্চ পয়োধরকপোলয়োঃ ।

ললাটতিলকৈর্বাপি তিস্তৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥

কো বা আগত্য মর্ন্তেহস্মিন যঃ পরিষজ্যমার্জরৈঃ

বত্শ্ববিলেপনৈর্জবৈঃ অগৃদামৈর্ভ্রমরাকুলৈঃ ।

মুকুটৈশ্চ তকৈর্বাপি কিংবা ললাটপট্টকৈঃ ॥ ৭২

যদন্তিস্তিস্থি চিত্রাণাং যন্তনং তদ্বিকলম্ ।

দয়াং কুরু সুরাধিকে নাত্তজাতা সুরেশ্বরি ॥ ৭৩

এবং যাচন্তি দেবেশি ভর্ত্তারং নন্দমন্দিরে ॥ ৭৪

উদ্যানদীর্ঘিকৈর্বাপি প্রমালক্ষুরশোভিতৈঃ ।

কচিৎ ক্ষটিকসোপানৈঃ কচিৎসরকতসঞ্চিতৈঃ ॥

কচিৎক্ষাটিকসমুতৈরিন্দ্রনীলময়ৈঃ কচিৎ ।

তপনীয়োদ্ভবৈঃ পট্টৈঃ কচিৎ বিজয়মঘিতৈঃ ॥ ৭৫

সিতাসিতৈস্তথা রত্নৈঃ শ্রীমুখৈর্ধ্বজৈরপি ।

হীনাদিগের নিতান্ত কর্ণশূল হইয়া থাকে ।  
শীড়িত ব্যক্তির রোদনের স্থায় তস্ত্রীধ্বনিও  
পতিহীনার কর্ণে কুর্কশ বলিয়া অনুভূত হয় ।  
হে সুরশ্রেষ্ঠে! পতিবিহীনাগের রূপ-যৌব-  
নাদি সকলই অরণ্যে রোদনের স্থায় নিষ্ফল  
হইয়া থাকে । এমন কে দয়ালু আছেন যে,  
আসিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা  
সুখিনী করিবেন? গৃহভিত্তিতে চিত্রকর বস্ত্র,  
বিলেপন, চূড়া, মুকুট ও ভ্রমরাকুল মালাদি  
দ্বারা চিত্রকে সুশোভিত করিলেও যেমন  
তাহাতে কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না,  
সেইমত পতিহীনাগের-স্তন-যুগল, ও কপোল-  
দেশে মকরাদি-লিখন ও ললাটে তিলক-  
অঙ্কন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন । হে সুরেশ্বরি!  
আপনি দয়া করুন ; আপনি ভিন্ন এ বিপদে  
রক্ষা করিবার কেহ নাই । হে পার্শ্বতি!  
নন্দামন্দিরে কন্তাগণ এইরূপে দেবীমন্দিরানে  
প্রার্থনা করিয়া থাকে । হে প্রিয়ে! একটা  
দীর্ঘিকার কোন স্থানে ক্ষটিক, কোথাও বা  
য়ারকত, কুজাপি ইন্দ্রনীলময়, কোন স্থানে বা  
কাঞ্চনময় কমল বিকসিত আছে এবং তজ্জ,  
কুক ও রক্ত নানাবর্ণের বিবিধ পক্ষিগণ বিচ-

হংসসারসসঙ্গীতৈজ্যবজ্রবকনাদিতৈঃ ॥ ৭৭  
 নানাপাকগণৈ রম্যৈঃ শোভন্তে দীর্ঘিকা সদা ॥  
 কান্তহীনা মহাদেবি বনে পুষ্করিণীরিব ॥ ৭৯  
 অশোকৈর্বকুলৈর্নাগৈঃ তৈস্তিলকচম্পকৈঃ ॥  
 পুশ্পাগনাগবকুলৈঃ পত্রজেষ্ট্রাকজাম্বুকৈঃ \* ॥  
 জম্বীরৈর্বীজপূরৈশ্চ পুষ্কলৈরুপশোভিতম্ ॥  
 এবমাদিকলৈ রম্যৈঃ সুস্বাদৈরমৃতোপমৈঃ ॥ ৮১  
 লবলীকলককোলৈর্নারঙ্গলকুচৈস্তথা ॥  
 তমালপত্রকপূরৈর্জাতীকলসদাভির্মৈঃ ॥ ৮২  
 সুরপাদপসঙ্কীর্ণঃ সরলৈর্দেবদাকৃতিঃ ॥  
 নানাবল্লীসমাকীর্ণঃ লতাশুল্লমহোষধৈঃ ॥ ৮৩  
 সঙ্গাপুষ্পকলোপেতঃ নিত্যং মুনিমলাপহম্ ॥  
 অধিকে নাথহীনস্ত পৈতৃকং ধাবরপাদপম্ ॥ ৯৪  
 তপনীয়োভবৈর্হৈম্যোভবৈর্কিঙ্কমসপ্রভৈঃ ॥  
 কচিং ফাটিককুটৈশ্চ রাজপটমরৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ৮৫  
 পুশ্পাগমরৈশ্চাষ্টৈঃ কচিদ্বজ্রশুভ্রিতৈঃ ॥

রণ করিতেছে এবং হংস-সারসাদির কণ্ঠস্থ-  
 কর সঙ্গীতরবে ও জীবজীবকাদির নিনাদে ঐ  
 দীর্ঘিকা নিত্যন্ত ভোগস্থান হইলেও কান্তহীনা  
 নারীগণের পক্ষে নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র  
 পুষ্করিণীর স্থায় বোধ হইয়া থাকে এবং  
 অশোক-বকুল, নাগ, তিলক, চম্পক, পুশ্পাগ  
 প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে ও অমৃতের স্থায় সুস্বাদু-  
 কলবান্ জম্বীর, বীজপূরক, জম্বুক প্রভৃতি বৃক্ষে  
 এবং লবলীকল, ককোল, নারঙ্গ, লকুচ,  
 তমাল, কর্পূর, জাতীকল, দাতিম প্রভৃতি কল-  
 বান্ বৃক্ষ-সমূহে সমাকুল এবং সরল দেবদাকৃ  
 প্রভৃতি সুরপাদপে সমাকীর্ণ, বিবিধ লতা, শুল্ল  
 ও ওষধিসমূহে ব্যাপ্ত, নিত্য পুষ্পকলে  
 সুশোভিত, মুনিমার্সের মলাপহ রমণীয়  
 উদ্যানও পতিহীনা নারীদিগের পক্ষে জনশূন্য  
 হিংস্রক-জন্তু-সমাকুল নিবিড় বনের স্থায়  
 প্রতীক্ষমান হইয়া থাকে। হে অধিকে! যে  
 পুরীর কাকনয়ন প্রাসাদ সকল প্রবাল-স্তম্ভ,  
 কুটিক-স্তম্ভ ও বজ্রময় স্তম্ভ কুটিমে সুশো-

বাতাধনোদ্ধমাতৈস্তথা সোপানপটুত্বিত্তিঃ ॥  
 বাদ্যহর্ষোর্বনোরম্যোর্বিন্যঃ গজকর্মসকুলৈঃ ॥  
 ঘণ্টাচামরবিষ্ণুশ্চৈঃ কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতৈঃ ॥ ৮৭  
 বিষ্ণুস্তবস্তসংঘাটৈরাতপত্রবিতাননৈঃ ॥  
 মোক্তিকৈর্দলমাভিচ্চ কচিং অগুনামমণ্ডিতৈঃ ॥  
 মন্দিরৈর্মন্দরাকাটৈর্ময়সস্তারকল্পিতৈঃ ॥  
 বিন্দুভূমিকোপেতৈঃ কিং কার্ষ্যং প্রেতরগৃহৈঃ  
 হেমপ্রাকাররচিতা প্রতোলৌ গজমণ্ডিতা ॥  
 ধ্বজমালাকুলা দেব্যাঃ সিংহদ্বারৈশ্চ শোভিতা ॥  
 বিটম্বাটানকোভূষণা স্বর্গাদ্রম্যতরা পুরী ॥  
 নাথহীনা মহাদেবি রোজায়সপুত্রী রব ॥ ৯১  
 বরং মর্ত্যে চ বনিতা পতিমাশ্রিত্য সংস্থিতা ॥  
 পতিহীনা ন পাতালে অধিকে বহুজীবিকা ॥ ৯২  
 অমৃতং যোজনানন্ত নন্দাদেব্যাঃ পুরী প্রিয়ে ॥  
 কোটি কোটিভিঃ স্ত্রীণাম্ সমস্তাং পুরিতা পুরী

ভিত এবং যাহার গবাক্ষপথে মণিময় হস্তা  
 কোদিত আছে, যথায় বাদ্যগার সকল সর্ব-  
 দাই সঙ্গীতকুশল গজকর্মসমূহে ব্যাপ্ত এবং  
 যাহার সকল গৃহেই ঘণ্টাচামরাদি বিবিধ বস্তু  
 সকল রক্ষিত আছে ও প্রতিগৃহেরই বিতান  
 ও ছত্র সমুদয় ক্ষুদ্রঘণ্টায় ভূষিত রহিয়াছে  
 এবং শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়ানুরের শিল্পকৌশলে  
 নিশ্চিত মন্দরাকৃতি সকল মন্দিরই যুক্তামালা  
 ও পুষ্পমালায় বিভূষিত ও সকল মন্দিরেরই  
 নয়টী করিয়া চূড়া আছে এবং পুরীর  
 চতুর্দিকে স্তম্ভের প্রাচীর, সম্মুখদ্বার গজ-  
 রাজে রক্ষিত, সিংহদ্বার সকল উড্ডীয়মান  
 ধ্বজাবলিতে সুশোভিত আছে এবং গগন-  
 পন্থী গৃহসমূহে যাহার সমধিক শোভাবৃদ্ধি  
 হইতেছে, হে দেবি! সেই স্বর্গাপেক্ষা মনোহর  
 পুরীও কান্তবিহীন স্ত্রীজনের নিকটে ভীষণ  
 মোহময় পুরীর স্থায় হৃৎখেরই কারণ হইয়া  
 থাকে। ৬১—৯১। হে প্রিয়ে! স্ত্রীজনের  
 পক্ষে বরং হৃৎখময় কণ-ধ্বংসী মর্ত্যালোকেও  
 পতিসঙ্গে সুখানুভব করা ভাল, কিন্তু পাতালে  
 পতিবিরহিত হইয়া কলকাল কাটিয়া থাকাও  
 হৃৎখেরই কারণমাত্র। হে দেবি! নন্দাদেবীর

চিত্রাঙ্গরধরাঃ সৰ্বাচিত্রগচ্ছাঙ্গলেনপনাঃ ।

চিত্রমালাধরা নিত্যং চিত্রাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৪

চিত্রাঙ্গরধরাঃ সৰ্বা বিচিত্রগ'তগামিনীঃ ।

নানাবাদ্যরতা নিত্যং নানাগন্ধকৃতংপরাঃ ॥ ১৫

নানাকীড়াপ্ৰসক্তাস্তা নানানাট্যরতাঃ সদা ।

নানাশাস্ত্রার্থসম্পন্না নানালেখ্যরতাঃ স্থিরঃ ॥ ১৬

অক্ষৌণযৌবনাঃ সৰ্বা জরামৃত্যুবিবৰ্জিতাঃ ।

নন্দাপুরবরে কস্তা মধ্যমাধমবৰ্জিতাঃ ॥ ১৭

উমোবাচ ।

রূপাতিশয়সম্পন্না নানাভূষণসম্বিতাঃ ।

কিমর্থং ভূষিতা জাতাঃ কাস্তসৌখ্যবিবৰ্জিতাঃ

ঈশ্বর উবাচ ।

দময়ন্তী তথা সীতা রূপাতিশয়পারগাঃ ।

ভূষিতাস্তেন সজ্জাতাঃ কাস্তসৌখ্যবিবৰ্জিতাঃ ॥

অহল্যা বহুকী জাতা গৌতমস্ত \* তু যৌষিতা

রূপস্ত তু প্রভাবেণ দাসী জাতা তিলোত্তমা ॥

পুরী অমৃত যোজন পরিমিতা এবং ঐ পুরী অসংখ্য নারীজনে পরিপূর্ণা রহিয়াছে । তাহারা সকলেই বিচিত্র বসন ও ভূষণ পরিধান করিয়া বিচিত্র মালাগন্ধ-চন্দনে বিভূষিত হইয়া অতি সুন্দর ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে এবং সর্বদাই গন্ধর্বদিগের সাহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বাদ্য-বাদন করে । তাহারা সকলেই নানাশাস্ত্রে পণ্ডিতা, বিবিধ কৌতুহল বিশেষ নিপুণা এবং অনেক সময়েই অভিনয়-কাঠিও ও চিত্ররচনা-কর্মে ব্যাপৃত থাকে এবং সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থরযৌবন-কল্যাণ জরামৃত্যু-বিরহিত হইয়া নন্দাপুরে, অবস্থান করিতেছেন । উমা কহিলেন,—হে ষাধ! সেই কস্তারা পরমসুন্দরী, অশেষগুণবতী হইয়াও কেবল পুতিমুখে বঞ্চিতা হইয়া কি জন্ত ভূষ করিয়া থাকে, তাহা বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি দেবীরা অসামান্যরূপবতী ছিলেন বলিয়াই পতি-বিচ্ছেদ-সময়ে অত্যন্ত ভূষ পাইয়াছিলেন । গৌতম-বনিতা অহল্যা

কপিলশ্ৰুতি পাঠ্য প্রামাণিকঃ ।

তন্মাক্ষপঞ্চ নেচ্ছন্তি লক্ষণজাতপোধনাঃ ॥ ১০১

অভিরূপেণ স্নানায়ু পুরুষো যৌষিতোহপি বা ।

অথবা সৌখ্যহীনস্ত জায়তে তু মহাতপে ॥ ১০২

নন্দাপুরবরে দেবি কস্তকানাস্ত চেষ্টিতম্ ।

উদাহৃতং ময়া দেবি যথা পৃষ্টং ত্বয়া শ্রিয়ে ॥ ১০৩

পূজান্বানানি বক্ষ্যামি যস্মিন্ সারিধ্যাতাং ত্রয়েৎ

লিঙ্গস্থাং পূজয়েদেবীং স্বাণ্ডলস্থাং তথৈব চ ।

পুস্তকস্থাং মহাদেবি পাত্ৰকে প্রতিমাসু চ ।

চিত্রে বা জিশিখে খড়্গে জলস্থাং বাপি পূজয়েৎ

অগ্নিস্থাং পূজয়েৎ প্রাক্তো হৃদয়ে বা শূশোভনে

এভিঃ স্থানৈর্নন্দাদেবী পূজিতা বরদা ভবেৎ ॥ ১০৬

মম পাত্রে ঋতং যৈশ্চ জ্ঞানং দেবতপোধনৈঃ ।

তেহপি বন্দ্যা হুঃ, যচ্ছিবধর্মপরাযণাঃ ॥ ১০৭

তল্লিঙ্গমাশ্রয়েন্নরী শুক্রাদৌর্যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।

যে পাষাণী হইয়াছিলেন, এক মাত্র সৌন্দর্যই তাহার কারণ । অপর তিলোত্তমা রূপবতী ছিল বলিয়াই দেবতাদিগের দাসী অর্থাৎ স্বর্গবেশী ছিল । এই সকল কারণেই লক্ষণবিন্দু তপস্বিগণ রূপের আদর করেন নাই এবং স্ত্রী বা পুরুষ অতিশয় রূপবান্ হইলে অন্নায়ু হইয়া থাকে অথবা কিছুমাত্র সুখভোগ করিতে পারে না । এই কারণে নন্দাপুরীর রমণীগণ শোক প্রকাশ করিয়া থাকে । হে দেবি! তুমি আমাকে যে রূপ প্রদান করিয়াছ, আমি তদনুসারে তোমার নিকটে সেই কস্তাদিগের তাবৎ বাবহার বর্ণন করিলাম । এক্ষণে নন্দাদেবীর অর্চনা-স্থান কহিতেছি, যে স্থানে পূজা করিলে দেবী সন্নিহিতা হইয়া থাকেন । হে মহাদেবি! বিচক্ষণ ব্যক্তি শিবলিঙ্গ, স্বাণ্ডল, পুস্তক, প্রতিমা, তদীয় পাত্ৰকাষ, তদীয় চিত্রিত পট, খড়্গ, বাণ, সলিল, অনল ও নিজ হৃদয় এই কয় স্থানে নন্দাদেবীর পূজা করিবেন । ইহা শুনে অর্চনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করেন । হে দেবি! এই সমস্ত ঋষিরা আমার নিকট এই সকল বিষয় শুনিয়াছেন, আমি যেখন সকলের পূজনীয়, তদ্রূপ সেই পুরুষ শৈব তপস্বিগণও লোকের

কচাণ্যৈর্ঘৃণ্যং কৃতং তিষ্ঠং বর্জনীয়ং সাধকৈঃ ।  
অঙ্গসৌখ্যপ্রদং প্রোক্তং বেদমতৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্  
সবিকারকম্ সলিঙ্গং ভুক্তভোগ্যং তথৈব চ ।  
জ্ঞাতব্যং সাধবেশ্চৈব সিদ্ধিদাকাপ্যসিদ্ধিদম্ ।  
দেব্যা বাচ ।

সবিকারকম্ যলিঙ্গং বেদমতৈঃ \* প্রতিষ্ঠিতম্ ।  
নির্বিকারবিকারক উক্তং শব্দং স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ১১  
কুর্কস্তু ভক্তিগাংসন্যঃ লোকানাং বাসনাশ্রয়ম্  
হুর্কিজ্যেয়মিদং জ্ঞানং যোগিনামপ্যগোচরম্ ।  
মর্ত্যৈর্জড়ভির্য়েকৈধ কথং বিজ্ঞায়তে প্রভো ॥ ১১  
ঈশ্বর উবাচ ।

সাধু সাধু মহাদেবি রহস্তমিদমুত্তমম্ ।  
যৎ স্মৃতা চোদিতং ভদ্রে ভূধে চ ন চান্তথা ॥  
হুর্কিজ্যেয়ং সুরৈশ্চাপি কিং পুনর্বর্তাজন্ততিঃ ।  
আধিষ্ঠ্যসাধকং জ্যেয়ং হৃদয়ানন্দকারকম্ ॥ ১১৩

পূজনীয় আছেন। মন্ত্রবিৎ সাধকগণ শুক্রাদি  
ঋষিদিগের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গেই অর্চনা করি-  
বেন; কচাদির স্থাপিত লিঙ্গ পরিত্যাগ  
করবেন; কারণ, উহা বৈদিক মন্ত্র-প্রয়োগে  
প্রতিষ্ঠিত হইলেও সবিকার অর্থাৎ উহার  
পূর্বাপেক্ষা অনেক বিকৃতিভাব-পরিবর্তন হই-  
য়াছে বলিয়া উহার অর্চনায় সামান্য ফল লাভ  
হয়। ঐ লিঙ্গ পূর্বে সিদ্ধিদান করিলেও  
একণে তাহা প্রদান করিতে পারেন না, ইহা  
সাধকশ্রেষ্ঠ জানিবেন। দেবী কহিলেন,—হে  
প্রভো! আপনি বলিলেন,—প্রতিষ্ঠিত সবিকার  
ভক্তিপ্রিয় স্বয়ম্ভু মহাদেব অবস্থান করিয়া  
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন; এই  
লিঙ্গবিষয়ক জ্ঞান যোগীদেরও হুর্কিজ্যেয়, তাহা  
কুদ্রব্ধি মানবে ক্রুরপে জানিতে পারিবে  
বলুন ॥ ১২—১১১। ঈশ্বর কহিলেন,—হে  
মহাদেবি। তোমার এই অতি রহস্ত প্রসঙ্গ  
তিনিয়া বারংবার সাধুবাদ দিতেছি। তুমি  
যাহা বলিলে, তাহাই স্থির। কারণ দেবতারাও  
ইহার যথার্থ জানিতে অক্ষম, সামান্য জীব

\* যজ্ঞহীনমিতি পাঠান্তরম্ ।

ইন্দ্রিয়াকাণ্ড ঔশুক্যঃ দদাতি লিঙ্গদর্শনে ।  
সেব্যমানং ততো লিঙ্গং নিত্যানন্দপ্রদায়কম্ ॥  
স্বয়ম্ভু পশুতে নিত্যং বিমানস্থং বরাহনাম্ ।  
ভৈরবং পশুতে নিত্যং ক্রৌঞ্চং মাতৃমণ্ডলে ॥  
উমাহেশ্বরং বাপি স্বপ্নে পশুতে সধকঃ ।  
অনিবর্তিতাধিকারং তল্লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরী ॥ ১১৬  
আক্রামন্তি মহাবিরাঃ সৈন্যৈঃ রাক্ষসাদয়ঃ ॥  
শূচাগারং যথা দেবি আক্রামান্ত নরাঃ প্রিয়ে ।  
অনর্চিতম্ ভুক্তম্ তথা লিঙ্গম্ কামলাঃ ॥ ১১৮  
প্রেতং যথা সুরাধাকে আক্রামান্ত পিশাচকাঃ  
শূচকং ব্যালিলিঙ্গম্ আশ্রয়ন্ত তথা প্রিয়ে ॥ ১১৯  
শ্রীদেব্যা বাচ ।

পর্যাপ্তক কৃতং নৈব তব বাক্যেন শঙ্কর ।  
বিশেষোৎপাদিতো মহৎ স্মৃত্যং গহনং কৃতম্  
স্বস্বরূপা যদা বিয়া রাক্ষসা ভূতনাথকাঃ ।  
ঈদৃশীং তত্ত্বমাস্থায় লিঙ্গং ভুক্তম্ বৈ সদা ॥ ১২১

মানবের কথা কি বলিব! যে লিঙ্গ দর্শন  
করিলে হৃদয়ের আনন্দ ও ইন্দ্রিয়চয়ের ঔশুক্য  
হয়, তাহাতেই ভগবান্ নিত্য প্রতিষ্ঠিত  
জানিবে এবং উহার সেবা করিলে সাধক নিত্য  
আনন্দে নিমগ্ন থাকিয়া নিদ্রাকালে স্বপ্নে  
বিমানচারিণী দেবকন্ঠা এবং মাতৃগণ-মণ্ডলে  
ক্রৌঞ্চমান ভৈরব ও উমা-মহেশ্বর-মূর্তি  
অবলোকন করিয়া থাকেন। হে ত্রিভুবনেশ্বরী!  
উহাকেই অনিবর্তিত-বিকার অর্থাৎ অবিকৃত  
লিঙ্গ বলে। হে প্রিয়ে! যেমন বহুকালাবধি  
জন-সমাগম-বিহীন-ভবনে দৈত্য-রাক্ষসাদি  
আশ্রয় লইয়া নিকটবর্তী লোকদিগের বিষয়  
বিধান করিয়া থাকে এবং যেমন প্রেতদেহ  
পিশাচের আশ্রয় করে, হে সুরেশ্বরী! তেমনি  
বহুকাল হইতে যাহার পূজাদি হয় না, সেই  
বিকৃত অর্থাৎ দেবশূন্য লিঙ্গে বিদ্যকারী  
দৈত্যাди আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহারই নাম  
সবিকার। শ্রীদেবী বলিলেন,—হে শঙ্কর!  
আপনার নিকট বহুতর কথাই শুনিলাম, কিন্তু  
এক বিষয়ে আমার চিত্ত নিত্যন্ত সংশয়িত  
হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি



তদা ভেদপি মনোরম্যং স্থানং কুর্কন্তি শঙ্করম্ ।  
সাধকস্ত সন্ধানন্দং ভেদপি কুর্কন্তি নিত্যশঃ ।  
স্বপ্নাংশ শোভনান্ দেবীসাধকস্ত দদন্তি চ ।  
পূজার্থিনো মহাবীৰ্যাঃ স্ত্রীতিং কুর্কন্তি সাধকে  
প্রভাবয়ন্তি হৃষ্টাঃ বদন্তি বরদা ভব ।

ভক্ত বর্ণনভেনাপি কুতঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥১২৪  
ঈশ্বর উব'চ ।

মহাচোদ্যঃ মগাদেবি অনৌপম্যঃ সুরাচ্ছিতে ।  
ব্রহ্মাদৌরপি দেবেশৈরীদৃশং ন প্রচোদিতম্ ।  
যথাবৎ কথায়িষ্যামি মা বিশ্বাদং কুরু প্রিয়ে ।  
অঘোরাঙ্গং ত্র্যম্বে তস্মিন্ খাদকঞ্চ মহাবলম্ ।  
দংষ্ট্রৈঃ করকরায়ন্তু জলন্তং বিদিশৈদিশৈঃ ।  
পক্ষমেকঃ মহাদেবি যথাস্থানং সুখাবহম্ ॥১২৭  
অর্চ্যমানস্ত তল্লিঙ্গং স্বপ্নং বদন্তি পূর্ববৎ ।  
সবিকারস্ত তল্লিঙ্গমাস্তিসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১২৮  
উদ্বৈগকলহো নিত্যং সখাপালস্ত জায়তে ।  
অর্জাবকথরোষ্ট্রেষ্ঠ আকুটাং পশুতে তদম্ ॥

বিকারী রাক্ষস ও পিশাচাদি অতি সূক্ষ্ম  
শরীর ধারণ পূর্বক অনর্চিত অর্থাৎ শিবশূন্য  
লিঙ্গের আশ্রয় লইয়া নিত্য শিবভোগ্য বস্তু  
ভোগ করিয়া থাকে এবং সেই লিঙ্গকে অতি  
রমণীয় স্থান করিয়া সাধকের পরমানন্দ উৎ-  
পাদন করে এবং সাধকে আশ্রয়্য সুস্বপ্ন  
সকল দেখাইয়া থাকে ও সেই মহাবল-পরা-  
ক্রান্ত পিশাচেরা সাধকের নিত্য পূজা পাইয়া  
তহঁদের অত্যন্ত প্রীত হয় এবং সেই হৃষ্টাশয়েরা  
লিঙ্গদের ঈশ্বরত্ব প্রখ্যাপন করিয়া সাধকে  
বর গ্রহণ করিতে বলে, সেই বাক্যে বিশ্বাসী  
হইয়া সেই দেবশূন্য লিঙ্গে শতকর্ম ব্যাপিয়া  
অর্চনা করিলে সাধকের অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়  
কিনা? ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! হে  
সুরেশ্বর! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহা  
একটী মহৎ জিজ্ঞাসা; ব্রহ্মাদি দেবগণও  
কখন এরূপ জিজ্ঞাসা করেন নাই। হে প্রিয়ে!  
ইহার যথোচিত উত্তর দিতেছি, তুমি তাহা  
মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। প্রথমতঃ অপূজিত  
লিঙ্গে ক্রকচের স্থায় চতুর্দিকে দংষ্ট্রাসমূহে

কৃষ্ণাঘরধরাং নারীং রাজ্যে পশুতি সাধকঃ ।  
তস্মাৎ কিং বহনোক্তেন তল্লিঙ্গং রাক্ষসালয়ম্  
বর্জ্যমীদৃশং প্রযত্নেন মৃত্যুরোগভয়াবহম্ ॥ ১৩১  
উপায়ঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রহীনে প্রতিষ্ঠিতে ।  
স্বরস্তুঃ পঠ্যতে লোকে ন চ তথ্যেন সুন্দরি ॥  
উষরে তু যথা ধাত্তং স্থাপিতং নিফলং ভবেৎ  
লিঙ্গে মন্ত্রবিহীনে তু পূজনং নিফলং ভবেৎ ॥  
উপায়ঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তস্মাপি মৃত্যুভাষিণি ।  
অসন্নং ধারয়েৎ প্রাক্ত আবেশং বাথ পশুতঃ  
স্বয়ন্তুঃ কলিতকাপি কথিতং সিদ্ধিবলাবলম্ ॥  
পবর্গাচ্চ তথৈবর্গে বিপরীতে সুলোচনে ।  
তস্মাপি প্রথমে বর্গে আদিবাজঃ তৃতীয়কম্ ।  
প্রসন্নাত্ম মহাদেবি ইষ্টানিষ্টপ্রসূচনৌ ॥ ১৩৫  
তস্মাৎ কিং বহনোক্তেন স্বয়ং সঙ্কল্পতে প্রিয়ে ॥

প্রজলিত অঘোরাঙ্গ লিঙ্গের সহকারে পূজা  
করিবে, এইরূপে এক পক্ষ ব্যাপিয়া পূজা  
করিলে, পূজকের উপর পূর্বের ত্রায় স্বপ্ন দিয়া  
থাকেন। তাহাকেই সবিকার লিঙ্গ বলে।  
তাহার আরাধনায় অতি শীঘ্র সিদ্ধি পাওয়া  
যায় এবং যে লিঙ্গের পূজায় সর্বদাই উদ্বৈগ  
ও অকারণ কলহ হইয়া থাকে এবং রাত্তিকালে  
ছাগ, মেঘ ও উষ্ট্র ইহাদের অন্ততমে আকুটা  
কৃষ্ণাঘরধারিণী নারীমূর্তি দৃষ্টা হইয়া থাকে,  
অধিক কথা কি বলিব, সেই লিঙ্গই রাক্ষস-  
দিগের আশ্রয়। অতএব তাহার পূজায় মৃত্যু,  
রোগ ও ভয় আসিয়া থাকে, সুতরাং তাহা  
সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্রপ্রয়োগ ব্যতি-  
রেকে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের উপায় বলিতেছি, হে  
সুন্দরি! লোকে শুনিয়া হাস্য করে, কিন্তু  
ইহার যথার্থ্য পাঠ করে না। উষর-ক্ষেত্রে  
ধাত্ত রোপণ করিলে যেমন তাহা ফলহীন হয়,  
তেমনি মন্ত্রপ্রয়োগ-বিহীন প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের  
অর্চনায়ও কোন ফল হয় না। হে মৃত্যুভাষিণি!  
অতএব তাহার সত্বে বালতোছি। (এই  
স্থানে মন্ত্রের উচ্চারণ আছে, কিন্তু তাহা গোপ-  
নীয়) হে দেবি! তাহাতে পূজা করিলে,  
ভগবতী ইষ্টানিষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। হে

আশ্রয়ন্ত্যত্র কুব্জাত আত্মসিদ্ধিপ্রদায়িকে । ১৩৬  
ইষ্টসমসমাকীর্ণজনে ভক্তিরিবর্জিতৈ ।  
ন কুৰ্যাদাশ্রয়ঃ মদ্রৌ দিম্বোহো যত্র জায়তে । ১৩৭  
ন কুৰ্যাদিদিশে তৌর্থে স্নানপানং শিবামুনিঃ ।  
বাপীকুপতভাগং বা প্রাসাদং বা নিকেতনম্ ।  
ন কুৰ্যাদ্বুদ্ধিকামস্ত অনলানিলনৈর্ধতে । ১৩৮  
আগ্নেয়াং মনসস্তাপো নৈর্ধতে ক্রুরকর্মকৃৎ ।  
বান্ধব্যাং বলবিস্তৃক পীয়মাণে জলে প্রিয়ে । ১৩৯  
স্থানস্ত পাবকে ভাগে বাপীকুপতভাগকম্ ।  
অগ্নিদাহং সদা কুৰ্য্যাৎ সমাহুযচতুশ্চদাম্ । ১৪০  
নৈর্ধতে পীয়মানস্ত আশ্রনা হুঃখিতো ভবেৎ ।  
কস্তাপি তজ্জলং পীত্বা পীতিং গৃহ্নাতি কামতঃ ।  
প্রাসাদস্তোত্তরে দেবি বসন্তি নৈব সিদ্ধিদাঃ ।  
বিদিশান্তু চ সর্বান্তু চ্ছায়াক্রান্তাপি নো শুভাম্  
দক্ষিণোন্নতা বা কোণী বাকুণী নৈর্ধতোন্নতা ।  
শুভা চ সিদ্ধিদা নিত্যং সাধকস্ত জনস্ত বা ।

প্রিয়ে! এ বিষয়ে অধিক কথা কি বলিব, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। হিংস্রজন্তু-সমাকুল ভক্তিশূন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না; তথায় আশ্রয় লইলে দিগ্ভ্রম হইয়া থাকে। মদ্রবিৎ কোন অবিজ্ঞাত তৌর্থের বাপী-কুপ-তভাগ প্রাসাদ-নিকেতনাদি নির্মাণ ও স্নান পান করিবে না। বুদ্ধিকাম ব্যক্তি অগ্নি, বায়ু ও নৈঋতকোণে জল পান করিবে না। হে প্রিয়ে! অগ্নিকোণে মনস্তাপ, নৈঋতে রাক্ষ-সের স্তায় ক্রুর-প্রকৃতি ও বায়ুকোণে জলপান করিলে বল-বিস্তের হানি হয় এবং স্থানের অগ্নিকোণে বাপী-কুপ-তভাগাদির জল পান করিলে, মনুষ্যাদি সকল জীবেরই অগ্নিদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে; সে জল পান করিলে, কস্তা প্রগল্ভা হইয়া স্ব ইচ্ছায় স্বামী গ্রহণ করে। ১৩২—১৪২। প্রাসাদের উত্তরভাগে সিদ্ধিদাতৃগণ অবস্থান করে না। সকল কোণেরই ছায়া গ্রহণ করা ভাল নয়। প্রাসাদের দক্ষিণভাগে উন্নত যে ভূমি অথবা নৈর্ধতে বা বক্রণে যে উন্নত ভূমি, তাহাই

স্বব্যাংষ্টৈব প্রবক্ষ্যামি যথা তৈঃ পূজাতে প্রিয়ে  
নন্দা ভগবতৌ দেবৌ সিদ্ধিদা সাধকস্ত তু । ১৪৩  
মণিরত্নময়া কার্যা তেয়রূপাময়াপি বা ।  
চন্দনেনাপি কর্তব্য পাত্ৰকে প্রতিমাপি বা ।  
ক্রীপনৌক্রীকমে চাপি দেবদাক্ষময়ী পরা ।  
যতঙ্গুলা চ সা কার্যা পাত্ৰকে পূজয়েৎ সদা ।  
পটন্ত লক্ষণং বক্ষ্যে যথা সিদ্ধাস্তি সাধকাঃ ।  
গ্রন্থিকেশবিহীনে তু অজীর্ণে সমতত্ত্বকে । ১৪৬  
অক্ষাটিতে অচ্ছিদ্রে তু স্থলেনৈব সমালিখ্যেৎ ।  
মঙ্গলারূপিণী কার্যা জয়াদ্যোঃ পরিবারিতা । ১৪৭  
বুদ্ধেন ভবতে বুদ্ধো ব্যাধিতে ব্যাধিতো ভবেৎ  
কুরুপেণ কুরুপস্ত মূর্খেণ তু ন পূজাতে । ১৫০  
লেখকস্ত চ যজ্ঞপং চিত্রে ভবতি তাদৃশম্ \* ।

সাধকের পূজা-কার্য্যে ও খাতাদি-কার্য্যে অতি শুভজনিকা হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! এক্ষণে যে সকল বস্তু দ্বারা নন্দাদেবীর পূজা করা হইবে, সে সকল বলিতেছি, হে দেবি। যাহাতে ভগবতী সাধকের সিদ্ধি প্রদান করেন। মণিরত্নময়ী বা সুবর্ণ কি রূপ্যময়ী কিংবা চন্দন দ্বারা তাঁহার প্রতিমা ও পাত্ৰকা-দ্বয় গঠন করিবে; কিংবা বিদ্য দেবদাক্ষময়ী যতঙ্গুল-পরিমিত। মূর্ত্তি ও পাত্ৰকা নির্মাণ করিবে। অপর পটের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহার লক্ষণ বলিতেছি, যাহাতে সাধকেরা শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করেন। পট-নির্মাণক বস্ত্রে কোনরূপ গ্রন্থি বা কেশাদি থাকিবে না ও তাহা জীর্ণ হইবে না; সকল সূত্রগুলি সমানভাবে থাকিবে। অক্ষাটিতে অচ্ছিদ্র স্থলে রাখিয়া চিত্রে মঙ্গলময়ী নন্দার মূর্ত্তি জয়াদি সখীগণের সহিত চিত্রিত করিবে। চিত্রকর বুদ্ধ হইলে চিত্রিত পটেরও বার্কক্য দৃষ্ট হয়, পীড়িত লেখকে লিখিলে আলেখ্যেরও পীড়া অমুদৃত হয়, লেখক কুরুপ হইলে আলেখ্য ক্রীড়ন হয়

\* তন্ত বর্ষপ্রভৃষ্টন্ত যাদৃগ্ভবতি তাদৃশম্  
ইতি পাঠান্তরম্ কচিৎ ।

খড়্গস্ত লক্ষণং বক্ষ্যে ত্রিশিখস্ত চ সুন্দরি ।  
নাশ্তশস্ত্রোস্তবং কাৰ্য্যং যুহ্নলোহময়ং পি বা ॥ ১৫২  
ক্ষুটিতং খণ্ডিতং হুয়ং সত্রণং সন্ধিতং তথা ।  
যুহ্নলোহে অপূজ্যস্ত সন্ধিতে মরণং ভবেৎ ॥ ১৫৩  
সত্রণেহপি হি হুজ্রোগো রেখয়া পাতকৌ ভবেৎ  
ভাৰ্য্যা যাতা তথা পুত্ৰা ত্রিয়স্তে খণ্ডিতেন তু ।  
হুয়েন লাঘবং লোকে দীর্ঘেণাপি হুসিদ্ধিদম্ ।  
অস্তশস্ত্রোস্তবেনাপি ভবতে মরণং ক্রবম্ ॥ ১৫৫  
পঞ্চাশদঙ্গুলং খড়্গং ত্রিশিখঞ্চ সুরেশ্বরী ।  
ঈদৃশং কারয়েৎ প্রাক্ত আভিসিদ্ধিকলপ্রদম্ ॥ ১৫৬  
কুত্বা তু পূৰ্ব্ববদ্ যাগং শাস্ত্রদৃষ্টেণ কৰ্ম্মণা ।  
আমতেৎ সৰ্ব্বদ্রব্যানি খড়্গাদ্যানি সপ্তপঞ্চধা ॥

এবং মূৰ্খ লেখকের লিখিত পটে দেবীর পূজা  
হয় না। চিত্রকর যেরূপ অবস্থায় থাকিবে,  
পটেরও তাদৃশ রূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। হে  
সুন্দরি! এক্ষণে অস্ত্র পূজাধার খড়্গ ও  
ত্রিশূলের লক্ষণ বলিতেছি। নানা অস্ত্র  
গলাইয়া কিংবা অস্ত্র যুহ্ন লোহ দ্বারা উহার  
গঠন করিবে না। কোন স্থানে খণ্ডিত কি  
ক্ষুটিত (চিড়-যাওয়া), ক্ষুদ্র কি ছিদ্র-বহুল  
কিংবা সন্ধিত (জোড়া) করিবে না। যুহ্ন  
অর্থাৎ কোমল নূতন লোহে নিৰ্ম্মিত খড়্গাদিতে  
দেবীর পূজা করিবে না। জোড়া দেওয়া  
অস্ত্রে পূজা করিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। কোন  
রূপ ত্রণযুক্ত অর্থাৎ উচ্চাবচ খড়্গাদিতে পূজায়  
হুজ্রোগ জন্মিয়া থাকে। রেখাযুক্ত অস্ত্রে  
পূজায় কেবল পাপই সঞ্চিত হয় এবং খণ্ডিত  
অর্থাৎ জোড়া দেওয়া অস্ত্রে পূজা করিলে  
পূজকের স্ত্রী পুত্র ও জননীর মৃত্যু হয়।  
খৰ্ব্বাকৃতি খড়্গাদিতে পূজায় লোকসমাজে  
খৰ্ব্ব হইতে হয় এবং অতি দীর্ঘে কোনরূপ  
সিদ্ধি পাওয়া যায় না। অস্ত্র অস্ত্র গলাইয়া  
নিৰ্ম্মিত খড়্গাদিতে পূজায় পূজকের শীঘ্র মৃত্যু  
হয়। হে সুরেশ্বরী! শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পঞ্চদশা-  
ঙ্গুলি পরিমিত খড়্গ ও ত্রিশূলে পূজা করিলে  
সাধকের শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। প্রথমে  
শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পূর্বের স্তায় যাগ করিয়া

অথ সৰ্বৈর্ধজেন্দেবীং নন্দাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ।  
শাকযাবকপিণ্যাককীরানী ভিকাদোহপি বা ।  
কন্দমূলকলানী বা জপং কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৮  
অস্তরিতোপবাসেন অথ নস্তেন বর্তয়েৎ ।  
ত্রিরাত্রৈণ তু বর্তেত অথ চান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥ ১৫৯  
হোময়েন্নকমেকস্ত আজ্যমিশ্রস্ত গুগ্গুলম্ ।  
অথবা ত্রীকলৈর্বাপি হোমং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৬০  
ত্রিলক্ষণ মতেৎ খড়্গং ত্রিশূলং পাকলক্ষিকম্  
খড়্গেন ভবতে রাজা মধ্যে খেচরচারিণাম্ ॥ ১৬১  
ত্রিশূলেণ সুরেশাণো ভবতে নাদ্র সংশয়ঃ ।  
পূৰ্ব্বমেব ত্রয়ো লক্ষ্যান্ জপং কুত্বা সমারভেৎ ।  
অন্তথা তু মহাদেবি হোমং নৈব তু কারয়েৎ ।  
সময়াং সংপ্রবক্ষ্যামি যৈস্তষ্টিদক্ষণং মতেৎ ॥ ১৬৩  
শৈবান্ পাণ্ডপতান্ বাপি মহাব্রতপরান্ পি বা  
কুমারিকাঞ্চ তন্তুতান্ ভোজয়েৎ পূজয়েৎ সদা ॥

খড়্গাদি পূজাধার বস্ত্রনিচয় গ্রহণ করিবে।  
পরে ত্রিভুবনেশ্বরী নন্দাদেবীকে প্রণাম করিয়া  
পূজা করিবে। সাধক প্রথমতঃ শাক, পিষ্টক,  
পিণ্যাক, কীর, কন্দ, মূল বা কল মাত্র ভক্ষণ  
করিয়া পর তিন দিন নস্ত-ভোজন, পর তিন  
দিন ভিক্ষালব্ধ যে কিছু ভক্ষণ, শেষ দিনত্রয়  
উপবাস, এইরূপ ব্রত ও চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান  
করিতে থাকিয়া জপ করবেন। পরে যুত-  
মিশ্রিত গুগ্গুলুদ্বারা অথবা যুতাক্ত বিষপত্র  
দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এক লক্ষ হোম করিবেন।  
এইরূপ তিন লক্ষ হোম করিয়া খড়্গকে এবং  
পঞ্চ লক্ষ হোম করিয়া ত্রিশূলকে পূজাধার  
করিয়া পূজা করিবে। খড়্গে পূজা করিলে  
খেচরদিগের মধ্যে রাজা হইয়া থাকে।  
ত্রিশূলে অর্চনায় দেবতাদিগেরও প্রভু হয়,  
ইহাতে সন্দেহ নাই। হে মহাদেবি! প্রথমে  
তিন লক্ষ জপ করিয়া তবে হোম আরম্ভ  
করিবে; জপ করিয়া না হইলে হোম করিতে  
বসিবে না। এক্ষণে পূজকের অবস্ত্র অমুষ্ঠের  
আচার সকল বলিতেছি, যেরূপ আচারে  
থাকিলে, ভগবতী পূজকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া  
থাকেন। শৈব পাণ্ডপত বা বিশিষ্ট ব্রতচারী

নান্যং হ্রীণামকান্ তত্তান \* ন নারীং

তাভ্যেৎ কচিৎ ।

প্রত্যেকের চাক্রোশেদ বিবস্ত্রাং নৈব কারয়েৎ ॥

প্রস্থগাং † নৈব পশ্চত্ত তাত্যমানাং নিবারয়েৎ

মুত্রং পুরীষং কূর্বন্তীং ন পশ্চত্ত জুগুপসয়েৎ ॥

নৈব তাং স্তূজয়েন্নরী যদীচ্ছেচ্ছাশতং পদম্ ॥

মজ্জন্তি যোষিতো যত্র শৌচং কূর্বন্তি যত্র বা ।

উদ্বহন্তি জনং যত্র যন্তীর্থং পূজয়েৎ সদা ॥ ১৬৮

মুত্শদন্তকাষ্ঠানি তস্মিন্স্তীর্থে নিবেদয়েৎ ।

সুখপাদাবাচয়ন্ত তন্তীর্থং কারয়েদ্ বৃধঃ ॥ ১৬৯

অনেন তুষ্যতে দেবী নন্দা চানন্দচারিণী ॥ ১৭০

বস্ত্রং পত্রং তথা ভক্ষ্যং কলং পুষ্পং বিলপনম্ ।

নানাকঙ্করণং দেবী যৎকিঞ্চিজ্জলদায়িকম্ ॥ ১৭১

ও দেবীভক্ত ও কুমারীদিগকে সর্বদা পূজা করিয়া ভোজন করাইবে । শ্রীজনের নির্দিষ্ট ভক্ষ্য-ভোজন করিবে না, কদাচ শ্রীলোককে তাড়না করিবে না বা তাহাদের উপর আক্রোশ করিবে না, বিবস্ত্রা করিবে না, নিদ্রিতা নারীকে দেখিবে না, কেহ তাহা-দিগকে তাড়না করিলে নিবারণ করিবে । মুদ্র পুরীষাদি পরিত্যাগ করিতে থাকিলে, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, কোনরূপে শ্রীজনের নিন্দা করিবে না এবং মজ্জবিৎ যদি আপনার পরকালে অবিনাশী স্থান ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগকে অবশ্য ভোজন করাইবেন । যথায় শ্রীজনে অবগাহন করে বা শৌচ করে কিংবা যে স্থানের জল তুলিয়া থাকে ও যে তীর্থকে সর্বদা পূজা করে, তথায় মুস্তিকা, ভস্ম বা দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে না । পণ্ডিত ব্যক্তি সেই স্থানে যাহাতে শ্রীজনে অনায়াসে পাদচারণাদি করিতে পারে, তাহা উপায় করিবেন । ইহাতে আনন্দময়ী নন্দা-দেবী তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য হইবেন । হে প্রিয়ে ! যে ব্যক্তি পত্র, কল, গন্ধ, পুষ্প

\* শ্রীণাং তথা ভক্ষ্যমিতি কচিৎ পাঠঃ ।

† প্রযজ্যমিতি বা পাঠঃ ।

নন্দামুদ্ভিষ্ট দাতব্যং তুষ্যতে তেন সা প্রিয়ে ॥

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানানি যানি তু ।

যন্নিরান্নাধিতা দেবী কিপ্রং ভবতি সিদ্ধিদা ॥

মন্দারং শতশৃঙ্গঞ্চ ত্রিকূটং পর্বতং তথা ।

বিদ্যো গঙ্গাসরিদ্ যত্র রেবতী যমুনাপি বা ॥

পয়োকৌ অম্বরার্থে তু অথবা কুণ্ডলেম্বরে ।

শঙ্করেম্বরামেশে অথবা অমরেম্বরে ॥ ১৭৫

বেত্রবত্যাস্তটে রম্যে হরিশ্চন্দ্রে তথা প্রিয়ে ।

সরস্বতীতটে পুণ্যে সুগন্ধাস্মাতনেহপি বা ॥ ১৭৬

স্থানেষু জপং কুর্ধ্যানন্দাতদাতমানসঃ ॥ ১৭৭

ভৈরবং শূলভেদক চণ্ডীশং ত্রিপুরাস্তকম্ ।

অষ্টচক্রঞ্চ ক্রোকেশং কপালাকোণানামকম্ ।

অজাবিকথরোষ্ট্রাখ্যং স্থানান্তেতানি বর্জয়েৎ ॥

ব্রহ্মস্মাপি ভবোচ্ছিন্নমেভিঃ স্থানৈর্মহাতপে ।

উদ্বেষগঃ কলহো নিত্যং ব্রতভঙ্গং বিনাশকৃৎ ॥

বস্ত্র অলঙ্কার ও নানাবিধ পেয় ও ভক্ষ্যবস্তু সকল নন্দার উদ্দেশে প্রদান করে তাহার প্রতি তিনি বিশেষ প্রীতি থাকেন । হে দেবি অতঃপর সিদ্ধিস্থান সকলের উল্লেখ করিতেছি, যে যে স্থানে নন্দাদেবীর অরাধনা করিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায় । শতশৃঙ্গযুক্ত মন্দার, ত্রিকূট বিষ্ণুপর্বত এবং যে স্থানে গঙ্গা যমুনা ও রেবতী নদী প্রবাহিতা আছেন, এবং অম্বর, কুণ্ডলেম্বর, শঙ্করেম্বর, রামেশ্বর ও অমরেম্বরতীর্থ বেত্রবতীর সুন্দর তট, সরস্বতীর তট, সুগন্ধাসমোপে ও হরিশ্চন্দ্র তীর্থ এই সকল স্থানে সাধক নন্দামূর্তি হৃদয়ে রাখিয়া জপ করিবেন এবং ভৈরব, শূলভেদ, চণ্ডীশ, ত্রিপুরাস্তক, অষ্টচক্র, ক্রোকেশ, কপাল ও উগ্র নামক স্থানে এবং অজা, অবি, থর, উষ্ট্র যথায় সর্বদা বিচরণ করে, সেই সকল স্থানও জপ-কার্যে বর্জন করিবে । ১৭১—১৭৮ । তপোধনে ! এ সকল স্থানে জপ ব্রহ্মাকর্ষক কৃত হইলেও মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং উদ্বেষগ-কলহাদি হইয়া ব্রতভঙ্গ হইয়া থাকে । অতএব সাধক পূর্বোক্ত কল্যাণকর স্থানে বসিয়াই সাধন করিতে থাকিবেন ।



তুভাভিধানকৈঃ স্বানৈকুজ সাধনমারভেৎ । ১৮০  
চতুর্থী চাষ্টমী চৈব নবমী বা চতুর্দশী ।

গুরুপক্ষে তু কর্তব্যং দেব্যা যজ্ঞনমুত্তমম্ । ১৮১

ততো নন্দীশ্বরো গচ্ছেদহোরাত্রস্ত কারয়েৎ ।

স্নাত্বা গঙ্গানদীতীরে কৃৎস্না চ উদকক্রিয়াম্ । ১৮২

নন্দাদেবীং নমস্কৃত্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

চুড়িকাসঙ্কমে স্নায়ান্নাপাতকনাশনে । ১৮৩

পিণ্ডগঙ্গা কুশং গঙ্গা তত্র স্নাত্বা তু গানবঃ ।

দেবানাং তর্পণং কুর্য্যৎ পিণ্ডং পিতৃবু দাপয়েৎ

স্বস্তেন মধুনা বাপি শত্ৰুনা শুভ্রবিমিশ্রিতান ।

তিলোদকং ততো দত্ত্বা কুশোদকসম্মিশ্রিতম্ । ১৮৪

ওঁ পিতৃভ্যাঃ স্বাহা । ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বাহা । ১৮৫

ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ উমামহেশ্বরেভ্যঃ স্বাহা । ১৮৬

পিণ্ডং দত্ত্বা ইমৈর্মন্ত্রৈঃ প্রণিপত্য ক্রমাপয়েৎ ।

এবং দেবি বিধিঃ কৃৎস্না কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ।

নন্দাগঙ্গাং পুনঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিদৈঃ ।

গুরুপক্ষের চতুর্থী, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী  
তিথিতেই দেবীর অর্চনা আরম্ভ করিবেন।  
দেবনদী গঙ্গাতে স্নান করিয়া পিতৃলোকের  
তর্পণ করিয়া নন্দাদেবীকে প্রণাম করিলে  
সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। চুড়িকা  
নদীর সঙ্গমস্থানে স্নান করিলে, মহাপাতকা-  
দিরও ধ্বংস হইয়া থাকে। এইরূপ পিণ্ডগঙ্গা  
ও কুশগঙ্গায় স্নান করিয়া, দেব-তর্পণ সমাধা  
করত বক্ষ্যমাণ নিয়মে পিতৃলোক উদ্দেশে  
স্বত, মধু ও শুভ্র মিশ্রিত শত্ৰুর পিণ্ড দান  
করিবে। প্রথমতঃ সর্বলোদক মাত্র দিয়া ওঁ  
পিতৃভ্যাঃ স্বাহা, ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ  
প্রপিতামহেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বাহা,  
ওঁ উমামহেশ্বরেভ্যঃ স্বাহা মন্ত্র প্রয়োগে  
প্রত্যেক কুশোদক-মিশ্রিত পুরোক্ত পিণ্ড  
প্রদান করিয়া নমস্কার করত ক্রমা প্রার্থনা  
করিবে। হে দেবি! এইরূপ বিধানে পিণ্ড  
দিলে, নিজের শত-সংখ্যক কুল স্বর্গে গমন  
করে। পুনরায় নন্দাসমীপচারিণী গঙ্গাতে

ততো বৈতরণীং গঙ্গা স্নানং তত্রৈব কারয়েৎ ।

দেবানামুদকং দত্ত্বা পিণ্ডং তত্রৈব দাপয়েৎ ।

মহাদেবীং নমস্কৃত্বা স গচ্ছেদহস্তরাং দিশম্ । ১৮৭

মহাগণপতিং দৃষ্ট্বা পূজাং কৃৎস্না বিধানবিৎ ।

গচ্ছেদায়তনং দিবাং দেব্যা ভবনমুত্তমম্ । ১৮৮

পূজাং কৃৎস্না বিধানজ্ঞো যাবৎ প্রণতবিগ্রহঃ ।

তাবৎ তং গগনে দেবী বিমানহা সवासবা ।

অভিনন্দতে তং ধন্তং নরেন্দ্রপুণ্যতাজনম্ । ১৮৯

নন্দাদেব্যাশ্চরণাজং যেন দৃষ্টং সুদুর্লভম্ ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ শান্তং ভুবনোত্তমম্ । ১৯০

অনেনৈব তু দেহেনু দেব্যাঃ পূজন্ত জায়তে ।

কার্ত্তিকেঃ সমো ভূত্বা মহাবীৰ্য্যপরাক্রমঃ । ১৯১

তিষ্ঠতে সূচিরং কালং যৎপ্রসাদেন সূত্রতঃ ।

তদন্তে ব্রজতে মোক্ষং ভুক্ষা ভোগান্

যথেষ্পিতান্ । ১৯২

দেব্যা দক্ষিণমূর্ত্তৌ তু মূলমন্ত্রং জপেদ্ বৃধঃ ।

দর্শনং জায়তে তন্ত সাধকস্ত ন সংশয়ঃ । ১৯৩

স্নান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত  
হইবে। পরে বৈতরণীতে বাইয়া স্নান করিবে,  
সে স্থানেও দেব-তর্পণ করিয়া, পিতৃলোককে  
পিণ্ড দিবে। অনন্তর নন্দাদেবীকে নমস্কার  
করিয়া তথা হইতে উত্তরদিকে গমন করিবে,  
তথায় বিধিযুক্ত ব্যক্তি মহাগণেশকে দর্শন  
করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর ত্রিভুবন-সুন্দর  
দিবা দেবীভবনাভিমুখে গমন করিবে, যে  
বিধিযুক্ত পুরুষ তথায় নন্দাদেবীর পূজা করিয়া  
দেহ অবনত করত অবস্থান করেন, হে দেবি!  
অন্তরীক্ষচারী দেব-দানবগণ সেই পুণ্যবান  
ধন্ত পুরুষকে অভিনন্দন করিয়া থাকেন।  
১৭৯—১৯২। অতি দুর্লভ নন্দাদেবীর পাদ-  
পদ্ম বাঁহার নয়নগোচর হয়, তিনি সকল পাপ  
হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন এবং  
হে সুব্রতে! আত্মার অমুগ্রাহে এই শরীরেই  
কার্ত্তিকের স্নায় মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া ভগ-  
বতীর তনয়রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন  
এবং তথায় বহুকাল থাকিয়া বিবিধ অভি-  
লষিত ভোগ্য ভোগ করিয়া শেষে মুক্তিপদ

শুভ্র, হরধরাং নারীং রাজ্যো পশুতি সাধকঃ ।  
 তাং দৃষ্ট্বা জায়তে সিদ্ধিরনিমাদিগুণাষ্টকম্ ॥১১৭  
 দেব্যাঃ প্রদক্ষিণং কৃৎস্বা কুণ্ডল চ বিশেষতঃ ।  
 ধ্যাত্বা দেবীং ততঃ কুণ্ডে প্রবিশেদ্যন্তঃস্থজলে ।  
 পৌরুষস্বং জলে ভজ্য ভাসং নৈব তু কারয়েৎ ।  
 পশুতে কণমাত্রেণ ত্রীমুখং স্বারমুত্তমম্ ।  
 নানারত্নময়ং দিব্যং হেমপ্রাকারতোরণম্ ।  
 মণ্ডপে তিষ্ঠতে দেবী দ্বারস্থাগ্রে সুশোভনে ।  
 পূর্ণকুণ্ডাশ্চ সৌবর্ণাশ্চ তপন্নবমণিতাঃ ।  
 নির্মিতা বিশ্বকর্ষেণ সর্বরত্নময়াঃ শুভাঃ ॥ ২০১  
 মণিহেমময়ৈঃ স্তম্ভৈর্বিমানৈর্ধ্বজশোভিতৈঃ ।  
 যৌক্তিকদামমালাভির্নিম্মালাভির্মানিতম্ ॥ ২০২  
 ঘণ্টাচামরশোভাত্যামাতপত্রৈর্বিভূষিতম্ ।  
 সৌবর্ণা মুরজাশ্চ তিষ্ঠন্তে মেঘনিবনাঃ ॥ ২০৩  
 ইন্দ্রনীলপরিচ্ছন্নং বিচিত্রমণিচর্চিতম্ ।

শালভজিকপুষ্পৈশ্চ রত্নপঙ্কজশোভিতম্ ॥ ২০৪  
 পারিজাতকমালাভিঃ সমস্তাং পরিবারিতাম্ ।  
 নন্দা ভগবতী দেবী প্রতিমারূপধারিণী ॥ ২০৫  
 তিষ্ঠতে মণ্ডপদ্বারে সহস্রভূজভূষিতা ।  
 সর্বাযুধধরা সৌম্যা পুষ্পমালাবিভূষিতা ॥ ২০৬  
 দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গী বৃক্ষমারুণবিগ্রহা ।  
 কুণ্ডলৈঃ কটকেয়ূরৈর্মুকুটাদিবিভূষিতা ॥ ২০৭  
 তাং দৃষ্ট্বা তু মহাদেবীং প্রতিমারূপধারিণীম্ ।  
 তস্তাঃ প্রদক্ষিণং কৃৎস্বা প্রণিপত্য শিরেণ তু ॥ ২০৮  
 তস্তাগ্রে তিষ্ঠতে চান্তা জয়া চ প্রতিহারিকা ।  
 দৃষ্ট্বা তু সাধকং বীরং হৃষ্টতুষ্টী প্রভাষতে ॥ ২০৯  
 স্বাগতং তে মহাবীর পুণ্যভাজো মহাতপাঃ  
 তিষ্ঠন্তু সাধক্য অত্র যাবৎ প্রত্যাগম্যাম্যহম্ ॥  
 পৃচ্ছামি ভগবতীং দেবীং তুভ্যাকৈব প্রবেশনম্  
 এবমুদতে দেবী জয়া দ্বারস্থ পালিকা ॥ ২১১

প্রাপ্ত হন। যিনি দেবীর দক্ষিণ মূর্তিতে মূল-  
 মন্ত্র জপ করেন, সেই সাধকের দেবীর সহিত  
 সাক্ষাৎ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। দেবী  
 তাঁহাকে রাজ্যকালে গুরুবসনা স্ত্রীমূর্তিতে দর্শন  
 দিয়া থাকেন, তদর্শনে সাধকের অনিমাди  
 যত্নবর্ষের সহিত মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।  
 সিদ্ধিলাভের পর দেবী ও দেবীকুণ্ডের প্রদ-  
 ক্ষিণ করিয়া দেবীকে চিন্তা করিতে করিতে  
 কুণ্ড-সলিলে মৎস্যের স্থায় প্রবেশ করিবে,  
 জলে প্রবিষ্ট হইয়া ভীতভাব প্রকাশ করিবে  
 না, প্রত্যুত পরাক্রম প্রকাশ করিবে, তথায়  
 কিছুক্ষণ থাকিয়াই নানারত্ন-খচিত সুবর্ণ-  
 প্রাচীরে বেষ্টিত একটি পরম সুন্দর ত্রীমুখ-  
 দ্বার দেখিতে পাইবে। হে সুন্দরি। সেই  
 দ্বার সম্বন্ধিত মণ্ডপে দেবী অবস্থান করিতে-  
 ছেন, সম্মুখে বিশ্বকর্ষা কর্তৃক নির্মিত চলপূর্ণ  
 ও আত্মপদ্মবে সুশোভিত অসংখ্য রত্ন ও  
 কাঞ্চনে গঠিত কুণ্ড স্থাপিত আছে এবং সেই  
 মণ্ডপের মণি-খচিত কাঞ্চনস্তম্ভসমূহে মুক্তামালা  
 ও মণিমালায় সুশোভিত পতাকাযুক্ত চন্দ্রাতপ  
 সকল প্রসারিত রহিয়াছে এবং ঘণ্টা চামর ও  
 আতপত্র সকল বিরাজিত রহিয়াছে। মেঘের

স্থায় গজদ্বার-শব্দকারী সুবর্ণ নির্মিত বাদ্য  
 সকল বিদ্যমান আছে। মণ্ডপদ্বারে বিচিত্র  
 মণি-খচিত ও রত্নকমলে সুশোভিত এবং  
 চতুর্দিকে পারিজাতপুষ্পের মালায় পরিবৃত  
 মণিময় পুতলিকায়ুগলে বিরাজিত ইন্দ্রনীল-  
 মণিময় সিংহাসনে ভগবতী নন্দাদেবী সহস্র  
 বাহু বিস্তার করিয়া প্রতিমারূপে বিরাজ  
 করিতেছেন। সেই শাস্তিময়ী পুষ্পমালায়  
 বিভূষিত হইয়া নানা অস্ত্র ধারণ করিয়া  
 আছেন। তাঁহার দেহ কুঙ্কমে রঞ্জিত ও  
 চন্দনে চর্চিত রহিয়াছে। তিনি কটক-কুণ্ডল-  
 কেয়ুর-মুকুটাদি ভূষণে অলঙ্কৃত আছেন। সেই  
 প্রতিমারূপিণী মহাদেবীকে দর্শন করিবামাত্র  
 প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। তাঁহার  
 সম্মুখে জয়াদেবী অবস্থান করিয়া প্রতিহারীর  
 কার্য্য করিতেছেন। তিনি সাধককে দেখিবা-  
 মাত্র তাহার সাহসে স্তম্ভষ্টা ও আনন্দিতা হইয়া  
 বলিবেন,—হে মহাবীর! আপনি সুখে  
 আসিয়াছেন? হে পুণ্যশীল সাধকগণ! আপ-  
 নারা কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করুন, আমি  
 নন্দাদেবীর নিকট হইতে আপনাদিগের এ

গতা শীঘ্রস্ত দেব্যায়াঃ সমাপং বদবর্ণিনা ।  
জাহ্নুত্যাং ধরণীং গয়া জয়া বদতি হর্ষিতা ॥২১২  
জম্বোবাচ ।

আগত্য মর্ত্যলোকেহাস্মিন দ্বারে তিষ্ঠন্তি সাধকাঃ  
ক্রিয়তে সাম্প্রতং কিস্ত আদেশং দদ অদ্বিকে ।  
বিহস্তু ভগবতী নন্দা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১৩  
দেব্যাবাচ ।

যথা তৈঃ পাদপদ্মস্ত মদীয়ং হৃদয়ে কৃতম্ ।  
মযাপি চ তথা ভদ্রে সাধিকা হৃদয়ে স্থিতাঃ ।  
মা বিধারয় তান্ দ্বারে \* দ্বারতস্ত প্রবেশয় ।  
হুষ্টেহুষ্টমনা দোব জয়া হারিতমাগতা ।  
আগত্য সাধকানাস্ত সগৌপহা প্রভাষতে ॥ ২১৫  
জম্বোবাচ ।

ভো ভো বীর মহাসমু তুভ্যাং দেবী বরপ্রদা ।  
ততস্ত বিদিতং বীর অমরৈর্ভক্তবৎসলৈঃ ।  
হুষ্টেহুষ্টমনাঃ সর্বা নির্গতাস্ত বরাঙ্গনাঃ ॥ ২১৭

স্থানে প্রবেশের অল্পমাত লইয়া আসিতেছি ।  
দ্বাররক্ষিক। জয়াদেবী এই কথা বলিয়া অতি  
শীঘ্র নন্দা-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জাহ্নুদ্বয়  
ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া সানন্দে কহিলেন,—হে  
অদ্বিকে ! মর্ত্যলোক হইতে ভক্তগণ আসিয়া  
দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আমি কি  
করিব, তাহা আদেশ করুন । তজ্জবনে  
ভগবতী নন্দা ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন,—  
হে ভদ্রে ! উহারা যখন আমার পাদপদ্ম  
হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, তখন আমি ও এই  
সাধকদিগের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিতেছি ।  
সুতরাং এই বীরগণকে আসিতে নিষেধ করিও  
না, শীঘ্র প্রবেশ করাও । হে পার্শ্বীত ! তখন  
জয়া ভগবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দত-  
মনে অতি শীঘ্র সাধকদিগের সন্নিধানে  
আসিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে মহাবল  
বীরগণ ! নন্দাদেবী আপনাদের উপর সন্তুষ্টা  
হইয়াছেন । ইহা বলিয়া জয়াদেবী তাহা-

\* মা বীরং বারমাতং দ্বারে ইতি কাচিৎকঃ  
পাঠঃ ।

চামরৈঃ কনকদণ্ডৈশ্চ চ্ছত্রৈর্নণিবিভূষিতৈঃ ।  
অর্ঘ্যহস্তাস্তথা চান্ধাঃ পুষ্পহস্তাস্তথাপরে ॥ ২১৮  
এ গচ্ছাস্ত ততঃ কস্তা বিদ্যালঙ্কারভূষিতাঃ ।  
কুঙ্কমাণ্ডুরগন্ধৈশ্চ লিপ্তাঙ্গাঃ স্তম্বনোহরাঃ ॥ ২১৯  
ভিলকৈরর্কচন্দ্রৈশ্চ হেমরত্নবিভূষিতাঃ ।  
নানাংকারসম্পন্নাস্ত সর্বাঃ পীনপয়োধরাঃ ॥ ২২০  
পদ্মাকবপুষঃ সর্বাঃ প্রিয়ঙ্গুচম্পকোপমাঃ ।  
নীলোৎপলদলশ্রামা অন্তা বিদ্যাংসমপ্রভাঃ ॥  
কামরূপাস্তথা চান্ধা গজেন্দ্রগতিবিক্রমাঃ ।  
পূর্ণচন্দ্রাননাঃ সর্বাঃ সর্বাস্তামৃতসম্ভবাঃ ॥ ২২১  
অর্ঘ্যং পাদ্যং ততো দত্ত্বা ভাষ্যোত্যাংফুল্ললোচনাঃ  
স্বাগতং তে মহাবীর এহি গচ্ছাম সাধক ॥ ২২৩  
এবমুক্তা ততঃ কস্তা প্রবিশান্ত পুরোত্তমম্ ।  
হেমপ্রাকারদীপ্তং তং মণিতোরণভূষিতম্ ॥ ২২৪

দিগকে দ্বারে প্রবেশ করিতে দিলেন । তখন  
নন্দাসমীপচারিণী দেবকস্তাগণ মর্ত্যবাসী ভক্ত-  
দিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আনন্দ ও  
সন্তোষে নিমগ্ন হইয়া সকলেই সম্মুখে আসিয়া  
উপস্থিত হইল । তাহাদের মধ্যে কেহ বা  
সুবর্ণদণ্ডযুক্ত চামর, কেহ বা মণিখচিত ছত্র  
ধারণ করিতেছে । কাহারও হস্তে অর্ঘ্য, কেহ  
বা দিবাভূষণে ভূষিতা হইয়া পুষ্পরাশি লইয়া  
উপস্থিত হইয়াছে ; সকলেই কুঙ্কম অণ্ডুর  
চন্দনাদি দ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিয়া বিবিধ  
রত্ন ও সুবর্ণের অলঙ্কারেই ভূষিত রহিয়াছে ;  
ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভিলকে ভূষিত রাখিয়াছে  
এবং কেহ বা সপাঙ্গে পদ্ম আকীর্ণ করিয়া  
চম্পক প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি কুসুম ধারণ করিয়াছে ;  
কাহারও রূপা নীলপদ্মের স্তায় শ্রাম, কেহ বা  
বিদ্যুতের স্তায় গৌরবর্ণা, কেহ বা ইচ্ছানুসারে  
রূপান্তর গ্রহণ করিতে সমর্থ, কেহ বা গজ-  
গামিনী । সকলের মুখ পূর্ণচন্দ্রের স্তায় পরম  
সুন্দর । তখন সেই ঈদব-সম্ভবা কস্তাগণ সমা-  
গত ভক্তদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া  
বিস্ফারিত লোচনে কহিল,—হে মহাবীর  
সাধকগণ ! আপনারা সুখে আসিয়াছেন ত ?  
একপে আমরাদিগের সাহিত আগমন করুন ।

দিব্যগন্ধর্বগানাত্যং দিব্যবাহ্য সমাকুলম্ ।  
 ইন্দ্রনীরপরিচ্ছন্নং বালার্কীয়ুতসম্ভ্রতম্ ॥ ২২৫  
 ধ্বজমালাকুলং সর্বং ময়ূরচ্ছত্রভূষিতম্ ।  
 পদ্মরাগময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ কচিং ফাটিকময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ  
 বিক্রমোৎখলন্তথা চাত্তৈর্নানারতুময়ৈস্তথা ।  
 মুরজবাদ্যশব্দৈশ্চ শব্দকাহলানশ্বনৈঃ ॥ ২২৭  
 গেয়ৈশ্চ মধুরৈর্দিব্যৈঃ শ্রোত্রৈশ্চিয়মনোহরৈঃ ॥  
 কন্তানাং গীতশব্দেন নিত্যং প্রমোদিতং পরম্ ।  
 দৃশ্যতে মণ্ডপং রম্যং নাগদন্তাবল্লীষিতম্ ॥ ২৮  
 পদ্মরাগপরিচ্ছন্নং চামরৈরুপশোভিতম্ ।  
 সিংহাসনস্ত দেব্যায় স্তম্ভং হেমময়ং শুভম্ ॥ ২২২  
 দর্পণৈরর্কচন্দ্রৈশ্চ মোক্তিকহারভূষিতম্ ।  
 অনৌপম্যং মহাদেবি রত্নাকরমিবোধিতম্ ॥ ২৩০  
 উদ্ভাসং মন্দিরং দিব্যং নানাধাতুবিচিত্রিতম্ ।

ইহা বলিয়া তাহার। ভক্তদিগকে সুবর্ণ  
 প্রাচীরে পরিবৃত মণিময় কপাটে সুশোভিত  
 এক উত্তম ভবনে লইয়া যাইল। তথায়  
 গন্ধর্বদিগের দিব্য গীত ও বাদ্যধ্বনি হই-  
 তেছে। কোন স্থান ইন্দ্রনীরময়, কোন স্থান  
 নবোদিত সূর্যের জ্বলন্ত রক্তবর্ণ ও সর্বত্রই  
 ময়ূরপুচ্ছের ছত্র ও পতাকাসমূহে সুশোভিত  
 রহিয়াছে এবং কোন স্থানে পদ্মরাগ-মণির,  
 কোথায় বা ফটিকের, কোন স্থানে প্রবালের,  
 কোন স্থানে বা বিবিধ রত্নের স্তম্ভ সফল  
 শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে বা মুরজ-শব্দ  
 কাহলাদি বাদ্যের ধ্বনি হইতেছে, কোথায় বা  
 কণাসুখকর সুমধুর দিব্য গান হইতেছে। সেই  
 স্থান দেবকন্তাদিগের সেই গীতশব্দে  
 অতীব সুন্দর হইয়াছে। তথায় পদ্মরাগ-  
 মণিনির্মিত ও হস্তদন্তে খচিতরমণীয় এক  
 মণ্ডপ রহিয়াছে। তাহার মধ্যস্থানে  
 নন্দাদেবীর সামান্যক বসিবার জন্ত এক রত্ন  
 সিংহাসন স্থাপিত আছে ॥ ১২৩—২২২। হে  
 মহাদেবি সেই চামর-শোভিত এবং মুক্তাহার,  
 দর্পণ ও অর্কচন্দ্রাকৃতি রত্নে বিরাজিত অমূল্য  
 সিংহাসন দেখিলে বিবেচনা হয় দ্বিতীয় রত্নাকর  
 উদ্ভিগ্না রহিয়াছেন। কন্তাগণ বিবিধ ধাতু-

স্মিংস মণ্ডপং প্রাপ্য কন্তা বচনমববীৎ ॥ ২৩  
 আশ্বিন্ত মণ্ডপে বীর নিমেষঃ 'তষ্ঠ সুব্রত ।  
 স্বয়মাগচ্ছতে দেবী বৎ তুভ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ২৩২  
 এবমুক্তা ততঃ কন্তাঃ প্রবিশন্তি পুরোত্তমম্ ।  
 কৃতাজলিপুটাঃ সর্বাঃ কন্তা বচনমববন্ ॥  
 কন্তকা উচুঃ ।

আগতা মর্ত্যালোনেহাস্মিন দ্বারে তিষ্ঠন্তি সাধকাঃ  
 শরণাগতা মহাদেবি জয়াদেব্যা প্রবেশিতাঃ ।  
 তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্তকানাং সুবেশ্বর ।  
 সিংহমুক্তং ব্রথং দিবাং স্বয়মাক্রহ্য নির্গতাঃ ॥ ২৩৫  
 কন্তাঃ সোপাতিসংস্রজ্য দেবী সহ বিনির্গতম্ ।  
 কাশ্চিদগচ্ছন্তি বৈ কৃপাঃ কাশ্চিদ্বিজান্ত চামরৈঃ  
 নৃত্যন্তি কন্তকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ স্তোত্রং  
 পঠন্তি চ ।

নানাবাদ্যরতাঃ কাশ্চিন্নানা-গীতরতাস্তথা ॥ ৩৩৭

রাগে বঞ্জিত দেব মন্দিরে সেই মণ্ডপনি-  
 ধানে উপস্থিত হইয়া কহিল,—হে সুব্রত  
 বীরগণ! আপনারা মুহূর্তকাল এই মণ্ডপে  
 অবস্থান করুন, দেবী স্বয়ং আসিয়া আপনার  
 অভীষ্ট প্রদান করিবেন। এই কথা বলিয়া  
 তাহার। অভ্যন্তর ভবনে প্রবেশ করিল এবং  
 তথায় যাইয়া কৃতাজলিপুটে ভগবতীকে  
 নিবেদন করিল,—হে মহাদেবি! মর্ত্যালোক  
 হইতে সাধকগণ দ্বারে আসিয়া আপনার  
 শরণাগত হইয়াছে, এক্ষণে জয়াদেবী তাহা-  
 দিগকে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। হে  
 সুবেশ্বর! কন্তাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া নন্দাদেবী সিংহবাহনযুক্ত দিব্য রথ  
 আরোহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার  
 সহিত সহস্রকোটি দেবকন্তাও আগমন  
 করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ আনন্দ-  
 সাগরে মগ্ন হইয়া চলিতেছিল, কেহ বা দেবী-  
 অঙ্গে চামর ব্যঞ্জন করিতেছিল, কেহ নৃত্য  
 করিতেছিল, কেহ কেহ দেবীর স্তব করিতে-  
 ছিল, কেহ বা বাদ্যধ্বনি করিতেছিল, কেহ বা  
 সুলালিত গান করিয়া দেবীর স্তব করিতেছিল,  
 কতকগুলি কন্তা জয় জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া



কাশিকায়জ্ঞানশব্দৈঃ স্তবস্তি পরমেশ্বরীম্ ।

পরিবারিতা কঠৈশ্চ আগতা মণ্ডপে শুভে ॥২৩৮

প্রবিষ্টা মণ্ডপে দেবাত্মান্তরে ভুবনেশ্বরী ।

সিংহাসনোপবিষ্টা তু শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতা ॥২৩৯

জটামুকুটবিস্তৃত্য ভাস্মাকুলিতবিগ্রহা ।

ললাটনয়নোপেক্ষ্য অবণায়তলোচনা ॥ ২৪০

পূর্ণচন্দ্রাননো দেবী পয়োধরস্তরালসা ।

সুনিভহা স্তম্ভা চ সর্কীবয়বশোভিতা ॥ ২৪১

ভূষিতা পট্টমাণিক্যোদিবাগজাহ্নুলেপনা ।

সিন্ধুগদামবনৈশ্চ শোভাত্যা যুগ্মভাষিনী ॥ ২৪২

স্বকান্তিকিরণৌঘেন পুরীষদ্যোত্য সংস্থিতা ॥২৪৩

শ্রীদেবুবাচ ।

প্রবেশ সাধকান্ সর্কানাসনকৈব দীয়তাম্ ।

দেব্যাস্তবচনং শ্রুত্বা অপ্সরা নির্গতা ক্রতম্ ॥২৪৪

অপ্সরা উচুঃ ।

এহি বীর মহাশয় প্রবিশাত্মান্তরে পুরে ।

ভুগ্নে তু তে মহাদেবী বরং তুভাং প্রযচ্ছতি ।

পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিল । ভুবনেশ্বরী  
এইরূপে কস্তাগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া মণ্ডপের  
নিকট উপস্থিতা হইলেন এবং তাহার অভ্য-  
স্তরে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত সিংহাসনে শ্বেত-  
কমলোপরি উপবেশন করিলেন । তাঁহার  
সর্কাক্ষ ভাস্ম আচ্ছাদিত, মস্তক জট ও  
মুকুটে বিভূষিত, ললাট অতি বিভূষিত, নয়ন  
আকর্ণ-বিষ্কারিত, পূর্ণচন্দ্রের স্তায়বদন রমণীয় ;  
স্বয়ং স্তনযুগল ও নিভস্নের ভারে নিতান্ত  
ক্রান্তি বোধ করিতেছেন । তাঁহার সকল অঙ্গই  
অতি সুন্দর ও মাণিক্যে বিভূষিত, গন্ধ-চন্দনে  
অলুপিত এবং সেই যুগ্মভাষিনী শুভ্র পুষ্পমালা  
ও বসনৈ সুশোভিতা থাকিয়া নিজ লাবণ্য-  
রাশিতে পুরী উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান  
করিলেন এবং কহিলেন,—শীঘ্র সাধকদিগকে  
এ স্থানে আনয়ন কর, আসন দিয়া রাখ ।  
দেবীর এই কথা শুনিবামাত্র অপ্সরাগণ নির্গত  
হইয়া ভক্তদিগকে কহিল,—হে মহাবল বীর-  
গণ! আমরাদিগের সহিত শুবনাত্মান্তরে  
আগমন করুন, মহাদেবী আপনাদের প্রতি

কস্তানাং বচনং শ্রুত্বা সাধকো তিষ্ঠতে ততঃ ।

কুতাজলিপুটো ভূত্বা প্রবিশেত্তদনোত্তমম্ ॥২৪৬

দণ্ডবৎ পতিতো ভূম্যাং দেব্যাত্মে চ ব্যবস্থিতঃ ।

সগদগদং বদেদ্বাক্যং কিঞ্চিদাকুলিতেক্ষণঃ ।

সাধক উবাচ ।

অং গতিঃ শরণং দেবি অং মাতা পরমেশ্বরী ।

অহং জন্মান্তরে কীণস্থামেব শরণং গতঃ ॥২৪৮

দেবুবাচ ।

স্বাগতং ভদ্র ভদ্রং তে বরং মে ক্রান্তি সূত্রত ।

এবং সস্তাষিতো দেব্যা সাধকঃ পুণ্যকর্মকুৎ ।

মুক্তা তু মায়াং দেহং দিব্যান্তরণভূষিতঃ ॥২৫০

বালার্কণাং সহস্রস্ত কাস্তৌর্বে ধারয়ন্তি তে ॥২৫১

সুদূরঃ সুভগঃ সৌম্যো মহাবলপরাক্রমঃ ।

ইয়ং রত্নপুরী দিব্যা সর্ককামকলপ্রদা ॥ ২৫২

সাধক অং প্রসাদেন ক্রৌড়য়স্ব যথাসুখম্ ।

স্বন্দতুলাবলো ভূত্বা যাবদাহুতসংপ্র য় ॥ ২৫৩

সন্তুষ্টা হইয়াছেন, বর প্রদান করিবেন । কস্তা-  
দিগের বচন শ্রবণ করিয়া সাধকেরা উঠিলেন  
এবং কুতাজলি হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন  
এবং দেবীর দর্শন পাইয়াই ভূমিতে দণ্ডবৎ  
পতিত হইয়া বিনীতভাবে দেবী-সম্মুখে অব-  
স্থান করিলেন এবং নয়নযুগল ঈষৎ বিষ্কা-  
রিত করিয়া গদগদস্বরে বলিলেন,—হে দেবি !  
আপনি একমাত্র জীবের গতি এবং জগতের  
জননী ও জগতের প্রভু ! আমি মানব-জন্মে  
নিতান্ত কীণ হইয়াই আপনার শরণ লইয়াছি ।  
দেবী কহিলেন,—হে ভদ্র ! তুমি নির্কিয়ে  
আসিয়াছ ? হে সূত্রত ! আমার নিকট  
বর প্রার্থনা কর । পুণ্যশীল সাধক দেবী কর্তৃক  
এইরূপে সস্তাষিত হইবামাত্র মনুষ্যদেহ পরি-  
ত্যাগ করিয়া সহস্র সূর্য্যের স্তায় তেজস্বী মহা-  
বলশালী দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত শান্তিময় পরম  
সুন্দর শরীর ধারণ করিলেন । তখন পুনরায়  
দেবী কহিলেন,—হে সাধক ! তুমি আমার  
অঙ্গগ্রহে ইচ্ছামুরূপ কলদায়িনী এই দিব্যরত্ন-  
পুরীতে যথাসুখে অবস্থান কর এবং কাস্তিক-  
তুলা বলশালী হই । প্রলয়কাল পর্যন্ত পরম-

সাধক উবাচ ।

অন্তঃকৃত্ত ভবিষ্যামি জনহঃখাববর্জিতঃ ॥ ২৫৩

দেবীবাচ ।

কোটিমেক্ষত কন্তানাং তব দত্তস্ত সাধক ।

অমৃতদ্বয়স্ত শেবাণাং কন্তকানাস্ত কাল্পিতম্ ॥ ২৫৪

দেব্যাঃ পাদাঙ্কুজং বন্দ্য সাধকঃ পুণ্যকর্মকুৎ ।

গতো টে । সাধকৈঃ সার্কিঃ কৃত্তমানস্ত মঙ্গলৈঃ ॥

বরং দত্তা মহাদেবী সাধকস্ত মহেশ্বরী ।

প্রাচীণ ভবনং দিব্যং যৎ পুরৈরাপ্যুর্লভম্ ॥

ততঃ কলকলাশবৈঃ কন্তকানাং পুরোত্তমৈঃ ।

ন শ্রীয়েতে পুরে কিকল্পানাবাদিতানঘনৈঃ ॥ ২৫৫

পরিষজাস্তি তে কন্তা ভ্রমরা ইব পক্কজম্ ।

নানাক্রাভাসমাযুক্তা দিব্যকৌপারিবারিতাঃ ॥ ২৫৬

ক্রদন্ত সাধকাস্তাদে যাবদাহুতসংপ্রবম্ ॥ ২৫৭

ঈশ্বর উবাচ ।

কথয়ামি মহাদেবি যথা ভুঞ্জাস্তি তাঃ স্থিয়ঃ ।

সুখে ক্রীড়া কর । সাধক কাহ্নলেন,—হে

দেবি ! আমার যেন আপনাতাই ভক্তি থাকে

এবং জঠরযজ্ঞা আর যেন ভোগ করিতে হয়

না । দেবী কাহ্নলেন,—হে সাধকশ্রেষ্ঠ !

তোমাকে এক কোটি দেবকন্তা প্রদান কর-

লাম এবং তোমার অমৃতচরাদগের জন্ত দুই

অমৃত কন্তা নির্দিষ্ট রাখিল । তখন সেই

পুণ্যাত্মা সাধক মাজলক-বাক্যে অভিনন্দিত

হইয়া দেবীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া অত্যাশ

সাধকগণের সহিত নিজ নির্দিষ্ট ভবনে গমন

করিলেন । মুহূর্ত্তেই নন্দা এইরূপে সাধককে

বর প্রদান করিয়া দেবদুল্লভ দিব্যভবনে প্রবেশ

করিলেন । এদিকে সাধকগণ যে কন্তাস্তঃপুরে

গমন করিলেন, তথায় কন্তাদিগের আনন্দ-

সমুত্তম মধুর শব্দে ও নানাবাদ্য-নিনাদে অন্ত

কিছুই শ্রুত হইল না । ভ্রম সমুদয় যেক্রপ

পদ্মকে আশ্রয় করে, সেইমত তথায় কন্তাগণ

সাধককে আলিঙ্গন করিতে লাগিল । এইরূপে

সাধকেরা দিব্যস্রোত্রে পরিবৃত থাকিয়া মহা-

প্রমত্ত পর্যন্ত বিবিধ ক্রীড়া-সুখ অমৃতভ

ব্রিতে লাগিলেন । ২৫৩—২৬০ । ঈশ্বর

নন্দাপাদার্চনে সক্তা নন্দাশ্রয়ণতৎপরঃ ॥ ২৬১

নন্দাধ্যানরতা নিত্যং নন্দাভক্তিসমাবিতাঃ ।

নন্দাশ্রয়ণসমুদ্রো নন্দাদানৈকতৎপরঃ ॥ ২৬২

নন্দাভক্তজনে ভক্তা নন্দাযাত্রৈকতৎপরঃ ॥

নন্দামন্ত্ররতা নিত্যং ব্রতযাগরতাশ্চ যে ।

পতয়ন্তে ভবিষ্যন্ত কন্তকানাস্ত সুব্রতে ॥ ২৬৩

জলপ্রাকারভূতৈঃ হিমপ্রাকাররক্ষিতম্ ।

চন্দ্রনাগপ্রভাহারং দেবা অজ্ঞামহমকম্ ॥ ২৬৪

অন্তঃপুরং দিব্যমন্তঃপুরেশ্বরদুল্লভম্ ।

নন্দাভক্তজনেভোগাং নিজমন্তঃপুরমিব ॥ ২৬৫

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মন্তোদ্ধারস্ত লক্ষণম্ ।

যজনকৈব দেবীনাং রূপকঞ্চ মহাতপে ॥ ২৬৬

পবর্গাৎ পঞ্চমে বর্গে বাজকৈব তদন্তিমম্ ।

উদ্ধরেত প্রযত্নেত ভিরং টেহারসেন তু ॥ ২৬৭

কাহ্নলেন,—হে মহাদেবি ! তত্রত্য কন্তাগণ

যাদৃশ পুরুষের সহিত বিষয়-ভোগ চরিতার্থ

করে, তাহা বলিতেছি । যাঁহারা নন্দাচিন্তা-

পরায়ণ হইয়া নিত্য নন্দার পাদপদ্মের অর্চনা

করেন, নন্দায় একান্ত ভাক্তমান হইয়া তাঁহারই

ধ্যান করিয়া থাকেন ও নন্দা-শ্রয়ণেই সমস্তাশ

লাভ করেন, নন্দার প্রীত্যর্থ নন্দা-ভক্ত-

দিগকে উত্তম বস্ত্র সকল দান করেন, নন্দা-

বিষয়ক মহোৎসবেই আসক্ত থাকেন এবং

যাঁহারা নন্দা-মন্ত্রে ব্রত-যাগাদি করেন, হে

সুব্রতে ! তাঁহাদিগকেই কন্তাগণ ভক্তি করিয়া

সুখভোগ করে এবং তখন সেই কন্তা-

দিগের ভক্তগণ হিমপ্রাচীরে বেষ্টিত, জল-

পরিখায় পরিবৃত, দ্বারপাল চন্দ্রনাগ কর্তৃক

রক্ষিত, সুরাসুর-দুল্লভ, একমাত্র নন্দা-

ভক্তেরই সুলভ, দিব্য অন্তঃপুরে, নিজ অন্তঃ-

পুরের স্রায়, অবস্থান করিয়া থাকেন । হে

তপোধনে ! অতঃপর নন্দাদেবীর মন্তোদ্ধারের

লক্ষণ, পূজা-পরিপাতি ও রূপ বর্ণন করিতেছি ।

( মন্তোদ্ধার মূল হইতে বুঝা সাধকের কর্তব্য,

কেমনা মন্ত্র গোপনীয় । ) হে দেবি ! অতঃপর

সাধকদিগের হিতার্থে দেবীর ওত পূজা-

পরিপাতি বলিতেছি শ্রবণ কর । প্রথমে

পুনঃ প্রথমং দাতব্যং ভিন্না বৈহায়সেন তু ॥  
 একাদশেন সংভিন্নং বীজং কুর্যাদবরাননে ।  
 তস্তাপি পরমং দেবি \* উক্তয়েৎ প্রথমং পুনঃ ॥  
 তৃতীয়ং † ভূতজেনৈব অবস্থো ন তু যোজয়েৎ  
 পুনর্দ্বিতীয়ভূতস্বং ভেদ একাদশেন তু ॥ ২৭০  
 তস্তাপি পরতনে বর্গে প্রথমস্ত সমুদ্বয়েৎ ।  
 পুনঃচতুর্থভূতস্বং বীজং যত্তেন উক্তয়েৎ ॥ ২৭১  
 কালাখ্যস্ত ততো বীজং ভেদ একাদশেন তু ॥  
 নবাঙ্করা মহাবিদ্যা নন্দায় হৃদয়ঃ প্রিয়ে ।  
 সর্বকামপ্রদা নিত্যং বিদ্যোয়স্ত মহাতপে ॥ ২৭২  
 অঙ্করং যুগ্মযুগ্মক অঙ্গানি তু প্রকল্পয়েৎ ।  
 নবমস্ত ভবেদস্বং কালাখ্যং সর্বসর্গজম্ ॥ ২৭৩  
 অনয়া জপ্যমানস্যা কণ্ঠকাস্ত মহাতপে ।  
 নিত্যং কুর্বাতি আনন্দং নন্দায়াস্ত পুরে তমে ॥  
 অনিমেষেষ্ণুকা নিত্যং রত্নং পশ্চাস্ত সাধকাঃ ।  
 দর্শনেনোৎসুকাঃ সখাঃ কামার্তাঃ কামিনাঃ  
 প্রিয়ে ॥ ২৭৬

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেব্যায় যজনং শুভম্ ।  
 সাধকানাং হিতার্থায় তন্মে নিগদতঃ শ্রু ॥ ২৭৭  
 অনন্তমাপনং কুহা ‡ ধর্মাদাংশ্চ দিনেশয়েৎ ।  
 ততঃ প্রকল্পয়েৎ পদ্যমাপনং প্রণবেন তু ॥ ২৭৮  
 অনন্তাদোনি দেবেশে প্রণবেন প্রকল্পয়েৎ ।  
 তত আবাহয়েদেবীং মূলমন্ত্রেণ সূত্রেতে ॥ ২৭৯  
 শুক্রাধ্বরাং সৌম্যাং জটামুকুটমণ্ডিতাম্ ।  
 নানালঙ্কারশোভিত্যাং সিতভস্মাবগুণ্ডিতাম্ ॥

অনন্তদেবকে আসন দিয়া, ধর্মাদি দেবগণকে  
 প্রণবাদি মন্ত্রপ্রয়োগে পদ্মাসন করিয়া  
 তাহাতে উপবেশন করাইবে । কেবল ওঙ্কার  
 মন্ত্রে তাঁহাদিগের অর্চনা করিয়া, মূল-মন্ত্রোচ্চা-  
 রণে দেবীকে আবাহন করিবে । পরে শুক্রবস্ত্র-  
 ধারিণী, জটা ও মুকুটে বিভূষিতা, বিবিধ  
 অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সর্বাঙ্গে ভস্মাচ্ছাদিতা

\* তস্তাপি চ পবর্গে য ইতি কচিৎ পাঠঃ

† তেনৈবেতি পাঠান্তরম্ ।

‡ দ্বয়েতি পাঠঃ কচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে ।

অভয়বরপ্রদাং দেবীং বরহস্তাং চতুর্ভুজাম্ ।  
 নানাপুষ্পস্তব্ধা ভট্টক্যলৌহচৌম্যৈশ্চ কৈশিকৈঃ  
 পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মহাতোগাজিগীষয়া ।  
 অঙ্গানি পূজয়েৎ পশ্চাদ্ হৃদয়ং বহির্গোচরে ॥  
 ঐশ্বেয়্যাস্ত শিরঃ পূজ্য নৈঋত্যাং পূজয়েৎ  
 বিধাং

কবচং পরমে ভাগে ঐশাঙ্ক্যৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥  
 পূর্বপত্রে জয়া স্থাপ্য বিজয়াং দক্ষিণে স্তম্বে ॥  
 অজিতাং পশ্চিমে পত্রে উত্তরে অপরাজিতাম্ ॥  
 দ্বিভুজাং বালরূপাস্ত রক্তাধ্বরাং সদা ।  
 বাণাগৃহীতহস্তাস্ত নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ২৮০  
 স্বাভিধানাভিধেয়াংশ্চ ভূত্যাংশ্চৈব প্রপূজয়েৎ ।  
 শুক্রাধ্বরাপৃষ্ঠা দক্ষিণে রক্তরূপিণী ।  
 পশ্চিমে পীতরূপা তু উত্তরা কৃষ্ণরূপিণী ।  
 রূপযৌবনসম্পন্নাদিবিভরণভূষিতা ॥ ২৮১

এং হস্ত-সুহৃতে ভক্তের ভয় দূর করিয়া  
 অভীষ্ট প্রদান করিতে উদ্যতা ভগবতী  
 চতুর্ভুজা নন্দাকে এইরূপ ধ্যান করিবে ।  
 অনন্তর বিপুলভোগ কামনায় পরম ভক্তিসহ-  
 কারে বিবিধ পুষ্প ও ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য, চৌম্য  
 এই চতুর্বিধ অন্ন প্রদান করিয়া পূজা করিবে ।  
 দেবীর পূজাস্তে তদীয় অঙ্গদেবতার অর্চনা  
 করিবে । অগ্নিকোণে শিবকে পূজা করিয়া,  
 নৈঋতে শিখার পূজা করিবে ; বায়ুকোণে  
 কবচের পূজা করিয়া, ঐশানভাগে . অস্ত্রের  
 অর্চনা করিবে এবং সাধক পূর্বভাগে জয়াকে  
 রাখিয়া, দক্ষিণে বিজয়াকে রাখিবে । পশ্চিম-  
 ভাগে অজিতাকে স্থাপন করিয়া, উত্তর-  
 ভাগে অপরাজিতাকে রাখিবে । ইহাদিগের  
 ধ্যান করিবে, সকলেই রক্তবস্ত্র পরিধান  
 করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা আছেন  
 এবং সেই দ্বিভুজা কণ্ঠকাগণ বাণাঘ্র ধারণ  
 করিয়াছেন । এইরূপ ধ্যান করিয়া স্ব স্ব নাম  
 উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে । তৎপরে তাহা-  
 দেব ও আবরণদেবতার অর্চনা করিবে । পূর্ব-  
 দিকে শুক্রবসনা, দক্ষিণে রক্তবসনা, পশ্চিমে  
 পীতবসনা, উত্তরে কৃষ্ণবসনা দেবীর পূজা

আজ্ঞাং প্রার্থয়মানস্ত দেবীনাং তদগতা প্রিয়ে ।  
 প্রতিভূত্বা সদা কুৰ্ব্বাৎ কৃতাজ্ঞাপুটো হিতা ॥  
 স্বনামৈঃ পূজয়েদেবী বেদিকাঠৈর্যাবহিতাঃ ॥  
 পশ্চিমাস্তাং জগাদেবীং বরদান্তয়পাণিনীম ॥  
 নন্দানন্দকরী দেবী ভবতে সাধকস্ত তু ॥ ২৮৮ ॥  
 লোকপালান্ স্বনামৈস্তে অস্মাংশ্চৈব প্রপূজয়েৎ ॥  
 প্রতিভাৎ যদা মম্বী মস্ত্রেণ সহ কারয়েৎ ॥  
 কলং ন বিদ্যাতে তন্ত প্রভুহেন যদা হিতঃ ॥  
 আত্মানং প্রাকৃতং মন্ত্ৰেণৈব মন্ত্ৰেণৈব শিবম্ ॥  
 বিধিরেষ সমাখ্যাতঃ কার্যশ্চৈব তু সার্বকৈঃ ॥  
 দিব্যপ্রাকৃতভাবেন পূজ্যমানা মতাধিপে ॥  
 কলদা ভব দেবোশি অন্তর্থা তু ন সিদ্ধদা ॥ ২৯১ ॥  
 পূজাকালে তু কর্তব্যমসানে মন্ত্ররূপিণম্ ॥  
 অস্তথা যন্ত দেবোশি বিদ্যেঃ স পারভূয়তে ॥ ২৯২ ॥  
 এবং কুৰ্ব্বা মহাযোগং সর্বাসাধকপ্রদায়কম্ ॥ ২৯৩ ॥

করিবে সেই সকল রূপবতী যুবতিগণ দিব্য  
 আভরণাবভূষিতা হইয়া জগাদেবীর সম্মুখে  
 কৃতাজ্ঞাপুটে অবহিতা হইয়া তাঁহাদিগের  
 আদেশ অর্পণ করিতেছে । বেদিকার উপরে  
 অবাসিতা দেবীগণকে তন্তুমি উল্লেখ করিয়া  
 পূজা করিবে । জগাদেবী করদ্বয়ে সাধককে  
 বর ও অস্ত্র প্রদান করিয়া পশ্চিমাভিমুখী  
 হইয়া অবস্থান করিতেছেন । নন্দাদেবী  
 এইরূপে পারিবারবর্গের সাহিত সাধকের আনন্দ  
 প্রদান করিতেছেন । লোকপালদিগকে ও  
 তাহাদের অস্ত্রসমূহকে যথানাম উল্লেখ করিয়া  
 পূজা করবে । মন্ত্রাবৎ মন্ত্রের সাহিত দেবতার  
 বিচ্ছিন্নতার বুঝিলে অর্চনার ফলপ্রাপ্ত হন  
 না । আপনাকে নামান্ত্র জীব বুঝিয়া মন্ত্রের  
 উপর শিব-ভাবনা করবে, এই বিধানই  
 সাধক পূজা করিবেন । হে সুরেশ্বর ! দিব্য-  
 ভাব ও প্রাকৃতভাবে পূজা করিলে, ভগবতী  
 নন্দা সাধকের সিদ্ধিদায়িনী হন ; বিপরীতে  
 কোন ফল না । পূজা-কালে যতদূরে মন্ত্রের  
 রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে ; নচেৎ  
 নানাবিধ আশ্রয় তাহার পূজার ব্যাঘাত  
 করে । এইরূপে মহাযোগ নন্দাপূজা করিলে

অতঃপর প্রবক্ষ্যামি মুদ্রালক্ষণমুত্তমম্ ।  
 অঙ্গুলাগ্রাহিতাঃ সর্বা অঙ্গুঠেন ততোপরি  
 নমস্কারা স্মৃতা মুদ্রা দেব্যাঃ সারিধ্যকারিকা ॥  
 অনয়া বক্ষ্যে দেব দেব্যাঃ সারিধ্যাতাং ত্রৈলোক্যে  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নন্দাপ্রশংসা নাম  
 ত্রিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

উমোবাচ ।

নন্দাদেব্যাঃ পুরী দেব জ্ঞাতা মে পরমেশ্বর ।  
 অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি সুনন্দায়াঃ পুরোত্তমম্ ॥ ১ ॥  
 কিং প্রমাণক কন্তানাং প্রবেশক পুরস্ত তু ।  
 কেন মার্গেণ গচ্ছান্তি নরা যে ভাবিতাস্থনঃ ॥ ২ ॥  
 কেন বা তুষাতে দেবী কথং প্রত্যক্ষতা ভবেৎ  
 বিধিরেষ সমাখ্যাহি মম কোতুহলং প্রভো ॥ ৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

সুনন্দায়াঃ পুরী রম্যা অনোপম্যা সুরেশ্বর ।

সকল সিদ্ধিলাভ করা যায় । অতঃপর মুদ্রালক্ষণ  
 বলিতেছি ;— এক হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির  
 উপর, অপর হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি স্থাপন  
 করিলে নমস্কার মুদ্রা হয় । এই মুদ্রা দেবীর  
 সারিধ্যকারিণী । ২৬১—২৬৫ ।

ত্রিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়ঃ

উমা কহিলেন,—হে পরমেশ্বর ! নন্দাদেবীর  
 পুরীর বিষয় জ্ঞাপন করিলাম, এক্ষণে সুনন্দা-  
 দেবীর পুরের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা  
 করিতেছি । তথায় বা কন্তাগণ কি পরিমাণে  
 আছে এবং যে সকল মনুষ্য সুনন্দার ভক্ত-  
 হন, তাহারা কোন্ পথ দিয়া তথায় প্রবেশ  
 করেন এবং কিরূপ আরাধনা করিলে দেবী  
 সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন, হে  
 প্রভো ! ইহার সন্তুষ্টিপ্রদানে আমার কোতুহল  
 দূর করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরেশ্বরী !



তথাপি কথয়িষ্যামি তব কোতুহলং প্রিয়ে ॥ ৪  
নানারত্নোপশোভাঢ্যা নানান্তরণভূষিতা ।  
নানারত্নোজ্জ্বলা দেবি নানান্তস্তনুসঙ্কিতা ॥ ৫  
নানাকবাটবিন্ধ্যস্তা নানামেখলযোজিতা ।  
রত্নসোপানপঙ্কজীভিঃ সুচিত্রা তু বিরাজতে ॥ ৬  
নানাশয্যাসনাদৌর্ণৈর্নানাচামরশোভিতৈঃ ।  
নানাবস্ত্রাবতানৈশ্চ নানাবিমানসঙ্কুলা ॥ ৭  
নানাক্ষবজোজ্জ্বিতা রম্যা নানাঘণ্টানিনাদিতা ।  
নানাদর্পণবিন্ধ্যস্তা নানাসুগন্ধামভূষিতা ॥ ৮  
নানাবর্ণরঞ্জৈঃ কৌণা রম্যা হৈমবতী যমী \*  
ন নিম্না নোন্নতা চাপি সুখপাদপ্রচারদা ॥ ৯  
নানাসরিৎসমাকৌণা নানানিবারকাস্রিতা ।  
নানাপক্ষিগণাজুষ্ঠা হেমদ্রুমলতাকুলা ॥ ১০  
নানাপুষ্পকলোপেতা সুন্দরীভিঃলঙ্কিতা ।  
কামকান্দুকসংযুগ্তা সায়কৈর্বিব্রুচেতসঃ ॥ ১১

সুন্দার পুরী অতি রমণীয়া, সংসারে উহার তুল্য স্থান নাই। তোমার কোতুক নিবারণের জন্য উহার বিষয়ে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। হে দেবি! সুন্দাপুরী বিবিধ রত্নে সমুজ্জ্বল নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা, বহুতর স্তম্ভ কপাট ও মেখলাতে বিরাজিতা আছে এবং রত্ন-সোপানাবলি দ্বারা সুশোভিতা রহিয়াছে। নানা স্থানে অসংখ্য চন্দ্রাতপ, বিমান, চামর, শয্যা ও আসন থাকায় ঐ পুরীর বড়ই শোভা রন্ধি হইয়াছে এবং তথাকার সকল স্থানই সুবর্ণময় ও গৈরিকাদি ধাতুর পরাগে চিত্রিত। চতুর্দিকে দর্পণ ও পুষ্পমালো বিভূষিতা, ঘণ্টা-নিনাদে রমণীয়া, সর্বত্রই ধ্বজশালীনী। ঐ পুরীর কোন স্থানই অধিক নিম্ন বা অধিক উচ্চ নহে। অসংখ্য নদী ও নিবারে পরিপূর্ণা, নানাজাতীয় পক্ষিগণে ও বিবিধ পুষ্পকলে পরিপূর্ণা, সুবর্ণময় বৃক্ষ ও লতাসমূহে সুশো-  
ভিতা আছে এবং ঐ স্থানে মদন-শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত সুন্দরী নারীগণ বিরাজ

\* নানাবর্ণেভ্যাজ নানরত্নেতি হৈমবতীভ্যাজ চ হৈমবয়েতি পাঠান্তরম্।

স্তনোরসি ভরাক্রান্তাঃ প্রস্থলন্তি পদে পদে ।  
কামেন সহস্রালাপং নিত্যং কুর্কন্তি যোষিতঃ ।  
কন্তকা উচুঃ ।  
পাতালপুরসুন্দর্যাঃ কিং প্রযুক্তাস্তলোচন ।  
যথা কামং দহন্তেতি এবং বিশ্বংসিনির্দয় ॥ ১৪  
অল্লানি হীনসন্ধানি অধনানাং মনোভবঃ ॥  
শ্লেচ্ছাপি ন প্রহরন্তি মুক্তা ত্বাং মকরধ্বজম্ ॥ ১৫  
কাস্তং ধ্যাহ্বা কুশোদর্যা একমেবাভিগৃহীতাঃ ।  
ভবন্তি লজ্জিতা ভূয় অবসানে সুরেশ্বর ॥ ১৬  
অনেন মদনার্তাস্ত্র সুন্দর্যাঃ পুরে প্রিয়ে ।  
কথিতা যাদৃশী আর্তিধোষিতানাস্ত সুন্দরি ॥ ১৭  
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেব্যসিদ্ধির্নিবেষিতম্ । \*  
তাবদগচ্ছেদ্যহাতীর্থং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ ॥ ১৮  
গঙ্গাতীরে মহাদেবি পশুতে মকরেশ্বরম্ ।  
তত্র গহ্বা তু মেধাবী ত্রিরাত্রং কারয়েদবুধঃ ॥ ১৯  
ত্রিরাত্রে চৈব সম্পূর্ণে প্রণিপত্য মহেশ্বরম্ ।

করিতেছে। তাহার স্তনভারে আক্রান্ত হওয়ায় প্রতিপাদ-বিক্ষেপে প্রস্থলিতা হইয়া থাকে ও মদনের সহিত নিত্য বক্ষ্যমাণ বাক্য আলাপ করিয়া থাকে। ১—১২। কন্তাগণ কহিল,—হে ত্রিনয়ন! এই পাতাল-পুরবাসী স্ত্রীজনেরা কামের কি অপরাধ করিয়াছে, যাহাতে তিনি এরূপ নির্দয় হইয়া যাতনা দিতেছেন! আর সহ হয় না, আপনি উহাকে দক্ষ করুন। হে মদন! তোমাকেও বলি, এই ক্ষুদ্রপ্রাণ স্ত্রীজনকে তুমি ভিন্ন সন্তাবতঃ নির্দয় কোন শ্লেচ্ছেরও প্রহার করিতে প্রীতি হয় না। হে সুরেশ্বরী! সুন্দাপুরে কন্তাগণ এইরূপে কামার্তা হইয়া কোন পরিচিত পুরুষকে স্বামি-  
ভাবে গ্রহণ করে ও তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বড়ই লজ্জিতা হয়। অতঃপর সুন্দার উপাসনায় কিরূপ সিদ্ধি ও অসিদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছি। হে মহাদেবি! সাধক ঐ দুর্লভ মহাতীর্থে গমন করিয়া গঙ্গাতীরে মকরেশ্বরকে দর্শন করিবেন। তথায় উপস্থিত হইয়া

\* সিদ্ধাসিদ্ধিনিবেষিতমিতি পাঠঃ কাচিৎকঃ।

উত্তরাভিমুখে ভূত্বা অজৈদীশানগোচরম্ ॥ ২০  
 উর্দ্ধযানং ততঃ পশ্চেরদৌ বামে শিলোচ্চয়া \*  
 পিতৃণামুদকং দত্ত্বা কালকূটং অজেৎ ততঃ ॥ ২১  
 কলহংসেশ্বরং নাম শস্তোরায়তনং মহৎ ।  
 তত্রাপি পূজাং কৃত্বা তু প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ।  
 কোশিকায়াং পুরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে নর কিৰ্ব্বিষেঃ ।  
 শূলভেদং ততো গচ্ছেৎ তৎ সুরৈরপি তুল্যম্  
 তত্রাপি পূজাং কৃত্বা তু একচিত্তস্ত সাধকঃ ।  
 তদ্বসন্তবনং গচ্ছেৎ কেদারং যত্র ক্রৌড়িতম্ ॥ ২৪  
 লোকদৃষ্টেন মার্গেণ স গচ্ছেৎ কার্ত্তিকং পুরম্ ।  
 শুভেশ্বরং নমস্কৃত্বা গচ্ছেৎ বৈশ্রবণং পুরম্ ॥ ২৫  
 বৈশ্রবণং নমস্কৃত্বা তত্র রক্ষাং মহেশ্বরীম্ ।  
 অজৈরন্দ্রেশ্বরং দেবমহোরাস্তস্ত কারয়েৎ ॥ ২৬  
 যুগ্মাণ্ডকং গৃহীত্বা তু চক্ৰং তত্র প্রসাধয়েৎ ।

ত্রিরাত্র ব্রত করিবেন । ঐ ব্রত সম্পূর্ণ হইলে  
 মহাদেবকে প্রণাম করিয়া উত্তরাভিমুখে ঈশান-  
 তীর্থে গমন করিবেন, তথায় উর্দ্ধযানকে দর্শন  
 করিয়া তাঁহার বামভাগে শিলোচ্চয়া নদীকে  
 দেখিতে পাইবেন । তথায় পিতৃতর্পণ করিয়া  
 কালকূটে গমন করিবেন । সে স্থানে কলহংসে-  
 শ্বর মহাদেব অতি সুন্দর ও বিস্তৃত প্রসাদে  
 অবস্থান করিতেছেন । তাঁহাকে পূজা ও বারং  
 বার প্রণাম করিয়া কোশিকানদীতে স্নান  
 করিবেন । তাহাতে স্নান করিলে জীবের সকল  
 পাপ দূর হইয়া থাকে । অতঃপর সাধক  
 দেবতারও তুল্য শূলভেদ-তীর্থে গমন করিয়া  
 একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিবেন ; পরে  
 যথায় কেদারনাথ ক্রৌড়া করেন সেই বসন্ত-  
 বনে যাইবেন । তথা হইতে প্রকাশ্য পথ ধরিয়া  
 কার্ত্তিকপুরে গমন করিবেন । তথায় শুভ-  
 কেশ্বরকে প্রণাম করিয়াই, বৈশ্রবণ পুরে  
 যাইবেন । ১৩—২৫ । তথায় বৈশ্রবণদেবকে  
 নমস্কার করিয়াই নন্দেশ্বরে যাত্রা করিবেন ।  
 তথায় অহোরাত্রোপবাস ব্রত করিয়া যুগ্ম-  
 ভাণ্ডে চক্ৰ প্রস্তুত করিবেন ; তাহা ইষ্টদেব,

ভাগং চতুষ্ঠয়ং কৃত্বা দেবারিগুরু-অ/অনি ॥ ৩০  
 ভক্ষয়িত্বা ততঃ প্রাজ্ঞো গচ্ছেৎ তদুত্তরাং দিশম্  
 ততো বৈতরণীং গত্বা স্নাত্বা তু বিধিবৎ

ক্রমাৎ ॥ ২৮

দেবানামুদকং দত্ত্বা পিণ্ডং পিতৃষু দাপয়েৎ ।  
 মহাবিনায়কং দত্ত্বা পূজাং তস্ত প্রকল্পয়েৎ \*  
 দেব্যাশ্রমস্ত সংপ্রাপ্য নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৩০  
 পূর্বভাগে তু কুন্তস্ত ঐশানীং দিশমাশ্রিতঃ ॥ ৩১  
 সুনন্দাক্ষা শিলা তত্র জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিতা ।  
 পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩২  
 নন্দাকুণ্ডং হৃদং তত্র প্রবিশেত্তত্র সাধকঃ ।  
 নন্দাদেবীং নমস্কৃত্য ততো বিজ্ঞাপয়েদ্ বৃধঃ ॥ ৩৩  
 অনিবর্ত্তপথং দ্যৌর্দেহি মে পরমেশ্বরি ।  
 ততঃ সমোপতো গচ্ছেচ্ছিবেন পূর্বচোদিতম্ ॥ ৩৪  
 কৃতাজলিপুটো ভূত্বা প্রবিশেত বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫  
 ধ্বস্তুরপ্রমাণস্ত প্রবিশেৎ স্তবদ্রুতম্ ।  
 প্রবিষ্টাভ্যস্তুরং বীর ঐশানীং দিশমাশ্রিতঃ ॥ ৩৬

অগ্নি ও গুরু প্রত্যেককে এক এক ভাগ দিয়া  
 শ্রবণ একভাগ ভোজন করিয়া উত্তরদিকে  
 গমন করিবেন । ক্রমশঃ বৈতরণী নদীতে  
 উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্নান ও দেবতর্পণ  
 সম্পাদন করিয়া পিতৃলোক-উদ্দেশে পিণ্ড  
 দিবেন এবং মহাবিনায়ককে পূজা করিয়া  
 দেবীর আশ্রমে উপস্থিত হইবেন । তত্রতা  
 কুণ্ডের জলমধ্যে সুনন্দামূর্ত্তি-অঙ্কিত শিলা  
 আছে তাহাতে পরমেশ্বরী সুনন্দাকে গন্ধ-পুষ্প  
 ধূপাদি দ্বারা পূজা করিবেন । তখন সাধক  
 সেই নন্দারূপে প্রবেশ করিয়া নন্দাদেবীকে  
 প্রণাম করত জানাইবেন,—হে পরমেশ্বরি !  
 আমাকে পথপ্রদান করুন, যে পথে  
 যাইলে আর কিরিতে ভয়না । এই বলিয়া  
 কৃতাজলি হইয়া শিব-নির্দিষ্ট পথে গমন  
 করিবেন এবং যৎস্তুর স্তায় অতিক্রম  
 জলাভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া উত্তরদিকে

ধনুস্তরত্রয়ং গহ্বা শ্রীমুখং তত্র পশুতি ।  
 প্রাবিশেৎ তজ্জলাস্তঃশ্বং শ্রীমুখদ্বারমুত্তমম্ ॥ ৩৭  
 ধনুস্তরশতং গহ্বা পশ্চোদামলকং ক্রমম্ ।  
 তৎফলং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো নমস্কৃত্বা মহেশ্বরীম্ ॥  
 তৎফলং ভক্ষমাশ্রয়ে বনৌপলিতবর্জিতঃ ।  
 বলং নাগসংশ্রুতং তৎক্ষণাদেব জায়তে ॥ ৩৮  
 ধনুস্তরশতং গহ্বা প্রাবিশেত ততোহধিকম্ ।  
 দৃশুতে মণ্ডপং রম্যং শুদ্ধহেমময়ং মহৎ ॥ ৪০  
 শুদ্ধফাটিকস্তম্ভাঢ্যং চতুর্দ্বারং মহাপুরম্ ।  
 পদ্মারাগোপরিচ্ছিন্নং পতাকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৪১  
 স্বয়ং তিষ্ঠতি তত্রৈব মহাকালগণাধিপো ।  
 সাধকঞ্চাগতং দৃষ্ট্বা স্বাগতস্তু বদত্যসৌ ॥ ৪২  
 অথ নন্দী বদেদ্বাক্যমুপবেশায় সাধকম্ ।  
 পৃচ্ছামি অধিকাং যাবৎ তাবৎ তিষ্ঠ মহাতপঃ ।  
 ততঃ শীঘ্রং গতো নন্দী সুনন্দায়াঃ সমীপতঃ ॥

নন্দ্যবাচ ।

আগতা মর্ত্যালোবেহাস্মিস্তব পার্শ্বে মহেশ্বরী ॥

ধনুস্তর পরিমাণ পথ আতিক্রম করিয়া  
 শ্রীমুখ-দ্বার দেখিতে পাইবেন, সেই রমণীয়  
 দ্বারে প্রবেশ করিয়া শতধনু-পরিমিত পথ  
 আতিক্রম করিলে আমলক-বন দেখিতে  
 পাইবেন। সাধক দেবীকে নমস্কার করিয়া  
 সেই আমলক-ফল ভক্ষণ করিবে। সেই ফল  
 খাইবামাত্র সাধকের বার্কিকাভাব দূর হইয়া  
 সহস্র হস্তীর বল সাক্ষিত হইবে। তথা হইতেও  
 শতধনু পরিমিত পথ আতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ  
 সুবর্ণময় অতি বিস্তৃত একটি রমণীয় মণ্ডপ  
 দেখিতে পাইবেন। তাহার চারিটি দ্বার আছে  
 এবং উহা ফটিকের স্তম্ভে সুশোভিত,  
 পদ্মরাগ-মণি-খচিত ও পতাকাসমূহে বিরাজিত  
 রহিয়াছে। তথায় মহাকাল ও গণপতি  
 অবস্থান করিতেছেন; তাহারা সাধককে  
 সমাগত দেখিলে স্বাগত-প্রশ্ন করেন এবং  
 দ্বারপাল নন্দী সাধককে বসিতে আসন দেন  
 এবং অধিকাকে তোমার আগমন-বার্তা  
 জানাইয়া আসিতেছি, তুমি কণেক অপেক্ষা  
 কর, ইহা বলিয়া সুনন্দা সন্নিধানে শীঘ্র গমন

সুনন্দ্যবাচ ।

আগচ্ছন্তু মহানন্দী মম ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৪৬  
 দেব্যায়া বচনং শ্রুত্বা ততো নন্দী সমাগতঃ ।  
 সাধকস্ত ইদং বাক্যং বদেদ্বন্দী সুভাষিতম্ ॥ ৪৭  
 ধনোহসি ভো মহাবীর এহি গহ্বাম সাধক ॥  
 অর্ঘ্যং পাদ্যং ততো গৃহ্য কৃত্বা নির্গত্যা বৈশ্মনি  
 কেয়ুভাভরণৈর্দিব্যৈর্মণিকুণ্ডলভূষিতাঃ ॥ ৪৯  
 চম্পকাকারবপুষঃ বর্ণাস্তায়তলোচনাঃ ।  
 নীলোৎপলদলশ্রাঙ্গা নানালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৫০  
 রক্তাহরধা কাঁচিচ্ছূক্লাহরধরাপরা ।  
 পীতাহরধরা চাত্মা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥ ৫১  
 সর্বা যৌবনসম্পন্নাঃ সর্বাঃ পীনপদোদরাঃ ।  
 সর্বাস্তাঃ কামরূপিণাঃ সর্বাস্তায়নসমুদরাঃ ॥ ৫২  
 যশ্চাত্মাশ্চাপ্সরাস্তত্র নির্গতাশ্চ সমস্ততঃ ॥ ৫৩  
 গেয়েশ্চ মধুরৈর্দিব্যৈর্মঙ্গলৈশ্চ মনোরমৈঃ ।  
 চামরৈঃ কুনকদণ্ডৈশ্চ মণিরত্নময়ৈর্দ্বৈতৈঃ ॥ ৫৪

করিয়া বলেন,—হে মহেশ্বরী! মর্ত্যালোক  
 হইতে আপুনার নিকট সাধক আসিয়াছেন।  
 ২৮—৪৫। সুনন্দা কহিলেন,—হে নন্দিন!  
 মদীয় ভক্তাদিগকে আসিতে দাও। নন্দী  
 দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধক-সন্নিধানে  
 উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে মহাবীর ॥  
 সাধক! তুমিই ধনু, যেহেতু দেবী তোমার  
 প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন; তুমি আমার সহিত  
 আইস। তখন তত্রত্য দেব-কন্তাগণ পাদ্য-  
 অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইল। সেই চম্পক-  
 সদৃশ গৌরবর্ণা কন্তারা সকলেই দিব্য-মণিময়  
 কেয়ুর ও কুণ্ডলে বিভূষিতা, তাহাদের নয়ন-  
 যুগল কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত। তন্মধ্যে কেহ বা  
 নীলোৎপলদলেবু স্তায় শ্রামবর্ণা, কেহ বা রক্ত-  
 বস্ত্র, কেহ শুক্লবস্ত্র, কেহ বা পীতাহর পরিধান  
 করিয়াছে। সকলেরই বদন পূর্ণচন্দ্রের স্তায়  
 শোভমান রহিয়াছে, স্তনযুগল অতি সুন্দর এবং  
 কামরূপিণী কন্তা সকলেই যুবতী ও দেবতাগণ  
 হইতেই সমুত্তা হইয়াছে এবং তৎকালে অপর  
 যে সকল অপ্সরোগণ চারি দিক হইতে  
 আসিল, তাহাদিগের কেহ সুমধুর মঙ্গলময়

চামরহস্তা তথা কাচিং পুষ্পহস্তা তথাপরাঃ ।  
 মদার্তা মুদিতাঃ সর্বা ঈক্ষন্তেহনিমিষেক্ষণাঃ ॥৫৫  
 পূজাস্তে সাধকস্তত্র অর্ঘ্যপাদৈশ্চ মঙ্গলাৈঃ ।  
 হৃষ্টে হৃষ্টমনাঃ সর্বা অবগৃহ্ণন্তৎপরাঃ ॥ ৬৫  
 ততস্ত্ব সাধকং গৃহ্য প্রবেশয়ন্তি তৎপুরম্ ॥ ৫৭  
 নৃষ্টা দেবীপুরে দেবীঃ প্রণিপত্য চ সাধকঃ ।  
 বিজ্ঞাপয়েৎ ততো ভক্ত্যা হুং গতিঃ শরণং মম  
 তস্যে দেবী বদেদ্বাক্যং প্রসন্নবদনোজ্জ্বলা ॥৫৯  
 দেবীবাচ ।

স্বাগতং তে মহাবীর সাধকস্ত্বং কতো ময়া ॥৬০  
 এবং সম্ভাষিতা দেব্যা সাধকস্ত্বং মহাত্মনঃ ।  
 তৎক্ষণাদেব জায়ন্তে সাধকা দিব্যরূপিণঃ ॥৬১  
 ইক্ষু দিব্যাপুরী বৎস চন্দ্রবত্যা সমন্বিতাঃ ।  
 ক্রৌঞ্চম্ মৎপ্রসাদেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরো ॥ ৬২  
 তদন্তে ভবতে মোক্ষো মৎপ্রসাদেন পুত্রক ॥৬৩

দিব্য গান করিতে লাগিল ; কেহ বা মণি-রত্ন  
 খচিত সুদৃঢ়-সুবর্ণ-দণ্ডযুক্ত চামর লইয়া বাজ্ঞন  
 করিতেছিল। কেহ বা পুষ্পরাশি হস্তে লইয়া  
 আসিয়াছে ; সকলেই মদাক্ষা হইয়া নির্নিমেষ  
 নেত্রে সাধককে দেখিতে লাগিল এবং অর্ঘ্য  
 পাদ্যাদি উপঢাবি সাধকদিগের অর্চনা করিয়া  
 পরম আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিতে লাগিল  
 তৎপরে সাধকদিগকে সঙ্গে লইয়া ভবনাত্ত-  
 স্তর প্রবেশ করিল। তখন সাধকগণ দেবীর  
 দর্শন পাইয়া প্রণাম করিয়া ভক্তিসহকারে  
 জানাইলেন, হে দেবি ! আপনি একমাত্র  
 আশাদিগের উপায় অথ কিছুই নাই। তখন  
 দেবীর বচন প্রসন্ন হওয়ার সমধিক উজ্জল হইল  
 তিনি কহিলেন,—হে মহাবীর ! তুমি সুখে  
 আসিয়াছ ত ? তোমাকে আমার সাধকশ্রেণী-  
 ভুক্ত করিলাম। মহাত্মা সাধক দেবী-কর্তৃক  
 এইরূপে সম্ভাষিত হইবামাত্র দিব্যরূপ ধারণ  
 করিলেন। তদর্শনে পুনরায় দেবী বলিলেন,  
 —হে বৎস ! তুমি আমার অন্তঃকরে চন্দ্র-  
 সূর্য্যের অবস্থানকাল পর্যন্ত এই দিব্যাপুরীতে  
 থাকিয়া যথেষ্ট ক্রীড়া কর। হে পুত্র ! পরে  
 আমার প্রসাদেই তুমি মুক্ত হইবে। যেমন

দেবানাস্ত যথা কুদ্ৰ অতিরিক্ততপাসনঃ ।  
 তথৈব ভবনৈর্নহং ক্রৌড়য় স্বঃ যথাসুখম্ ॥ ৬৪  
 এবং দয়া বরং দেবা সাধকস্ত্বং সুরেশ্বরী ।  
 নমস্তুহা ততো মমী প্রবিবেশ পুরোস্তমম্ ॥ ৬৫  
 মঙ্গলাৈঃ সূর্যমানস্ত গীতবাদ্যৈর্মনোরমৈঃ ।  
 চামরৈবৌজ্যমানস্ত স্বন্দতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৬৬  
 পূর্ণযানঃ সমাক্রম্য ক্রৌড়তে ভবনোস্তমে ॥ ৬৭  
 যোজনানাং সহস্রস্ত ভবনস্ত তু বিস্তরঃ ।  
 সহস্রকোটিকতানাং সামন্তাং পুরিতং পূবম্ ॥৬৮  
 ইতি শ্রীদেবীপুবাণে সুনন্দাপ্রবেশবিধির্নাম  
 চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

উমোবাচ ।

সুনন্দায়াঃ পুরং রম্যং শ্রুতং মে পরমেশ্বর ।  
 অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কন্তকায়াঃ কথং প্রভো ॥২

দেবতাদিগের মতো মহাত্মা কুদ্দের আত্মা  
 অবহেলিতা হয় না, তদ্রূপ তুমিও এই স্থানে  
 যথেষ্ট আদেশ প্রতিপালন করাইয়া যথাসুখে  
 বিহার কর। হে সুরেশ্বরী ! সাধক দেবী  
 সুনন্দার নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়া  
 তাঁহাকে প্রণাম করত পূর্বনন্দো প্রবেশ  
 করিলেন। তথায় যাওয়া কার্তিকের মত  
 পরাক্রান্ত হইলেন এবং সর্বদা মনোহর  
 মার্জালিক গীতবাদ্যে অভিনন্দিত ও চামরে  
 বোজিত হইয়া কখন বা পুষ্পকরথে আরোহণ  
 করিয়া বিহার করিত লাগিলেন। ঐ সুনন্দা-  
 পুরের বিস্তার সহস্রযোজন এবং সর্বদাই  
 উহা সহস্রকোট দেবকন্ডায় পরিপূর্ণ  
 রহিয়াছে। ৪৬—৬৮।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

উমা কহিলেন,—হে পরমেশ্বর ! আপনার  
 নিকট সুনন্দাপুরীর রমণীয়তা শ্রবণ করিলাম।



কন্তকায়াঃ পথং দেবি কথয়ামি সমাসতঃ ।  
 শাকযাবকপয়োবায়ুলঘ্যাহারো অথাপি বা ৷২  
 হোময়েজ্ঞকমেকস্ত পদ্যবিশ্বমখ্যঙিতম্ ।  
 ততো গচ্ছেন্নহাবীর পূর্বোক্তেন পথেন তু ৷৩  
 অতো মন্ত্রপদানি ভবন্তি ।  
 ওঁ নন্দ নিনন্দ কিলি কিলি স্বাহা \* ৷ ৫  
 ইমাং বিদ্যাং জপং কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে  
 পূর্বোক্তেন বিধানেন মুদ্রা নিত্যং † প্রকল্পয়েৎ  
 ততস্ত কারয়েদ্ধোমং শুভিকৈর্গুণ্ডলস্ত তু ৷ ৬  
 অযুতমেকং মহাদেবি ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ৷৭  
 পূর্বমেব ত্রয়ো লক্ষান জপ্ত্বা হোমং প্রকল্পয়েৎ  
 হোমাস্তে দর্শনং রাত্রৌ সিদ্ধিস্তস্মৈ প্রজায়তে ৷ ৮  
 ততো গচ্ছেত মেধবৌ সাধকৈঃ সহিতঃ পথিম্ ।  
 দেব্যাশ্রমপদং প্রাপ্য চক্ৰং তত্র প্রসাদয়েৎ ৷৯  
 ভাগঃ চতুষ্টিয়ং কুহা দেবি অগ্নিশিবাত্মনি ।

আত্মভাগঃ ততো মন্ত্রী সানকৈঃ সহ ভক্তয়েৎ ৷১  
 বিজ্ঞাপয়েৎ ততো দেবীং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ।  
 অহং কুখ্যন্তরে ভীতস্তামেব শরণং গতঃ ৷১১  
 দেহি মে স্বং পথং দেবি অবিশ্লেষং মহেশ্বরি ৷ ১২  
 এবং বিজ্ঞাপ্য দেবেশীং স গচ্ছেদুত্তরান্ দিশম্  
 শরক্ষেপত্রয়ং গহা দৃশ্যতে শৈলমুত্তমম্ ৷ ১৩  
 শুক্লফটিকসঙ্কাশা প্রতিমা তত্র তিষ্ঠতি ।  
 নমস্কৃত্বা তু গন্তব্যমৈশান্ত্যং দিশি সংস্থিতম্ ৷ ১৪  
 ধনন্তরশতং গহ্বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ শিলা ।  
 তত্র মাতৃগৃহৈকৈব উত্তরাংশি তিষ্ঠতি ৷ ১৫  
 নমস্কৃত্বা তু গন্তব্যং যাত্রাদুত্তরভঃস্থলম্ ৷ ১৬  
 কবীরবনং তত্র হৈমপুষ্পং সুগন্ধক চ ।  
 ষট্পদারাবরমাঢ্যা দিব্যভূম্যা বাবাস্থিতঃ ৷ ১৭  
 প্রতিগারুপধবা সা দিব্যাহেমময়া শুভা ।  
 নানারত্নোজ্জ্বলা রম্যা সাধকানাং ফলপ্রদা ৷ ১৮  
 তস্ত্যাঃ পূর্বোক্তরে ভাগে বনং গীর্জাণপাদপম্ ।

হে প্রভো! এক্ষণে কনকাপুর কৌদৃশ, তাহা  
 শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন,—  
 হে দেবি! কনকাপুরের পথের কথা সংক্ষেপে  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর। সিদ্ধিকাম ব্যক্তি  
 প্রথমে শাক কিংবা যবচূর্ণ কি বায়ুমাত্র কিংবা  
 তুফ বা যে কিছু স্বল্প আভার কারয়া পদ্যপত্র  
 বা বিশ্বপত্র দ্বারা এক লক্ষ হোম করিবেন;  
 পরে পূর্বনির্দিষ্ট পথে গমন করিবেন। এক্ষণে  
 হোম ও জপের মন্ত্র বলিতেছি। “ওঁ নন্দ  
 নিনন্দি কিলি কিলি স্বাহা।” এই মন্ত্র জপ  
 করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে কিংবা পূর্বোক্ত  
 নিয়মে অঙ্গস্তাসাদি করিয়া গুণ্ডলের গুড়ি  
 দ্বারা এক অযুত হোম করিবে; তাহাতেও  
 সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু হোম করিবার পূর্বে  
 তিন লক্ষবার জপ করিতে হইবে। হোমা-  
 বসানে নিশাকালে দেবীকে সাক্ষাৎ করিষ্ট  
 সিদ্ধ হইবেন। তৎপরে সাধকগণের সহিত  
 দেবীপুরাভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং দেবীর  
 আশ্রমে উপস্থিত হইয়া চক্ৰ প্রস্তুত করিবেন।

সেই চক্ৰ চারি ভাগ করিয়া দেবী, অগ্নি ও  
 শিবকে তিন ভাগ দিয়া, চতুর্থ ভাগ সাধক-  
 গণের সহিত স্বয়ং ভক্ষণ করিবেন। পরে  
 দেবীকে বারংবার প্রণিপাত করিয়া জানাই-  
 বেন,—হে মহেশ্বরী! আমি সংসার-দুখে  
 ভীত হইয়া, আপনার শরণ লইয়াছি, এক্ষণে  
 আমার পথের শিথি বিনাশ করুন। এই কথা  
 বলিয়া উত্তর দিকে গমন করিবেন। পর পর  
 নিক্ষিপ্ত তিনটী বাণের পথ আতবাহিত  
 হইলেই একটী পর্বত দৃষ্টি-গোচর হইবে;  
 উহাতে বিশুদ্ধ-ফটিক-নির্মিত দেবীর প্রতিমা  
 রহিয়াছে। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উত্তরাভি-  
 মুখে একগত ধনুপরিমিত পথ অতিক্রম  
 করিবে। তথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলা দ্বারা  
 নির্মিত মাতৃভবন আছে। সে স্থানে মাতৃ-  
 গণকে প্রণাম করিয়া, যে পর্যন্ত আকাশ  
 লক্ষিত হইবে, ততদূর গমন করিবে। ১—১৬।  
 তথায় কাঞ্চন-কুম্ভে সুশোভিত করদীর-  
 কানন ও তৎসন্নিধানে ভ্রমর-নিচয়ের মধুর  
 শুভ্রনে রমণীয় স্থান দেখিতে পাইবে। ঐ  
 স্থানে দেবীর নানা রত্নে দীপ্যমানা সুবর্ণ-

\* ওঁ নন্দিনি কিলি স্বাহা ইতি কচিৎ পাঠঃ ।  
 † অঙ্গানি তু ইতি পাঠান্তরম্ ।

অশোকবকুলৈশ্চৈব শুভৈস্তিলকচম্পকৈঃ ॥ ১১  
 প্রিয়ঙ্গুনাগপুরাগৈর্নানাপাদপসঙ্কুলৈঃ ।  
 নানাশুল্কলতাকৌণং নানাবল্লীসমাকুলম্ ॥  
 সদাপুষ্পফলোপেতং সদা যট্পদনাদিতম্ ।  
 কোকিলারাবরমাস্তু নানাপক্ষিনিষেবিতম্ ॥ ১২  
 অশ্ব মধো মহাদেবি দেব্যা ভবনমুত্তমম্ \* ।  
 নানারত্নৈশ্চ দিত্যশ্চ নানাধ্বজসমাকুলম্ ॥ ১৩  
 নানালীলাবতৌ রম্যা নৃপুরাবাবনিস্থনা ।  
 দীর্ঘিকাভিঃ সুরমাভিঃ শোভিতানি সরোরুহৈঃ  
 তত্র দানবকন্তাস্ত দেব্যাঃ পাদাঙ্কপূজকাঃ ॥ ১৪  
 যক্ষিণাঃ কামরূপাশ্চ গন্ধর্ব্বা কিন্নরৌ তথা ॥ ১৫  
 বিদ্যাধর্যাঃ সুরকাস্ত দেবীমারাধয়ন্তি তাম্ ।  
 কুমার্যো বিহ্বলা নিত্যং ভক্ত্যং প্রার্থয়ন্তি তাঃ  
 অনেকসিদ্ধিসঙ্কৌণং দেব্যাঘাঃ স্থানমুত্তমম্ ॥ ১৬

প্রতিমা আছে, যাহাকে দেখিলে ভক্তগণ  
 অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন । তথা হইতে পূর্ব্বো-  
 ক্তর কোণে পারিজাত-বন । উহা অশোক,  
 বকুল, তিলক, চম্পক, প্রিয়ঙ্গু, নাগ, পুরাগ  
 প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর বৃক্ষে পরিপূর্ণ বিবিধ  
 লতা, শুল্ক ও বল্লীতে সমাকুল; পুষ্প ও  
 ফলে পরিব্যাপ্ত এবং অবিরত ভ্রমরের গুঞ্জন  
 ও কোকিলের কুহুরবে শব্দিত এবং বিবিধ  
 পক্ষিসমূহে পরিপূর্ণ আছে । সেই বনের মধ্যে  
 বনকা-দেবীর সুন্দর ভবন রহিয়াছে । তাহা  
 বিবিধ রত্নে খচিত ও অসংখ্য পতাকায পরি-  
 ব্যাপ্ত আছে । এবং তত্রতা দীর্ঘিকা সকল  
 প্রস্তুতিত পদ্মসমূহে বড়ই শোভিত হইয়াছে ।  
 তথায় দেবীর চরণ-সেবিকা দৈত্য-কন্তাগণ  
 এবং কামরূপা যক্ষিণী, গন্ধর্ব্বা কিন্নরী ও  
 সুন্দরী বিদ্যাধরীগণ দেবীর আরাধনা করি-  
 তেছে । সকলেই কুমাবেশে বিহ্বলা হইয়া  
 দেবীর নিকট সর্ব্বদা পতিবর প্রার্থনা করি-  
 তেছে । সেই সর্ব্বসিদ্ধিময় অমূল্য দেবীপু্রে  
 প্রবেশ করিলে, দেবী বনকেশ্বরী বিমানে

\* মহাদেবী চ দেব্যাশ্চ সর্ব্বাতরণমুত্তম-  
 মিত্তি পাঠঃ কচিং ।

দেব্যা বিমানমাক্রহ আগতা বনকেশ্বরী ।  
 জটায়ুকুটরভ্রাত্যা ভাস্মাকুলিতবিগ্রহা ॥ ১৭  
 পঞ্চমুদ্রাসমোপেতা নানারত্নবিভূষিতা ।  
 মহাব্রতধরা দেবী আগতা যত্র সাধকাঃ ॥ ১৮  
 দেব্যাচ ।  
 আগতং তে মহারাজ বীরসহ মহাতপঃ ।  
 মদৌঘং ভবনং বৎস নানাসিদ্ধিসমাকুলম্ ॥ ১৯  
 বিচিত্রগণিকাকৌণং \* দেবানামপি তুল্যম্ ।  
 যদি তিষ্ঠসি অত্রৈব দিব্যৈশ্বর্য্যসমাকুলে ।  
 পাতালযোষিতো গৃহ যক্ষিণীং বাথ রূপিণীম্ ॥ ২০  
 কিন্নরীমথবা গৃহ বিদ্যাধরীমথাপি বা ॥ ২১  
 খজ্রং বা রোচনাং বাপি শুভিকাং বাপি পাতকে  
 অত্রৈবা দিব্যসিদ্ধীনাশ্চেকাং গৃহ যথেষ্টয়া ॥ ২২  
 ভুক্তা তু বিপুলান্ ভোগান পশ্চান্মোক্ষ্যে  
 ভবিষ্যতি ।

এবং দৃষ্টা বরং দেব্যা সাধকস্ত তু সুন্দরি ।  
 গত্যা বিমানমাক্রহ স্বকৌণং স্থানমুত্তমম্ ॥ ২৩

আরোহণ করিয়া সাধক-সমীপে উপস্থিত  
 হইলেন । সেই মহাব্রতধারিণী দেবী জটায়ু-  
 মুকুটে বিভূষিতা, নানা রত্নে অলঙ্কৃত, সর্ব্বাঙ্গে  
 ভাস্মাকুলিতা হইয়া পঞ্চ মুদ্রার সহিত সাধক-  
 সমীপে আসিয়া কহিলেন,—হে বীরশ্রেষ্ঠ  
 মহারাজ ! তুমি সুখে আসিয়াছ ত ? হে  
 বৎস ! এই মণি-রত্নে খচিত মদৌঘ ভবনে  
 অশেষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং এই  
 স্থান দেবগণেরও সুলভ নহে । যদি তুমি এই  
 দিব্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরে অবস্থান করিয়া পাতাল-  
 কন্তা, সুন্দরী যক্ষিণী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, খজ্র-  
 রোচনা শুভিকা ও দেবী-পাতকা এই অষ্ট  
 দিব্য-সিদ্ধির যে কোন একটিকে গ্রহণ কর,  
 তাহা হইলে যথেষ্ট বিপুল ভোগ উপভোগ  
 করিয়া পরে মুক্তিলাভ করিবে । হে সুন্দরি !  
 দেবী সাধককে এইরূপ বর দিয়া বিমানে  
 আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।  
 ঐ স্থানে প্রত্যেক গৃহেই ক্ষীণমধ্যা নারীরা

\* বিচিত্রগণিকাকৌণমিত্তি বা পাঠঃ ।

চন্দ্রকান্তিময়ীঃ নন্দাঃ প্রতিমারূপধারিণীম্ ।  
 পূজয়ন্তি কুশোদর্যাঃ কান্তার্থিত্বো গৃহে গৃহে ॥৮৮  
 মুক্তাকলময়ীঃ দেবীঃ সুনন্দায়াঃ পুরে প্রিয়ে ॥৮৯  
 গন্ধধূপৈঃ সুপুস্পাট্যোজ্জ্বলানঃ পূজয়ন্তি তাঃ ॥  
 স্ফাটিকাঃ শুভ্ররূপান্ত কনকাখ্যাক কামিনীঃ ।  
 অর্চয়ন্তি সপাকালং মাধবী মন্থধেন তু ॥ ৮১  
 স্বকীয়ৈর্ভুবনৈর্দিব্যৈঃ পূজাং কুর্বাণ্ত তাঃ স্থিয়ঃ ॥  
 প্রলয়ে তু সমুৎপত্তে দেব্যাঃ পুরবরৈঃ সহ ।  
 বিদ্যতে হে মহাদেবি তদা লৌর্যস্ত দেবতাঃ ॥  
 অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সখায়ানান্ত লক্ষণম্ ।  
 ধর্ম্মশীলান্তপোযুক্তাঃ সত্যবাদিজীভেন্দ্রিয়াঃ ॥৮৪  
 মাৎস্যর্যোণ পরিত্যক্তাঃ সর্বসম্বহিতে রতাঃ ।  
 প্রিয়বাদিনঃ সোৎসাহা মর্ত্যালোকজুগুপ্সকাঃ ॥৮৫  
 পরম্পরসুসন্তুষ্টা অনুকূলা সাধকস্ত তু ।  
 ঈদৃশৈঃ সাধনং কুর্ধ্যাৎ সুসখ্যৈঃ সহৈব তু ॥৮৬  
 ব্রহ্মোবাচ ।

যা নন্দা সা শিবঃ সাক্ষানন্দারূপধরঃ শিবঃ ॥ ৮৭

পতিপ্রার্থিনী হইয়া, জ্যোৎস্নার মত শুভ্রবর্ণা  
 নন্দা-প্রাতিমার অর্চনা করিয়া থাকেন এবং  
 হে প্রিয়ে! সুনন্দাপুরে যেমন মুক্তাকলে  
 বিজড়িতা সুনন্দাদেবীকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপাদি  
 উপচার দ্বারা ত্রিকালে পূজা করিয়া থাকে,  
 সেই মত এখানে কামার্ত্তা কামিনীগণ  
 স্ফটিকের স্তায় শুভ্রবর্ণা কনকাদেবীকে সর্ব-  
 কালেই অর্চনা করিয়া থাকে। মহাপ্রলয়  
 সময়ে হই মহাদেবী ও তাঁহাদের দিব্যপূর মাত্র  
 থাকিবেন, তখন অন্য দেবতাসকলেই লয়  
 পাইবেন। অতঃপর সখীগণের লক্ষণ বলি-  
 তেছি,—ধার্ম্মিক, সত্যবাদী জীভেন্দ্রিয়, তপো-  
 যুক্তা, মাৎস্যশূন্য, সর্বভূতের প্রতি দয়াবান,  
 প্রিয়বাদী, উৎসাহ-সম্পন্ন, মর্ত্যালোকের নিন্দা-  
 কারী ও পরম্পরের প্রতি পরম্পরে সন্তুষ্ট  
 ব্যক্তিগণই সাধকের সিদ্ধিলাভের অনুকূল  
 হইয়া থাকেন, সুতরাং সাধক এবং বধ সুহৃদ-  
 গণের সহিত মন্ত্র সাধন করিবেন। ব্রহ্মা  
 কহিলেন,—যিনি নন্দা, তিনিই শিব। সাক্ষাৎ

উভয়োরস্তরং নাস্তি নন্দায়াস্ত শিবস্ত চ ॥ ৮৮  
 ন নন্দাপরমং জ্ঞানং ন নন্দাপরমং তপঃ ।  
 ন নন্দাপরমং তীর্থং শিবঃ সাক্ষাৎ প্রভাষতে ॥  
 লেখোহপি তিষ্ঠতে যন্ত ইদং জ্ঞানং মহাতপঃ ।  
 তস্তাপি প্রীয়তে দেবী কিং পুনর্মন্ত্রপূজিতা ॥ ৮৯  
 ঈশ্বর উবাচ ।

নাস্তিকায় ন দাতব্যং ন শত্ৰুগুরুনিন্দকে ।  
 পিশুনায ন দাতব্যং দেব্যা ভক্তিবিবর্জিতে ॥৯০  
 গুরুদ্বিজদেববিষ্ণু-কৃত্যাগোনিন্দকে ন চ ॥ ৯১  
 দাতব্যস্ত মহাদেবি দেব্যা ভক্তিরতস্ত চ ॥  
 অন্যথা তু বরারোহে হীয়তে শাস্ত্রসমুত্তিঃ ॥ ৯২  
 স্নেহালোভাৎ প্রদানেন নরকং যাস্তি রোরবম্ ॥  
 ত্রিসন্ধ্যং পঠতে যন্ত নন্দাভক্তিপরায়ণঃ ।  
 সেহাচরেণৈব কালেন সিদ্ধিমষ্টাং লভেন্নরঃ ॥  
 যথোক্তৈব কর্তব্যমাত্রেণ পরমেশ্বরি ।

মহাদেবই নন্দারূপ ধারণ করিয়াছেন। নন্দা  
 ও শিব উভয়ের কোন প্রভেদ নাই।  
 শিবমিলিত নন্দা পরম জ্ঞানস্বরূপিণী  
 শিবমিলিত নন্দা তপস্তা ও শিব-নন্দাই  
 পরম তীর্থ, এই কথা মহাদেব স্বয়ং বলিয়া-  
 ছেন। হে তপোধন! যাহার এই জ্ঞান মাত্রও  
 আছে, দেবী তাহার প্রতিও প্রসন্না হন।  
 তাহার আর মন্ত্রপ্রয়োগে পূজার প্রয়োজন হয়  
 না। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! নাস্তিক,  
 খল কিংবা দেবী-ভক্তি-বিহীন অথবা শিব-  
 নিন্দক বা গুরু-নিন্দকের নিকট এই নন্দা-  
 মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবে না এবং যাহারা দেব-  
 দ্বিজ, বিষ্ণু, কৃত্য ও গরুর নিন্দা করে, তাহা-  
 দিগকেও নন্দামহিমা বলিবে না। হে মহা-  
 দেবি! নন্দাভক্তজনকেই তদীয় মাহাত্ম্য-  
 প্রকাশক গ্রন্থ প্রদান করিবে হে সুন্দরি!  
 অভক্তজনকে দান করিলে, শাস্ত্রের পরম্পরা  
 বিলুপ্ত হয়। যদি কেহ স্নেহ বা লোভের  
 বশবর্ত্তী হইয়া তাদৃশজনে প্রদান করে সে  
 রোরব নরকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি  
 নন্দাদেবীতে ভক্তিমান, হইয়া তদীয় মাহাত্ম্য

শ্রবণাভ্যাবশ্যস্ত সৰ্বকামান প্রযচ্ছতি । ৫৬

দশনাং রাজসুয়ানামগ্নিষ্টোমশতস্ত চ ।

ভাবিতঃ কলমাপ্নোতি কোটিকোটিশ্লোকোত্তরম্  
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনভাগু ভবেৎ ।

মৃত্যুতে বন্ধনাদ্রক্ষ্যে রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে ।

যান যান কামান নরো ভক্তা পূজয়ন্তিকাক্ষতে

ভাংস্তান স লভতে শক ইতোবং শিব অন্নবোৎ

দেবেন কথিতঃ দেবা শকস্ত ত গ্নিতামহাৎ ॥

ময়া তব নৃপবাত্ত কিং ভূয়ঃ পরিপূচ্ছসি । ৬০

ইতি শ্রীদেবীপুবাণে নন্দামহাভাগাসমাপ্তিনাম  
পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ । ৯৫ ॥

ত্রিসঙ্খ্যায় পাঠ কবেন, তিনি অতি নীচ অতীষ্ট  
সিদ্ধি লাভ করেন। হে পরমেশ্বর! এই  
শিবের আদেশ সকলেরই পালন করা  
কর্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলেও হৃদয় পবিত্র হয়  
ও সকল অতীষ্ট পাওয়া যায়। অধিক কি শক  
রাজসুয় ও শত অগ্নিষ্টোম যাগের কোটি  
কোটি গুণ ফল লাভ হয়, পুত্রার্থীর পুত্র হয়,  
ধনার্থী প্রচুর ধন পাইয়া থাকে, বন্ধ  
ব্যক্তি বন্ধন হইতে ও রোগী রোগ  
হইতে মুক্তিলাভ করে। হে ইন্দ্র মানব  
ভক্তি সহকারে দেবীকে পূজা করিয়া,  
যে যে অতীষ্টই প্রার্থনা করিবেন, তিনি  
তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা শ্রবণ মহাদেব  
বলিয়াছেন। এই নন্দামহাত্মা প্রথমে মহাদেব  
পার্বতীকে বলেন, পরে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিয়া-  
ছিলেন; হে মহারাজ! আমি এক্ষণে তোমায়  
বলিলাম। অপর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা  
বল। ৪৭—৬০।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৫

ষষ্ঠবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নৃপবাহন উবাচ ।

কেন কেন প্রকারেণ দেবা বর্ণাশ্রমৈর্বিতো ।  
পূজনীয়া সবৃদ্ধঃ শ্বরেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ ।

সধু বাজন যথা পুণ্ড্রং বর্ণাশ্রমবিতাগতঃ ।  
পালনং পূজনং দেবাঃ প্রবক্ষ্যামি হৃদয়েষু ॥ ২  
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ।  
দৃষ্টোদৃষ্টার্থমিচ্ছন্তিঃ সেবনীয়ঃ সদা দ্বিজৈঃ ॥ ৩  
মাতৃতঃ পিতৃনঃ শুক্লঃ পঞ্চমপুস্তথা দ্বিজঃ ।  
সংস্করৈর্গর্ভবারী চ তদা তস্য ক্রিয়া ততঃ ॥ ৪  
যথা হি মদ্যভাণ্ডস্ত শুদ্ধিঃ কেনাপি বিদ্যতে ।  
পঞ্চগব্যাং ন তদ্যতি এবং প্রায়ঃ শ্রুতেঃ ক্রিয়া  
জাতিসংস্কারহীনস্ত দ্রব্যসঙ্করকারিণঃ ।  
শূদ্রারভোজিনো রাজন্ ন বদেদাদতে কলম্,

ষষ্ঠবতিতম অধ্যায় ।

নৃপবাহন কহিলেন,—হে বিভো! সদা-  
চারযুক্ত বর্ণাশ্রমিগণ কোন্ কোন্ বিধানে  
দেবীর পূজা করিবেন তাহা জানিবার  
জন্ত ইচ্ছা হইতেছে, আপনি বলুন।  
অগস্ত্য বলিলেন হে মহারাজ! আপনি যে  
বর্ণ ও অশ্রম ভেদে দেবীরপূজাপরিপাটীর  
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা অতি  
উত্তম কথা; আমি তাহাষয়ে সর্বশেষ  
বলিতেছি। বেদ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়  
কর্তৃকই নিত হইয়া কল্যাণ  
করয়া থাকেন, সুতরাং ইহকালে ও পর-  
কালের শুভার্থী দ্বিজাতিগণ সর্বদাই বেদ-  
শাস্ত্রের সেবা করিবেন। যাহার মাতামহ-কুলে  
উর্দ্ধভূম পঞ্চম ও পিতৃকুলে সপ্তম পুরুষ  
বেদোক্ত বিধানে সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন  
তাঁহাকেই পবিত্র ও বেদাধিকারী জানিবে।  
যেমন মদ্যভাণ্ড কোনরূপে পবিত্র হইয়া  
পঞ্চগব্যের পাত্র হয় না, সেই মত যাহার  
বংশানুক্রমে জাতি সংস্কার হয় নাই  
ও যে দ্বিজাতি হইয়াও শূদ্রার ভোজন



শূদ্রস্ত অন্নমশিহা বেদং যদি উদীরতে ।  
উচ্ছিষ্টভোজী বর্ণানাং নরকে পর্যাপাসতে ॥ ৭  
চাণ্ডাল-চণ্ডকর্ষে চ বৃষলোপতিসান্নিধৌ ।  
যদি উদীরতে বেদং তদা বিপ্রোহপি তৎসমঃ ।  
বেদমহ্মান্ যদা বিপ্রঃ শূদ্রদ্রবোণ তর্পতে ।  
সর্পিষা যবগেধুমতিলপিষ্টকশালিভিঃ ॥ ৯  
যাবহী তস্ত দ্রবস্ত রজোরোণুর্বিধীয়তে ।  
তাবতীশ্চ মহাঘোরে নরকে পর্যাপাসতে ॥ ১০  
ন হি বেদং সমাসাদ্য বিধং জহাৎ দ্বিজোত্তমঃ  
তস্ত এব হি সাজ্জা ন লজ্জমীয়া কদাচন ॥ ১১  
চক্রবৃদ্ধিধরা বিপ্রা উজ্জ্বলাপোতরত্নিনঃ ।  
দন্তোলুখালকাহারো বেদানাং লভন্তে ফলম্ ।  
নদীসঙ্গমগোষ্ঠেষু বিচিত্রেষু তটেষু চ ।

করে, কিংবা দ্রব্যসঙ্কর অর্থাৎ একদ্রব্য  
সংযোগে অন্য দ্রব্যের রূপান্তর করে, হে  
মহারাজ! বেদশাস্ত্র তাহাদিগের কোন ফল  
প্রদান করেন না। যদি কেহ শূদ্রের অন্ন  
ভোজন করিয়া বেদ উচ্চারণ করে, বর্ণমাত্রেরই  
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে যে নরক হইয়া  
থাকে, সে তথায় নিপতিত হয়। যদি কোন  
ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অপবিত্র কর্ণে বেদ শ্রবণ  
করায় কিংবা শূদ্রসমীপে বেদ উচ্চারণ করে,  
তবে সেও শূদ্রই প্রাপ্ত হয়। যদি ব্রাহ্মণ  
হইয়া শূদ্রাশ্রমিক যব, গোধূম, তিল, পিষ্টক,  
শালিধান্ন বা স্তুত দ্বারা বেদমন্ত্র-প্রয়োগে  
নিজ পিতৃ-লোকের তৃপ্ত সাধন করে, তবে  
সেই দ্রব্য-সমুদয়ের যাবৎসংখ্যক রেণু থাকিবে  
তৎসংখ্যক কাল সে অতি ভীষণ নরকে অব-  
স্থান করিয়া থাকে। বেদ অবগত হইয়া তাহার  
বিধিবাক্য পরিত্যাগ করিবে না। হেতু বিধিই  
বেদের আজ্ঞাবাক্য, উহা কোনরূপে অতিক্রম  
করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ চণ্ডের বৃত্তি  
ধরিয়াছেন কিংবা ঋতারা উজ্জ্বলিত কি কাপোত  
বৃত্তি হইয়াছেন, অথবা ঋতারা দণ্ডের বা  
উলুখলের বৃত্তি ধরিয়াছেন, তাহারা বেদচর্চা  
গোন হইলেও তত্ত্ববেদী ব্রাহ্মণ বলিষ্ঠ বেদের

বিচিত্রভূমিদেদেশে দর্ভদূর্বারিতেষু চ ॥ ১৩  
গৃহেষু শুভলিপ্তেষু বিষ্ণুস্বধ্যগৃহেষু চ ।  
পঠিতব্যঃ সদা বেদঃ শ্রবণ-শ্রুতক্ষিতঃ ॥ ১৪  
প্লুতদীর্ঘক্রমহ্রস্ব-সান্নিধারশ্রুতক্ষিতাম্ ।  
ঋতুমুচ্চারয়েৎ প্রাক্তো ন ক্রুতান্ ন বিলম্বিতাম্  
তপস্তপ্যাত যোহরণ্যে মূনিশ্রুতক্ষিতাম্ ।  
ঋতমেকাক্ষ যোহধীতে তচ্ছতান চ তৎসমম্ ॥ ১৬  
অপরশ্চ মহাদোষঃ শ্রুতে ঋষিতাষিতঃ ।  
ইন্দ্রো হিনস্তি বজ্রেণ অপশব্দং সমুচ্চরন্ ॥ ১৭  
যজ্ঞকালে কিলশর্ম্মা ঋচাশ্রুতক্ষিতাম্ দীরিতঃ ।  
হতো ক্রদ্রেণ শক্রেণ সরাষ্ট্রবলবাহনঃ ॥ ১৮  
তন্মাক্ষরকঃ ক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্পাদিতলক্ষণঃ ।  
বেদো বেদনলীলস্ত দদাতি দিবজং ফলম্ ॥ ১৯  
আয়তোজ্ঞেয় যজ্ঞো বৈ বেদশ্চাপ্রায়শ্চাদীভিঃ ।  
সিধ্যতে নাত্ সন্দেহ ইত্যোবং মনুস্ববী ॥ ২০

ফল প্রাপ্ত হইবেন। নদীসঙ্গম স্থানে, গোষ্ঠে,  
বিচিত্র নদীতটে কিংবা কুশ ও দূর্বারযুক্ত পবিত্র  
প্রদেশে অথবা গোময়ালপ্ত পবিত্র ভবনে, কি-  
বিষ্ণুমান্দর ও সূর্য্যমান্দরে বাসিয়া সর্বদা বেদ-  
পাঠ করিবে। বেদপাঠকালে কোনরূপে  
একটীও শ্রব বা ব্যঞ্জন বর্ণ পাড়িয়া না যায়।  
প্রাক্ত ব্যাক্তি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতক্রমে বেদমন্ত্র  
উচ্চারণ করিবেন। ক্রুত কি বিলম্বে পাঠ  
করিবে না। যে মুনি অরণ্যে ফলমূল মাছে  
জীবন ধারণ করিয়া তপস্তার আচরণ করেন,  
আর যিনি একটী মাত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন  
তন্মধ্যে পুরোক্ত শত মুনির লভিত দ্বিতীয়  
ব্যাক্তির তুলনা হয়। অপর এ বিষয়ে  
আয়গণ কর্তৃক কথিত মহান দোষ শ্রবণ করা  
যায়,—যদি কাহারও বেদপাঠ করিবার সময়  
বর্ণাদি পাড়িয়া যায়, তাহাকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা  
বিনাশ করেন। তাহার প্রমাণ পূর্বকালে  
কিলশর্ম্মা যজ্ঞ করিবার সময় অন্তর্ক বেদ-মন্ত্র  
উচ্চারণ করিয়াছিলেন বসিয়া, ইন্দ্র কুপিত  
হইয়া তাহাকে রাজ্য-বল-বাহনাদির সহিত  
বিনাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিপুল জাতি-  
সমুচ্চান ও দ্রব্যসমুচ্চসম্পন্ন ব্যক্তিই বেদ-

গর্ভধারিত্রিসংস্কারৈর্যদা বিপ্রো ব্রতং লভেৎ ।  
তদা চাধ্যয়নং কুর্যাদ্বেদস্ত বিধিনা শূণ্ । ২১  
ন সঙ্কীর্ণে জলে কুর্য্যাৎ ন চ তক্ষরসম্মিশ্রো ।  
ন স্থানশুকরকাককুরাত্যঃ সমাবৃতঃ ॥ ২২  
সঙ্ক্যাগর্জ্জিতনির্ঘাত-রজোদাহতমোরুতে ।  
নেহতে মৃতনষ্টেষু রাজ্যং সংগ্রামবিপ্লবে ॥ ২৩  
শ্রাদ্ধভুঙ্ন চ বাস্তস্ত \* নাজীর্ণী ন চ কাশিতঃ ।  
নাষ্টম্যাং ন চ নন্দাহে ন পৌণী ন চ পার্শ্বণে ॥  
ন শেষে ন চ ইন্দ্রোথে ন সংক্রান্তো তথা পরে  
ন বাহোরূপরাগেষু ন চ কেতুপদর্শনে ।  
নোৎপাতে চ পয়োদেদং যুদৌচ্ছেৎ শ্রেয় সর্কশু

শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে স্বর্গফল প্রাপ্ত হন ।  
এ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোতাদি  
যাগের ও চান্দ্রাযাণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান  
করিলে পর বেদে অধিকারী হওয়া যায় ।  
যৎকালে বিপ্র গর্ভবাস-কালাবধি বিহিত  
সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া উপনীত হইবেন,  
তদবধি যে নিয়মে বেদ অধ্যয়ন করিবেন,  
তাহা বলিতোছ, শ্রবণ কর । অপরিষ্কৃত  
স্থানে জলমধ্যে ও তক্ষরসম্মিশ্রানে কিংবা অশ্ব,  
শুকর, কাক, কুরাদি অশুচি প্রাণিগণে  
পারিতুষ্ট হইয়া বেদপাঠ করবে না । সঙ্ক্যা-  
গর্জ্জন, বজ্রপাত, দিগ্‌দাহ হইলে এবং  
রাত্রিকালে কিংবা কাহারও মৃত্যু হইলে,  
রাজাদের সংগ্রাম জন্ত রাজ্যের পরিবর্তনভাব  
উপস্থিত হইলে বেদপাঠ করিবে না এবং  
শ্রাদ্ধকর্ত্তা, শ্রাদ্ধারতোজী, অজীর্ণরোগী ও  
কামুক, ইহারও বেদপাঠের অনধিকারী এবং  
অষ্টমী, প্রাপ্তপদ, পূর্ণিমা ও অমাবস্তা তিথিতে  
সংক্রান্তিদিনে, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে, কেতুদর্শনে  
ও অন্ত্যস্ত উৎপাত উপস্থিত হইলে, আত্ম-  
শুভাকাঙ্ক্ষী পুরুষ বেদানীচনা করিবেন না ।

\* শ্রাদ্ধ ইতি বা পাঠঃ ।

উপাধ্যায়ং সমাশ্রিত্য তস্ত চাক্ষাকরো ভবেৎ ।

এবং সংবর্ত্ততো বৎস কগন্তে বৈদিকাঃ ক্রিয়াঃ

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে বেদানুযজ্ঞো নাম  
ষষ্ঠাতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শক্র উবাচ ॥

গোমেধো অশ্বমেধশ্চ পশুমেবাদয়ো মথাঃ ।  
তেষু প্রাণবধস্তাত কে চ স্বর্গাদিসাধনাঃ ॥ ১  
এবং পূর্যাপরার্থেষু বিরোধঃ স্তুমহান্ ভবেৎ ।  
হিঙ্কি মে সংশয়ং নাথ সর্বশাস্ত্রার্থপারগ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ;

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞেষেষাং বধঃ স্মৃতঃ ।  
অন্তত্র ধাতনাদোষো বাস্মনঃ কায়কশ্মাভঃ ॥ ৩  
দেবার্থে পিতৃকার্যেষু মনুষ্যার্থে পুরন্দর ।  
বধয়ন্ ন ভবেদেন অন্তথা মহাকিঞ্চিদযা ॥ ৪

হে বৎস । এতাদিতরকালে গুরুসম্মিধান্নে  
বেদাধ্যয়ন করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে এবং  
তাহারই বৈদিক কর্ম সমুদয় ফল প্রদান  
করেন । ১—২৭ ।

ষষ্ঠাতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

শক্র কহিলেন,—হে নাথ ! গোমেধ,  
অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞের উল্লেখ আছে,  
তাহাতে নিত্য প্রাণবধ হইলেও তাহার  
অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ফল লাভ হয় এ বিষয়ে  
পূর্যাপর বড়ই বিরোধ দেখিতোছ । হে নাথ !  
আপুনি সকল শাস্ত্রের পারদর্শী স্মৃতরাং  
আমার এ বিষয়টির সন্দেহ দূর করুন । ব্রহ্মা  
কহিলেন,—হে শক্র । যজ্ঞার্থেই পশুর সৃষ্টি ;  
যজ্ঞেই তাহাদের বধ বিহিত আছে, যজ্ঞের  
কার্য্যে বাক্য, মন, কায় ও কর্ম ইহার অন্ততম  
দ্বারা ঘাত করিলে দোষ হয় । দেবকার্য্যে, পিতৃ-  
কার্য্যে ও প্রাসঙ্গিক মনুষ্যকর্ত্তো পশুবধ করিলে

নবকৃষরপূপানি পায়সং মধুসর্পিষা ।  
 বৃথায়াংসক নাশ্বীয়াদেবপিতৃ-অহোমিতম্ ॥ ৫  
 ন বৃথা চেষ্টেৎ কৃষ্ণং ত্রিবর্গস্ত বিরোধয়া ।  
 ন চ বাচং বদেদ্ দুঃখাং ন দানং ন চ কৰ্কশাম্  
 নাসহায়ো ব্রজেদ্রাত্রৌ ন পঙ্কে ন চতুপ্পথে ।  
 ন শূতাগারে তিষ্ঠেত ন চ পরতমস্তকে ॥ ৭  
 ন শ্মশানে ন দেবস্ত প্রাসাদেষু কদাচন ।  
 ন চ গাব প্রস্থতায়াং বিশ্বসেৎ স্ত্রীজনেষু চ ॥ ৮  
 ন বৃক্ষারোহণং কুর্যাৎ ন চ কূপাবলোকনম্ ।  
 ন গোদ্বিজহতাশানাং মধ্যেন গমনং কচিৎ ॥ ৯  
 ন বহৌ তাপয়েৎ পাদং ন চ তর্মান্তলজ্যয়েৎ ।  
 ন সূর্য্যমবলোকেত উদয়াস্তমনে কচিৎ ॥ ১০  
 ন মুখেন ধমেদায়াং ন চ খড়্গাস্ত লজ্যয়েৎ ।  
 তথা চৈবায়ুধান সর্সান যত্রোপকরমার্জনীঃ ॥ ১১  
 ন প্রমত্তজ্ঞনাকৌণে ন চ স্ত্রীবালসেবিতৈ ।  
 গৃহে বাসগমং কুর্যান্ন চ বিশ্বাসক্রৌড়নম্ ॥ ১২

পাপ হয় না ; ইহার বিপরীত করিলে, পাপী  
 হইয়া থাকে । দেবতা ও পিতৃগণকে নিবে-  
 দন না করিয়া নূতন কৃষর, পূপ, পায়স, মধু,  
 স্নাত ও বৃথায়াংস ভক্ষণ করবে না । ধন্য,  
 অর্থ ও কামের বিরুদ্ধ বৃথা কোন প্রকার চেষ্টা  
 করিবে না । দোষযুক্ত বা কৰ্কশ কিংবা মূঢ়-  
 ভাবে বাক্য প্রয়োগ করিবে না । একাকী  
 রাত্রিকালে কিংবা পঙ্কের উপর দিয়া অথবা  
 চতুপ্পথে গমন করিবে না । পর্নর্জন গৃহে ও  
 পরতমস্তকে অবস্থান করিবে না । শ্মশানে বা  
 দেবালয়ে অধিক বাস করিবে না । সদ্যঃপ্রস্থতা  
 গাভীকে ও সাধারণ স্ত্রীজনের প্রতি বিশ্বাস  
 করিবে না । বৃক্ষারোহণ ও কূপদর্শন করিবে  
 না । গো, ভ্রাক্ষণ ও অগ্নির মধ্য দিয়া কদাচ  
 গমন করিবে না । অগ্নিতে চরণ উত্তপ্ত করিবে  
 না ও অগ্নিকে লজ্জন করিবে না । উদয়কালে  
 বা অস্তগমনকালে সূর্য্যকে অবলোকন করিবে  
 না । ফুৎকার দ্বারা অগ্নি উজ্জ্বল করিবে না ।  
 খড়্গ লজ্জন করিবে না । যে গৃহে উন্নত কি  
 স্ত্রীলোক বা বালক বাস করে, তথায় বাস বা  
 গমন কিংবা বিবর্ত ক্রীড়া করিবে না ।

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ভুঞ্জৈশ্চ ক্রৌড়য়েৎ  
 ন গুরুজবেদাংশ্চ নিন্দয়েন্ন চ আক্ষিপেৎ ॥ ১৩  
 সর্বং ভদ্রং শুভং ক্রিয়াং সর্বকালং শুভাননঃ ।  
 শুক্রবাসাঃ শুচিঃ সখী ন চ কেশনথঃ সূতী ।  
 শুক্রমালাবধৌ মিত্রাঃ সুগন্ধঃ সুখবাসসঃ ।  
 নেত্রাজ্জমঃ নিষেবেত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫  
 ঋজুপথে সদাচারো ঋজুসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 পঠনাজপনাসক্তো লিখনা শ্রবণা তথা ॥ ১৬  
 মিত্রাঃ দৈবতপূজায়ামোষধাধায়নেষু চ ।  
 জপহোমার্চনে সক্তো বিন্দতে সুখযুক্তমম্ ॥ ১৭  
 ন গচ্ছেন্নৈখুনং পর্কেন দেবশুকসন্নিধৌ ।  
 ন কুর্য্যাজ্জলে বাদন্ত ন বৈদৌর্ন চ বাৎসরৈঃ ॥  
 ন প্রধানজনবাদং নৃপাক্ষেপং কদাচন ॥  
 নৃপবন্ধুগুরুমাত্যভিষগ্জ্যোতিঃপুরোহিতৈঃ ॥ ১৯  
 বিরোধানীহ দুঃখানি সুখং স্ত্রীত্যা অবাপুয়াৎ ॥

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে আচারকর্ত্তনং নাম

সপ্তমবর্তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষপান করিবে না ; সর্প  
 লইয়া ক্রৌড়া করিবে না ; বেদ, ভ্রাক্ষণ ও  
 গুরুজনের নিন্দা করিবে না ; কোন  
 বিষয়ে আক্ষেপ করিবে না । সকল সময়েই  
 প্রফুল্লমুখে পবিত্র মঙ্গল-বাক্য প্রয়োগ  
 করিবেন ; সর্বদা শুচি থাকিবেন ;  
 নথকেশাদি কর্ত্তন করিয়া শুক্রবস্ত্র পরি-  
 ধান করত সুগন্ধি শুভ্রপুষ্পে মালা ধারণ  
 করিবেন । প্রত্যহ দন্তধাবন করিবেন ; নয়নে  
 অঞ্জন দিবেন ; সদাচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া  
 সরলপথে থাকিয়া সুরল উপায়েরই অনুসরণ  
 করিবেন । সর্বদা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, লিখন ও  
 শ্রবণ করিবেন ; ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন ; প্রত্যহ  
 দেবার্চনা হোম ও জপকার্য্যে আসক্ত থাকি-  
 বেন ও কিছু কিছু বৈদ্যাশাস্ত্র অধ্যয়ন করি-  
 বেন । পর্ককালে এবং দেবতা ও গুরুজনের  
 নিকটে মৈথুন করিবে না ও জনৈক অবস্থান-  
 কালে কাহারও সহিত বিতণ্ডা করিবে না এবং

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অশ্বোবাচ ।

এবমাচারযুক্তায়া সততং চার্চিকারতঃ ।

আপুয়াং সৰ্বকামাংস্ত যথোপ্তমনোহনুগান্ ॥১

শক্র উবাচ ।

নিত্যং যে ভগবতাভক্ত্যন্তৈর্নরৈর্দ্বিজসন্তম ।

কিং কার্যং কিংবা নো কার্যং তদ্বদ পৃচ্ছতোময়

অশ্বোবাচ ।

সৰ্বা সৰ্বাগতা দেবী সৰ্বদেবনমস্কৃতা ।

যষ্টীয়া শুক্লাভাবেন ন ভিন্না পৃথগেব সা ॥ ৩

নামভেদাদভেদোভিন্না ন ভিন্না পদমার্থতঃ ॥ ৪

শিবা নারায়ণী গোবী চার্চিকা বিমলা উমা ।

ভারা বেতা মহাশেতা অধিকা শিবশাসনাং ॥৫

ষাবন্ত্যাং ভবেদং তাবদেবী ব্যবস্থিতা ॥ ৬

রাজা, চাঁকৎসক, হিংসক ও ইহা আদিগের  
সহিত তর্ক বা কলহ করিবে না ; কারণ রাজা,  
বন্ধু, গুরু, সূর্য্য, বৈদ্য, জ্যোতিষিক ও পুরো-  
হিতের সহিত বিবাদ করিলে পদে পদে  
দুঃখভোগ হয় এবং ইহাদের সহিত সম্প্রীতি  
করিলে সুখে কালযাপন করা যায় । ১১—২০ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ বেদোক্ত আচারে  
ধাকিয়া চার্চিকৃদেবার ভক্ত হইলে যথা-  
ভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । শক্র  
কহিলেন,—হে প্রভো ! যাহাদা নিত্য সেই  
ভগবতী-ভক্ত সেই মানবগণের কর্তব্য কি  
আর কি বা অকর্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসা করি-  
তেছি, বসুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস !  
সেই সৰ্বব্যাপিনী সৰ্বদেহ-পূজিতা সৰ্বস্ব-  
পিনী ভগবতীকে শুক্লচিত্তে অর্চনা করিবে ।  
তিনি এক হইয়াও পৃথক হইয়াছেন । শিবের  
আদেশে শিবা, নারায়ণী, গোবী, চার্চিকা,  
বৈষ্ণা, উমা, ভারা, বেতা, মহাশেতা ও

সা বন্দ্যা পূজনীয়া চ সততং নন্দভাবিতৈঃ ।

বিজয়ার্থং নৃতৈঃ খড়্গে ছুরিকাপাত্কে পটে ॥৭

চামুণ্ডা চিত্ররূপা বা লিখিতা বাথ পুস্তকে ।

ধ্বজে বা কারযেচ্ছক্র স নৃপো বিজয়েদ্ দ্বিষম্

বিশেষাচ্ছ্রাবণারভ্য তস্তাঃ পূজান্ত কারয়েৎ ॥৮

পবিত্রারোহণং বৎস সৰ্বশাস্ত্রেয়ু গীয়তে ।

স্বয়ৈর্বক্স পাক্ৰত্যা গজবক্রমহোরগাম্ ॥ ১০

কন্দভানুগণামাতৃহর্গাধর্শ্বেশ-গোবৃষাম্ ।

বিকোঃ কামস্ত দেবস্ত শক্রস্ত চ দিনাঃ শগাম্ ॥

পূজনীয়া তু চামুণ্ডা চণ্ডীপাবিনাশিনী ।

সৰ্বকার্যা দিনা দত্তা এভির্নামৈঃ পুরন্দর ॥ ১২

অথবাষাঢ়মাসে তু শ্রাবণে বাপি কারয়েৎ ।

সপ্তম্যাং বা ত্রয়োদশ্যামধিবাসং সুরাধিপ ॥ ১৩

সর্বোপহারসম্পন্নং নন্দায়া ভক্তিমান্বিতঃ ।

শুক্লতন্তুময়ং কার্যং পবিত্রং বহুতস্ততিঃ ॥ ১৪

অধিকা এই কয়টি পৃথক নামেই পৃথক হইয়া-  
ছেন ; বস্তুতঃ তিনি ভিন্না নছেন । সংসারে  
যে কিছু মঙ্গলদ্রব্য আছে, সকলেতেই দেবী  
অবাসিত আছেন । রাজগণ সংগ্রামে বিজয়  
লাভের জন্য খড়্গ, ছুরিকা, পাত্কা  
পুস্তকে অথবা চিত্রপটে অঙ্কিতা সেই চামুণ্ডা  
দেবীকে সতত পূজা করিয়া থাকেন । হে ইন্দ্র !  
নৃপতিগণ ধ্বজে তাঁহার পূজা করিয়াও শক্র-  
জয় করিয়া থাকেন । হে বৎস ! শ্রাবণাদিতে  
তাঁহার বিশেষরূপে পূজা-বিধান আছে এবং  
সকল শাস্ত্রেই পবিত্রারোহণের কথা বর্ণিত  
হইয়াছে । আগ্ন, ব্রহ্মা, পার্বতী, গণেশ, অনন্ত,  
কার্ত্তিক, সূর্য্য, প্রমথগণ, মাতৃগণ, ধর্ম্ম, গো,  
বৃষ, বিষ্ণু, কাঞ্চদেব, শক্র ও দিক্‌পালদিগকে  
চামুণ্ডা দেবীর সহিত পূজা করিলে, অতি  
গুরুপাপেরও ধ্বংস হইয়া থাকে । হে দেব  
রা ! সকল কালের সর্বকালেই এই সকল  
নামে পূজা করিবে । অথবা আষাঢ় কিংবা  
শ্রাবণ মাসের সপ্তমী বা ত্রয়োদশী তিথিতে  
সাধক ভক্তি-সহকারে নন্দাদেবীর অধিবাস  
করিবে । অধিবাসকালে দেবতার হস্তে শুক্ল,  
ধৌত ও বহুগ্রন্থিক ৫৫ কপালি সূর্য্য



গ্রহিতিঃ সুরিচিহ্নাতী রচিতৈকব মোক্তিকৈঃ ।  
 সুধৌতং বন্ধয়েৎ তন্ত্ৰং রোচনাশনিকুক্ষ্মৈঃ ॥১৫  
 তথা সর্কানি জ্বালানি পুষ্পগন্ধকগানি চ ।  
 নৈবেদ্যানি বিচিহ্নানি বস্ত্রাণ্যন্তরণানি চ ॥ ১৬  
 হেমতারময়ান পুষ্পানি কুশানি যদবস্ত্রাণি ।  
 স্নাতো ময়বিধিনা অগ্নিকার্ষ্যং তথা কুরু ॥ ১৭  
 তথা চ পূজয়েদেবীং প্রতিমাস্তত্ত্বিলেহপি বা ॥১৮  
 পাত্ৰকে বাধ খড়্গে চ ছুরিকাধমুযোস্তথা ।  
 দন্তধাবনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যং চক্ৰং কুরু ॥ ১৯  
 দহা দিশাং বলিং বৎস তথা কুর্যাদিवासনম্ ।  
 সমশৈর্কল্পপত্রৈর্কা ছাদয়েৎ তৎ পবিত্রকম ॥২০  
 কুহা গজাভিমুখাঢ্যং \* তথা দেব্যা নিবেদয়েৎ ।  
 রাডৌ তু জাগর্য কুর্য্যৎ সর্কশোভাসমম্বিতম্ ॥  
 নটনকর্ত্তকবেশ্টানাং সজ্জানি মুদিতানি চ ।  
 তিষ্ঠন্তে বাদ্যগীতাভিনিরনানি পুরন্দর ॥ ২২

পবিত্র বস্ত্রন করিবে । উহার প্রতি গ্রহিতেই  
 বিচিত্র মুক্তা, রোচনা ও কুক্ষ্ম নিবদ্ধ থাকিবে  
 এবং গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার, নানাকল, প্রচুর  
 নৈবেদ্য ও কোমল কুশপত্র প্রভৃতি জ্বা সমুহ  
 দ্বারা দেবীর অর্চনা করিবে এবং অধিবাসের  
 পূর্বে দন্তধাবনপূর্ব্বক জ্ঞান করিয়া যথোক্ত  
 মন্ত্র-প্রয়োগে অগ্নিস্থাপন করিবে । ১—১৭ ।  
 পরে সেই অগ্নিতে পঞ্চগব্য দ্বারা চক্ৰ প্রস্তুত  
 করিবে । তৎপরে প্রতিমায়, হুণ্ডিলে কি  
 দেবী-পাত্ৰকায়, খড়্গে, ছুরিকা বা ধনুর উপরি  
 দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে । হে  
 বৎস ! প্রথমে একবার পূজা করিয়া দিক্‌পাল-  
 দিগকে বলি প্রদান করত পূর্ব্বোক্ত অধিবাস  
 করিবে এবং অধিবাসাঙ্গ যে পবিত্র বস্ত্রন-  
 করিতে হইবে, তাহাতে দেবীবীজ শতবার  
 জপ করিয়া দশাযুক্ত বস্ত্র কিংবা যে কোন  
 পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তবে দেবী-  
 অঙ্গে স্থাপন করিবে । হে ইন্দ্র ! সেই  
 রাজ্যে নট, নর্ত্তক ও বেশ্টাদিগের সহিত  
 মিলিয়া দেবী-সম্মুখে পরমানন্দে পান বাদ্য

প্রভাতসময়ে বৎস প্রাপ্তে দদ্য্যৎ পুনর্বলিম্ ॥২৩  
 প্রত্যাষে বিধিবৎ স্নাত্বা তথা দেবীং হস্তাশনম্ ।  
 জম্বু হস্তাধ কস্তাশ্চ হিমো ভোজ্য্য বিজ্ঞাত্বা  
 পবিত্রারোহণে বৃন্তে দক্ষিণামুপপাদয়েৎ ।  
 যথা শক্ত্যা ভবেচ্ছত্র নিয়মং কার্য্যকারণে ॥ ২৪  
 রাজ্য নানাবিধাসক্তিরক্ষকীড়া মৃগাবধম্ ।  
 ধ্বিজাচার্য্যোশ্চ স্বাধ্যায়ং ন কার্ষ্যং কৃষিগোরবৈঃ  
 বালগ্ভির্ন চ আত্মীয়ং দিনানি দশ পঞ্চ বা ।  
 অথবা জীনি ঐকং বা দিনং যামার্কমেব বা ॥২৭  
 দেব্যা ব্যাপারগাসক্তিঃ কর্ত্তব্য্য সততং হরে ॥  
 তথা সংপূর্ণকর্ত্তব্যো পুনঃ কুর্য্যৎ পবিত্রকম্ \* ॥  
 এবং যঃ কারয়েৎস তন্ত্ৰ পুণ্যকলং শৃণু ।  
 সর্কযজ্ঞব্রতদান-সর্কতীর্থাভিষেচনম্ ॥ ২৯  
 প্রাপ্তুয়ান্নাত্ৰ সন্দেহো বস্ত্রাৎ সর্কগতা শিবা ॥৩০  
 নাধয়ো ন চ তুংখানি ন চ পীড়া ন ব্যাধয়ঃ ।  
 ন ভয়ং শত্রুহং তন্ত্ৰ ন গ্রীঃ পীড়্যতে কচিৎ ॥

করিয়া জাগরণ করিবে । প্রভাত হইলে  
 যথাবিধানে স্নান করিয়া পুনরায় দশদিক্‌কে  
 বলি প্রদান করত দেবীর ও অগ্নির পূজা  
 করিবে এবং যথাশক্তি তন্ময় জপ ও তন্ময়ে  
 হোম করিয়া কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন  
 করাইবে । এইরূপে পবিত্রবস্ত্রন স্নানপূর্ব্ব,  
 হইলে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে । হে  
 দেবরাজ ! তৎপরে কিঞ্চিৎ নিয়ম পালন  
 করিতে হয় । রাজাদিগের অক্ষকীড়া মৃগয়া  
 নিষিদ্ধ । ধ্বজগণের স্বাধ্যায় নিষিদ্ধ । বৈশ্ব-  
 গণের কৃষিকর্ষাদি নিষিদ্ধ, বাধিজ্যও নিষিদ্ধ ।  
 এই নিষেধ পালন দশ দিন, পাঁচ দিন, তিন  
 দিন, একদিন বা যামার্ক ( দিনার্ক ? ) । যে  
 ব্যক্তি এই বিধির অজ্ঞান করে তাহার পুণ্য-  
 কল বলিতেছি ভ্রবণ কর । বিবিধ যজ্ঞ, ব্রত,  
 দান ও সকল তীর্থে অবগাহন করিলে যে কল  
 হয়, সর্কযজ্ঞপিনী ভগবতী তাহাকে তাদৃশ  
 কলই প্রদান করেন, ইহাতে সন্দেহনাই এবং  
 তাহার কোন প্রকার ব্যাধি, হস্ত বা মনঃপীড়া

সিধ্যান্তে সৰ্বকৰ্মাণি অপি যানি মহাস্থাপি ।  
নাথঃ পরতঃ বৎস মন্ত্ৰে পুণ্যবিসৃজয়ে ॥ ৩২  
নরাণাঞ্চ নৃপানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ ।  
সৌভাগ্যজননং বৎস তব মেহাং প্রকাশিতম্ ॥  
ময়্যপি তে নৃপশ্রেষ্ঠ যথাযত্পদাদিতম্ ।  
অবগাদপি পুণ্যায় কিং পুনঃ করণাচ্ছিতো ॥ ৩৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পবিত্রারোহণং

নামাষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোদ্বাচ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সৰ্বভূতদয়বর্জনম্ ।  
যঃ কুত্ৰা ভবতে রাজন্ সৰ্ববর্ণোহপি চানঘঃ ॥ ১  
নভোমাসে তু সম্প্রাপ্তে নভাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ  
প্রাতঃস্নায়ী সদাধ্যায়ী অগ্নিকার্য্য-পরায়ণঃ ॥ ২

তুমি না, শক্রর ভয় থাকে না ও গ্রহগণ কখন  
তাহাকে কষ্ট দেয় না এবং যে কোন অভীষ্ট  
কার্য্য অতি শুক্লতর হইলেও সুসম্পন্ন হইয়া  
থাকে । হে বৎস ! ইহা অপেক্ষা পুণ্যবর্জক  
কর্ম্ম আর নাই । ইহার অনুষ্ঠানে সাধারণ  
মনুষ্যেরই, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ও  
রাজগণের সৌভাগ্য হইয়া থাকে । হে  
মহারাজ ! ব্রহ্মা ইন্দ্রের-প্রতি মেহ করিয়া  
যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার  
নিকটে তাহাই বর্ণন করিলাম । ইহা শ্রবণ  
করিলেও পুণ্য হইয়া থাকে, অনুষ্ঠানের  
কথা অধিক কি বলিব ? ১৮—৩৪ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর সৰ্বভূত-  
সম্পাদক ব্রহ্মের কথা বলিতেছি ; সকল  
বর্ণেরাই যাহার অনুষ্ঠান করিয়া নিম্পাপ হইয়া  
থাকে । হে বৎস ! আবগম্যাসে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া

দেবীং সম্পূজয়েৎসং বিশ্বপুরাণচম্পকৈঃ ।  
ধূপস্ত গুগ্গুলং নদ্যারৈবেদ্যং স্তুতপাচিতম্ ॥ ৩  
কীরান্নং দধিভক্তঞ্চ অথবা শাকযাবকম্ ॥ ৪  
জপং কুৰ্য্যাৎ তু মন্ত্রস্ত সশ্রুৎ শতমেব বা ।  
দেবায়ান্তং সমর্পেত যাবৎ পূর্ণব্রহ্মো ভবেৎ ॥ ৫  
পূর্ণে ব্রতে ততে বৎস কস্তাচাৰ্য্যাহজান্ স্তিঃ ।  
ভোজয়েৎ পূজয়েচ্ছত্ৰা হেমভূবঙ্গগৌরুভৈঃ ॥ ৬  
অভাবান্নজ্ঞাপস্ত নিত্যং কাৰ্য্যং নৃপোত্তম ।  
যঃ কুৰ্য্যাৎ সততং ভক্ত্যা সোহপি তৎকলম্যপুণ্যং  
ন চ ব্যাধির্জরা মৃত্যুর্ন ভয়কারিসম্ভবম্ ।  
ভবতে নন্দুভক্তস্ত অস্তে চ পদমব্যয়ম্ ॥ ৮  
অত্র মনস্পদানি ভবন্তি ।

ও নন্দে নন্দিনী সৰ্বার্থসাধিনী ।

মূলবিদ্যা ॥

ও নন্দে হৃদয়ম্ ।

ও নন্দ শিবঃ ।

ও সৰ্ব শিবা ।

ও অর্থসাধিনী কবচম্ ।

প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, নিত্য হোম, নভাহার ও  
বেদ পাঠ বরিয়া বিশ্ব, পুরাণ, চম্পক প্রভৃতি  
পুষ্প, গুগগুলু, ধূপ দ্বারা পূজা করিবেন এবং  
নানাবিধ নৈবেদ্য, স্তুত-পক্ক কীরান্ন, দধি-  
মিশ্রিত অন্ন, পায়সান্ন প্রভৃতি বিবিধ অন্ন  
নিবেদন করিবেন এবং সহস্র বা শত সংখ্যায়  
মন্ত্র জপ করিয়া দেবীর অঙ্গে জপ সমর্পণ  
করিবেন । সম্পূর্ণ মাস এইরূপ করিয়া ব্রত  
পূর্ণ হইলে, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, কুমারীজন ও  
পুরোহিতকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি সুবর্ণ  
ভূমি, বস্ত্র, গো ও ঘৃষ প্রদান করিয়া পূজা  
করিবেন । ইহাতে অসমর্থ হইলে প্রত্যহ  
পূজান্তে ইহার অনুকল্প মন্ত্র জপ করিবেন ।  
যিনি যাহা কামনা করিয়া ভক্তিসহকারে এই  
ব্রতের আচরণ করিবেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত  
হইবেন এবং কোনরূপ ব্যাধি কি মনঃপীড়া ও  
কোন ভয় থাকিবে না এবং অকালে মৃত্যু হয়  
না ও অকালে জরা আসিয়া আক্রমণ করে  
না ; দেহান্তে দেবীলোকে নিত্যপদ প্রাপ্ত  
হইয়া থাকেন । ১—৮ । এ বিষয়ে মন্ত্রপদ  
বলিতেছি । ও নন্দে নন্দিনী সৰ্বার্থ-

ওঁ ওঁ নেত্রম্ ।      ওঁ নমঃ হুং কট্ অঙ্গম্ ।  
 নন্দিনী উপচারহৃদয়ম্ ॥ ১১  
 তৃতীয়ামথ পঞ্চম্যাং চতুর্থ্যামষ্টমীষু চ ।  
 নবম্যাং পৌর্ণমাস্তাঞ্চ একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশীম্ ॥ ১২  
 ষষ্ঠ্যষ্টমীষু তু বিদ্যেয়া পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ১৩  
 নন্দামুদ্दिष्टা যো দদ্যাচ্ছ্রাবণে গোবৃষং সিতম্ ॥  
 স লভেদ্দিষ্টকামানি অস্তে লোকঞ্চ শান্ততম্ ॥ ১৪  
 নবম্যাং যঃ সমুদ্दिष्ट দদ্যাৎগাং কাঞ্চনং পি বা  
 স ব্রজেদধুতপাপস্ত নন্দালোকং তদুৎকরে ।  
 আশ্বিনে নব রাত্রাণি উপবাস-অযাচিতৈঃ ।  
 কৃতা দেবীং প্রপূজোত অষ্টম্যামপরেহহনি ॥ ১৫  
 হেমপুষ্পমণিবস্ত্র-নানাচিত্তবিভূষণৈঃ ।  
 দানঞ্চ কাঞ্চনং দেয়ং নন্দাশাস্ত্রার্থপারগে ॥ ১৬  
 স ধুতপাপসজ্জাতঃ সৰ্বকামসমর্ষিতঃ ।  
 বিমানে চামরোৎকৃষ্টে চাক্র চাম্পয়শোভিতে ॥

সাধিনী ।” ইহারই নাম মূলবিদ্যা । “ওঁ নন্দে  
 হৃদয়ং । ওঁ নন্দি শিরঃ । ওঁ সৰ্ব শিখা । ওঁ অর্থ-  
 সাধিনী কবচম্ । ওঁ ওঁ নেত্রম্ । ওঁ নমঃ হুং  
 কট্ অঙ্গম্ । নন্দিনী উপচারহৃদয়ম্ । “তৃতীয়া,  
 চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, পূর্ণিমা,  
 একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে বিশেষরূপে এই  
 সকল মন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে । যে  
 ব্যক্তি শ্রাবণমাসে নন্দাদেবীর ত্রীত্যর্থে গুরু  
 গো-বৃষ প্রদান করেন, তিনি ইহলোকে যাবদ-  
 ভীষ্ট লাভ করিয়া পরে নিত্য ধামে বাস করেন;  
 অথবা যিনি কেবল নবমীতে দেবীর উদ্দেশে  
 সুবর্ণ বা গো প্রদান করেন, তিনি নিম্পাপ  
 হইয়া দেহান্তে নন্দালোকে গমন করিয়া  
 থাকেন । যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসে উপবাস ও  
 অযাচিতভক্ষণে নবরাত্র করিয়া সুবর্ণ, পুষ্প,  
 মণি ও বিবিধ বিচিত্র বসন-ভূষণাদি উপচার  
 দ্বারা দেবীর পূজা করেন । এবং প্রত্যহ  
 নন্দা-শাস্ত্র-পারদর্শী ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ প্রদান  
 করেন, তাঁহার সকল অতীষ্ট সিদ্ধ ও সকল  
 পাপ-ধ্বংস হয় এবং যে স্থানে দানবদলনী  
 দেবী বিরাজ করিতেছেন, পূর্বোক্ত পূজক  
 চামরধারিণী অঙ্গরোগণের সহিত বিমানে

গচ্ছতে নন্দালোকস্ত যত্র দেবী সুরারিষা ।  
 রমতে কন্তাকোটিভিরঙ্গরোগণসেবিতঃ ॥ ১৮  
 তনুস্তে আগতশ্চাত্র পৃথিব্যানেকব্রাহ্মণবেৎ ।  
 নন্দাত্তক্তঃ শিবে ভক্তে নন্দাযাত্তৈকতৎপরঃ ॥  
 কার্তিকে পূজয়িত্বা তু দেবীং জাতী-গজাহ্বয়ৈঃ  
 অন্নদানং দদাৎপ্রৈ কন্তায়াং স্তোজনেষু চ ॥ ২১  
 শ্বেতানি চৈব বস্ত্রাণি তথা দেয়ানি দক্ষিণা ।  
 মুচ্যতে সৰ্বপাপৈস্ত জন্মান্তরকটৈরপি ।  
 ইহত্রৈব ভবেদ্ যোগী পরত্র পদমব্যয়ম্ ॥ ২৩  
 যার্গন্ত বিধিবৎ স্নাত্বা দেবীং পূজয় কুঙ্কুমৈঃ  
 নৈবেদ্যং পুষ্পপূর্ণাশ্চ দেয়াঃ কন্তাশ্চ ব্রাহ্মণে ॥ ২৪  
 ভোজয়েত্তক্ষয়েদ্বৎ বস্ত্রৈঃ কীটকুলোদ্ভবৈঃ ।  
 প্রাপ্নুয়াৎ সৰ্বকামানি সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতৈ ॥ ২৫  
 পৌষে দেবীং সমাধায় পূজয়েজ্জরৈঃ অজৈঃ ।  
 নৈবেদ্যং শালিতক্কঞ্চ কন্তা ভোজয় ভক্ষয়েৎ

আরোহণ করিয়া সেই নন্দালোকে গমন  
 করেন । তথায় অঙ্গরোগণে পরিবৃত হইয়া  
 কোটি কন্তাদিগের সহিত পরমশুখে ক্রীড়া  
 করেন এবং তদ্রূপ ভোগের অবসানে  
 পৃথিবীতে আসিয়া নন্দা ও শিবে একান্ত  
 ভক্তিমান এবং নন্দা-মহোৎসবকারী সম্রাট  
 হইয়া থাকেন, এবং যিনি কার্তিক মাসে  
 জাতীকুশুমাদি দ্বারা দেবীর অর্চনা করিয়া  
 ব্রাহ্মণগণ, স্থালোক ও কুমারীদিগকে প্রচুর  
 অন্ন, গুরুবস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি  
 জন্মান্তরীণ পাপ হইতেও বিমুক্ত হইয়া এই  
 জন্মেই যোগী হন ও জন্মান্তরে নিত্যধামে  
 গমন করেন ১৯—২৩ । হে বৎস ! ঐরূপ যিনি  
 অগ্রহায়ণ মাসে নিত্য যথাবিধানে স্নান করিয়া  
 কুঙ্কুম ও নানাবিধ নৈবেদ্য দিয়া দেবীর পূজা  
 করেন এবং কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে কীটসমুত  
 অর্থাৎ গরদ-বস্ত্র পরিধান করাইয়া, কুশুম-  
 মাল্যে বিভূষিত করিয়া ভোজন করান, তিনি  
 সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অতীষ্টসিদ্ধি  
 লাভ করেন । ঐরূপ যদি কেহ পৌষমাসে  
 দেবীকে স্থাপন করিয়া জরজ-পুষ্পের মাল্য,  
 বিবিধ নৈবেদ্য ও শালিতগুলের অন্ন দিয়া

পীতবস্ত্রস্তথা দেয়া শয্যা তুলোস্তথা ।  
অনেন বিধিনা বৎস সাক্ষাৎদেবী প্রসীদতি ॥২৭॥  
দদতে কামিকান্ ভোগানন্তে চ স্বপুং নয়েৎ ॥  
মাঘে তু পূজয়েদেবীং কুন্দজৈবিধিবৎ শ্রুজৈঃ ।  
কুন্ডমেন সদর্ভেণ তথা সমুপলোপিতাম ॥ ২৯ ॥  
প্রাপিতাং বিধিবৎ পূর্বং ততঃ কন্তাস্ত ভোজয়েৎ  
দ্বিজাংশ্চ নন্দিনীভক্তান্ বিধিনা স্তুতপায়সৈঃ ।  
দক্ষিণাং তিলহোমঞ্চ যথাশক্ত্যা প্রদাপয়েৎ ।

শাপকলিলঃ সর্বভোগধনাবিতঃ ।

পূর্বপুত্রশ্চ ভবতে নরসন্তমঃ ॥ ৩২ ॥

দেহান্তে নান্দনীলোকং সর্বদেবনমস্কৃতম্ ।  
ব্রজহত নাত্র সন্দেহো অনেন বিধিনা নৃপ ॥৩৩॥  
কাক্ষতাং পূজয়েদেবীং সহকারশ্রুজৈঃ শুভৈঃ ।  
তথা নৈবেদ্যভক্ষ্যাণি শর্করামধুনা সম ॥ ৩৪ ॥  
ভোজয়েৎ কন্তকা বিপ্রান্ দক্ষিণা পিতবাসসৌ ।  
অনেন বিধিনা ভোগী দেবীলোককং গচ্ছতি ॥৩৫॥

পূজা করেন এবং কন্তাদিগকে ভোজন করান  
পীতবসন ও তুলার শয্যা প্রদান করেন, হে  
বৎস! ভগবতী তাঁহার প্রতি অতীব প্রসন্ন।  
হঠাৎ তাঁহার ঐহিক কামনা পূরণ করিয়া অন্ত-  
কালে স্বস্থানে লইয়া যান। যে ব্যক্তি মাঘ  
মাসে কুন্দপুষ্পের মালা দিয়া দেবীকে যথাশাস্ত্র  
পূজা করেন ও কুমারীকে স্নান করাইয়া তদঙ্গে  
কুশ দ্বারা কুন্ডুম মাখাইয়া ভোজন করান এবং  
নন্দান্তক ব্রাহ্মণদিগকে স্তুত ও পায়সাদি  
ভোজন করাইয়া যথাশক্তি তিলহোম করিয়া  
দক্ষিণা প্রদান করেন, তাঁহার সকল পাপ দূর  
হয় এবং তিনি বিশিষ্ট ধনবান, পুত্রবান ও  
শত্রুহীন হইয়া সংসারে যথেষ্ট ভোগ করেন।  
পরে দেহান্তে দেবগণ-পূজিত নন্দিনী লোকে  
গমন করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐরূপ  
কাক্ষনো-পূর্ণিমাতে সুন্দর চুতমঙ্গরীর মালা  
এবং শর্করা ও মধু-মিশ্রিত নানাবিধ নৈবেদ্য  
দিয়া যিনি দেবীর পূজা করেন এবং পূজান্তে  
দ্বিজগণ ও কুমারীদলের ভোজন করাইয়া  
কুন্ডবস্ত্র-সমৃদ্ধ দক্ষিণারূপে প্রদান করেন তিনি  
এ স্থানে অনারূপ ভোগ করিয়া শেষে দেবী-

সম্প্রাপ্তে চৈত্রমাসে তু দেবীমিজ্যোদ্ দমনকৈঃ ॥  
নৈবেদ্যং লড্ডুকা দেয়াস্তথা কন্তাস্ত ভোজয়েৎ  
দ্বিজশ্চ রক্তবস্ত্রৈশ্চ ভক্ষিতব্য্য যথাবিধি ।  
অনেন সর্বকামাণি প্রাপ্নুয়াদবিচারণাৎ ॥ ৩৭ ॥  
দেবীলোকং ব্রজহৎস যত্র ভোগা নিরন্তরাঃ ॥  
রৈশাথে পূজয়োদবীং কর্ণিকারশ্রুজৈঃ শুভৈঃ ।  
নৈবেদ্যং শক্তবঃ খণ্ডং কন্তাশ্চৈব তু ভোজয়েৎ  
শুভানি হেমবস্ত্রাণি দেয়ানি দ্বিজসন্তমৈঃ ॥ ৪০ ॥  
দেবীসুপ্তীভয়ে বৎস সর্বদেবনমস্কৃতমৈঃ ।  
কৃতবাংশ্চ বিধিরেষ তথা গন্ধর্বকিন্নরৈঃ ॥ ৪১ ॥  
জ্যেষ্ঠে তু শক্তরৌ পূজ্যা রক্তাশোককুরুণ্টকৈঃ  
তথা দেয়ঞ্চ নৈবেদ্যং স্তুতপূর্ণঞ্চ কন্তকাঃ ॥ ৪২ ॥  
ভোজনোয়াস্তথা দক্ষেদগোভূদানহিরণ্যতঃ ॥ ৪৩ ॥  
তথা দেয়া জলকুস্তাঃ সম্পূর্ণা বাসিতাঃ শুভাঃ ।  
অনেন বাক্ষণান্ ভোগান্ দেবী কিপ্রং প্রযচ্ছতি  
আষাঢ়ে পূজয়েদেবীং পদ্মনীলোৎপলৈর্দলৈঃ ।  
নৈবেদ্যং শর্করাস্তকং সদধিভক্ষপায়সম্ ॥ ৪৫ ॥

লোকে গমন করেন এবং চৈত্র মাস উপস্থিত  
দেখিয়া যে শুভ নানা উপচারে দেবীর অর্চনা  
করিয়া কুমারী ও অস্তান্ত স্ত্রীজনকে রক্তবস্ত্র  
পরিধান করাইয়া লড্ডুক (লাডু) ভোজন  
করান, তিনি পুণ্যবলে নির্দিষ্টকালে এ স্থানের  
সকল ভোগ করিয়া ভোগভূমি দেবীধামে  
যাইয়া নিত্য ভাস করেন। হে বৎস! যিনি  
বৈশাখ মাসে বিশেষ উপচার, কর্ণিকার-  
কুন্ডুমের মালা ও শক্তুর নৈবেদ্য দিয়া দেবীর  
পূজা করেন এবং কন্তাগণকে বিশুদ্ধ কাঞ্চন  
বসন পরিধান করাইয়া সেই নির্বেদিত বস্ত্র  
ভোজন করান, দেবী তাঁহার প্রতি বড়ই  
অনুগ্রহ করেন। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর ও  
ব্রাহ্মণগণ সকলেই এই ক্রত করিয়াছিলেন।  
এইরূপ জ্যৈষ্ঠমাসে রক্তাশোক ও কুরুণ্টক  
কুন্ডুম দ্বারা শক্তরৌকে পূজা করিয়া স্তুতপূর্ণিত  
বহু নৈবেদ্য প্রদান করিলে এবং কন্তাদিগকে  
ভোজন করাইয়া গো, ভূমি, স্থিণ্য ও জলপূর্ণ  
কুন্ত প্রদান করিলে, দেবী সেই ভক্তের প্রতি  
অনুগ্রহ করিয়া নীত্র তাঁহাকে বাক্ষণলোকে



কন্তা দ্বিত্বাঃ স্ত্রিয়ো ভোজ্যা দক্ষয়েচ্চ তথা

চ তান্ ॥ ৪৬

নানাহোম্যগ্নরগাব-তিলভু-অশ্ব-মৌক্তিকৈঃ ।

পূজ্যা ভগবতী ভক্ত্যা সর্ববর্ণপ্রসিক্ষয়ে ॥ ৪৭

নন্দা সুনন্দা কনকা উমা দুর্গা কমাবতী ।

গৌরী যোগেশ্বরী শ্বেতা নারায়ণী সূতারকা ॥ ৪৮

অম্বিকা চেতি নামানি আবণাদেবজ্ঞক্রমাৎ ॥ ৪৯

যে চ কৌতুস্তি উথায় তে নরা ধৃতকন্মযাঃ ।

ভবান্ত নৃপশাঙ্গীনাঃ পৃথিব্যাং ধনসঙ্কলাঃ ॥ ৫০

এতানি পথি সংগ্রামরুদ্ধিপীড়ানু নিত্যশঃ ।

অরংস্তরতি ঘোরানি চর্চিকৈতি যহন্তম ॥ ৫১

ব্রতানাং প্রবরং বৎস সমা অর্চন্ত পুদতঃ ।

মাসং বাপি প্রকর্তব্যং অবণাদিক্রমেণ তু ॥ ৫২

লইয়া যান । যিনি আষাঢ়মাসে পূর্বোক্তনিয়মে প্রত্যহ নীলপদ্ম দিয়া দেবীর পূজা করেন এবং শর্করাযুক্ত ও দধিযুক্ত অন্ন, পায়সান্ন প্রদান করিয়া কুমারী, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীগণকে ভোজন করাইয়া নিজের অঙ্কুলে রাখেন এবং তাহাদিগকে কাঞ্চন, বসন, গো, তিল, ভূমি, অশ্ব ও যুক্তারাদি প্রদানে সন্তুষ্ট করেন, তাঁহার প্রতি দেবী প্রসন্না হন । বর্ণ মাত্রেই সিদ্ধিলাভের জন্ত ভগবতীকে ভক্তিসহকারে এই নিয়মে পূজা করিবেন । আবণাদি দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে নন্দা, সুনন্দা, কনকা, উমা, দুর্গা, কমাবতী, গৌরী, যোগেশ্বরী, শ্বেতা, নারায়ণী, সূতারকা ও অম্বিকা এই দ্বাদশটি নাম-উল্লেখ পূজা করিতে হইবে । ষাঠার প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রত্যহ ঐ নাম কয়টি কৌন্তন করেন, তাঁহাদের উদেহে কোন পাপ স্পর্শ করে না এবং তাঁহারা জন্মান্তরে পৃথিবীতে আসিয়া ধনশালী রাজা হইয়া থাকেন । পথিমধ্যে, যুদ্ধকালে, পীড়াদিসময়ে এই নাম কয়টি স্মরণ করিলেও কোন বিপদ হয় না । হে বৎস আমি যে বর্ষব্যাপী অর্চনার বিধি বলিলাম, উহা সকল ভ্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই ব্রত আবণ মাস হইতে এক বৎসর করিবার বিধি বলিলাম । উহাতে অশঙ্ক হইলে

নাপুণ্যৈঃ প্রাপ্যতে বৎস নরৈর্নৃপবরৈস্তথা ।

প্রাপ্যতে ভবতীভাবাদ্ যন্ত তুষ্ঠী তু নন্দিনী ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নন্দাব্রতং নাম

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

---

শততমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

সকেষ্যাকৈব পাত্ৰাণাং দেবী পাত্ৰস্ত শকরী ।

তাস্ত পূজয় বিদ্যেয়া দৃষ্টাদৃষ্টপ্রদায়িকা ॥ ১

ব্রহ্মণাস্ত বিধিঃ শক্রে কথিতা বিজয়াবহা ।

শক্রেতি পৌর্ণিমা তাত্ আবণস্ত শুভাবহা ॥ ২

শক্রে উবাচ ।

বিজয়া যা সমাখ্যাতা সর্ষকামপ্রসিক্ষয়ে ॥ ৩

তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ সুরসত্তম ॥ ৩

আবণাদি ছয় মাস কিংবা তিন মাস অথবা কেবল আবণ মাসেও করিলে সিদ্ধি হইবে । হে বৎস ! বহু পুণ্য ব্যতীত কোন নৃপতি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না ; কিন্তু দেবী নন্দা ষাঠার চিত্তের ভক্তিতাবে সন্তুষ্ট হন ; তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন । ৪২—৫৩ ।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

শততম অধ্যায় ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে মহারাজ ! সমুদয় পূজাপাত্রে মণ্ডে দেবী শকরীই প্রধান পাত্ৰ ; সেই শুভাশুভপ্রদায়িনী ভগবতীকে যথা-বিধানে পূজা করিবে । হে বৎস ! ব্রহ্ম ইন্দ্রকে আবণী পূর্ণিমা যে বিজয়া-পূজার বিধি বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আবণমাসের ঐ তিথি শক্রেপূর্ণিমা নামে খ্যাত এবং উহাতে দেবীর অর্চনা করিলে বিজয় ও কল্যাণ লাভ হয় । এক্ষণে ব্রহ্মেন্দ্র-সংবাদ বলিতেছি । শক্রে কহিলেন,—হে সুরবর ! বিজয়া নামে যে পূর্ণিমা আছে, ষাঠাতে দেবীর অর্চনা করিলে

ব্রহ্মোবাচ ।

পুত্রার্থং রাজ্যবিদ্যার্থং যশঃসৌভাগ্যতোহপি বা  
বিজয়রোগাকামায় বিজয়াং কুব্বীত পৌর্ণিমাম্  
হেমং বা রজতং তৈলকং খড়্গকৈব বা পাতকে ।  
প্রতিমাং বাপি কুব্বীত সর্বলক্ষণসমুতাম্ ॥ ৫  
তামাদায় শুভে খণ্ডে শুক্লবস্ত্রবিভূষিতাম্ ।  
যবশালাকুরোপেতামাত্রপত্রবিভূষিতাম্ ॥ ৬  
দেবীং শূশোভনাং বস্ত্রেঃ কল্পয়েৎ তত্র তা

স্ময়েৎ ।

হস্তা হস্তাশনং মস্তৈস্ততো দেবীং বিস্তসেৎ ॥ ৭  
রৌচনাচন্দনচৈন্দ্রকপলিপ্য প্রপূজয়েৎ ।  
নানাপুষ্পবিশেষৈশ্চ ধূপমঙ্গলভোজনৈঃ ॥ ৮  
পূজয়েদ্বিধিবদ্ দেবীং তথা বীজানি আশ্বরেৎ ।  
যুবগোধূমুদগানি শালিষষ্টিক-আঢ়কী ॥ ৯  
ভিলমাষাঃ প্রসাতী চ স্ত্রীমাক্য নববালকা ॥ ১০  
বিশ্বামদাভিমাচোচুমোচকপিথনাগরান্ ।  
বদরান্ বীজপূরাংশ্চ উড়ুস্বর অথষ্টকান্ ।

সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, এক্ষণে তাহার বিষয়ে  
সবিশেষ অবগণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে,  
আপনি বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন, হে বৎস !  
সাধক পুত্র, রাজ্য, বিদ্যা, যশ, সৌভাগ্য,  
বিজয় ও আরোগ্য কামনা করিয়া বিজয়া  
পূর্ণিমার অমুষ্ঠান করিবেন । সুবর্ণ বা রজতে  
নির্মিতা স্তূলক্ষণা দেবীপ্রতিমা কিংবা তীক্ষ্ণ  
খড়্গ অথবা দেবীর পাদুকাঙ্কুর গ্রহণ করিয়া  
শুভ নক্ষত্রে শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইয়া  
চতুর্দিকে আত্ম-পল্লব ও যবাকুর বা ধাত্তের  
অঙ্কুর চড়াইয়া তত্পরি তাহা স্থাপন করিবেন  
এবং দেবীমুখে অগ্নিসুখে হোম করিয়া দেবীর  
প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং রৌচনা ও চন্দন দ্বারা  
দেবীর অমুলেপন করিয়া নানাজাতীয় পুষ্প,  
ধূপ, গন্ধ ও বিবিধ অন্ন প্রদানে যথাবিধি  
দেবীকে পূজা করিবেন । পরে নানাবীজ  
সংগ্রহ করিয়া ষষ্টি আঢ়ক পরিমাণে যব,  
গোধূম, মুদগ ও ধাত্ত, প্রমুখি পরিমাণে ভিল,  
মাক ও স্ত্রীমাকত্ব প্রদান করিবে এবং বিদ,

দাপয়েচ্চৈব ভক্ত্যা বৈ নৈবেদ্যান্তপরাপি চ ॥ ১১

কলার্থন্তু কলা দেয়া জয়ার্থং যব-অঙ্কুরান্ ।  
পুষ্পং সৌভাগ্যকামায় রত্নান্তায়ুধনায় চ ॥ ১২  
ধনুঃ শত্রুবিনাশায় প্রিয়মিচ্ছায় তং ভবান্ ।  
অন্নং সর্বার্থকামায় যথালাতন্তু দাপয়েৎ ॥ ১৩  
ততঃ কম্পায় দবীং বিদ্যাং গৃহেব প্রাবিতাম্  
পুত্রার্থং ভোজয়েদ্যালান্ বিজয়ায় স্ত্রীমো দ্বিজান্  
ধর্মার্থকৈব ভোজ্যেত অনয়া বিদ্যায়াভিমন্ত্রিতম্  
দক্ষিণাং \* শুক্ল-আচার্য্য-কস্তক-ব্রাহ্মণেয়  
দাপয়েদ্ যাবচ্ছত্যা তু তথা তমহুগৃহ ॥ ১৪  
ভোজ্যাগ্রং পুত্রকামেন গ্রাসং বিদ্যাভিমন্ত্রিতম্  
ভোক্তব্যং পৃথক্পাত্রেণ ন চ কুব্বীত সঙ্করম্ ।  
অনয়া বধিপূর্বন্তু মন্ত্রমন্ত্রৈব লিখ্যতে ॥ ১৫  
ওঁ যঃ পৃথিব্যাং রেতস্তাং মেহ দদতু যো মাং  
মক্ষিতানি ॥

বিদ্যা প্রযচ্ছন অষ্টৌ পুত্রান্ জনপ্রতি

বেদবেদাঙ্গপারগান ॥ ১৬

আত্ম, দাড়িম, মোচক, কপিথ, নাগর, বদর,  
বীজপূর, উড়ুস্বর ও অটক প্রভৃতি কল  
প্রত্যেকটি আঢ়ক পরিমাণে প্রদান করিবে ।  
১—১১ । কণ্ঠের কললাভ করবার জন্ত  
কল ও বিজয় লাতার্থে যবাকুরাদ, সৌভাগ্য  
কামনা করিয়া পুষ্প, যুদ্ধে জয়-কামনায় বিবধ-  
রত্ন এবং শত্রু-বিনাশার্থে ধনু প্রদান করিবে  
এবং সর্বার্থকামনায় যথোপার্জিত অন্নাদি  
প্রদান করিয়া দেবী-সাম্রধানের কমা প্রার্থনা  
করিবে । অন্তর পুত্রকামনায় বালকদিগকে,  
বিজয়-কামনায় স্ত্রীজনকে, ধর্মার্থে ব্রাহ্মণগণকে  
পূর্বোক্ত দেবীমুখে পরিপূত অন্নাদি প্রদান  
করিবে । পরে শুক্ল, আচার্য্য, কস্তা ও ব্রাহ্মণ-  
দিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে এবং স্বয়ং  
পুত্রকাম হইলে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পরিপূত নিবে-  
দিত অন্ন ভোজন করিবে । এক্ষণে মন্ত্রের কথা  
বলিতেছি, যথা ;—“ওঁ যঃ পৃথিব্যাং রেতস্তাং  
মেহ দদতু যো মাং মক্ষিতানি বিদ্যা প্রযচ্ছন

অত্র দিশেষত্যাধিকং কচিৎ ।

যোহধীতা ন প্রযচ্ছ্যাপুত্রপুত্রকো ভবতি । ১৮

অহং বীর্যোনাহং বলেন ওঁ নমো ভগবতে

অক্ষীণরেতসে স্বাহা ॥১৯

রতিকালে বা চিহ্নয়েদ্ দৈবতঃ ত্রিদশেশ্বরম্ ।

যন্ত চেতো ন লোকেহয়ং ভূষিতঃ পাবনো ভুবি

ওঁ রেতো মহারেতায় সর্ববীৰ্য্যং মহামতে ।

কামায় কামদেবায় মম কামান্ প্রযচ্ছতু ঠ ঠ ॥

অনযাতিমদ্বিতং শয়নং ভক্তে ॥

প্রযচ্ছ্যাত্তৌ পুত্ৰান যদি মোহং ন গচ্ছতি ॥২২

এবং বিদ্যাং গৃহীত্বা তু দেবীঃ নিত্যং প্রপূজয়েৎ

ভবতে সর্বকামানাং সিদ্ধিমষ্টাং পরাজিতাম্ ।

যানীহ কলপুস্পানি উৎপদ্যন্তে তু প্রারবি ।

দেব্য। বিপ্রায় কস্তায়াঃ গুরবে অপি দাপয়েৎ

যথানাভর্ষকং বৎস দেয়ং পুষ্পং কলানি চ ।

আবণে নবমী যা সা আশ্বিনী কার্তিকী পি বা

স্বাতব্যামনেন বিধিনা অবশ্যং সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥২৬

অষ্টৌ পুত্ৰান জনয়তি বেদবেদাঙ্গপারগান্ ।

যোহধীতা ন প্রযচ্ছ্যাপুত্রপুত্রকো ভবতি

অহং বীর্যোনাহং বলেন ওঁ নমো ভগবতে

অক্ষীণরেতসে স্বাহা ॥” এবং রতিকালেও

এই ঋষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিবে,—যন্ত চেতো ন

লোকেহয়ং ভূষিতঃ পাবনো ভুবি । ওঁ রেতো

মহারেতায় সর্ববীৰ্য্যং মহামতে । কামায়

কামদেবায় মম কামান্ প্রযচ্ছতু ঠ ঠ ॥” এই

মন্ত্র পাঠ করিয়া শয়ন করিবে এবং পুরুষ যদি

কামমোহে বিভোর না হন, তবে আটটি সন্তান

প্রাপ্ত হন । ১২।২২ । এই বিদ্যাসহযোগে

প্রত্যহ দেবীর অর্চনা করিলে সকল কামনা

পূর্ণ হইয়া থাকে এবং বধাক্ষুণ্ণ যে সকল

পুজাই পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে

দেবীকে, কস্তাদিগকে ও গুরুকে পূজা

করিবেন । হে বৎস ! আবণ, আশ্বিন ও

কার্তিক মাসের নবমী-দিনে সিদ্ধি-কাম সাধক

এই নিয়মে দেবীর স্থাপন করিয়া বধোপহিত

পুষ্প-কলাদি প্রদানে দেবীর অর্চনা করিবেন

এবং ব্রহ্মচারী হইয়া হোম করিবেন ও

হোমায়িতে চক্ৰ প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিয়া

হোমেন ব্রতচর্য্যেণ চক্ৰমঙ্গপ্রসাধনাৎ ।

অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনং সৌভাগ্যজীবিতম্

অথবা অনয়া বিদ্যা লক্ষণা বৃহতী সিতা ॥ ২৮

রাজপুরকবীজানি বচস্বর্ণানিবারণাৎ ॥ ১৯

নাগকেশরপুষ্পানি ঋহস্তে লভতে কলম্ ।

কলমর্পিষজ্জলপানাৎ কলং প্রাপ্নোতি বিদ্যাপ

অজরো ভবতে লোকে বিদ্যাধর-ধরাধিপঃ ।

এতৎ তে সর্বাযাখ্যাতং বিজয়াখ্যং ব্রতৌত্তমম্

সিদ্ধিদং সর্বলোকানাং বিধিনা উপসেবনাৎ ॥৪১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবাবতারে বিজয়াব্রতং

নাম শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

মন্ত্রকবাচ ।

অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি রূপসৌভাগ্যকারকম্ ।

নক্ষত্র-বিধিনা বৎস যথা তুষাতি শকরৌ ॥ ১

পূর্বোক্ত মন্ত্রে পরিপূত করিয়া ভক্ষণ করিলে

পুত্রহানের পুত্র হয় এবং প্রচুর ধন-সৌভাগ্য

ও দীর্ঘজীবন লাভ হয় অথবা এই মন্ত্র পাঠ

করিয়া বৃহতী বা বীজপুরকের অক্ষুর অথবা

নাগকেশর কুসুম ভক্ষণ করিলে স্বাতীষ্ট পূর্ণ

হয় এবং যিনি এই বিদ্যার দ্বারা পরিপূত

করিয়া যে কোন কল বা বৃত্ত ভোজন কিংবা

সামান্ত বারিমাত্র পান করেন, তিনি ইহ

সংসারে সকলের অজ্ঞেয় হইয়া পরলোকে

বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইন । হে বৎস !

এই তোমাকে বিজয়াখ্য ব্রতের কথা সকলই

বলিলাম ; যথাবিধানে যাহার অনুষ্ঠান করিলে

সকল লোকেই অতীষ্টসিদ্ধি হয় । ২০—৪১ ।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততম অধ্যায় ।

মন্ত্র কহিলেন,—হে বৎস ! অতঃপর যে  
সকল বিশেষ নক্ষত্রে দেবীর অর্চনা করিলে

মার্গাদায়িত্বা যুলেন পাদৌ জাতিময়ৈঃ স্রষ্টৈঃ  
পূজয়েৎ সোপবাসন্ত নক্ষত্রান্তে তু পারণম ॥২  
যবান্নং হবিষা সিদ্ধং ত্রাশ্বে জজ্ঞৌ প্রপূজয়েৎ  
কহ্লারৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ তিলমাষারভোজনম ॥ ৩  
তেনৈব প্রথমং বিপ্রা অশ্বিনাঃ জাহ্ননৌ জয়েৎ  
কুন্দৈঃ সূশীতপুষ্পৈশ্চ ভোজনং দধিশর্করা ॥৪  
আষাঢ়াষয়েৎপি তাং দেবীং বিশ্বপত্নৈঃ

প্রপূজয়েৎ

নক্ষত্রান্তে চ ভূজীত ত্রাশ্বগান তচ্চ পারণম ॥৫  
যুগ্মং কাশ্তন্ত গৃহন্ত পারয়ন্ত্যা প্রপূজয়েৎ ।  
দধিভৃক্তন্ত নৈবেদ্যং কটিক কৃত্তিকৈর্ঘজেৎ ।  
দমনৈঃ সিতপুষ্পৈশ্চ লডুকী দিবি ভোজনে ॥৬  
ভাদ্রপদে ঘৌ চ পার্শ্বে পূজয়েৎ কুশুমৈঃ সিতৈঃ  
কৌস্তারং দৈকৌবিপ্রাণাং নক্ষত্রান্তে তু ভোজনম

অর্চকের রূপ ও সোভাগোর উদয় হয় এবং  
শতরৌ যাহাতে সমুদ্র হন, তাহা বলিতেছি ।  
এই অতের আরম্ভকাল অগ্রহায়ণ মাস ।  
সাধক যুগানক্ষত্রে উপবাসী থাকিয়া জাতি-  
পুষ্পের দ্বারা দেবীর চরণযুগল অর্চনা করিবেন  
এবং নক্ষত্র অস্তীত হইলেই স্নাতপক যবান্ন  
পারণ করিবেন । রোহিণীনক্ষত্রে কহ্লার ও  
ভৃঙ্গরাজ পুষ্পে দেবীর জজ্ঞাঘয়ের অর্চনা  
করিয়া তিল ও মাষার ভোজন করিবে, এং  
অশ্বিনীনক্ষত্রে শীতলত্বসুদ্রুত কুন্দপুষ্প দ্বারা  
দেবীর জাহ্ননয়ের পূজা করিয়া শর্করামিশ্রিত  
দধিমাংস পারণ করিবেন । পূর্বাষাঢ়া ও  
উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে যথাবিধানে বিশ্বপত্ন  
দ্বারা দেবীর অর্চনা করিয়া নক্ষত্রের  
সমাশ্রিত হইলে ত্রাশ্বগ ভোজন করাইয়া স্বয়ং  
পারণ করিবে । পূর্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী  
হই নক্ষত্রে দেবীর গৃহস্থানের পূজা করিয়া  
নিবেদিত দধিমিশ্রিতান্ন দ্বারা পারণ করিবেন ।  
কৃত্তিকানক্ষত্রে গুরু দমনক পুষ্প দ্বারা দেবীর  
কটিস্থান পূজা করিবেন এবং নক্ষত্রান্তে লাডু  
খাইয়া পারণ করিবেন এবং পূর্বভাদ্রপদ  
উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে গুরু কুশুম দ্বারা দেবীর  
হইলী পার্শ্বদেশের অর্চনা করিবেন ও ত্রাশ্ব

পৌষা কৃত্তিকাতা দেব্যা সহকারশ্চৈর্ঘজেৎ ॥  
কৌরপিষ্টং সারভোজ্যমমুগাধা উরো যজেৎ ॥ ৮  
কর্ণিকায়স্রষ্টৈঃ পীতৈর্ভোজনং স্নাতপাচিতম !  
পৃষ্ঠদেশং ধনিষ্ঠাসু মেঘপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯  
কর্ণপত্রক নৈবেদ্যং দোহিশাখাসু পূজয়েৎ ।  
মরুপত্রৈঃ স্নগন্ধৈশ্চ দেয়ং ভোজ্যাস্ত পায়সম ॥১০  
করৌ করেণ পূজোত উশীরতগরাদিভিঃ ।  
গুড়কৌরন্ত নৈবেদ্যমমুগাশ্চ পুনর্বাসৌ ॥১১  
কুশুমেন প্রপূজোত দেয়ং ভোজ্যাস্ত পটিকম \*  
নখান ভূজঙ্গদৈবতো পুরগাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥  
ভোজ্যাস্ত মার্জিতা দেয়া গ্রীবাং জ্যোষ্ঠাসু

পূজয়েৎ ॥ ১২

সিতমালাভির্দেব্যায়া দেয়ং ভোজ্যং স্নাতাদিকম  
রস্তাপুষ্পদলৈঃ কণৌ পূজয়েদ্ ভোজয়েৎকবিঃ ।  
পুষ্যে সুখন্ত পদ্মাদৈঃ শর্করান্নন্ত ভোজয়েৎ ॥

দিগকে কৌরার ভোজন করাইয়া স্বয়ং  
নক্ষত্রের অবসানে ভোজন করিবেন ।  
বেবতীনক্ষত্রে চূতমঞ্জরী মালা দ্বারা দেবীর  
কৃষ্ণ পূজা করিয়া কৌর, পিষ্টক ও অন্নাদি  
স্বয়ং ভোজন করিবেন । অম্বরাধা নক্ষত্রে পীত  
কর্ণিকার-পুষ্পের মালা দ্বারা দেবীর বক্ষঃস্থলের  
অর্চনা করিয়া পারণদিনে স্নাত পক দ্রব্য  
ভোজন করিবেন । ধনিষ্ঠানক্ষত্রে কাঞ্চনকুশুম  
দিয়া দেবীর পৃষ্ঠদেশ পূজা করিয়া যথাকালে  
পারণ করিবেন । বিশাখাতে স্নগন্ধ মরুপত্র  
দ্বারা দেবীর বাহুঘয়ের পূজা করিয়া পায়সার  
নিবেদন করিবেন । হস্তানক্ষত্রে তগর ফুল  
ও ব্যাণার মূল দ্বারা দেবীর করদ্বয়ের অর্চনা  
করিয়া গুড় কৌর নৈবেদ্য দিবেন । পুনর্বাসু-  
নক্ষত্রে কুশুম দ্বারা দেবীর অঙ্গুলি-সমুদয়ের  
পূজা করিয়া ষষ্টিক নৈবেদ্য দিবেন ।  
অশ্লেষাতে পুরাগ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা দেবীর  
নখ-নিচরের অর্চনা করিয়া স্নাত অন্ন নিবেদন  
করিবে । জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রে গুরু কুশুমের মালা  
দ্বারা দেবীর গ্রীবার পূজা করিয়া, স্নাত

\* ষষ্টিকমিতি পাঠান্তরম্ ।



দশনাম্ স্বাতিনা দেব্যা সুরৈকৈঃ কৃষ্টানৈর্ঘজেৎ  
 আশ্বস্ত শতষিভিষেজ্যা নাগকেশরচন্দনৈঃ ॥১৪  
 বর্জ্জুশর্করাতোজ্যাং নাসিকাসু মধাং যজেৎ ।  
 জবাপুশ্পৈস্তথা ভোজ্যাং গে ধুমকৃতিসংকৃতম্ ॥  
 যুগনেত্রে তু দেব্যায়াঃ সুরৈকৈঃ কুসুমৈর্ঘজেৎ ।  
 চিত্রাচিত্রৈশ্চৈ \* দেব্যা ললাটঃ চিত্রভোজনম্  
 ভরণী শিরসা দেব্যাশ্চম্পকাদিশ্চৈর্ঘজেৎ । •  
 ক্ষীরান্নভোজনং দেয়মার্জে কেশান্ প্রপূজয়েৎ ॥  
 জাত্যাদিকুসুমৈর্দেব্যাঃ সর্কান্নানি চ ভোজনম্  
 নক্ষত্রমাতরা হোষা রূপপূজার্থিভিঃ সদা ॥ ১৯  
 শস্ত্রং বাপ্যথবা বিষ্ণুং স্তুতহোমারদক্ষিণা ।  
 দেয়ং বহুযুগং বিশ্বে সপত্নীকজিতেন্দ্রিয়ে ।  
 দেব্যা শাস্ত্রার্থকুণ্লে শিবজ্ঞানাবিধারদে ॥ ২০

সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা ।  
 শোভনা দশনা শুভ্রা কর্ণৌ চাপি সমাংসলৌ ।  
 ষট্পদোদরনিটৈঃ কেশৈস্তথা কোকিলনাদিনৌ  
 তাম্রোষ্ঠী পদ্মপত্রাকৌ সুহস্তা ললনামিতা ।  
 নাভিঃ প্রদক্ষিণাবর্তা রক্তাদলনিভোরু চ ॥ ২২  
 সুশ্রোণী যুহমধ্যা চ স্নিগ্ধাঙ্গুলিশোভনা ।  
 প্রমদা সুভগা ভর্তুর্নয়নোহপি মহাভূজঃ ॥২৩  
 পীনবক্যঃ পৃথুভাবঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ।  
 সিতহস্তো গঙ্গাগামী মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৪  
 প্রিয়ঃ সর্বশ্চ লোকশ্চ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ ।  
 যুহবাগ্হাস্তযুক্তশ্চ স্রোণাঞ্চ মনোহারকঃ । •  
 কামতুলো মহাবিক্রো ব্রতেনানেন জায়তে ॥২৫  
 নারিষোগশ্চ ইষ্টানামুর্থানাক শুভাগমঃ । •  
 নক্ষত্রাখ্যং মহাপুণ্যং ব্রতানাক্ত ব্রজেন্তমম্ ॥২৬

ভোজ্য নিবেদন করিবেন। স্বাতী নক্ষত্রে  
 কুদসী পুষ্প দিয়া দেবীর কর্ণধয়ের পূজা  
 করিবেন। পুষ্যাতে পদ্মদল দ্বারা দেবীর  
 মুখকমলের অর্চনা করিয়া, শর্করান্নবেদ্য  
 নিবেদন করিবেন। ১—১৪। স্বাতীনক্ষত্রে  
 রক্তপদ্মকলিকা দ্বারা দেবীর দন্তপঙ্ক্তির অর্চনা  
 করিবেন এবং শতভিষানক্ষত্রে সচন্দন নাগ-  
 কেশর পুষ্প দিয়া, দেবীর নাসারন্ধ্রের অর্চনা  
 করিয়া, শর্কর-মিশ্রিত বর্জ্জুবিন্যয় ও গোধূম-  
 চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টকাদি নিবেদন করিবেন।  
 যুগশিরাতে সুরৈক পুষ্প দ্বারা দেবীর ললাট-  
 স্থান অর্চনা করিয়া, নক্ষত্রান্তে নানাবিধ অন্ন  
 ভোজন করিবেন ও বিবিধ বর্ণের ধ্বজা-  
 রোপণ করিবেন। ভরণীনক্ষত্রে চম্পকাদি-  
 পুষ্পা মালা প্রদানে দেবীর মস্তকের পূজা  
 ও মন্ত্রাধিপদিগের পূজা করিয়া, দ্বিজগণকে  
 ক্ষীরান্ন প্রদান করিবেন। রূপার্থী ও পূজ-  
 কাম ব্যক্তির ব্রতান্তে জাতি প্রভৃতি পুষ্প  
 দ্বারা দেবী, নক্ষত্রমাতৃগণ, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে  
 অর্চনা করিয়া অতি ভীষণসহকারে স্বয়ং  
 ভোজন করিবেন। পত্নীযুক্ত এবং দেবী-  
 শাস্ত্রের মূর্ত্যভিজ্ঞ, শিবশাস্ত্রে স্নানপুণ, সহীক

ও জিতেন্দ্রিয় কোন ব্রাহ্মণকে বহুযুগল দক্ষিণা  
 দিবেন। যে নারী এই ব্রত করেন, তাঁহার  
 পূর্ণচন্দ্রের স্থায় মুখশ্রী হয়; পদ্মপত্রের স্থায়  
 নয়নযুগল হয়; দন্ত সকল অতি সুন্দর হয়;  
 কর্ণযুগল মাংসল হয় এবং তদীয় কেশনিচয়  
 ভ্রমবোধের স্থায় কাঙ্ক্ষা ধারণ করে; কণ্ঠ-  
 স্বর কোকিলের মত মধুর হয়; ওষ্ঠদ্বয় লোহিত  
 ও হস্তদ্বয় পদ্মের স্থায় কোমল হয় এবং নাভি  
 দক্ষিণাবর্তে গভীর হয়; উরুযুগলের গঠন  
 কদলীকুণ্ডলের স্থায় হয়; অঙ্গুলি সমুদয় পর-  
 স্পর সংলগ্ন হওয়ায় বড়ই সুন্দর হয়; নিতম্ব  
 বিশাল ও মধ্যদেশ ক্ষৌণ হয় এবং সেই প্রমদা  
 স্বামীর প্রেমসী হন এবং পুরুষে এই ব্রত  
 করিলে, তাহারও মুখশ্রী চন্দ্রের স্থায় হয়;  
 বক্ষঃস্থল বিশাল হয়; বাহুদ্বয় জাহ্নু পর্য্যন্ত  
 লব্ধমান হয়; নয়নযুগল পদ্মপত্রের স্থায়  
 বিশাল ও সুশোভন হয়; তদীয় দন্তপঙ্ক্তি  
 অতি শুক্ল হয় এবং গল্গনে গজের মত যুহমন্ড  
 ভাব হয়; শরীরে অসামান্য বল হইয়া থাকে  
 এবং তিনি যুহভাবে ও যুহ হাসিয়া বাক্য  
 প্রয়োগ করেন; সংসারে সকলেরই প্রিয়  
 হন; বিশেষতঃ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া,

আপংস্বপি ন ভেদন্ত স্থৈর্যে কার্যং যজ্ঞচাত্মম্  
অপি দোষাত্মকৈর্ভাবৈর্ন ত্যাজ্যং মুনিসন্ত ম ॥২৭  
ইতি জীদেবীপুরাণে নক্ষত্রব্রতং নার্মৈকাধিক-  
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দ্বাদশিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

আষাঢ়ে তোয়ধেমুং যো যুতং ভাদ্রপদে তথা ।  
মাঘে তু তিলধেমুঃ স্ত্রাৎ স দাতা

\* লভতে হিতম্ ॥ ১

বিদ্যাধর উবাচ ।

কানি দানানি দেব্যায়া দেয়ানি মুনিসন্তম ।  
কানি শাস্ত্রানি দেশং বা কালং দ্রব্যবিধিচ্চ কঃ  
ভাঙহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ২

অগস্ত্য উবাচ ।

স্তায়তো যানি প্রাপ্তানি শাকান্তপি নৃপোত্তম ।

কন্দর্পের স্তায় রূপবান হইয়া স্রোজনের চিত্ত  
হরণ করিয়া থাকেন । এই নক্ষত্রব্রত সকল  
ব্রতের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং অতি পবিত্র বলিয়া  
ইহার অনুষ্ঠানে ইষ্টলাভ ও প্রচুর অর্থাগম  
হইয়া থাকে † ॥ ১৫—২৭ ॥

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্বাদশিকশততম অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—যিনি আষাঢ় মাসে  
জল-ধেমু, ভাদ্রমাসে যুত ধেমু ও মাঘ মাসে  
তিলধেমু প্রদান করেন, সেই দাতা কল্যাণ-  
ভাজন হইয়া থাকেন । বিদ্যাধর কহিলেন,—  
হে মুনিস্বর ! দেবীর উদ্দেশে কি কি দান প্রশস্ত  
এবং কিরূপ পাড়ে, কোন্ কালে, কোন্ দেশে,  
কি কি দ্রব্য যথাবিধানে প্রদান করা কর্তব্য,  
তাহা অবগত করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি  
অনুগ্রহ করিয়া বলুন ! অগস্ত্য বলিলেন,—

তানি দেয়ানি দেব্যায়াঃ কন্তকা যোষিতস্তথা ॥৩০  
ভক্তক্রেমু চ বিপ্রেষু অপরেষু চ নিত্যানঃ ।  
বিশেষাৎ প্রারুষি বৎস দেবী কামান প্রযচ্ছাত-  
দেশং নন্দাগয়াটেশলং গঙ্গানন্দপুষ্করম্ ।  
বারাণস্তাং কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং জম্বুকেশ্বরম্ ॥ ৫  
কেদারং ভৌমদানঞ্চ দণ্ডকং পুষ্করাস্রয়ম্ ।  
শোণেশং মহাপুণ্যং তথা-অমরকণ্টকম্ \* ॥  
কালঞ্জরং তথা বিছ্যাং যত্র বাসং শুভম্ তু ।  
দ্রব্যং ভূ-হেম-গোধাত্তং তিলবহুদ্রব্যাদিকম্ ॥৭  
বিধিনা উপবাসেন একাব্রনক্তভোজনম্ ।  
শুচিনা ভাবপুহেন কাঙ্ক্ষিসত্যব্রতাদিনা ।  
অপি সর্বপম্ভ্রোহপি দাতারং তারয়েদদনং ॥৮  
যঃ পুনর্বিধিনা বৎস দেবীমুদ্दिष्ट প্রারুষি ।  
বিপ্রেষু বিপ্রকন্তু তু তিলাদীন্ সংপ্রযচ্ছতি ।  
তস্ম সন্তুষ্যতে দেবী অচিরেণ তু বিদ্যাপ ॥ ৯

হে মহারাজ ! স্তায়ার্জিত হইলে সামান্ত বস্ত্র  
শাকও দেবীপীতার্থে ভোজন, কুমারী ও  
সাধারণ স্রোজনকে এবং অস্ত যে কোন দেবী-  
ভক্তকে সকল সময়েই প্রদান করিতে পারেন ।  
হে বৎস ! বিশেষতঃ বর্ষাকালে দেবীর স্রীতির  
জন্ত দান করিলে, দেবী সকল-অভীষ্ট-প্রদান  
করেন এবং দান করিবার স্থান নন্দাতীর্থ,  
গয়াধাম, গঙ্গাতীর, নন্দনা, পুষ্কর, কাশীধাম,  
কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, জম্বুকেশ্বর, কেদার, দণ্ড-  
কার্ণা, ভৌমদান, পরমপবিত্র শোণেশ্বর,  
অমরমণ্ডপ, কালঞ্জর ও বিছ্যাচল, যথায়  
কার্তিক অবস্থান করেন । দাতা যথাবিধানে  
উপবাসী থাকিয়া অথবা নক্ত বা একবার মাত্র  
ভোজন করিয়া সত্যবাক্ কথী ও অতিপবিত্র  
হইয়া ভূমি, সুবর্ণ, ধেমু, ধাত্ত, তিল, বস্ত্র ও  
স্বত্ব প্রভৃতি দ্রব্য প্রদান করিবেন । সর্বপের  
স্তায় অতি স্বল্প প্রদান করিলেও দেবী দাতাকে  
সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন ॥ ১—৮ ॥  
হে বৎস ! যিনি বর্ষাকালে দেবীর স্রীতি-  
কামনার শাস্ত্রবিধানে ভোজন ও বিপ্রকন্তা-

\* সঙ্গার টীতি কচিং পাঠঃ ।

† মূলে পাঠজয় আছে ।

\* অমরমণ্ডপমিতি পাঠান্তরম্ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি নন্দাদেব্যাঃ পদব্রতং ।  
 যেন সংশ্রীয়তে বৎস অচিরেণ মহাশ্বনা ॥ ১০  
 হোমাক্ত পাত্ৰকে কার্যে ঋণাশক্ত্যা তু ভাবিতঃ  
 আত্মদুর্ভাগ্যতবিষপত্নৈঃ পুঞ্জিতমহতঃ ॥ ১১  
 দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু ঋণিলে প্রতিমাথবা ।  
 তন্তুজায় চ বিপ্রায় কস্তানু চ নিবেদনয়েৎ ॥ ১২  
 সূচ্যতে সর্বপাপেষু তুর্গালোকক গচ্ছতি ।  
 কল্পকষে মহাপ্রাজ্ঞো বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ ॥ ১৩  
 কালেন চ ইহায়াতঃ পৃথিব্যাং নৃপসত্তমঃ ।  
 ভবতে নাত্র সন্দেহো ব্রহ্মণা ইদং ভাসিতম্ ।  
 প্রজাপতের্বশিষ্টেন কল্পপত্না চ দক্ষয়োঃ ॥ ১৪  
 তথা হমপি রাজেন্দ্র কুরু চেদং পদব্রতম্ ।  
 মহদৈশ্বর্যাকাজ্জায় দেবীপ্রত্যক্ষকারিণে ॥ ১৫

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে পদব্রতং নাম  
 ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২

দিগকে এই সকল বস্তু দান করেন, দেবী  
 তাঁহার প্রতি অতি শীঘ্রই সন্তুষ্টা হন।  
 অতঃপর নন্দাদেবীর পদব্রত বলিতেছি,  
 হে বৎস! যাহার অমুষ্ঠান করিলে,  
 শীঘ্রই দেবী প্রীতা হন। প্রথমে দেবীর হোম  
 করিয়া, নিজশক্তি অনুসারে দেবীর পাত্ৰকাষয়  
 নির্মাণ করিবেন এবং ঋণিলে বা প্রতিমাতে  
 ও সেই পাত্ৰকাতে আত্মপল্লব, দুর্বা, অকত ও  
 বিষপত্রাদি উপচারে যথোক্ত মন্ত্রে দেবীর  
 পূজা করিয়া, দেবীভক্ত ব্রাহ্মণকে ও কুমারী-  
 দিগকে পুঞ্জিত দ্রব্য সকল ও পাত্ৰকাষয়  
 প্রদান করিবেন। ইহা করিলে সকল পাপ  
 হইতে মুক্ত হন এবং দেহান্তে তুর্গালোকে  
 গমন করিয়া বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইয়া  
 বাস করেন এবং তথাকার ভোগের অবসান  
 হইলে, পৃথিবীতে রাজ্য হইয়া জন্মলাভ করেন,  
 ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা বসিষ্ঠকে এই  
 ব্রতের কথা বলিয়াছিলেন, বসিষ্ঠও প্রজাপতি  
 দক্ষ ও কল্পপকে বলিয়াছিলেন; হে  
 মহারাজ! আমি তোমাকে বলিলাম,

ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তব শানমমুত্তমম্ ।  
 যেন তুষ্ণে পুরা দেবী শক্রস্ত তু মহাশ্বনঃ ॥ ১  
 নীলাং বা যদি বা শ্বেতাং পাটলাং কপিলাং পিবা  
 সূক্ষ্মাং বৎসবালাঞ্চ সুখদোহাং গবীং নৃপ ॥ ২  
 আদায় বিধিবদেবীং পূজয়েৎ অজপকর্জৈঃ ।  
 ধূপঞ্চ সন্ধনির্ঘাসং সতুরুক্ষাঙ্কচন্দনম্ ॥ ৩  
 তুষ্ণপূর্ণস্ত দেব্যাঞ্চ নৈবেদ্যমুপকরয়েৎ ।  
 পায়সং স্নাতসংযুক্তং কমাপয়েৎ তথা তু তাম্ ।  
 দ্বিজায় শিবভক্তায় নিবেদয়েৎ সবৎসগাম্ ।  
 সহস্রবহুকাংস্তাঞ্চ মহৎ পুণ্যমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৫  
 যাবৎ তদ্রোমসংখ্যাতাং ভাবদেবীঃ পুরেষ্মসেৎ  
 ইহত্র বিগতপাপো জায়তে নৃপসত্তমঃ ॥ ৬

তুমি এই পদব্রত কর। ইহা করিলে প্রচুর  
 ঐশ্বর্য হয়, অধিক কি, দেবীর সাক্ষাৎকার  
 লাভ হয়। ১-৬।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—অতঃপর একটি দানের  
 কথা বলিতেছি, পূর্বে মহাত্মা ইন্দ্র যাহা করিয়া  
 দেবীকে সন্তুষ্টা করিয়াছিলেন। হে রাজন্!  
 প্রথমে নীলা, শ্বেতা বা পাটলা কিংবা তুষ্ণবতী  
 সবৎস। গো সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে পদ্মমালা  
 দিয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিবেন এবং  
 পাঁচটি বৃক্ষের নির্ঘাসে ও তুরক, অঙ্কুর, চন্দন  
 দ্বারা প্রস্তুত ধূপ নিবেদন করিয়া, সহস্র নৈবেদ্য  
 ও স্নাত পায়সার প্রদান করিবেন ও পূজান্তে  
 দেবীর নিকট কমা প্রার্থনা করিয়া সুবর্ণ  
 কাংস্ত ও বস্ত্রের সঙ্গিত সেই পুঞ্জিত সবৎসা  
 ধেমুটি কোন ঠেবে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন,  
 তাহাতে মহৎ পুণ্যসকল হয় এবং ধেমু-দেহের  
 ব্রত সংখ্যায় রোম থাকিবে, তাবৎকাল তিনি  
 দেবীপুরে বাস করিয়া শেষে পৃথিবীতে

যমুনায়া বিধিঃ কৃৎয়া প্রাপ্তঃ লোকমমৃতমম্ ॥৭  
 অহং তে কথয়িষ্যামি শূনু রাজন্ যথাবিধি ।  
 তুভ্যং হেমময়ীং গাবীং কারয়েদ্রজতক্ষরাম্ ॥ ৮  
 তাং বস্ত্রপ্রাপ্ততাং কৃৎয়া পূজয়েদগন্ধদর্পণাম্ ।  
 বিচিত্রচিত্রপুষ্পৈশ্চ গন্ধধূপনিবেদনৈঃ ।  
 তথা কমাপয়েদেবীং তাং গাং তত্রৈবমানয়েৎ  
 দেবি হৃদীয়-অ'দেশাৎ তব ভক্তেষু দীয়তে ।  
 পুনস্তাং বিপ্ররাজায় দাপয়েৎ শিবভাবিতে ॥  
 অক্ষয়-কলকামেন প্রায়শ্চিত্তবিবুধ'য়া ।  
 যমুনা চৌর্যমাসীচ্চ ত্রতমশ্চিনু'পোত্তমৈঃ ॥ ১১  
 সা তু পূৰ্ব্বাপরান্ বংশানপি কিম্বিষসংহিতান্ ।  
 উদ্ধৃত্য নমতে বৎস দেবীলোকমমৃতমম্ ॥ ১২  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে হেমগোত্রতং নাম  
 , অধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

পাপসংসর্গশূন্য রাজা হইয়া অমগ্রহণ করেন ।  
 ১—৬ । হে মহারাজ । এইরূপে যমুনা  
 গো দান করিলেও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,  
 উহার শাস্ত্রীয় বিধান বলিতেছি, অবগত কর ।  
 সুবর্ণ দ্বারা গো নির্মাণ করিবে, তাহার খুব  
 সকল রৌপ্যনির্মিত হইবে তাহাকে বিচিত্র  
 বস্ত্রে আবৃত করিয়া, গন্ধ, পুষ্প, ধূপাদি দ্বারা  
 দেবীর পূজা করিয়া তথায় সেই কৃত্রিম  
 গোকটী আনয়ন করিয়া কমা প্রার্থনা করিবে ।  
 হে দেবি ! আপনার আদেশেই শিবভক্তকে  
 এই গোক প্রদান করিতেছি, এই কথা  
 বলিয়া পাপক্ষয়, ও অক্ষয়কল কামনা করিয়া  
 পরমশৈব-ব্রাহ্মণকে সেই গোকটী প্রদান  
 করিবে । এই ব্রত প্রথমে মমু করেন । পরে  
 অস্তান্ত রাজারা করিয়াছিলেন । হে বৎস ।  
 এইরূপ গো প্রদান করিলে, সেই গো-দাতা  
 পূৰ্ব্বাপর-বংশসমুত পুরুষদিগকে পাপ হইতে  
 মুক্ত করিয়া দেবীলোকে বাস্তু করান । ৭—১২  
 অধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

### চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মমু কথ্যে ।

মার্গে রসোত্তমং দদাদ্ স্বতঃ পৌষে মহাকলম্  
 তিলা মাঘে মুনিশ্রেষ্ঠে দ্বাদশ্যে শস্তাধ কাঙ্কনে  
 বিচিত্রাণি চ বস্ত্রাণি চৈত্রে দদাদ্ দ্বিজোত্তমঃ  
 বৈশাখ যবগোধূমান জ্যৈষ্ঠে তোয়তৃতান্ ঘটান্  
 অষাঢ়ে চন্দনং দেহং কর্পূরঞ্চ মহাকলম্ ।  
 নবনৌতং নভো'মাসি ছত্রং শ্রোষ্ঠপদে মতম্ ॥৩  
 শুভ্রশকরঞ্চ গাদ্যাক্ষড্ কানান্ত্রিনে মূনে ।  
 দৌপদানং মহাপুংসে কাঙ্কিকে যঃ প্রবচ্ছতি ।  
 সর্বকামানবাশ্রোত ক্রমায়ার্গাহুনাহুতান্ ॥৪  
 ধেমুং পৌষে স্থিতাং দদ্যাদ্ মাঘে তিলময়ীং তথা  
 জ্যৈষ্ঠে তোয়ময়ীং দদ্যাদ্ স্বতবৎসাং মহাকলম্  
 সুরূপাং শ্রাবণে দদ্যাদ্ গাং মহাকলদায়িকাম্ ॥  
 সৰ্বা হেমময়ৈঃ শৃঙ্গে রৌপ্যপাদৈরুদাহুতাঃ ।

### চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

মমু কহিলেন,—হে মুনিবর ! অগ্রহায়ণ  
 মাসে পুষ্প-কলাদির রস, পৌষে স্বত, মাঘে  
 তিল ও কাঙ্কনে দ্বাদশ্যে শস্তাধ প্রদান করিলে, অক্ষয়  
 কল পাওয়া যায় । হে দ্বিজবর ! চৈত্র  
 মাসে বিচিত্র বস্ত্র প্রদান করিবে, বৈশাখে  
 যব ও গোধূম, জ্যৈষ্ঠ মাসে জলপূর্ণ কুন্ত দান  
 করিবে, অষাঢ়ে চন্দন ও কর্পূর দান করিলে  
 অক্ষয় কল হয়, শ্রাবণে নবনৌত, ভাদ্র মাসে  
 ছত্র দান করিবে । হে মূনে ! আশ্বিনমাসে  
 শুভ্রাবকার শকুনাখণ্ড ও লডডুকাদি প্রদান  
 করিলে এবং কর্ণাটক মাসে দৌপ দান করিলে  
 মহৎ পুণ্য লাভ হয় । এই অগ্রহায়ণাবধি  
 প্রতিমাসে বিহিত দান করিলে সকল অভীষ্ট  
 লাভ হয় । পৌষ মাসে স্বতধেমু, মাঘে  
 তিলধেমু এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বতবৎসা  
 তোয়ধেমু দান করিলে, বিশেষ কল পাওয়া  
 যায় এবং শ্রাবণ মাসে যোতশ গাভী দান  
 করিলে, অক্ষয় কল হয় ; ঐ গাভী  
 সকলের শৃঙ্গ সুবর্ণে ও খুর চারিটী



কাংস্তপাত্রাঃ সঘণ্টাঃ কিত্তিণী-উপশোভিতাঃ  
সমুগাঃ সস্রজা বৎস দাতব্যা বিধিনানয়া ॥ ৮  
দেবীত্রৈলোক্যমূৰ্খাঃ বা বিষ্ণুঃ নাথ যথাবিধি ।  
সুভাববিত্তসম্পত্তৌ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৯  
দাতব্য্য বীতরাগে তু কামক্রোধ-বিবর্জিতে ।  
অযাচকে সদাচারে বিনীতে নিয়মান্বিতে ।  
গোপ্রদাতা লভেৎ কামান্ শ্রেষ্ঠে লোকে  
মনোরমান্ ॥ ১০

অগস্ত্য উবাচ ।

তিলধেনুঃ প্রবক্ষ্যামি তুর্গা যেন প্রসীদতি ।  
অপি তুহুতকর্ম্মাপি যাং নরা নির্ধনো ভবেৎ ॥ ১১  
প্রতাক্ষা যেন দেবী তু রাজপুত্র সুখাবহা ।  
ভবতে হৃদিরৈগৈব তাং শৃণু নৃপোত্তম ॥ ১২  
দেবদেবীমনুজ্ঞাপ্য স্নাত্বা চৈব জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
পূজয়েৎ পুষ্পগন্ধারধুপদীপপবিত্রকৈঃ ॥ ১৩  
ইহা হুতাশনে দেবীং তথা দ্রোণময়ীং কুরু ।  
আঢ়কেন ভবেদ্ বৎস সর্ব্বরত্ন-বিভূষিতম্ ॥ ১৪

রৌপ্যে ঘটিত থাকিবে এবং কাংস্তপাত্র, ঘণ্টা  
ও কিত্তিণীতে সেই গো সুশোভিত থাকিবে ।  
যদি ধনসম্বলন থাকে, তবে প্রথমে দেবী,  
ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য ও বিষ্ণুকে যথাবিধি পূজা  
করিয়া ঐ গরুটী এমন ব্রাহ্মণকে দান করিবে,  
যাহার কাম, ক্রোধ বা বিষয়ে অত্যন্ত  
আসক্তি নাই এবং যিনি কাহারও নিকটে  
যাচঞা করেন না এবং বিনীত ও শাস্ত্রানুযায়ী-  
মের প্রতিপালন করেন এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে  
দান করিলে, পূণ্যধামে গমন করিয়া অতীষ্ট  
লাভ করিয়া থাকে । ১—১০ । অগস্ত্য বলি-  
লেন,—হে মহারাজ ! অতঃপর তিলধেনুর  
কথা বলিতেছি, যাহা দান করিলে দেবী-তুর্গা  
প্রসন্ন হইয়া দাতাকে শীঘ্র দর্শন দিয়া থাকেন  
এবং দাতা অকার্য্য-শীল হইলেও দেহান্তে  
মুক্তি লাভ করেন । জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রথমে  
স্নাত হইয়া দেবতাদিগের অমৃত্যু স্মরণ গ্রহণ  
করিয়া গন্ধ, পুষ্প, কুণ, ধূপ-দীপাদি উপচারে  
দেবীর পূজা ও অর্চনা হোম করিবেন এবং  
দ্রোণ অথবা আঢ়ক পরিমাণে তিল সংগ্রহ

হেমশর্কীঃ শট্টক রৌপ্যগন্ধদ্রাণাং সুশোভনাম্  
মুখং শুভময়ং কার্য্যং জিহ্বামন্নময়ীং তথা ॥ ১৫  
কদলং শুক্লহৃদন্ত পাদা ইক্ষুময়ান্তথা ।  
শীত্ৰাঃ পৃষ্ঠাঃ ভবেৎ তন্ত্র ঐক্যং মণিমৌক্তিকৈঃ  
চাক্রপত্রময়ৌ কর্ণৌ দন্তেঃ কলময়ৈঃ শুভৈঃ ।  
নবনীতস্তনাং কূর্খাং পুষ্পমালাময়ং কুরু ॥ ১৭  
পুচ্ছঞ্চ মণিমুক্তৈশ্চ কলৈস্তাঞ্চ সমর্পয়েৎ ।  
শুভবস্তৃগচ্ছিন্নাং চাক্রচ্ছত্রবিভূষিতাম্ ॥ ১৮  
ঐদৃকংস্থানসম্পন্নং কুহা শ্রদ্ধাসমধিতঃ ।  
কাংস্তোপদোহনং দদাদ্ দেব্যা মে প্রীয়তামিতি  
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং কুহা শুভকায় নিবেদয়েৎ ॥ ২০  
যাবান্ত তিলবস্তৃ পিণ্ডাতুমূলকলন্ত চ ॥ ২১  
বিদ্যাস্তে রজরৈণুঃষি তাবৎ স্বর্গে বসেন্নরঃ ॥ ২২  
পিতৃন্ বিগতপাপানি কুহা ধেনুগতামপি ।  
প্রপ্য দেব্যাঃ শুভং লোকং স্থাপয়েদবিচারণাৎ

করিয়া তাহাতে একটি ধেনুর আকার গঠন  
করিবেন । উহার শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণে ও চারিটি  
খুর রৌপ্যে নির্ম্মিত করিয়া বিবিধ স্ত্রে বিভূ-  
ষিতা করিবেন । উহার নাসিকা চন্দনে, মুখ-  
মণ্ডল শুভ্রে ও জিহ্বা অন্ন দ্বারা প্রস্তুত করিয়া  
শুক্ল কদলস্বত্রে রোমাবলী এবং ইক্ষুদণ্ডে  
চরণচতুষ্টয় করিয়া তাহার পাতে পৃষ্ঠদেশ  
নির্ম্মাণ করিবেন এবং উহার চক্ষুদ্বয় মণিমুক্তায়  
হইবে । দন্তাবলি কল দ্বারা প্রস্তুত করিয়া  
কর্ণদ্বয় পলাশপত্র দ্বারা করিবে এবং নব-  
নীতের স্তন করিয়া পুষ্পমালায় বিভূষিত  
রাখিবে । মণি ও মুক্তাকর্ষ দ্বারা লাজুল-  
হইবে এবং সর্কবয়ব শুক্লবস্তৃ-মুগলে আবৃত  
রাখিয়া মস্তকে সুন্দর ছত্র ধরিয়া রাখিবে ।  
এইরূপে তিল-ধেনু করিয়া, যেন্যাক্তি শ্রদ্ধা-  
সহকারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক “দেবী আমার  
প্রীতি প্রীতি হউন” বলিয়া, কাংস্তের ত্র্য-  
দোহন-পাত্রের সহিত দেবী-ভক্ত ব্রাহ্মণকে  
প্রদান করেন, সেই ধেনুতে যে সংখ্যায় তিল,  
বস্তৃ এবং খাতু, মূল ও কল সমুদায়ের যাবৎ-  
সংখ্যক ঘেণু থাকিবে তিনি তাবৎ সংখ্যক কাল  
স্বর্গে বাস করিবেন এবং সেই দান-পুণ্যে নিজ

তন্মিন্ স রমতে বৎস যাবদাচলতারকম্ ।  
তথা কালাদিহায়াতো জায়তে পৃথিবীপতিঃ ।  
নির্ধৈরন্তেজঃসম্পন্নো বহুপুত্রঃ সুখাশ্রিতঃ ॥ ২৪  
পুনর্দেব্যা রতো নিত্যং পূজনে বিধিবত্তথা ।  
প্রাপ্য যোগময়ৈশ্বর্যং প্রাপ্নোতি পদমব্যয়ম্ ॥ ২৫  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে তিলধেনুর্নাম চতুর-  
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

তিষ্ঠাত্ত্বাবে প্রদাতব্যা সর্পির্ধেনুবিজানতা ।  
শ্রীশয়িত্বা ভবানন্ত যুতকৌরৈর্যথাবিধি ॥ ১  
পূজয়েৎ শ্রদ্ধালাভিনৈবেদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ ।  
আহরেৎ সর্বদ্রব্যানি উপকল্পেত তত্র তান্ ॥ ২  
গব্যো সর্পিষি কুন্তে তু পুষ্পমালাবিভূষিতে ।  
কাংশুপাত্রং তথা বহ্নৈচ্ছাদয়ীত বিজানতা ॥ ৩

পিতৃগণকে নিষ্পাপ করিয়া দেবীলোকে বাস  
করান এবং স্বয়ংও তথায় চল-স্বর্ঘ্যের অবস্থান  
কাল পর্যন্ত সুখে ক্রীড়া করেন। পরে  
ভোগাবসানে পৃথিবীতে বহুপুত্র, তেজস্বী,  
পরমসুখী, শত্রুশূন্য রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ  
করেন এবং রাজা হইয়াও নিত্য যথাবিধানে  
দেবীর অর্চনা করিয়া এই দেহেতেই যোগময়  
ঐশ্বর্য পাইয়া দেহান্তে মুক্তিলাভ  
করেন ॥ ১১—২৫ ॥

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—যদি তিলসংগ্রহ না  
হয়, তবে বিজ্ঞ ব্যক্তি যুতধেনু করিবেন।  
প্রথমে ভগবতীকে শাস্ত্রবিধানে যুত ও কীর  
দ্বারা স্নান করাইয়া পুষ্প-মালা ও বিবিধ  
নৈবেদ্য প্রদানে পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ দ্রব্য  
সকল সংগ্রহ করিবেন। প্রথমে গব্যস্বতে  
পরিপূর্ণ একটা কলস পুষ্প-মালায় বিভূষিত

হিরণ্যগর্ভসহিতঃ মণিবিজ্রমমৌজিতৈঃ ।  
পাদানিকুময়ান্ কুর্য্যৎ কুর্য্যাদ্রৌপ্যাংস্তথা  
শকান্ ॥ ৪

হেমচক্ষুস্তথা শৃঙ্গে কুকাণ্ডকুম্ভে শুভে ।  
সপ্তধাত্বানি তৎপার্শ্বে পত্রোণেন চ কহলম্ ॥ ৫  
ছাগৌ তগরকপূরৌ স্তনাঃ ফলময়াঃ শুভাঃ ।  
মুখক শুভকৌরেন সিতাং জিহ্বাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬  
পুচ্ছং ক্ষৌমময়ং কার্য্যং রোমাণি সিতসর্ষপৈঃ ।  
তাত্রং পৃষ্ঠং বিচিত্রস্ত ইদৃগ্ৰেপা মনোরমা ॥ ৭  
বিধিনা যুতরত্নক কুর্য্যানলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৮  
এতৌ কুহা তথা নন্দাঃ পূজয়িত্বা বিধানতঃ ।  
তদন্তায় প্রদাতব্যা মঙ্গলাশাস্ত্রপারগে ॥ ৯  
মাত্রে মমোপকারায় গৃহ মেহরুগ্রহায় চ ।  
শ্রীমতাং নন্দিনীদেবী মঙ্গলা চর্চিকা উমা ॥ ১০  
ইত্যুক্তা অর্পয়েন্নেতুঃ কুহা নন্দামনোহনুগাম  
অ'নন বিধানা দেয়া যবশালীক্ষুকল্লিতা ।  
মেঘরত্নানবহা বা দেয়া গোবিধিনানয়া ॥ ১২

করিয়া তন্মধ্যে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা ও প্রবাল  
নিক্ষেপ করিয়া মুখে কাংশুপাত্র ও বস্ত্র দ্বারা  
আচ্ছাদিত করিবে এবং ইক্ষুদণ্ডে চরণচতুষ্টয়,  
রৌপ্যে খুর, সুবর্ণে চক্ষু ও কুকাণ্ডক দ্বারা  
শৃঙ্গদ্বয় কল্পনা করিবেন। কপূরবাগিত তগর-  
পুষ্পে নাসিকাদ্বয়, শুভ দ্বারা মুখমণ্ডল, কীর  
দ্বারা গুরুজিহ্বা, ফলসমূহে স্তন-চতুষ্টয়, ক্ষৌম-  
বস্ত্রে পুচ্ছ ও খেত-সর্ষপে লোমাবলি কল্পনা  
করিয়া, পৃষ্ঠদেশ বিচিত্র তাত্রপটে গঠন করি-  
বেন। এবং বিধি অনুসরণক্রান্ত মনোরম ধেনু  
প্রস্তুত করিয়া শাস্ত্রবিধানে নন্দা দেবীর পূজা  
করত শাস্ত্রজ্ঞ নন্দান্তককে সেই মঙ্গলা গো  
প্রদান করিবেন ॥ ১—৯ ॥ হে বিপ্র! “আমাকে  
দর্শার পাত্র বুঝিয়া আমার উপকারার্থে এই  
ধেনু গ্রহণ করুন এবং এই ধেনু-দানে নন্দিনী  
চর্চিকা, মঙ্গলা, উমাদেবী আমার প্রতি প্রীতা  
হউন” এই কথা বলিয়া সেই ধেনুকে নন্দা-  
দেবীর অনুকূলা করিয়া দান করিবেন এবং  
ইহার সহিত অপর একটা ধেনু ও  
সুবর্ণ, বস্ত্র, অন্ন, ঘব, শালি, ইক্ষু প্রভৃতি

মুগ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ সৰ্বকামানবাশুগাং ॥ ১৩  
যত্র কীরমহানদো যত্র সৰ্পিসিগা হ্রদাঃ ।  
পয়সা কৰ্দ্দমা যত্র কামিন্ লোকে মধৌযতে ॥ ৪  
তেষাং স্বামিহমাপ্নোতি মৃদয়া পরয়া যুতঃ ॥ ১৫  
দশ পূৰ্বাপরাস্তত্র আশ্ব-শ্বেকবিশিঃ ।  
ভূয়ঃ পৃথীগতামেতি ইত লোকে সমাগতঃ ॥ ১৬  
সকামানামিহকেষ্টিত্ত তস্তাবহ্নাহতা ।  
দেব্যা লোকমবাপ্নোতি নিকামো যতধেমুতিঃ ।  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে যতধেমুর্নাম পঞ্চা-  
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

তোয়ধেমুঃ শৃণু বৎস যথা দেবী প্রদৌদতি ।  
কুন্তঃ তোয়সমাপূর্ণঃ রত্নবস্তুযুগাবিতম্ ॥ ১

বস্তু প্রদান কবিবেন । তাহাতে দাতা  
নিষ্পাপ হইয়া অভীষ্ট ফললাভ করেন  
এবং যে স্থানে যত-নদী ও কীর-নদী প্রবা-  
হিতা আছে ও হৃদ-সম্পর্কে কৰ্দ্দমক্লিন্ন হইয়াছে  
সেই লোকের প্রভু ও সকলের পূজ্য হইয়া,  
পরমানন্দে অবস্থান করেন এবং তাঁহার সেই  
পুণ্যে তাঁহাকে লইয়া পূৰ্বাপর একবিশতি  
পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকেন । পুনরায় তিনি  
পৃথিবীতে আসিয়া রাজা হন । হে বৎস !  
কামনা করিয়া যত-ধেমু দানের ফল তোমাকে  
বলিলাম ; নিকাম হইয়া উৎসর্গ করিলে, দেবী-  
লোকে অবস্থান করেন । ১০—১৭ ।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে বৎস ! তোয়ধেমুর  
বিধান শ্রবণ কর, যাহাতে দেবী প্রসন্না হইয়া  
থাকেন । জলপূর্ণ কুন্তমধ্যে বিবিধ বীজ, দুর্কা,

সমস্ত বীজ \* স যুক্তঃ দুর্কাপল্লবশোভিতম্ ।  
মৃগাবলকমুশীরকুষ্ঠামলকচন্দনৈঃ ॥ ২  
মালাচ্ছত্রমুপানহঃ তিলপটৈশ্চতুর্ভুতম্ ।  
দৈধিকৌদ্রয়তং পাত্রং বিধানমুপকল্পয়েৎ ॥ ৩  
বৎসকং পূজয়েৎ বৎস কুন্তং হবিময়ং বৃধঃ ॥ ৪  
দেবীমভ্যর্চ্য বিধিবৎ সোপবাসোহথ নক্তবান্  
দেব্যা ভক্তে প্রদাতরাং সৰ্বকামানবাশুগাং ॥ ৫  
জয়ান্নিদনৌ দেবী দেবানাং ভয়নাশিনী ।  
বেদমাতে বরে তুর্গে সৰ্বগে শুভদে নমঃ ॥ ৬  
অনেন বৎস মন্ত্রেণ তাং দানাদাভিমন্ত্রয়েৎ  
দেবী মে প্রীয়তাং নিত্যাং রথে হিতকলা শিবা  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে জলধেমুর্নাম যত-  
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

পল্লব ও রত্ন নিহিত রাধিয়া উহার মুখ  
বস্তুযুগলে ঝাঁধিবে এবং মৃগা, বালক, উশীর,  
কুষ্ঠ, আমলক, চন্দন, মালা, ছত্র, উপানৎ এবং  
দধি, মধু ও যতের পাত্র স্থাপন করিয়া  
নারায়ণের উপর বৎসের অর্চনা করিবেন  
এবং স্বয়ং উপবাসী অথবা নক্তব্রত করিয়া  
যথাবিধানে দেবীর পূজা করিয়া দেবীভক্তকে  
সেই সকল দ্রব্যের সহিত জল-ধেমুটি প্রদান  
করিবেন, তাহাতে সৰ্বাভীষ্ট পূরণ হয় । “হে  
শুভদায়িনি সৰ্বব্যাপিনি তুর্গে ! আপনি  
বেদের জননী এবং দানব সংহার করিয়া  
দেবতাদিগের ভয় দূর করিয়া থাকেন,  
আপনাকে নমস্কার” প্রথমে এই মন্ত্র পাঠ  
করিয়া এবং “সৰ্বাভীষ্টদায়িনী শিবাদেবী  
আমার প্রতি নিত্য-সন্তুষ্টা থাকুন” বলিয়া  
দানবাক্য প্রয়োগ করিবেন । ১—৭ ।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

\* দ্রব্যোতি পাঠান্তরম্ ।

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মম্বকবাচ ।

স্বয়ম্বুরেব ভগবান বেদোদগীহঃ পুরা বরা ।  
শিবান্য ঋষিপর্যন্তাঃ স্তোত্রৈঃ পুস্তকৈঃ ন কারকঃ  
কথং মাতা ভবেদেবী এতৎ কৌতুহলং মম । ২  
ব্রহ্মোবাচ ।

জ্ঞান-শক্তিঃ ক্রিয়া ধেনুর্দেব্যা রূপাঃ প্রকীর্তিতাঃ  
মাতৃকা জ্ঞানশক্তিস্ত ক্রিয়া সা তমরূপিণী । ৩  
বামান্য সা ত্রিধা ভূত্ব ভোতা রোদ্রা ঋজুস্থিতা  
কুণ্ডলী ত্রিকটাকারা হৌ হৌ বিন্দুসমধিতা । ৪  
সা প্রসূতাষ্টবর্ণাণি স্বরা বর্ণা দ্বিধা পুনঃ । ৫  
অম্বুর্নিস্তুংচ \* ঘোষাংচ একৈনাশতমদ্বিতান  
মার্তরা তস্ত বর্ণাশ্চ দ্রষ্টব্যঃ প্রথমঃ শিবঃ । ৬  
যোড়শাশ্চ বিভক্তা অকারে মদ্যবশিতঃ ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় ।

মম্ব কহিলেন,—হে ভগবন্! পূর্বে  
আপনি বেদকে অনাদি বলিয়াছেন, এবং শিব  
হইতে অস্ত্রাশ্র ঋষিগণ পর্যন্ত সকলেই  
ইহাকে মধো মধো স্মরণ করিয়া প্রকাশ  
করিয়াছেন মাত্র, ইহারা বেদরচক নহেন;  
তবে কিরূপে দেবীকে বেদমাতা বলিয়া উল্লেখ  
করেন, তাহা জানিতে বড়ই কৌতুহল  
হইয়াছে, আপনি বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে  
বৎস! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া ও ধেনু এই  
কয়েকটা দেবীর মূর্ত্তিবিশেষ। মাতৃকাদেবীকে  
জ্ঞানশক্তি বলে ও ক্রিয়া দেবী তমোরূপিণী।  
সেই ত্রিগুণময়ী কুণ্ডলী পুনরায় ভোতা, রোদ্রা  
ও ঋজু নামে মূর্ত্তিভেদে আরাধিতা হন। তিনি  
অষ্টবর্ণের স্বর ও ব্যঞ্জন দ্বিবিধ বর্ণ প্রসব  
করিয়াছেন। সেই বর্ণের অম্বুস্বারযুক্ত ও  
অম্বুস্বারহীন দুই প্রকারে\* একোনশত সংখ্যা  
হইয়াছে। মাতৃকাদেবী প্রতিবর্ণেরই অধিষ্ঠাত্রী  
এবং মহাদেব যোড়শী বর্ণের উপরে বর্ণাকারে

অকারে \* ব্রহ্মরূপেণ শিবরূপেণ চাপরে । ৭  
বিষ্ণুহৃদযমশ্চ চর্চিকাভাসংস্থিতা  
বিন্দো চন্দ্রার্কসূর্য্যৌ তু ততঃ সা শতধা মতা । ৮  
ক্রিয়ারূপা ভাবদেবী দেবমাতা শৃণুস্বত ।  
ওঁকারপ্রভাবা দেবী গায়ত্রী বেদসম্ভবা । ৯  
মৃত্যুজ্ঞানেন সমাখ্যাতা উপাঙ্গাশ্চতুর্গোহপরে ।  
ছন্দোলঙ্কণসংযুক্তা মাতৃকাগর্ভকা বিদুঃ । ১০

মম্বকবাচ ।

কিং বেদে রূপাণ্যেন উপাঙ্গং সাংখ্যভেদতঃ ।  
উক্তং কিং বৈরূপস্ত তন্মে ক্রটি সমাসতঃ । ১১  
ব্রহ্মোবাচ ।

এক এণ ভবেদেদশ্চতুর্ভেদঃ পুনঃ কৃতঃ ।  
শাখার্থমল্লসংস্থানাং গ্রন্থায়াতিবিস্তরাৎ । ১২  
সংবিভক্তো মদ্য বৎস ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ষণঃ ।  
অত্র ভেদান্ত ঋগ্‌যজুঃ দশ চৈব প্রকীর্তিতাঃ ।  
অগ্নেবাঃ সংখ্যাশ্চর্চাশ্চ ষাবকাশ্চর্চকাস্থথা ।  
শ্রাবণীয়া চ ক্রমা চ পুটক্রমবটক্রমাঃ ॥ ১৩

অবস্থিত আছেন। অকারে ব্রহ্মা ও অপর  
বর্ণসমুদয়ে মহাদেব, বিষ্ণু, কার্ত্তিক, যম, ইন্দ্র  
ও চর্চিকাদেবী অবস্থান করিতেছেন।  
বিন্দুতে সূর্য্য-চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন। সেই  
ক্রিয়ারূপিণী দেবীই দেবগণের জননী;  
কারণ ওঁকার হইতে দেবতাদের উৎপত্তি।  
বেদ হইতে গায়ত্রীর প্রকাশ হইয়াছে এবং  
ঐ বেদের ছন্দোলঙ্কণের সহিত ছয়টি  
অঙ্গ ও চারিটি উপাঙ্গ আছে। মম্ব  
কহিলেন,—হে প্রভো! বেদের রূপ কি  
প্রকার ও ১০ পরিমাণ কত? উপাঙ্গ  
কাহার নাম, তাহা সংক্ষেপে আমাকে বলুন।  
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! মূল বেদ এক;  
কেবল উহা অতি বিস্তৃত বলিয়া হীনশক্তিগণ  
সহজে গ্রহণ করিতে পারে না দেখিয়া আমিই  
স্বক, যজুঃ, সাম, অথর্ক এই চারিভাগে  
বিভক্ত করিয়াছি; পুনরায় প্রত্যেকের শাখা  
বিভাগ করিয়াছি। ওঁকারে ঋগ্‌বেদের অগ্নেবা,



দণ্ডশ্চেতি সমাসেন পুনরেকৈব পারগা ।

শাখাশ্চ ত্রিবিধা ভূয়ঃ শাকলাব্রহ্মমাণ্ডুকাঃ ॥ ১৫

তেষামধ্যায়নং প্রোক্তং মণ্ডলাশ্চতুষ্টিকাঃ \* ।

বর্গাণাং পরিংখ্যাতং চতুর্বিংশতানি চ ॥ ১৬

ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ ।

মানমণীতিপাদশ্চ তত্র পারগমুচ্যতে ॥ ১৭

ঋগ্বেদে তু ভবেৎ সংখ্যা যজুর্বেদস্ত্রয়তাম্ ॥

যজুর্মণীতিবিভেদেন ময়া ভিন্নং শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৮

দশধা চরকা তত্র কারকা বিদ্রঘিষয়া † ॥ ১৯

কঠাঃ প্রাচ্যকঠাশ্চৈব কপিষ্ঠলকঠাস্তথা ॥ ২

চারীয়াঃ শ্বেতাশ্চ শ্বেততারা মৈত্রায়ণীতি ।

পুনঃ সপ্ততির্ভেদেন মৈত্রায়ণ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২১

মানবড়গুভবরাহাশ্চাগেয়া হারিদ্রবীয়া ।

সমায়া মায়নীদাশ্চ তেষামধ্যায়নমুচ্যতে ॥ ২২

অষ্টাদশ সহস্রাণি পঠন শাখাবিদো ভবেৎ ।

দ্বিগুণং পদপাঠী যদ্বিগুণং ক্রমপারগঃ ॥ ২৩

সংখ্যা, চর্চা, যাবক, চর্চকা, শ্রাবণীয়া, ক্রমা, পুটক্রমা, বটক্রমা ও দণ্ডা এই দশটি শাখা হইয়াছে । প্রতিশাখায় শাকল, ব্রহ্ম ও মণ্ডুক এই তিনটি করিয়া ভাগ আছে । ১—১৫ ।

উহারই অধ্যয়ন হইয়া থাকে এবং ঐ ঋগ্বেদে চুয়ান্তরী মণ্ডল ও একশত চব্বিশটি বর্গ, দশ হাজার পাঁচশত ঋক্মন্ত্র ও অশীতিসংখ্যক পাদ-বিভাগ আছে । ঋগ্বেদের সংখ্যা এই-রূপ । যজুর্বেদের সংখ্যা শ্রবণকর । আমি শিবের আজ্ঞাক্রমে ৮৬ ভাগে যজুর্বেদ বিভাগ করিয়াছি । চরক নামক যজুর্বেদাংশ দশধা ভিন্ন । তাহার এক এক অংশ কঠ, প্রাচ্যকঠ, মৈত্রায়ণী ইত্যাদি নামে বিখ্যাত । \* মৈত্রায়ণী নামক বেদাংশের সপ্ততি (৭০ রকম) ভেদ তাহার অধ্যয়ন নানা সংজ্ঞায় অভিহিত ।

\* চতুঃসপ্ততিরিতি পাঠান্তরম্ ।

† কারকাহারিঅধীয়া ইতি পাঠান্তরম্ ।

\* সর্বপুস্তকেই পাঠের অন্তি-বশতঃ সকল নামগুলি স্পষ্ট লিখিত হইতে পারিল না । অন্ততও এইরূপ বোধ্য ।

যজুর্গানি যদাধীত্য যজুর্দশ বিমুচ্যতে ।

শিক্ষা করো ব্যাকরণং নিকৃতং ছন্দো

জ্যোতিষম্ ॥ ২৪

যজুর্গানি ভবন্ত্যেতে তান্যুপাঙ্গানি শৃণু কথ্যতাম্

প্রতিপদমনুপদং ছন্দো ভাষা মীমাংসা চ ॥ ২৫

জ্যৈতর্কসমামুক্তা উপাঙ্গাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

পরিশিষ্টাশ্চ সংখ্যাতা অষ্টাদশ শৃণু তৎ ॥ ২৬

যুপলক্ষণপ্রতিষ্ঠা তু বাক্যং সংখ্যাশ্চরণবাহুঃ ।

শ্রাদ্ধকল্পশ্চ ক্ত্রানি পারিষদযুগ্মযজুশ্চ ॥ ২৭

অষ্টকাপূরণকৈব প্রবরাধ্যায়োহঙ্গশাস্ত্রম্ ।

ক্রতুসংখ্যা নিগমা যজ্ঞপার্থান্ত্রয়োত্রিকম্ ॥ ২৮

ব্রতঞ্চ পশবো হোমঃ কুর্শ্বলক্ষণসংযুতাঃ ।

কথিতাঃ পরিশিষ্টাশ্চ উনবিংশা মহামুনে ॥ ২৯

কঠানাঞ্চ যুপান্ত্রাশ্চহারিংশচতুস্তরা ।

প্রচ্যোদীচ্যানিকৃতঞ্চ বাজসনেয়পঞ্চ চ \* ॥ ৩০

দশভেদবিভিন্নাস্ত দ্রষ্টব্য মুনিপুঙ্গব ।

জাবালা বোধেয়াঃ কাথ্য মাধ্যন্দিনাশ্চ শাখেয়াঃ

মুপায়িনা কপালাখ্যা পৌণ্ডরবৎসবাটকাপরম-

বটিকাঃ পরাশরা ।

দ্বৈ সহস্রে শতন্যুনে বেদে বাজসনেয়কে ।

অষ্টাদশ সহস্র যজুর্মন্ত্র পাঠ করিলে, শাখাবেত্তা হয় । তদ্বিগুণ পাঠে পদপারগামী, ত্রিগুণ পাঠে ক্রমগারগ হয় । যজুর্ অধ্যয়ন করিলে, 'যজুর্' নাম প্রাপ্ত হইয়া যুক্তি লাভ করে । শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ এই যজুর্ । আর প্রতিপদ, অনুপদ, ছন্দোবাক্য, মীমাংসা জ্যৈ এবং তর্ক উপাঙ্গ নামে অভিহিত । যুপলক্ষণপ্রতিষ্ঠা বাক্য-সংখ্যা, চরণবাহু, শ্রাদ্ধকল্প, অষ্টকাপূরণ, প্রবরাধ্যায়, সামুদ্রিক-শাস্ত্র, অঙ্গশাস্ত্র, ব্রত-পদ্ধতি, পশুশাস্ত্র এবং কুর্শ্বলক্ষণাদিশাস্ত্র পরিশিষ্ট । কঠদিগের যুপ চতুশ্চহারিংশং । ( তারপর সম্ভবতঃ শুক্লযজুঃশাখার কথা উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু মূলের পাঠ নিতান্ত অপরি-পূর্ণ । ) মাধ্যন্দিনী প্রভৃতি কতিপয় শাখায়

পঞ্চধা ইতি পাঠান্তরম্ ।

ঋগ্বেদঃ পরিসংখ্যাত্ত্বকৌতুহলমি যজুঃষি চ ।  
অষ্টৌ সহস্রাণি খণ্ডাণি চাষ্টাশীতিরুক্ত্রাণিক।

যজুঃশ্চ ।

তৎপ্রমাণানি যজুর্বাদি কেবলম্ । ৩৪  
স্বস্ক্রিয়ং পরিসংখ্যা অথ ব্রাহ্মণম্ ।  
চতুর্গুণস্ত বিজানীয়াৎ তে ত্রিবিধা পুনঃ । ৩৫  
ঔতেয়াঃ খণ্ডিকৈশ্চ বণ্ডিকাঃ পঞ্চাশা পুনঃ ।  
কালেয়া রোজায়নীয়া হিরণ্যকেশ্যাস্তথাপরে । ৩৬  
ভারতাজাপস্তম্বাশ্চ তেবাং ভেদেন কীর্তিতাঃ ।  
অধ্যয়নং সৌপ্তিককৈব প্রবচনীয়ং তথাপরম্ । ৩৭  
সামভেদস্ত বিস্তৌর্ণঃ সহস্রভেদৈঃ স পুরা ।  
অনধ্যায়েষধীয়ন্তে তদা ইন্দ্রেন ধীমতা ।  
বজ্রেন মিহুতাঃ শেযান বক্ষ্যামি শৃণু তৌ দ্বিজ  
নারায়ণী কোর্নিয়াস্তত্র ভেদান পুনঃ শৃণু ।  
নারায়ণীয়াঃ সপ্তৈবমুগ্রাদ্যা নয়নানবকা

নয়নাবলোকনা বৈদ্যোতাঃ ।

কোদ্রয়ানামপি সপ্ত অনুরা বাদরাযণা । ৩৯  
বৈনেয়া বোধেয়া অযোধেয়াশ্চ তেষামধ্যানোনি  
প্রাজ্ঞানৈনমুতাশ্চ প্রাচনাযোগ্যানীকায়না

অধ্যয়নমপি তেষাম্ ।

বিত্ত্বক বাঙলনেয় অর্থাৎ গুরুযজুর্বেদসংহিতায়  
১৯ শত ঋক্ বা মন্ত্র আছে । অপর যজুর্মন্ত্রের  
সংখ্যা আট সহস্র, আট শত অষ্টাশীতি । যজু  
বিশেষে এতদরিত্ত্ব যজুর্মন্ত্রও পাওয়া যায় ।  
সে মন্ত্রের প্রমাণ তত্ত্ব ত্রিষাতেই জানিবে ।  
ব্রাহ্মণ মন্ত্রভাগ \* অপেক্ষা ব্রাহ্মণভাগ  
চতুর্গুণ । ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ ;—ঔতেয় এবং  
খণ্ডিক । খণ্ডিক পাঁচ প্রকার । যথা—কালেয়,  
রোজায়নীয় (বোধায়নীয়?), হিরণ্যকেশ্য,  
ভারতাজ এবং আপস্তম্ব । অধ্যয়ন, সৌপ্তিক  
এবং প্রবচনীয় এই নাম ব্রাহ্মণ পরিচ্ছেদে  
আছে । ১৬—৩৭ । সামবেদ সহস্র ভাগে  
বিত্ত্বক ছিল । অনধ্যায়ে অধীত হওয়াতে  
পূর্বকালে কতকগুলি অংশ ইন্দ্রকর্তৃক বজ্রা-  
ঘাতে বিনাশিত হয় । অবশিষ্ট অংশের কথা  
বলিতেছি, শ্রবণ কর ; নারায়ণী প্রভৃতি

অষ্টৌ সামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দশ । ৪০  
অষ্টৌ শতানি অবতির্দশ লক্ষাণি বাজিবিদ্যাঃ  
সমুপর্ণাশ্চ শ্রেয়াশ্চ এতৎ সামগণং স্মৃতম্ । ৪১  
অথ অথর্ববেদস্ত মব ভেদা ভবন্তি হ ।  
পিপ্ললাদ ভৌদা সৌল চ ভূপানীয়া চ তথা ।  
যাহনো ব্রহ্মবলা চ শোনকী কুনখী তথা ।  
বেদদর্শশ্চাপি বিদ্যাশ্চেষামধ্যয়নং শৃণু । ৪২  
পঞ্চকল্পা ভবন্তি ।

নক্ষত্রকল্পো বৈতানশ্চ সংহিতাবিধিঃ আঙ্গিরসং  
শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চৈতে অথর্বশ্চ ভবন্তি হ । ৪৪  
সর্কেষামেব বেদানামুপবেদান শৃণুযত ।  
ঋগ্বেদস্তায়ুর্কেদো যজুর্কেদে ধনুস্তথা । ৪৫  
সামবেদস্ত গান্ধার্য অর্থশ্চ আপাথর্বণে ।  
ঋগ্বেদস্তাত্রেয়ং গোত্রং সোমদেবং বিজুর্মুনে । ৪৬  
কাশ্যপং যজুর্কেদস্ত রুদ্রদেবস্ত তৎ স্মৃতম্ ।  
সামবেদোহপি গোত্রেন ভরদ্বাজঃ পুন্ডরম্ । ৪৭  
অধিদেবং বিজানীয়াদ্ বৈতালস্ত অথর্বণে ।  
ব্রহ্মদেবং বিজানীয়াজপাণ্যাম্রাচ্চ শৃণুযত । ৪৮

কতিপয় সামশাখা । নারায়ণী-শাখার সপ্ত-  
ভেদ । অষ্ট সহস্র এবং চতুর্দশ সামগীতের  
সংখ্যা । দশ সহস্র অষ্টশত নবতি বালখিল  
সুপর্ণ এবং শ্রেয়া নামক সামগীত । সমুদায়  
সামসমূহ এই । অথর্ববেদে নয় শাখা ।  
শাখার নাম পিপ্ললাদ, শোনকী, কুনখী  
প্রভৃতি । অথর্ববেদে পঞ্চকল্প ;—নক্ষত্রকল্প,  
বৈতালকল্প সংহিতাবিধি, আঙ্গিরস এবং শান্তি-  
কল্প । সকল বেদেরই উপবেদ আছে, তাহা  
শ্রবণ কর । ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্কেদ ;  
যজুর্বেদের ধনুর্কেদ, সামবেদের গান্ধার্যশাস্ত্র  
এবং অথর্ববেদের অর্থশাস্ত্র উপবেদ । ঋগ্বেদের  
আত্রেয় গোত্র, সামবেদ ('সোমদেবং' পাঠ  
অর্থাৎ চল্লি ইহার অধিদেবতা), যজুর্বেদের  
গোত্র কাশ্যপ, অধিদেবতা রুদ্র । সামবেদের  
গোত্র ভরদ্বাজ, অধিদেবতা ইন্দ্র । অথর্ব-  
বেদের গোত্র বৈতাল \* অধিদেবতা ব্রহ্মা ।

\* 'পঞ্চ কল্পা ভবন্তি' পাঠ অতঃ ।

২৫ ৷ পদ্মপত্রায়তাক্ষঃ প্রলম্বজঠরঃ

সুবিভক্তগ্রীবঃ

কুক্ষিতকেশশাশ্রুঃ প্রমাণেনাপি বিতস্তিপক ৷৪১

স রাজতে মোক্তিরজেহথ পূজ্য

বরপ্রদো ভক্তিবৃতে দ্বিজায় ।

যজুর্বেদঃ পিঙ্গলাক্ষঃ কৃশমধ্যঃ

স্থূলগলকপোলস্ত্রায়াতবর্ণঃ কৃষ্ণচরণঃ ৷ ৫০ ৷

প্রাদেশান্ বড়দৌর্যহেন চিত্রে লিঙ্গেহথবা পূজ্য

সর্বকামানবাগ্নুয়াৎ ৷৫১

সামবেদো নিক্সাঃ শ্রুতঃ শুচিবাসাঃ ।

কমৌ দান্তশ্চক্ষৌ দণ্ডৌ কাকননম নঃ ।

আদিত্যবর্ণো বর্ণেন যজুর্ভৈরবীত্রা ৷ ৫২ ৷

তাস্মৈহথ মণি ইন্দ্রাখ্যে পূজয়ন শুভদো ভবেৎ

অর্থদেবেদস্তীক্লশ্চণ্ডঃ কামকায়রূপী বিশ্বায়া

বিশ্বকৃৎ ।

কুর উর্দ্ধজালাবান ক্ষুদ্রকর্মা চ শাস্ত্রকৃতোন্নামী \*

নৌলোৎপলবর্ণো বর্ণেন স্বদারতুষ্ঠঃ পরস্মিৎমানুশ্চ

সৌবর্ণে পদ্মরাগে বা কুদ্রাক্ষে পূজয়েন্মুনে ।

এই বেদ চতুষ্ঠয়ের মূর্তি শ্রবণ কর। ঋগ্বেদ পদ্মপত্রায়তলোচন, লম্বোদর, সুবিভক্তগ্রীব, আকুক্ষিত-কেশশাশ্রু এবং পকুবিভক্তি-প্রমাণ রজতে বা মুক্তাচূর্ণে এই বেদ ভক্তি সহকারে পূজিত হইলে পূজকদ্বিজকে বরদান করিয়া থাকেন। যজুর্বেদ—পিঙ্গললোচন, কীণমধ্য, স্থূল-কপোল-কণ্ঠ, তাম্রবর্ণ কৃষ্ণপাদ দৈর্ঘ্য ছয় প্রাদেশ (বিতস্তিবিশেষ)। চিত্রে বা শিবলিঙ্গে ইহার পূজা করিলে, সর্ব অশীষ্ট লাভ হয়। সামবেদ সতত মান্যধারী, শ্রুত শুদ্ধবস্ত্র, কমৌ, দান্ত, কবচধারী, দণ্ডধারী সুবর্ণ চক্ষু, সূর্য্য-সমপ্রভ এবং পরিমাণে ছয় অরুদ্বি অর্থাৎ ৫হস্ত। তাম্রপটে অথবা ইন্দ্রনীলমণিতে ইহার পূজা করিলে মঙ্গল হয়। অর্থর্বেদ তীক্ষ্ণ, প্রচণ্ড, কীণদেহ, রূপবান, বিশ্বায়া, বিশ্বকৃৎ, কুর, উর্দ্ধ শিখ, ক্ষুদ্রকর্মা, নৌলোৎপল-বর্ণ, স্বদারতুষ্ঠ এবং পণ্ডিত। ইহাকে সুবর্ণে,

সর্বকামানবাপ্নোতি অর্থর্কবিহিতানি চ ৷ ৫৪

বেদানাকৈব উৎপত্তিঃ স্বরবর্ণসমুদ্ভবা ।

শিবশক্তিসমায়োগাৎ তবাখ্যাতা মহামুনে ৷ ৫৫

যো দেবনামরূপস্ত গোত্রং বেদ প্রমাণজম্ ।

বর্ণং বর্ণযতে তাত তন্ত পুণ্যকলং শৃণু ৷ ৫৬

যাবন্তি বেদগীতানি পুণ্যযজ্ঞব্রতানি চ ।

তাবন্তি শ্রবণাদন্ত প্রাপ্নুয়াৎ ভক্তিতাবতঃ ৷৫৭

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্ ।

অবিদ্বান্ বিদ্যাং প্রাপ্নোতি হুঃখাদ্ হুঃখৌ

প্রমুচ্যতে ৷ ৫৮

পঠিত্বা সর্বদেবানাং সম্মতো দ্বিজবল্লভঃ ।\*

ভবতে নাত্র সন্দেহো দেবৌ চ বরদা সদা \* ৷৫৭

ইতি ত্রীদেবৌপুত্রাণে বেদোৎপত্তিস্মরণ

গীষচরণবাহু-সমাপ্তির্নাম সপ্তাধিক

শততমোহধ্যায়ঃ ।

পদ্মবাগে বা কুদ্রাক্ষে পূজা করিলে, অর্থর্ক-বেদোক্ত সর্বপ্রকার অশীষ্ট লাভ হয়। স্বরবর্ণ-সমুদ্ভব বেদের উৎপত্তি শিবশক্তি যোগেই হইয়াছে, হে মহামুনে! এ সব বিষয় তোমর নিকট কীর্তন করিলাম। যে ব্যক্তি বেদ সকলের আধিদেবতা, নামরূপ, গোত্র, বেদ-প্রমাণানুসারে বর্ণনা করে, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। বেদোক্ত পুণ্য যজ্ঞ-ব্রত যত আছে, তৎসমুদয় অনুষ্ঠানের ফল তাহার হয়; ভক্তিতাবে এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলেও সেই ফল হয়। অপুত্র ব্যক্তির পুত্রলাভ এবং ধনাধীর ধনলাভ, বিদ্যার্থীর বিদ্যালভ এবং হুঃখীর দুঃখমোচন হয়। ইহা পাঠ করিলে সর্বদেবের ও দ্বিজাতির প্রীতভাজন হয় এবং দেবীও তৎপ্রতি সতত বরদায়িনী হন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৩৮—৫৮।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭ ।

## অষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

যজ্ঞানীহ বেদানাং ময়া জ্ঞাতানি পূৰ্ব্বাঃ ।

চতুৰ্বর্ণহিতার্থায় উপাঙ্গং মম কথ্যতাম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

উপাঙ্গানাঞ্চ অজ্ঞানামায়ুর্বেদঃ পরং বিদুঃ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স চাপি কলদায়কঃ ।

জ্যোতিঃশাস্ত্রং দ্বিতীয়স্ত দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধকম্ ।

তস্মাৎ তদ্ব্যচিতে বিপ্র সংক্ষেপাদবধারণম্ ॥ ২

পুরা কৈলাসশিখরে ভগবন্তং পুনর্কস্মিন্ ॥

উপাসতাং মহর্ষীনাং প্রাহ্বাসৌদয়ং কথা ॥ ৩

আত্মেন্দ্রিয়মনোহর্থানাং যোহয়ং পুরুষসংজ্ঞকঃ ।

রাশিরশ্ময়ানাঞ্চ প্রাপ্তোৎপত্তিবিবিশ্চয়ে ॥ ৪

তদন্তরং কাশিপতির্বামকো বাক্যমর্থবৎ ।

বাজহরষিসমিতিমতিস্বত্যাভিবাদ্য চ ॥ ৫

## অষ্টাদিকশততম অধ্যায়ঃ ।

মহুরু বলিলেন,—বেদের যজ্ঞ পূর্বে আমি জ্ঞাত হইয়াছি। চতুৰ্বর্ণহিতার্থ উপাঙ্গের বিষয় আমার নিকট বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—উপাঙ্গ ও অঙ্গের মধ্যে আয়ুর্বেদ সর্বশ্রেষ্ঠ; আয়ুর্বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষ চতুৰ্বর্ণের কলদায়ক। তার পরেই উল্লেখ্য জ্যোতিঃশাস্ত্র; জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় বিষয়েই যথেষ্ট জ্ঞান জন্মে। অতএব আয়ুর্বেদই সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে, অবধারণ কর। পূর্বকালে কৈলাসশিখরে ভগবান পুনর্কস্মিন পরিচর্যা-পরায়ণ মহর্ষি-গণের মধ্যে এই কথা উঠিল; আত্মা, ইন্দ্রিয় মন এবং দেহ এই সমষ্টি পুরুষ নামে অভিহিত; এই পুরুষের রেণুগোৎপত্তির কারণ কি? ইহা নির্ণেতব্য। অনন্তর কাশিরাজ অগ্রসর হইয়া অভিবাদনপূর্বক ঋষিকে বলিলেন,—পুরুষ যাহা হইতে উৎপন্ন, তদীয় রোগের উৎপত্তিও কি সেই পদার্থ হইতে? অথবা তা নয়? কাশিরাজ যাহা এই কথা বলিলে, ঋষি পুনর্কস্মিন বলিলেন,—আপনারা সকলেই অমিত-

কিংহু ভোঃ পুরুষো যজ্ঞস্তজ্ঞাস্তজ্ঞাময়াঃ স্মৃতাঃ

ন বেত্মাক্তে নরেন্দ্রেণ প্রোবাচযীন্ পুনর্কস্মিন্ ॥

সর্ব এবামিতজ্ঞানা জ্ঞানবিচ্ছিন্নসংশয়াঃ ।

ভবন্তশ্ছেদুমর্হন্তি কাশিরাজস্ত সংশয়ম্ ॥ ৭

পারীক্ষিতং পরীক্ষাগ্রে মোদগল্যো বাক্যমর্থবৎ

আত্মজঃ পুরুষো রোগাশ্চাত্মজাঃ কারণং হি সঃ

স চিনোত্যাশভুক্তো চ কস্ম কস্মকলানি চ ।

ন হ্যতে চেতনাধাতেঃ প্রবৃত্তিঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥

শরলোমা তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মাত্মানমাত্মনা ।

যোজয়েদ্যাধিভিহুঃখৈহুঃখদেযৌ বদাচন ॥ ১১

রজস্তমোভ্যাস্ত মনঃ পরীতং সর্বসংজ্ঞকম্ ।

শরীরস্ত সমুৎপত্তৌ বিকারাণাঞ্চ কারণম্ ॥ ১২

বার্যোবিদস্ত নেত্যাহ ন হ্যেকং কারণং মনঃ ।

নর্ভে শরীরাচ্ছারীরা রোগাণাং মনসঃ স্থিতিঃ ॥

রসজ্ঞানি তু ভূতানি ব্যাধয়চ্চ পৃথগ্ধাঃ ।

আপো হি রসবতাস্তাঃ স্মৃতা নির্বৃদ্ধিহেতবঃ ॥ ১৪

জ্ঞান সম্পন্ন এবং জ্ঞানপ্রভাবে ছিন্নসংশয়; কাশিরাজের সন্দেহ ভঞ্জন করা আপনাদের কর্তব্য। তখন পরীক্ষিতনয় মোদগল্য ঋষি কহিলেন যে, আত্মা হইতেই পুরুষ ও রোগ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আত্মাই এস্থলে কারণ। কস্মকস্ম ও কস্মকল ভোগ করে। সেই চৈতন্য পদার্থ ব্যতিরেকে সুখ দুঃখের আগমন হয় না। তখন শরলোমা ঋষি কহিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। আত্মা স্বভাবতই দুঃখদেযৌ; তিনি আপনাকে কখনই দুঃখজনক রোগসমূহ দ্বারা ক্রেশিত করিতে চান না। মনই রজঃ ও তমোগুণের পরবশ হইয়া শরীর ও রোগের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। তখন বার্যোবিদ কহিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। মনই একাকী কারণ হইতে পারে না, শরীর ব্যতিরেকে শরীর রোগসমূহ ও মনের স্থিতিই সম্ভবে না। আমার মতে ভূতগণ ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধিগণ রস হইতে উৎপন্ন হয়। আর রসবতাহেতু জলই উহাদের উৎপত্তির



হিরণ্যাক্ষ নেত্যাঃ ন হ্যস্মা রসজঃ স্মৃতঃ ।  
 নাতৌল্লিখ্যঃ মনঃ সন্তি রোগাঃ শব্দাদিজাস্তথা ।  
 যড়ধাতুজন্ত পুরুষো বোগাঃ যড়ধাতুজাস্তথা ।  
 রাশিঃ যড়ধাতুজো হ্যেষ সাতৈশ্চার্য্যাদ্যোঃ পরীক্ষিতঃ ।  
 তথা ক্রবাণঃ কুশিকমাহ তস্মৈতি শৌনকঃ ।  
 কস্মান্নাতাপিতৃত্যংহি বিনা যড়ধাতুজো ভবত্ ।  
 পুরুষঃ পুরুষাদ্যৌর্গৌরখাদ্যঃ প্রজায়তে ।  
 পৈত্ৰ্যা মেহাদয়শ্চাত্তা রোগাস্তা এব কারণম্ ।  
 ভদ্রকাপ্যন্ত নেত্যাঃ স হ্যকোহক্ষাৎ প্রজায়তে ।  
 মাতাপিত্রোশ্চ তে পূর্বমুৎপত্তির্নোপপদাতে ॥১৯॥  
 কস্মজন্ত মতো জন্তুঃ কস্মজাস্তস্ত চাময়াঃ ।  
 ন হ্যন্ত কস্মণো জন্ম রোগাণাং পুরুষস্ত চ ॥২০॥  
 ভরদ্বাজস্ত নেত্যাঃ কর্তা পূর্বং হি কস্মণঃ ।  
 দৃষ্টং ন চাকৃতং কস্ম যস্ত স্তাৎ পুরুষঃ কলম্ ।

মূল। ১—১৪। তখন হিরণ্যাক্ষ ঋষি কহিলেন যে, আত্মা কখনই রস হইতে উৎপন্ন হয় না। আর মন অতৌল্লিখ্য তাহাই বা রস হইতে উৎপন্ন হইবে কেন? শব্দ প্রভৃতি হইতেও রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ক্ষিতি, অপু, তেজ, মকৎ ব্যোম ও আত্মা এই যড়ধাতু হইতেই পুরুষ ও রোগসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন সাংখ্য ঋষিরা পুরুষকে যড়ধাতুজ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। কুশিক (হিরণ্যাক্ষ) ঋষি এইরূপ বলিলে শৌনক কহিলেন যে, পিতা মাতা বিনা যড়ধাতু হইতে কিরূপে পুরুষের জন্ম সম্ভব হয়? যেহেতু পুরুষ হইতে পুরুষের, গো হইতে গো ও অশ্ব হইতে অশ্বের জন্ম হইয়া থাকে এবং পৈতৃক মেহাদি রোগ পিতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। অতএব পিতা মাতাই শরীর ও রোগের উৎপত্তির কারণ। তখন ভদ্রকাপ্য কহিলেন যে তাহা হইতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তির পুত্র অন্ধ হয় না; অতএব মাতা, পিতা ও পুরুষও রোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া স্থির হয় না; ভীষ ও ব্যাধিগণ কস্ম হইতে উৎপন্ন হয় কথিত আছে। কস্ম ব্যতিরেকে রোগ ও পুরুষের

ভাবহেতুঃ স্বভাবস্ত ব্যাধীনাং পুরুষস্ত চ ।  
 খরদ্রবচলোক্ষস্বঃ তেজোহস্তানাং যথৈব হি ॥২২॥  
 কাঙ্ক্ষামনস্ত নেত্যাঃ ন হ্যরস্তঃ কলং ভবেৎ ।  
 ভবেৎ স্বভাবান্তাবানামসিদ্ধিঃ সিদ্ধিরেব বা ॥  
 অষ্টা হ্যমতিসকলো \* ব্রহ্মাপত্যং প্রজাপতিঃ ।  
 চেতনাচেতনস্তাস্ত জগতঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৪ ॥  
 তস্মৈতি ভিক্ষুরাজ্যেয়ো ন হ্যপত্যং প্রজাপতিঃ ॥  
 প্রজাহিতৈষী সততং দুঃখৈষু জ্ঞাদসাধুবেৎ ॥২৫॥  
 কালজন্তেব পুরুষঃ কালজাস্তস্ত চাময়াঃ ।  
 জগৎ কালবশং সর্বং কালঃ সর্বত্র কারণম্ ॥২৬॥  
 তদ্ব্যধীনাং বিবদতামূর্বাচেনং পুনরস্মুঃ ।

জন্ম হইতে পারে না। তখন কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন যে তাহা হইতে পারে না। কারণ কস্ম স্মরণ উৎপন্ন হয় না; উহার কর্তা অপেক্ষা করে। আর একরূপ অকৃত কস্ম দেখা যায় নাই তাহা হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। (অর্থাৎ আগে পুরুষ, পরে কস্ম।, সুতরাং কস্ম পুরুষের কারণ হইতে পারে না)। স্বভাবই দ্রব্যদিগের উৎপত্তিহেতু এবং স্বভাবই পুরুষ ও রোগদিগের জন্মের হেতু। যেমন পঞ্চভূতের খরদ্রব, চলদ্রব, উষ্ণদ্রব ও তেজ হইতেই উৎপন্ন হয়, পুরুষেরও সেইরূপ রোগ সকল স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। তখন কাঙ্ক্ষামন ঋষি কহিলেন যে তাহা হইতে পারে না। কারণ, আরস্ত কখন কল হইতে অর্থাৎ কস্মের কল হইতে পারে না। আর কস্মজন্মরূপ কস্মের কল হইতে পারে না। আর স্বভাব হইতে পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে।, বহুসংকল্প বিদ্বিষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মাই চেতনাচেতন জগৎ ও সুখ দুঃখের হেতু। তখন ভিক্ষু আজ্যেয় ঋষি কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। প্রজা-হিতৈষী প্রজাপতি কুটিলতাপূর্বক প্রজা-দিগকে দুঃখযুক্ত করিতে পারেন না। আমার এতে পুরুষ কাল হইতে উৎপন্ন হয় এবং

মৈবং বোচত ত্বং হি তুস্প্রাপ্যং পক্ষসংশয়াৎ ।  
 বাদান্ সপ্রতিবাদাংশ্চ বদন্তো নিশ্চিতানিব  
 পক্ষান্তং নৈব গচ্ছান্তি তিলপীড়কবদ্যগতো ॥ ২৮ ॥  
 মুক্কেনং বাদসত্যটমধ্যাত্মমুচ্চিস্ত্যাতাম্ ।  
 নাবিধুতে তমক্কে জ্ঞেয়ে জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥ ২৯ ॥  
 কৰ্ম্ম বাচেতনোহমূৰ্ত্তঃ প্রকৃত্যমূর্ত্তাপ্যচেতন ।  
 পুরুষোহচেতনোহমূৰ্ত্তো রসাদ্যাঃ স্মারচেতনাঃ ॥  
 কালো নিত্যোদিতোহমূৰ্ত্তঃ স চ হেতুঃ কথং ভবেৎ  
 নহি আত্মানং হৃৎখাদৈঃ প্রেক্ষাপূৰ্ণং সমাচরেৎ  
 শকটেবলিবর্দ্ধশ্চ স্ততো গহ্বা ন যুজ্যতে ।  
 তথা প্রধানপুংসাভ্যামষ্টো যোক্তা বিধীয়তে ॥  
 স.৫ শক্তিঃ শিবস্তোক্তা চর্চিকাদ্যা মহামুনে ।  
 ত্বেষাং সর্ববিদ্যাশ্চ শূণ্ণ বেদবিদাং বর ॥ ৩৩ ॥  
 যেসামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সজনয়েন্নরম্ ।  
 তেষামেব বিপজ্ঞাধীন বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

রোগসমূহও কাল হইতে উৎপন্ন হয়। সমস্ত  
 জগৎতাই কালের বশ; অতএব কালই সর্বত্র  
 কারণ। ঋষিরা এইরূপে বিবদমান হইলে,  
 পুনর্বার কহিলেন যে আপনারা এরূপ  
 বিবাদ করিবেন না। এক পক্ষ অবলম্বন  
 করিলে সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে  
 না। যেমন ঘানি গাছের উপরিস্থ ব্যক্তি  
 ক্রমাগত ঘুরিয়াও সীমা প্রাপ্ত হয় না,  
 সেইরূপ বাদ ও প্রতিবাদ ক্রমাগত করিতে  
 থাকিলে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হয়  
 না। অন্ধকার দূরীভূত না হইলে জ্ঞেয়  
 বিষয়ে দৃষ্টি চলে না। কৰ্ম্ম অচেতন এবং  
 অমূৰ্ত্ত; প্রকৃতিও অচেতন ও অমূৰ্ত্ত। আত্মা  
 চেতন হইলেও অমূৰ্ত্ত, আর রসাদি অচেতন।  
 কাল নিত্য, কিন্তু অমূৰ্ত্ত; অতএব তিনি হেতু  
 হইতে পারেন না! চেতন পদার্থ ইচ্ছা করিয়া  
 আপনাকে হৃৎখযুক্ত করে না। শকট স্বয়ং  
 গিয়া বলীবর্দ্ধকেও নিযুক্ত করে না; অর্থাৎ  
 জড় পদার্থেরও কর্তৃত্ব নাই। প্রকৃতি-পুরুষা-  
 ভিরিক্ত নিষোক্তা অবশ্যই কেহ আছেন।  
 সেই নিযুক্তা শিব এবং তাঁহারই শক্তি চর্চি-  
 কাদি সর্ববিদ্যাতেই প্রকট্য। যে সকল জ্বের

অথাৎ জ্যেষ্ঠ ভগবতো বচনমনুনিশম্য পুন-  
 রেব বামকঃ কাশিপতিক্রবাচ্চ ভগবন্তমাত্রেয়ম্ ।  
 ভগবন্ সম্প্রস্মিতজ্ঞস্ত পুরুষস্ত বিপ্রস্মিত-  
 জ্ঞানাঞ্চ রোগাণাং কিমভিব্যক্তি কারণমিতি ।

তমুবাচ ভগবান্নাত্রেয়ঃ ।

হিতাহারোপযোগ এব পুরুষস্তাভিব্যক্তিকরো

ভবতি

অহিতাহারোপযোগঃ পুনর্ব্যাবিনিমিত্তমিতি ।

এবং বাদিনঃ ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ ।

কথমিহ ভগবন্ হিতাহিতানায়াহারজাতানাং  
 লক্ষণমনপবাদমভিজানৌষ (১) তিতসমা-  
 খ্যাতানাকৈবাহারজাতানামহিত- সমাখ্যানাঞ্চ  
 মাত্রাকালক্রিয়াভূমিদেহদোষ-পুরুষাবস্থাঃ ত্রেয়-  
 বিপরীতকারিত্বমুপলভ্যম ইতি ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে আয়ুর্কৌদোপোদঘাতো

নামাষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

সংযোগে মানুষের সুখসম্পাদ ঘটিয়া থাকে,  
 তাহাদেরই অব্যবহার বশতঃ রোগের উৎপত্তি  
 ঘটিয়া থাকে। ভগবান্ন আত্রেয়ের বাক্য  
 শুনিয়া বামকনামা কাশিরাজ পুনর্বার কহিলেন  
 যে, সুখজাত পুরুষের বিপজ্জাত ব্যাধিসমূহের  
 উৎপত্তির কারণ কি? আত্রেয় কহিলেন,—  
 হিতাহারই পুরুষের সুখবৃদ্ধিকারণ এবং অহি-  
 তাহারই রোগের কারণ। ইহা শুনিয়া অগ্নি-  
 বেশ কহিলেন,—হিতকর ও অহিতকর আহার  
 সমূহের নির্দোষ লক্ষণ কিভাবে জানিয়া  
 অহিতকর আহারসমূহের মাত্রা, কাল, ক্রিয়-  
 দেশ, দোষ ও পুরুষের অবস্থা ভেদে বিপরীত-  
 কারিত্ব বৃদ্ধিতে পারিব? ১৫—৩৬।

অষ্টাদিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

( ১ ) অভিজানীমঃ ইতি বা পাঠঃ।

নবাবিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

এবং পৃষ্ট্ব শিষ্যোণ উবাচ ভগবান কবিঃ ।  
সৰ্ব্বম'ম্বিমুখ্যানাং প্রবরো অত্রিনন্দনঃ ॥ ১ ॥  
তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ ।

যদাহারজাতমগ্নিবেশ সমাংশৈশ্চ শরীর-  
ধাতুন্ প্রকৃতৌ স্থাপয়তি বিহ্মাংশ্চ সমাকরো-  
ত্যোতক্কিতং বিদ্ধি বিপরীতত্বহিতমিত্যোতক্কি  
হিতাহিতলক্ষণমনুগবাদং ভবতি ॥ ২

এবং বাদিনঞ্চ ভগবন্তুমাশ্রয়মগ্নিবেশ উবাচ ।  
ভগবন্ ন হেতুদেবমুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সৰ্ব-  
ভিষজো বিজ্ঞাস্তুতি ॥ ৩

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ ।

যেযাং বিদিতমাত্মাতত্ত্বমগ্নিবেশ গুণতো  
দ্রব্যতঃ কৰ্ম্মতঃ সৰ্ব্বাবয়বতো মাত্ৰাদয়শ্চ ভাবান্ত  
এতদেবমুপদিষ্টং বিজ্ঞাতুমৎসহেরন্ ।  
যথা তু খণ্ডেতদুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সৰ্বভিষজো  
বিজ্ঞাস্তুতি, তথৈতদুপদেক্ষ্যামো মাত্ৰাদীন্  
ভাবানুদাহরন্তঃ ।

নবাবিকশততম অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—সৰ্ব্বঋষি-শ্রেষ্ঠ প্রবর  
ভগবান্ অত্রিনন্দন কবি পুনরুসু শিষ্য কর্তৃক  
এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত কাশিরাজকে  
কহিলেন, যে সকল আহার সমতাপন্ন শারীর  
ধাতুদিগকে প্রকৃতিস্থ রাখে এবং বিষমভাবাপন্ন  
ধাতুদিগকে সমতাপন্ন করে, তাহারাই হিত-  
কর । বিপরীত হইলে, অহিতকর কহিয়া  
থাকে । ইহাই প্রকৃত হিতাহিত-লক্ষণ  
জানিবে । ভগবান্ আত্রেয় এইরূপ কহিলে  
অগ্নিবেশ কহিলেন,—এই প্রকার সংক্ষিপ্ত  
উপদেশ সকল বৈদ্যে বুঝিতে পারিবে না ।  
তখন ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, গুণ, দ্রব্য,  
কৰ্ম্ম, সৰ্ব্বাবয়ব ও মাত্ৰাতেদে আহারতত্ত্ব বাহা-  
দের পরিজ্ঞাত আছে, এইরূপ সংক্ষিপ্ত উপ-  
দেশ তাঁহাদের পক্ষেই বোধগম্য বটে ।  
অতএব সাধারণ চিকিৎসকদিগের বোধ জন্ম

তেযাং হি বহুধা বিকল্পা ভবন্তি ।

আহারবিধিবিশেষাংস্ত পলু লক্ষণতশ্চাবয়-  
বতশ্চানুব্যাখ্যান্তামঃ ॥ ৪

তদ্যথা—আহারত্বমাহারশৈক্যবিধমর্থ্যভেদাৎ ।

স পুনর্বিযোনিঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকত্বাৎ ॥ ৫

দ্বিবিধঃ প্রভাবো হিতাহিতোদকবিশেষাৎ ।

চতুর্বিধ উপযোগঃ পানানশনতকালে-স্থাপযোগাৎ  
ষড়্বিধাণো রসভেদতঃ ষড়্‌বিধত্বাৎ ।

বিংশতিগুণো গুরুলঘুশীতোষ্ণশ্লিষ্ণরুক্ষমন্দতীক্ষ-  
ণ্মিরসরমৃদ্ধকঠিন-বিষদপিচ্ছিলগ্নকথর-স্থল-স্থল-

সান্দ্ৰদ্রবানুগমাৎ ॥ ৬

অপরিসংখ্যেয়বিকল্পো দ্রব্যসংযোগকরণবাহন্যাৎ  
তস্মাৎ যে যে বিকারাবয়বা ভূয়িষ্ঠমুপযুক্ত্যন্তে ভূয়িষ্ঠ  
কল্পনাশ্চ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্টৌব তিতীতমাশ্চা-  
হিতাশ্চ তাংস্তান্ যথাবদনুব্যাখ্যান্তামঃ ॥ ৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে শিষ্যসম্বোধনং নাম

নবাবিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

মাত্ৰা প্রভৃতির উপদেশ দিতেছি । মাত্ৰা  
প্রভৃতির অনেক প্রকার বিকল্প আছে । বিশেষ  
বিশেষ আহার-বিধির লক্ষণ ও বিভাগ সমস্ত  
বলা হইতেছে । যথা ;—অর্থের অভেদ বশতঃ  
আহার মাত্রেয়ই আহারত্ব এক । স্থাবর ও  
জঙ্গম ভেদে উহার যোনি ( উৎপত্তির কারণ )  
দুই প্রকার । উহার প্রভাব দুই প্রকার,—  
হিতকর ও অহিতকর । উহার সেবন চারি  
প্রকারে সম্পন্ন হয়, যথা ;—পান, ভোজন,  
চৰ্ষণ ও লেহন । রস ষড়্‌বিধ বলিয়া তাহা-  
দের আশ্বাদও ষড়্‌বিধ । আহারের গুণ  
বিংশতি, যথা ;—গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ,  
শ্লিষ্ণ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, মির, সর, মৃদ্ধ, কঠিন,  
বিষদ, পিচ্ছিল, গ্নক, থর, স্থল, স্থল, ঘন এবং  
দ্রব । ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ বশতঃ  
আহার অসংখ্যপ্রকার হয় । তন্মধ্যে যে সকল  
বিকল্প সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষরূপে  
হিত বা অহিতকর হয়, তাহাই সম্ভ্রুতি ব্যাখ্যা  
করিতেছি । ১—৭ ।

নবাবিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

আত্রেয় উবাচ ।

তদ্বধা—লোহিতশালয়ঃ শূকধাত্তানাং পথা-  
তমহে শ্রেষ্ঠতমা ভবন্তি ।

মুদগাঃ শমীধাত্তানাং, আন্তরৌকমুদকানাং,  
সৈন্ধবঃ লবণানাং, জীবন্তীশাকং শাকানাং,  
ঐণেয়ং মৃগমাংসানাং, লাবঃ পক্ষিণাং, গোধা  
বিলেশয়ানাং, রোহিতো মৎস্তানাং, গব্যঃ সর্পিঃ  
সর্পিষাং, গোকীরং কীরানাং, তিলতৈলং  
স্রাবরস্মহানাং, বরাহবসা আনুপমৃগবসানাং,  
চুলুকীবসা মৎস্তবসানাং, রাজহংসবসা জলচর-  
বিহঙ্গবসানাং, কুকুটবসা বিকিরশকুনিবসানাং,  
অত্রমেদঃ শাখাদমেদসাম্ \* , শৃঙ্গবেরং  
কন্দানাং, মৃদৌকা কলানাং, শর্করেশ্ববিকারাণা-  
মিতি প্রকৃতেত্য অহিততমানামাহারবিকারাণাং  
প্রাধান্যতো ভবাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি । ১

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

আত্রেয় বলিলেন,—হিতকর ও অহিতকর  
আহার যথা ;—শূকধাত্তাদিগের মধ্যে রক্তশালি  
সর্বাপেক্ষা সুপথ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠতম । এইরূপ  
শমীধাত্তাদির মধ্যে মুদগা ; জলসমূহের মধ্যে  
আন্তরৌকজল, লবণদিগের মধ্যে সৈন্ধব ;  
শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক উৎকৃষ্ট । মৃগ-  
মাংসের মধ্যে ঐণ-হারিণের মাংস ; পক্ষীদিগের  
মধ্যে লাব, বিলেশয়দিগের মধ্যে গো-শাপ ;  
মৎস্তদিগের মধ্যে রোহিত ; স্তব্ধদিগের মধ্যে  
গোস্তব্ধ ; ভৃগুদিগের মধ্যে গে'ভৃগু ; স্রাবর  
স্মেহদিগের মধ্যে তিলতৈল ; আনুপমৃগদিগের  
বসার মধ্যে শূকরেক বসা ; মৎস্তবসার মধ্যে  
চুলুকীর বসা এবং জলচর পক্ষীদিগের বসার  
মধ্যে রাজহংসের বসা উৎকৃষ্ট । বিকিরপক্ষী-  
দিগের বসার মধ্যে কুকুটের এবং শাখাপত্র-  
ভোজীদিগের মধ্যে ছাগলের বসা উৎকৃষ্ট ।  
মূলসমূহের মধ্যে আদা ; কলের মধ্যে কিস্-

অহিততমানামপ্যাপদেক্যামঃ ।

যবকাঃ শূকধাত্তানামপথ্যাহে নিকৃষ্টতমা \* ভবন্তি  
মাষাঃ শমীধাত্তানাং, বর্ষা নাদেয়মুদকানাং,  
ঐষরং লবণানাং, সার্ষপশাকং শাকানাং,  
গোমাংস মৃগমাংসানাং, কালকপোতঃ পক্ষিণাং  
ভেকো বিলেশয়ানাং, চিলিচিমো মৎস্তানাং,  
আর্ধবকং সর্পিঃ সর্পিষাম্, অবির্কীরং কীরানাং,  
কুমুভস্মেহঃ স্রাবরস্মেহানাং, মহিষবসানুপমৃগ-  
বসানাং, কুস্তীরবসা মৎস্তবসানাং, কাকমদুগবসা  
জলচরবিহঙ্গবসানাং, চটকবসা বিকিরশকুনি-  
বসানাং, হস্তিমেষঃ শাখাদমৃগমেদসাম্, মূলকং  
কন্দানাং, লক্ষুচং কলানাং, কাণিহমিকু-  
বিকারাণামিতি প্রকৃতেত্য অহিততমানামাহার-  
বিকারাণাং নিকৃষ্টতমানি ভবাণি ব্যাখ্যাতানি  
ভবন্তি । ২

মিস ; ইক্ষুজের মধ্যে চিনি উৎকৃষ্ট । এইরূপে  
স্বভাবতঃ হিতকর আহারদিগের বিষয় কথিত  
হইল । ১ । যে সমস্ত আহার স্বভাবতঃ অহিত,  
তাঁহা বলা হইতেছে । যথা ;—শূকধাত্তের  
মধ্যে যবক ( ক্ষুদ্রযব ) অতিশয় অপকারী  
বলিয়া নিকৃষ্ট । শমীধাত্তের মধ্যে মাষকলায় ;  
জলের মধ্যে বর্ষাকালের নদী-জল ; লবণ-  
সমূহের মধ্যে ক্ষারমুক্তিকা এবং শাকের মধ্যে  
সার্ষপশাক সর্বনিকৃষ্ট । পশুমাংসের মধ্যে  
গোমাংস ; পক্ষীদিগের মধ্যে কৃক-কপোত-  
মাংস ; বিলেশয় জন্তুদিগের মধ্যে ভেকমাংস ;  
মৎস্তের মধ্যে চিলিচিম মৎস্ত, স্তব্ধের মধ্যে  
মেঘ স্তব্ধ এবং ভৃগুদের মধ্যে মেঘভৃগু সর্ব-  
নিকৃষ্ট । উদ্ভিজ্জ তৈলের মধ্যে কুমুভবৌজের  
তৈল নিকৃষ্ট । আনুপমৃগের বসার মধ্যে মহি-  
ষের বসা ; মৎস্তবসার মধ্যে কুস্তীরের বসা ;  
জলচর পক্ষিগণের বসার মধ্যে পাণকৌটির  
বসা নিকৃষ্ট । বিকির পক্ষীদিগের মধ্যে  
চটকের বসা ; শাখা-পত্রভোজী জন্তুদিগের

সর্বমেদসামিতি পাঠান্তরম্ ।

\* অত্র প্রকৃষ্টতমা ইতি, পরত্র চ নিকৃষ্ট-  
তমানীত্যত্র প্রকৃষ্টতমানীতি পাঠান্তরম্ ।



হিতাহিতাবয়বমাহারবিকারানামতো ভূয়ঃ  
কর্মোষধানাক প্রাধানান্ততঃ সান্নবন্ধানি  
দ্রব্যান্নব্যাখ্যান্তামঃ ।

তদ্যথা—\* শিবান্নসরণঃ ভূতজরাপ-  
হরণাং, মাতরো বালগ্রহাণাং চামুণ্ডা ডাকি-  
নীনাং, বিষ্ণুঃ কুণ্ডগ্রহাণাং, ব্রহ্মা সত্যগ্রহাণাং ;  
দুর্গা মহাগ্রহাণাং, উমা প্রীতিকরণাম্ ;  
কন্দঃ সর্বগ্রহাণাম্ ; বিনায়কো বিষ্ণু-  
গ্রহাণাম্, আদিতাঃ কুষ্ঠোপশমনানাং, সোম  
ওষধীনাং, দক্ষাশ্বিনৌ আয়ুর্কোদসিক্তানাং  
ঋত্বানঃ সর্বজ্ঞানঃ প্রাতর্হোমঃ, শান্তীনাং  
রোচনা দধিসর্পির্মজলানাং, তিথিশ্রবণং সর্ব-  
দুঃস্বপ্নাপহানাং, তিলদানং গ্রহোপশমনীয়ানাং,

গোম্পর্শনমায়ুর্কর্কনানাং, নগ্নকষায়দর্শনমনায়ু-  
ষ্যাণাম্ সততাধ্যয়নং বুদ্ধিমৈধাকরণাং,  
পুংস্বমেব বংশবৃদ্ধিকরণাম্, অন্নং বৃদ্ধিকরণাং  
শ্রেষ্ঠম্, উদকমাস্বাসকরণাং, সুরা শ্রমহরণাং,  
ক্ষীরং জীবনৌষাণাং, মাংসং বৃংহণীয়ানাং,  
লবণমন্নদ্রব্যকুচিকরণাম্, অন্নং হৃদ্যানাং,  
কুকুটো বল্যালাং, নক্ররেতো বৃষ্যাণাং, মধু  
শ্লেষ্মপিত্তপ্রশমনানাং, সর্পির্বাতিপিত্তপ্রশমনানাং,  
তৈলং বাতশ্লেষ্মপ্রশমনানাং \* বমনং শ্লেষ্ম-  
হরণাং, বিরেচনং পিত্তহরণাং, বাস্তবাক্তি-  
হরণাং, স্বেদো মার্দবকুরাণাং, ব্যায়ামঃ শৈথী-  
করণাং, ব্যবাহঃ কার্য্যকরণাং, ক্ষারঃ পুংস্বোপ-  
ঘাতিনাং, তিস্মুকমনৌদ্রব্য † কুচিকরণাম্,

মধ্যে হস্তিবসা নিকৃষ্টে । কন্দের মধ্যে পাকা  
মূত্রো ; ফলের মধ্যে লকুচ ( মাদার ) ;  
ইক্ষুজ দ্রব্যাদির মধ্যে কাণিত ( মাতঙড় )  
সর্বোপেক্ষা নিকৃষ্টে । যে সমস্ত আহার  
সম্ভাব্যতঃ নিকৃষ্টে, তাহাদের বিষয় বলা হইল ।  
২ । হিতকর ও অহিতকর আহারের বিষয়  
বর্ণনা পূর্বক সম্প্রতি কর্ম ও ঔষধের মধ্যে  
উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টসমূহের ব্যাখ্যা করিতেছি ।  
যথা—ভূতজর নাশ যাহাতে যাহাতে হয়,  
তন্মধ্যে প্রধান কার্য্য শিবের অন্নসরণ, বাল-  
গ্রহের প্রধান মাতৃগণ, ডাকিনীগণের প্রধান  
চামুণ্ডা, কুণ্ডগ্রহের প্রধান বিষ্ণু, সত্যগ্রহের  
প্রধান ব্রহ্মা, মহাগ্রহের প্রধান-দুর্গা, প্রীতি-  
কারিণীগণের মধ্যে উমা, সর্বগ্রহের প্রধান  
কন্দ, বিষ্ণুগ্রহগণের প্রধান বিনায়ক, কুষ্ঠ-  
নাশকগণের মধ্যে সূর্য্য প্রধান, ওষধির মধ্যে  
দ্রু, আয়ুর্কোদসিক্তগণের মধ্যে দক্ষ এবং  
শ্বিনীকুমারদ্বয় প্রধান । শান্তিকর্মের মধ্যে  
ঋত্বান, সর্কৌষধি, জ্ঞান ও প্রাতর্হোম  
প্রধান । গোঁরোচনা, দধি, স্বত মাজল্যদ্রব্যের  
দানো প্রধান, দুঃস্বপ্ননাশকগণের মধ্যে তিথি-

শ্রবণ, প্রধান, গ্রহশান্তি-উপায়ের মধ্যে তিল-  
দান প্রধান, আয়ুর্করের মধ্যে গোম্পর্শ, অনা-  
য়ুষ্য বস্ত্রের মধ্যে নগ্নাদির্দর্শন, মেধাবুদ্ধি হেতুর  
মধ্যে সতত অধ্যয়ন, আর বংশবৃদ্ধি হেতুর  
মধ্যে পুংস্বই প্রধান । জীবননির্বাহক পদার্থের  
মধ্যে অন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ ; তৃকানাশক পদার্থের  
মধ্যে জল, শ্রান্তিহরদিগের মধ্যে সুরা ;  
জীবনৌষাদিগের মধ্যে দুগ্ধ ; বৃংহণীয়দিগের  
মধ্যে মাংস ; অন্ন কুচিকারক পদার্থ সমূহের  
মধ্যে লবণ এবং হৃদ্য ( হৃদয়ের হিতকর )  
পদার্থসমূহের মধ্যে অন্ন শ্রেষ্ঠ ; বলকর দ্রব্যের  
মধ্যে কুকুট-মাংস ; বৃষ্যাদিগের মধ্যে কুন্তীরের  
শুক্র ; পিত্তশ্লেষ্মনাশকদিগের মধ্যে মধু, বাত-  
পিত্তনাশকদিগের মধ্যে স্বত ; বাত-শ্লেষ্ম-  
নাশকদিগের মধ্যে তৈল ; শ্লেষ্মহরদিগের  
মধ্যে বমন ; পিত্তহরদিগের মধ্যে বিরেচন,  
বাতহরদিগের মধ্যে বাস্তি, মার্দবকরদিগের  
মধ্যে স্বেদ ; দার্য্যকারকদিগের মধ্যে ব্যায়াম,  
কুশতাকারকদিগের মধ্যে মৈথুন ; পুংস্বনাশক-  
দিগের মধ্যে ক্ষার এবং অন্ন অকুচিকারক  
দ্রব্যের মধ্যে তিস্মুক ( কেঁউদ ) প্রধান ।

\* শিবান্নসরণমিত্যাदि বংশবৃদ্ধিকরণা-  
যত্যান্তং সর্বত্র ন লভ্যতে ।

\* কটুতৈলমিতি পাঠান্তরম্ ।

† অনন্তদ্রব্যোতি কচিৎ পাঠঃ ।

আমলকপিত্তমকর্ষণানাম্, আবিষ্কঃ সর্পির্হৃদ্যানাম্  
অজাকীরঃ শোহর-স্তম্ভসাম্ভা-রক্তসংগ্রাহিক-  
রক্তপিত্ত-প্রশমনানাম্, অবিষ্কীরঃ শ্লেষ্ম-  
পিত্তোপচয়করাণাং, মহিষীকীরঃ স্বপ্নজননানাং,  
মন্দকঃ দধ্যাভিষান্দকরাণাং, গবেধুকঃ  
কর্শনীয়ানাম্, উদালকঃ বিরুদ্ধনীযানাম্,  
ইক্ষুঃ প্রজ্ঞানানাং, যবঃ পুরীষজননানাং, জাম্বব-  
বাতজননানাং, শঙ্কুলাঃ শ্লেষ্মপিত্তজননানাং;  
কুলথা অম্লপিত্তজননানাং মাষাঃ শ্লেষ্মপিত্ত-  
জননানাং মদনফলঃ বমনাস্থাপনান্নবাসনোপ-  
যোগিনাং, ত্রিফলঃ সূক্ষ্মবিরেচনানাং, চতুরঙ্গুলঃ  
হৃদবিরেচনানাং সুশীকীরঃ তীক্ষ্ণবিরেচনানাং  
প্রত্যাকপুস্পী শিরোবিরেচনানাং, বিভঙ্গঃ ক্রিমি-  
হাননাং, শিরীষো \* বিষহাননাং, খাদরঃ কূষ্ঠ-

স্বরক্তকারক দ্রব্যের মধ্যে কাঁচা কদবেল,  
হৃদয়ের অহিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে মেঘস্বত;  
শোষণাশক, স্তম্ভবর্জক, রক্তরোধক এবং  
রক্তপিত্তনাশকদিগের মধ্যে ছাগছত্ৰ; পিত্ত-  
শ্লেষ্মবর্জক দ্রব্যের মধ্যে মেঘছত্ৰ; নিদ্রাকারক  
দ্রব্যের মধ্যে মহিষছত্ৰ; অভিষান্দ-জনক  
দ্রব্যের মধ্যে মন্দক দধি; কুশতাকারক দ্রব্যের  
মধ্যে গবেধুক ধানের অন্ন; রুদ্ধকারক দ্রব্যের  
মধ্যে উদালক অন্ন; মূত্রজনকদিগের মধ্যে  
ইক্ষু, পুরীষজনকদিগের মধ্যে যব; বায়ুজনক-  
দিগের মধ্যে জম্বুল; পিত্তশ্লেষ্মকারকের  
মধ্যে তিলপিষ্টক; অম্লপিত্ত জনকের মধ্যে  
কুলথা, পিত্তশ্লেষ্মজনকের মধ্যে মাষকলায়;  
বমন, আস্থাপন এবং অস্থবাসনোপযোগী  
দ্রব্যের মধ্যে মদনফল সর্বপ্রধান। সুখ-  
বিরেচকদিগের মধ্যে তেউভীমূল, যক্ষ-  
বিরেচকদিগের মধ্যে সৌদালের অর্থা, তীক্ষ্ণ  
বিরেচকদিগের মধ্যে মনসার অর্থা; শিরো-  
বিরেচকদিগের মধ্যে অপামার্গবীজ; ক্রিমি-  
নাশকদিগের মধ্যে বিভঙ্গ; বিষনাশকদিগের

হাননাং, রাস্না বাতহরাণাম্, আমলকঃ বয়-  
স্থাপনানাং, হরীতকী পথ্যানাম্, এরণ্ডমূলঃ  
বৃষ্যবাতহরাণাং, পিপ্পলীমূলঃ দীপনীয়পা-  
চনীয়নাহপ্রশমনানাং, চিত্রকমূলঃ দীপনীয়  
শুদশূলশোধহরাণাং, যুক্তঃ সংগ্রাহকদীপনীয়  
পাচনীয়ানাং, পুষ্করমূলঃ হিকাশাসকাসপাশ-  
শূলহরাণাম্, উদীচ্যঃ নির্ধাপন-দীপনীয়  
পাচনীয়চ্ছদ্যতীসারহরাণাং, বটকঃ সংগ্রাহক  
পাচনীয়দীপনীয়ানাম্, অনন্তঃ সংগ্রাহকরক্ত-  
পিত্তপ্রশমনানাম্, অমৃতঃ সংগ্রাহক-বাতহ-  
দীপনীয়-শ্লেষ্মশোণিতবিরুদ্ধপ্রশমনানাং বির-  
সংগ্রাহকদীপনীয়বাতককপ্রশমনানাং, অতি-  
বিষা দীপনীয়পাচনীয় সংগ্রাহকসর্বদোষহরাণাং  
উৎপলকুমুদপদ্মকিঙ্করাঃ সংগ্রাহকরক্তপিত্ত-  
প্রশমনানাং, হ্রালভা পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনানাং

মধ্যে শিরীষবীজ; কূষ্ঠনাশকদিগের মধ্যে খা  
বাতহরদিগের মধ্যে রাস্না; বয়ঃস্থাপকদিগে  
মধ্যে আমলকী; সর্বপ্রকার স্তম্ভের ম  
হরীতকী; বৃষ্য অথচ বায়ুহরদিগের ম  
এরণ্ডমূল; দীপনীয় পাচনীয় অথচ আন  
নাশকদিগের মধ্যে পিপুলের মূল; দীপ-  
অথচ শুদশূল ও শুদশোধনাশক দ্রব্যের ম  
চিতার মূল প্রধান। সংগ্রাহক অথচ দীপ-  
ও পাচনীয় ঔষধের মধ্যে মুখা; হিকা, শ  
কাস ও পাশ্বশূলনাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে  
বা পুষ্করমূল; অগ্নিজালানিবারক অথচ দীপ-  
এবং পাচনীয়, বমিহর ও অতিসারনা  
দ্রব্যদিগের মধ্যে বালা; সংগ্রাহক ও রক্তপি  
নাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে অনন্তমূল; সংগ্রা  
বাতহর, দীপনীয়, ককনাশক ও শ্লেষ্মর  
বিরুদ্ধমাশক দ্রব্যের মধ্যে গোলক; সংগ্রা  
অথচ দীপনীয় বাতককনাশক দ্রব্যসমূহে  
মাধ্য কাঁচাবেল; দীপনীয়, পাচন  
সংগ্রাহক অথচ সর্বদোষহর দ্রব্যে ম  
আতইচ; সংগ্রাহক অথচ রক্তপিত্তনা

গন্ধপ্রিয়ঙ্গুঃ শোণিতপিত্তাতিযোগপ্রশমনানাং,  
কুটজহৃৎ শ্লেষ্মপিত্তরক্তসংগ্রাহকোপশোষণানাং,  
কশ্মর্যকলং সংগ্রাহকরক্তাপত্তপ্রশমনানাং, পুষ্টি-  
পণী সংগ্রাহকবাতহরদীপনৌষধ্যাণাং, বিদারি-  
গন্ধা বৃষ্যসর্বদোষহরাণাং, বলা সংগ্রাহকবল্য-  
বাতহরাণাং, গোক্ষুরকো মূত্রকৃচ্ছানিলহরাণাং,  
হিঙ্গুনির্ঘাসশ্লেদনৌষধীপনৌষধীলৌমিকবাতকফ-  
প্রশমনানাম্, অন্নবেতসো ভেদনৌষধীপনৌষধী-  
লৌমিকবাতশ্লেষ্মপ্রশমনানাং, যাবশুকঃ স্রংস-  
নৌষধীপাচনৌষধীশোণানানাং, তক্রাত্যাসো গ্রহণী-  
দোষার্শৌ স্বতব্যাপৎ প্রশমনান্, ক্রবাদ-  
মাংসাত্যাসো গ্রহণীদোষশোষার্শোণানানাং, কীর-  
স্বতাত্যাসো রসায়নানাং, সমস্ততপ্তুপ্রাশা-

ভ্যাসো বৃষ্যোদাবর্তহরাণাং, তৈলগণ্ডুষাত্যাসো  
দন্তবলকচিকরাণাং, চন্দনোদ্বহরং দাহনির্বা-  
পণালোপনানাং, রাস্মাণ্ডকণী শীতাপনয়প্রলেপ-  
নানাং, লোমজ্জকোশীঃ দাহহৃদোষশ্বেদাপ-  
নয়নপ্রলেপনানাম্, কুষ্ঠং বাতহরাত্যক্রোপান-  
যোগিনাং, মধুকং চক্ষুযাবৃষ্যকেশকণ্ঠ্যবর্ণ্যবির-  
জ্জনীয়রোপণীঘানাং, বায়ুঃ প্রাণসংজ্ঞাপ্রধান-  
হেতুনাম্, অগ্নিরামস্তম্ভনীতশূলোদেপনপ্রশ-  
মনানাং, জলং স্তম্ভনৌষধীনাং, মৃদুভৃষ্টলোষ্ট্র-  
নির্বাণিতমৃদকং তৃকাত্যযোগপ্রশমনানাম্,  
অতিমাত্রাশনমামগ্রীদোষহেতুমাং, যথাগ্রাভ্য-  
বহারোঃগ্নিসকৃৎকৃদানাং, যথাসাধ্যং চেষ্টাভ্য-  
বহারশ্চ সেব্যানাং কালভোজনমারোগ্য-  
করাণাং, বেগসঙ্কারণমনারোগ্যকরাণাং, তৃপ্তি-  
বাহ'রত্তণানাং, মদ্যং সৌমনস্তজননানাম্,

দ্রব্যদিগের মধ্যে উৎপল, কুম্ভ ও  
পদ্মের কিঞ্চক এবং পিত্তশ্লেষ্ম-নাশক-  
দিগের মধ্যে ছত্রাকতা উৎকৃষ্ট । রক্তপিত্তের  
অতিযোগ-নাশক দ্রব্যদিগের মধ্যে গন্ধপ্রিয়ঙ্গু,  
শ্লেষ্মপিত্তরক্ত-সংগ্রাহক ও উপশোষক দ্রব্যের  
মধ্যে কুড়চীর ছাল ; সংগ্রাহক রক্তপিত্তনাশক  
দ্রব্যদিগের মধ্যে গাভারীকল ; সংগ্রাহক,  
বাতহর ও বৃষ্যদিগের মধ্যে চাকুলে ; বৃষ্য ও  
সর্বদোষহর দ্রব্যদিগের মধ্যে ভূমিকুয়াণ্ড ;  
সংগ্রাহক বলা ও বাতহর দ্রব্যদিগের মধ্যে  
বেড়েল ; মূত্রকৃচ্ছ ও বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে  
গোক্ষুর ; শ্লেদনৌষধী, দীপনৌষধী, আত্মলৌমিক  
ও বাতকৃকনাশক দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্গুনির্ঘাস,  
ভেদনৌষধী, দীপনৌষধী, আত্মলৌমিক ও বাত-  
শ্লেষ্মহর দ্রব্যদিগের মধ্যে থৈকল ; স্রংসনৌষধী,  
পাচনৌষধী ও অর্শৌষধী দ্রব্যের মধ্যে ঘরকার ;  
গ্রহণীদোষনাশক ও অর্শোনাশক এবং  
স্বতপান্যুত্তিশযাজাত-বিকার-নাশক দ্রব্য  
সমূহের মধ্যে ঘোল সর্বদা ভক্ষণ ; গ্রহণীদোষ  
শোষ অর্শোনাশক দ্রব্যের মধ্যে মাংসভোজী  
জন্তুর মাংস সর্বদা ভক্ষণ উত্তম । রসায়ন-  
দিগের মধ্যে কৃষ্ণস্বতাত্যাস ; বৃষ্য ও  
উদাবর্তনাশক যোগদিগের মধ্যে নিত্য

সমপরিমাণ শতু ও স্বত ভক্ষণ ; দন্তবল  
কারক এবং কুচিকারক দ্রব্যের মধ্যে নিত্য  
তৈলগণ্ডুষ ধারণ ; দাহনাশক লেপন-  
দিগের মধ্যে চন্দন ও উদুহর, শীতনাশক-  
প্রলেপদিগের মধ্যে রাস্মা ও অণ্ডক,  
দাহনাশক, হৃদোষহারক ও শ্বেদাপনয়ন  
প্রলেপদিগের মধ্যে বেণার মূল ; বাতহর  
অভ্যঙ্গসমূহের ও প্রলেপসমূহের উপযোগী  
দ্রব্যের মধ্যে কুড় উৎকৃষ্ট । চাকুযা, বৃষ্য,  
কেশহিতকর কণ্ঠহিতকর বর্ণহিতকর, বিরজনৌষধী  
ও রোপণীয় ( কৃতযোজক ) দ্রব্যের মধ্যে যষ্টি-  
মধু, বলা ও চৈতন্তকারক দ্রব্যের মধ্যে বায়ু ;  
আম, স্তম্ভ, শীত, শূল ও কম্পনাশক দ্রব্যের  
মধ্যে অগ্নি ; স্তম্ভনৌষধী দ্রব্যের মধ্যে জল ;  
অতিশয় তৃকানাশক দ্রব্যের মধ্যে যে জলে  
দধি মৃন্ময়-লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া নির্বাণ করা  
হইয়াছে সেই স্কুল ; আমদোষকারকদিগের  
মধ্যে অতিমাত্র ভোজন ; অগ্নিদীপক আহার-  
দিগের মধ্যে যথায় ভোজন ; সেবনৌষধিদিগের  
মধ্যে অভ্যাগাসরূপ কার্য ( অর্থাৎ অতিরিক্ত  
পরিমাণে না করা ) ; আরোগ্যকর উপা-  
দিগের মধ্যে যথাকালে ভোজন ; ব্যাধিকর-

মদ্যাক্ষেপো ধৌতিস্মৃতিহরণাং, শুকভোজনং  
 ত্বিণাকানাম, একভোজনং সুখপরিণাম-  
 করাণাং, স্ত্রীষতিপ্রসঙ্গঃ শোষকরাণাং, শুক্র-  
 বেগনিগ্রহঃ বাণ্ড্যকরাণাং, পরাদ্যতনমন্নমন্ত্রকা-  
 জননানাম, অনশনমায়ুষো হাসকরাণাং,  
 প্রমিতাশনং কৰ্শনীয়ানাম, অজীর্ণাশনং  
 গ্রহণীদূষণানাং, বিষমাশনমগ্নিবৈষম্যকরাণাং,  
 বিরুদ্ধবীৰ্য্যাশনং নিন্দিতব্যাধিকরাণাং, প্রণাঃ  
 পথ্যানাম, আয়াসঃ সৰ্বাপথ্যানাং, মিথ্যা-  
 যোগো ব্যাধিমুখানাং, রজস্বলাভিগমনমলম্মো-  
 মুখানাং, ব্রহ্মচর্যমায়ুষ্যকরাণাং, সঙ্কল্পো বৃষ্যাণাং  
 দৌৰ্দ্ভিক্ষামবৃষ্যাণাম্, অযথাসলমারম্ভঃ প্রাণো-  
 পরোধিনীং, বিষাদো রোগবর্জনানাং, স্নানং

দিগের মধ্যে মলমূত্রাদির বেগধারণ ; আহার-  
 ভণের মধ্যে ভৃগু, প্রফুল্লতা-কারকদিগের মধ্যে  
 মদ্য এবং বুদ্ধি-ধৃতি-স্মৃতি-নাশকদিগের মধ্যে  
 মদ্যবিকার প্রধান। ত্বপরিপাকদিগের মধ্যে  
 শুকভোজন ; উত্তমরূপে জীর্ণকরদিগের মধ্যে  
 একাহার ; বন্ধকারদিগের মধ্যে স্ত্রীপ্রসঙ্গ ;  
 ক্রোভতাকারকদিগের মধ্যে শুক্রবেগ ধারণ ;  
 অন্ন স্বেণাজনকদিগের মধ্যে পরাদ্যতন  
 ( বাসী ) অন্ন। আয়ুর্হাসকারকদিগের মধ্যে  
 উপবাস ; ক্রমতাকারকদিগের মধ্যে ক্ষুধাব-  
 শেষ ভোজন ; গ্রহণীদোষকারকদিগের  
 মধ্যে অজীর্ণ থাকিতে পুনর্ভোজন।  
 অগ্নিবৈষম্যকারকদিগের মধ্যে বিষম-ভোজন  
 ( অসময়ে অধিক বা অল্প আহার ) ;  
 কুষ্ঠাদি-নিন্দিত-ব্যাধিকারকদিগের মধ্যে তৃষ্ণা-  
 মাংসাদি বিরুদ্ধ, দ্রব্যসমূহের একত্র ভোজন ;  
 হিতকরদিগের মধ্যে শাস্তি এবং সৰ্বপ্রকার  
 অপথ্যের মধ্যে আয়াস ( অতিরিক্ত পরিশ্রম )  
 প্রধান। ব্যাধিকারকদিগের মধ্যে আহার-  
 বিহারাদির মিথ্যায়োগ ; অলসজ্ঞানকদিগের  
 মধ্যে রজস্বলাগমন ; আয়ুর্বর্জকদিগের মধ্যে  
 ব্রহ্মচর্য। বৃষ্যদিগের মধ্যে সঙ্কল্পনাশন। অবৃষ্য-  
 দিগের মধ্যে মনের অসুস্থিতি, প্রাণহস্তারক-  
 দিগের মধ্যে বলের অধিক কার্য্যকরণ ; রোগ-

অমহরাণাং, হর্ষঃ স্ত্রীণানানাং শোকঃ শোষ-  
 ণানাং, নিরুদ্ভিঃ পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃ স্বপ্নকরাণাম্  
 স্বপ্নস্তম্ভাকরাণাং, সৰ্ব্বসাত্ত্যাসো বলকরাণাম্,  
 একরসাত্ত্যাসো দৌৰ্বল্যকরাণাং, গর্ভণ্যাকমলা-  
 ধাণাং, অজীর্ণমুদ্রার্থ্যাণাং, \* বালো  
 মুহুভেষজীর্ণানাং, বৃদ্ধো যাপ্যানাং গর্ভণী  
 তৌক্ণোষধবাব্যামবর্জনীয়ানাং, সৌম্যস্তং  
 গর্ভধারকাণাং, সন্নিপাতো তৃশ্চিকিৎসানাং,  
 আমো বিষমচিকিৎসানাং, জরো রোগাণাং  
 কুষ্ঠং দীর্ঘরোগাণাং, রাজযক্ষ্মা রোগসমূহানাং,  
 জলোকসোহহুশস্তানাং, হিমবান্ ঔষধভূমীনাং  
 শিবো মল্লসিদ্ধীনাং, তুর্গারাদনং বিজয়ানাং,  
 সমাধৌ রসায়নানাং, নাস্তিকো বর্জ্যানাং,

বর্জনদিগের মধ্যে বিষাদ ; অমহরদিগের মধ্যে  
 স্নান, স্ত্রীতিকারকদিগের মধ্যে হর্ষ ; শোষণ-  
 কারকদিগের মধ্যে শোক ; পুষ্টিকরদিগের  
 মধ্যে সন্তোষ ; নিদ্রাকরদিগের মধ্যে পুষ্টি  
 এবং তন্দ্রাকারকদিগের মধ্যে উত্তম। বল-  
 কারকদিগের মধ্যে সৰ্ব্বসাত্ত্যাস ( অর্থাৎ অল্প  
 মধুরাদি সৰ্ব্বদ্রব্য ভোজন ) ; দৌৰ্বল্যকারক-  
 দিগের মধ্যে এক-রসাত্ত্যাস ; অনাকর্ষণীষ-  
 দিগের মধ্যে গর্ভণ্য ( গর্ভপ্রসব না হইয়া  
 গর্ভাশয়ে আটকাইয়া গেলে তাহাকে গর্ভণ্য  
 বহে ), বমনীয়দিগের মধ্যে অজীর্ণ ; মুহু  
 ঔষধযোগে চিকিৎসনীয়দিগের মধ্যে বালক ;  
 যাপ্যদিগের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তির রোগ ; তৌক্ণ  
 ঔষধ ব্যায়াম ও পুরুষসংসর্গবর্জনীয়দিগের  
 মধ্যে গর্ভণী ; গর্ভধারকদিগের মধ্যে মনের  
 প্রসন্নতা ; তৃশ্চিকিৎসাদিগের মধ্যে সন্নিপাত ;  
 বিরুদ্ধ চিকিৎসার মধ্যে আমচিকিৎসা ; রোগ-  
 দিগের মধ্যে জ্বর ; দীর্ঘকালস্থায়ী রোগদিগের  
 মধ্যে কুষ্ঠ ; সকল তৃশ্চিকিৎসা রোগের মধ্যে  
 রাজযক্ষ্মা ; উপশস্ত্রের মধ্যে জলোকা, যাবৎ  
 ঔষধাকরের মধ্যে হিমালয়, মল্লসিদ্ধির মধ্যে  
 শিবসাক্ষাৎকার ; জয়সাধনপ্রক্রিয়ার মধ্যে

রোগহেতুনামিত্যপি পাঠঃ।



লোলাং ক্লেশকরাণাং, বহুতদ্বাবলোকনং  
বিমলীকরাণাং, তদ্বিদ্যসত্তায়া বুদ্ধিবর্জনানাং  
আয়ুর্কেদোহয়তানাং, সন্তোষঃ স্মৃথানামিতি ১৩  
শর্ষেযাং সাধনে হেতুরারোগাং সমুদাহৃতম্ ।  
তস্মাৎ প্রযত্নতো বৎস প্রথমেদং সমভ্যাসেৎ ১৪  
বেশজ্ঞানাং যথা জ্যোতির্বরিষ্ঠং মুনিসত্তম ।  
উপাজ্ঞানাং তথা চৈতদায়ুর্কেদো বরঃ স্মৃতঃ ১৫  
কপিলো হেমকুক্ষিঃ বক্রণো জলদর্শিনঃ ।  
মেখলা নিষঠে \* ক্রদ্রো হৃন্দুভিঃ পুলহো হরিঃ ।  
যজ্ঞনঃ সামকশ্চেন্দ্রঃ কাশিকো জনকো বপুঃ ।  
হেমঃ সূমালী দৌণ্ডিঃ ত'বুঃ কর্ণঃ প্রভাকাপিঃ ।  
সুযেণো মাহিমা পিঙ্গো ব্রহ্মা দক্ষপ্রজাপতিঃ ।  
অশ্বিনৌ বৃহতা অত্রিরেতে বেদবিদাং বরা ।  
আয়ুর্কেদার্থকুশলা অমরহং গতা যু'ন ১৮

গবতী দুর্গার আরাধনা; রসানয়-বিধির  
ধো সমাধি অতি প্রশস্ত এবং নিন্দনীয়-  
দগের মধ্যে নাস্তিক ব্যক্তি ও ক্লেশকরের  
ধো লোলতা অতি নিন্দনীয় । মনঃপ্রসাদকর  
কার্যের মধ্যে নানা তন্ত্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও  
তন্ত্র তীক্ষ্ণতা-সম্পাদক উপায়ের মধ্যে তত্ত্ব-  
গানের পরিচয়ই প্রশস্ত এবং আয়ুর্কেদের  
ায় জীবিতদিগের স্থায়ী-সুখকর ও সন্তোষ-  
জনক কিছু নাই । ৩। যেহেতু আরোগ্যই  
কল কার্য-সিদ্ধির প্রধান কারণরূপে উক্ত  
য; হে বৎস! স্মৃতরাং সর্বাগ্রে অতি যত্নে  
আয়ুর্কেদ অভ্যাস করিবে । বেদের অঙ্গ-  
শাস্ত্রের মধ্যে যেমন জ্যোতিঃশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ  
উপাজ্ঞ সকলের মধ্যেও প্রত্যক্ষ-ফলদায়ী  
লিঙ্গা আয়ুর্কেদ প্রথম হইয়াছে । হৈমুনবর !  
পিল, হেমকুক্ষি, জলরাজ, বক্রণ, মেখলা,  
মধু, ক্রদ্র, হৃন্দুভি, পুলহ, হরি, যজ্ঞন, স'মর্ক,  
কু, কাশিক, জনক, বপু, হেম, সূমালী, দৌণ্ডি,  
গবু, কর্ণ, প্রভাকপি, সুযেণ, মাহিমা, পিঙ্গ,  
ব্রহ্মা, প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, বৃহতা ও  
অত্রি এই বেদবিদ মহাত্মগণ সকলেই আয়ু-

\* নিষেধ ইতি পাঠ্যতরম্ ।

মিত্রাণামুপকারায় অপকারায় শত্রবে ।  
হিতাহিতস্ত বেস্তারো দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধনম্ ১৯  
অহিতপরপ্রীতিনা শিবেন পরমাত্মনা ।  
খট্টাজিহ্বাসতা বৎস আয়ুর্কেদঃ প্রকাশিতঃ ১১০  
ইতি ত্রীদেবীপুবাণে আয়ুর্কেদনির্কীর্ষদেসমাপ্তিনাম  
দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১০ ৷

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মন্ত্রকবাচ ।

কথং খট্টা সুরশ্রেষ্ঠ আয়ুর্কেদং প্রকাশিতম্ ।  
নিহতে দেবদেবেন তন্মে ক্রহি সনাতন ।

ব্রহ্মকৌবাচ ।

গজরূপো মহাদেবো অটন মালব্য-পর্বতে ।  
খং ভিত'গে ত্রিতো বিষ্ণুঃ পথমার্গং নিব'রতে  
ভযোঃ সংবন্ধব্যাঘাণাং মহাযুদ্ধং মহাত্মনোঃ ।  
উৎপন্নো বিশ্বকপাত্মা মহারূপো মহাবলঃ ৩

কেদের পরমার্থ অবগত হইয়াই অমর হই-  
য়াছেন । এই শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে,  
মিত্রগণের উপকার ও শত্রুদিগের অপকার  
করা যায় এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হিত ও অহিত  
সকল জ্ঞাত হওয়া যায় । পরমাত্মা শিব নিজ  
হিত ও পরের সন্তোষ কামনা করিয়া খট্টা-  
সুরকে বিনাশ করিবার জন্য এই আয়ুর্কেদ  
শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন । ৪—১০ ।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১০ ৷

একাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

মন্ত্র বলিলেন,—হে সনাতন ! মহাদেব  
আয়ুর্কেদ প্রকাশ করিয়া কি প্রকারে খট্টা-  
সুরকে নিধন করিয়াছিলেন, তাহা বলুন ।  
ব্রহ্মা কহিলেন,—মহাদেব গজরূপ ধারণ  
করিয়া, মালব্য পর্বতে বিচরণ করিতেছেন,  
এমন সময়ে বিষ্ণু আকাশ পথে আসিয়া তাঁহার  
গতিরোধ করিলেন । তাহাতে সেই মহাত্মার  
ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

অনন্ততেজাঃ পিঙ্গাক্ষো বহুমায়াগুণাশ্বকঃ ।  
 ভাষ্যুতসহস্রাভ্যঃ কালানলসমপ্রভাঃ ॥ ৪  
 সূর্য্যাসোমেকগচ্চতঃ পাতালান্ভি নখাকুলিঃ ।  
 নানা নাগাঃ সুরাঃ সর্কে জজ্ঞে ভূধরজাহ্নবী ।  
 ভূলোকঃ ভুবলোকঃ নাভিচ্চ মহবক্ষসম্ ।  
 জনঃ গ্রীবা তপোলোকঃ শিরঃ সত্যময়ঃ বপুঃ ॥ ৬  
 বিষ্ণোস্তপস্ত্রাবিস্বঃ স নির্ঝাণং গচ্ছতস্ততঃ ।  
 অশ্বরাক্ষঃ সমাস্থায় বিষ্ণুর্ঘোষিতবাংস্তদা ॥ ৭  
 কুহা বপূর্নদ্যাস্থ্যঃ বহুমাযো মহাকসঃ ।  
 ঘাট্টিতো বিষ্ণুরুদ্রাভ্যাং ভূয়োভূয়ো বিবর্জিতে ।  
 শরশক্তিগদাদস্তপরশাযুধঘাতজান্ ।  
 পদ্যঃ পদ্যসহস্রাণাং বিসৃষ্টে আত্মবিপ্রহাৎ ॥ ৯  
 তৈঃ সন্ধ্যায়া সমুদুতৈঃ খট্টাদিহসমন্তবৈঃ ।  
 বেষ্টিতো বিষ্ণুবিঘ্নেশো যুধ্যমানো মহাবলো ॥ ১০

তাহাদের ক্রোধ হইতে অতি তেজস্বী রূপবান্  
 মহাবলিষ্ঠ মায়াবী পিঙ্গলনেত্র একটা পুরুষ  
 উৎপন্ন হইল। দেখিলে তাহাকে প্রলয়বহিরূপে  
 প্রতীয়মান হয়। সহস্রাধুত সূর্য্য দ্বাতি সেই  
 প্রচণ্ড পুরুষের চন্দ্র সূর্য্য নয়ন-স্থানীয় হইলেন।  
 চরণাকুলিসমুদয় পাতালকে স্পর্শ করিল।  
 দেবতা ও নাগগণ জজ্ঞাহান, পর্ব্বতসমুদয়  
 জাহ্নবান প্রাপ্ত হইলেন। ভূলোক ও  
 ভুবলোক নাভি হইল। মহলোক বক্ষঃস্থল,  
 জনলোক গ্রীবা, তপোলোক, মুখ এবং  
 সত্যলোক মস্তক হইল। এইরূপে তাহার  
 শরীর প্রকাশিত হইল। ১—৬। তখন সেই  
 অশ্বর মোক্ষরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর তপস্ত্রার  
 বিঘ্ন করিতে লাগিল; তখন বিষ্ণুও যুদ্ধ  
 করিতে লাগিলেন এবং তখন বিষ্ণু ও  
 শিব উভয়ে যুদ্ধ দেহ ধারণ করিয়া,  
 সেই মায়াবী অশ্বরকে যাই প্রহার  
 করিতে লাগিলেন, ততই সে দ্বিগুণ বল ধারণ  
 পূর্ব্বক মায়াবলে শর, শক্তি, গদা, দণ্ড, পরশু,  
 আয়ুধ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিজ দেহ হইতে  
 প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মহাবল পরাক্রান্ত  
 বিষ্ণু ও মহাদেব সেই খট্টাসুরের দেহ সমুদয়  
 অশ্বনিচয়ে বেষ্টিত হইয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিল

নিম্পদঃ বিষ্ণুঃ কুহা তু বিঘ্নেশক মজ্জাবলম্ ।  
 ইন্দ্রাদীন স সুরান্ বৎস যোধনায় সমুদাতঃ ॥ ১১  
 ইন্দ্রশ্চৈব ব্রহ্মক্ষয়রকোদিবাকরান্ ।  
 স জিহ্বা চেব দেবাশ্চ পাতালান্ভিবিঘ্নবৎ ॥ ১২  
 এবং দেবাসুরান্ নাগান্ পুন্মার্গবান্ধিতান্ ॥ ১৩  
 নির্জিহ্বা স্ববশে কুহা পুনশ্চৈব নিবেশ্য তান্ ।  
 ততঃ সমারভেতোগ্রং কণভূক সলিলাশনঃ ।  
 গোমূত্রগোময়হারো বায়ুহারোহথবা পুনঃ ।  
 অবাশুখো ধূমভূজো অর্কবৃন্দ সমাশ্রিতঃ ॥ ১৫  
 ততস্তস্ত্রাভবদেবো বরদান সমুৎসুকঃ ।  
 ত্রিনূর্ত্তবিধরূপাত্মা শশাঙ্কাক্ষতশেখরঃ ॥ ১৬ ॥  
 ইতি শ্রীদেবীপুরাণে খট্টাসুরোৎপত্তির্নামৈক-  
 দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

লেন। হে বৎস! খট্টাসুর কণকালমধ্যে  
 বিষ্ণুকে ও কুদ্রকে নিশ্চেষ্ট করিয়া, ইন্দ্রাদিদেব-  
 তার সহিত যুদ্ধ কামনায় অগ্রসর হইল এবং  
 ইন্দ্র, চন্দ্র, বশু, ব্রহ্মা, যম, রাক্ষস সূর্য্য প্রভৃতি  
 দেবগণকে পরাভূত করিয়া পাতালান্ভি-  
 ধাবমান হইল। এইরূপে দেবতা, দানব ও  
 নাগদিগকে পরাজিত করিয়া নিজের অধীনে  
 আনিয়া, পুনরায় স্ব স্ব অধিকারে স্থাপন করিল;  
 পরে বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া, কঠোর তপস্ত্রা  
 করিতে লাগিল। কখন বা গোময়, গোমূত্র,  
 কখন কণামাত্র বারিপান, কখন বা অধোমুখ  
 হইয়া ধূমমাত্র পান করিতে লাগিল। এইরূপে  
 এক অর্কবৃন্দ কাল তপস্ত্রা করিলে, ত্রিগুণময়  
 বিশ্বরূপ ভগবান্ শশিশেখর তাহার প্রতি  
 প্রসূর হইয়া বর প্রদানে ব্যগ্র হইলেন। ৭-১১।  
 একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

কোহসৌ গজাননো দেবঃ কথং বা সমগচ্ছত ।  
কথং নিগারয়েদ্ বিষ্ণুমেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১

মহুরুবাচ ।

যথাহি তন্ত দণ্ডে চ হেমজং ক্রিতিভূষণম্ ।  
লোকালোকঃ সমাখ্যাতঃ তন্ত পূর্বেণ ভূধরঃ ॥২  
মালব্যো নাম বিখ্যাত ঋষিদেবনিবেষিতঃ ।  
সিন্ধুকিন্নরগন্ধর্ব-অপ্সরোগণসেবিতঃ ॥৩  
নানাক্রমলতাকৌণঃ কলপুপ্সমারুতঃ ।  
সরিংসরোবরাকৌর্ণোঃ দীর্ঘকানদমালিতঃ ॥৪  
হংসকারণুবচক্র-জীবজীবকনাদিতঃ ।  
বহুপক্ষিসদাঘুষ্ঠো অভিরম্য-মনোহরঃ ॥৫  
তন্মিন্ পর্বতরাজেন্দ্রে পীতবাসা জগৎপতিঃ ।  
সত্ত্বাকো মহমায়ো জগতঃ পতিকেশবঃ ॥৬  
'স্ব'ত্বার্থমভিমান্য স্থিতো বিগ্রহরূপিণঃ ।  
সদা রতিমুদায়ুক্তঃ ক্রৌড়মানঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৭

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ ! গজানন কোন্ দেবতা, কিরূপেই বা তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল ? কেনই বা তিনি বিষ্ণুকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন । মহুরু কহিলেন,—পৃথিবীর অলঙ্কার-স্বরূপ মেরু নামক একটি সুবর্ণময় পর্বত আছে । তাহার পূর্বভাগে মালব্যনামে এক পর্বত আছে । উহাতে দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধ, কিন্নর, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ নিত্য বাস করেন । ঐ পর্বত পুষ্পফলে পল্লিপূর্ণ বিবিধ রক্ষ-লতা নিচয়ে ও অসংখ্য নদ, নদী, দীর্ঘিকা, ও সরোবরসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং হংস কারণুব, চক্রবাক, জীবজীবক প্রভৃতি বহুতর পক্ষিগণের অক্ষুট নিনাদে সমধিক মনোহর ও রমণীয় হইয়াছে । সেই পর্বতরাজ মালব্যো সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মায়াময় জগদীশ পীতাঙ্গর কেশব এই সৃষ্ট সংসারের স্থিতিজন্ত শরীর ধারণ-পূর্বক লক্ষ্মীদেবীর সহিত সান্নিধ্যগো পরমানন্দে

ভাব্য তত্র ক্রিয়ানক্তির্হ্যজন্ত প্রভবো মহান ॥৮  
বিগ্রহীভূতদেবাণ্যামাযধুস্তনং প্রতি ।

স্ম বিদ্যা বেদভাবেন মহন্তঃসমাশ্রিতা ॥৯  
বিষ্ণুনা চ সমাশ্রায় প্রকৃতেত্যং ব্যবস্থিতা ।  
তদা হস্তাভবত্ভাবো রাজসঃ পরমেচ্ছয়া ॥১০  
পাণৌ সংমথয়িত্বা তু নরকায় গজাননম্ ।  
সর্বোদ্ভিক্তং সৃজেদেবং সর্বদেবময়ং বিভূম্ ॥১১  
চন্দ্রাদিত্যানলা নেত্রা ব্রহ্মা চৈব শিরো বভূঃ ।  
কেশা বনস্পতিভূস্তা রুদ্রা গ্রীবাসমাশ্রিতাঃ ॥১২  
দশনা গ্রহনক্ষত্রা ধর্ম্যাদর্ম্যো তু ওষ্ঠয়োঃ ।  
জিহ্বা সরস্বতী তস্তাঃ শ্রোত্রে চৈব দিশো দর্শী ॥  
ইন্দ্রো নাসাগতস্তস্তা কুবেরোর্মধ্যে হরঃ স্মৃতাঃ ।  
সাগরা জঠরং তস্তা ঋষয়ো রোমকূপগাঃ ॥১৩  
গন্ধর্বাঃ কিন্নরা যক্ষাঃ পিশাচা দানুর্ভাকসাঃ ॥১৪  
উদরস্থা তু দেবস্তা নদ্যো বাহৌ সমাশ্রিতাঃ ॥১৫  
অঙ্গুল্যো ভুজগুস্তস্তা নখাস্তারাগণাঃ স্মৃতাঃ ।

ক্রৌড়া করিতেছেন । অস্ত্রাস্ত্র দেবতারা সেই অনন্তদেবের ক্রিয়ানক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া তথায় তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন । বিদ্যা দেবী ও বেদস্বরূপে প্রকাশ পাইলেন ও বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন । তখন ভগবানের নিত্য ইচ্ছার প্রকাশে একটি রাজস ভাব উপস্থিত হইল । তাহাতে তিনি নিজ পাণিতল মগ্ন করিয়া, সর্বদেবময় প্রভু গজাননের সৃষ্টি করিলেন । ১—১১ । চন্দ্র, সূর্য ও অনল-ইহারা তাঁহার নগ্ন হইলেন । ব্রহ্মা মস্তক হইলেন, বৃক্ষ-শ্রেণী কেশনিচয়, একাদশ রুদ্র গ্রীবাদেশ, গ্রহ-নক্ষত্রাদি দন্তপাণ্ডিত, ধর্ম্য অধর্ম্য ওষ্ঠদ্বয় এবং স্বয়ং সরস্বতী জিহ্বা হইলেন । দশদিক্ কর্ণ-দ্বয়, দেবরাজ নাসিকা-স্থান অধিকার করিলেন স্বয়ং মহাদেব ক্রমধ্যে অবস্থিত হইলেন । সপ্তসাগর জঠর হইল ও ঋষিগণ প্রতি-লোম-কূপে অবস্থান করিলেন এবং যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, গন্ধর্ব, কিন্নর ও পিশাচ ইহারা সেই দেবের উদরমধ্যে অবস্থিত হইল । নদীগণ

হৃদয়স্থ শিবা দেবী মেকঃ পৃষ্ঠগতো রত্নঃ । ১৬  
 যমো ধর্ম্যশ্চ নাভৌ তু কট্যাস্ত পৃথিবোস্থিতা ।  
 লিঙ্গে সৃষ্টিং বিজানীষাদখিলো জাহ্নুনি স্থিতো  
 পর্বত্যাশ্চোকুদেশস্থাঃ পাতালাননধৌ স্মৃতাঃ ।  
 নারকা ভুবনাস্ত্যস্ত পাদস্থ্য মুনিসন্তম ॥ ১৮  
 কালার্গিঃ স্বয়ং রুদ্রঃ পাদাস্থ্য সমাগ্রিতঃ ।  
 দোশশ্চ মনবঃ কল্পা দিনাঃ কাষ্ঠা কলা তবাঃ ।  
 সর্বৈ তৈরৈব জ্ঞেয়াঃ সর্বদৈবমযো হি সঃ ॥ ১৯  
 এবং সর্বায়ুজঃ দৃষ্টৌ গজবক্রস্ত বিষ্ণুনা ।  
 প্রণম্য যাদিত্যে তজ্যাতুতোষবিবিধৈঃ স্তবৈঃ  
 ইতি ত্রীদেবীপুরাণে ক্রিয়ায়কোৎপত্তির্নাম  
 দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

বাহুদ্বয়ে আশ্রয় লইল। সর্পের অঙ্গুলি ও  
 তারাগণ নখরাজি হইলেন এবং মেকশিখর-  
 চারিণী আদিদেবী তাঁহার হৃদয় অধিকার  
 করিলেন।, ধর্ম্য ও যম নাভিতে, পৃথিবী  
 কটিদেশে, লিঙ্গে, সৃষ্টিদেবী, অশ্বিনীকুমারদ্বয়  
 জাহ্নুদ্বয়ে, পর্বতের উরুদেশে, পাতালবাসীরা  
 অলকে, মনুম্যলোক চরণদ্বয়ে অবস্থান  
 করিলেন এবং তদীয় চরণের অঙ্গুষ্ঠে স্বয়ং রুদ্র  
 প্রণয়গ্নি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তিনি  
 সর্বদৈবময় বলিয়া তাঁহাতে যুগ, মনু, কল্প,  
 দিন, কাষ্ঠ, কলা ও কল প্রভৃতি বিভক্ত  
 কালাবয়ব সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিষ্ণু  
 সেই গজাননকে এইরূপ সর্বময় অবলোকন  
 করিয়া পরমানন্দ প্রণাম করত ভক্তিরোগে  
 নানা স্তব করিয়া সন্তোষ করিতে  
 লাগিলেন। ১২—২০।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুকবাচ ।

স্তোম্যো সুরারিদমনং রিপুণাং  
 বৈরিহাণ গজবক্রসুদন্তশোভনম্ ।  
 তং ভাতি কুন্দহিমশশশাঙ্কদন্তং  
 তাম্রাভকাস্তিবপুষং কচিরাকৃণাভম্ ॥ ১  
 তং ভাতি অর্পিতজগচ্ছিশির্ঘ্যমার্গং  
 গাং গচ্ছতীতি ইব মেক সুরারিহন্তম্ ॥ ২  
 তং হং নমামি ভগবন্ প্রমথেশজাতং  
 তজ্জন সুরাদ্ভিভয়দং দম্বদর্পহন্তম্ ॥ ৩  
 তারাতমোক্তিককৃতবনমালগ্রীবং  
 বারাহবক্রদৃহদংষ্ট্র ইব ংশোভনম্ ।  
 ভৃঙ্গোপগীতমদগণ্ডসুসেবামানং  
 তং হং নমামি বরদং বরদায়কং তম্ ॥ ৪  
 তারারিণং প্রথমভ্রাতৃবরং সুরেশং  
 শস্তোদ্বিতীয় ইব মূর্তিসুচাকবেশম্ ।  
 নানার্চিতরূপশোভিতচাকরহারং  
 জন্তকাস্ত ইব মহাপ্রমাণম্ ॥ ৫

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় ।

বিষ্ণু কহিলেন,—হে গজানন ! আপনাকে  
 স্তব করিতেছি, আপনি দেবতাদিগের শত্রু  
 বিনাশ করুন। আপনার দস্তাবলি কুন্দ, হিম  
 ও চন্দের তায় শুভ্র ও সুন্দর। দেহকাস্তি  
 তাম্রবর্ণ হওয়ায় বড়ই মনোহর হইয়াছে।  
 হে ভগবন্ দৈত্যদর্পনাশন ! আপনি স্বদেহে  
 সূর্য্যের পথ রোধ করিয়াছেন ও দেহভারে  
 সূমেককে ভুমুধ্য সমধিক নিহিত করিতেছেন  
 এবং তজ্জন দ্বারা দানবদিগের ভয় উৎপাদন  
 করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার। নক্ষত্রের  
 তায় সুশোভন মুক্তা-নিচয়ে রচিত বনমালয়  
 গ্রীবদেশ অতি সুশোভিত হইয়াছে এবং  
 মুখমণ্ডল দৃঢ়দন্তের কিরণে শোভমান রহিয়াছে  
 এবং মদস্রাবী গণ্ডস্থল ভৃঙ্গগণে উপগীত  
 হইয়াছে। হে বরদ দেব ! আপনি দেবতা-  
 দিগের প্রথম ভ্রাতা এবং আপনাকে মহাদেবের



নাগেশজ্যোতিঃগুপ্তশেখরমূর্তি মানঃ  
লবস্ত চাকচময়ঃ রণকার্যবীরম্ ।  
সুভক্ত শক্রবনকাস্তমহাস্তমস্তঃ  
তং মাতৃযোগিগণমর্চিতমুট্টমিষ্টম্ ॥ ৬  
হস্তারকারবরনাদিতমণ্টশব্দঃ  
দংষ্ট্রাগ্রগণদম্বদ্বিষট্টাকলাপম্ ।  
পঙ্কাকরেপূরজপজজকণঃ  
চামীকরখচিত্তমরকতসংসেবামানম্ ॥ ৭  
লবস্ত কর্ণপর্ণশঙ্খা শুচাকচামরঃ  
রক্তাস্তনেত্রকণাঘ্রচাকতুঙ্গম্ ।  
গস্তোরগজ্জিতমহারবমেঘশব্দঃ  
দণ্ডাকুশপরশমেঘলহজধারম্ ॥ ৮  
ববাজাতে সকলপর্কতসাম্বকঠঃ  
চণ্ডাভিনুপূরধ্বনিমুখরঃ বিশ্বাস্তম্ ।  
তস্মৈ নমামি সততঃ জগতো হিতায়  
বিরেষধার্য বরদায় বরপ্রদায় ॥ ৯  
বায়ৈকহস্তসততঃ কুতলভঙ্কর  
সিদ্ধার্থপূরতিগজবিলেপনায় ।

ব্রহ্মেশ্বরচন্দ্রবদ্রশক্তরসঃককার  
গজাজলোব ইব বানমহাপ্রদায় ॥ ১০  
ইচ্ছার্থকৈহিতকলপ্রদায় শিবায়  
সম্পূজয়ম মম দেবতত্তং তত্তায় ।  
বিরয়ঃ বিনাশয় প্রতো পুরসিদ্ধশব্দঃ  
শক্রস্ত ব্যাধিতদিবস্ত শুভং প্রবচ্ছ ॥ ১১  
তদ্বা তু শক্তিতনয়ঃ প্রযতেন বিকোঃ-  
সুভঃ সমীহিতবৎ দদতে চ তস্ত ।  
বিকোক্তবার্থমিদং শৈলধরঃ হরেন  
সংপ্রেষিতো রিপুহরায় পূরদয়ন্ত ॥ ১২  
ময়োচ্যতাং বদ তবান্ কিমহং করোমি  
জৈলোক্যানির্জীতরিপুং স্বহং দদামি ॥ ১৩  
এবং তদ্বা তদ্বা দেবঃ বিকুনা প্রতদ্বিকুনা  
তুতুট বরদীকৃত বিরন্ত নিধনায় চ ॥ ১৪ ॥  
ইতি জীদেবীপুরাণে বিনায়কস্তবো নাম  
জমোদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

দ্বিতীয়মূর্তির স্থায় বোধ হইতেছে ; যে সুবেশ-  
ধারিন্ ! আপনাকে নমস্কার । আপনার  
গলদেশে বিচিত্র সুন্দর হার শোভা পাই-  
তেছে । যে ঋণকুশল দেব ! আপনার দেহ  
পর্কতপ্রমাণ এবং সর্পনিচয় শিরোভূষণ হই-  
য়াছে । যে শক্রবল-বিনাশক ! যোগিনীগণ  
আপনার নিত্য সেবা করিতেছে । আপনার  
হস্তার-রব ঘণ্টাশব্দের অমুকারী এবং দস্তের  
অগ্রভাগে রিপু-হস্তিগণ সংলগ্ন আছে । রেণু-  
রজ ও পঙ্কজের স্থায় আপনার বর্ণ । সুবর্ণ-  
খচিত মরকত-মাণিক্য শুচাক চামরে আপনার  
বাজন হইতেছে, পলাশপত্রের স্থায় বিশাল ও  
শব্দের স্থায় আবর্তযুক্ত কর্ণকুহরে ও রক্তবর্ণ  
কণাস্ত-বিস্তৃত সুন্দর নয়নদ্বয়ে আপনি সুশো-  
ভিত আছেন । মেঘ-গর্জনের মত গস্তীর  
শব্দ করিতেছেন এবং দণ্ড, অকুশ, পরশ,  
মেঘলা ও হুজধারণপূর্বক ভীষণ নৃপু-  
রনিধানে এই পর্কতসাহস্রেশ মুখরিত করিয়া  
শোভা পাইতেছেন । যে বিরেষধর ! বরদ

দেব ! আপনি জগতের মঙ্গলার্থে আবির্ভূত  
হইয়াছেন । আপনাকে নিরন্তর প্রণাম করি ।  
আপনি এক হস্তে লঙ্কুক, অপর হস্তে সিদ্ধার্থ  
ও সুগন্ধি চন্দনাদি ধারণ করিতেছেন । ইন্দ্র  
চন্দ্র, বসু, শক্র ও ব্রাহ্মসাদি আপনাকে স্তব  
করিতেছে । গজাজল-প্রবাহের স্থায় আপনার  
মদধারা নির্গতা হইতেছে । যে প্রতো !  
আপনি তত্ত্বের অতীষ্ট প্রদান করেন বলিয়া  
আপনার পূজা করিতেছি । আমার কল্যাণ  
করুন এবং দেবতা ও সিদ্ধগণের শত্রু বিয়া-  
পূরকে বিনাশ করিয়া, ইন্দ্রের ব্যাকুলতা দূর  
করত শুভ প্রদান করুন । এইরূপে ভগবান্  
বিকু, সেই শক্তি-সম্বৃত পুরুষের পরমাগ্রেহে  
স্তব করিলে, তিনি, সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান  
করিলেন । যে বিকো ! তোমার সন্তোষার্থ  
ও দেবরাজের শত্রু সংহার করিবার জন্য মহা-  
দেব আমাকে এই পর্কতে পাঠাইয়াছেন ।  
একণে বল, আমাকে কি করিতে হইবে ?  
আমি নিমেষকাল্যে জৈলোক্যের শত্রুকে

## চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

দন্তে বিকো বরে ব্রহ্মন্ প্রতিপন্নৈ চ বেদনে  
আযুর্হরব্রহ্মাণৌ বাসবাদিত্যচক্ষমাঃ ॥ ১  
তুতোষ বিধিবদ্ ভক্ত্যা পূজয়িত্বা যথাক্রমম্ ।  
ঈশরো দদতে পূর্ণমর্জ্জ্জলম্ মহোদয়ম্ ॥ ২  
ব্রহ্মণা মেথলা শুভ্রা ভাসুনা চাক্র বিক্রমম্ ।  
বিষ্ণুনা শঙ্খশারঙ্গৌ বাসবো বজ্রযুক্তমম্ ॥ ৩  
যমো দণ্ডঃ বিচিত্রস্ত গদাঃ ধনদপাশ্পতৌ ।  
অক্ষুশং পাশখড়্গাক্ষ রক্তেশ্রো গমনং পুনঃ ॥ ৪  
দিগ্গজানথ নাগৈশ্চ কূটং কাকটিশ্চত্বেকৈ ।  
নক্ষত্রা গোমুমালাদি মাতর আশ্বতুল্যতাম্ ॥ ৫  
উমা দেবী তু বিজ্ঞানং শঙ্করা যোগযুক্তমম্ ।  
ওজস্তেজশ্চ সিদ্ধিশ্চ যোগিভিঃ প্রতিপাদিতা ।  
ঋষিভির্নদশৈলৈশ্চ সমুদ্রৈশ্চ তথা পুনঃ ।

পরাজয় করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি ।  
বিনায়ক জগদীশ্বর বিষ্ণুর এবংবিধ নানা স্তবে  
পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিঘ্ন-বিনাশের জন্য স্বীকৃত  
হইলেন । ১—১৪ ।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৩।

## চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—এইরূপে বিনায়ক বিষ্ণুকে  
বর প্রদান করিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাদেব,  
সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত হইয়া  
যথাক্রমে যথাবিধি ভক্তিয়োগে তাঁহাকে পূজা  
ও উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগি-  
লেন । মহেশ্বর প্রথমে নিত্যোদিত অর্কচন্দ্র  
দিলেন । ব্রহ্মা হেতমেথলা, সূর্য্য বিক্রম এবং  
বিষ্ণু দিলেন শঙ্খ ও ধনু । ইন্দ্র দিলেন উত্তম  
বজ্র, যম বিচিত্র দণ্ড এবং বক্রণ গদা, অক্ষুশ  
ও পাশ প্রদান করিলেন । ১০ রাক্ষসরাজ গমন-  
পরিপাটী, ত্রিকুটাচল, কটিশ্চত্র, নক্ষত্রগণ  
গোমুমালা, উমাদেবী বিজ্ঞান, মহাদেব যোগ-  
পরিপাটী, যোগিগণ তেজ, বল ও সিদ্ধি প্রদান

ভরগ্রবৌ চ গান্ধীর্ধাং বিধিবৎ প্রতিপাদিতম্ ।

এবং কুহা ততস্তস্ত শঙ্কবা দি মহাপ্রভাম্ ।

দন্তানি দিব্যাচাক্ষাণি সমজ্ঞানি ব্রতানি চ ॥ ৮

অভিষিক্তঃ শিবেনাস্ত সর্ব্বেষাং নায়কো ভবান্  
ভবিতা সর্ব্বকার্য্যেষু হুঃ দেব অ-নায়কঃ ।বিনায়কেতি দেবানাং লোকে খ্যাতিং ব্রজিয়াতি  
ইতি ত্রীদেবীপুরাণে বিনায়কাভিষেকবরদানং

নাম চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

## পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

তুষ্টে বিনায়কে বিকো হৃতিষিক্তে গজাননে ।  
কিং কুর্কন্ দেবরাজেন্দ্রঃ কিংবা শঙ্করকেশবো  
মহুরুবাচ ।

পুরস্কৃত্য তদা দেবং গজবক্রং মহাবলম্ ।

বিঘ্নস্ত ঘাতনার্থায় প্রযযাবুদয়াচলম্ ॥ ২

করিলেন এবং ঋষিগণ, পর্ব্বতেরা ও নদ  
সমুদয় স্ব স্ব প্রিয় দ্রব্য উপহার দিলেন ।  
সমুদ্রেরা যথাবিধানে নিজ গান্ধীর্ধ্য প্রদান  
করিলেন । এইরূপে শিবাদি দেবতারা মন্ত্রপূত  
দিব্যাস্ত্র সকল ও ব্রত সমুদয় প্রদান করিলে  
পর দেবদেব তাঁহাকে সকল দেবতার আধি-  
পত্যে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন,—হে দেব !  
তুমি অদ্যাবধি সংসারে বিনায়ক দেব নামে  
বিখ্যাত হইয়া সকল কার্য্যেই সর্বাগ্রে পূজনীয়  
হইবে । ১—২ ।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৪ ।

## পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ ! বিষ্ণু  
বিনায়ককে স্তব করিলে, মহাদেব তাঁহাকে  
অভিষিক্ত করিলেন । কিন্তু তখন ইন্দ্র এবং  
মহাদেব ও কেশবই বা আর কি করিলেন,  
তাহা বলুন । মহু বলিলেন,—তখন তাঁহারা  
মহাবলিষ্ঠ দেব গজাননকে অগ্রসর করিয়া

১৩ ত্রাসো দম্বশাদুর্নসর্বদেবভয়াবহঃ ।  
 অযুতচ্ছয়মাণেন যোজনঃপাদবিস্তরম্ ॥ ৩  
 দশাংশেন চ পাদস্তাং পদ্মানি নব সপ্ত চ ।  
 কুহা তু তাং তথা যোধান্ সংগ্রামমভবন্নহৎ ॥ ৪  
 দানবৈর্নির্জিতাঃ সর্কে বিশ্বজৈর্গজবাহিনৌ ।  
 দেবাঃ পশুস্তি সস্তুতা যদি ভগ্নো বিনায়কঃ ।  
 তদা ন জানৌমঃ কস্মাদ্রক্ষা শত্রুস্ত সঙ্গরে ॥ ৫  
 দেবেন শূলিনা তস্মাদ্বজ্রিণা চাক্রিণা তথা ।  
 যুক্তানি দিব্যান্তস্তানি তথা তেনৈব শাসিতাঃ ।  
 বিবৃকমুখাঃ সংরকো গজেন্দ্রাঃ পুনরুদ্যতাঃ ।  
 তথা বিনায়কঃ ক্রুদ্ধো গৃহীত্বা শঙ্করায়ুধম্ ॥ ৬  
 বিশ্বস্ত চিচ্ছিদে কণ্ঠং বিশ্বান্ পাপান নিবারয়েৎ  
 বিশ্বাত্মাসেনয়োবিহ্বা সর্বাঃস্তানভিঘাতয়েৎ ॥ ৭  
 এবং হত্বা মহাবীৰ্য্যং তপশ্ছিদ্রসমুদ্ভবম্ ।  
 ইন্দ্রস্ত চ রিপুং রাজ্যং প্রদাদবভয়ং সুরান্ ॥ ৮  
 ইতি ত্রীদেবৌপুত্রাণে বিশ্ববধো নাম পঞ্চ-  
 দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

বিশ্ববিনাশের জন্য উদয়াচলে গমন করিলেন ।  
 তথায় সেই দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর, গগনস্পর্শী  
 ও যোজনবিস্তৃত দানবরাজ নবসপ্ততি সংখ্যক  
 দৈত্যের সহিত অবস্থান করিতেছিল । তখন  
 উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল । তাহাতে  
 বিশ্বপক্ষীয় দানবগণ কর্তৃক গজসৈন্তকে পরা-  
 জিত হইতে দেখিয়া, দেবতারা বিনয়কের  
 রণে পরাজুখ হইবার আশঙ্কায় ভীত হইলেন  
 ও তৎকালে ব্রহ্মা, মহাদেব বিষ্ণু ও ইন্দ্র স্ব স্ব  
 দিব্যান্ত্র সকল প্রয়োগ করিলেন । তদর্শনে  
 বিনায়ক দিগ্ভাং বলধারণপূর্বক সমগ্রিক  
 কুপিত হইয়া ক্রুদ্ধাঙ্গ-প্রয়োগে বিশ্বাসুরের কণ্ঠ  
 ছিন্ন করিয়া পাপময় বিশ্ব দেহ হইতে অপ-  
 সারিত করিলেন ও অপর যে সকল বিশ্বসৈন্ত  
 প্রতিকূলতাচরণ করিল, তাহাদের সকলকেই  
 বিনাশ করিলেন । মহাবলিষ্ঠ বিনায়ক সেই  
 তপশ্ছিদ্রসমুদ্ভূত ইন্দ্রশত্রু বিশ্বকে এইরূপে  
 বিনাশ করিয়া দেবগণকে অত্যন্ত দান করত  
 ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিলেন । ১—৮ ।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কস্ত চিদ্ভ্রং ভবেদব্রহ্মণ তপস্ত চরতো বিভো  
 যস্মিন বিশ্বঃ সমুৎপন্নঃ সর্বদেবভয়াবহঃ ॥ ১  
 মনুরুবাচ ।  
 ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকামস্ত যুগাদৌ চরতস্তপঃ ।  
 উপস্ত অরুচিভ্রস্ত মহামোহঃ প্রজায়তে ॥ ২  
 তস্ত মোহাৎ তু মুগ্ধস্ত নষ্টসবস্ত ভো দ্বিজ ।  
 অবজ্ঞাং শিববিষ্ণুনাং কুত্বাহমিতি দেবতা ॥ ৩  
 কর্ত্তা অহং ভোক্তা চ নাত্তোহন্তীতি স চাববীৎ  
 ততো হংসসুরেশারো যাম্যবক্রেন দাক্ষণম্ ॥ ৪  
 তস্ত জালা সমুৎপন্না তস্মিন ঘোরমহাবলুঃ ।  
 কৃষ্ণাঙ্গনিভাকারো রক্তজ রক্তলোচনঃ ॥ ৫  
 চক্রপাণিস্থিশূলী চ তর্জ্জমানঃ পিতামহম্ ।  
 ভয়ং জগ্মুঃ সুরাণাঞ্চ দানবানাং সুখাবহঃ ॥ ৬  
 তয়োযুধুংসঃ পৃথক্ বর্ষণাং ব্রহ্মদৈত্যয়োঃ ॥ ৭

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে দেব ! ব্রহ্মার তপো-  
 বৃষ্ঠানসময়ে কিরূপ ছিদ্র উপস্থিত হইয়াছিল,  
 যাহাতে সেই দেবগণের ভয়োৎপাদক বিশ্বাসুর  
 উৎপন্ন হইয়াছিল ? মনু কহিলেন,—যুগারম্ভ  
 কালে ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় তপস্তা করিতে  
 ছিলেন, তৎকালে তাঁহার একপ মহামোহ উপ-  
 স্থিত হইল, যাহাতে তিনি চেতনা হারাইলেন  
 ও মুগ্ধ হইয়া আমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা  
 ও ভোক্তা, অন্য কেহ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত  
 করিয়া শিব ও বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ  
 করিতে লাগিলেন । তাহাতে তাঁহার বদন-  
 দক্ষিণভাগ হইতে ভীষণ বহ্নিশিখার প্রকাশ  
 হইল ; তাহা হইতে এক ভয়ানক অসুরের  
 সৃষ্টি হইল । সেটুকু অসুর উৎপন্ন হইয়াই,  
 ক্রোধে নয়নযুগল ও ক্রমশঃ রক্তবর্ণ করিয়া,  
 হস্তে চক্র ও ত্রিশূল ধারণ করত ব্রহ্মাকে  
 তর্জ্জন করিতে লাগিল । তদর্শনে দেবতারা  
 ভীত ও দৈত্যারা অনন্দিত হইল এবং তাহার

ন নির্জিতো যদা সোহরিষ্মদা সঙ্কপিণা ।  
তদা নারায়ণো জগদ্বৈদ্য দেব উমাপতিঃ ।  
খট্টারিনাশহেতুর্থে সৃজমানো মহাবলম্ ॥ ৮  
দেবীং ত্রিশূলিনীং ভদ্রাং মহারোজীং কপালিনীম্  
পিঙ্গাকীং ভাবিনীং জম্বাং সূজম্বাং

বিকৃতাননাম্ ।

সাগতেতি তদা দৃষ্টা ভক্তং দেবং জনার্দনম্ ।  
শিবস্ত গতিমাবিশ্চ (১) গাঙ্ধর্বঃ গীতমুদ্যতঃ ॥ ৯

বিকৃকবাচ ।

ওঙ্কারমূর্তিসংস্থত মাত্রাজয়বিভূষিতম্ ।  
কালাতীতং বরদং বরেন্যং গোপেন্দ্রকসংস্কৃতং  
বন্দে ॥ ১০

ঋগ্বেদে জগতি পরাণে বরীং বাঃ

বলিতক ঋগ্বেদে ঋবম্ ।

ওঙ্কারময়ং ঋক্সামময়ং মন্ত্রার্থতত্ত্বসুবিদিত-  
পুরমম্ ॥ ১১

সুক্রম বচনং সূসোমযুজং যজ্ঞপরিপঠিতম্ ।  
হবিহব্য-হোমকুশচক্রমঙ্গলম্ ।

সাহিত ব্রহ্মার সহস্র বর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইতে  
লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মা কোনরূপেই তাহাকে  
পরাজয় করিতে পারিলেন না । ইহা দেখিয়া  
নারায়ণ, দেব উমাপতির সন্নিধানে গমন  
করিলেন, যিনি খট্টাসুরের বিনাশার্থ দেব  
মহাবল, ত্রিশূলিনী, ভদ্রা, মহারুদ্রা, কপালিনী,  
পিঙ্গাকী, ভাবিনী, জম্বা বিকৃতমুখা ও  
সূজম্বা ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । মহা-  
দেব নিজভক্ত জনার্দনকে সমাগত দেখিয়া  
সাগত প্রশ্ন করিলে পর, নারায়ণও তাঁহার  
অস্তরের ভাব অবগত হইয়া, গাঙ্ধর্ব-বিধানে  
গান যোগে স্তুব করিতে লাগিলেন । ১—৯ ।  
বিকৃ কহিলেন, হে বরদ দেব ! আপনি ওঙ্কার  
মূর্তিতে মাত্রাজয়ে ভূষিত হইয়া অবস্থিত  
আছেন । হে সর্বশ্রেষ্ঠ ! হে কালাতীত । হে  
গোপেন্দ্রকসংস্কৃত আপনাকে প্রণাম করি ! হে  
ওঙ্কারময় ! হে ঋক্সামরূপ ! আপনি বেদ-

যজমানময়ং যজ্ঞাধিপতিং নমামি শিবম্ ॥ ১২  
সৌম্যকান্তিং শশিকুন্ডলবলপশ্চিমবদনম্ ।  
সিতবৃষভগমনং সিততম্বুরুদ্রাং ত্রিশূলভটিলাং  
ত্রিনয়নসৌম্যং বক্রণেন তাম্ ॥ ১৩  
ত্রিভুবনব্যাপীং ত্রৈলোক্যনামতং ক্রিতি-জল-  
পবনহতাশননিগয়ম্ ।

অম্বেকরূপমনেকবাচং পিনাকপাণিং শিবায়-  
নমামি ॥ ১৪

সৌম্যমুখমুত্তর আশ্রয়সংস্থিতবদনং সূক্রকটাক্ষম্  
গৌরমুখং দর্পণবলয়বিভূষিতবাহুং পীতার্চিবপুঃ  
মুকুটমণিকুণ্ডলার্চিৎকায়্য বিবিধকুম্ভমোপাৰ্চিত  
মুকুটসুরাচিতবরদা রুদ্রা পাতু সদা ॥ ১৬  
ঋগ্বেদে ওঁ বেদং সৌম্যমুখং পূর্ববদনম্ ।  
হতকনকসদৃশরাবিবিহ্নিভম্ ॥ ১৭  
রক্তকায়্য রক্তোষ্ঠী য়া বিকটমুকুটা  
রক্তাস্তনয়না রক্তাহরধারিণী রুদ্রা ।  
ত্রিশূলপরশুমুদ্রাং মৃদারভূষুণ্ডি  
অসিচক্রধরং প্রণতোহস্মি সদা ॥ ১৮

মন্দের সম্যক্ অর্থ অবগত আছেন ও যজ্ঞে  
হাব, হব্য, হোম, কুশ, চক্র প্রভৃতি মাত্রালিক-  
দ্রব্যরূপে অবস্থান করেন ! হে শিব ! আপ-  
নিই যজমান ও যজ্ঞপতি, আপনাকে প্রণাম  
করি । হে সৌম্যমুখ ! আপনার পশ্চিম-  
বদন শশী ও কুন্দের স্তায় ধবল । আপনি  
শুভ্রবর্ণা ত্রিশূলধারিণী ত্রিনয়না সৌম্যমূর্তি  
রুদ্রাণীর সাহিত শুক্রবৃষ-বাহনে গমন করিয়া  
থাকেন । হে দেব ! আপনি ক্রিতি, জল,  
বায়ু, ও তেজোরূপে ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন  
বলিয়া ত্রৈলোক্যবাসী সকলেই আপনাকে  
প্রণাম করে । হে পিনাকপাণে শিব ! আপনি  
বহবার বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে  
নমস্কার । হে প্রভো ! আপনার পীতভ  
দেহে উত্তরাতিমুখে অবস্থিত কৃষ্ণিত ভ্রুশালী  
সৌম্য মুখমণ্ডল সমধিক শুভ্র এবং হস্তদ্বয় দর্পণ  
ও স্বর্ণবলয়ে বিভূষিত রহিয়াছে । আপনার  
কোভাসিতা, বিবিধ পুষ্পভূষিত মুকুটে ও  
মণিময় কুণ্ডলে সুশোভিতা, বরদাধিনী রুদ্রা-



রথগমনা প্রাণিশব্যাপী অনেকরূপা, কুণ্ডল-  
কটক'বভূষিতকায়া রূপধারিণঃ সর্বে জগতায়  
হিতায় । হিতায় প্রমথরূপপরিসংহতা ভূত  
সংস্পর্শপরিবারিতা সিদ্ধযজ্ঞপরিবন্দিতা ॥ ১০  
কজ্জং নিত্যং ত্রিদিবং কুব্জমুখং পিঙ্গলকেশং  
দংষ্ট্রাবিষমম্ অঘোরবজ্রম্ ।

জকুটীতটে ভীষণনাদং জিহ্বাকরালজলিতমুখম  
কুদ্রা ভীমা উগ্ররূপা ঘনতিমিরনিতা জলিতনয়ন  
উদ্যতত্রিশূলা বিরক্তারাবা বিরক্তগমনা

‘প্রণতোহস্মি সদা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

ঋজুং জগতি য ঋজুং বলিতক ঋজুম্ আদ্যম্ ।  
দেবম্ আদ্যমল্পপমং পাতু শিবম্ ।  
পরমাদি ভবম্ আতু প্রণতোহস্মি শিবম্ ॥ ১

দেবীও আমাদের সর্বদা রক্ষা করেন । ঋক-  
মন্ত্র—যিনি পূর্বাভিমুখে প্রণামমুখে ত্রিশূল,  
পরশু, মুদ্রা, মুদ্রার, ভূষুতি, অসি, চক্র ধারণ-  
পূর্বক অবস্থিত আছেন এবং অগ্নিভুজ  
সুবর্ণের ও সূর্য্যপ্রতিবিম্বের সমান ষাঁহার বর্ণ  
সেই দেবকে ও যিনি রক্তবর্ণা, রক্তনেত্রা,  
রক্তোষ্ঠী, রক্তবসন ও উজ্জল মুকুট পরিধান  
করিতেছেন, সেই দেবীকে প্রণাম করি এবং  
যিনি কটককুণ্ডলাদিভূষণে , বিভূষিতা হইয়া  
আরোহণপূর্বক সিদ্ধগণে বন্দিতা ও ভূতগণে  
পরিবেষ্টিতা হইয়া, ত্রিজগতের হিতার্থে পূর্ব-  
দিকে নানারূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই  
ভগবতীকে প্রণাম করি এবং , ত্রিদিব, কুব্জমুখ  
পিঙ্গলকেশ, দংষ্ট্রাবিষম, অঘোরবজ্র, জকুটীতটে  
ভীষণনাদ, জিহ্বাকরাল ও জলিতমুখ এই কয়  
রূপকে এবং কুদ্রা, ভীমা, উগ্ররূপা, ঘন-  
তিমিরমুখা, জলিতনয়না, উদ্যতত্রিশূলা, বিরক্ত-  
রাবা ও বিরক্ত-গমনা এই কয় রূপকে  
সর্বদা প্রণাম করিতেছি । ১০—২১ ।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ।

জগতের আদিভূত অল্পপম পরমদেব  
শিবকে প্রণাম করি । যে মহাকপালধারী

ঋজুং তু জগতি যবনিতকদিশি নিশি

ঋজুহাকপালম্ ।

প্রণামনোভু জনকপমসিদ্ধিদাতাস্বরূপম্ ॥ ২

ঋজুং তু মহাগজেন্দ্রজিগতিস্ত্রিভুবনসিদ্ধিপ্রবর ।

ত্রিশূলভাস্বরকরং সংঘাটৈস্ত্রৈলোক্যবিদিত-

নিজমহিমানম্ ॥ ৩

ঋজুং রক্ষা পিশাচদানবসংঘৈঃ

প্রণামতশাসনমতিক্রান্তম্ ।

জলনিধে সাদমহাবলভীষণ পরমেষ্টিভাবম্ ॥ ৪

ঋজুং তু হারৌতরুতাহিতোগমণিধিরণ

বিচ্ছুরিতপৃথুল ।

হৃদয়বরকণ্ঠসিতভস্মদেহব্রহ্মাদিবেদপরি-

পাঠি স্তম্ভম্ ॥ ৫

ঋজুং তু দিব্যাবলোপনভূষিতশরীরম্ ।

দিব্যবরদকুসুমবাসিতমুকুট দিব্যানিষেবিত-

নির্জাচ্ছবেশাদিব্যাভরণম্ ॥ ৬

দিগে তু শশিকান্তিধরং হর বিবিধরূপপরিগত ।

বজ্রিতবর বঘানি জগতি সর্বত্র সুরবর

নিরতিশয়বিবিধগুণশতনিভয়ম্ ॥ ৭

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ( ১০ )

সকল দিকেই ভাস্বররূপে অবস্থান করিয়া,  
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন এবং যে  
মহাগজেন্দ্রগামী, ত্রিলোক মধ্যে একমাত্র সিদ্ধি  
দাতা, জগৎসী মাত্রেই যাহার মহিমা অবগত  
আছেন, দানবগণ ও পিশাচগণ প্রণতি-সহ  
কারে ষাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে, ষাঁহার  
হস্ত ত্রিশূলধারণে ভাস্বর হইয়াছে, তাঁহাকে  
নমস্কার । সখুদের স্তায় সুগভীর স্বরে, প্রভূত  
সামর্থ্যে ও ভীষণ স্তাবে ষাঁহার ঈশ্বরভাব  
লক্ষিত হয়, ষাঁহার লক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ হরিষ্মণ  
সর্পশিরোমণির কাস্তিতে সূন্দর হইয়াছে, ষাঁহার  
সর্বাক্ষ তন্ময় ও দিব্য চন্দনাদি দ্বারা লিপ্ত,  
ব্রহ্মাদি দেবগণ বেদবাক্যে ষাঁহার গুণ বর্ণনা  
করিয়া থাকেন, যিনি বিচিত্র কুসুমদামে বিভূ-  
ষিত, দিব্য মুকুট এবং অস্ত্রাস্ত্র দিব্য বেশ ও  
দিব্যাভরণ পরিধান করিয়াছেন, যিনি অশেষ

দেবাতিদেব বেদাঙ্গপঠিত সূর্য্যশশি-

মার্গবর্ত্তিততেজম্ ॥ ৮

ঋত্বং তু নাট্যাভিরতং জগতং সুখসুখদমহাবল-  
শক্তিসুরনৈস্তাবলভীষণায়কসর্বমহাবলনকছায়ম্  
ঋত্বং ও একাক্ষরাক্ষপরমজিতমহুসর্বকৃতান্ত ।  
জ্ঞানাপ্রশস্তবং নানাকারয়ন্তি যথা

সুজটাক্রৌড়াভিরচিতম্ ॥ ১০

ঋত্বং ও দংষ্ট্রাকরালভীমাতিবদনং

ঘোরাজহাসকাম্পিতভুবনং চন্দ্রাধ্বনয়ম্ ।

ইচ্ছাবিরচিতরূপমচিন্ত্যং ত্রিখিঞ্চনঋত্বং

দৃষ্টবিনায়কবিল্লিতসিদ্ধিং সূর্যজ্ঞানবহঃ

বাহ্বিতসিদ্ধিম্ ॥ ১১

সৌভাগ্যকাস্তিবলপুষ্টিকরং বাহুবলকরম্ ।

অজগজবরভূজপিতৃবননিলয়ম্ ।

কিম্পুরুষগীতশোভিতভুবনম্ ॥ ১২

সুশ্রী তু বরমুখনয়নে সুরবতিচারুচামরবিধুতম্

ঋত্বং জগতি যবানতকদিশিনিশি ॥ ১৩

গুণরাশির একমাত্র আশ্রয় ও জগতের বাহ্বিত  
সেই বহুরূপধারী শশিশেখর হরকে প্রণাম  
করি। হে দেবাতিদেব ! পুরাণে বলে,  
সূর্য্যের ও চন্দ্রের গগনমার্গে আপনার তেজই  
প্রকাশিত হয়। আপনি নাট্যকর্মে নিপুণ,  
জগতের একমাত্র সুখদাতা এবং দেবসেনার  
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাবলান্ ভয়ঙ্কর  
নাগক। অত্ৰ শক্তিমানেরা আপনার বলেই  
বলী হইয়া থাকেন ১—৮। আপনার একা-  
ক্ষরপরম মন্ত্রই সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে  
নমস্কার। আপনার মুখমণ্ডল করাল দংষ্ট্রা  
সম্পর্কে অতি ভীষণ হইয়াছে। হে অর্ক-  
চন্দ্রধর ! আপনার অটুহাসে ভুবনত্রয় কম্পিত  
হয়। আপনি ভক্তের লোভাগা, কাস্তি, বল,  
পুষ্টি ও বাহুবল প্রদান করেন। হে অজ !  
আপনার বাহু করিত্তেওঁর স্তায় শোভমান  
আছে। ঋশানই আপনার বাসভূমি।  
আপনি জগৎকে সুশোভিত রাখিয়াছেন  
বলিয়া, কিম্পুরুষেরা আপনাকে গান করে।  
আপনার সুন্দর মুখে মনোজ্ঞ নয়নযুগল শোভা

মন্ত্রং আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

আ আ আ আ আ আ আ আ (১৮)

দিব্যশরীরং সর্বসুবেশম্

আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

আ আ আ আ আ আ (১৮) অল্পপমশিরসং

বরদং নমামি সিদ্ধিকরম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি গোপেন্দ্রকবিষ্ণুগীতং সমাপ্তম্ ।

মনুরুবাচ ।

এবং গান্ধর্ববিধিনা গায়ন্তে মধুসূদনঃ ।

তুতোষ শঙ্করস্তস্য কামং কামানুবদ্ধবান্ ॥ ১

বরং ক্রহি সুরশ্রেষ্ঠ বিবেণা তুষ্টেস্তানঘ ।

কাস্তোহসি মম ভক্তোহসি কিং করাম বদস্ব নঃ

বিষ্ণুরুবাচ ।

যোহসাবুৎপাদিতো দেব ব্রহ্মস্মৈ সৃজতঃ প্রজাঃ

তং ঘাতয় মহাদেব সর্বদেবারিকণ্টকম্ ॥ ৩

দেবদেব উবাচ ।

মম ক্রোধাৎ সমুৎপন্নঃ পারাধ্বং যাচ কেশব ।

ন বিনাশো ভবেৎ তস্মৈ কিন্তু শৈলোত্তমে স্থিত

রুদ্ধি করিতেছে। আপনি সমস্ত দেবতার  
প্রভু বলিয়া, দেবতার মনোজ্ঞ চামবে আপ-  
নার বাঞ্ছন করিয়া থাকেন আপনার মস্তক  
বড়ই সুন্দর। ভক্তগণ আপনার নিকটেই  
অভীষ্ট বর সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে  
মহাদেব ! আপনাকে নমস্কার ১--১৪ ।

গোপেন্দ্রকবিষ্ণুগীত সমাপ্ত ॥

মনু কহিলেন,—মধুসূদন গান্ধর্ব-শাস্ত্রা-  
নুসারে গান করিলে পর বরদীতা শঙ্কর  
ঈশ্বার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,  
—হে ‘সুরশ্রেষ্ঠ বিবেণা ! তোমার প্রতি সন্তুষ্ট  
হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার  
প্রিয়ভক্ত ; কি করিতে হইবে তাহা বল।  
বিষ্ণু বলিলেন,—হে মহাদেব ! প্রজাপতি  
সৃষ্টিকালে যে অশুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন,  
সকল দেবগণের কণ্টকস্বরূপ সেই অশুরকে  
বিনাশ করুন। দেবদেব কহিলেন,—হে  
কেশব ! আমার ক্রোধ হইতে উহার উৎপত্তি

ভাবনীয়ামুতা গাবো যঃ শশাঙ্কপরিষ্রবাঃ ।  
 তাস্তেষাং শ্রীণনং বৎস বিধাস্ততি যুগে যুগে ॥৫  
 তেন তৃপ্তা ন বাধ্যস্তে ব্রহ্মজ্ঞাব্রহ্মণস্তথা ।  
 যা চ দেবী মহাত্মাগা তব ভূধরপৃষ্ঠতঃ ॥ ৬  
 লক্ষ্মী সহায়েনাগত্য মমতেজঃসমুদ্ভবঃ ।  
 উৎপত্তিবিঘ্ননাশায় বিঘ্নেশঃ সা বিধাস্ততি ॥ ৭  
 তদা লকবরো বিষ্ণুর্ভূঃ পৃচ্ছতি শঙ্করম্ ।  
 কিমন্তঃ পর্বতে দেব ময়া কালং সুরোত্তম ।  
 স্মাতব্যং কিঞ্চ সা দেব্যা ভবরূপা ভবিষ্যতি ॥৮  
 দেবদেব উবাচ  
 মালব্যে পর্বতে বিবেশ হ্রদা লক্ষ্মীযুতেন চ ॥ ৯  
 দেব্যাং শৈবীং মনে কৃৎস্না নান্না বৈ সৰ্বমঙ্গলাম্ ।  
 স্মাতব্যামেকরাত্রস্ত মদীয়ং সুরসত্তম ॥ ১০  
 তদা আগত্য সা দেবী সৰ্বকারণকারণা ।  
 হসমানস্ত তে বৎস বিধাস্ততি ময়া সমম্ ॥ ১১  
 গজবক্রং নরকায়ং সৰ্ববিঘ্নবিনাশনম্ ।  
 সৰ্বদেবময়ং দেবং ভবিষ্যাত সুরোত্তমম্ ॥ ১২

হইয়াছে, উহার বিনাশ নাই ; অত্ৰ বর  
 প্রার্থনা কর । তবে উহারা পর্বতে অবস্থান  
 করিবে এবং গোগণের দুগ্ধ ও চন্দ্রকিরণ  
 উহাদের যুগে যুগে শাস্তিদায়ক হইবে । ইহা  
 পান করিয়াই উহারা তৃপ্ত হইবে, অত্ৰ কোন  
 প্রজাকেই পীড়ন করিবে না এবং তুমি মহা-  
 ত্মাগা লক্ষ্মীদেবীর সহিত পর্বতোপরি আগমন  
 করিবে । তথায় সেই দেবী সৃষ্টির বিঘ্নভূত  
 বিঘ্নানুরের বিনাশার্থ বিঘ্নেশকে সৃষ্টি করি-  
 বেন । ১—৭ । এইরূপে বিষ্ণু বর লাভ করিয়া  
 পুনরায় মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে  
 দেব ! আমি কত কাল পর্বতে থাকিব এবং  
 সেই দেবীর বা কি প্রকারে সমাগম হইবে ?  
 দেব কহিলেন,—হে বিবেশ ! তুমি সৰ্বমঙ্গলা  
 শিবাদেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া লক্ষ্মীর  
 সহিত মালব্য পর্বতে যাইবে । তথায় এক-  
 রাত্রি মাত্র অতিবাহন করিলেই জগতের মূল-  
 কারণস্বরূপিনী দেবী তোমার নিকটে আসি-  
 বেন । হে বৎস ! তিনি লক্ষ্মীর সহিত  
 তোমার গাঢ় মিলন ঘটাইবেন । তাহাতে

নায়কং সৰ্বদেবানামনায়কস্বয়ম্ভবম্ ।  
 মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থং মম ভূধররূপিণে ।  
 ছন্দানুবর্তিনং পুত্রং তব যন্তঃ ভবিষ্যতি ॥ ১৩  
 রূপাযিতং তদা দৃষ্ট্বা স্মাতব্যং বিধিধৈঃ স্তবৈঃ  
 নিয়ামকঞ্চ বিঘ্নস্ত গৃহ্ণেদং গদমাযুধম্ ॥ ১৪  
 তং দৃষ্ট্বা বিঘ্নদৈত্যস্ত সমং যাস্ততি ভূধরম্ ।  
 গংজাননোপি মালব্যো বিঘ্নং হ্রদা ব্রজিষ্যতি ॥ ১৫  
 জন্তানুরবিনাশায় হ্রদা দৈত্যাং সুলোমকম্ ।  
 পুনঃ পাদার্তিকং বৎস আগমিষ্যতি বিঘ্নজে ॥ ১৬  
 তত্রাগ্রজেন স্মাতব্যং বিঘ্নেশস্ত জনার্দিন ।  
 সুলোমং জন্তমাযোখ্যে যে বিঘ্নেশশরীরজাঃ ।  
 তে ভূয়োহপি বিবর্কন্তে যাবন্নাগমনং প্রতি ॥ ১৭  
 মনুরুবাচ ।  
 এবং দৃষ্ট্বা বরং দেবঃ কেশবস্ত যথৈক্ষিতম্ ।  
 তাং বিদ্যামঙ্গলাং কৃৎস্না তত্রৈবাস্তবধীয়ত ॥ ১৮  
 এতদ্ বিনাক্কোৎপত্তিবিঘ্নসম্ভবহানিজা ।  
 স্তবং দেব্যবতারঞ্চ বিষ্ণুগীতঞ্চ রূপকম্ ।  
 কথিতং মুনিশার্দূল সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৯

সৰ্বদেবময়, সৰ্ববিঘ্নবিনাশন, নরদেহধারী,  
 সৰ্বদেবগণের নায়ক, স্বয়ম্ভু-দেব গংজাননের  
 উৎপত্তি হইবে । তিনি যদিও মাতৃমণ্ডলের  
 মধ্যবর্তী হইয়া তোমার পুত্ররূপে আসিবেন,  
 তথাপি তোমার তিনি পুজার পাত্র  
 বলিয়া ও তাঁহাকে দয়াময় দেখিয়া তুমি  
 তাঁহাকে নানারূপে স্তব করিবে, আর এই বিঘ্ন  
 বিনাশন গদা ও আয়ুধ গ্রহণ কর ; ইহার  
 দর্শনমাত্রেই বিঘ্নের বল হ্রাস হইবে । গংজা-  
 নন মালব্যপর্বতে বিঘ্নকে বিনাশ করিয়া জন্তা-  
 নুরের নিধনার্থে গমন করিবেন । তথায়  
 জন্তানুরের মায়াকল্পিত সুলোমাসুর আসিবে ।  
 হে কেশব ! সুলোমও বিঘ্নেশের সঙ্গে অধিক  
 কাল থাকিবে না । মনু কহিলেন—হে  
 মুনিবর ! মহাদেব এইরূপে কেশবের অভীষ্ট  
 বরপ্রদান করিয়া সেই বিদ্যাকে জ্ঞোভে লইয়া  
 তথায় অস্তহিত হইলেন ॥৮—১৮। এই বিনাশ-  
 কের উৎপত্তি ও বিঘ্নানুরের বিনাশোপায়,  
 বিষ্ণুকৃত স্তব, দেবীর অবতার-কথা সকলই

যত তত্কা সখ্যায় প্রাতঃ কীৰ্ত্তনং নরঃ ।  
 ন তত্কা ভবতে বিদ্বঃ ধর্মকামার্থশান্তিঃ ॥২০  
 যঃ স্তবঃ বিদ্বান্নাশস্ত পঠিষ্যতি মনুষ্যম্ ।  
 বিদ্বদ্রোগবিনির্মুক্তো দিব্যান্ কামান্ লভিষ্যতি  
 গোপেন্দ্রকঞ্চ যো দেবম্ ঋষিসিদ্ধিরোহবলা ।  
 পঠতে লক্ষণোপেতং কণ্ঠতালৈস্ত গায়তি ॥ ২২  
 ন তত্কা পুনর্বন্ধস্ত ভবতে ধর্মজা তমুঃ ।  
 মোদতে শিবলোকে তু যত্র দেবঃ সতোময়া ॥২৩  
 সংবৎসরকৃতং পাপং সঙ্কল্পহা ব্যপৌহতি ।  
 ত্রিঃসংহা দ্বিজহত্যাাদি আকামস্তু ততস্ত চ ।  
 শমতে নাত্র সন্দেহঃ সততঃ অবগচ্ছিবঃ ॥২৪  
 এবং পূরং মহাবাহো পৃচ্ছতোব্রহ্মদক্ষযোঃ ।  
 কথিতং বিষ্ণুনা আসীৎ তর্ক্য চ ঋষিপুঙ্গবৈঃ ॥২৫  
 মহাদিতিঃ স্ততং তেভ্যো ময়া বাসিষ্ঠকাম্পাৎ ।  
 প্রাপ্তং হে নৃপশর্দূল তথা তে কথিতং ময়া ॥২৬

বর্ণন করিলাম । যে মানব প্রভাতে গাজো-  
 থান করিয়া ভক্তিসংকারে ইহা কীৰ্ত্তন করে,  
 তাহার ধর্ম, কাম ও অর্থ ত্রিধর্গের শান্তি হয়;  
 কোনরূপ বিদ্ব হয় না। যে ব্যক্তি বিদ্ব-  
 নিধনোপায় মাত্র পাঠ করে, সে সকল বিদ্ব-  
 অতিক্রম করিয়া দেবীলোকে গমন করে  
 কিংবা যে ঋষি, সিদ্ধ কি মানব কেবল এই  
 বিষ্ণুগীত ঈশ্বরস্তব পাঠ করেন বা তালময়-  
 যোগে গান করেন, তাঁহার সংসারবন্ধন মুক্ত  
 হয় ও তিনি ধর্মময় দেহ ধারণপূর্বক যে স্থানে  
 দেবীর সহিত ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন  
 সেই শিবলোকে পরমানন্দ ভোগ করেন।  
 ইহা একবার মাত্র অবগ করিলে সংবৎসরের  
 সঞ্চিত পাপ খণ্ড হয়; তিনবার অবগে ব্রহ্ম-  
 হত্যাাদি ঘোর পাপরাশি প্রশমিত হয়, ইহাতে  
 সন্দেহ নাই। হে মহাবাহো! পূর্বে বিষ্ণু  
 ব্রহ্মা ও দক্ষের নিকট ইহা বলিয়াছেন;  
 তাঁহার ঋষিগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।  
 মনু প্রভৃতি মহাত্মার ঠাঁহাদিগের নিকটেই  
 অবগ করিয়াছেন। হে মুনিবর বাসিষ্ঠ! আমি  
 কাশ্যপের নিকট যেরূপ অবগ করিয়াছি,

বসিষ্ঠ উবাচ ।

কথং খট্টাসুরো ব্রহ্মতপস্তাপ্যং সূদাক্ষণম্ ।  
 যেন ব্রহ্মাদয়ো দেবা বধং কৃতা স্তৃণাসনে ॥২৭  
 এতদেদিভুমিচ্ছামি মহাকৌতুহলং মম ।  
 কথাতাশ্বিষ্মধ্যানাং পৃচ্ছতাং সংশয়াপহম্ ॥২৮  
 মনুক্রবাচ ।

যা দেবী সা পুরা বিকোর্বরং দম্বা দিবং প্রতি ।  
 ইন্দ্রায় কৃতবান্ সখ্যং সা শিবেন মহাত্মনা ॥ ২৯  
 ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকামস্ত প্রোষতা স্থিতিকারিণী ।  
 তাং দৃষ্ট্বা মোহসম্পরাঃ সর্ক্রে দম্ববরোত্তমাঃ ॥৩০  
 তপস্ত তপতে খট্টা দিব্যারাদনকাময়া ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

যদি খট্টাসুরো ব্রহ্ম-বিদ্যা দি বিদ্বতে সদা ।  
 কথং দেব্যাস্ত তোষায় তপস্তপোদ্ দ্বিজোত্তম ॥  
 মনুক্রবাচ ।

সর্ক্রেষামেব দেবানাং দানধানামনুত্তমা ।  
 দেবী বন্দ্যা চ পূজ্যা চ সর্বকামার্থমোক্ষদা ॥৩২

তোমাকে তাহাই কহিলাম। বসিষ্ঠ কহিলেন হে  
 মহাভাগ! খট্টাসুর কি প্রকারে দাক্ষণ তপস্তা  
 করিয়াছিল, যাহাতে ব্রহ্মাদি দেবগণকেও  
 নিজের অধীনে আনিয়াছিল; ইহা জানিতে  
 ইচ্ছা করি। আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে  
 আপনি ইহার যথার্থ বলিয়া এই পৃচ্ছমান  
 ঋষিগণের সংশয় দূর করুন। ১৯—২৮। মনু  
 কহিলেন,—পূর্বে সেই দেবী বিষ্ণুকে বর দান  
 করিয়া স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা  
 করিলেন। মহাদেব সৃষ্টিকাম প্রজাপতির  
 সৃষ্টসংসারের রূপকার জন্ত তাঁহাকে পাঠাইলেন।  
 দানবেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মুগ্ধ হইল,  
 কেবল খট্টাসুর দেবতাদের পীড়া দিবার জন্ত  
 তাঁহার তপস্তা করিতে লাগিল। বসিষ্ঠ  
 কহিলেন,—হে দেব! যদি খট্টাসুর বিষ্ণু  
 প্রভৃতি দেবগণের বিদ্ব করিত, তবে আবার  
 কেন দেবীর সন্তোষার্থ তপস্তা করিয়াছিল?  
 মনু কহিলেন,—হে দ্বিজবর! শিবাদেবী সমস্ত  
 দেবতা ও দানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং সক-  
 লের পূজনীয়া ও বন্দনীয়। ভক্তগণের সকল



বধিনা পূজিতা বিপ্র অচিরাক্ষতে শিবা !  
তেন খট্টাসুরো ব্রহ্মন্ জপতে সততং শিবাম্ ।  
অভীষ্টসিদ্ধি ও যুক্তি প্রদান করেন । তাঁহাকে  
বসিষ্ঠ উবাচ ।

তপতন্তু দেবর্ষে দম্বনাথস্ত শত্ৰুনা ।  
কিং বা কৃতং বিপ্রস্তন্ত মাণ্ডব্যো রক্ষিতে কথম্ ।  
কথং বা দেবদেবস্ত তুতুষ্ঠা সহসা শিবা ।  
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি যথাবনম কথাতাম্ ॥ ৩৫  
মম্বকবাচ ।

অতীব তপসা তন্ত অশ্রুৎস্ত মতাশ্বনঃ ।  
সর্বদেবা ভয়ং জঘ্যুর্দৃষ্টা দৌগ্ধতরাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৬  
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সর্বে বিকুপুরোগমাঃ ।  
শিবায় ভাবমান্বায় দেব্যারাদনকাম্যয়া ॥ ৩৭  
বৃহস্পতির্মহাপ্রাজঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ।  
উবাচ মধুরাং বাণীং প্রশ্রয়াস্তুগতাং শিবাম্ ॥ ৩৮  
বৃহস্পতিকবাচ ।

ভগবন্ সর্বদেবেশ সর্বদেবনমস্কৃত ।  
জায়তাং সুররাজেশ্বরঃ নিমগ্নঃ রিপুসঙ্কটে ॥ ৩৯

যথাবিধানে পূজা করিলে অচিরকাল মধ্যে  
অভীষ্ট লাভ করে । ইহা দেখিয়াই খট্টাসুর  
সেই শিবা দেবীকে সর্বদা জপ করিতে  
লাগিল । বসিষ্ঠ কহিলেন,— হে দেবর্ষে !  
দানবরাজের তপস্তা দর্শন করিয়া মহাদেব  
কিরূপ বিপ্র করিলেন ও মাণ্ডব্যকেই বা  
কেমনে রক্ষা করিলেন এবং কেমনেই বা শিবা  
মহাদেবের প্রতি সহসা সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা  
শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইতেছে । আপনি আমার  
নিকট যথার্থ বর্ণন করুন । ২৯—৩৫ । মম্ব  
কহিলেন,—সেই মহামতি অশুরের ঘোর  
তপস্তা ও ভাস্কর দেহজী অবলোকন করিয়া  
দেবতার। সকলেই ভীত হইলেন ও ব্রহ্মাদি  
দেবগণ বিকুপে অগ্রসর করিয়া দেবীর  
আরাধনা করিবার জন্য প্রথমে মহাদেবকে  
স্মরণ করিলেন এবং তাঁহাদের মুখস্বরূপ-সর্ব-  
শাস্ত্রবিশারদ ধীমান্ বৃহস্পতি অতি বিনীত  
ভাবে স্তম্ভুর বাক্যে কহিল,—হে ভগবন্  
সর্বদেবপতে ! আপনাকে এই সকল দেব-

যথা খট্টাসুরঃ দেব হৃদা সুরবরারিণম্ ।  
দ্বিব্যিক্রান্ত মুখদং ভবতে তদ্বিতীঃতাম্ ॥ ৪০  
এবং তন্ত বচঃ শ্রুয়া গ্রহরাজস্ত হে নৃপ ।  
মু ঐতর্য্যবদতে দেবো দেব্যাস্তোত্রং নৃশক্তিতম্  
বসিষ্ঠ উবাচ ।

কথং খট্টাদয়ো যুদ্ধে দম্বজা বলদর্পিতাঃ ।  
বহ্মায়া মহাবীৰ্যাঃ শক্রেণ নিপাতিতাঃ ॥ ৪১  
কথং বা হরিশ্চন্দ্রস্ত অপমৃত্যাবুপস্থিতে ।  
মাণ্ডব্য। সমধীষোরঃ রাষ্ট্রভঙ্গ উপস্থিতঃ ॥ ৪২  
বৃহস্পতিকবাচ ।

মহাভয়ে তদা ঘোরে নরকে কৃকয়করে \* ।  
মাণ্ডব্যো ঋষিশর্দূলঃ শক্য়া চাবনীং গতাঃ ॥ ৪৩  
সোমেশ নাম তীর্থঙ্ক সন্ন্যস্তান্তটে শুভম্ ।  
অদ্বিকা তত্র কুদ্রাগী চামুণ্ডা ব্রাহ্মী বৈকবী ॥ ৪৪  
মাতরঃ পঞ্চকং তত্র সান্নিধ্যং ব্রহ্মপূজিতঃ ।  
পূজয়ামাসুর্দেবর্ষেদিনাংস্তে তৎ স্তুতাম্বিতম্ ॥ ৪৫

তার। প্রণাম করিতেছেন ; আপনি এই শত্রু-  
সঙ্কটে নিমগ্ন দেবরাজকে রক্ষা করুন । যাহাতে  
দেবশত্রু খট্টাসুর নিহত হয় ও ইন্দ্রের স্বর্গ-  
রাজ্য নিকটক হয়, তাহা করুন ! গ্রহরাজ  
বৃহস্পতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদেব  
বলিলেন,—তোমরা ভীত হইও না । বসিষ্ঠ  
কহিলেন,—হে মহাভাগ ! খট্টা প্রভৃতি মহা-  
বলিষ্ঠ মায়াবী বলদর্পিত অশুরগণকে শক্য়  
কিরূপে যুদ্ধে সংহার করিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের  
অপমৃত্যু উপস্থিত হইলে রাজ্যের ভীষণ  
ভয়দশা দর্শন করিয়া মাণ্ডব্য ঋষিই বা কি  
করিয়াছিলেন, তাহা বলুন । ৩৬—৪৩ । বৃহ-  
স্পতি বলিলেন,—সেই মহাভয়ঙ্কর সময়ে মুনি-  
বর মাণ্ডব্য রাজ্যে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায়  
পৃথিবীতে আসিয়া সন্ন্যস্তীর তটে সোমেশ  
নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন । তথায়  
অদ্বিকা, কুদ্রাগী, চামুণ্ডা, ব্রাহ্মী ও বৈকবী  
এই ষাটপঞ্চক ব্রহ্মকর্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব  
রূপে অবস্থান করিতেছেন । মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে

ততস্তৃণ্য মহাভাগাঃ স্বাং শক্তিং সন্নিবেশিতৈ  
বরং ক্রহি মুনিশ্রেষ্ঠ যৎ তে হৃদি ব্যবস্থিতম্ ॥৪৭  
ততঃ স অবনীং গম্য শিরসান্তিপ্রণম্য চ ।  
রক্ষ্যতাং হরিশ্চন্দ্রস্ত যদি তুষ্টা মমাস্বিকে ॥ ৪৮  
কোমার্যুবাচ ।

সম্পূর্ণং মণ্ডলং ব্রহ্ম নিত্যমানং শিবাস্বরূপম্ ।  
বিষ্ণ্যাচ্ছৌ তিষ্ঠতে নিত্যং তস্মিন রক্ষা নৃপে  
তব ॥ ৪৯

অপমৃত্যুঃ পুরা দক্ষ যজ্ঞকর্মণি ভূমিপ ।  
অভ্যুদ্ভুতং বলকাসীৎ তদা রুদ্রস্ত বিষ্ণুনা ॥ ৫০  
রাষ্ট্রভঙ্গে সমুৎপন্নৈ অবরুণৌ দ্বাদশাব্দিকে ।  
মাতৃচক্রং মহাভাগং বিষ্ণুনা সন্নিবেশিতম্ ॥৫১  
তাং পুজয় মুনিশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রসুখপ্রদম্ ।  
দির্নাদৌ মধাসক্ত্যাসু রুদ্রাদিযু ক্ষণেষু চ ।  
পূর্বাৎ তু যা চ বিপ্রেন্দ্র পূজিতা সুখদা শিবা ॥  
সুভক্ত্যা গন্ধপুষ্পৈশ্চ বিশ্বাদিশাঘ্নৈর্দলৈঃ ।  
দীপধূপোপহারৈশ্চ সুগন্ধৈঃ পূজিতাদিভিঃ ॥৫৩

নিত্য যথাবিধানে অর্চনা করিতে লাগিলেন ।  
তাহাতে মাতৃগণ প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিলেন ও  
বলিলেন,—হে মুনিবর । তোমার অভীষ্ট  
কি আছে, সেই বর প্রার্থনা কর । তখন  
মুনিবর ভূতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া  
কাহলেন,—হে অস্বিকে ! যদি প্রসন্ন হইয়া  
থাকেন, তবে হরিশ্চন্দ্রকে রক্ষা করুন ।  
কোমারী কহিলেন,—হে মুনে ! বিষ্ণ্যাচলে  
নিত্য সন্নিহিত শিবস্বরূপ সম্পূর্ণ-মণ্ডল ব্রহ্ম  
অবস্থান করিতেছেন । তৎসন্নিধানে বিষ্ণু-  
কর্তৃক নিহিত মাতৃমণ্ডল আছেন, তাহা  
হইতেই তোমার রাজার রক্ষণোপায় হইবে ।  
পূর্বে দক্ষ-প্রজাপাত যজ্ঞকার্য্যে রুদ্র ও বিষ্ণুর  
লোকাতিশায়িবলে অপমৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে  
এবং ঐ অপমৃত্যুতে, রাষ্ট্রভঙ্গে ও দ্বাদশবার্ষিক  
অনাটুটি হইলে, তাঁহার অর্চনায় শাস্তি হয় ।  
সুতরাং হে মুনিবর ! তাঁহার পূজাতেই  
হরিশ্চন্দ্রের সুখশাস্তি হইবে । হে বিপ্র !  
প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও রুদ্রাদি ক্ষণ-সমুদয়ে

পূজিতা সা মুনিব্যাঘ্র ভবিষ্যতি ততঃ শুভা ।  
মৃত্যুপসর্গশমনা গ্রহহুঃখনিবারিকা ॥ ৫৪  
মাংসাদৈর্বলিদানৈশ্চ পৃথিবীং পাতি সা শিবা  
এবং সা পঞ্চকাদেশাৎ কোমারীমতভাবিতাঃ ॥৫৫  
গম্য বিষ্ণ্যাচ্ছৌশিথরং নন্দদাতোন্নগৃহিতে ।  
পূজয়ামাস তাং দেব্যাং হরিশ্চন্দ্রায় প্রাণদাম্ ॥৫৬  
ঐকভক্তেন নক্তেন উপবাস অঘাচিভৈঃ ।  
সপ্তাহাধরদা দেব্যা মুনে ভূতা তদা দ্বিজ ॥৫৭  
বরঞ্চ সর্বদর্শিত্বং বিমলজ্যোতির্দর্শনম্ ।  
দ্বাসপ্ততিসহস্রৈশ্চ প্রাপ্ত্বাংস্তপসা তদা ॥ ৫৮

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে হরিশ্চন্দ্ররক্ষণং নাম  
ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সেই শিবের পূজা করিলে সুখ লাভ হয় এবং  
ভক্তি সহকারে গন্ধ, পুষ্প, বিষ্ণু, নবত্বণ, ধূপ,  
দীপ প্রভৃতি নানা উপচার-প্রদানে পূজা  
করিলে ততোধিক কল্যাণ লাভ করা যায়  
এবং মাংসাদি প্রদানে ও বলি-প্রদানে যদি  
পূজিতা হন, তাহা হইলে মৃত্যুর নানা উপসর্গ  
ও গ্রহহুঃখ দূর করিয়া জগৎকে রক্ষা করেন ।  
মাণ্ডব্য ঋষি এইরূপে কোমারীকর্তৃক আদিষ্ট  
হইয়া সেই পঞ্চক দেশ হইতে নন্দদাসলিলে  
পরিপূত বিষ্ণুশিথরে গমন করিয়া রাজা  
হরিশ্চন্দ্রের প্রাণরক্ষার্থ দেবীকে অর্চনা  
করিতে লাগিলেন । তাঁহার একভক্ত, নক্ত-  
ভোজন, একান্তরোপবাস ও অঘাচিত ভোজন  
এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইলেই দেবী অভীষ্ট  
বর দান করিলে, ক্রমশঃ মাণ্ডব্য তথায়  
দ্বাসপ্ততিসহস্র বর্ষ তপস্তা করিয়া দেবীর  
অমুগ্রাহে সর্বদর্শিত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ  
বিমলজ্যোতিঃদর্শনে সমর্থ হইলেন ॥৪৪—৫৮ ॥  
ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

অন্তেহপি যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্বিজা রাজ্যাবিশোহবলাঃ  
শূদ্রা বা ভক্তিমাশ্রয় পূজয়িষ্যন্ত মাতরঃ ।  
ন তেষাং বিপ্র রাষ্ট্রেষু ভয়ং কিঞ্চিৎবিষ্যতি ॥ ১  
গাবশ্চ ভূরিপয়সো দ্বিজা যজ্ঞসমাকুলাঃ ।  
নিরন্তরৈব ভূপাণা ভাবয়ান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২  
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং পর্জন্তঃ কামবৃষ্টিদঃ ।  
ভবতে শস্ত্রনিষ্পত্তির্মাতরাপূজনাং সদা ॥ ৩  
চরন্তনাস্ত যা দেব্যা গিরিভূর্গেষু সংস্থিতাঃ ॥ ৪  
তাঃ পূজয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ নৃপরাষ্ট্রবিরুদ্ধিদাঃ ।  
অনাথা মলিনা দীনা বলিমাল্যাবিবজ্জিতাঃ ।  
সকলং সম্পূজিতা বিপ্র সর্বকামকলপ্রদাঃ ॥  
একামপি ভক্ত্যা চ কন্তাসংস্থে দিবাকরে ।  
পূজয়িষ্য শিবাচক্রং দ্বীপান্ সম্বোধয়ন্তি চ ॥ ৬  
তে লভন্তে শুভান্ ভোগানায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে দ্বিজবর ! অত্র  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে  
যাহারাই ভক্তিযোগে মাতৃগণের পূজা করিবে,  
তাহাদের রাজ্যে কিছুই ভয় হইবে না । গো  
সকল প্রচুর তৃষ্ণবতী হইবে, ও ব্রাহ্মণেরা  
যজ্ঞকার্য্যে ব্যস্ত থাকিবেন । রাজগণ বৈরিতা  
পরিত্যাগ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং  
রাজ্যে সুভিক্ষা, আরোগ্য ও সর্ববিধ মঙ্গল  
হইবে । পর্জন্ত প্রজার অভীষ্ট বৃষ্টি প্রদান  
করিবে এবং মাতৃগণের পূজাতেই পৃথিবীতে  
প্রচুর শস্ত্র হইবে । অতএব হে দ্বিজবর !  
নৃপতিদিগের রাজ্যবুদ্ধিকারিণী মাতৃগণকে  
পূজা কর । তাঁহাকে উপচার ব্যতিরেকেও  
একবার মাত্র পূজা করিলে সকল অভীষ্ট লাভ  
হয় ! যাহারা সূর্য্যের কস্তারূপিতে অবস্থান-  
কালে ভক্তিসহকারে একদিন মাত্র তাঁহার  
পূজা করিয়া শিবাচক্রে দীপ দান করেন,  
তাঁহারা ইহলোকে আয়ু, আরোগ্য ও সম্পদ

সম্বাকালে তু সংপ্রাপ্তে পূজয়িষ্য তু মাতরঃ ॥ ৭  
যে দদন্তি স্তুতদীপান্ উৎকরং পললাঘিতম্ ।  
ন তেষাং ত্রিভুং কিঞ্চিৎবিদ্যাতে মুনিসত্তম ॥ ৮  
কুদ্রো ব্রহ্মা তথা ঈশ স্বন্দো বিষ্ণুর্ধমো হরিঃ ।  
পরা চ বিষ্ণুসহিতা স্ত্রীরূপাঃ সপ্ত সংস্থিতাঃ ॥ ৯  
মাতরাপূজনাং বিপ্র সর্বদেবাশ্চ পূজিতাঃ ॥ ১০  
ত্রিকালং ষষ্ঠকালং বা একপঞ্চমথাপি বা ।  
পূজয়েন্ন তু কন্তাস্বকণং পুষাদি লজ্যয়েৎ \* ॥ ১১  
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যাতে ।  
যথা জীর্ণশ্চ সংস্করাং তব রাজন্ শুভং ভূকি ॥ ১২  
ইতি শ্রীদেবীপু্যাণে মাতৃপূজা নাম সপ্তদশা-  
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥ •

লাভ করিয়া বিবিধ ভোগ করিয়া থাকেন ।  
যাহারা সন্ধ্যাসময়ে মাতৃগণের অর্চনা করিয়া  
স্তুতদীপ প্রদান করেন, হে মুনিবর ! তাঁহাদের  
কোন পাপই থাকে না এবং তথায় বিষ্ণু, কুদ্র,  
পরমেশ্বর, কার্ত্তিক, যম, ইন্দ্র, প্রভৃতি ইহারা  
সাতটি স্ত্রীরূপে অবস্থান করিতেছেন ।  
মাতৃগণের পূজা করিলে সকলদেবতারাই  
পূজিত হন । ১—১০ । কস্তার্কসময়ে  
ত্রৈকালীন, ষষ্ঠকালীন, পঞ্চবার বা একবারও  
পূজা করিবে ; কদাচ কন্তাগত সূর্য্য পরিত্যাগ  
করিবে না । ত্রিভুবনে ইহার পর কল্যাণকর  
কিছুই নাই । যেমন জীর্ণের সংস্কারে  
জীর্ণ্যক্তি হয়, তদ্রূপ হে মহারাজ ! মাতৃপূজায়  
সংসারে তোমার মঙ্গল হইবে ।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

\* অত্র ষৎ কলং সকলদর্শন ইত্যধিকঃ  
পাঠঃ কচিৎ । •

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ ।

মাতরো ভৈরবীং দুর্গাং জীর্ণগেহসমাস্রিতাম্ ।  
চালয়িত্বা তু প্রাসাদং কুর্ধ্যাদ্ যন্ত দ্বিজোত্তম ॥ ১ ॥  
পকেষ্টদাক্ষশৈলং বা তন্ত পুণ্যকলং শৃণু \* ।  
ব্রহ্মেশ্বরকৃতবিষ্ণুনাং সূর্যাস্ত চ দ্বিজোত্তম ॥ ২ ॥  
নোত্তরং শস্ত্রে মার্গং মাতৃগাং ন চ ভৈরবে ।  
দুর্গয়াঃ সর্বকালন্ত চালনং মাতরাস্ত চ ॥ ৩ ॥  
নব ভেদাঃ সমাখ্যাতা একমেব চ মাতরাঃ ।  
তাসীন্ত মাতৃকা দেবী চামুণ্ডা কুরুঘাতিনী ॥ ৪ ॥  
তস্তান্ত চালনং কার্যমঘোরীক্ষেণ হে দ্বিজ ।  
কারিকা বজ্রঘোরাণাং দমনী বা ন রাক্ষসী \*  
চালনে বিধিতা বৎস হৃদয়ং মাতৃজং পি বা ॥ ৫ ॥  
শতজপ্তেন ভোয়েন স্থাপয়িত্বা বলিং ক্রিপেৎ ।  
বজ্ররক্তবিমিশ্রাস্তমদ্যমাংসাক্তাশ্রিতাম্ ॥ ৬ ॥  
দধা দিক্ সমস্তানু চালয়েচ্চর্চিকাং তথা ।  
আবিষ্টো হৃথবা মজ্জী যদা চালয়তে শিবাম্ ॥ ৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

বসিষ্ঠ বলিলেন,—জীর্ণ-মন্দিরস্থ মাতৃগণ, ভৈরবী এবং দুর্গাকে স্থানান্তরিত করিয়া যে ব্যক্তি পক ইষ্টক, কাষ্ঠ বা প্রস্তর দ্বারা প্রাসাদ নির্মাণ করে, তাহার পুণ্যকল অবগত কর । হে দ্বিজোত্তম ! ব্রহ্মা, ঈশ্বর, শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, মাতৃগণ এবং ভৈরবদিগের চালনে উত্তরায়ণ প্রশস্ত নহে । দুর্গা-চালন সর্বকালেই হইতে পারে । মাতৃগণের নবভেদ প্রসিদ্ধ । তন্মধ্যে একা মাতৃকা কুরুঘাতিনী, চামুণ্ডার চালন, অঘোরমন্ত্র ও অগ্নিমন্ত্র দ্বারা কর্তব্য । বজ্র-ঘোরাদি-দমনী কালিকায় চালন মন্ত্র ‘নমঃ’ অথবা মাতৃকা । শতবার উক্ত মন্ত্রে অভিমুখিত জলে কালীকাদেবীকে স্নান করাইয়া মদ মাংস, রক্ত এবং অকীটাদি মিশ্রিত বলি প্রদান করিবে । সমস্তদিকে এইরূপ বলি

তদা কেমং বিজ্ঞানীত রাজা পাতি বহুদরাম্ ।  
চালিতা দক্ষিণারেষা চোত্তরস্তান্ত স্থাপয়েৎ ॥  
পূজ্যমানা সদা বৎস যাবৎ প্রাসাদনির্গম্য ।  
নিম্পরেষু মুহূর্তেষু প্রতিষ্ঠাবিধিনা বিশেৎ ॥ ৯ ॥  
প্রতিমা বা যদা জীর্ণা পীঠিকা বাধ চালয়েৎ ।  
হৃদয়ং হোময়িত্বা তু তদা সঞ্চালনং ভবেৎ ॥ ১০ ॥  
হেমলাঙ্গলকং কুর্হা সৌরভাস্তদ্বিপশ্চিতা ।  
শণক্শ্চ + নিবর্ধকস্ত বৃষস্ত ককুদৈহিজ ॥ ১১ ॥  
কৌরবৃক্ষসমিক্তস্ত হৃদ্বা দাববীং দহেদ্বিতো ।  
শৈলং মহান্তসি কিপ্ত্বা তদা চান্তং নিবেশয়েৎ ॥  
প্রতিষ্ঠাবিধিমাশ্রিত্য সর্বং কুর্ধ্যাদ্ দ্বিজোত্তম ।  
স্বেন স্বেন বিধানেন মন্মৈঃ সার্কৈঃ সমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৩ ॥  
স্থাপয়েদেবতা বৎস মাতৃগাং মাতৃকৌ বিধিঃ ।  
জীর্ণদেব্যাধ প্রাসাদা যে পুনঃ সংস্কৃতা দ্বিজ ॥ ১৪ ॥

দিয়া চর্চিকা দেবীর চালনা করা বিধেয় । অথবা মজ্জী যখন শিবা চালন করিবেন, তখন মঙ্গল বুঝিবেন, আর রাজার রাজ্য রক্ষা হইবে ; দেবতা চালন করিলে, দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তরে লইয়া গিয়া স্থাপন করিবে । যাবৎ প্রাসাদ নির্গম্য না হয়, তাবৎ তাঁহার পূজা, উক্ত স্থানেই করিবে । পরে শুভ মুহূর্তে প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রাসাদ-প্রবেশ বিধি অনুষ্ঠেয় । প্রতিমা বা পীঠিকা জীর্ণ হইলে, ধুমঃ এই মন্ত্রে হোম করিয়া সঞ্চালন করা কর্তব্য । ১—১০ । সুবর্ণময় লাক্ষল বা অন্তবিধ লাক্ষল নির্মাণ করিয়া তদ্বারা সঞ্চালন করিতে হয় । শণক্শ্চ দ্বারা সেই জীর্ণ মূর্ত্তি বৃষ-ককুদে নিবদ্ধ করিয়া, ঐ মূর্ত্তি কাষ্ঠময় হইলে, কৌর-বৃক্ষায়িতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দগ্ধ করিবে । প্রস্তরময় হইলে গভীর জলে নিক্ষেপ করিবে । পরে অগ্নি মূর্ত্তি ভগ্নদ্বিধে স্থাপন করিবে । হে দ্বিজোত্তম ! তখন সকল কার্যই তত্তৎ দেবতার প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে কর্তব্য । মন্ত্র সম্বন্ধেও এই নিয়ম । বলা বাহুল্য মাতৃগণের পুনঃ স্থাপনে

\* অত্র পতিতঃ পার্থো মৃগ্যঃ

\* বলরাক্ষসেতি পাঠান্তরম্ ॥

\* বালরাক্ষা ইতি পাঠান্তরম্ ।



অশোচ্যাস্তে বিজানৌরাহুতপাপা মহাধিকঃ ।  
মূলচ্ছত্ৰাণং পুণ্যাপুণ্যাদ্ভীর্ণকারকঃ ॥ ১৫  
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্বেন জীর্ণং পাল্যং বিপশ্চিতা ।  
শূন্যং দেবালয়ং বৎস যস্মিন্ দেশেহপি স্থিতি  
ভয়ং তত্র বিজানৌরাহুতপাপা ভয়পীড়নম্ ।  
জীর্ণং দেহং যথা দেহী ত্যক্তা চান্তঃ সমাশ্রয়েৎ  
দেবতা জীর্ণপ্রাসাদং ত্যক্তা অন্তঃ যাস্তি হি ।  
তস্মিন্ শূন্তে পিশাচাদ্যা অশ্রিতা ভয়দা নৃণাম্  
উদ্বাসয়ন্তি তৎস্থানং কালঃ কুৰ্ব্বন্তি দাক্ষণম্ ।  
নিঃশোচ্যাস্তেহভবন্ বৎস তৎস্থানং লোকা ন

সংশয়ঃ ॥ ১৯

গ্রহোপস্থিতা বিদ্বিষ্টা যাস্তি নাথং মহানাপ ।  
তস্মাৎ তৎ সংস্করেৎস পূজার্থং চান্তথা স্তসেৎ  
দেবং দেবালয়ং বাপি জীর্ণাজীর্ণং নিয়োজয়েৎ

মাতৃপ্রতিষ্ঠার বিধিই গ্রাহ্য। হে বিজ্ঞ!  
যাহারা জীর্ণ প্রাসাদের পুনঃ সংস্করণ,  
জীর্ণ দেবতার স্থলে পুনরায় নব নির্মিত  
তদেবতার স্থাপন করিয়া থাকেন, সেই মহা-  
মতিগণ নিম্পাপ এবং অশোচ্য। জীর্ণ-সংস্কারক  
মূল্যপেক্ষা শতগুণ পুণ্যভাগী। অতএব  
বিচক্ষণ ব্যক্তির জীর্ণ পালন করা সর্বতোভাবে  
কর্তব্য। বৎস! যে দেশে শূন্য দেবালয় থাকে  
তথায় ভূর্ত্তিক, ব্যাধি ও বিবিধভীতি হয়।  
দেহী যেমন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্ত  
দেহে গমন করে, তদ্রূপ দেবতারও জীর্ণ  
প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃ গমন  
করেন। তার পর সেই শূন্য দেব-মন্দিরে  
পিশাচাদি • অশ্রয় গ্রহণ করিয়া,  
মানুষের ভয়প্রদ হইয়া থাকে। তাহারা  
বিবিধ উপায়ে সেই স্থানকে বাসশূন্য করিয়া  
কেনে। হে বৎস! তৎস্থানস্থ লোকেরা যে  
নিরতিশয় শোচনীয় হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।  
গ্রহ-গৃহীত ব্যক্তি মহান হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত  
হয়। অতএব জীর্ণ দেব-মন্দির সংস্কার  
করা কর্তব্য। যদি নিতান্ত সংস্কার-কার্য্য  
হইয়া না উঠে, তাহা হইলে পূজার জন্ত সেই  
দেবতাকে স্থাপন করিবে। দেবতা বা দেবালয়

যথা সদা ভবেৎ পূজা তথা কার্য্য বিপশ্চিতা ।  
মূলমেবাপুণ্যং পুণ্যং দ্রব্যাত্মেন মহামুনিঃ ।  
কর্ত্তা শতাধিকং মূলদাপুণ্যবিচারণাৎ ।  
রাজা যষ্ঠাংশমাপ্নোতি প্রজা রাষ্ট্রক শুধ্যতি ॥ ২২  
ইতি ত্রীদেবৌপুত্রাণে জীর্ণদেবতাপ্রতীকারো  
নাম অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

একোনিবিংশতাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্র উবাচ ।

মহাদেবেন ভো ব্রহ্মন্ মহাবলপরাক্রমঃ । •  
হতঃ খট্টাসুরেন্দ্রস্ত খট্টান্ চরিতস্ত কিম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

ততো ব্রহ্মাদয়ো জিত্বা দমুনাথেন বাসবঃ ।  
কৈলাসপর্বতেস্তস্ত গতো দেবায় শূলিনে ॥ ২  
যোদ্ধুঃ সর্ববলোপেতস্তথা ক্রদ্রেণ মমুনা ।  
আদায় তরঙ্গ শূলং ক্রৌড়মানেন ঘাতিতঃ ॥ ৩  
বিগতাস্তস্তথা কৃহা মহাপত্তসমুদ্ভবম্ ।

জীর্ণ হটক, অজীর্ণ হটক, এইরূপ ভাবে  
রাখিবে, যাহাতে সতত পূজা হইতে পারে।  
হে মহামুনে! জীর্ণ দেবালয় বা দেবতার পক্ষে  
যৎকিঞ্চৎ দ্রব্য ব্যয় করিলেও মূলকর্ত্তার পুণ্য  
লাভ হয়। জীর্ণ-সংস্কার মূলকর্ত্তা অপেক্ষা  
শতগুণাধিক পুণ্যলাভ করিবে। রাজার  
যষ্ঠাংশ পুণ্যলাভ হয়; প্রজা ও রাজ্য সুখে  
থাকে। ১১—২২।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

একোনিবিংশতাদিকশততম অধ্যায় ।

ইন্দ্র বলিলেন,—ভো ব্রহ্মন্ যে মহাবল-  
পরাক্রম খট্টাসুর মহাদেবকর্ত্তক হত হয়,  
সেই খট্টাসুর-চরিত কি? ব্রহ্মা বলিলেন,—  
ইন্দ্র! দমুরাজ খট্টান ব্রহ্মাদি দেবগণকে  
পরাজয় করিয়া সর্বশক্তি সমাভিঘাটারে যুদ্ধ  
করিবার জন্ত দেবদেব শূলীর উদ্দেশে পর্বত-  
রাজ কৈলাসে গমন করিল। তখন ক্র-  
জু হইয়া ক্রৌড়াসহকারে শূলক্ষেপ করিয়া

ধাবিতং বামসংহতং খট্টাঙ্গং দেবপূজনম্ । ৪  
 কপালং যাম্যহস্তেন কমলাশিরসা তথা ।  
 চন্দ্রাঙ্গং জাহ্নবীমালাং মহাভূষণপন্নগঃ । ৫  
 হারাতি-কোটীশ্বত্রঞ্চ উপবীতং মহোরগম্ ।  
 অনন্তং বাসুকিং তক্ষং সৰ্বনাগবিভূষিতম্ । ৬  
 কুহ্মা রূপং মহাঘোরং দেবদেবং নমস্কৃতম্ ।  
 ভৈরবং সৰ্বদেবানাং শমনং শক্রনাশনম্ । ৭  
 ততো ব্রহ্মাদয়ো বৎস ভীতা মোহবশং গতাঃ ।  
 পৃচ্ছন্তি কো ভবান্ চাত্ত ক্রৌড়তে ভূতলে শুভম্  
 ন বিদ্যো অপন্নং \* কিঞ্চিৎ সময়ো দেবমুত্তমম্ ।  
 ততো বিহস্ত দেবেশঃ শিরস্তে ব্রহ্ম যৎ পুরা ।  
 কুন্তিতং যতকোটীকু নারায়ণতনুকট্টৈঃ ।  
 মালাশিরশিরা ধেৎ ধারয়ামি ভবোদ্ভবো † ৯  
 • • • নৃপবাহন উবাচ ।  
 কস্মিন্ কালে ব্রতং দেবো ধৃতবান্ ভৈরবং মহৎ

সেই পশুসমুত্ত অসুরকে বিনষ্ট করিলেন ।  
 তিনি বাম-হস্তে খট্টাঙ্গ ধারণ করিলেন, দক্ষিণ-  
 হস্তে কপাল ধারণ করিলেন । মস্তকে নর-  
 শিরোমালা ধারণ করিলেন । অর্দ্ধচন্দ্র, গঙ্গা,  
 অন্তবিধমালা, অনন্ত-বাসুকি-তক্ষক-প্রভৃতি  
 সৰ্বনাগভূষণ, সর্প-উপবীত, হার, কটিশ্বত্র  
 ইত্যাদি ধারণপূর্বক মহাঘোর সৰ্বদেব-ভৈরব  
 সৰ্বশক্রনাশক মূর্তি অবলম্বন করিলেন ।  
 ১—৭ । ব্রহ্মাদি দেবগণ তদর্শনে ভীত  
 হইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—  
 আপনি কে, এই ভূতলে শুভ ক্রৌড়া  
 করিতেছেন ? আমরা আর কিছুই বুঝিতে  
 পারিতেছি না । অনন্তর দেব দেব শিব হস্ত  
 করিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! পূৰ্বপূৰ্ব  
 শরীরাপন্ন তোমারই কোটি মুণ্ড নারায়ণের  
 লোমসজ্জ্ব ঐখিত হইয়া ( অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের  
 সহিত ) আমাতে বর্তমান । এই নর-শিরো-  
 মালা তোমা হইতেই উদ্ভূত । ১—৯ । নৃপ-

\* ন বিদ্রমপরমিতি কচিৎ পাঠঃ ।

† মালাশিরশিরা চৈবং তব শীর্ষ-সমুদ্ভবম্  
 ইতি পাঠান্তরম্ কচিৎ ।

কথং বিষ্ণুশিবঃ মালাঃ † কপালং বিধৃতং প্রভো  
 এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বতঃ কথ্যতাং বিভো ।  
 অগস্ত্য উবাচ ।

সৰ্বদেবেশ্বরে দেবো ব্রহ্মা বিষ্ণুতনুকট্টৈঃ ।  
 যথাবৎ ক্রিয়তে বৎস তথা তে কথ্যাম্যহম্ ১১  
 ব্রতোক্তমং মহাপুণ্যং যন্ন জাতং সুরৈরপি ।  
 সস্তবস্ত কপালস্ত খট্টাঙ্গস্ত চ সূত্রত ১২  
 ঈশ্বর উবাচ ।

যথানাদিপরে দেবস্তথাং বরবর্ণিনি ।  
 সংসারোহপি তদ্রস্মঃ পরমার্থেন বেদিতুম্ ১৩  
 তস্ত দেবাহিদেবস্ত কারণস্তামিত্যাত্তেঃ ।  
 ইচ্ছাবিকারণঞ্চাহমিচ্ছা হং তস্ত ভাবিনি ১৪  
 ময়া চ জগতঃ স্রষ্টা স্বক্ সৃষ্টিবরাননে ।  
 ক্রিয়াখ্যা পাঠাতে যেন তেন সৃজসি বাডুময়ম্ ।  
 মূলপ্রকৃতিরূপেণ সৃষ্টিস্বং পদ্যজন্মনঃ ।

বাহন বলিলেন,—শিব বিষ্ণুশিরা-জাতিত  
 ব্রহ্মমুণ্ডমালা ও কপাল ধারণ কিরূপে করিয়া-  
 ছিলেন, হে প্রভো ! তাহা জানিতে ইচ্ছা  
 করি, স্বরূপাখ্যান করুন । অগস্ত্য বলিলেন,—  
 বৎস ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সৰ্বদেবশ্রেষ্ঠ দেব ;  
 যেরূপে তাঁহাদের অঙ্গাদি দ্বারা শিব ক্রৌড়া  
 করেন, এই পরম বার্তা ( মূলে “ব্রতোক্তমং”  
 আছে, তাহা প্রামাণিক, ‘বার্তোক্তমং’ হইবে । )  
 মহাপুণ্যজনক, এ বার্তা দেবগণেরও জাত  
 নহে । ( শিব পার্শ্বতীর নিকট এই বৃত্তান্ত  
 কীর্তন করেন, আমি তদনুসারে ) হে সূত্রত !  
 কপালের সস্তব এবং খট্টাঙ্গের উৎপত্তি  
 তোমাকে বলিতেছি । শিব বলিয়াছিলেন,—  
 হে বরবর্ণিনি ! শিবে ! পরম-ব্রহ্ম যেমন  
 অনাদি, আমিও সেইরূপ অনাদি । ( সার্ক-  
 শ্লোক ‘প্রামাণিকপাঠভূষিষ্ট । ) হে বরাননে !  
 আমি জগৎস্রষ্টা, তুমি সৃষ্টি । বাক্যসৃষ্টিকারিণী  
 বলিয়া তুমি ক্রিয়া নামেও অভিহিত । তুমি  
 ব্রহ্মার সৃষ্টিকারিণী মূলপ্রকৃতি । হে প্রিয়ে !  
 ব্রহ্মা আমার নিমিষের কতিপয়-ভাগৈকভাগ

বিষ্ণুশিরোমালা ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

সোহপি শতাংশভাগেন নিমেষস্ত মম প্রিয়ে ॥১৬  
স্থিহা বিনাশমায়ান্তি পুনস্তত্রৈব গীযতে ।  
কপালং তস্ত চাদায় ক্রৌড়্যমি বিপুলেহধ্বনি ।  
এবং কপালকোটিভির্মালা যেষাং বিভাতি মে ।  
তস্ত গাত্রৈব সংখ্যৈর্বৃক্ষান্তং বববর্ণিনি ॥ ১৮  
যদা মাযোদরং সর্বং কালেন প্রলয়ং গতম্ ।  
তথাহমীশ্বরে তস্মৈ ভবানি রমিতঃ সুখী ॥ ১৯ \*  
ব্রহ্মণোহণ্ডকপালৈস্ত ধ্বা মালাং স্তুভৈরবাম্ ।  
অনন্তং ভৈরবং রূপং কালং দ্বাদশলোচনম্ ॥ ২০  
অভিঘোরং সমাশ্রিত্য বিষহ্যস্মিন্ রমামাহম্ ।  
একাকী মাতৃভির্বৃক্কাঃ স্ববীৰ্য্যবলশালিতিঃ ।  
পরাক্ষয়কালান্তে ব্যতিক্রান্তে মহেশ্বরী ॥ ২১  
ক্রৌড়স্থিহা সমস্তাভিঃ শক্তিভির্ঘোররূপিভিঃ ।  
ভাবভূতময়ং বিশ্বং স্বতত্ত্বং গহনাত্মকম্ ॥ ২২  
ক্ৰোধোদরগতং সর্বমগ্রগ্রাময়নশ্চকম্ ।  
গিনিকৃত্য সমারকাং যোগনিদ্রাশ্রিতঃ সুখী ॥ ২৩

জীবিত থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং সেই মূল প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকেন । আমি তদীয় কপাল গ্রহণ করিয়া অসীম-পথে ক্রৌড়া করিয়া থাকি । এইরূপ বহু কোটি ব্রহ্মকপালে আমার এই মালা নির্মিত হইয়াছে । হে বরবর্ণিনি ! বিষ্ণুর অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই মালার সঙ্গে গ্রথিত আছে । যখন কালবশে সমস্ত জগৎই আমার ( “মাযোদর” পাঠে ; আমার— “মমোদর” পাঠে ) উদরে বিলীন হয়, তখন হে ভবানি ! আমি ঈশ্বরতবে স্তুতে নিরত থাকি । ব্রহ্মার কোটিমুণ্ডনির্মিত স্তুভৈরব-মালা ধারণ করিয়া দ্বাদশলোচন অনন্ত-ভৈরব মহাকাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্ববীৰ্য্য-শালী মাতৃগণ-বিরহিত হইয়া একাকী এই আকাশে ক্রৌড়া করি । হে মহেশ্বরী ! দ্বিপরাক্ষ-বর্ষাক্ক কাল ( সৃষ্টিকাল ) অতিক্রান্ত হইলে, ঘোররূপী শক্তিগণের সহিত ক্রৌড়া সমাপন করিয়া ভাবভূতময় বিশ্ব অনন্ত ভব্যরূপে উদরস্থ করিয়া যোগনিদ্রাবলম্বনে

শয়ামি শক্তিপর্য্যকে বীরমাতে ততো হৃদম্ ।  
পুনর্নোদয়ে দিবো বিনষ্টে তমসাং চয়ে ॥ ২৪  
স্বশক্তিসংপ্রবুদ্ধস্ত রতাশ্চিত্রা \* প্রজাপতে ।  
ভূতৈবস্তবৈস্তথা ভূতৈর্মালৈঃ ভুবনাত্মকী ॥ ২৫  
মায়াদাবনিপর্য্যস্ত যুগপদ্যোগজং মহৎ ।  
যং যত্র বিলয়ং যাতি মচ্ছরীরেহংখলেশ্বরী ।  
তস্ত তস্ত তু তত্রৈব সম্ভবঃ পরিকৌর্ভিতঃ ॥ ২৬  
স্বকায়ং স্বৈদমুৎপাদ্য কৃত্বা তু করমধ্যতঃ ।  
স্তুত্বাশ্চামৃতময়ঃ শীতলোহস্তস্বতেজসঃ ।  
ময়াসৃষ্টেন মধিতো যাবদন্তস্ত ভাগতঃ ॥ ২৭  
বুদ্বুদাকারসদৃশং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ।  
বিভাতি করমধ্যস্থঃ মম তস্মিন্মহামুনে ॥ ২৮  
তেজেন কঠিনীভূতং ঈশমভানুশতপ্রভম্ ॥  
তদগুমিতি বিখ্যাতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৯  
পরেচ্ছাকোভামবাস্তাব্যক্তিহেতুকৃতং ময়া ।  
তত্রান্তে সপ্ত লোকানি পাতালনরকাণি চ ॥ ৩০

শক্তিপর্য্যকে শয়ন করি । ১০—২৩। অনন্তর পুনরায় দিব্যনেত্র উদিত হইলে ও তুমোরোশি বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, আমি স্বশক্তিপ্রবুদ্ধ হই, তৎপরে প্রজাপতি-উৎপাদনে চিন্তা হয় । মায়া হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎই মন্দীয় যোগসমুত । হে ঈশ্বরী ! আমার শরীরে যেখানে যেটি বিলীন হয়, আবার তথা হইতেই সেই বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে । আমি নিজ কায় হইতে স্নিগ্ধ, অমৃতময়, মহাতেজঃসম্পন্ন শীতল জল উৎপাদন করিয়া ও হস্ত মধ্যে ধারণ করিয়া অসৃষ্ট দ্বারা আমি তাহা মথন করি, তাহাতে বুদ্বুদ জন্মিল । আমার তেজে সেই বুদ্বুদ কঠিন হইল । তখন তাহার প্রভা হইল শতচন্দ্রের স্তায়, তাহাই অণু ; সেই অণুই ব্রহ্মাণ্ডরূপে নির্গতি । আমি অব্যক্ত হইতে তাহা ইচ্ছা-বিষ্ফুর্ত করিয়া জগৎপ্রকাশের কারণ স্বরূপ করিলাম । যেই অণুমধ্যে সপ্তলোক, পাতাল, নরক, কাল, অনল এবং

কালানলাবনির্ধানি অনেকাকারলক্ষণম্ ।  
 বিধরূপাণ্যং কৃৎষা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৩১  
 মমেচ্ছয়াপি সৃষ্টে স ব্রহ্মা পরশুর্কর্মহং ।  
 সব্বহৃদ্বিষ্ঠতে বহ্নো ন পরং কিঞ্চ বিদতি ॥ ৩২  
 যচ্ছেষাংশকরহং মে সব্বহালিঙ্গ তন্তু তৎ ।  
 বিকৃষ্টভাঙ্গি সুব্যক্তো অতিবৌর্ধো মমাস্বকঃ ।  
 রজেন উদয়ামাস তৎ সব্ব ব্রহ্মজঃ প্রিয়ে ।  
 বিকৃষ্টত্ব ততো ব্রহ্মা জলিতঃ স্নেন তেজসা ॥ ৩৪  
 ময়া সন্ধিত্য মনসা রজোবৃদ্ধস্তরং হৃদম্ ।  
 সৌহৃদি স্ববীর্ঘ্যমুকৃষ্টস্তীত্রাং জালাং মুমোচতি  
 সহস্রবাহুবদনা সহস্রচরণং শিরঃ ॥  
 সর্বাযুধকরো হৌ তু মর্বমাণৌ পরম্পরম্ ।  
 তৌহুটৌ ভয়সম্বতাঃ পুরাণপুরুষোত্তমাঃ ॥ ৩৬  
 কঁয়াবুদাঃ সমারকা বর্জিতো গগনান্বরে ।  
 ঘোবঃ রাবাঃ করালানি রুরোদন্তি দিশো দশ ।  
 কন্নার্চিবিবশা দীর্ঘা চকাসন্তি তড়িলতাঃ ।  
 প্রচণ্ডমাক্রতহতা ধারাঃ পতিতুমুদ্যতাঃ ॥ ৩৮

পৃথিবী প্ৰভৃতি স্মৃদয় বর্তমান থাকিল ।  
 এইরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আমি সেই অণু মধ্যে  
 অন্তর্হিত হইলাম । পরম-শুরু সব্বস্থিত ব্রহ্মা  
 আমার ইচ্ছাৎপর হইয়াও কিছু তত্ত্বলাভ  
 করিতে পারিলেন না ; আমার হস্তে সেই  
 অমৃত জলের যে শেষাংশ ছিল, যাহা লইয়া  
 আমি অন্তর্হিত হইয়া সেই ব্রহ্মাও মধ্যে বাস  
 করিতেছিলাম, তাহাতে রজোগুণাব্যক বিষ্ণু  
 আবির্ভূত হন । রজোগুণের সাহায্যে ব্রহ্মা-  
 ষ্ঠিত সর্বগুণ বিষ্ণু হইল । ব্রহ্মা তখন  
 স্বত্তেজে প্রজ্বলিত হইলেন । তখন আমি  
 বিবেচনা করিয়া রজোবৃদ্ধি করিয়া দিলাম ।  
 সহস্র-বাহু, সহস্র মুখ, সহস্র মস্তক বিষ্ণুও  
 স্ববীর্ঘ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা ও  
 বিষ্ণু উভয়েই বিবর্ধিত হইয়া গ্রহণপূর্বক পরস্পর  
 পরস্পরের গ্রহণে উদ্যত হইলেন । তাঁহা-  
 দিগকে অবলোকন করিয়া পুরাণপুরুষোত্তম-  
 গণ ভীত হইলেন, প্রলয় মেঘমালা গগন-  
 পথে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল । দশদিক্ ভীম-  
 রূপে ঘোরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল ।

সমং ধরিত্রীং সকলাং দর্শয়ন্তি মহৌতসম ॥ ৩৯  
 বিস্তারিতজলোদগং যান্তি সপ্তাধঃ তৃণম্ ।  
 ধুমার্চ্চঃ সকলাশ্চোটৈঃ স্বরেন চিত্তামুদ্যতাঃ ।  
 সূমধ্যাদবিনির্মুক্তা দিগুমাতকাঃ প্রকলিতাঃ ॥ ৪১  
 কণ্ঠারাবঃ বিমুকন্তি করিণোহপি মদাচুতাঃ ।  
 গর্জিতে চ মহন্তীত্রং নতু পতিতুমিচ্ছতি ॥ ৪২  
 ফলকং ভ্রমতেহতীব চক্রবদ্ দণ্ডচোদিতম্ ।  
 পতন্ত্য দিক্‌পালানি দক্ষপালানি কোটীশঃ ॥ ৪৩  
 প্রদীপ্তাঙ্গারবৃষ্টিচ সজ্জাতা তীব্রতান্বরা ।  
 স্থলধারা বিমুকন্তি ঘনান্নিকনকানি তু ॥ ৪৪  
 সিংহবরা বিনশ্চন্তি বহুজ্জালা তু দারুণা ।  
 লেলিহানা ভ্রমস্তান্ত্রে ব্যালরূপার্চ্চিষো ঘনাঃ ॥  
 কয়ে চাণ্ময়ৈর্ঘোরেঃ শিবাভিবিপ্লুতং জগৎ ।  
 কলন্তি গৃধ্রনিচিতং দেবি ভূমিদিগাননম্ ॥ ৪৫  
 বিলুপ্যমানং সকলং ভবানি ভয়বিজ্রতম্ ।  
 ব্রহ্মাত্মোঘাকুলং সর্বং বায়বৈঃ পার্শ্ববৈশ্চিতম্  
 বাক্রনৈঃ প্লাব্যমানং তৈব করালানলতাপিতম্ ।  
 সর্বমেতন্মহাদেবি বিপরীতং স্থিতং জগৎ \* ॥  
 সদেবগণগন্ধরং সক্রিয়রমহোরগম্ ।  
 যক্ষরক্ষঃপিশাচাদ্যঃ স্বাবরাদ্যক পার্শ্বতি ॥ ৪৯

প্রলয়শিখা-ভীষণ বিজ্ঞানতা খেলিতে লাগিল ।  
 প্রচণ্ড প্রভঞ্জনবেগে পর্বতগণ পতনোন্মুখ  
 হইল । ভূকম্প হইতে লাগিল । জলোচ্ছাস  
 বাড়িল, সমুদ্র সকল উদ্বেল হইতে লাগিল !  
 ধুমকেতু উদিত হইল । দিগ্-হাস্তগণ,  
 ঘোরশব্দ, কম্প, এবং মদস্রাব-সহকারে  
 নিজ-মর্যাদা-লজ্জনে উদ্যত হইল ।  
 আকাশের তীব্র গর্জন দণ্ডঘূর্ণিত  
 চক্রবৎ ভ্রমণ, পতনোন্মুখতা, কপাল-  
 বর্ষণ নির্বাণ অঙ্গারবর্ষণ, প্রদীপ্ত অঙ্গারবর্ষণ,  
 স্থলধার দারুণ বহির্শিখা-বর্ষণ, ব্যালরূপী  
 জ্যোতিঃসম্পন্ন লেলিহান মেঘমালায় ভ্রমণ  
 এবং উদ্ধামুখ শৃগালকুলের জগৎ-পরিবেষ্টন  
 হইতে লাগিল । হে পার্শ্বতি ! তখন তদর্শনে

\* কলন্তি ইত্যাদি পার্শ্বলোকস্থ-  
 পুস্তকান্তরে নাথি ।



ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতকৈলয়স্থানাং স্তানমুত্তমম্ ।  
 বিনাশমুপগচ্ছন্ত দৃষ্ট চৈতচ্চরাচরম্ ॥ ৪৯  
 ততস্তে কার্ণবে ঘোরে হবামানে মহোন্মিতিঃ ।  
 বিস্কুজ্জমানো সঃ স্রোতঃ তর্জয়ন্তো পরস্পরম্ ॥ ৫০  
 অহঙ্কারবশালিন্দ্রো নঃ সাতীবভূরিণা ।  
 ঈরিতো নষ্টে সঃ স্রোতঃ চ বিহিতো বর্তিতেক্ষণো ।  
 ক্ষয়ান্ত্রাণি সমুদ্রাণাং কোপাৎ সংরক্তলোচনো ।  
 বিবাদং প্রস্তুতৌ হৌ তু মহাযুদ্ধকং পার্বতি ॥ ৫১  
 মৎস্বরূপমভ্যনন্তৌ মম মায়াবিমোহিতৌ ।  
 মাতৃহৃদ্যাণাং চ প্রজ্ঞাপী চ ক্রুৎঃ স্তবঃ ॥ ৫২  
 তয়োঃ কার্ণামদং জাহ্না প্রজ্ঞেশানাং মহাত্মনে  
 দর্পোপশমনোপায় ইতি সন্ধিস্থিতৌ ময়া ॥ ৫৩  
 কৃতিকারণকার্ণাণাং পুণ্ড্রপাদিনিধনং গতঃ ।  
 অতো বিরোধহেতুং লিঙ্গরূপাতিতেজসা ॥ ৫৪  
 লেলিহানোহর্চিস্তেজেন অভিব্যাক্তং সংস্থিতঃ ।  
 বিক্রতা মহতেজেন ভীতাশ্চ বরবার্ণনি ॥ ৫৫  
 মাজল্যকোর্কিরূপং মে ন চ বিন্দন্তি মোহিতাঃ ।  
 ততঃ স্তবন্তি মাং ভীতা ভক্তিমাত্মন্য নিশ্চিতাঃ  
 দিবাং বর্ষং সহস্রশ্চ ঋক্‌সামযজুর্বেদৈঃ স্তবৈঃ ।

দেব দানব যক্ষ রক্ষ-পিশাচাদি বাসভূমি জগৎ  
 বিনাশোন্মুখ হইল। জগৎ ঘোর একাধব  
 সমুদ্রতরঙ্গ সর্বতোভাবে আসিয়া তাড়না করি-  
 তেছে ;—তখনও ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ে পরস্পর  
 তর্জন করিতেছেন। অতি প্রচুর  
 তমোভাবে তাঁহারা তখন সংজ্ঞাহীন, অকুটপূর্ণ  
 ক্রোধে আরক্ত-লোচনে ক্ষয়ান্ত্র উদ্যত  
 করিয়াছেন ; আমার স্বরূপ না জানাতেই  
 আমার মায়াবশে উভয়ে বিবাদ-প্রবৃত্ত,  
 আমি মহাত্মা প্রজাপতিদিগের কোপ উৎপাদন  
 করিয়া দর্পোপশমনোপায় চিন্তা করিলাম।  
 আমি তাঁহাদের মৎস্বরূপ জ্ঞানের জন্ত  
 লেলিহান শিখোজ্জন লিঙ্গতেজে অভিব্যক্ত  
 করিলাম। কে বরবার্ণনি ! তখন তাঁহারা মদীয়  
 তেজে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন।  
 ২৪—২৬। কিন্তু মোহবশতঃ আমাকে  
 জানিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্রহ্মা ও  
 বিষ্ণু সময়ে তত্ত্বতরে দিবা-সহস্র-বর্ষ তপস্তা

ততস্তথৈব বীরেন স্বরূপং দর্শিতং ময়া ॥ ৫৬  
 কপালমালিনঃ ভীমঃ খট্টাঙ্গকরভাস্বরম্ ।  
 সর্পৈল্লসনলম্বিতৈঃ কোটিবজ্রকরালিনম্ ॥ ৫৭  
 পশ্যন্তি তন্তমনসো দংষ্ট্রাশ্চ চ্ছরিতং মুখম্ ।  
 মা ভীষেদং ময়া চোক্তং পৃচ্ছন্তি ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৫৮  
 কিমেতদভূতং রূপং কিমেতদভূষণং বিভো ।  
 কিমেতদভ্রাজতে ব্যোমি ত্রিশিখং শূলমুজ্জলম্ ॥  
 ইত্মাঙ্গং শুভং কস্ম যতে করতলে স্থিতম্ ।  
 ততোহহং প্রতীবাচেমং তয়োর্দর্পহরং বচঃ ॥ ৫৯  
 অনেকমুণ্ডকোটীভির্ঘেয়ং মালা বিভাতি চ ।  
 মদীয়ৈস্তনুভির্বক্ণ বিনষ্টম্ পুনঃপুনঃ ॥ ৬০  
 যানি চান্তান্তনেকানি গ্রীবাভ্যন্তকটিস্থিতাঃ ।  
 নারায়ণস্ত তনবো বিনষ্টম্ পুনঃপুনঃ ॥ ৬১  
 উৎপন্নং দক্ষিণে হস্তে খট্টাঙ্গং নাম বিশ্রুতম্ ।  
 অস্ত্রোৎপাত্তং বিধান্তামি শৃণুৈকমনা বিভো ॥  
 অতীতে যুগকোটিান্তে অহং যোগমুপাগতঃ ।  
 চিন্তয়ামি শিবং দেবং যতং পরমকারণম্ ॥ ৬২  
 যাবৎ তস্মিন্ সমুৎপন্নো যোগবিমোহভিতাক্ষণঃ  
 ততো মায়া স্কন্ধেণ হঙ্কারেন নিপাতিতঃ ॥ ৬৩

ও স্তব করিলেন। অনন্তর আমি তুষ্ট হইয়া  
 বীরভাবে স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। আমার  
 সেই রূপ—কপালমালী, ভয়ানক, খট্টাঙ্গধারী,  
 ভাস্বর, সর্পভূষিত এবং কোটিবজ্র ভীষণ ;  
 আমার মুখদংষ্ট্রা করাল। তাঁহারা সত্যে  
 আমাকে দর্শন করিলেন। আমি বলিলাম,—  
 ভয় নাই। তখন আমাকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা  
 করিলেন,—হে প্রভো ! এরূপ অভূত রূপ  
 কেন ? কি এ ভূষণ ? আর ব্যোমপথে  
 এই যে, ত্রিশিখ শূল দাঁড়ি পাউতেছে, ইহাই  
 বা কি ? কার মস্তকই বা আপনার করতলে ?  
 তার পর আমি তাঁহাদের দর্পহর বাক্য বলি-  
 লাম,—হে ব্রহ্মন ! এই যে আমার বহুকোটি  
 মুণ্ডময়ী মালা, তাহা পুনঃপুনঃ বিনষ্ট তোমারই  
 মস্তক। আর যে সব মুণ্ড দেখিতেছ, তাহা  
 পুনঃপুনঃ বিনষ্ট নারায়ণেরই জানিবে। আর  
 আমার দক্ষিণ-হস্তে এই যে খট্টাঙ্গ, ইহার  
 উৎপত্তি-বিবরণ একমনে উভয়ে শুন।

উক্তশ্চ স্বঃ মহাবাহো খং বিভাগে জনাৰ্দ্দন ।  
বিশ্বেশস্ত মগাবিস্তং কুহ' মোক্ষং গদিষ্যসি ॥৬৮  
খমটন্ খট্টানামা স হতশ্চ বলদর্পিতঃ ।  
কপালস্ত সমুৎপত্তিঃ খট্টাঙ্গস্ত চ স্তুন্দরি ।  
কথিতস্ত সমাসেন সৰ্বপাপপ্রণাশনৌ \* ॥ ৬৯

অগস্ত্য উবাচ ।

সৃষ্টে পাদে পুরা বৎস ময়া খট্টাঙ্গলক্ষণম্ ।  
অধিদৈবতবিস্তাসং কথিতস্ত নৃপোত্তম ॥ ৭০ ॥  
শিরশ্ছিয়া তু ব্রহ্মস্ত গন্ধবত্যাঙ্টিটে নৃপ ।  
বারায়ণস্ত ধারায়ঃ রক্তধারা চ যা কুলা ।  
দেবো তত্র সমুৎপন্নঃ স্তূত্ররাজপ্রতোষিতা ॥ ৭১  
ইতি শ্রীদেবীপুৰাণে খট্টাবধৌ নামৈকোন-  
বিংশত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

কল্পান্তে আমি যোগবান্ হইয়া, পরমকারণ  
শিবধ্যানের নিরত থাকি ; তখন অতিদীর্ঘ  
যোগক্লিষ্ট উপস্থিত হয় । আমি মহারোষে  
হুঙ্কারে তাহাকে নিপাত্তিত করিয়া বলি,—  
একপাশে আকাশে গমন কর ; পশ্চাৎ বিশ্বে-  
শ্বরের মহা বিষ্ণু করিয়া মোক্ষ লাভ করিবে ।  
খ—আকাশ ; তাহাতে অটন ( ভ্রমণ ) করাই  
বলিয়া, সেই যোগবিষ্ণু-স্বরূপ অসুর খট্টা নামে  
অভিহিত । হে ভৈরব ! কপাল ও খট্টাঙ্গের  
উৎপত্তি বৃত্তান্ত সৰ্বপাপনাশক ; ইহা সঙ্ক্ষেপে  
তোমাকে বলিলাম । অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস !  
সৃষ্টিপাদে খট্টাঙ্গ-লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে ।  
হে রাজসত্তম ! অধিদৈবতা-বিস্তাসও কথিত  
হইয়াছে । ৫৭—৭১ ।

উনবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

\* অগস্ত্য ইত্যারভ্য বাবদধ্যায়সমাপ্ত-  
পাঠোৎসবঃ বহুপুস্তকেষু নাষ্টি ।

বিংশত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

নৃপবাহন উবাচ ।

দেব্যুৎপত্তিবিধানকং ব্রতচর্য্যা পৃথগ্বিধা ।  
বিদিতং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বশুদ্বিঃ হতাশনে ॥  
অগস্ত্য উবাচ ।

\* জপ্তা তু চতুরষ্টৈস্ত অষ্টাবিংশমধ্যাপি বা ।  
শুধ্যতে লক্ষমাত্রেন যাদ ব্রহ্মধনোহপি ভূৎ ॥২  
শাকযাবককীরানী কন্দমূলকলাশনঃ ।  
পদমালাং জপন বৎস তদ্বশুদ্বিমবাপুমাৎ ॥ ৩  
ত্রিতয়ং বা জপেন্নম্নঃ গায়ত্রীং লক্ষসম্বিতাম্ ।  
মুচ্যতে সৰ্বপাপৈশ্চ জপ্তা যমনিয়মোপসেবনা  
ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমককতা ।  
অহিংসা সত্যমাধুৰ্য্যং দমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ ॥  
জ্ঞানমোনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থানগ্রহঃ ।  
নিয়মা শুক্রশুক্রাশা শৌচাক্রোধাপ্রমাদতা ॥ ৬  
কুশোদকস্ত গোঃ কীরং দধি মূত্রং শকৃদ্ স্বত্ৰম্  
জপ্তা পরেহহুপবসেৎ কচ্ছং সান্তপনং চরন ।  
পৃথক্ সান্তপনদ্রব্যৈঃ যজ্ঞঃ সোপবাসকঃ ।  
সপ্তাহেন তু কচ্ছোদয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ ॥ ৮

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

নৃপবাহন বলিলেন,—দেব্যুৎপত্তি-বিধান  
ও ব্রতচর্য্যা জানিয়াছি, একপাশে দেহশুদ্ধি  
জানিতে ইচ্ছা করি । অগস্ত্য বলিলেন,—  
পুষ্পমালা-মস্ত্র লক্ষজপে ব্রহ্মঘাতীও শুদ্ধ হয় ।  
শাক যাবক-শুষ্ক-কন্দ-মূল-কল-ভোজ্য হইয়া  
পদমালামস্ত্রজপে দেহশুদ্ধি হয় । লক্ষ গায়ত্রী-  
জপে ও, যম-নিয়ম-সেবাতেও সৰ্বপাপ-মুক্ত  
হওয়া যায় । ব্রহ্মচর্য্যা, দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান,  
সত্য, অহিংসা, অস্তেজ, মাধুৰ্য্যা এবং দম—যম  
নামে অভিহিত । জ্ঞান, স্বাধ্যায়, উপস্থানগ্রহ,  
শুক্রসেবা, শৌচ, অক্রোধ এবং অপ্রমাদ—  
নিয়ম । কুশোদক, গোহস্ত, গব্যাদি, গোমূত্র  
গোময় ও গব্যমূত্র এই পঞ্চগব্য ভোজন  
করিয়া পরদিন উপবাস সান্তপন-ব্রত ।  
কুশোদক প্রভৃতি সান্তপনের হুণী ত্রব্যের এক  
একটি এক এক দিনে ভোজন করিয়া হয়

পর্ণোদুহরাজীব বিধপত্রকুশোদকৈঃ ।  
প্রত্যেকং প্রত্যাহাত্যৈঃ পর্ণকুচ্ছ উদাহৃতঃ ॥১০  
তপ্তকীর্ত্তনাত্মনামেকৈকং প্রত্যাহং পিবেৎ ।  
একরাত্নোপবাসন্ত তপ্তকুচ্ছ পাবনম্ ॥ ১০  
একভক্তেন নক্তেন তথৈব্যাচিতেন চ ।  
উপবাসেন চৈবায়ং পাদকুচ্ছ উদাহৃতঃ ॥ ১১  
যথা কথঞ্চিৎ ত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোহয়মুচ্যতে ।  
অয়মেবাতিকুচ্ছঃ স্ত্রাং পানিপূরান্নভোজনৈঃ ॥১২  
কুচ্ছাতিকুচ্ছঃ পয়সা দিবসানেক-বিংশতিম্ ।  
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকৌষ্ঠিতঃ ॥১৩  
পিণ্যাকাচামতক্রাশু শকুনাং প্রতিবাসরম্ ।  
একরাত্নোপবাসন্ত কুচ্ছঃ সৌম্যোহয়মুচ্যতে ।  
এষাং ত্রিরাত্রমত্যাগাদেকৈকং প্রত্যাহং পিবেৎ  
তুলাপূকম ইত্যেয জ্ঞেয়ঃ পঞ্চতদাহিকঃ ॥১৫  
তিথিবৃত্ত্যাচরেৎ পিণ্ডাহু ক্রে শিখাশুসম্মিতান্ ।

দিন যাপন ও মন্ত্র দ্বারা উপবাস—এই ব্রহ্ম  
মহাসান্তপন। পর্ণ, উদুহরপত্র, পদ্মপত্র, বিল্ব-  
পত্র এবং কুশজল এই পাঁচটি বস্তুর এক  
একটি এক এক দিন সেবনে পঞ্চাহসাধ্য পর্ণ-  
কুচ্ছ ব্রত হয়। তপ্তকুচ্ছ, তপ্ত স্তূত ও তপ্ত-  
জল ইহার এক এক দ্রব্য এক এক দিন পান  
করিবে; এইরূপ ক্রমে দ্বাদশদিনে তপ্তকুচ্ছ  
ব্রত হয়। একদিন এক ভক্ত, একদিন নক্ত,  
একদিন অযাচিত এবং একদিন উপবাস;  
এই চারি দিনে পাদকুচ্ছ ১—১১। যে  
কোনরূপে এই ব্রতের ত্রৈগুণ্য সম্পাদনে  
প্রাজাপত্য ব্রত হয়। ১২। ভোজনব্যবতল-সাম্মত  
অন্ন দ্বারা নির্বাহ করিলে, এই দ্বাদশাহসাধ্য  
ব্রতই অতিকুচ্ছ নামে অভিহিত। এক-  
বিংশতি দিন পরোমাত্র পান কুচ্ছাতিকুচ্ছ।  
দ্বাদশ দিন উপবাসে পরাক। পিণ্যাক,  
আচা, তক্র, অশু এবং শকু এই কয়  
দ্রব্য একে একে পাঁচদিনে ভোজন ও  
একাহ উপবাস—সৌম্য কুচ্ছ নামে অভি-  
হিত। উক্ত পঞ্চ দ্রব্যের এক একটি  
তিন দিন তিন দিনে ভোজন করিলে

একেকং হ্রাসয়েৎ কুকে পিণ্ডং চান্দ্রায়ণং চরেৎ  
যথা কথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চান্দ্রায়ণশ্চতুষ্টয়ম্ ।  
মাসেন চোপযুক্তীত চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥ ১৭  
কুর্ধ্যাৎ ত্রিষবণমায়ী কুচ্ছঃ চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।  
পবিত্রাণি জপেৎ পিণ্ডান্ দ্বয়দ্বৈগাতিমম্মিতান্  
অনাদিষ্টেষু পাপেষু শুদ্ধিচান্দ্রায়ণেন তু ।  
ধর্ম্মার্থং যচ্চরেদেতচ্চল্লভেতি সলোকতাৎ ॥১৯  
কুচ্ছঃ তদ্ব্যকামস্ত মহতীং ত্রিষমুশুতে ।  
যথাশাস্ত্রবিধানেন কলং হোমাদবাপুয়াৎ ॥ ২০  
ইতি শ্রীদেবীপুর্নামে যমনিয়মশুক্রিনাম  
বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

পঞ্চদশাহ-সাধ্য তুলাপূকম ব্রত হইয়া থাকে  
ময়ুরাণ্ড-পরিমিত-অন্নগ্রাস শুক্রপক্ষের তিথি-  
রুদ্রি অনুসারে বাড়াইয়া ভোজন কুপক্ষের  
তিথি-হ্রাসানুসারে কমাইয়া ভোজন,—এইরূপে  
চান্দ্রায়ণ ব্রত হয়। ( শুক্র প্রতিপদে ১ গ্রাস,  
শুক্র দ্বিতীয়ায় ২ গ্রাস—পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস;  
কুপ প্রতিপদে ১৪ গ্রাস ও আমাবস্তায় উপ-  
বাস চান্দ্রায়ণ )। এক মাসে যে কোন প্রকারে  
দুইশত চল্লিশ গ্রাস ভোজনে অপরাধ  
চান্দ্রায়ণ। ত্রিকালমায়ী, পবিত্র-বেদমন্ত্রজপ-  
নিরত হইয়া কুচ্ছচান্দ্রায়ণ করিতে হয়, তৎ-  
কালে অন্নগ্রাসে ‘নমঃ’ মন্ত্র জপ করিতেও  
হয়। অনাদিষ্ট পাপে চান্দ্রায়ণ দ্বারাই শুদ্ধি  
হয়। ধর্ম্মার্থ চান্দ্রায়ণ করিলে চন্দ্রলোক-প্রাপ্ত  
হয়। ধর্ম্মার্থ অন্তবিধ ব্রত করিলেও মহতী  
শ্রী-প্রাপ্তি হয়। যথাশাস্ত্র বিধানে হোম  
করিলেও কললাভ হয়। ১২—২০।

বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বহুবিধানং পণ্যং সৰ্বকামপ্রসাধকম্ ।  
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ নামভেদক্রিয়াদিভিঃ ॥ ১  
অগ্নেঃ পরিগ্রহঃ কার্যঃ সৰ্বশাস্ত্রার্থবেদকৈঃ ।  
বাম-দক্ষিণ-সিদ্ধান্ত-বেদান্তগৃহপারগৈঃ ॥ ২  
কার্যঃ পরিগ্রহো বহুঃ সৰ্বসম্পত্তিবেদভিঃ ।  
অনুথঃ অন্তরায়াস্ত ভবান্তি ধন-আয়স্কৈঃ ।  
নিত্যং বাধিরধন্তো বা সৰ্বলোকবহিষ্কৃতাঃ ।  
অবিদিত্বা যদ্য বৎস জ্ঞাত্বা সৰ্বং ভবেদুদ্বিঃ ॥ ৩  
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন বর্তাবিত্তো ক্রিয়া মতা ।  
কুণ্ডাষ্টকং সূমাখ্যাতং ত্রিভেদস্তু ময়া তব ॥ ৪  
বহুবর্হিবিধানস্ত একৈষ্টবোপচারনং ।  
স্ত্রীবাণরুদ্রশূদ্রৈস্ত্র হোতবাং স্ততঃ যথা ।  
মঠে মহানসে বাপি ন কুণ্ডেষু কদাচন ॥ ৫  
সংস্কৃতৈর্নামভেদৈশ্চ রক্ষতিহা হতাশনম্ ।  
মহাবিদ্যার্থবেত্তারৈর্হোতবাং ফলকার্জকভিঃ ॥ ৬

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে রাজশ্রেষ্ঠ ! সৰ্ব-  
অভাষ্ট-সাধক বহুবিধান, নামভেদ ও ক্রিয়া-  
বিধি কীৰ্ত্তন করিতেছি । সৰ্বশাস্ত্রার্থজ ব্যক্তি-  
গণের অগ্নিপরিগ্রহ কর্তব্য । অর্থাৎ বাম  
দক্ষিণ-সিদ্ধান্ত-বেদান্ত গৃহ পারগামী সৰ্ব-  
সম্পত্তিবেত্তা পণ্ডিতগণের অগ্নিপরিগ্রহ  
কর্তব্য । নচেৎ ধন ও আয়ঃ সহজে হানি  
হইয়া থাকে । বৎস । অজ্ঞ ব্যক্তি এ কার্য  
করিলে, সতত বাধিপীড়িত ও লোকে নিন্দিত  
হইয়া থাকে । আর অতিজ্ঞের পক্ষে এই  
কার্যে সৰ্ব সুখলীভ হয় । অতএব বর্তাবিত্ত  
ব্যক্তিরই সৰ্বতোভাবে অগ্নিকার্য জ্ঞাতব্য ।  
আমি তোমাকে অষ্টাবধি কুণ্ডের কথা বলি-  
য়াছি, বহু বহুবিধানও বলিয়াছি । স্ত্রী,  
বালক, বৃদ্ধ, শূদ্র—সকলেরই অগ্নিহোম  
কর্তব্য । কিন্তু মহানাস কর্তব্য, কুণ্ডাদিতে  
নহে । ১—৫ । নামভেদ-সংস্কৃত বহু মহা-  
নাসে রাখিয়া ফলাকার্জকী মহাবিদ্যাভিজ্ঞ

শ্রীহতে চ পুরা বৎস অবিদিত্বা বসোঃ স্মৃতঃ ।

সংস্কৃতে হবমানস্ত রাজ্যভ্রংশমবাগুথাৎ ॥ ৭

তথা বামনহোতারমচিরা \* ন্যত্বামবাগুথাৎ ।

তস্মাদস্থিরবহৌ তু ন হোতবামবেদিনা ।

বেদনস্ত প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮

বৃহস্পতিক্রবাচ ।

অগ্নিচক্রবিধিং পুণ্যং দেবতানাক স্থাপনম্ ।

শ্রৌতুমিচ্ছাম্যহং তাত কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

চতুর্কোণে হহং বৎস মণ্ডলে মধুসূদনঃ ।

ধনুয়াকৃতিকো রুদ্রঃ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ১০

চতুরশ্রে ভবেদগ্নির্মণ্ডলে তু হতাশনঃ ।

অর্ধচন্দ্রেনলো হ্যাগ্নিরেবং যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১১

দ্বিজানাং দেবতা সদ্য আচার্যো যোগবেদনম্ ।

উদকে বক্রণো দেবো দর্ভেষু চ মহোরগাঃ ॥ ১২

ব্যক্তিগণের তাহাতে হোম করা বিধি ।

বৎস ! শুনা যায়, পূর্বকালে বসুপুত্র না

জানিয়া সংস্কৃতবাহিতে হোম করিতে রাজ্যভ্রষ্ট

হন । অজ্ঞানকৃত হোমে মৃত্যুও ঘটয়া থাকে ।

অতএব না জানিয়া অস্থির অগ্নিতে হোম করা

বিধেয় নহে । তাহাতে জানিতে হয়, তাহা

বলিতেছি—তাহাতেই সিদ্ধি হইয়া থাকে

বৃহস্পতি বলিলেন—পবিত্র অগ্নিচক্রবিধি ও

দেবতাস্থাপন শুনিতে ইচ্ছা করি । হে তাত ।

প্রসন্ন হইয়া তাহা কীৰ্ত্তন করুন । ব্রহ্মা বলি-

লেন,—চতুর্কোণ অগ্নিচক্রে অগ্নি, বর্জুলাকার

অগ্নিচক্রে বিষ্ণু এবং ধনুয়াকৃতি অগ্নিচক্রে

সৰ্বদেব-নমস্কৃত রুদ্র অধিষ্ঠিত । চতুরশ্র

অগ্নিচক্রান্ত বহি অগ্নিপদবাচ্য, বর্জুলচক্রে

হতাশন-পদবাচ্য ও অর্ধচন্দ্র বা ধনুয়াকৃতি

অগ্নিচক্রে অনলনামে অভিহিত ; যজ্ঞ-প্রতিষ্ঠা

এইরূপে হইয়া থাকে । দ্বিজগণে দেবতাধি-

ষ্ঠান, আচার্যো যোগজ্ঞান, জলে বক্রণ, কুশে

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, শূদ্র—সকলেরই অগ্নিহোম

কর্তব্য । কিন্তু মহানাস কর্তব্য, কুণ্ডাদিতে

নহে । ১—৫ । নামভেদ-সংস্কৃত বহু মহা-

নাসে রাখিয়া ফলাকার্জকী মহাবিদ্যাভিজ্ঞ

\* তথা বীরগণোক্তমাচিরাতি পাঠা-

স্তবম্



অচায়াস্ত উমাদেবী অবে দেবান্নলোচনঃ ।  
 তৎসংযোগপরো দেবঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ১৩  
 প্রণীতা পৃথিবী জেয়া স্বাহাকারে মহামখাঃ ।  
 পুষ্পেষু ঋতবো বিদ্ধি পাত্রেষু চ মহোদধিঃ ।  
 বেদীমধ্যে তু গায়ত্রী সোমো অভ্যাক্ষণে স্থিতঃ  
 ইন্ধনে মণিভদ্রস্ত শিখাং বজ্রধরায়ুধঃ ।  
 হোতারস্তং বিজানীয়াশ্চমসাদিষু পৰ্বতাঃ † ১৫  
 উচ্চুবে \* দেবতা কুদস্তালবৃন্তে তু বায়বঃ । ,  
 মজ্জণেষু গণাঃ সৰ্বা ভস্মে ভূয়োহপি শকরঃ ॥ ১৬  
 লোকপালান্ত কোণেষু ওঙ্কারে সর্বদেবতাঃ ।  
 মাতরো হোমভাগে তু পুতনা বিস্কুলিঙ্গদা ॥ ১৭  
 আদিত্যাদিস্থিতা তেজে যে দেবোহপরঃ পরঃ ।  
 দেবানাং প্রতিহেমিস্ত প্রহরার্ধেন ভূতিদম্ ॥ ১৮  
 মধ্যাহ্নে তু মনুষ্যাণাং হোমহেতু জিযামিকম্ ।  
 অপরাহ্নে পিতৃণাঞ্চ সন্ধ্যায়ং গ্রহভৌতিকম্ ॥  
 রাত্ৰৌ পাপবিনাশার্থং দিব্যসিদ্ধিপ্রসাধনম্ ।  
 প্রহরার্ধেন হোতব্যাংকরাতে চ আয়ুধম্ ।  
 শেষে পুত্রপ্রদং বৎস উদয়ে সৰ্বকামদম্ ॥ ২০

মহাসর্গগণ, অচায় উমাদেবী, অবে শিব, অক-  
 ক্ষব সংযোগে সর্বদেব-নমস্কৃত পরমদেব ।  
 প্রণীতাপাত্রে পৃথিবী, স্বাহাকারে বজ্র, পুষ্পে  
 ছয় ঋত, পাত্রে মহাসমুদ্র, বেদীমধ্যে গায়ত্রী,  
 অভ্যাক্ষণে সোম, যজ্ঞীয় কাষ্ঠে মণিভদ্র, শিখায়  
 বজ্র, চর্ম্মাদিতে পর্বত, ভস্মায় কুদ্র, তালবৃন্তে  
 বায়ু, মজ্জ গণসমূহ, ভস্মে শকর, কোণে লোক-  
 পাল সকল, প্রণবে সকল দেবতা, হোমভাগে  
 মাতৃগণ, বিস্কুলিঙ্গে পুতনা, তেজে আদি-  
 ত্যাদি এবং লেপে শিব অবস্থিত । দেবগণের  
 প্রাতর্হোম অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে করিলে, ঐশ্বর্য্য  
 লাভ হয় । মনুষ্যাগণের হোম মধ্যাহ্নে, যোক্ষের  
 জন্ত হোম তৃতীয় প্রহরে, পিতৃহোম অপরাহ্নে,  
 গ্রহভৌতিক হোম সন্ধ্যায়, আর পাপ  
 বিনাশার্থ হোম রাত্ৰিতে কর্তব্য । সিদ্ধি-  
 উদ্দেশে হোম প্রহরার্ধে হয়, আয়ুর্ভাগে

\* উষ্ট্রা চেতি পাঠান্তরম্ ।

দক্ষিণা সর্বকামেষু সর্বপ্রাপ্তিপ্রদায়কম্ ।  
 † কণাধিদেবতা দেয়া প্রথমাচরণাহতিঃ ।  
 অমৃতখা বিকলং বিপ্র ভবতে হবনং সদা ॥ ২১  
 বাক্ক মনুষ্যতাম্রোথৈরোপ্যাহেমময়োদ্রবৈঃ ।  
 দশধা পুণ্যরুক্মিষ্ণু হবনস্থানভোজনৈঃ ॥ ২২  
 দেবাকৈঃ শূলপদ্মাকৈঃ শব্দচক্রহতাশনৈঃ ।  
 স্বতক্ষীরবসানানি গ্রহীতব্যানি বৃদ্ধিমান্ ॥ ২৩  
 দেব্যান্তাপনষাক্রিয়ৈর্বসোর্ধারাপ্রভাবিতৈঃ ।  
 দ্রব্যোহেহ্মং প্রকর্তব্যমমৃতখা বা বিধানতঃ ॥ ২৪  
 আত্বেদমু \* সাংতুপ্তং পুষ্টা দাস্তিস্তি দেবতাঃ  
 বেলাহীনেষু সুরাণামধিদেবভূজং কলম্ ।  
 এবং তে কথিতং বৎস সর্বলোকসুখাবহম্ ॥ ২৫  
 হোতারো মনুষ্যানাং অর্গাচর্ভবতে স্মৃণী ।  
 তস্মাদসংস্কৃতে বহৌ ন হোতব্যম্বেদকৈঃ ॥ ২৬  
 মজ্জবিজ্ঞকহোতারো হ্যাপ্যায়স্তু দেবতাঃ † ।  
 অবৈদকস্তু হোতারো নৈব ত্রীণাতি বৈ সুরান্ ॥  
 হোমাং সর্বকলাবাণ্ডিঃ সর্বেষামপি জায়তে ।  
 তস্মান্নমজ্জবিধানকঃ প্রাতরেব শুভপ্রদঃ ॥ ২৮

হোম আয়ুঃপ্রদ, রাত্ৰিশেষে হোম পুত্রপ্রদ,  
 উদারহোম সর্বকামপ্রদ । ৬—২০ । দক্ষিণা  
 সকল হোমেই দেয় এবং দক্ষিণা ইষ্ট-  
 সাধিকা । আরম্ভকণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা  
 উদ্দেশে প্রথমে আহতি দেয় । অমৃতখা হোম-  
 কার্য্য বিকল হইয়া থাকে । দাক্ষময়, মনুষ্যময়,  
 তাম্রময়, বজ্রতময় এবং সুবর্ণময় দেবাক্তিত বা  
 শূলাদ্যাক্তাবিত হোমপাত্র দ্বারা যুতাди গ্রাহ্য ;  
 উক্ত পাত্রভেদে উক্তোরস্তর দশভুগণ অধিক  
 পুণ্যলাভ হয় । দেবীর স্তানীয়, যজ্ঞীয় অথবা  
 বনুধারায় উক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম বিধেয় ;  
 অথবা বিধানানুসারে অন্য দ্রব্যাদ্বারাও হোম  
 কর্তব্য । বেদজ্ঞগণের হোমপুষ্ট দেবতাগণ ভূক্তি  
 সম্পাদন করেন । আর অজ্ঞহোতা দেবতা-  
 ত্রীণনে সমর্ষ নহে\* । সকলেরই সকল কললাভ

\* চেতি পাঠান্তরম্ ।

† বেলাহীকনখিত্যাতি সার্বমিত্যং মনুষ্য-  
 পুণ্যকাক্ষয়ে নাস্তি ।

পূর্বাঙ্গে দেবতা বিকূর্দ্ভকিণেন হরঃ স্থিতঃ ।  
 পশ্চিমেণ স্থিতো ব্রহ্মা এতে অগ্নেঃ দেবতা ।  
 তেজে রুদ্রঃ বিজানীয়া জ্ঞানায়াকাপি চর্চিকা  
 ক্রিয়াযুগে চ বিপ্রাণাং লক্ষ্মীস্তুত্ৰাপি দেবতা ॥ ৩০  
 এবং প্রতিষ্ঠিতঃ হোমময়শ্চ জয়ন্তথা ।  
 জয়ো দেবাস্তমঃ কালান্তরোহগ্নিগুণমজিতাঃ ॥ ৩১  
 গার্হপত্যং দক্ষিণাগ্নির্বনীয়কং তে ত্রয়ঃ ।  
 একস্তেব সমুপমা বহুভেদা বিজ্ঞোত্তম ॥ ৩২  
 ইতি ত্রিদেবীপুরাণে ত্রিগ্নিবিধির্নাম একবিংশ-  
 ত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

ষাষ্টিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বৃহস্পতিঃ কবাচ ।

একত্রিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।  
 বহুধা তৎ কথং কৰ্ম যোজয়ন্তি বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥ ১  
 দক্ষিণাগ্নিবিভাগস্ত প্রসূতির্বহুধা যথা ।  
 নামন্তিঃ কৰ্মান্তির্দেব কথয়ন্ত সমাসতঃ ॥ ২

হোম হইতে হয় । অতএব ময়-বিধানান্ত ব্যক্তি  
 প্রথমেই হোম করিবে । পূর্বভাগে বিষ্ণু দেবতা  
 দক্ষিণভাগে শিব দেবতা এবং পশ্চিমে ব্রহ্মা  
 দেবতা— এই তিন দেবতা অগ্নিস্থিত । তেজে  
 রুদ্র, জ্ঞানায় চর্চিকা, আর ক্রিয়ার লক্ষ্মী  
 প্রতিষ্ঠিত । হোম এইরূপে প্রতিষ্ঠিত ; তিন  
 অগ্নি, তিন দেব, তিন কাল, অগ্নি গুণমজিত  
 ত্রিবিধ । গার্হপত্য, দক্ষিণ এবং আহবনীয় এই  
 তিন অগ্নি, বহুভেদে এক অগ্নিরই বিবিধ ভেদ  
 হইয়াছে ॥ ২১—৩২ ॥

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

ষাষ্টিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৃহস্পতি বলিলেন,—এক অগ্নিরই গুণত্রয়-  
 সম্পন্ন হইয়া সর্বদেবের সুখ সম্পাদন করিতে-  
 ছেন ; কিন্তু আশ্রমেরা বহু প্রকার কৰ্ম  
 ভাষাতে করেন কিরূপে ? নামন্তিঃ কৰ্মান্তিঃ

এবমুক্তস্ত গুরুণা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুযাবদিতো দ্বিজ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্র এক এব হতাশনঃ ।  
 রুদ্রমূর্তিঃ স্থিতো নিত্যং তেজো নাম মহাস্বনঃ ॥  
 ত্রেতায়াং দক্ষিণেশো বৈ যজ্ঞার্থে বিন্দুজয়ন্তান  
 গার্হপত্যং ততো জাতং হবনীয়ং ততোহভবৎ  
 হবনীয়প্রসূতিস্ত তদুত্তরাদ্যা মহোজসঃ ।  
 একপঞ্চাশতং নাম চরাচরবিধারকাঃ ।  
 তেষাং বৈ নাম কৰ্ম্মাণি বহুধা ক্রহি ভো দ্বিজ  
 সপ্ত সপ্ত বিভাগেন তেষাং সন্ততিজাতয়ঃ ।  
 তদুত্তরো বরমাস্তলো বিভূশ্চ বল অঙ্গিরাঃ ॥ ৭  
 সমুত্তবো জয়ে রুদ্রঃ সংযুগো ব্যালিকো ভবঃ ।  
 সূর্য্যো জনঃ শশাঙ্কশ্চ বিশ্বদেবাঃ পরাবনুঃ ॥ ৮  
 কল্যাণঃ সংকরো ঘোরো বড়বাগ্নিঃ পরাস্তকঃ ।  
 দক্ষো নিরীশ্বরঃ কামঃ কামান্তকপরাঙ্গকো ॥ ৯

দক্ষিণাগ্নি বিভাগ, হুধা তৎ-সন্ততির বিষয়  
 সংক্ষেপে কীর্তন করুন । ১২ : বৃহস্পতি এই  
 কথা বলিলে ব্রহ্মা মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে  
 দ্বিজ ! এক মনে শ্রবণ কর । পূর্বকালে সত্য-  
 যুগে রুদ্রমূর্তি এক অগ্নিরই ছিলেন, তাঁহার নাম  
 তেজ । ত্রেতাযুগে যজ্ঞের জন্ত দক্ষিণাগ্নি হইতে  
 যে অগ্নির সৃষ্টি হয় তাহাই গার্হপত্য নামে  
 অভিহিত । আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি তৎ-  
 পরে হয় । তদুত্তরাদি মহাতেজা,—আহবনীয়  
 অগ্নির সন্ততি । তাঁহাদের সংখ্যা একপঞ্চাশৎ ।  
 \* তাঁহারা চরাচরের বিধায়ক । তাঁহাদের  
 নাম,—ভরত, চর, মঙ্গল, বিভু, বল,  
 অঙ্গিরা, সমুত্তব, জয়, রুদ্র, সংযুগ, ব্যালিক,  
 ভব, সূর্য্য, জন, শশাঙ্ক, বিশ্বদেব, পরাবনু †  
 কল্যাণ, সংকর, ঘোর, বড়বাগ্নি, পরাস্তক,  
 (মূলে পাঠ ‘পরাস্তকঃ’) দক্ষ, নিরীশ্বর, কাম,

\* মূলে পূর্বাণের পাঠের অনৈক্য আছে ।

† পরে অনল উদ্ভেদ আছে ; কিন্তু  
 পরাবনুর উদ্ভেদ নাই ।

বীতংসো বিজয়ো ধূমঃ কৃষ্ণবৰ্ণা হাটকঃ ।  
 অজিতঃ শকরঃ শম্বঃ শুদ্ধিদো জয়দো গুরুঃ ॥১০  
 অপরোহপরাজিতঃ কঠঃ প্রতাপো বহদঃ শুভঃ ।  
 আরণ্যঃ সৰ্বগঃ শম্বুঃ কামকো রিপুহা শিবঃ ॥১১  
 গৰ্ভাধানাদিসংস্কারৈঃ স ভবেৎ সৰ্বকামদঃ ।  
 পরিগ্রহানুরূপেণ তথা হোমবশেন চ ॥ ১২  
 লম্বাহারো বিতুঙ্ক নিত্যহোতা প্রকীর্তিতঃ ।  
 কৃষ্ণা হস্তাশনে পশু কৰ্ম্মাণি ভবতে সদা ॥ ১৩  
 সৰ্বসিদ্ধিপ্রদাঘ্নান্নাদিন্তথা হবনে চ সঃ ।  
 আধানে ভরতো হুগ্নির্বঃ পুংসবনে স্মৃতঃ ।  
 সৌমন্তে মঙ্গলো নাম জাতকৰ্ম্মে বিভুঃ স্মৃতঃ ॥১৪  
 নামে বলঃ সমাধ্যাতঃ প্রাশনে অজিরা মতঃ ।  
 চূড়ে সমুদ্ভবো বহির্জয়ো ত্রতনিবন্ধনে ॥ ১৫  
 কুদ্রো গোদানিকো নাম বিবাহে সংযুগঃ স্মৃতঃ  
 অগ্নিষ্ট ব্যালিকো নাম অগ্নিহোত্রে বিদীয়তে ।  
 আবসথে ভবো জ্যেয়ঃ পিতৃণাং বিশ্বদেবকঃ ॥১৬  
 অনলো জাঠরো হুগ্নিঃ কল্যাবোহমৃততক্কে  
 স্বৰ্ঘ্যো বহির্মহাহোমে জলো জলনিবেশনে ॥১৭  
 শশাকঃ পুৰ্ণিমাহোমে কয়ে সংবৰ্ত্তকো মতঃ ।  
 ঘোরঃ কাঠসমুখচ্চ পরাত্তো বেণুসম্ভবঃ \* ॥১৮

কামাস্তক, পরাস্ত ৮, বীতংস, বিজয়, ধূম, কৃষ্ণ-  
 বৰ্ণা, হাটক, অজিত, শকর, শম্ব, শুদ্ধিদ, জয়দ, গুরু, অপর, অপরাজিত,  
 কঠ, প্রতাপ, বহদ, আরণ্য, সৰ্বগ, শম্বু, কামুক, রিপুহা, শিব ও কামাগ্নি। গৰ্ভাধানাদি  
 সংস্কার বশে এই অগ্নি সৰ্ব অতীষ্ট-সাধক  
 হন। পরিগ্রহাদি অনুসারে নিত্যহোতা বিতুঙ্ক  
 হইয়া থাকে। গৰ্ভাধানে অগ্নি ভরউ, পুংসবনে  
 বর, সৌমন্তে মঙ্গল, জাতকৰ্ম্মে বিভু, নামকরণে  
 বল, অন্নপ্রাশনে অজিরা, চূড়াকরণে সমুদ্ভব,  
 উপনয়নে জয়, গোদানে কুদ্র, বিবাহে সংযুগ,  
 অগ্নিহোত্রে ব্যালিক, আবসথাকৰ্ম্মে ভব,  
 পিতৃকৰ্ম্মে বিশ্বদেব, জাঠরে অনল, অমৃত-  
 তক্কে কল্যাব, মহাহোমে স্বৰ্ঘ্য, জল নিবেশনে  
 জল, পুৰ্ণিমা-হোমে শশাক এবং প্রলয়ে সংবৰ্ত্ত

\* বেদসম্ভবঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সমুদ্রে বড়বাগ্নি দক্ষঃ পাকবিধৌ মতঃ ।  
 নিধৌশো বনুধারায়ঃ কামদেবোহথ ধূপজঃ ॥১৯  
 তুষজঃ কামহা অগ্নী রথায়ান্ত পরাস্তকঃ ।  
 বীতংসুঃ কুৎকরো বহির্বিজয়ো নৃপগেহজঃ ॥২০  
 ধুম্রো বৃকসমুখচ্চ দৌপে কৃষ্ণপথো মতঃ ।  
 হেমঃ তাপে ভবেদান্য অজিতো মাতৃবেশজঃ ॥২১  
 সঙ্গরো স্নেচ্ছলোকেষু শম্বো বৈ চেষ্টপাকজঃ ।  
 দ্বিত্যে শুদ্ধিং বিজানীয়াচ্ছয়ঃ শুক্রনিবেশনে ॥২২  
 গুরুদীক্ষাবিধৌবহির্হ্যপরোতিষ্ঠিনীষু চ ।  
 কঠোহমুকুলজো বিদ্ধি লক্ষহোমেহপরাজিতঃ ।  
 প্রতাপো নৃপদীক্ষায়ঃ বহদো টকশোণজঃ ।  
 শুভো গ্রহবিধৌ হুগ্নিরারণ্যে অরণীভবঃ ॥ ২৪  
 সৰ্বগো বৈদ্যতো বহিঃ শম্বুর্মণিসমুদ্ভবঃ ॥ ২৫  
 কামিকঃ সাধকাগ্নিঃ রিপুহা আতিচারজঃ ॥ ২৬  
 কোটিহোমে শিবো বহিঃ সৰ্বকামপ্রদায়কঃ ।  
 শিবতেজোভবে বিপ্র কালাগ্নিঃ স চ কীর্তিতঃ

( সংক্ষয় ) নামে অভিহিত। কাঠসমুত অগ্নির  
 নাম ঘোর, বেণুসমুত অগ্নির নাম পরাস্ত,  
 সমুদ্রে বড়বাগ্নি, পাককার্য্যে দক্ষ এবং বনু-  
 ধারায় নিধৌশর নামে অগ্নির প্রাসক্তি। ধূপজ  
 অগ্নির নাম কাম, তুষসমুত অগ্নির নাম কামহা,  
 রথায়ান্ত অগ্নির নাম পরাস্তক, কৃষ্ণকর বহি  
 বীতংসু, রাজ-গৃহসমুত অগ্নি বিজয়, বৃকসমুত  
 অগ্নি ধূম, দৌপবহি কৃষ্ণবৰ্ণা, পুৰ্ণাতাপকর  
 বহি হাটক, মাতৃগৃহজ বহি অজিত, স্নেচ্ছ-  
 লোকস্থিত বহি শকর, ইষ্টক-পাকজ বহি  
 শম্ব, চেষ্ট্য বহি শুদ্ধিদ এবং শুক্র বহি  
 জয়দ। দীক্ষাবিধিতে যে বহি, তাঁহার নাম  
 গুরু। তিষ্ঠিতী-বৃকঃ সমুত অগ্নি অপর,  
 অমুকুল বহি কঠ, লক্ষ-হোমের বহি অপরা-  
 জিত, রাজদীক্ষায় প্রতাপী, টকশোণ-সমুত  
 অগ্নি বহদ। গ্র(গৃ)হীকার্য্যে অগ্নির নাম শুভ,  
 অরণ্য-কার্য্যে অগ্নির নাম আরণ্য, বৈদ্যত  
 বহির নাম সৰ্বগ, মণিসমুত অগ্নির নাম শম্বু,  
 সাধকাগ্নির নাম কামিক, আতিচারিক বহির  
 নাম রিপুহা, কোটিহোমে বহির নাম শিব এবং

একো বহুপ্রকারৈব নামকর্তৃর্থা স্থিতঃ ।  
কথিতঃ পাবকো বৎস কিং ভূয়ঃ পরিপৃচ্ছসি ॥২৭  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বহিঃশ্রোত্রে নাম দ্বাবিংশত্যা  
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

—

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নৃপবাহন উবাচ ।

বহিঃকর্মকলং বিপ্র কথিতক্যাবধারিতম ।  
পুষ্পগন্ধবিশেষস্ত শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১  
অগস্ত্য উবাচ ।

পাত্ৰাণাং রোপ্যাহেমোর্থো যথা প্রোক্তো  
নৃপোত্তম ।  
স্বতর্হোমেবরং যদ্বৎ তিলাশ্চ মদলেপনে ।  
চন্দনাশুককর্পূরনখং ধূপে বরং মতম্ ॥ ২  
মদকর্পূরকাস্মীররোচনা চ চতুষ্টিয়ম্ ।  
এতেন লেপয়েদেবাঃ সর্বকামানবাগ্ধ্যুয়াৎ ॥ ৩  
জাতীকক্কেলপত্রৈলা-কুষ্ঠকুঙ্কমপত্রিকা ।

শিব-নেত্রৌদ্ধৃত বহির নাম কালারি । হে  
বৎস ! কর্মভেদে নামভেদে এক বহি যে বহু  
প্রকারে অবস্থিত, ইহা তোমাকে বলিলাম,  
আর জিজ্ঞাস্ত কি আছে ? ১—২৭ ।

দ্বাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

—

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

‘নৃপবাহন বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! বহি-  
কর্মকল আপনি কীর্তন করিলেন, আমিও  
অবধারণ করিলাম; এক্ষণে পুষ্প ও গন্ধ-  
বিশেষের বিষয় তত্ত্বতঃ অবগণ করিতে ইচ্ছা  
করি । অগস্ত্য বলিলেন,—হে রাজসত্তম ।  
পাত্রেয় মধ্যে রজতময় এবং সুবর্ণময়পাত্র  
স্বতর্হোমে যেমন প্রশস্ত ও তিল যেমন  
প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, লেপন  
বস্তুর মধ্যে যুগনাতি তজ্জপ প্রশস্ত ।  
চন্দন, অশুক, কর্পূর এবং নখী ধূপে প্রধান ।  
যুগনাতি, কর্পূর, কুঙ্কম এবং গোমোচনা এই

জাতীকলো লতাখ্যা চ স্নানগন্ধা মদাধরা ॥ ৪  
নাগকেশরকর্পূরমুরামাংসীঃ সর্বাঙ্গকাঃ ।  
উদ্বর্তনঃ সমাখ্যাতাঃ সকলা মাতৃপ্রিয়াঃ ॥ ৫  
ধূপং কল্যাণনাগস্ত নিত্যং দেবাঃ প্রিয়ং নৃপ ।  
চন্দ্রাখ্যং লেপনং দেয়ং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৬  
মণিমৌক্তিকমালাশ্চ বিহানঞ্চ হৃকুলজম্ ।  
ঘণ্টাদি সর্বদা দত্ত্বা হেমপুষ্পকলং লভেৎ ॥ ৭  
পুষ্পৈরারণ্যাসমুত্তৈঃ পত্রৈর্বা গিরিসমুত্তৈঃ ।  
অপর্যায়িতনিশ্চিদ্ভৈঃ প্রোক্ষিতৈস্তজ্জস্তুবর্জিতৈঃ ॥ ৮  
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েচ্ছিবাম্  
পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ ॥ ৯  
তপঃশীলশুণোপেতে পাত্রে বেদস্ত পারগে ।  
দশ দশা সুবর্ণানি যৎ ফলং কুসুমেষু তৎ ।  
মাতরাণাং সন্ধদত্ত্বা লভতে নৃপসত্তম ॥ ১০  
তস্মাৎ পুষ্পান্ প্রবক্ষ্যামি পত্ন্যাশ্চ সুরভীশ্চ যে  
কেতকীকাতিমুক্তঞ্চ বকবন্ধুবকুলা ঋষিঃ ।  
কদম্বঃ কর্ণিকারশ্চ শিকুধারঃ সমুদ্রয়ে ॥ ১২

চারি দ্রব্য দ্বারা দেবী লেপন করিলে সর্ব-  
অভীষ্ট প্রাপ্তি হয় । জায়ফল, তেজপাত, এলাচ, কুড় ও কুঙ্কমাদি স্নানগন্ধ, যুগনাতি স্নানের পক্ষে অধম । নাগকেশর, কুঙ্কম, কর্পূর, মুরামাংসী এবং বালা,—এই সকল উদ্বর্তন-দ্রব্য মাতৃগণের প্রিয় । ১—৫ । হে রাজন্ ! ধূপ ও কল্যাণ নাগ দেবীর নিত্যপ্রিয়, কর্পূর-লেপন প্রদান করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয় । মণি-মুক্তামালা, বর্ষাবতান এবং ঘণ্টাদি সর্বদা দান করিলে, সুবর্ণ-পুষ্পদানের ফল হয় । অপর্যায়িত, ছিদ্রগীন, কাটা-বর্জিত এবং প্রোক্ষিত আরণ্য পুষ্প, নিজ উদ্যানজাত পুষ্প এবং পর্বতজাত পত্রদ্বারা ভবানী-পূজা করিবে । পুষ্পবিশেষে পুণ্য-বিশেষ হইয়া থাকে । তপস্যা, শীলতা এবং বিবিধ সদ্গুণ-সম্পন্ন বেদপারগ পাত্রে দশসুবর্ণ (যুগ্ম-বিশেষ) দান করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, মাতৃগণকে একবার পুষ্পদান করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে । অতএব সুগন্ধি পুষ্প ও পত্র কীর্তন করিতেছি,—কেতকী, বন্ধুক, বকুল, বক,



পুন্নাগচম্পকঃ কুন্দঃ যুধিকা নবমল্লিকা ।  
 দমনা মরুপত্রশ্চ শতধা পুণারুহয়ে ॥ ১৩  
 তগরার্জুনমালতী রুহতীশতপত্রিকাঃ ।  
 করবীরকুম্বকফলারবিন্দপাটিলচামলকী ॥ ১৪  
 জবাবিটিকলাশোক-রক্তনীলোৎপলাঃ সিতাঃ  
 পঙ্কজঃ শতপত্রশ্চ দশধা পুণারুহয়ে \* ।  
 এতেন্ন অর্চয়েদগৌমাশু সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ১৫  
 দ্রোণপুষ্পী শমী ক্ষীরী নীলাপামার্গপত্রিকা ।  
 সুবসা বর্ষরা ভদ্রা সুরভী কণমল্লিকা ॥ ১৬  
 কদম্বৈরর্চয়েদ্রাত্রৌ মল্লিকা উভয়োঃ সমা ।  
 দিব্যশেষাণি পুষ্পাণি যথালোভেন পূজয়েৎ ॥ ১৭  
 কীটকেশোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্যুষিতানি চ ।  
 মুকুলৈর্নার্চয়েদেব্যাঃ অপকং ন নিবেদয়েৎ ।  
 ফলং কথিতবিদ্ধকং যত্রাৎ পকমপি ত্যজেৎ ॥ ১৮  
 অলাভেন চ পুষ্পাণাং পত্রাণাপি নিবেদয়েৎ ।  
 পত্রাণামপ্যলাভে তু ফলাণাপি নিবেদয়েৎ ॥ ১৯  
 ফলাণামপ্যলাভে তু তদুৎকলোষণাত্মপি ।  
 ওষধীনামলাভে তু ভক্ত্যা ভবতি পূজতা ॥ ২০

কদম্ব, কর্ণিকার, সিন্দুবার, পুন্নাগ, চম্পক, কুন্দ, যুধিকা, নবমল্লিকা, দমন, মরুপত্র, অর্জুন, মালতী, রুহতী, শতপত্রী, করবীর, কফলার, পাটিল, জবা, রক্ত-নীলাদি বিবিধ অশোক, পদ্ম এবং দ্রোণপুষ্প, বিষপত্র, আমলকীপত্র, শমীপত্র, নীল অপামার্গপত্র ইত্যাদির দ্বারা ভবানী-পূজা করিবে। রাত্রি-পূজা কদম্বদ্বারা দিব্য রাত্রি উভয় সময়ে পূজা মল্লিকাদ্বারা এবং প্রাপ্তি অনুসারে অবশিষ্ট পুষ্প দ্বারা দিব্য-পূজা কর্তব্য। কীটগুক্ত, কেশগুক্ত, শীর্ণ বা পর্যুষিত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা কর্তব্য নহে। ফলিকা দ্বারা দেবী-পূজা করিবে না। অপক ফল অর্পণ করিবে না। পক ফলেরও যদি কাণ্ড নিঃসারণ করা হয় বা বিদ্ধতা দিগোষ হয় ত তাহাও পরিত্যজ্য। পুষ্পালাভে পত্র দিবে,

প্রত্যেকমুকুলপুষ্পেব দশসৌবর্ণিকং ফলম্ ।  
 সন্নিবন্ধেবু তেষেব দ্বিগুণং ফলমুচ্যতে ॥ ২১  
 যঃ সুগন্ধৈরুক্তপুষ্পৈঃ সমাগেদৌঃ প্রপূজয়েৎ ।  
 মালাভির্বাণি স্তম্ভৈঃ সোহনন্তঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥  
 বিন্দপত্রৈরথৈর্গুণৈঃ সক্রল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ।  
 সর্বপাপবিনিমুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২২  
 যঃ কথ্যাত্ত শিবরামমাত্রবিদ্বাদিশোভিতম্ ।  
 জাতীবিজয়সর্জ্জার্ক-করবীরাক্তকুন্তকৈঃ ॥ ২৪  
 পুন্নাগনাগবকুলৈরশোকোৎপলচম্পকৈঃ ।  
 কদলীহেমপুষ্পাদৈস্তম্ভ দানফলং শৃণু ॥ ২৫  
 যাবৎ তৎপত্রকুম্ববীজমুত্থিতফলানি চ ।  
 তাবদ্বর্ষসংখ্যানি দেব্যা লোকে স মোদতে ॥ ২৬

ইতি ত্রীদেবীপুরাণে পুষ্পবিধির্নাম ত্রয়ো-  
 বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

পত্রালাভে ফল দিবে, ফলাভাবে তদুৎকল-ওষধিও প্রণয়ন করিবে। ওষধি অভাবে কেবল ভাস্করলেই দেবীর পূজা হয়। উক্ত পুষ্পসমূহের মধ্যে এক একটা পুষ্পাদানে দশ সুবর্ণদানের ফল হয়। বহু পুষ্পদানে দ্বিগুণ ফল। যে উক্ত সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা অথবা উত্তম গ্রথিত মালা দ্বারা সম্যক দেবী-পূজা করে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি অথবা বিষপত্র দ্বারা একবারও শিব-পূজা করে, সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে সংকৃত হয়। যে ব্যক্তি আম্র, বিন্দ, জাতী, পুন্নাগ, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত উদ্যান শিবের উদ্দেশে দান করেন, তাহার দানফল শ্রবণ কর;—সেই উদ্যানের পত্র, কুম্ব, বীজ ফল এতৎ সমুদয়ের যত সংখ্যা, তত সহস্র বৎসর দেবীলোকে আনন্দ লাভ তাহার হয়। ৬—২৬।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

\* পুন্নাগ ইত্যাদি মোকজয় পুস্তকা-  
 ন্তরে নাস্তি।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নৃপবাহন উবাচ ।

সমস্তধর্মকথনং তববক্তাবিনিঃসৃতম্ ।

ঋতং ভূয়োহপি পৃচ্ছামি দেব্যা গুরুপ্রপূজনম্ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

ভূগৃহে গৃহমধ্যে বা রক্তাস্তে গিরিকন্দরে ।

নদীনদসমুদ্রে বা একাস্তে কুরবর্জিতে ॥ ২

শুভজনসঙ্গীর্ণে শুভবাপুপশঙ্কিতে ।

স্নাত্বা শাস্ত্রবিধানেন মহাপূর্বকং নৃপোত্তম ॥ ৩

দেব্যামূল্যজঘটকস্ত শুভ শস্তাসনে স্থিতঃ ।

মুহুর্চক্ষুতে শস্ত্রে তুলকার্পাসপূরিতে ॥ ৪

এবংবিধে স্থিতো মজ্জী স্বধূপসিতবাসসঃ ।

বিতানধ্বজসংহরে কটবস্ত্রবিভূষিতে ॥ ৫

মনোরমে কুতে স্থানে দেব্যাঃ স্নানাদিকার্যক্রিয়াঃ

কৃৎবা পূর্ববিধানেন হেমরাজততাম্রজৈঃ ॥ ৬

কলসৈস্তোম্রগন্ধাঢ্যৈঃ পৃথগ্ধূপসুধূপিতা ।

মদাভিলেপিতা দেব্যা তুকুলপরিবারিতা ॥ ৭

মুক্তাকলকুতাহার-পদ্মরাগবিভূষিতা ।

খড়গখেটকপাশাদি ছুরিকাदि নিবেশয়েৎ ॥ ৮

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

নৃপবাহন বলিলেন,—আপনার মুখে সমস্ত ধর্মকথাই শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে দেবীপূজা ও গুরুপূজার কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি । অগস্ত্য বলিলেন, ভূগর্ভ-গৃহ, গৃহমধ্যে, গিরি-কন্দর, নদ-নদী সমুদ্রতীর, কুরবর্জিত নির্জন-স্থান, উত্তম ভক্তজনপূর্ণ শুভবাপী শোভিত স্থানে মজ্জপাঠ সহকারে যথাশাস্ত্র স্নান করিয়া, গুরুবস্ত্র পরিধানপূর্বক কোমলচন্দ্রাদিনির্মিত প্রশস্ত আসনে সাধক উপবেশন করিবে, পূজাস্থান ধ্বজ চন্দ্রোতপাদিপরিবৃত, ধূপগন্ধা-মোদিত ও মনোদয় হইবে । গুদবীর মূলমস্ত্রে যতদক্ষ্যাস করিয়া শুভাদেবীর ধ্যানাদি ও আপনার দেবীরূপতা চিন্তা ইত্যাদি করিবার পর পূর্ববিধানে গন্ধজলপূর্ণ সুবর্ণময়, রক্ততময় বা তাম্রময় কলসে দেবীকে স্নান করাইবে ;

স্বতমাংসানি পূর্ণানি নৈবেদ্য-মুপপাদয়েৎ ॥ ৭

পূর্বোক্তবিধিনা বৎস পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।

ধ্যাত্বা দেব্যাং শুভাং বৎস বিগ্রহামপরাপরাম্ ॥

প্রণিপত্য তথা দেবীমাত্মানমপি তাদৃশম্ ।

কৃৎবা জপাদিকং কার্য্যং ত্রিবিধং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ১০

ততো নিবেদয়িত্বা তু বহিঃকর্ম্ম সুরক্ষিতম্ ।

কার্য্যং পূর্ববিধানেন অবশ্যচ্যাদিরক্ষিতে ॥ ১১

কুণ্ডে সুলক্ষণোপেতে বসোদ্ধারঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ ।

প্রাতিষ্ঠা রসপাত্রানি হোমে সা চ বিধিঃ শুভাঃ ॥

বলিদানং প্রকর্তব্যং গৃহেষু বিবিধেষু চ ।

শুভানাং লোক-পালানাং নানাযজ্ঞবিনায়কান্ ॥

কৃমিকৌটপতঙ্গৈস্তো ভূমৌ তোয়ান্নকল্পনাম্ ।

কৃৎবা ক্রমাপয়েদেদীং গুরুপূজাং তথা কুরু ॥ ১৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পূজাবিধির্নাম চতুর্বিংশ-

শত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

মৃগনাভি প্রভৃতির অম্ললেপন দিবে, বস্ত্র দিবে, মুক্তা-পদ্মরাগাদি মণিময় আভরণ দিবে, খড়গ-খেটকাদি অস্ত্র দিবে, বিবিধ ধূপ প্রদান করিবে, স্বত মাংসপূর্ণ নৈবেদ্য দিবে । বৎস ! পূর্বোক্ত বিধানে পরমেশ্বরীর পূজা করিবে অর্থাৎ পুষ্পাদি উপচার দানাদি তদনুসারে করিবে । তৎপরে জপ প্রণামাদি করিয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্ত হোম কার্য্য করিবে । এই হোমকার্য্যও পূর্ববৎ কর্তব্য । সেই প্রকার অকু অব, সেই সুলক্ষণ কুণ্ড, সেই প্রকার বসুধার-দান এবং হোমের সকল বিধিই পূর্ববৎ । বলিদান, শুভ লোকপাল প্রভৃতির পূজা এবং কৃমি কৌট পতঙ্গাদি উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন-জল দান করিবে । অনন্তর দেবীর নিকট ক্রমা গ্রহণ করিবে । এইরূপ গুরু-পূজাও কর । ১—১৩ ।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

দেবাগ্নিগুরুবিদ্যায়াঃ পূজায়াঃ সদৃশং ফলম্ ।  
গুরুস্তেষাং ভবেৎ পূজাঃ সৰ্বকামপ্রসাধকঃ ॥ ১  
বিদ্যাগ্নিদেবতানাঞ্চ বিশেষ উপদেশিকঃ ।  
যথার্থত্য়ায়বাদৌ চ সন্দেহবিনিবৰ্ত্তকঃ ॥ ২  
তন্তোক্তানি চ বাক্যানি শ্রদ্ধেয়ানি বিপশিতা ।  
যথার্থপুণ্যাধ্যাক্ষেষু তদশ্রদ্ধো ব্রজত্যাগঃ ॥ ৩  
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন শিবঃ সম্পূজয়েদগুরুম্ ॥ ৪  
নৃতিঃ পরোপকারায় আশ্রয়শ্চ বিমুক্তয়ে ।  
দেব্যা যাগবিধানেন তস্মৈ পূজা বিধীয়তে ॥ ৫  
হেমগোমণিভূম্যাদিদানাদি বিনিবেদয়েৎ ।  
গৃহমণ্ডপবিদ্যাশিখাশাসনাদিভিঃ ॥ ৬  
দেয়ং গুরোর্বিশেষেণ যদ্যদিষ্টতমং ভুবি ।  
তেন সৰ্বমবাপোতি তুষ্টেন নৃপসন্তম ॥ ৭  
অশক্তেষু চ সৰ্বেষু পাশে বিপ্লেষিতোহপি বা ॥  
গুরোৰ্ত্যাগবতঃ বিস্তং মহন্তক্তোপযোজয়েৎ ॥ ৮  
দক্ষস্ত যজ্ঞাবয়ে তু নলস্ত কৃতবেদিনে ।  
তথাপি ন চলন্তক্তিঃ পার্থস্ত চ তপোধনে ॥ ৯

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন,—দেবতা, অগ্নি, গুরু এবং  
বিদ্যাপূজনে সমান ফল, কিন্তু ভয়মধ্যে গুরু  
বিশেষতঃ পূজা ; গুরুই অতীষ্টের সাধক, গুরু  
বিদ্যাগ্নির উপদেষ্টা, গুরু যথার্থ ত্য়ায়বাদী ও  
সন্দেহনিবৰ্ত্তক । তৎকথিত বাক্য বিচক্ষণের  
শ্রদ্ধেয় । গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধা করিলে অধো-  
গামী হয় ; অতএব সৰ্বতোভাবে শিবস্বরূপ  
গুরুর পূজা কর্তব্য । পরোপকার ও আশ্র-  
য়ভিক্ষার ন্যূনতমে দেবীপূজাক্রমে গুরুপূজা করা  
মানবের বিহিত । সুবর্ণ, গো, ভূমি, গৃহ,  
মণ্ডপ, শয্যা, আসন, বিদ্যা সমস্তই গুরুকে  
দিবে ; পৃথিবীতে কাহা খুব ভাল বস্তু, তাহাই  
গুরুকে দেয় । হে রাজসন্তম ! গুরুসন্তোষে  
সকলই পাওয়া যায় । এই সব দানে অশক্তি  
হইলে গুরুর অতিপ্রায়স্বার্থী ধন ভক্তিসহ-  
কারে দান করিবে । দক্ষ, নল, পার্থ, জনমে-

জনমেজয়স্ত যজ্ঞে চ অস্তেবাক মহাশ্রনাম্ ।  
ভবন্তি বিশ্বকর্তারো ধৈর্য্যাৎ তেষু বরপ্রদাঃ ॥ ১০  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে গুরুদেবপূজাবিধিনাম  
পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নৃপবাহন উবাচ ।

জপাধ্যয়নযুক্তানামন্তরায়া ভবন্তি যে ।  
তেষাং প্রশমনং তাত শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ॥ ১  
অগস্ত্য উবাচ ।  
দেব্যায়াঃ স্মরণং বৎস সৰ্ববিঘ্নবিনাশনম্ ।  
অনেকধা সমাখ্যাতং তথাপি কথয়ামি তে ॥ ২  
জপেন চাশ্রয়ঃ শুদ্ধিরগ্নিকার্যেণ সম্পদঃ ।  
সম্পদা চেহ কৰ্ম্মাণি সিধ্যন্তে যুক্তিদানি চ ॥ ৩  
তস্মাজ্জপাদিবৎশ্রদ্ধো অগ্নিকার্য্যং সমারভেৎ ।  
আশ্রয়ং সৰ্বসিদ্ধীনামিহানুত্র ফলপ্রদম্ ॥ ৪

জয় এবং অস্তান্ত মহাশ্রগণের গুরুভক্তি  
কিছুতেই অবগত হয় নাই । সেই অবি-  
চলিত ভক্তিপ্রভাবেই বিশ্বকারীরাও শেষে  
বরদাতা হইয়াছেন । ১—১ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

নৃপবাহন বলিলেন,—জপ ও অধ্যয়নযুক্ত  
ব্যক্তির যে সব অন্তরায় উপস্থিত হয়, হে  
তাত । তৎসমুদায়ের শান্তির উপায় শুনিতে  
ইচ্ছা করি । অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস !  
দেবীর স্মরণে যে সকল বিঘ্ন দূর হয়, তাহা  
অনেকবার বলিয়াছি ; তথাপি অস্ত উপায়ও  
বলিতেছি । জপদ্বারা আশ্রয়ভক্তি, অগ্নিকার্য্য  
দ্বারা সম্পত্তি-লাভ এবং সম্পত্তির ফলে যুক্তি-  
জনক কৰ্ম্মও সিদ্ধ হয় । অতএব জপাদি-গুরু  
হইয়া অগ্নিকার্য্য আরম্ভ করিবে । অগ্নিকার্য্য—  
সৰ্ববিধ সিদ্ধির ( বিঘ্নশমনের ) মূল ও ইহ-

পূর্বোক্তলক্ষণে কুণ্ডে পূর্বনামে হুতাশনে ।  
 অ বদ্রব্যাদিসংস্কারসম্পন্নস্ত ততো হুনেৎ ॥ ৫  
 প্রোক্ষয়িত্বা পুরা রাজ্যঃ কুণ্ডং মন্ত্রোদকেন তু ।  
 ততস্ত বেষ্টয়েৎ পশ্চাৎ কবচেন যথাক্রমম্ ॥ ৬  
 পুনরুল্লেখনং কুণ্ডাদিস্ত্রবীজেন ভো নৃপ ।  
 দক্ষিণোত্তরবারুণ্যাং মধ্যে তিস্তস্তথোত্তরে ॥ ৭  
 পুনরভ্যাক্ষণং কুণ্ডাৎ কবচেন বিধানবিৎ ।  
 বিষ্টরং কুণ্ডমধ্যে তু প্রণবেন পুনর্নাসেৎ ॥ ৮  
 ততঃ শক্তিং তসেৎ তস্মিন্ তদ্বিৎসহস্রসন্নিভাম্  
 ঋতুমতীং বিশালাক্ষীং সততং যোনিমুদ্রয়া ॥ ৯  
 যুগ্মকেশবসংভিন্নং দ্বিতীয়াশ্রমং স্থিতম্ ।  
 কেশবাস্তহিতো দেবো দেবী এষা হুতাশনে ॥ ১০  
 গন্ধপুষ্পার্চিতং কুণ্ডা অর্পয়িত্বা বিধানবিৎ ।  
 দেবাঃ সন্তর্পণার্থায় ততো বহিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১  
 তেনৈব স বিনিক্ষুপ্তা অবেষ্টকঃ নিয়োজিতঃ ।  
 স এব পরসংজ্ঞস্ত বহিঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥ ১২  
 তাম্রপাত্রে শরাবে বা আনয়িত্বা হুতাশনম্ ।  
 অস্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ তস্ত পূর্ববীজং নিমোজয়েৎ  
 ততস্তাবেষ্টয়েৎ পশ্চাৎ কবচেন যথাবিধি ।  
 ভ্রাময়িত্বা ত্রিধা কুণ্ডে যোনিমার্গেণ নিক্রিপেৎ ॥  
 জয়াখ্যেয়ং তু মন্ত্রেণ হৃদয়স্ত পুনর্ধজেৎ ।  
 গর্তাধানং ভবত্যেবং জাতবেদস্ত পার্শ্বিকঃ ॥ ১৫

পরকালের শুভকলজনক । পূর্বোক্তলক্ষণ কুণ্ডে,  
 উক্তলক্ষণমুক্ত অনলে অক-অবা দ্রব্যসমুত্ত  
 হইয়া হোমারম্ভ করিবে । ১—৫ । প্রথম মন্ত্র  
 পুত-জলে কুণ্ডপ্রোক্ষণ, কবচ-মন্ত্র দ্বারা বেষ্টন,  
 দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভাগে অস্ত্রবীজ  
 দ্বারা পুনরুল্লেখন, কবচমন্ত্র দ্বারা উত্তরদিকে  
 পুনরভ্যাক্ষণ, কুণ্ডমধ্যে প্রণব দ্বারা বিষ্টর-ত্ৰাস,  
 যোনিমুদ্রা দ্বারা সহস্রবিদ্যাৎসন্নিভা ঋতুমতী  
 বিশালাক্ষী-শক্তিভাস, তদীয় পুরুষভাস, গন্ধ-  
 পুষ্প দ্বারা তদুত্তরের পূজা, বহ্নিকল্পনা, তাম্র-  
 পাত্র বা শরাব-পাত্রে বহ্নি আনয়ন, অস্ত্রবীজ  
 দ্বারা প্রোক্ষণ, পূর্ববীজ প্রয়োগ, কবচমন্ত্রে

শিরসাভ্যর্চয়িত্বা তু জয়াদেবীং ততো যজেৎ ।  
 কুণ্ডং পুংসবনং হেবং সৌমন্তোন্নয়নং শৃণু ॥ ১৬  
 অজিতামর্চয়েৎ পূর্বং শিখাবীজং ততো যজেৎ  
 সামন্তকরণং বহুঃ কুতং ভবতি দৈনিকম্ ॥ ১৭  
 অস্ত্রেণ তু সমভ্যর্চ্য যজেদ্দেব্যপরাজিতাম্ ।  
 জাতকর্ম্ম কুতং হেবং ততো নাম বিনার্দ্দিশেৎ  
 বিশেষমর্চয়িত্বা তু কবচস্ত বিনার্দ্দিশেৎ ।  
 ততোহস্ত ধারয়েন্নাম দেব্যাগ্নিস্ত ভূতানঃ ॥ ১৮  
 নাদেবাং দেবাঃ কৰ্ম্মাণি সাধয়ন্তি কদাচন ।  
 তেন কার্ষেণ রাজেন্দ্র কার্ষো দেবাগ্নিপাবকঃ ॥  
 জননৈব চ মুদ্রাস্ত অভয়াখ্যা নিযোজনে ।  
 বোধনে অক্ষুণ্মুদ্রা তু বীণাখ্যে সর্বকর্ম্মণু ॥ ১৯  
 এবং বহ্নিস্ত সংস্কৃত্য মুদ্রামন্ত্রেণ যথাক্রমম্ ।  
 ততো হোমং প্রকুব্বাত শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ২০  
 হৃদীজেনাস্তরেদর্ভান পরিধীং চ নিধাপয়েৎ ।  
 প্রাগ্গান্ধবরাগ্নাং চ পুনর্দেবান প্রপূজয়েৎ ।  
 ত্র্যক্ষাণং শকরং বিষ্ণুমন্ত্রেণ সমন্বিতম্ ॥ ২১  
 পূর্বাদারভা গায়ত্রী বিষ্টরস্থান যথাক্রমম্ ।  
 আগ্নেয়ীং দিশমাশ্রিত্য অজ্যভাওস্ত তাপয়েৎ  
 আধশ্রয়ণং পুরস্কৃত্বা পশ্চাদ্ভূপবনাদিকম্ ॥

আবেষ্টন, ত্রিধা কুণ্ডোপরি বহ্নিভাসন, জয়মন্ত্রে  
 যোনিপথে বহ্নিস্থাপন এবং নমোমন্ত্রে পূজা,  
 হে পার্শ্বিক ! এইরূপে বহ্নির গর্তাধান-কর্ম্ম হয়  
 শিরোমস্ত্র দ্বারা পূজা ও জয়া-দেবতার পূজায়  
 বহ্নির পুংসবন সমাহিত হয় । অজিতাপূজা ও  
 শিখাবীজ দ্বারা পূজায় বহ্নির সৌমন্তোন্নয়ন  
 সম্পাদিত হয় । ৬—১৭ । অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা পূজা  
 ও অপরাজিতা দেবীর পূজায় বহ্নির জাতকর্ম্ম  
 সম্পাদন হয় । কবচমন্ত্র দ্বারা পূজা ও বিশেষ-  
 পূজায় বহ্নির নামকরণ সম্পাদিত হয় ।  
 অগ্নিকে দেবী নামে অভিহিত করিতে হয় ।  
 অদেবী অগ্নি দেবী কার্ষা-সাধনে সক্ষম হন না ।  
 জননে অস্ত্রা মুদ্রা, নিয়োজনেও অস্ত্রা মুদ্রা ;  
 বোধনে অক্ষুণ্মুদ্রা ও সর্বকর্ম্মেই বীণামুদ্রা  
 জানিবে । মুদ্রা ও মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে বহ্নি-  
 সংস্কার করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে হোম  
 করিবে । হৃদয়বীজ দ্বারা গর্তাধারন, পরিধি-

\* শিববাক্য প্রকর্তারঃ শিবঃ পূজয়েৎ  
 পূজয়িত্বা বা পাঠ্য ।



প্রাদেশমাত্রকং দত্তং প্রচ্ছিন্নে তু নথৈ নতু ॥ ২৫ ॥  
অঙ্গুষ্ঠানামিকৈর্গৃহ্য স্বতস্মোৎপন্নং কুরু  
ততঃ সংপ্রবনে মন্ত্রী সম্মুখং স্বতস্মৎপুং ॥ ২৬ ॥  
দর্ভজুটিকয়া সমাগারণোক্তং জলন্তয়া ।  
নৈরাজনস্ত বাহেন উদকেন স্পৃশেৎ ততঃ ॥ ২৭ ॥  
ক্ষবক্ষচাং প্রতাপাগ্নৌ পদিসৃজা সমস্তবঃ ।  
সংস্পৃশ্য চ কুশে সর্বানগ্রামধ্যানলৌকিকান \*  
স্থাপয়েদক্ষিণে পার্শ্বে আজ্যাদান তথোত্তরে ।  
হৃদয়েন বিধানতঃ সর্বকর্ম সমারভেৎ ॥ ২৮ ॥  
ততোহভিঘারয়েদ্রুদ্রান্ দেব্যাভিস্বরূপবশঃ ।  
পুনরুদঘাটনং কুর্যাদন্যৌবীজেন পার্থিব ॥ ৩০ ॥  
নিষ্কৃতিস্তু মধ্যাহ্নে দত্ত্বা সর্পির্নিরূপয়েৎ ।  
শিবো সোমো তথা বহুঃ তৎ ত্রিণা পরিকল্পয়েৎ  
তর্পয়িত্ব ততো বহিঃ দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং ক্রমাৎ ।  
ততস্তাসনবিস্তাসং প্রাপ্তকুং পবিত্রকরং ॥ ৩২ ॥  
পূর্বোক্তেন বিধানেন গন্ধপুষ্পৈরনুক্রমাৎ ।  
পূজয়িত্ব মধ্যদেবান্ততো হোমং সমারভেৎ ॥ ৩৩ ॥  
বহুব্যেক্তেন শুক্রে সুসামিক্রে হতাশনে ।  
বিধুমে লেলিহানে চ হনতে যঃ স সিধ্যতি ॥ ৩৪ ॥

স্থাপন, প্রাগগ্র উত্তরাগ্র বিষ্টেরস্থ ব্রহ্মাদি-  
দেবগণের পূর্বাদিক্রমে গায়ত্রীমন্ত্রের যথাক্রমে  
পূজা ও অগ্নিকোণে আজ্যভাঙতাপন  
করিবে। প্রথমে অধিশ্রয়ণ, পরে উৎপন্নাদি  
কর্তব্য। নখাচ্ছিন্ন প্রাদেশমাত্র কুশ অঙ্গুষ্ঠ  
ও অনামিকাযোগে গ্রহণ করিয়া স্বতের  
উৎপন্ন করিতে হয়। তারপর স্বত-সংপ্রবন,  
জলন্ত দর্ভজুটিকা দ্বারা নৈরাজনা, উল্লম্বকস্পর্শ,  
অগ্নিতে ক্ষবক্ষবতাপন, মাজ্জন, কুশ দ্বারা  
অগ্রমধ্যাদি-স্পর্শ এবং দক্ষিণপার্শ্বে উত্তরপার্শ্বে  
আজ্যাদি-দ্রব্য যথাসম্ভব রাখিবে। হৃদয়মুখে  
সর্বকর্মারম্ভ, অভিঘারণ, উদঘাটন, আজ্য-  
নিরূপণ, শিব-সোম-বহুবল্লনা, বহুব্রীণন,  
পূর্ণাহুতিদান, আসনবিস্তাস, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা  
মহাদেবীর পূজা, তৎপরে দেবীহোম করিবে।

\* নানানিকান ইতি পাঠান্তরম্ ।

মৃত্যুঞ্জয়বিধানেন কীর্ত্তব্যে প্রপূজয়েৎ ।  
বিবিশ্ববিসনো বৎস দেবীনাং সম্মতোহভবৎ ॥  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে হোমবিধির্নাম ষড়্বিংশতা-  
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

জগদ্ধিতায় নৃপতিং দেব্যা ধর্ম্মে নিযোজয়েৎ ।  
তন্নিয়োগাদয়ং লোকঃ শুচিঃ স্মাদ্রুতং পরঃ ॥ ১ ॥  
যং যং ধর্ম্মং নরশ্রেষ্ঠঃ সমাচরতি নিত্যশঃ ।  
তৎ তমাচরতে লোকস্তৎপ্রামাণ্যাদুদয়েন চ ॥ ২ ॥  
ধর্ম্মনিষ্ঠঃ কৃতে রাজা ধর্ম্মপাদৈকহাসিতঃ ।  
যুগত্রয়ং স বিজ্ঞেয়স্তস্মাদ্রাজা চতুর্যুগম্ ॥ ৩ ॥  
ধর্ম্মজ্ঞঃ সততং রাজা প্রজা ত্রায়েন পালয়েৎ ।  
ত্রায়াতঃ পাল্যমানস্তা ধার্য্যন্ত স্বামিনঃ শিবম্ ॥  
বহু হব্য, বহু ইক্ষনযুক্ত, শুক্রে, সুসমিক্র, বিধুম,  
লেলিহান হতাশনে হোম করিলে সিদ্ধিলাভ  
হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিধিক্রমে হৃদহব্য দ্বারা পূজা  
করিলে দেবীগণের প্রীতিভাজন  
হয়। ১৮—৩৫ ।

ষড়্বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত  
নৃপতিকে দেবীর আরাধনাদি ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত  
করিবে; কারণ, তাহা হইলেই সকল লোক  
পাবত্রাভ্যা ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। রাজা সর্বদা  
যে যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, সকলেই তাহা  
প্রমাণ বলিয়া কিংবা রাজভয়ে ভীত হইয়া  
সেই সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।  
সত্যযুগে নৃপতি সম্পূর্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ত্রেতা  
যুগত্রেতে ক্রমে এক এক পাদ ধর্ম্মবিহীন হইয়া  
থাকে। তজ্জন্ত রাজাই যুগ-চতুষ্টয়ের মূল।  
রাজার ধর্ম্মে তৎপরতা রাখিয়া সর্বদা ধর্ম্মবিধি

ধর্মমর্ষক কামক যদ্যন্তঃ প্রাপ্তিমিহ্যতে ।  
 তত্তদাপ্রোত্যাত্মেন প্রজা ধর্মেন পালয়ন ॥ ৫  
 প্রজানু ধর্মযুক্তানু চতুর্থাংশঃ ভজেষুপঃ ।  
 অধর্মিষ্ঠানুধর্মস্ত চতুর্থাংশেন লিপ্যতে ॥ ৬ ।  
 তস্মাদধর্মো মজ্জন্তঃ লোকঃ রাজা নিবারয়েৎ ।  
 ধর্মেন যোজয়েন্নিত্যমুত্তমার্থঃ বিচক্ষণঃ ॥ ৭  
 ধর্মশীলে নৃপ যস্মাৎ প্রজাঃ স্যুর্ধর্মতৎপর্যঃ ।  
 নৃপতিং বাধয়েৎ তস্মাৎ সর্বলোকানুকম্পয়া ॥ ৮  
 উপায়েন ভয়ান্নোভানুর্থাৎ ছন্দো ন বোধয়েৎ ।  
 মজ্জৌষধীক্রিষাদৌর্কা লকঃ \* ধর্ম্যঃ নিযোজয়েৎ  
 স চেদন্তায়তঃ পৃচ্ছের তন্তোপদিশেদৃগুণকঃ ॥ ৯  
 যঃ শৃণোতি শিবজ্ঞানং জায়তন্ত প্রবক্তি চ ।  
 তৌ গচ্ছতঃ শিবজ্ঞানং নরকং তদ্বিপর্ধায়ে ॥ ১০

প্রজাগণকে পালন করা কর্তব্য। প্রজাগণ, জ্ঞানানুসারে পালিত হইলেই রাজার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। নৃপতি ধর্ম্যানুসারে প্রজাপালন করিলে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং অন্ত যাহা কিছু অস্তীষ্ট, অনায়াসে সকলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রজাবর্গ ধার্মিক হইলে রাজা তাহাদিগের ধর্মের চতুর্থ ভাগ এবং অধর্মচারী হইলে অধর্মের চতুর্থাংশ লাভ করেন; এজন্য উভয়েরই কল্যাণার্থে অধর্মচারী লোককে অধর্ম হইতে নিবারণ-পূর্বক ধর্মপথে প্রবৃত্ত করা বিচক্ষণ নৃপতির কর্তব্য। ১—৭। যেহেতু রাজা ধর্মশীল হইলে প্রজাবর্গও ধর্মপরায়ণ হইয়া থাকে, সেইজন্য ভয় বা লোভপ্রদর্শন, কিংবা অহুর্ভুতি অথবা মজ্জৌষধি প্রয়োগাদি যে কোন উপায়ে হউক, জনসমূহের মঙ্গলার্থ নৃপতিকে যেক্রমে আনন্দোদয় হয়, একপাশে থাকি শিকাদান ও ধর্মবিষয়ে নিযুক্ত করা গুরু কর্তব্য কর্ম। কিন্তু তিনি যদি অজ্ঞানপূর্বক জিজ্ঞাসিত হন, তাহা হইলে গুরু তাহাকে উপদেশ দিবেন না। কারণ, যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসারে মঙ্গলজনক জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি

তস্মাদ্ ভক্তিঃ সমাহার্য গুরুদেব্যাঃ প্রপূজনে \*  
 বিদ্যায়াঃ পরমো যত্নঃ কার্য্যঃ শাস্ত্রস্ত বেদনে ॥ ১১  
 অন্ধাপূর্বাঃ স্মৃতা ধর্ম্যাঃ অন্ধা মধ্যান্তসংস্থিতা ।  
 অন্ধা নিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্যাঃ অন্ধৈব কীর্তিতাঃ ।  
 ক্রতিমাত্রগতাঃ স্মৃতাঃ প্রধানপুরুষেশ্বর্যঃ ।  
 অন্ধামাত্রেন গৃহ্যন্তে ন তর্কে ন চ চক্ষুষা ॥ ১৩  
 কায়ক্রেতৈর্ন বহুভির্নৈবৈবানু রাশিভিঃ ॥ ১৪  
 ধর্ম্যঃ সংপ্রাপ্যতে স্মৃত্যঃ অন্ধাহৌনৈঃ সুরৈরপি ।  
 অন্ধা ধর্ম্যঃ পরঃ স্মৃত্যঃ অন্ধা জ্ঞানং হতং তপঃ ।  
 অন্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ অন্ধা সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৫  
 সর্বদং জীবিতকপি দদ্যাদাশঙ্কয়া যদি ।  
 নাপ্রুয়াৎ স কলং কিঞ্চিৎ অদধানস্ততো ভবেৎ  
 এবং অন্ধাঃ সমাহার্য দেব্যাং গুরুতাপনে ।  
 পঠন কুবোক্তমং বৎস সর্বকামান্বাপুয়াৎ ॥ ১৭

সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই জ্ঞানের বিষয় কীর্তন করেন, তাহার উভয়েরই অস্তে শিব-লোক প্রাপ্ত হন; আর উহার বিপরীত হইলে উভয়কেই নরকভাগী হইতে হয়, এই নিমিত্ত গুরুও দেবীর পূজায় অন্ধাবান হইয়া বিদ্যাসম্বন্ধী শাস্ত্র জানিতে পরম যত্নশীল হইবে। একমাত্র অন্ধাই সমুদয় ধর্মের আদি মধ্য ও অন্তে অবস্থিত, অন্ধাই ধর্মের আধার এবং অন্ধাই প্রতিষ্ঠা; বস্তুতঃ বৃক্ষগণ অন্ধাকেই কর্ম বলিয়া থাকেন। বেদোক্ত পরম স্মৃত্য প্রকৃতি-পুরুষ ঈশ্বরকে কেবলমাত্র অন্ধাচারাই সাক্ষাৎকার করা যায়, তর্ক বা চক্ষু দ্বারা হয় না। অন্ধাবিহীন হইলে দেবগণও বহু কায়-ক্রেত্রে ও অর্পরাশি দ্বারাও স্মৃত্যধর্মকে লাভ করিতে সমর্থ নহেন। অন্ধাই পরম স্মৃত্যধর্ম, অন্ধাই জ্ঞান, অন্ধাই হোমকার্য্য, অন্ধাই তপস্তা, অন্ধাই স্বর্গ, অন্ধাই মোক্ষ এবং অন্ধাই এই পরিদৃশ্যমান অখিল জগৎ। ৮—১৫। কেহ যদি অন্ধাপূর্বক অখিল সম্পত্তি, এমন কি, নিজজীবন পর্য্যন্ত অপরকে উৎসর্গ করেন, তথাপি তিনি তাহার ফল লাভ

হিমবচ্ছিন্নে রাম্য সিদ্ধচারণসেবিতৈ ।  
বসিষ্ঠো নাম ধৰ্ম্মাত্মা তপস্তপাঃস্তপোধনঃ ॥ ১৮  
অহিদৌৰ্য্যস্ত কালস্ত পাবকস্ত স্ততো বলী \* ।  
তন্মবাচ মহাত্মানমুষ্ণিং পরমধাৰ্ম্মিকম্ ॥ ১৯  
ক্রহি ধৰ্ম্মভূতাঃ শ্রেষ্ঠ যৎ তে মনসি বৰ্ত্ততে ।  
এবমুক্তঃ কুমারেণ বসিষ্ঠস্ত মহামুনিঃ ।  
প্রত্যাবাচ তদা হৃষ্টো ভাবিতেনাস্তরাশ্বনাগ ॥ ২০  
বসিষ্ঠ উবাচ ।

যদাঙ্ক সমুগ্রাহস্তব দৈত্যানিন্দন ।  
সৰ্বকামপ্রদং নিত্যং স্তবরাজং ব্রবীহি মে ॥ ২১  
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন কুমারস্ত মহাতপাঃ ।  
উপস্পৃগু শুচিভূতং প্রাজলিনিয়তাননঃ ॥ ২২  
নমঃ সুরাধিপত্যে ভবায় পরমাত্মনে ।  
নমস্কৃত্য তথা ক্রদং দেবৌঞ্চ পরমেশ্বরৌ ॥ ২৩

করিতে পারেন না; একান্ত সকলেরই  
শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত। হে বৎস! যে  
বাস্তি গুরু ও হতাশনে এইরূপ শ্রদ্ধাযিত  
হইয়া দেবী ভগবতীর স্তবরাজ পাঠ করে, সে  
সৰ্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্বে সিদ্ধ-  
চারণ-সেবিত রমণীয় হিমালয় শিখরে বসিষ্ঠ-  
নামক ধৰ্ম্মাত্মা তপোধন কার্ত্তিকেয়ের তপস্তা  
করিতে আরম্ভ করেন। পরে বহুকাল গত  
হইলে ভগবান্ পাবকাস্ত্রজ কার্ত্তিকেয় তুষ্ট  
হইয়া আগমনপূর্ব্বক সেই পরম ধাৰ্ম্মিক  
মহাত্মা ঋষিবরকে কহিলেন,—হে ধাৰ্ম্মিক-  
শ্রেষ্ঠ! তোমার কি বাসনা প্রকাশ কর।  
মহামুনি বসিষ্ঠ, কুমারকর্তৃক এইরূপ কথিত  
হইয়া অনন্দার্জহৃদয়ে কহিলেন,—হে দৈত্য-  
নিন্দন! যদি আমি ঋষিনার অমুগ্রাহের  
পাত্র হই, তাহা হইলে আমার নিকট সৰ্ব্ব-  
কামপ্রদ দিবা স্তবরাজের বিষয় কীৰ্ত্তন করুন।  
মহাতপা ভগবান্ কুমারকে বসিষ্ঠ এইরূপ  
কহিলে, তিনি আচমনপূর্ব্বক পবিত্রাস্ত্রঃকরণে  
বদ্ধাজলি হইয়া “নমঃ সুরাধিপত্যে ভবায়  
পরমাত্মনে” এই বলিয়া ভগবান্ ক্রদকে ও

\* তুষ্টস্ত চ মহাবলীতি কচিং পাঠঃ ।

অমৃতহং ভবেদ্যেন তং ব্রবীমি মহামুনে ।  
সুখাসীনং মহাত্মানং মহাসেনং মহাত্মাতিম্ ॥ ২৪  
বিনয়েনোপসঙ্গম্য শিরস্যাভিপ্রণম্য চ ।  
উপসংগৃহ্য চরণৌ বসিষ্ঠঃ পরিপৃচ্ছতি ॥ ২৫  
দেব্যাত্মৈশ্ব তু সংবাদং শিবস্ত চ মহাত্মনঃ ।  
উৎপাত্তকারণং পৃষ্টঃ পার্শ্বত্যা কিল শঙ্করঃ ॥ ৬  
তন্মবাচক্ষু নিখিলং ময়ূরবরবাহন ।  
এবং পৃষ্টস্ত ঋষিণা কন্দো বচনমব্রবীৎ ॥ ২৭  
কন্দ উবাচ ।

শৃণুস্বাবহিতো বিপ্র যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।  
মমাপি কথিতং পূর্ব্বং জ্ঞানেন মহাত্মনা ॥ ২৮  
পার্কীত্য সহ সংবাদং শৰ্কস্তু চ মহাত্মনঃ ।  
তদহং কীৰ্ত্তয়িষ্যামি ত্বয়ি সৰ্ব্বং মহামুনি ॥ ২৯  
কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে ।  
তরুণাদিতাসন্ধাশে তপ্তকাঞ্চনসম্প্রভে ॥ ৩০

দেবী পরমেশ্বরীকে নমস্কার করত কহিলেন,—  
হে মহামুনে! যাহাতে সকলে অমরত্ব লাভ  
করিতে পারে, আমি সেই স্তবরাজের বিষয়  
উল্লেখ করিতেছি। তখন মহাঋষি বসিষ্ঠ, সেই  
সুখোপাবিষ্ট মহাত্মা মহাত্মাত মহাসেন-সমীপে  
বিনীতভাবে সমুপস্থিত হইয়া অবনতমস্তকে  
প্রণামপূর্ব্বক চরণদ্বয় ধারণ করত বলিলেন,—  
হে ময়ূরবরবাহন! পূর্বে ভগবতী পার্কীতী  
যে শঙ্করকে স্বীয় উৎপাত্তর কারণ জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে সেই ইব-  
পার্কীতীর সংবাদ সৰ্ব্বশেষ বীৰ্ত্তন করুন।  
ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ঋষিবর বসিষ্ঠকর্তৃক এইরূপ  
অভিহৃত হইয়া কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি যে  
বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি  
তৎক্ষণে বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ  
কর। হে মহামুনে! পূর্বে ভগবান্ অগ্নিদেব,  
আমার নিকট যে ইবপার্কীতী-সংবাদ কীৰ্ত্তন  
করিয়াছিলেন, আমিও এক্ষণে তোমাকে  
তৎসমুদায় বলিতেছি। ১৬—২৯। নানাধাতু-  
বিচিত্রিত রমণীয় কৈলাসশিখরে ভগবান্  
বৃষধ্বজ, পত্নী সহিত সতত কীড়া করিয়া

বজ্রফটিক সোপানে চিত্রপটশিলাতলে ।

জাম্বুনদময়ে দিব্যো নানারত্নবিভূষিতে । ৩১

নানাজ্যগতাকৌর্গে অপ্সরোগীহনাদিতে ।

ক্রোডতে ভগবাংস্তত্র সপত্নীকো দৃষধ্বজঃ । ৩২

স্তূরমানো মহাতেজো দেবদানবাকনৈঃ ।

বিররাজ মহাদেবো ক্রুদৈরাঅসমৈর্ভূতঃ । ৩৩

বরদঃ শূলধ্বজং দেবঃ সর্বভূতগ্রহাশ্রয়ঃ ।

তমাসীনং মহাত্মানং দেবী বচনবরীং । ৩৪

দেবাবাচ ।

ভগবন শ্রোতুমিচ্ছামি প্রথমেকং সুরেশ্বর ।

তৎ সমাচক্ষু দেবেশ আত মে সুংশয়ো মহান ॥ ৩৫

উৎপন্নাস্মি দেবেশ ক্রহি তন্মেন শঙ্কব ।

দেব্যশ্চ বীণং শ্রদ্ধা প্রহস্ম সূচিরং প্রভুঃ ।

উবাচ মধুরাং বাণীঃ ক্রহি কিং কবরাণি তে ॥ ৩৬

অহং তে কথয়িষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছসি শোভনে ।

বর্তমানমতীতঞ্চ ভবিষ্যং বরবর্ণিনি ॥ ৩৭

থাকেন । তপ্তকাকনের স্থায় প্রভাসম্পন্ন ঐ শিখর নিরীক্ষণ করিলে নবোদিত সূর্য্য-তুল্য বলিয়া বোধ হয় । উহাতে আরোহণ করিবার সোপান সকল হীরক ও ফটিক-মণিময় । স্বর্ণময় ঐ শৃঙ্গ নানাবিধ রত্নে বিভূষিত এবং বিবিধপ্রকার বৃক্ষলতায় আকীর্ণ । উহার সমতল ক্ষেত্র সকল বিচিত্র শিলাপটময় এবং ঐ স্থানে সর্বদা অপ্সরোগণের সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হয় । সর্বভূতগ্রহাশ্রয়, বরপ্রদ, শূলপাণি, মহাতেজা, ভগবান, মহেশ্বর, আত্মতুলা ক্রুদ-গণে পরিবৃত এবং দেবতা, দানব ও কিন্নরগণ কর্তৃক স্তুতমান হইয়া সতত ঐ স্থানে বিরাজ করিয়া থাকেন । পূর্বে একদা ঐ মহাত্মা মহেশ্বর তথায় উদ্ভূতি হইয়া, এমত সময়ে দেবী পার্বতী তাঁহাকে কহিলেন,—হে ভগবান্ সুরেশ্বর ! আমার একটি প্রশ্ন আছে, আমি তদ্বিষয়ে মহাসন্দিহান হইয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগে করিতে ইচ্ছা করত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অতএব হে শঙ্কর ! হে দেবেশ ! আপনি স্বার্থরূপে আমার নিকট তদ্বিষয় প্রকাশ করুন । ভগবান্ শঙ্কর, দেবীর

দেবাবাচ ।

কুতোহহং কস্ত বা দেব উৎপন্নাস্মি কথং প্রভে

ঐশ্বর্য্যমতুল্যৈকং কুত এতদ্ বরীণি মে ॥ ৩৮

মাতরং পিতরৈকৈব স্বজনান বান্ধবানপি ।

এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ৩৯

শ্রীভগবান্‌বাচ ।

ন তেহস্তাবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সুন্দরি

ত্রৈলোক্যজ্ঞানসম্পন্নো তয়া জিজ্ঞাসিতোহহম্ ॥

অথবা শৃণু ধর্ম্মং তং পৃষ্টোহহং যৎ ত্বয়া শুভে ।

উৎপত্তিক প্রভাসঞ্চ তব বক্ষ্যামি সূত্রে ॥ ৪১

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।

অপ্রক্ষ্যমবিজ্ঞেয়ং প্রাপ্তুমিব সর্বতঃ ॥ ৪২

ন দেবা দানবা বাপি ন ভূমির্নানিলোহনলঃ ।

ন সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বাপি নাকাশং সলিলং তথা ॥ ৪৩

তাদৃশ বাকা শ্রবণে বহুক্ষণ হাস্ত করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—অয়ি শোভনে ! আমাকে তোমার কি করিতে চাইবে, বল । হে বর-বর্ণিনি ! তুমি বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্য-বিষয় যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহাই বলিব । তখন দেবী বলিলেন, হে দেব ! আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ? আমি কাহার ? কিরূপেই বা উৎপন্ন হইয়াছি এবং আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যই বা কিরূপে সংঘটিত হইল ? আমার বলুন । হে প্রভো মহেশ্বর ! আমার পিতা, মাতা ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে জানিতে ইচ্ছা করি । অতএব এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন । ভগবান্ বলিলেন,—অয়ি সুন্দরি ! ত্রিলোক মধ্যে তোমার কিছুই অবিদিত নাই, কারণ তুমি ত্রিলোকের জ্ঞানময়ী । কিন্তু তথাপি হে শুভে ! তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন অবশ্যই আমি তোমাকে উৎপত্তি ও প্রভাবের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । হে সূত্রে ! পূর্বে এই নিখিল জগৎই অন্ধকারময় ছিল । ইহার কোনরূপ চিহ্নই ছিল না ও কেহই ইহার বিষয় পরি-জ্ঞাত ছিল না । ইহা তর্কের অতীত এবং



বিষ্ণুঃ প্রজাপতির্বাপি ব্রহ্মা নৈব তু জায়তে ।  
তত্রাহঃ মনসোচ্চিন্ত্য প্রজাকামো যশস্বিনি ॥ ৪৪  
দক্ষিণাদেহস্বক্সঃ বায়ুঃ ব্রহ্মাণঃ সহজাশনম্ ।  
বামপার্শ্বে তথা বিষ্ণুঃ চন্দ্রকৈব অপান্পতিম্ ॥ ৪৫  
সৃষ্টেতা দেবতা দেবি নাহং স্ত্রীতিমুপাগতঃ ।  
ততোহহং চিন্তয়ন্ ভূঃ স্বাঃ তমুঃ স্মেন তেজসা  
ততশ্চিন্তয়মানস্ত প্রোদ্ধুতমার্চিমণ্ডলম্ ।  
প্রোদ্ধুতস্ত মম ধ্যানাদবোরূপং ভয়াবহম্ ॥ ৪৬  
ব্রহ্মবিষ্ণুভ্যামনিলানলয়োস্তথা ।  
ততস্তাং দেবদেবেশি জালামালান্তরে স্থিতাম্ ।  
পশ্যামি পরমা দৃষ্ট্যা জলন্তাঃ স্মেন তেজসা ।  
কালরাত্রিঃ মহামায়াঃ শক্তিশূলাসিধারিণীম্ ॥ ৪৭  
সর্বাযুধধরাঃ রোদ্রীঃ খেটপট্টিশধারিণীম্ ।  
করালদংষ্ট্রাঃ বিষোদ্রীঃ সর্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৫০



সর্বপ্রকারে প্রস্তুতবৎ অবস্থিত ছিল। তৎ-  
কালে কি সূর্য, কি চন্দ্র, কি আকাশ, কি  
সলিল এবং কি বিষ্ণু কি প্রজাপতি বা কি  
ব্রহ্মা, কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে  
যশস্বিনি! অনন্তর আমি প্রজা সৃষ্টি-বাসনায়  
মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া দক্ষিণাঙ্গ হইতে বায়ু  
ও 'হতাশনের সহিত ব্রহ্মাকে এবং বামাঙ্গ  
হইতে বিষ্ণু, চন্দ্র ও বরুণকে সৃজন করিলাম।  
৩০—৪৫। কিন্তু হে দেবি! ঐ সকল  
দেবগণকে সৃজন করিয়া তৃপ্তি না হওয়ায়  
পুনরায় আমি স্বীয় তেজোময় শরীর চিন্তা  
করিতেছি, এমনত সময়ে, আমার সেই ধ্যান  
হইতে ভয়ঙ্কর ভীষণমূর্তি এক জ্যোতিঃপুঞ্জ  
প্রাভূত হইল। তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং  
অনিল ও অনলদেব উহার দিকে দৃষ্টিপাত  
করিতেও সমর্থ হইলেন না। হে দেবদেবেশি!  
অনন্তর আমি জ্ঞানময় নেত্রে সেই জালা-  
মালকুল তেজোমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতা স্বীয়  
তেজে দেদীপ্যমানা, শক্তি, শূল, অসি প্রভৃতি  
সর্বপ্রকার আয়ুধধারিণী, কালরাত্রি-রূপা,  
ভীষ্মমুষ্টি দেবী মহামায়াকে সন্দর্শন করিলাম।  
দেখিলাম, তিনি সর্বলক্ষণযুক্তা বিচিত্র অল-  
কার-নিকরে অলঙ্কৃত, দিব্যাকাঞ্চে ভূষিতা

সূর্য্যকোটিসহস্রেন অমৃতাবৃতবর্চসা ।  
বিচিত্রাভরণোপেতাঃ দিব্যাকাঞ্চনভূষিতাম্ ॥ ৫১  
দিব্যাধরধরাঃ দীপ্তাঃ দীপ্তাকাঞ্চনসম্ভ্রাম্ ।  
সর্বৈশ্বর্য্যময়ীঃ দেবীঃ কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্ ॥ ৫২  
লীলাধারাঃ মহাকায়াঃ প্রেঙ্কাকাঞ্চীভূষণসজ্জাম্  
খড়্গমেকেন হস্তেন করেণান্তেন খেটকম্ ॥ ৫৩  
ধনুর্মেকেন হস্তেন শরমন্তেন বিদ্রুতীম্ ।  
তর্জ্জয়ন্তীঃ ত্রিশূলেন জালামালাকৃতিপ্রভাম্ ॥ ৫৪  
এতদ্রূপং তদা দৃষ্ট্বা ভবহ্যা ভবনাশিনি ।  
সর্বৈশ্বর্য্যগণা ভীতা যাঃ তদা শরণং গতাঃ ॥ ৫৫  
ন শকুবন্তি তাঃ ভুঙ্কুঃ নিমিষস্তোহপি তে সুরাঃ  
তেজসা মোহিতাস্তাত্য জ্ঞানযোগবলেন চ ॥ ৫৬  
অথ তৈশ্বর্য্যমেতৎ তে তদাতীত ভয়াবহম্ ।  
দৃষ্ট্বা ভীতাঃ বিসংক্রম্য ত্রৈলোক্যাঃ সচরাচরম্ ॥  
ততো মুচ্য মহাশ্বানো ব্রহ্মবিষ্ণুননিলানলাঃ ।

ও দিব্যাদর-পরিধানা। তাঁহার দন্তপঙ্ক্তিক্র-  
অতি ভীষণ, ওষ্ঠাধর পকবিদম্বলবৎ রক্ত-  
বর্ণ, দেহপ্রভা কোটি কোটি ভাস্করের জায়  
সমুজ্জল এবং শরীরকান্তি কাঞ্চনবৎ কমনীয়।  
তাঁহাকে দেখিলেই জ্ঞান হয়, যেন প্রকাশমান  
কালরাত্রি। ৪৬—৫২। সেই সর্বৈশ্বর্য্যময়ী  
দেবী, লীলার আধার ও মহাকায়া। তিনি  
কটিতটে কাঞ্চীদাম, এক হস্তে খড়্গ, অস্ত  
হস্তে খেটক, অপর হস্তে ধনু 'ও হস্তান্তরে  
শর ধারণ করিয়া আছেন এবং ত্রিশূল দ্বারা  
তর্জন করিতেছেন। তদীয় দেহপ্রভা  
জালামালায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে ভব-  
নাশিনি! তৎকালে তোমার তাদৃশরূপ  
নিরাক্ষণ করত সমুদয় সুরগণ, ভীত হইয়া  
আমার শরণাগত হইলেন। জ্ঞানবল ও  
যোগবল সবেও তাঁহারা তদীয় তেজে মোহিত  
হইয়া তোমাকে অবলোকন বা নিমিষ পরি-  
ভ্রমণ করিতেও সমর্থ হন নাই। তৎকালে  
তোমার এবংবিধ ভয়ঙ্কর ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন  
করিয়া সচরাচর ত্রৈলোক্য মধ্যে সকলেই ভীত  
ও হতজ্ঞান হইরাছিল। অনন্তর মহাশ্বা ব্রহ্মা

তেজসা মোহিতাভ্যাসং ন প্রবেদতি তে পুণ্ড্রাঃ  
 ততো ময়া মহাদেবি স্তবমেতদুদাহৃতম্ ।  
 দেবানাং হিতকামায় তবাংগারাধনায় চ ।  
 অমৃতং জ্ঞানমুৎপাদ্য বুদ্ধিতেজোবলেন চ ।  
 তেভ্যশ্চৈব প্রদত্তং মে স্তবমেতং তু শোভনে ।  
 উত্তীর্ণধ্বং সুরেন্দ্রেশা গৃহ্যতাং স্তোত্রাট্টি বিদম্  
 যেন ত্র্যম্বকং দেবেশীং বরান্ ত্রৈষ্ঠান্ প্রযচ্ছতি ॥  
 তেষাং পুণ্য ময়া দত্তং স্তবরাজং মহাযশে ।  
 ব্রহ্মাবিকুপূরিত্য সর্কেষাং দেবতাস্তথা ॥ ৬১  
 ততঃ প্রণতাঃ সর্কে ময়া সার্কিং বরাননে ।  
 বিনয়েনোপসঙ্গম্য শিরসাতিপ্রণমা চ ॥ ৬২  
 প্রযত্না নিয়তাঙ্গানঃ সর্কে চামিততেজসঃ ।  
 জপন্ স্তোত্রং বরং পুণ্যং যেন সর্বসুখাস্তদা ॥ ৬৩  
 কন্দ উবাচ ।

এবমুক্তা সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্কেদেবগণৈর্বৃতঃ ।

বিষ্ণু, অনল ও অনিলদেব তোমার তেজে  
 মোহিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন । তৎকালে  
 আর সেই সুরগণ তোমাকে জ্ঞানিতে সক্ষম  
 হইলেন না । হে মহাদেবি ! তৎপরে সেই  
 সকল সুরগণের হিতার্থ ও তোমার আরাধনার্থ  
 হৃদীয় স্তবরাজকে স্মরণ করিলাম । অযি  
 শোভনে ! পরে নিজ জ্ঞান ও তেজোবলে  
 অমৃতময় জ্ঞান উৎপাদনপূর্বক তাঁহাদিগকে  
 ঐ স্তবরাজ প্রদান করিলাম ;—হে সুরেন্দ্রেশ-  
 গণ ! গাত্ৰোত্থান কর, এই স্তবরাজ গ্রহণ  
 কর, ইহার প্রভাবে তোমরা মহেশ্বরীকে  
 নিরৌক্ষণ করিতে পারিবে, তিনি নিখিল দেব-  
 বৃন্দকে যথাভিলষিত বর সকল প্রদান করিয়া  
 থাকেন । ৫৩—৬০ । আমি পূর্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 প্রভৃতি দেবগণকে এক্রূপ করিয়া স্তবরাজ  
 প্রদান করিলে, সেই সকল অমিততেজা  
 সংঘতাত্মা দেবগণ আমার সহিত প্রণত  
 হইয়া বিনয়-সহকারে তোমার সম্মুখে গমন  
 করত অবনত মস্তকে নমস্কারপূর্বক ঐ পবিত্র  
 স্তোত্রবর পাঠ করিতে লাগিলেন । হে  
 বরাননে ! তৎকালে তাঁহারা ঐ স্তবপাঠে  
 সৰ্বপ্রকার সুখভাগী হইলেন । কন্দ কাহ-

নমস্কৃত্য মহাদেবীং স্তবমেতদুদাহরৎ ॥ ৬৪  
 অতীতৈশ্চ ভবিষ্যৈশ্চ বর্তমানৈস্তথৈব চ ।  
 নামতিঃ কীর্ত্তিভিষ্টৈশ্চ ইদং স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥  
 ভগবানুবাচ ।

নমোহস্ত তে মহাবিদ্যে অজিতে তেজগামিনি  
 সূখ্যযোগোত্তবে বীরে বরদে দেবপূজিতে ॥ ৬৫  
 ত্বং গতিঃ সর্বভূতানামব্যক্তব্যাক্তরূপিণী ।  
 কালরাত্রৌ মহারাত্রৌ কালকয়করৌ ক্রবা ॥ ৬৬  
 জলিতোকামুখৌ জালা জলিতার্চির্মহাহৃতিঃ ।  
 জালাতরুণদীপ্তাঙ্গৌ জালাজলিতলোচনা ॥ ৬৭  
 ভূতধাত্রী চ ভূতানামগাং গতিরেব চ ।  
 শরণ্যা সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদানাং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮  
 নমোহস্ত তে মহাতাগে মম ধ্যানাধিনিঃসৃতে ।  
 সূর্য্যকোটিসংস্রাভে আগ্নজালাসমপ্রভে ॥ ৬৯

লেন,—সুরবর মহেশ্বর, ঐরূপ করিয়া সমুদয়  
 সুরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মহেশ্বরীকে প্রণাম-  
 পূর্বক এই স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ।  
 ইহাতে দেবীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান  
 নামনিচয় ও কীর্ত্তি-সকল উল্লিখিত হইয়াছে ।  
 ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—হে মহাবিদ্যে !  
 হে অজিতে ! তুমি নিজ তেজ দ্বারা সর্বত্র  
 গমন করিয়া থাক । হে বীরে ! হে বরদে !  
 দেবপূজিতে ! তুমি জ্ঞানযোগ হইতে প্রকাশ  
 পাইয়া থাক । অতএব আমি তোমাকে  
 নমস্কার করি । হে মহাতাগে ! তুমি নিখিল  
 জীবগণের আশ্রয়, তোমার রূপ অব্যক্ত অথচ  
 ব্যক্ত । তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, কাল-  
 কয়করী ও ক্রিয়া । হৃদীয় মুখমণ্ডল প্রজলিত  
 উৎপাদিগের স্থায় জাজল্যমান, প্রদীপ্ত দেহ-  
 প্রভা জালামালায় পারব্যাপ্ত প্রজলিত অগ্নির  
 স্থায় সমুজ্জ্বল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল জালামালা-  
 কুল আভরণ-নিচয়ে দেদীপ্যমান এবং  
 লোচনত্রয় প্রজলিত অগ্নিশিখাবৎ প্রদীপ্ত ।  
 তুমি ভূতধাত্রী এবং ভূতগণের আশ্রয়, কিন্তু  
 তোমার কেহ আশ্রয় নাই । তুমি মদীয় ধ্যান  
 হইতে প্রকাশ পাইয়াছ এবং তুমিই ব্রহ্মাদি  
 দেববৃন্দের রক্ষাকর্ত্তী, অতএব আমি তোমাকে

হেমদণ্ডধরে রৌদ্রি জাহ্নি তক্তান্ সুরেশ্বরী ।  
হেমরত্নবিচিত্রাকৌ অসিতাসিতলোচনা ॥ ৭১  
স্বং হি ধাত্রী বিধাত্রী চ জননী ব্রহ্মণঃ শুভে ।  
বিকুম্বাতা মহাতেজাস্বমেব পরিপঠ্যসে ॥ ৭২  
নমোহস্ত তে শতবক্ত্রে সহস্রচরণেক্ষণে ।  
চতুর্দংষ্ট্রে মহাজিহ্বে হিমবচ্ছিন্নরাগয়ে ॥ ৭৩  
কৈলাসনিলয়ে দেবি মেক্ষমন্দরবাসিনি ।  
বিজ্যে চ বসসে নিত্যং মলয়ে গন্ধমাদনে ॥ ৭৪  
পূজ্যসে দেবদেবেশি ঋষিভিদেবদানবৈঃ ।  
তেভ্যশ্চৈব বরং দিবাং দেবি ত্বস্ত প্রযচ্ছসি ॥ ৭৫  
সৃষ্টিরক্ষণসংহারং ত্বমেব পরিকুর্যসি ।  
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ ত্বং পদং পরমং স্মৃহম্ ॥  
অর্চ্যসে স্তূয়সে চৈব দৈবতৈর্মৎপুরোগমৈঃ ।  
ত্বস্ত ইহীঃ শ্রীহ্যতির্লক্ষ্মীর্মেধা কান্তিঃ স্বধা স্ততিঃ\*

পুনর্বার প্রণাম করি । হে সুরেশ্বরী ! ত্বদীয়  
প্রভা, প্রজলিত অগ্নিশিখা ও কোটি কোটি  
দিবাকরের তুল্য এবং তোমার করতলে হেম-  
দণ্ড বিরাজিত । অতএব হে রৌদ্রি ! তুমি  
ভক্তগণকে পরিজ্ঞাপ কর । হে শুভে ! হেম-  
রত্নময় ভূষণে ত্বদীয় অঙ্গ সকল সুশোভিত ;  
সকলে তোমাকে 'ধাত্রী, বিধাত্রী, মহাতেজা  
এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জননী বলিয়া উল্লেখ  
করেন, তোমার শত শত মুখ এবং সহস্র  
সহস্র চরণ ও ঈক্ষণ ; 'অতএব আমি  
তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ! হে দেবি !  
হে চতুর্দংষ্ট্রে ! হে মহাজিহ্বে ! তুমি সর্বদা  
হিমালয়শিখরে এবং কৈলাস, মেক্ষ, মন্দর,  
বিজ্যা, মলয়<sup>৩৩</sup> ও গন্ধমাদন পর্বতে অধিষ্ঠিতা  
আছ । হে দেবদেবেশি ! সুরাসুর ও ঋষি-  
গণ, নিয়ত তোমার পূজা করিয়া থাকেন এবং  
তুমিও তাঁহাদিগকে অতীষ্ট বর প্রদান করিয়া  
থাক । ৬১—৭৫ । হে দেবি ! তোমা  
হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহার  
কার্য্য হইয়া থাকে । ভূত, ভবিষ্যৎ ও  
বর্তমান যাহা কিছু সকলই তুমি এবং সকলে

ধৃতির্মতির্গতিশ্চৈব মোক্ষমার্গাবলম্বিনী ।  
বরদা চ প্রপন্নানামিষ্টমার্গাহুসারিণী ॥ ৭৬  
ঋত্বিবুদ্ধিঃ পরা মূর্তির্দক্ষকল্পাপরাজিতা ।  
অননুয়া কমা লজ্জা কৌর্তিদৌপ্তিবপুঃপ্রিয়া ॥ ৭৭  
শাশ্বতী ভূতমাতা চ লোকধাত্রী হনিদিতা ।  
বিশিষ্টা বরদা মাত্তা পবিত্রা লোকসম্মতা ॥ ৭৮  
ঋতিপ্রজ্ঞা ঋতিধীরা বিমলা হনিলাননা ।  
অশ্রুয়া শাশ্বতী ধন্তা কৃষ্ণা শ্রামাকুণা সিতা ॥ ৭৯  
প্রকৃতির্মহতী জ্যোতির্ধর্মকামার্থসাধনী ।  
গণমাতা হিকা পুণ্যা বরা বাগীশ্বরী তথা ॥ ৮০  
ভূষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ শান্তিশ্চ শিবা চাকরমানিনী ।  
দদাসি বিবিধান ভোগান্ প্রণতেষু বিশ্রোবতঃ

তোমাকেই পরমপদ বলিয়া নির্দেশ করেন ।  
আমি সমুদয় দেবগণের সহিত সতত তোমাকে  
স্ততি ও অর্চনা করিয়া থাকি । হে দেবি !  
তুমিই হ্রী, তুমিই শ্রী, তুমিই লক্ষ্মী এবং তুমিই  
মেধা, কান্তি, স্বধা, স্ততি, ধৃতি, মতি ও গতি ।  
জগতের হিতের জন্ত তুমি সতত 'মোক্ষমার্গে'  
অবস্থিতা আছ । শরণাগত<sup>৩৪</sup> ব্যক্তি-সকল  
তোমার নিকট যথেষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া থাকে  
এবং তুমি নিজ অভিলষিত-মার্গে বিচরণ  
করিয়া থাক । হে দেবি ! তোমার মূর্তি  
লোকাভীত এবং তোমাকেই সকলে ঋদ্ধি,  
বুদ্ধি, দক্ষকল্পা, অপরাজিতা, অননুয়া, কমা,  
লজ্জা, কৌর্তি, দৌপ্তি, বপুঃপ্রিয়া, শাশ্বতী,  
ভূতমাতা, 'লোকধাত্রী,' হনিদিতা, বিশিষ্টা,  
বরদা, মাত্তা, পবিত্রা, লোকসম্মতা, ঋতি,  
ঋতিপ্রজ্ঞা, ধীরা, বিমলা, অনিলা, অননা,  
অশ্রুয়া, ধন্তা, কৃষ্ণা, অকুণা, শ্রামা, অসিতা,  
প্রকৃতি, মহতী, জ্যোতিঃ, ধর্মকামার্থসাধিনী,  
গণমাতা, হিকা, পুণ্যা, বরা, বাগীশ্বরী, ভূষ্টি,  
পুষ্টি, শান্তি, শিবা ও অকরমানিকা বলিয়া  
কীর্তন করিয়া থাকেন । হে সুরভতে ! তুমি  
প্রণতব্যক্তিগণকে বিশেষরূপ বিবিধ ভোগ্য  
বস্তু প্রদান করিয়া থাক এবং বাহাদিগের  
প্রতি প্রসন্ন হও, তাহারা নিতান্ত মুগ্ধ হইলেও  
পরম জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় ; অতএব হে

মূঢ়ান বোধযস্যে নিত্যং যৈষাং শ্রীত সি স্তব্রতে  
নমোহস্ত তে সুরাধ্যক্ষে ব্রহ্মাধ্যক্ষে বলাধিকে  
অঃ দেবমাতা ব্রহ্মাণী যক্ষী সাবিজীয়েব চ ।  
কুজাণী কুঞ্চপিঙ্গা চ নীলকৌষেয়বাসসা ॥ ৮৫  
যমস্ত ভগিনী জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রৈশ্চাপানকৃত্য ।  
প্রদোষপ্রত্যুষভুজা অর্ধরাত্রস্তনোদরী ॥ ৮৬  
কৃত্তিকাকৃতবেণী চ রোহিণীমুখপদ্মিকা ।  
মৃগশীর্ষমুখশ্রাবা আর্দ্রাগন্ধারুলেপন্য ॥ ৮৭  
পুনর্বসুঃ কৃত্য পাণ্যোঃ পুষ্যাশ্লেষা চ বৈ শ্রবণী  
মঘা বিমলকেশুরে উত্তে কান্তনিকুণ্ডলে ॥ ৮৮  
হস্তা হস্ততলে তৃত্য চিত্রাশ্রবণভূষিতা ।  
স্বাতীশ্রীকৌর্তিসম্পরা বিশাখাকৃতমেখলা ॥ ৮৯  
অম্বরাধামুক্তাদামা জ্যোষ্ঠামূলে স্তনাস্তরে ।  
আষাঢ়াশ্রবণোপেতে ধনিষ্ঠাসুলিমুদ্রিকা ॥ ৯০  
শতভিষা মেখলাদাম ভাদ্রপাদৌ চ হারকম্ ।

ব্রহ্মাধ্যক্ষে ! হে সুরাধ্যক্ষে ! হে বলাধিকে !  
তোমাকে প্রণিপাত করি । হে দেবি ! তুমিই  
দেবমাতা, তুমিই ব্রহ্মাণী, তুমিই যক্ষী ও  
সাবিজী এবং তুমিই কুজাণী । তোমার  
পরিধান—নীলকৌষেয় বসন এবং হৃদীয়  
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল নক্ষত্রনিচয়ে অলঙ্কৃত ।  
তুমি যমরাজের জ্যোষ্ঠা ভগিনী এবং কুঞ্চ-  
পিঙ্গা নামে প্রসিদ্ধা ; প্রদোষ ও প্রত্যুষকাল  
তোমার ভুজদ্বয় এবং অর্ধরাত্র স্তনোদর-  
স্বরূপ । কৃত্তিকানক্ষত্র তোমার বেণী । রোহিণী  
মুখপদ্ম । মৃগশীর্ষা মুখশ্রাবা ও আর্দ্রা গন্ধারু-  
লেপনের কার্য সম্পাদন করিতেছে ।  
৭৬—৮৭ । পুনর্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্র হৃদীয়  
পার্শ্বদ্বয়ে বিরাজমান । অশ্লেষা ও মঘা,  
তোমার বিমল কেশুরযুগল । পূর্বকল্পনী ও  
উত্তরকল্পনী কুণ্ডলযুগল । হৃদীয় হস্ততল  
হস্তা এবং চিত্রানক্ষত্ররূপ আভরণে বিভূষিতা ।  
স্বাতীনক্ষত্র তোমার শ্রী ও কৌর্তিস্বরূপ ।  
বিশাখা মেখলা, অম্বরাধা মুক্তামালা এবং  
স্তনমধ্যে জ্যোষ্ঠা ও মূলা । কণ্ঠদ্বয়ে পূর্বাষাঢ়া  
ও উত্তরাষাঢ়া এবং অঙ্গুলিনিচয়ে ধনিষ্ঠানক্ষত্র  
বিরাজিত হইতেছে । হে দেবি ! শতভিষা

বেবতী তিলকঃ দেবি অশ্বিনী কর্ণপূরিকো ।  
ভরণী নূপুরো তৃত্যঃ তথৈব রজনী শ্রুতা ।  
শুক্লো দক্ষিণহস্তেষু বামহস্তে বৃহস্পতিঃ ॥ ৯২  
ললাটে চন্দ্রমা ভাতি নাত্যাস্ত বৃধ উচ্যতে ।  
অঙ্গারকস্ত ভাবায়ঃ শনির্বিলাস উচ্যতে ॥ ৯৩  
দিকাকরঃ প্রভা তৃত্যঃ রাহুর্বে বলযুচ্যতে ।  
কেতুঃ পরাক্রমে দেবি গ্রহনক্ষত্রশোভিতে ॥ ৯৪  
স্কন্দস্ত জননী মাতা কুজাণী ধাত্রীয়েব চ ।  
মাতা মরুদগণ নাক্ষ রুষ্টিঃ সৃষ্টিস্তথৈব চ ॥ ৯৫  
তপনী ভদ্রকালী চ বিষ্ণুমাতা \* বহুশ্রুতা ।  
গায়ত্রী চ বরেন্যা চ তথৈব চ সরস্বতী ॥ ৯৬  
ক্রান্তান্তে কুংসতো দেশান্ কথ্যমানান  
নিবোধ তান্ ।  
নৈমিষে দৃষ্টাসে দেবি কুরুক্ষেত্রে চ দৃষ্টাসে ॥ ৯৭  
হুয়া ক্রান্তান্তয়ো লোকাস্তিরূপেণ ন সংশয়ঃ ।  
আগ্নিহোত্রে কুলে পুণ্যে সিদ্ধচারণসেবিতৈ ॥ ৯৮

তোমার মেখলা । পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তর-  
ভাদ্রপদ হার । রেবতী তিলক । অশ্বিনী  
কর্ণপূরক ও ভরণীনক্ষত্র নূপুর স্বরূপ । দেবি !  
তুমিই রজনী বলিয়া উল্লিখিতা । শুক্রগ্রহ  
হৃদীয় দক্ষিণ হস্তে, বৃহস্পতি বামহস্তে, চন্দ্র  
ললাটদেশে, বৃধগ্রহ নাভিতে, মঙ্গল ভাবায়,  
শনৈশ্চর বিলাসে, অঙ্গারক প্রভায়, রাহু বলে  
এবং পরাক্রমে কেতু বিরাজমান । হে দেবি !  
তুমি এইরূপে গ্রহ ও নক্ষত্রনিচয়ে  
সুশোভিতা । তুমি স্কন্দ, মরুদগণ ও বিষ্ণু-  
জননী । তুমিই কুজাণী, ধাত্রী, রুষ্টি, সৃষ্টি,  
তপনী, ভদ্রকালী, গায়ত্রী ও সরস্বতী ।  
৮৮—৯৬ ! হে দেবি ! তুমি নিখিল দেশেই  
বিরাজমান, তন্মধ্যে কতিপয় দেশের নামোল্লেখ  
করিতেছি, শ্রবণ কর । নৈমিষে ও কুরুক্ষেত্রে  
তুমি দৃষ্ট হইয়া থাকে হে দেবি ! তুমি  
ত্রিমূর্তিতে ত্রিভুবন অধিকার করিয়া বিরাজ  
করিতেছ ! আগ্নিহোত্রে, পবিত্র কুলে, সিদ্ধ-

বিষ্ণুস্তুতেতি কচিং পাঠঃ



অগ্নেঃ কোপে সুরাবর্ষে সোমশ্বেত চ লক্ষণে ।  
 ত্রৈলোক্যধারিণী দেবি হং হি বিজ্ঞানিবাসিনী  
 ত্বন্ত মন্দাকিনী পুণ্য ময়া চ শিরসা ধৃতা ।  
 অষ্টাশীতিসহস্রৈশ্চ ঋষিভিরুর্জতেজসৈঃ ॥ ১০০  
 ভূমসে সততং দেবি তপঃসিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ ।  
 পাদৌ তে পৃথিবী দেবি রোমাণোষধিগুহ্যকাঃ  
 গঙ্গায়মুনয়োর্বধ্যং হং হি ত্রৈলোক্যসঙ্গমে ।  
 হৌ ভূজৌ ভদ্রবান্ শৈলো দ্বীপাঃ প্রত্যস্তবার্তন  
 সমুদ্রাঃ সরিতশ্চৈব সিদ্ধুনদ্যন্তথাহিকে ।  
 সুরূপে সুরভুজৈ সুরূ সুরভুজৈ শূলধারিণি ॥ ১০৩  
 বালার্কসমবর্ণেন পূর্বায়ান্ত প্রদৃশ্যসে ।  
 জীমূতাজনবর্ণেন দক্ষিণায়ান্ত দৃশ্যসে ॥ ১০৪  
 শঙ্খকুন্দেন্দুবর্ণেন পশ্চিমায়ান্ত দৃশ্যসে ।  
 বৈদূষ্যস্ত ত্ব বর্ণেন উত্তরায়ান্ত দৃশ্যসে ॥ ১০৫  
 পর্বতে মলয়পৃষ্ঠে চিত্রকূটে তথা ভবে ।  
 অগ্নিজিহ্বে দর্ভরোমে ব্রহ্মশীর্ষে মহোদরি ॥ ১০৬

চারণসেবিত স্থানে, অগ্নিকোপে, সুরাবর্ষে  
 ও চন্দ্রে বিরাজমান আছ। হে দেবি! তুমি  
 ত্রৈলোক্যধারিণী, বিজ্ঞাগিরিতে তোমার  
 অবস্থিতি আছে। তুমিই পবিত্র মন্দাকিনী  
 এবং আমিও ত্বদীয় গঙ্গামূর্তি মস্তকে ধারণ  
 করিতেছি। হে দেবি! অষ্টাশীতি সহস্র  
 উর্জরেতাঃ তপঃসিদ্ধ তপোধন ঋষিগণ, সর্বদা  
 তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। পৃথিবী  
 তোমার চরণদ্বয় এবং ওষধি ও গুল্ম সকল  
 রোমাবলিস্বরূপ। যে স্থানে ত্রৈলোক্যের  
 সঙ্গম আছে, তদৃশ গঙ্গায়মুনার যে মধ্যস্থল,  
 তাহাও তুমি। হে অগ্নিকে! ভদ্রবান্ শৈল  
 তোমার ভূজগুণলস্বরূপ এবং তুমিই সমুদ্র  
 দ্বীপ, প্রত্যস্ত পর্বত, সমুদ্র ও নদ-নদীরূপে  
 বিরাজ করিতেছ। হে শূলধারিণি! ত্বদীয়  
 ভূজদ্বয়, ক্রয়ুগ্ম, জজ্ঞাদ্বয় ও রূপ অতি মনো-  
 হর। পূর্বদিকে তুমি বালার্কের স্থায় লোহিতবর্ণা।  
 দক্ষিণে জলধর ও অঙ্গনবৎ কৃষ্ণবর্ণা, পশ্চিমে  
 শঙ্খ ও ইন্দ্রতুলা শুভ্রবর্ণা এবং উত্তরদিকে  
 বৈদূষ্যমণির সমানবর্ণা দৃষ্ট হইয়া থাক। হে  
 মহোদরি! মলয় ও চিত্রকূট পর্বতে এবং

উৎকৃষ্টব্রতনিরতে শরণ্যে ব্রহ্মণঃ প্রিয়ে ।  
 হং হি নারায়ণী দেবি চৌরবঙ্কলধারিণী ॥ ১০৭  
 দুর্গে দুর্গে তথা দেবি তপস্তপ্যাস সুরভতে ।  
 দিশাজভেব দিশাবাহ সুরূপে অমৃতপ্রিয়ে ॥ ১০৮  
 নিমন্ত-অঙ্ককাদীনামসুরাণাং ভয়ঙ্করী ।  
 ওকারনিভ্যে সাবিত্রি চতুর্কৈদস্মুতে যুগে ॥ ১০৯  
 কংসাদীনাম্ বধার্থায় উৎপন্ন্য লোকপাবনী ।  
 পরবধবরৈশ্চাপি পুর্নৈন্দৈশ্চাপি পূজ্যসে ॥ ১১০  
 বিজ্ঞাবাসিনী বাসোঘে অমোঘে অগ্নিকে শুভে  
 অষ্টাদশভূজৈশ্চৈব নিত্যং গগনচারিণি ॥ ১১১  
 ঋগ্‌যজুঃসামবেদৈশ্চ তথা চাথর্ববেদগৈঃ ।  
 ভূমসে সততং দেবি তপঃসিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ ॥ ১১২  
 ভৌমবক্রা মহাবক্রা অনলা কৃষ্ণবিজলা ।  
 কৃষ্ণমূর্ধ্বা মহামূর্ধ্বা ঘোরমূর্ধ্বা ভয়াননা ॥ ১১৩  
 ঘোরবক্রা মহাজিহ্বা ঘোরবেগা মহাব্রতা ।

অগ্নিজিহ্বা, দর্ভরোম ও ব্রহ্মশীর্ষে তুমি  
 বিরাজমান আছ। হে দেবি! হে শরণ্যে!  
 হে ব্রহ্মপ্রিয়ে! তুমি পরম ব্রতনিরতা এবং  
 চৌরবঙ্কলধারিণী হইয়া সতত তপোমুঠানে  
 নিমগ্নচিত্তা, অতএব হে সুরভতে দুর্গে! সকলে  
 তোমাকেই নারায়ণী বলিয়া থাকেন। হে  
 অমৃতপ্রিয়ে! হে সুরূপে! দিক্‌ই তোমার  
 জজ্ঞা ও বাহুস্বরূপ। হে সাবিত্রি! তুমিই  
 প্রণবের অধিষ্ঠাত্রী, বেদ-চতুষ্টয় তোমারই  
 অনুসন্ধান করিতেছে, তুমিই নিমন্ত ও  
 অঙ্ককাদি অসুরগণের সংহারকত্রী এবং  
 কংসাদির বধার্থে আপনযুগে উৎপন্ন্য হইবে।  
 তুমিই জনগণকে পবিত্র করিতেছ এবং শর,  
 বর্ষবর ও পুর্নৈন্দগণ কর্তৃক পূজিতা হইয়া  
 থাক। ১০৭—১১০। হে অমোঘে! হে  
 হে অগ্নিকে! হে শুভে! তুমি সতত বিজ্ঞা-  
 বাসিনী এবং নিখিল বামাগণের স্বরূপ।  
 হে দেবি! তুমি অষ্টাদশভূজা মূর্তিতে সতত  
 গগনমণ্ডলমধ্যে বিচরণ করিয়া থাক এবং ঋক্,  
 যজুঃ, সাম ও অথর্ব-বেদজ্ঞ, তপঃসিদ্ধ ও  
 তপোধনগণ নিরন্তর তোমারই স্তুতিবাদ  
 করিয়া থাকেন। বৃষগণ তোমাকে ভৌমবক্রা

দীপ্তাস্তা দীপ্তনেত্রা চ চণ্ডপ্রহরণোদ্যতা ॥ ১১৪  
 সুরভী সৌরভেয়া চ উমা তুর্গা তথৈব চ ।  
 সর্ববাদিত্রহস্তা চ সর্বপ্রহরণোদ্যতা ॥ ১১৫  
 কৃষ্ণাশ্বরধরা কৃষ্ণা শাক্ষাযুধধর্মুর্ধরা ।  
 ভ্রাসনী মোহনী চৈব মৃত্যুরূপা ভয়াবহা ॥ ১১৬  
 ভীষণা দানবেশ্রাণাং তথা চৈব ভয়ঙ্করী ।  
 অভয়া সর্বদেবানাং পিতৃণাং মাতৃষামপি ॥ ১১৭  
 পৃথিবী কেশিনী সাধ্বী মৃত্যুদেহজরাদিকা ।  
 রক্ষা পবিত্রা অকোভ্যা হ্রাদিনী মেঘলা তথা ।  
 কস্তাদেবী সুরাদেবী ভীমাদেবী চ কীর্তয়ে ॥  
 শাকম্বরী মহাশ্বেতা ধূম্রা ধূম্রেশ্বরী তথা ।  
 বীরভদ্রা সূভদ্রা চ মম দেহাধিনিঃসৃত্য \* ॥ ১১৯  
 শশাঙ্কে বসসে নিতাং প্রদীপ্তচিত্তিসঙ্কুলে ।  
 কপালহস্তা খট্বাকী সর্বলোকভয়াবহা ॥ ১২০  
 কান্তারবাসিনী দেবী বিমানে চাক্রশোভনে ।

মহাবক্রা, অনলা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, কৃষ্ণমূর্ধা, মহা-  
 মূর্ধা, ঘোরমূর্ধা, ভয়াননা, ঘোরবক্রা, মহা-  
 জিহ্বা, ঘোরবেগা, মগভ্রতা, দীপ্তাস্তা, দীপ্ত-  
 নেত্রা, চণ্ডপ্রহরণোদ্যতা, সুরভি, সৌরভেয়ী,  
 উমা, তুর্গা, সর্ববাদিত্রহস্তা, সর্বপ্রহরণোদ্যতা,  
 কৃষ্ণাশ্বরধরা, কৃষ্ণা, শাক্ষাযুধধর্মুর্ধরা, ভ্রাসনী,  
 মোহিনী, মৃত্যুরূপা ও ভয়াবহা বলিয়া কীর্তন  
 করিয়া থাকেন । ১১১—১১৬ । হে দেবি !  
 তুমি দানবেশ্রগণকে ভয় এবং দেবতা, পিতৃ-  
 গণ ও মাতৃষাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া  
 থাক । তুমি পৃথিবী, কেশিনী ও সাধ্বী  
 বলিয়া কীর্তনোদ্যতা । মৃত্যু ও দেহ-জরাদি যাহা  
 কিছু, সকলই তুমি । তুমি রক্ষা, পবিত্রা,  
 অকোভ্যা, হ্রাদিনী, মেঘলা, কস্তাদেবী, সুরা-  
 দেবী, শাকম্বরী, মহাশ্বেতা, ধূম্রা, ধূম্রেশ্বরী,  
 বীরভদ্রা ও সূভদ্রা নামে কথিতা আছ । মদীয়  
 হৃদয়কেত্র এবং প্রজলিতচিত্তা-সঙ্কুল শশাঙ্ক-  
 ভূমিতে তুমি নিরন্তর বাস করিয়া থাক ।  
 মদীয় হস্তে নৃকপাল ও খট্বাক বিরাজমান ।  
 তুমি সর্বলোকের ভয়নাশিনী । কি দুর্গমমার্গ,

মম স্বংপদ-বাসিনীতি পাঠান্তরম্ ।

শ্রীঃপদ্মা যোগমাতা চ যোগমার্গানুসারিণী ॥ ১২১  
 ধূমকেতুর্নহাংসী কৃতমেব যুগন্ধরে ।  
 ধূমবর্ত্তিস্তথা জালা অঙ্গারিণ্যাস্তথোচ্যসে ॥ ১২২  
 বেতালী ব্রহ্মবেতালী মহাবেতালিরেব চ ।  
 বিদ্যারাজী বরাজী চ তথা মাহেশ্বরী মতা ॥ ১২৩  
 ব্রহ্মণ্যা চ শরণ্যা চ ভক্তানাং ভক্তবৎসলা ।  
 ত্রয়োব মাতরঃ সর্বা ভূতমাংস তথৈব চ ।  
 পর্বতেষু সমুদ্রেষু তুর্গেষু বিষমেষু চ ॥ ১২৪  
 চৌরেষু চৈব রক্ষঃসু তরঙ্গণাং ভয়েষু চ ।  
 ব্যালেষু চ দুষ্টচিত্তেষু সর্বতঃ পরিরক্ষসি ॥  
 সিংহব্যাঘ্রভয়ে চৈব সমে নিরোরত তথা ।  
 ত্বং হি নঃ সর্বকার্ধ্যেষু দদাস্তভয়দক্ষিণাম্ ।  
 বজ্রাশনিনিপাতেষু তথা সমরসঙ্কটে ॥ ১২৬  
 গজেন্দ্রদশনপ্রোতো দষ্টৌ হানীবিষেণ বা ।  
 শৃংখলাবেষ্টিতগ্রীবঃ পাদয়োক্রভয়োরপি ॥ ১২৭  
 বন্ধো বা কালপাশেন মৃত্যোর্বা বশমাগতঃ ।  
 কীর্তনাং তব দেবেশি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

কি বিচিত্র বিমান, তুমি সর্বত্রই অবস্থিতা  
 আছ । তুমিই শ্রী, তুমিই পদ্মা এবং তুমিই  
 যোগমার্গানুসারিণী যোগমাতা । তুমিই ধূম-  
 কেতু ও যুগন্ধরে সত্যযুগন্ধরূপ । বুধগণ  
 তোমাকে মহাহাঙ্গা, ধূমবর্ত্তি, জালা, অঙ্গারিণী,  
 বেতালী, ব্রহ্মবেতালী, মহাবেতালী, বিদ্যা,  
 রাজী, বরাজী, মাহেশ্বরী ও ব্রহ্মণ্যা বলিয়া  
 থাকেন । তুমি ভক্তগণের আশ্রয়দায়িনী ও  
 ভক্তবৎসলা । হে দেবি । তুমিই মাতৃকাগণ  
 এবং ভূতমাতা নামে প্রসিদ্ধা । পর্বত ও  
 সমুদ্র মধ্যে, তুর্গ ও বিষম স্থানে, দক্ষা, রাক্ষস,  
 দুষ্টমতি লোক সকল, ব্যাঘ্র ও যাবিত্তীয় হিংস্র  
 জন্তুগণ হইতে সকলদা তুমিই সকলকে রক্ষা  
 করিতেছ । সিংহ ও ব্যাঘ্রভয় উপস্থিত হইলে,  
 সম ও নিরোরত ভূমিতে, বজ্রপাত সময়ে,  
 বিষম সমরক্ষেত্রে, অধিক কি, সমুদ্র কার্ধ্যই  
 তুমি আমাদিগকে অভয়দক্ষিণা দিয়া থাক ।  
 হে দেবেশি ! যে ব্যক্তি মাতঙ্গরাজের দন্ত-  
 মধ্যে পতিত কিংবা ভূজক বর্ধক দষ্ট, বাহার  
 গ্রীবা ও চরণদ্বয় শৃংখল দ্বারা আবদ্ধ কিংবা যে

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ সাংখ্যযোগভূতৈব চ ।  
অধ্যাত্মকাধিভূতকং ত্বয়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১২১॥  
ত্বং দিশো বিদিশশ্চৈব অদিতিনিতিরেব চ ।  
চণ্ডিকা চণ্ডকারী চ চণ্ডরূপা চ কৌৰ্ভ্যসে ॥ ১৩০ ॥  
ঋণ্টারবা বিরূপাকী শিখিশিচ্ছধ্বজপ্রিয়া ।  
শব্দশূলগদাহস্তা মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ১৩১ ॥  
মাতঙ্গী মন্তমাতঙ্গী কোশিকী ব্রহ্মবাদিনী ।  
জননী সিদ্ধসেনস্ত উগ্রতেজা মহাবলা ॥ ১৩২ ॥  
জয়া চ বিজয়া চৈব বিনতা কঙ্করেব চ ॥ ১৩৩ ॥  
ধাত্রী বিধাত্রী বিক্রান্তী ইচ্ছা মূর্ছা চ মূর্ছনী ।  
দমনী দামনী চৈব ছেদনী ভেদনী তথা ॥ ১৩৪ ॥  
বন্দনী বন্দিনী চৈব অমৃত্য সত্যবাদিনী ।  
মানসী মন্তমানা চ মাতৃগাং জননী শুভা ॥ ১৩৫ ॥  
অঘোরা ঘোররূপা চ ঘোরা ঘোরতরা তথা ।  
মৃতসঞ্জীবনী চৈব বিশল্যাকরণী তথা ॥ ১৩৬ ॥  
সঞ্জীবনী হৌষধী চ স্বমেব পরিপঠ্যসে ।

কালপাশে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর বশতাপন্ন হই-  
য়াছে, সেও যদি তোমার নাম কীৰ্ত্তন করে, তাহা  
হইলে নিঃসন্দেহ সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া  
থাকে ॥ ১১৭—১২৮ ॥ কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ,  
কি বর্তমান, কি সাংখ্য যোগ কি অধ্যাত্ম ও  
কি অধিভূত নিখিল পদার্থই তোমাতে অব-  
স্থিত । সমুদয় দিক ও বিদিক তুমি, তুমিই  
দিত্তি, তুমিই অদিত্তি । সকলে তোমাকে  
চণ্ডিকা, চণ্ডকারী চণ্ডরূপা, ঋণ্টারবা ও বিরূ-  
পাকী নামে কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । ময়ূর-  
পিচ্ছধ্বজ তোমার পরম প্রিয় এবং স্বদীয়  
ভূজনিকরে শব্দ শূল ও গদা শোভা পাই-  
তেছে । তুমি মহিষাসুরমর্দিনী ও সিদ্ধসেন-  
জননী, তোমার তেজ অতি উগ্র ও বল অতি  
মহৎ । তোমাকেই সকলে মাতঙ্গী মন্ত-  
মাতঙ্গী, কোশিকী, ব্রহ্মবাদিনী জয়া, বিজয়া,  
বিনতা, কঙ্ক, ধাত্রী, বিধাত্রী, বিক্রান্তী, ইচ্ছা,  
মূর্ছা, মূর্ছনী, দমনী, দামিনী, ছেদনী, ভেদনী,  
বন্দনী বন্দিনী, অমৃত্য, সত্যবাদিনী, মানসী, মন্ত-  
মানা, মাতৃজননী, অঘোরা, ঘোররূপা, ঘোর-  
ঘোরতরা মৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্যাকরণী, সঞ্জীবনী,

সন্ধ্যা চৈব মহাসন্ধ্যা ত্বং দেবি পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
হরিনী হারিনী চৈব ধরনী ধারিনী তথা ।  
দিব্যমূর্তির্মহামূর্তিরৈশ্বৰ্য্যমূর্তিকচ্যসে ॥ ১৩৮ ॥  
পাশহস্তা মহাহস্তা কুমারী কলহপ্রিয়া ।  
সন্ধিনী বিসন্ধিনী চৈব মেনকা উৰ্ব্বনী তথা ।  
মায়াদেবী সুরাণাং ত্বং দেবী পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
পুরা সুরগণাঃ সৰ্বে অনুরেক্ষন্তয়াদিতাঃ ॥ ১৪০ ॥  
হাং জগ্নুঃ শরণং সৰ্বে মৎপুরোগা বরাননে !  
ততস্তাং ক্রোধসন্তপ্তাং যুগান্তায়িসমপ্রভাম্ ।  
দেবানাং তেজসাবৃত্তা স্রজদ্বিবেশরীং ততুম্ ।  
মহিষস্ত বধার্থায় জ্ঞানামালেতি বিজ্ঞতা ॥ ১৪২ ॥  
হুয়া সুরিপুন সৰ্বান শক্ৰো রাজ্যো নিয়োজিতঃ  
বিষ্ণুনা চ পুরা দেবীং হামারাগোহ সুব্রতে ।  
দানবা নিহতাঃ সৰ্বে হুয়া মায়াবিমোহিতাঃ ।  
অবধ্যাঃ সৰ্বভূতানাং পুত্রো বৈ কালনেমিনঃ ।  
কংসচ্চ নিহতোঃ দৈত্য উগ্রসেনসুতো বলী ।  
ত্বং দেবি সৰ্বভূতানাং শরণ্যা ভক্তিবৎসলা ।  
অভয়া সৰ্বলোকস্ত বুদ্ধিঃ তদ্বিশ্চ পঠ্যসে ॥ ১৪৫ ॥

ওষধী, সন্ধ্যা, মহাসন্ধ্যা, হরিনী, হারিনী, ধরনী,  
ধারিনী; দিব্যমূর্তি, মহামূর্তি, ঐশ্বৰ্য্যমূর্তি, পাশ-  
হস্তা, মহাহস্তা, কুমারী, কলহপ্রিয়া, সন্ধিনী,  
বিসন্ধিনী, মেনকা ও উৰ্ব্বনী বলিয়া উল্লেখ,  
করিয়াছেন । হে দেবি ! তুমিই সুরগণের  
মায়াদেবী নামে কীৰ্ত্তিতা আছ । হে বরাননে !  
পূর্বে সমুদয় সুরগণ, অনুরেক্ষ মাহিষাসুরের  
ভয়ে ভীত হইয়া, আমার সহিত তোমার  
শরণাপন্ন হইলে তুমি মহিষাসুরের সংহারার্থ  
দেবগণের তেজে পরিবৃত্ত হইয়া বিবেশরী মূর্তি  
প্রকাশপূর্বক জ্ঞানামালা নামে প্রসিদ্ধা হও ;  
পরে নিখিল অনুরগুণকে নিধনপূর্বক পুনরায়  
দেবরাজকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ ।  
হে সুব্রতে ! পূর্বে বিষ্ণুও তোমাকে  
আরাধনা করিয়া, স্বদীয়মায়ায় বিমোহিত  
সমুদয় দানবগণকে সংহার করেন এবং  
পরে সৰ্বভূতের অবধ্যা, কালনেমির পুত্র  
ও উগ্রসেনাধ্বজ মহাবলসম্পন্ন কংসা-  
সুরকে নিহত করিয়াছেন ! হে দেবি ! তুমি

ছন্দসাক্ষর গায়ত্রী অম্বুইপ্ ত্রিইবেব চ ।  
পঙ্ক্তিশ্চৈব যতিশ্চৈব শঙ্খধ্বজৈব চ ॥ ১৪৬  
ত্বং দেবি সর্বভূতানাং হৃদি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা ।  
ত্ৰাহি ত্ৰাহি সুরান্ সর্গান্ দৈত্যভূতান্ সমাহুযান  
জ্যোতিষাং ত্বং পরাজ্যোতিঃ সুরতানাং

গতিঃ শুভা ।

যোগিনাং যোগসিদ্ধিঃ স্তমেব পরিকৌর্যাসে ।  
ত্বং কৃতজ্ঞা বিধিজ্ঞা চ সর্বজ্ঞা সর্ববিক্রমা ।  
ভূতবিদ্বজ্জ্যোতিষ্ঠা কন্ধ্যা কল্যাণরেব চ ॥ ১৪৭  
নিজা মোহন্তথা জ্ঞানং ক্ষুৎপিপাসা তথৈব চ ।  
ধর্মোর্ধ্বধর্ম্যঃ সুখং ত্বং ধমলক্ষ্মীলক্ষ্মীরেব চ ॥ ১৪৮  
স্নেহতী কালকণী চ তথা ত্বং গ্রহাশ্চ যে ।  
ভূষণ চ ত্বপ্তিঃ কামশ্চ তয়া ত্বাৎপাদিতা পুরা ॥  
হিরণ্যবর্ণে দেবেশি নমস্তে স্কন্দপূজিতে !  
তরুণী তারুণী গুপ্তে চলনী চালনী গুপ্তে ॥ ১৪৯

ভক্তি-বৎসলা এবং সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা ও  
অভয়দাতা । সকলে তোমাকেই বুদ্ধি ও শুদ্ধি  
বলিয়া কীর্তন করেন । তুমিই গায়ত্রী, অম্বু-  
ইপ্, ত্রিইপ্ ও পঙ্ক্তি নামক ছন্দ । তুমিই  
যতি, তুমিই শঙ্খ ও তুমিই ধ্বজ নামে প্রসিদ্ধা ।  
হে দেবি ! তুমি অখিল জীবগণের হৃদয়ে  
প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠিতা আছ; অতএব সমস্ত  
দেবগণ দৈত্যগণ, মানবনিচয় ও অন্যান্য যাব-  
তীয় ভূতগণকে পরিভ্রাণ কর । তুমিই যাবতীয়  
জ্যোতির্ময় পদার্থদগের পরমজ্যোতিঃ, সদাচার  
সম্পন্ন জীবগণের শুভগতি এবং যোগিগণের  
যোগসিদ্ধি বলিয়া কীর্তিতা হইয়া থাক ।  
তোমাকে সকলে কৃতজ্ঞা, বিধিজ্ঞা, সর্বজ্ঞা,  
সর্বজ্ঞতয়া, ভূতবিৎ, ব্রহ্মবিৎ, জ্যোষ্ঠা, কন্ধ্যা,  
কল্যাণী, স্নেহতা ও কালকণী বলিয়া কীর্তন  
করেন । পূর্বে তুমিই নিজা, মোহ, অজ্ঞান, ক্ষুধা  
পিপাসা, ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী,  
ভূষণ, ত্বপ্তি কাম এবং ত্বংগ্রহগণকে উৎপাদন  
করিয়াছ । হে স্কন্দপূজিতে ! হে হিরণ্যবর্ণে !  
তুমি দেবগণের ঈশ্বরী অতএব আমি তোমাকে  
বারংবার নমস্কার করি । হে গুপ্তে ! হে গুপ্তে !  
অদীয় হস্তহিত কিঙ্কিনী প্রচণ্ডবুবে বাদিত

কিঙ্কিনী চণ্ডনির্বোধে ক্রন্দনী ক্রন্দনপ্রিয়া ।  
তাড়নী ক্রন্তনী রোদ্রী গোপ্তা ধাত্রী ধনেশ্বরী ।  
খড়্গিনী খড়্গাঘোষা চ পূর্ণমাত্রা বিশোধনী ।  
নারায়ণী চ ভূতানাং প্রাণিনাং প্রমদা প্রিয়া ॥  
সংক্রোধনী ক্রোধহরা নিক্রোধা ক্রোধচারিণী ।  
কল্যাণী ত্বন্দা চৈব সুমুখা দীনবৎসলা ॥ ১৪৫  
বিরজা জননী ভদ্রা কমা কান্তা বরপ্রদা  
শিবা শান্তিদয়া দান্তা সত্য চৈব তু বিজ্ঞতা  
ক্রোধেশ্বরী মহাবীৰ্যা কালনিদ্রা গণেশ্বরী ।  
পদ্মাক্ষী পদ্মগর্তা চ পদ্মখণ্ডনিবাসিনী ॥ ১৪৬  
ভৃগুশী ত্বং মহাভাগে ভৃগুবংশদাপ্রিয়ে ।  
তপস্বিব্রহ্মচারিণ্যো ঋষিকণ্ঠে জিতেন্দ্রিয়ে ॥ ১৪৭  
জিতদম্বে জিতক্রোধে মহতী ভক্তবৎসলে ।  
স্মৃতিশ্চ সর্বভূতানাং স্তমেব হি শুভাননে ॥ ১৪৮  
আহুতিশ্চ হুতিশ্চৈব ত্বং দেবি পরিকৌর্যাসে ।  
কৃষ্ণা চ কৃষ্ণরূপা চ কৃষ্ণপক্ষ্ম চোৎসবা ॥ ১৪৯  
চতুর্থী পঞ্চমী চৈব নবম্যেকাদশী তথা ।  
ব্রহ্মরূপা সুরূপা চ কামদা কামরূপিণী ॥ ১৫০

হইয়া থাকে । সকলে তোমাকে তরুণী, তারুণী  
চলনী, চালনী, ক্রন্দনী, ক্রন্দনপ্রিয়া তাড়নী,  
রোদ্রী, গোপ্তা ধাত্রী, ধনেশ্বরী,  
খড়্গিনী, খড়্গাঘোষা, পূর্ণমাত্রা, বিশোধনী,  
নারায়ণী প্রাণিগণের প্রাণদা, প্রিয়া, সংক্রো-  
ধনী, ক্রোধহরা, নিক্রোধা, ক্রোধচারিণী, কল্যাণী  
ত্বন্দা, সুমুখা, দীনবৎসলা, বিরজা, জননী,  
ভদ্রা, কমা, কান্তা, বরপ্রদা, শিবা, শান্তি, দয়া  
দান্তা; সত্য; ক্রোধেশ্বরী; মহাবীৰ্যা; কালনিদ্রা;  
গণেশ্বরী, পদ্মাক্ষী, পদ্মগর্তা এবং পদ্মনিবা-  
সিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ১২২—১৫০।  
হে মহাভাগে ! হে ভক্তবৎসলে ; তুমি  
সর্বদা ভৃগুবংশপ্রিয়া ভৃগুশী; তপস্বিনী, ব্রহ্ম-  
চারিণী ঋষিকণ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়া, জিতদম্ভা জিত-  
ক্রোধা, মহতী বলিয়া প্রসিদ্ধা । হে শুভাননে !  
তুমিই সর্বভূতের স্মৃতি; হে দেবি ! তোমাকেই  
আহুতি, হুতি, কৃষ্ণা, কৃষ্ণরূপা, কৃষ্ণপক্ষ্মাৎসবা  
পঞ্চমী, নবমী একাদশী, ব্রহ্মরূপ



কামদেবপ্রণালী চ বিবরূপা শুচিত্তা ।  
 একাকী চ শতাকী চ নরনারায়ণী তথা ॥ ১৬২  
 গোমুখী সুমুখী চৈব দক্ষযজ্ঞকয়ঙ্করী ।  
 খেচরী গোচরী কাস্তিভগনেত্রাপহারিণী ॥ ১৬৩  
 যোগযোগী মহাযোগী যোগিনাং যোগমুত্তমম্ ।  
 মহামারী চ বিঘ্নয়া সৰ্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১৬৪  
 বিশালাক্ষী সমৃদ্ধিচ ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মচারিণী ।  
 অজিতা পূজিতা পুণ্যা পুষ্কো দন্তবিনাশিনী ।  
 অপ্রসন্ন প্রসন্ন চ তৃপ্তা প্রীতা প্রিয়বদা ।  
 জটিল লক্ষণা লক্ষ্মীরনন্তা সনকেশ্বরী ॥ ১৬৬  
 ত্র্যং স্মৃতিঃ সর্বভূতানামিচলা লোকনাশিনী ।  
 তুষ্টিঃ কাস্তিস্থতা শোভা শোভনা কমলোদ্ভবা ।  
 ভ্রমণী ভ্রামণী চৈব তরণীস্তন্তনী তথা ।  
 জন্তনী স্তন্তনী চৈব কালী গাকারী এব চ ॥ ১৬৮  
 মহারূপা মহাতেজা বিষ্ণুবক্রোদ্ভবা শুভা ।  
 বিরোচনী তথা স্বাস্তী বিরজা কৈটভেশ্বরী ॥ ১৬৯  
 হেমবর্ণা সুবর্ণা চ শ্রামা দীপ্তায়তেক্ষণা ।  
 রতিঃ প্রীতিঃ কমলাক্ষী দক্ষিণামূর্তিরিষাতে ॥ ১৭০  
 সুকণ্ঠা দহতী চৈব শালভায়নির্যেব চ ।

সুরূপা, কামদা, কামরূপিণী কামদেবপ্রণালী, বিবরূপা; শুচিত্তা; একাকী; শতাকী; নরনারায়ণী; গোমুখী; সুমুখী; দক্ষযজ্ঞকয়ঙ্করী খেচরী; গোচরী; কাস্তি; ভগনেত্রাপহারিণী, যোগযোগী মহাযোগী, যোগিগণের উৎকৃষ্টযোগ মহামারী, বিঘ্নয়া সৰ্বপাপপ্রণাশিনী; বিশালাক্ষী; সমৃদ্ধি; ধর্মিষ্ঠা; অজিতা পূজিতা, পুণ্যা, পুষ্কো দন্তবিনাশিনী অপ্রসন্ন, প্রসন্ন, তৃপ্তা প্রীতা, প্রিয়বদা, জটিল, লক্ষণা, লক্ষ্মীরনন্তা, সনকেশ্বরী, অচলা ও লোকনাশিনী নামে সকলে কীর্তন করিয়া থাকে। তুমিই জীবগণের তুষ্টি; কাস্তি ও শোভা। তোমার নাম শোভনা; কমলোদ্ভবা, ভ্রমণী, ভ্রামণী, তরণী, স্তন্তনী জন্তনী; কালী, গাকারী, মহারূপা মহাতেজা, বিষ্ণুবক্রোদ্ভবা, বিরোচনী; স্বাস্তী, বিরজা, কৈটভেশ্বরী, হেমবর্ণা সুবর্ণা, শ্রামা; দীপ্তা; আয়তেক্ষণা, রতি, প্রীতি, কমলাক্ষী; দক্ষিণামূর্তি সুকণ্ঠা, শালভায়নি, করালী,

করালী বিকরালী চ সকলা নিকলা তথা ॥ ১৭১  
 সিনীবালী কুহুশ্চৈব রাক্ষা চাভুমতী তথা ।  
 তাপনী বর্ষণী চৈব বিদ্যাজিজ্ঞাসনলোদ্ভবা ॥ ১৭২  
 দেবদেবী মহাদেবী হিমবচ্ছৈলরাটসুতে ।  
 অবিদ্যা সর্ববিদ্যানাং সিদ্ধীনাং সিদ্ধিকল্পমা ।  
 অপ্রমেয়াসি ভূতানামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।  
 দেবদানবমর্ত্যেষ্ণু তির্থাগ্‌যোনিগতেষু চ ।  
 স তৎ পশ্যামি দেবেশি যৎ ত্বয়া রহিতং ভবেৎ  
 অহং তব পিতা দেবী ত্বস্ত মাতা মম স্মৃতা ॥ ১৭৪  
 অহং ভ্রাতা চ ভর্তা চ বন্ধুগোপ্তা তথৈব চ ।  
 ত্বস্ত মে ভাগিনী দেবি পত্নী চ পরিকীর্তাসে ॥  
 অহমিষ্টো মহাযজ্ঞঃ পূর্ভযজ্ঞস্মৃচ্যাসে ।  
 অহমগ্নিঃ হোতা চ যজমানস্তথৈব চ ।  
 স্বাহা স্বধা চ অশ্রোণি ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥  
 অহং বিষ্ণুর্মহাযজ্ঞো যজ্ঞমূর্তিস্মৃচ্যাসে ।  
 পুরুষোহহং বরারোহে প্রকৃতিশ্চ ত্বমুচ্যাসে ॥ ১৭৮

বিকরালী; সকলা; নিকলা; সিনীবালী, কুহু  
 রাক্ষা; অভুমতী; তাপনী; বর্ষণী, বিদ্যাজিজ্ঞাসা,  
 অনলোদ্ভবা, দেবদেবী মহাদেবী, ও হিমালয়-  
 সুতা। হে দেবি! আমি নিশ্চয় জানি;  
 তুমিই নিখিল বিদ্যাগণের মধ্যে অবিদ্যা নামে  
 বিখ্যাতা। তুমিই সমুদয় সিদ্ধির মধ্যে উত্তমা  
 সিদ্ধি। হে অমিতে! তুমি ভূতগণের অপ্র-  
 মেয়া। হে দেবেশি! দেবতা; দানব; মানব  
 ও তির্থাঙ্কজাতির মধ্যে এমত কেহই নাই  
 যাহাতে তোমার অধিষ্ঠান না আছে।  
 ১৫৮—১৭৩। হে দেবি! আমি তোমার  
 হৃদয়স্বরূপ এবং সতত তুমি মদীয় হৃদয়মধ্যে  
 অবস্থিতা গ্রাহ। আমি তোমার পিতা  
 এবং তুমিও আমার মাতা স্বরূপা। অ'মাকে  
 তোমার ভ্রাতা, ভর্তা, বন্ধু ও রক্ষক এবং  
 তোমাকে আমার ভাগিনী, দেবী ও পত্নী  
 বলিয়া সকলে কীর্তন করেন, বৃদ্ধগণ আমাকে  
 মহাযজ্ঞ এবং তোমাকে পূর্ভযজ্ঞরূপে উল্লেখ  
 করিয়াছেন। আমি অগ্নি, হোতা ও যজমান  
 এবং তুমি স্বাহা ও স্বধাস্বরূপ। হে অশ্রোণি!  
 সকল বস্তু তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে

## দেবীপুরাণঃ ।

অহং গ্রহপতিশ্চন্দ্রস্বস্ত নক্ষত্রমণ্ডলম্ ।  
 সূর্য্যশ্চাহং মহাদেবি ত্বং প্রভা পরমেশ্বরী ॥ ১৭৯  
 অহং সাগরমাকোভাস্বস্ত বেলোর্গিরেব চ ।  
 অহং ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠঃ সাবিজী ত্বং নিগদ্যসে ।  
 অহং বিষ্ণুর্মহাবীৰ্য্যত্বং লক্ষ্মীলোকভাবিনী ।  
 অহমিন্দ্রো মহাতেজাত্বং শচী পরমেশ্বরী ॥ ১৮১  
 অহং ভৃগুর্বসিষ্ঠশ্চ জমদগ্নিস্তথৈব চ ।  
 ত্বং বিদ্যা রেণুকা চৈব অরুন্ধতী পতিব্রতা ॥ ১৮২  
 দিবসোহহং বরারোহে রজনী ত্বং নিগদ্যসে ।  
 দিবসোহহং মূৰ্ত্তশ্চ ত্বং সঙ্ক্যাকাল ঐব চ ॥ ১৮৩  
 অহং তেজোহধিকঃ সূর্য্যত্বং সুষুম্না নিগদ্যসে ।  
 বরুণোহহং মহাতেজস্বস্ত গৌরী প্রকীর্তিতা ॥  
 অহং বৈশ্রবণো রাজা যক্ষেশো লোকপূজিতঃ ।  
 ত্বক্ ঋদ্ধির্মহাত্মাগা উপমা চার্পানুত্তমা ॥ ১৮৫  
 অহং সেনাপতিঃ কন্দো দেবসেনা হমুচ্যসে ।  
 অহং বীজবরঃ শ্রেষ্ঠস্বস্ত ক্ষেত্রবরা স্মৃতা ॥ ১৮৬  
 অহং বৃকপতিঃ স্তম্ভত্বং বনস্পতিকচ্যসে ।

বরারোহে ! আমিই বিষ্ণুস্বরূপ মহাব্রহ্ম এবং  
 তুমি যজ্ঞমূর্ত্তি বলিয়া কথিতা অীছ । আমি  
 পুরুষ, তুমি প্রকৃতি ; আমি গ্রহপতি চন্দ্র,  
 তুমি নক্ষত্রমণ্ডল । হে মহাদেবি ! আমি সূর্য্য,  
 তুমি প্রভা ; আমি অকোভা সাগর, তুমি  
 বেলা ও উর্গি আমাকেই সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও  
 তোমাকে সকলে সাবিজী বলিয়া থাকেন ।  
 আমিই মহাবীৰ্য্যশালী বিষ্ণু, তুমিই লোক-  
 ভাবিনী লক্ষ্মী । আমি মহাতেজা ইন্দ্র, তুমি  
 পরমেশ্বরী শচী । আমিই ভৃগু, বসিষ্ঠ ও  
 জমদগ্নি এবং তুমিই বিদ্যা, অরুন্ধতী ও  
 রেণুকা । হে বরারোহে ! আমিই দিবস ও  
 মূৰ্ত্ত এবং তুমিই রজনী ও সঙ্ক্যা । আমিই  
 তেজোহধিক সূর্য্য এবং তুমিই সুষুম্না নামে  
 কীর্তিতা । আমি মহাতেজা বরুণ, তুমি  
 গৌরী নামে প্রসিদ্ধা ॥ ১৭৪—১৮৪ ॥ আমি  
 বৈশ্রবণ নামক লোকপূজিত যক্ষেশ্বর, তুমি  
 মহাত্মাগা ঋদ্ধি ও অনুত্তমা উপমা । সকলে  
 আমাকে উৎকৃষ্ট বীজ তোমাকে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র  
 এবং আমাকে স্তম্ভ বৃকপতি ও তোমাকে

শেষমূর্ত্তিরহং ভদ্রে কণীশপরিবেষ্টিতে ॥ ১৮৭  
 রেবতী ত্বং বিশলাক্ষি মদবিভ্রান্তলোচনে ।  
 মোক্ষোহহং ত্রিদশশ্রেষ্ঠে ত্বং দেবি পরমা গতিঃ  
 অপাং পতিরহং ভদ্রে ত্বং দেবি সরিতাং বরা ।  
 বভ্রবাগ্নিরহং সূত্র ত্বস্ত দীপ্তিরনেকশঃ ।  
 প্রজাপতিরহং অষ্টা ত্বং প্রজাসৃষ্টিরেব চ ॥ ১৮৯  
 নাগানামধিপশ্চাহং পাতালতলবাসিনাম্ ।  
 নাগিনী নাগকন্ধ্যা ত্বং কণাচ্ছত্রবিভূষিতা ॥ ১৯০  
 নিশাচরপতিশ্চাহং ত্বং শ্রেষ্ঠা রজনী স্মৃতা ।  
 কামোহহং কামদেবী ত্বং ত্বং রতিঃ প্রীতিরেব চ  
 ত্বর্ক্যারশ্চাপ্যহং ক্রোধত্বং কমা মম ধারিণী ।  
 লোভমোহতমশ্চাহং ত্বং কৃক্স তমসি স্মৃতা ॥  
 তাপসশ্চাপ্যহং দেবী ত্বং তপস্বিতপস্বিনী ।  
 কক্‌দ্যান্‌ বৃষভশ্চাহং ত্বস্ত গোঃ কীরধারিণী ॥  
 বায়ুরপ্যহমগ্নিশ্চ ত্বং গতির্মন্ত্রসূচনী ।  
 অহং সঞ্চরিতা লোকে নির্মমা ত্বং যশস্বিনী ॥  
 নয়োহহং সর্বকাৰ্য্যেষু নীতিত্বং কমলেক্ষণে ।

বনস্পতি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । হে  
 ভদ্রে হে ভুজঙ্গবেষ্টিতে ! আমিই সর্পরাজ  
 অনন্ত এবং হে বিশালাক্ষি ! হে মদবিভ্রান্ত-  
 লোচনে ! তুমিই তদীয় পত্নী রেবতী । হে  
 দেবি ত্রিদশশ্রেষ্ঠে ! আমি মোক্ষ, তুমি পরমা  
 গতি । হে দেবি ! আমিই জলপতি সমুদ্র,  
 তুমিই সরিষরা । হে সূত্র ! আমি বভ্রবাগ্নি,  
 তুমি দীপ্তি, আমিই অষ্টা প্রজাপতি, তুমিই  
 প্রজাসৃষ্টি । আমিই পাতালতলবাসী নাগ-  
 গণের অধীশ্বর, তুমিই কণারূপ ছত্র-বিভূষিতা  
 নাগিনী ও নাগকন্ধ্যা । আমি নিশাচরপতি,  
 তুমি রজনী । আমি কামদেব, তুমি কামদেবী  
 রতি ও প্রীতি । আমিই ত্বর্ক্যার ক্রোধ, তুমি  
 মদীয় ঋদ্ধিদায়িনী কমা । আমিই লোভ-  
 মোহজন্ত তমঃ এবং তুমিই কৃক্স অর্থাৎ তমঃ-  
 স্থিত কৃক্সতা নামে প্রসিদ্ধা । হে দেবি । আমি  
 তাপস, তুমি তপস্বিনী । আমি কক্‌দ্যান্‌ বৃষভ,  
 তুমি হৃষ্যবতী গো । আমি বায়ু ও অগ্নি এবং  
 তুমি গতি ও মন্ত্রসূচনী । জগতে আমিই  
 সঞ্চরিতা, তুমি যশস্বিনী নির্মমা । হে কমলে-

## সপ্তবিংশত্যাধিকতিতমোহখ্যানঃ ।

অহমস্বৰ্গ ভোক্তা চ ওষধী হং নিগদ্যসে । ১১৫  
অহমগ্নিচ ধূমচ বহুকাঙ্গালমেব চ ।  
অহং সংবর্তকো মেঘস্বস্ত ধারা হ্রেনেকশঃ ॥ ১১৬  
অহং সংহারকর্তা চ হং সৃষ্টিঃ সৰ্বদা শুভে ।  
অহং শুকঃ স্থিরশৈব হুমার্জা চলমেব চ ॥ ১১৭  
অষ্টাং তব দেবেশি হং ভূতানসৃজঃ সদা ।  
শরীৰ্যহং শরীরহস্তস্ত বুদ্ধীপ্রিয়ানি চ ॥ ১১৮  
অহং ভোক্তা মহাদেবি হস্ত ভোজ্যং ন সংশয়ঃ ।  
পৰ্জ্জন্তোহহং মহাতেজাঙ্কু বিদ্যামহাবলা ॥ ১১৯  
অহং কৃতযুগো ধৰ্ম্মহেতা হং পরিকীৰ্ত্যসে ।  
যুগোহহং হাপরঃ ক্রীমান্ হং কলিঃ পরমেশ্বরী ॥  
আকাশচাপাহং ভদ্রে পৃথিবী হং নিগদ্যসে ।  
অহমদৃশ্যমূৰ্ত্তিচ দৃশ্যাদৃশ্যমুগ্যসে ॥ ২০১  
বিরাজোহহং মহাভাগে শশ্বাত্তন্তে অনিন্দিতে  
বাক্পতিচাপাহং কৃষ্ণে হং বাগ্মী ঋষিভিঃস্তুতা

কণে! সকল কার্যে আমিই নয় এবং তুমি  
নীতিস্বরূপা। জনগণ, আমাকেই অন্ন ও  
ভোক্তা এবং তোমাকেই ওষধি বলিয়া কীৰ্ত্তন  
করে। আমি অগ্নি ও ধূম এবং তুমি উষ্ণতা  
ও জালা। আমি সংবর্ত নামক মেঘ, তুমি  
ধারা। হে শুভে! আমি সংহারকর্তা, তুমি  
সৃষ্টি। ১৮৫—১২৭। আমি শুক ও স্থির,  
তুমি আর্জা ও চলা! হে দেবেশি। আমি  
তোমার অষ্টা এবং তুমি ভূতগণের সৃষ্টী  
আমি শরীরস্থিত শরীরী নামে প্রসিদ্ধ এবং  
তুমি শরীরহ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-নিচয়স্বরূপ। হে  
মহাদেবি! আমি ভোক্তা এবং তুমিই যে  
ভোজ্য, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই  
আমিই মহাতেজা জলধর এবং তুমি মহাবলা  
বিদ্যা। হে পরমেশ্বরী! সকলে আমাকে  
সত্য, তোমাকে ত্রেতা এবং তোমাকে হাপর  
ও তোমাকে কলিযুগ বলিয়া উল্লেখ করি-  
য়াছে। হে ভদ্রে! আমি আকাশ, তুমি  
পৃথিবী। আমি অদৃশ্য, তুমি দৃশ্যাদৃশ্য বলিয়  
কথিত আছ। হে মহাভাগে! হে অনিন্দিতে!  
হে স্তুতে! ঋষিগণ, আমাকে বিরাজ  
তোমাকে সম্রাট এবং হে কৃষ্ণে! আমাকে

অহং অষ্টা চ ভর্তা চ হস্ত মৃত্যুঃ সদানঘে ।  
অহং রসয়িতা জাতা হং রসো জ্ঞান এব চ ॥ ২০৩  
অহং স্পর্শয়িতা কর্তা স্পর্শস্বঃ কৰ্ম এব চ ।  
অহং বক্তা চ ভোক্তা চ হং বুদ্ধির্গতিরেব চ ॥  
অহং সমমিতং ভূতং হং দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ২০৪  
হমা মমা চ দেবেশি ওতপ্রোতমিদং জগৎ ।  
একধা বহুধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ২০৫  
দেবদানবমর্ত্যেযু সকলেষু বিশেষতঃ ।  
নিকলেষু চ সর্কেষু অবুধেষু বুধেষু চ ॥ ২০৬  
অহং হং বিশালাক্ষি সততং সুপ্রতিষ্ঠিতৌ ।  
ঐশ্বর্যগুণসম্পন্নৌ সৰ্বপ্রাণিষবস্থিতৌ ॥ ২০৮  
ক্রৌঞ্চামি সততং দেবি হমা সার্কিং বরাননে ।  
মেকমন্দরপৃষ্ঠে চ হিমবৎকন্দরেষু চ ॥ ২০৯  
ঈন্দ উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী শিবেন পরমাত্মনা ।  
গুহ্যৈস্ত নামভির্দিব্যৈঃ সৰ্বলোকেশ্বরেশ্বরী ॥

বাক্পতি, তোমাকে বাগ্মী বলিয়া স্তুতি করিয়া  
থাকেন। হে অনঘে। আমি অষ্টা ও ভর্তা  
এবং তুমি মৃত্যুরূপিনী। আমি রসসংগ্রহ-কর্তা  
ও জ্ঞানকর্তা এবং তুমি রস ও জ্ঞান-  
স্বরূপা। আমি স্পর্শকারী ও কর্মকর্তা এবং  
তুমি স্পর্শ ও কর্মরূপিনী। হে দেবি! আমি  
বক্তা ও ভোক্তা, আর, তুমি বুদ্ধি ও গতি-  
স্বরূপা। অধিক কি বলিব, এই অধিন জগৎই  
তোমা দ্বারা ও আমা দ্বারা একধা, বহুধা ও  
শতসহস্রধা ওত-প্রোতরূপে আবদ্ধ আছে।  
হে বিশালাক্ষি! দেবতা, দানব ও মানব-  
দিগের মধ্যে কি শৌর্যাদিগুণযুক্ত, কি  
শৌর্যাদিহীন, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকল  
ব্যক্তিতেই তুমি ও আমি সৰ্বদা বিশেষরূপে,  
প্রতিষ্ঠিত আছি এবং আমরা নিজ ঐশ্বর্য-  
প্রভাবে প্রাণিমাৰ্জ্য ও অধিষ্ঠান করিতেছি।  
হে দেবি বরাননে! মেক মন্দরগিরি পৃষ্ঠে  
এবং হিমালয়-কন্দরে আমি নিরন্তর তোমার  
সহিত ক্রৌঞ্চা করিয়া থাকি। ১১৮—২০৯  
হস্ত কহিলেন,—তৎকালে সৰ্বলোকেশ্বরেশ্বরী  
দেবী ভগবতীকে পরমাত্মা শঙ্কর, পুরোক্ত

এতদ্বি সৰ্বমাখ্যাতং নিকৃষ্টং পাপনাশনম্ ॥২১১॥  
 য ইদং ধারয়েৎ স্তোত্রং পবিত্রং লোকসম্মতম্  
 স জিত্বা সৰ্বলোকানি শিবলোকে মহীয়তে ॥  
 দেব্যাশ্চৈব ভবেৎ পুত্রো দৌশ্চকুণ্ডলভূষিতঃ ।  
 বরদঃ সৰ্বদেবানাং দেবদানবদৰ্পহা ॥ ২১৩  
 অজিতঃ সৰ্বলোকেষু হুনিরীক্ষ্যো ভয়াবহঃ ।  
 অক্ষয়ঃ কামরূপশ্চ ক্রদন্তুমহাবলঃ ।  
 পূজ্যতে সৰ্বলোকেষু শূলপাণির্ধ্বজা শিবঃ ॥ ২১৪  
 যঃ পঠেৎ শ্লোকমেকম্ পঞ্চ যট্ট সপ্ত এব বা ॥২১৫॥  
 বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো ন ভূয়ো জন্ম আশুয়াৎ  
 ইষ্টাংশ্চ লভতে কামান্ যঃ পঠেচ্চ শৃণোতি চ  
 শুচিত্ব প্রযতো হুত্বা দেবীদেবপরায়ণঃ ॥ ২১৭  
 যোক্তাখী লভতে মোক্ষং পরং পরমশোভনম্  
 সিদ্ধিকাং হোম্যাপ্যাপ্নোতি সিদ্ধিমিষ্টাং ন সংশয়ঃ  
 অর্থকামো লভেদর্থং পুত্রকামো বহুন্ সূতান্ ।

নামনিচয়ে এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন। এই  
 আমি তোমার নিকট পাপনাশন দেবীর নামা-  
 শ্রক স্তোত্র কীৰ্ত্তন করিলাম। যে মানব  
 সকলের আদরীয় এই পবিত্র স্তোত্র লিখিয়া  
 ধারণ করে, সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত  
 হইয়া শিব লোকে পরমসুখে কলে যাপন করিয়া  
 থাকে এবং পরিণামে সমুজ্জল কুণ্ডলালকৃত  
 দেবগণের বরপ্রদ, সুরাসুরদিগের দৰ্পহারী,  
 ত্রিলোকের অজেয়, হুনিরীক্ষ্য ও ভয়াবহ,  
 অক্ষয় ইচ্ছামূৰ্ত্তি রূপধারণে সমর্থ, ক্রদপুত্র  
 নামে বিখ্যাত, মহাবলসম্পন্ন এবং শূলপাণি  
 শব্দের জ্ঞায় সৰ্বলোকের পূজনীয় হইয়া  
 দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি,  
 এই স্তোত্রের সপ্তসংখ্যক, যট্টসংখ্যক, কিংবা  
 পঞ্চসংখ্যক অথবা কেবলমাত্র একটি শ্লোক  
 পাঠ করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয়;  
 তাহাকে আর পুনরায় গর্ভগ্রহণা ভোগকরিতে  
 হয় না। যে ব্যক্তি পবিত্র সংযতচিত্ত এবং  
 শঙ্কর ও শঙ্করীর প্রতি অচলভক্তিপরায়ণ হইয়া  
 এই স্তবরাজ পাঠ বা শ্রবণ করিতে পারেন,  
 তাঁহার সৰ্বপ্রকার অতীষ্ট লভ হইয়া থাকে।  
 যোক্তাখী হইলে পরম মোক্ষ, সিদ্ধিকাম

বিদ্যাখী লভতে বিদ্যাং জয়কামো লভেজয়ম্  
 যান্ যান্ কামান্ প্রার্থয়তে মানবঃ শংসিতব্রতঃ  
 জপন স্তোত্রবরং পুণ্যং সৰ্বমাপ্নোতি নিশ্চয়াৎ  
 বিদিতঃ সৰ্বদেবানাং মাসস্তান্তান্তরেণ বৈ ।  
 সৰ্বপাপবিমুক্তাত্মা গচ্ছতে পরমাং গতিম্ ॥২২১॥  
 পুণ্যং যশস্তম্যযুযাং সাংখ্যযোগসমমিতম্ ।  
 পঠেদৈব শ্রদ্ধয়া যুক্তো অনন্তং কলমশ্রুতে ॥ ২২২  
 অর্থমেধসহস্রশ্চ বাজপেয়শতশ্চ চ ।  
 কলং লভেত ধৰ্ম্মাত্মা যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়া দ্বিজ ॥  
 দশানাং রাজস্বয়ানামগ্নিষ্টোমশতশ্চ চ ।  
 কৌৰ্ভনাং কলমাপ্নোতি ইত্যাং ভগবাক্তিবঃ ॥২২৪  
 যৎ পুণ্যং সৰ্বতীর্থেষু গঙ্গাদীনাং দ্বিজোত্তম ।  
 জপতঃ সৰ্বমাপ্নোতি প্রাপ্তো ধৰ্ম্মকলানি তু ॥২২৫॥  
 অধুযাঃ সৰ্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং ন সংশয়ঃ ।  
 জীবৈদ্বর্ষণতং সাগ্ৰং যঃ পঠেৎ সততং শুচিঃ ॥

হইলে পরমসিদ্ধি, অর্থপ্রাপ্তি হইলে বিপুল  
 অর্থ, পুত্রাভিলাষী হইলে বহুপুত্র, বিদ্যাখী  
 হইলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা এবং জয়েচ্ছ হইলে  
 জয় লাভ করিয়া থাকে। মানব নিয়মস্থ হইয়া  
 যে যে কল কামনায় এই স্তোত্রবর পাঠ করে,  
 সে নিঃসন্দেহ তৎসমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং মাস  
 মধ্যেই নিম্পাপ ও দেবগণের পরিজ্ঞাত হইয়া  
 পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক  
 জ্ঞান যোগযুক্ত, আয়ুঃ ও যশঃপ্রদ, এই পবিত্র  
 স্তোত্র শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলে, অনন্ত কল  
 প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মতঃ হে দ্বিজ! যে  
 ধৰ্ম্মাত্মা, শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক ইহা পাঠ করেন, তাঁহার  
 সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের এবং যে  
 কাহারও নিকট কীৰ্ত্তন করে, তাহার দশ-  
 সংখ্যক রাজস্ব ও শতসংখ্যক অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের  
 কল হইয়া থাকে, ইহা স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর  
 বলিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! গঙ্গাদি যাব-  
 তীয় তীর্থে নিয়মিত জপ করিলে যে পুণ্য হয়,  
 পবিত্র হইয়া সতত এই স্তোত্র পাঠ করিতে  
 পারিলেও সম্পূর্ণ তাদৃশ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া  
 থাকে এবং সেই পাঠক কৰ্ম্মকলনাতে যে  
 ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণেরও অধুযা হইয়া শূতা



## অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

গোয়শ্চৈব কৃতব্ধঃ ব্রহ্মহা শুকতব্ধগঃ ।

শরণাগতঘাতী চ মিত্রবিশ্রম্ভঘাতকঃ ॥ ২২৭

হুষ্টকর্মসমাচ্যে মাতৃহা পিতৃহা তথা ।

সকৃদাবর্তয়ন্ত্যোক্তং যুচ্যতে সর্বকিঞ্চিৎ ॥ ২২৮

দ্বিরধাত দহেদোষান্ সপ্তজন্মকৃতানপি ।

ত্রিরাবর্তয়তে যন্ত গাণপতামবাগুয়াং ॥ ২২৯

যন্মাসাং সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ শাসিতঃ ॥

সংবৎসরেণ যুক্তাত্মা যোগসিদ্ধিং পরাং লভেৎ

শিবেন ব্রহ্মণে প্রোক্তং ব্রহ্মা প্রোবাচ বিষ্ণুঃ

বিষ্ণুঃ প্রোবাচ সোমায় সোমঃ প্রোবাচ বায়বে

বায়ুশ্চৈব হতাশায় হতাশাচ্চ ময়া গতম্ ।

ময়াপি কথিতং তুভ্যং নিকৃষ্টং পাপনাশনম্ ।

পুরাণং পাবনং দিব্যং দেবদেবেন ভাষিতম্ ॥ ২৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবদেবীসংবাদে

দেবীসুবরাজো নাম সপ্তবিংশতা-

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

ধিক বর্ষ জীবন লাভকরে, তাহাতে আর অণু-  
মাত্র সন্দেহ নাই ১২১০-১২৬। অধিক কি কহিব  
এই স্তোত্র একবার মাত্র পাঠ করিলে সে যদি  
গোহত্যাকারী, কৃতব্ধ, ব্রহ্মহত্যাকারী, শুকপত্নী  
গামী, শরণাগতঘাতী, মিত্রঘাতী, বিশ্বাসঘাতক  
সতত কুকার্যাসক্ত, কিংবা পিতৃমাতৃহত্যাকারী  
হয়, তথাপি সে স্তোত্র পাঠফলে নিখিল পাপ-  
পুঞ্জ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে ।  
হুইবার ইহা পাঠ করিলে সপ্তজন্মার্জিত পাপ-  
রাশিও বিদূরিত হইয়া যায় । যে মানব বার-  
ত্বে ইহা পাঠ করিতে পারে, সে পরিণামে গাণ-  
পত্য প্রাপ্ত হয় এবং যন্মাস মধ্যে সিদ্ধি লাভ  
করত সংবৎসরান্তে পরম যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত  
হইয়া জীবনুজ্ঞ হইয়া থাকে । পূর্বে ভগবান্  
শশাঙ্কশেখর ব্রহ্মার নিকট, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট  
বিষ্ণু চন্দ্রের নিকট, চন্দ্র অনিলদেবের নিকট,  
অনিলদেব অনলদেবের সমীপে যাহা কীর্তন  
করিয়াছিলেন এবং আমিও অনলদেব হইতে  
যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমি তোমার  
নিকট সেই পবিত্রতম পুরাতন পাপনাশন

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্বার্থসাধকং শাস্ত্রং ব্রহ্মবজ্রাধিনিঃসৃতম্ ।

ইন্দ্রেন বিধিনা প্রাপ্তমগন্ত্যোন তথাগতম্ ।

হেনাপি নৃপশার্দূলে কীর্তিতং নৃপবাহনে ॥ ১

শলকপ্রমাণস্ত শিবো ব্রহ্মণি প্রোক্তবান্ ।

লক্ষং শত্ৰুশ্চ লোকশ্চ বিদ্যাং দেবেন ভাষিতম্ ॥ ২

ঘোরোৎপত্তিবধাদীনি দেব্যারাদনমুত্তমম্ ।

কর্মযোগঞ্চ যোগঞ্চ চতুর্কর্গপ্রসাধকম্ ॥ ৩

আদ্যং দেব্যবতারঞ্চ বাচয়েদ্ যঃ শৃণোতি বা ।

স সংসারাদিনির্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৪

বিদ্যাসিংহাসনে মধ্যে বজ্রপুন্ড্রাদিশোভিতে ।

পূজয়িত্বা শিবং জ্ঞানং শৃণুয়াৎ বাচয়েত বা ॥ ৫

শ্রীমৎকুণ্ডাসনং বাপি কৃত্বা হৈমং শ্রুশোভনম্

—১—

শঙ্করকথিত দিব্য নামাঙ্কক স্তোত্ররাজ ব্যক্ত  
করিলাম । ২২৭—২৩২ ।

সপ্তবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৭৭

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র  
ব্রহ্মবজ্রবির্নিগত সর্বার্থসাধক দেবীবিষয় শাস্ত্র  
প্রাপ্ত হন, পরে ইন্দ্র হইতে অগস্ত্য, নৃপবর  
নৃপবাহনের নিকট উহা কীর্তন করিয়াছিলেন ।  
প্রথমে ভগবান্ শঙ্কর দশ লক্ষ শ্লোক ব্রহ্মাকে  
বলেন, পরে ব্রহ্মা ইন্দ্রনিকটে উহার এক লক্ষ  
শ্লোক কীর্তন করেন । ঐ লক্ষ শ্লোকের মধ্যে  
দেবীর লোমহর্ষণকর উৎপত্তি, অশুরাদি বধ,  
দেবীর সাধনা প্রকার এবং চতুর্কর্গসাধক কর্ম-  
যোগ ও যোগের বিষয় উল্লেখ আছে । উহার  
মধ্যে দেবীর উদ্ভববিষয়ক আদ্য অংশ পাঠ বা  
শ্রবণ করিলে মানব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত  
হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বিদ্যা-  
দিগের বজ্রালঙ্কারাদি-শোভিত সিংহাসন মধ্যে  
ভগবান্ শঙ্করকে অর্চনাপূর্বক জ্ঞানোদীপক  
এই পুস্তক স্থাপন করিয়া পাঠ ও শ্রবণ করিবে,

হেমপট্টপরিচ্ছন্নং নানারসবিভূষিতম্ । ৬  
 রাজতং তাম্রকাংশুং বা ব্রহ্মবীৰ্যাদিনির্মিতম্ ।  
 তরুসারসমুদ্ভুতং শৃঙ্গবংশাদিসম্ভবম্ । ৭  
 রত্নহেমসমায়ুক্তং শব্দশ্চটিকমৌক্তিকিত্তিঃ \*  
 যথাসম্ভবমুদ্ভূতৈরধশ্চোৰ্দ্ধং বিভূষিতম্ ।  
 সমুৎকৌণং বিচিত্রকু সূত্রচিত্রং † নিবন্ধনম্ । ‡  
 দ্বিগুণোৰ্দ্ধং প্রমাণেষু পূর্ণচন্দ্রনিভেষু চ ।  
 চিত্রোৎকৌণসু বর্ণেষু প্রতিপাদেষু সংস্থিতম্ । ৯  
 তুকুলপটে দেবদেব্যাং চিত্রপটাদিশোভিতম্ ।  
 বিহ্বা ‡ কুমুদরক্তং বা প্রাকারশিখরাধিতম্ ।  
 চতুর্ভিঃ চন্দ্রকৈবৰ্ণকং পঞ্চবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ ।  
 কিঙ্করী বরকোপে তৈশ্চতুর্ভিঃ সোমসমাস্থিতৈঃ । ১১  
 গিরিশ্রাকারশিখরৈঃ সুভকৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ ।  
 সর্ববস্ত্রসমুদ্ভূতৈঃ কন্দুৈশ্চ প্রলম্বিতৈঃ । ১২  
 ইক্ষ্মাস্তরুণং কুহা বিভ্রসেদগুণাসনম্ ।  
 তন্তোপরি মহাশাস্ত্রং দেব্যাখ্যং হীপা পূজয়েৎ \* ।

অথবা স্বর্ণময়, রক্তময়, তাম্রময়, কাংশুময়  
 কিংবা বৃক্ষের সারাংশ, শৃঙ্গ বা বংশাদি-গঠিত,  
 হেমপট্টাচ্ছাদিত, নানাবিধ রত্ন, সুবর্ণ, শব্দ,  
 শ্চটিক ও মৌক্তিকাদিতে বিভূষিত, সুন্দররূপে  
 সূত্রবেষ্টিত, বিবিধপ্রকার কোদিত, কারুকার্যে  
 অলঙ্কৃত এবং যাহার পাদচতুষ্টয়, উর্দ্ধে দ্বিগুণ-  
 প্রমাণ পূর্ণচন্দ্রনিভ ও সুবর্ণচিত্রিত, এবং বিহ  
 কুণাসন নির্মাণ করাইয়া তত্‌পরি বিচিত্র  
 পটাদিশোভিত, কুমুদকুমুম-রঞ্জিত ও বিহ্বল  
 এবং যাহার তুকুলপটে দেবদেবীর প্রতিমূর্তি  
 ও পঞ্চরঙ্গে চিত্রিত অতি শুভ গিরি, শিখর,  
 শ্রাকারাদি অঙ্কিত, চতুর্ভাঙ্গে পঞ্চবর্ণের  
 সুশোভন চন্দ্রক-চতুষ্টয়, তাহাতে চারিটা উৎ-  
 কর্ষিত কিঙ্করী এবং পরিধারে নানা রঙ্গের বস্ত্র  
 দ্বারা রচিত লম্বমান কন্দুক (খোপনা) সকল  
 লোভন্যমান, ঐদৃশ আস্তরণ আকৃত করিয়া

বিদ্যাদানোপহারেণ শোভাং কুহা প্রবর্ততঃ †  
 গন্ধাবিবাসিতকরঃ স্ত্রীমদাসনসংস্থিতঃ । ১৪  
 ভাবদ্বিহা শিবং দেব্যাঃ শাস্ত্রেহস্মিন্ পরমেশ্বরম্  
 স্বয়ং তিষ্ঠতি দেবেশি পতিং দেবনমস্কৃতম্ । ১৫  
 স্বকায়তনতীর্থেষু নরেন্দ্রভবনেষু চ ।  
 ভাগীরথ্যাস্ত কাশ্মাং বা তথা কামপুরেষু চ । ১৬  
 শ্রোতারশ্চ গুরুজ্ঞানং শিবং ধ্যানা যথাবিধি ।  
 গন্ধপুষ্পৈশ্চ সন্তাটৈঃ প্রত্যহকু সুগন্ধিত্তিঃ । ১৭  
 পূজয়িত্বা নমিত্বা চ কৃতাজলিপুটাঃ স্থিতাঃ ।  
 সর্বৈ নীচাসনাঃ শাস্তাঃ যথারুদ্ধং ক্রমাক্রমাঃ ।  
 ধর্ম্যতঃ শ্রোতুমর্হন্তি কথাস্তরবিবর্জিতাঃ । ১৮  
 জ্ঞানারম্ভে সমাপ্তৌ চ শ্রোতৃভির্বাচকেন চ ।  
 দেব্যা মন্ত্রং শিবাখ্যঞ্চ উচ্চাৰ্য্য সর্বকসিকয়ে । ১৯  
 আনয়েদুপপুষ্পাঢ্যমেকৈকঃ শ্রাবকঃ ক্রমাৎ ।  
 সর্বসাধুজনার্থায় জ্ঞানমন্ত্রপ্রদোহপিহবা । ২০

তত্‌পরি দেবীসহস্রীয় এই মহাপুরাণ স্থাপন-  
 পূর্বক যথাবিধি পূজা করিবে। এইরূপে  
 পাঠ করিলে পাঠক পরিণামে দেবীর পুজ  
 হইয়া থাকে। পাঠক বিদ্যাদানের উপযুক্ত  
 বসনাদি দ্বারা স্বীয় শরীর শোভা সম্পাদন-  
 পূর্বক গন্ধাদি দ্বারা করতলদ্বয় সুবাসিত  
 করিয়া উক্তম আসনে উপবেশনান্তে এই  
 দেবীশাস্ত্রে পরমেশ্বর শঙ্কর ও সর্বদেবারাধ্যা  
 দেবী স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা  
 করত পাঠ করিবে। ১—১৫। নিজগৃহে,  
 রাজ-ভবনে এবং ভাগীরথী, কানী ও  
 কামাখ্যাদি তীর্থে ইহা পাঠ করা কর্তব্য।  
 শ্রোতৃগণও প্রত্যহ পূর্ণ জ্ঞানমন্ত্র মহেশ্বরকে  
 যথাবিধি ধ্যানান্তে সুগন্ধি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা  
 অর্চনা ও প্রণামপূর্বক বৃদ্ধাক্রমে নীচাসনে  
 উপবেশনপূর্বক কথাস্তররাহিত হইয়া কৃতাজলি-  
 পুটে শ্রবণ করিবে। পাঠ আরম্ভ ও সমাপ্তি-  
 কালে শ্রোতৃবর্গ ও পাঠকের শিবাখ্য দেবীময়

\* দক্ষিণে রতি পাঠান্তরম্ ।

† চিত্রমিতি কচিৎ ; পাঠঃ ।

‡ বহুমিতি কচিৎ কচিচ্চ শুদ্ধমিতি ।

। সোপচারেণ শোভিতমিতি পাঠান্তরম্ ।

এতৎপদ্যাক্ষহানীয়ম্ “এবং কুহা  
 প্রবর্তেন দেব্যাঃ পুজো ভবেদ্ ভবম্” ইতি  
 পাঠান্তরং কাপি দৃশ্যতে ।

আচায়েভ্যঃ করে দদাদ্ বাচকঃ কনুমত্ৰয়ম্ ।  
 তেহপি তৈরাদিমধ্যান্তে কুৰ্ব্বাঃ পূজাঞ্চ পুস্তকে  
 ইতি শক্ত্যা চ ভক্ত্যা চ পূজাং কুৰ্ব্বা সদাক্ষণাম্  
 প্রবর্তয়তি যঃ কশ্চিদেব্যাঃ পুস্তকবাচনম্ ।  
 সৰ্বসম্বোধপকারায় আশ্বিনশ্চ বিমুক্তয়ে ।  
 তস্ম পুণ্যকলং বক্ষ্যে শ্রোতৃণাং বাচকস্ত চ ॥ ২২ ॥  
 ধনমায়ুঃ প্রজাঃ কৌত্তিঃ প্রজাঃ বুদ্ধিঃ শ্রিঃ সুখম্  
 ইহ সম্প্রাপ্য বিপুলং দেহান্তে শান্তিমাশ্বয়াৎ ।  
 সম্পূজ্য চ মহাজ্ঞানং প্রদেশে চাপ্যসংকৃতে ।  
 বাচয়ন্ নরকং যাতি তস্মাৎ সংকৃত্য বাচয়েৎ ॥  
 অসম্পূজ্য তথা \* বাচ্যং দেবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ ।  
 মূনে ধর্মপ্রবাহস্ত উপকারায় বুদ্ধিমান্ ॥ ২৪ ॥  
 যথা প্রবর্ততে ধর্মো অধর্মঞ্চ পরিত্যজেৎ ।

উচ্চারণ করিতে হয় । শ্রোতৃবর্গ ও পাঠক  
 সকলেরই সাধুলোকের জন্ত এক এক করিয়া  
 পুষ্প ধূপাদি আনয়ন করা কর্তব্য । পাঠক  
 শ্রোতৃগণকে আচমন করাইয়া প্রত্যেকের  
 হস্তে ক্রমে এক একটি পুষ্প দিবেন এবং  
 তাঁহারাও সেই পুষ্প দ্বারা পুস্তকের আদি মধ্য  
 ও অন্তে ক্রমাযয়ে পূজা করিবেন । যে ব্যক্তি  
 ভক্তি-সহকারে এইরূপে যথাশক্তি সদাক্ষণ  
 পূজা সমাপনপূর্বক সর্বপ্রাণীর উপকার ও  
 আপনার মুক্তির জন্ত দেবীপুরাণ পাঠ করান,  
 ভাষণ এবং শ্রোতৃবর্গের ও পাঠকের যেরূপ  
 পুণ্যকল হয়, ক্রমে বালিতেছি, শ্রবণ কর ।  
 যিনি পাঠ করান, তিনি ইহ জীবনে বিপুল  
 ধন, আয়ুঃ, সন্তানসমৃদ্ধি, যশঃ, প্রজা, বুদ্ধি ও  
 সুখসম্পৎ লাভ করিয়া দেহান্তে পরম শান্তি  
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যথাবিধি পূজা না  
 করিয়া এবং অপবিত্র স্থানে পাঠ করাইলে  
 নরকগমন হয়, এজন্য পবিত্রস্থানে অর্চনা-  
 পূর্বক পাঠ করাইবে । ১৬—২৩ । হে মূনে !  
 বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ধর্মপ্রবাহের উপকারার্থ দেবতা,  
 অগ্নি ও গুরুসন্নিধানে পূজা না করাইয়াও  
 পাঠ করাইতে পারেন । বাহাতে, সকলে

লোভাভয়ার বাচোদং দেব্যাঃ শাস্ত্রং শিবাস্তকম্  
 বাচনাতে জগচ্ছাস্ত্রবধার্থ্য্য দিনে দিনে ।  
 গচ্ছেয়ুঃ কুশপুষ্পার্ঘ্যং শিবোমাপূজনায় চ ॥ ২৫ ॥  
 ততঃ শাস্ত্রং সমাপ্যান্তে পূজাং কুৰ্ব্বা বিশেষতঃ ।  
 দেব্যা বিদ্যাগুরুণাঞ্চ ভক্ত্যা তু শিবযোগিনাম্  
 কস্তকাঙ্কিজবন্ধুনাং স্তেযামপি বুদ্ধিমান্ ।  
 ভোজনং করয়েচ্চৈবাং দীনানাঞ্চাথ সর্বতঃ ।  
 মিত্রস্বকুলসাধুনাং স্ত্যভূতাজনস্ত চ ॥ ২৬ ॥  
 গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছিবং গোমিথুনং শুভম্ ।  
 বহুযুগ্মাঙ্গুরীক্ষঞ্চ যুতপূর্ণঞ্চ ভোজনম্ ॥ ২৭ ॥  
 বাচকায় প্রদাতব্যাদক্ষিণা পূর্বভাষিতা !  
 অভাষিতস্ত দাতব্য্য গুরোরর্ধেন দক্ষিণা ৩০  
 শেষাণাঞ্চ যথাশক্ত্যা দক্ষিণাং শিবযোগিনাম্ ।  
 দদ্যাৎ প্রবোধয়েৎ পশ্চাৎ প্রদৌপাষ্টশতং \* বুধঃ  
 বিতানঞ্চ ধ্বজং দেয়ং দেবীদেবস্ত শোভনম্ ॥  
 যথাসম্ভবতঃ কার্য্যা পূজা শাঠ্যবিবর্জিতা ।

ধর্মোচরণে প্রবৃত্ত ও অধর্ম হইতে বিরত হয়,  
 এই নিমিত্ত পাঠ করাইবে ; নতুবা কোন  
 লোভ বা ভয়বশতঃ এই শিবস্বরূপ দেবীশাস্ত্র  
 পাঠ করান কর্তব্য নহে । এইরূপে পাঠ-  
 সমাপ্তি হইলে দিন দিন জগতের মঙ্গল হইয়া  
 থাকে জানিবে । শঙ্কর ও শঙ্করীর পূজার  
 জন্ত কুশ পুষ্প আহরণ করিতে সকলেরই  
 গমন করা বিধেয় । এইরূপে পাঠসমাপনান্তে  
 দেবী, বিদ্যা, গুরু ও শিবযোগিগকে ভক্তি-  
 সহকারে বিশেষরূপে পূজা করিয়া বহুল  
 কুমারা, ব্রাহ্মণ, বন্ধু, মিত্র, সাধু, দরিদ্র, অস্ত্য-  
 জাতি ও ভূত প্রভৃতি অন্তান্ত সকলকে  
 ভোজন করাইবে, অনন্তর গুরু ও পাঠককে  
 উৎকৃষ্ট গোমিথুন, যুগ্মবন্দ, অঙ্গুরী ও যুত-  
 পূর্ণ ভোজ্য দক্ষিণা দিবে এবং ধারককে উহার  
 অর্ধেক, আর, সদস্তদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা  
 দিয়া দেবীর সন্তোষার্থ অষ্টাধিক শত প্রদীপ  
 প্রজালিত করিবে । দেবী ও মহেশ্বরের  
 মনোহর চন্দ্রাতপ ও ধ্বজ দান করা



নিবেদয়েচ্ছিব দেব্যা অশেষং পুষ্পবারিণাম্ ।  
 জ্ঞানং পুণ্যং মহাশক্তিং শ্রবণায়াত্র সংশয়ঃ ।  
 স্বদেহপতিতং কুৰ্ব্বা দেব্যাঃ শাস্ত্রস্ত ভক্তিতঃ ॥ ৩৪  
 শিবাদীপপ্রদাতা স প্রণষ্টতমসকয়ঃ \* ।  
 বিধূতপাপকলিলো বিত্তদ্যোত ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫  
 ভবাস্ত সর্বলোকান্ত ভাবিতা দেবিদেবয়োঃ ।  
 অশেষপাপনির্মুক্তঃ শূণ্ণ যৎ কলমাপুয়াৎ ॥ ৩৬  
 কুলত্রিশকমুক্ততা ভাৰ্যাপুত্রাদিসংযুতঃ ।  
 তথৈব স্বজনৈঃ স্নিহৈভৃত্যাদাসসমাশ্রিতৈঃ ॥ ৩৭  
 ইত্যোতিঃ সহিতৈঃ সৰ্বৈঃ শ্রীমচ্ছিবপুরঃ স্রজেৎ  
 মহাবিমানৈরারুঢ়ঃ সৰ্বকামসমর্ষিতঃ ॥ ৩৮  
 তত্র ভুক্তা মহন্তোগং যাবদশচন্দ্রতারকম্ ।  
 ততো দেব্যাঃ প্রসাদেন মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 বস্মাদবগতং কুৰ্ব্বাৎ দেব্যাঃ পুষ্পকবাচনম্ ।  
 ভোগাপবর্গকলদং শিবভক্ত্যা ॥ ৩৯ ॥ ৪০

কর্তব্য । বিত্তশাঠ্য ভ্যাগ করিয়া যথাসম্ভব  
 দেব ও দেবীর পূজা করবে । ঐ পূজায়  
 উভয়কে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও বারি প্রদান  
 কর্তব্য । যে ব্যক্তি, স্বদেহপাত করত  
 ভক্তিসহকারে দেবীপুরাণ শ্রবণ করে, সে  
 নিঃসন্দেহ জ্ঞান, পুণ্য ও পরমশক্তি প্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে । দেবীর শ্রীত্যাগে দীপ দান  
 করিলে মানব, পাপরূপ গহন হইতে মুক্ত ও  
 অজ্ঞানান্ধকারশূন্য হইয়া যে, পরম পবিত্রতা  
 লাভ করিতে পারে, তাহাতে আর কিছুমাত্র  
 সংশয় নাই এবং তদীয় সমুদয় আত্মীয়বর্গই  
 দেবদেবীর প্রিয় হইয়া থাকে । উক্ত দীপ-  
 দাতা, অশেষ পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া  
 পরিণামে বেকুপ কললাভ করে, তাহা বলি-  
 তেছি শ্রবণ কর । কুলত্রয় উদ্ধার করত  
 ভাৰ্য্যা, পুত্র, স্বজন, ভৃত্য ও দাস দাসীগণের  
 সহিত সমুদয় ভোগ্যবস্তুপূর্ণ মহা-বিমানে  
 আরুঢ় হইয়া পরম সুন্দর শিবলোকে গমন-  
 পূর্বক তথায় চন্দ্র ও তারকানিকরের স্থিতি-  
 কাল পর্যন্ত মহাভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ

ন মারী ন চ হৃর্তিকম্ ন রক্ষাসি ন ব্যাধয়ঃ ।  
 নাকালে ম্রিয়তে সোহপি হন্ততে ন চ শত্রুভিঃ  
 শৃণোতি যশ্চ কৃতং শিবধর্ম্যং নরাধিপঃ ।  
 অহা সত্ত্বরিগদতো কণাযোগাররাধিপঃ ।  
 তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে তন্ত শত্রুকরো ভবেৎ  
 ইহ ভুক্তাখিলান্ ভোগান্ পরিবারেণ স নৃপঃ ।  
 অস্তে দেব্যাঃ পুরবরে শিবেন বিকুনা সহ ।  
 ক্রৌড়তে বিপুলৈর্ভোগৈর্থাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৪২  
 বসন্তে তুষ্যতে দেবী উমা সর্বসুখপ্রদা ।  
 নিদাঘে ব্রহ্মলোকস্ত সর্বকামসমর্ষিতম্ ।  
 তস্মিন্ ভোগান্ মহান ভুক্তা দেবীলোকে  
 মহীঃতে ॥ ৪৩

প্রারট্‌কালে চ শ্রুতৈবং ভক্ত্যা পরমপার্থিবঃ ।  
 শরৎ সর্বানবাপ্নোতি কামান্ বাচ্য নৃপোত্তমঃ ॥

করিয়া অবশেষে নিঃসন্দেহ মুক্ত হইয়া থাকে ।  
 যে স্থানে প্রতিদিন শত্রুরের প্রতি ভক্তিসহ-  
 কারে ভোগমোক্ষপ্রদ দেবীপুরাণ পাঠ শ্রবণ  
 করা যায়, সে স্থলে মহামারী, হৃর্তিক, ব্যাধি ও  
 রাক্ষসাদি হইতে কোন ভয় থাকে না । যে  
 নরাধিপ সতত শিবধর্ম্য শ্রবণ করে, সে  
 অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না এবং শত্রু-  
 গণ তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না ; অধিক  
 কি, একবার মাত্রও আনন্দোৎসবের সহিত  
 শ্রবণ করিলে তদ্বিনেই তাহার শত্রুগণ বিনাশ  
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সে পরিবারবর্গের  
 সহিত ইহকালে অখিল ভোগ্যবস্তু ভোগ  
 করিয়া পরিণামে দেবীলোকেও বিপুল ভোগ্য  
 উপভোগ করত যতদিন চন্দ্র ও তারকাদি  
 বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল ভগবান্ শত্রু  
 ও বিকুর সহিত ক্রৌড়া করিবে । বসন্তকালে  
 শ্রবণ করিলে সর্বসুখদায়িনী দেবী উমা পরম  
 পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন । গ্রীষ্মকালে শ্রবণের  
 কালে ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক তথায় বিপুল  
 ভোগ্য ভোগ করিয়া পরিণামে দেবীলোকে  
 পরমসুখে বাস করিতে পারা যায় । হে  
 নৃপোত্তম ! প্রারট্‌কালে ভক্তপুরঃসর শ্রবণ  
 করিতে পারিলেও পূর্বোক্ত প্রকার কললাভ



ইঃ শ্রীমহাভক্তিমায়ায় যুচ্যতে সঙ্গপাতকৈঃ ।  
বিশুদ্ধশ্চ ভবেৎশঃ সৰ্বকামকলাবহঃ ।  
তস্মা ভাগ্যং বন্দয়িতুং বাণ্যা বাণী ন শকুয়াৎ ॥  
ইহলোকে সুখং ভুক্তা তদন্তে শিবলোকতঃ ॥৪৬  
খট্টাবধং তথা শ্রীমহা বিনায়কস্ত জন্ম চ ।  
মাতুলোকমবাপ্নোতি ক্রৌঞ্চতে চ চিরং সুখী ॥

দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু বিধিনা নৃপসত্তম ।  
প্রসাদঞ্চ প্রকুস্বীত প্রতীক্ষা ভবতে শিবা ॥ ৪৮  
সদাচারঃ শুভাচারঃ সৰ্বসঙ্গবিবর্জিতঃ ।  
বাচয়ন্ পুরাণমেতত্ত্ব সৰ্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯  
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বাচনবিধিনামাষ্টাবংশ-  
তাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

হইয়া থাকে এবং শরৎকালে শ্রবণ করিলে  
বাক্য দ্বারাই অখিল অভিলষিত বিষয় লাভ  
করা যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিসঙ্কারে বারংবার  
শ্রবণ করে, সে যাবতীয় কলুষরাশি হইতে  
বিশুদ্ধ হয় এবং তদীয় বংশ পবিত্র ও অখিল  
অভীষ্টলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে। কল  
কথা, দেবী সরস্বতীও বাক্যে তদীয় শুভাদৃষ্ট  
বর্ণন করিতে সমর্থ্য নহেন। সে ইহলোকে  
অপরিসীম সুখভোগ করিয়া দেহান্তে শিবপুরে  
অবস্থিতি করিয়া থাকে। হে নৃপসত্তম।

যথাবিধি দেবীকে অর্চনাপূজক খট্টাবধ ও  
গণেশের জন্মকথা শ্রবণ করিলে চিবকাল  
পবনমুখে মাতুলোকে ক্রৌঞ্চ করিতে পাবে।  
দেবী শিবানী প্রতীক্ষা হইয়া অনুগ্রহ করেন।  
সদাচারসম্পন্ন ও সৰ্বসঙ্গ-বিবর্জিত হইয়া  
এই পুরাণ পাঠ করিলে নিখিল অভীষ্টই  
সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৩—৪৯।

অষ্টাবিংশতাদিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

সম্পূর্ণমিদং দেবীপুরাণম্ ॥

শ্রীঃ